INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

The 5th April, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 5th April, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker, in the Chair, three Ministers, the Dy. Speaker, the Deputy Minister, and 20 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Questions. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Starred Question No. 225.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 225, Sir.

প্রশ্ন

(১) গত ২৯-১-৭১ তারিখে বিলোনীয়া বল্লামুখের দিলীপ কুমার মালি একটি মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ২-২-৭১ তারিখে আগরতলা ভি. বি. হাসপাতালে মারা যান কি ?

(২) ঐ দুর্ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ T.R.T. ২৪৯নং জীপ আটক ও তার ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করেছিল কি ?

উত্তর

(১) হঁ্যা।

(২) হঁ্যা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে মোটর দুর্ঘটনায় দীলিপ কুমার মালি মারা গেল, সেজন্য তার পরিবারকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই মোটর দুর্ঘটনার কারণ বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—দিলীপ কুমার মালি নামে একটি ১২ বছরের ছেলে রাস্তা দিয়ে চলার সময়ে একটি জীপের তলায় পড়ে ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭১ইং তারিখে, তাকে প্রথমে বিলোনীয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এব পরে তাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সে মারা যায়, এই কারণটা আমার জানা আছে, এর বেশী কিছু আমার জানা নেই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ঐ জীপের ড্রাইভার অত্যন্ত রাস ড্রাইভিং করে এবং তার রাস ড্রাইভিং করার ফলে এই ছেলেটা জীপের নীচে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয়। কাজেই যে রাস ড্রাইভিং করে, তাকে কেমন করে গাড়ী চালাবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হল, জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যে যে রাস ড্রাইভিং করবে, এটা তো আর লাইসেন্স ডিপার্টমেন্টের জানার কথা নয়।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এই ড্রাইভারটা সব সময়ে রাস ড্রাইভিং করে থাকে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেসব সময়ে রাস ড্রাইভিং করে কিনা, সেটা আমার জানা নেই।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Starred Question No. 282

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Starred Question No. 282, Sir.

প্রশ্ন

(১) ইহা কি সত্য যে গত ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল উপজাতি যুবক এ, এস, আই (পুলিশ) পদে ইন্টারভিউ দিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও এ পর্য্যন্ত নিযুক্ত করা হয় নাই?

(২) যদি সত্য হইয়া থাকে তাহার কারণ?

উত্তর

(১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ইন্টারভিউ নেওয়া হল, তারপর তাদের কারো এ্যাপয়েন্‌মেন্ট দেওয়া হল না, তার কারণটা কি জানাবেন? তাদের ইন্টারভিউ নিয়ে এ্যাপয়েন্টমেন্ট না দেওয়ার কারণ কি এটাই বুঝতে হবে ট্রাইবেলদের সরকারী চাকুরী না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৮ইং সনে পুলিশের এস, আই পদের জন্য ট্রাইবেল ক্যান্ডিডেটদের কাছ থেকে ইন্টারভিয়্যু নেওয়া হয়েছিল, সেটা একটা

রিটেন এ্যাকজামিনেশান। কিন্তু তখন ঐ পরীক্ষায় কেউ পাশ মার্ক রাখতে পারেন নি। তারপরে আবার ১৯৭০ইং সনে তাদের কাছ থেকে আর একটা পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে মাত্র ১৮ জন ক্যাণ্ডিডেট পাশ মার্ক পায়। ফাইনাল সিলেকশান করার জন্য কিছু দিনের মধ্যেই ডি, পি, সি বসবে, তারপরে তারা সিলেক্ট করবে কাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যায়।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে ভারত সরকার এর স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্বেও এইসব ট্রাইবেল ক্যাণ্ডিডেটদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—ইহা সত্য নহে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭০ইং সনে লাষ্ট তাদের ইন্টারভিয়্যু নেওয়া হয়েছে, আমরা পত্র পত্রিকায় এবং বক্তৃতার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে উপযুক্ত লোকের অভাবে পুলিশের কাজ হচ্ছে না সেই অবস্থায় এই যে ১৮ জন ক্যাণ্ডিডেট পাশ মার্ক পেয়েছে, বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন, অথচ তাদেরকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে কেন বিলম্ব করা হচ্ছে, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—১৯৭০ইং সনের লাস্ট দিকে হবে, অবশ্য আমার সেই মাসের নামটা মনে নেই, তবে বিভিন্ন কারণে ডি, পি, সি বসতে দেরী হচ্ছে, আর সেজন্য বিলম্ব হচ্ছে।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে সিডিউলড ট্রাইবস্‌দের জন্য সরকারী চাকুরীতে যে কোটার ব্যবস্থা আছে, তা পূরণ করার এখনও অনেক বাকী আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ফর দ্যাট আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই ডি, পি, সি, কবে পর্যন্ত বসতে পারে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এ্যাজ আরলী এ্যাজ পসিব্যাল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন আর্থিক সনে এই ডি, পি, সি, বসবে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই আর্থিক বছরের মধ্যে তাদেরকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া সম্ভব কি না, বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—চেষ্টা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 228.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 228.

QUESTIONS

১। ১৯৭০-৭১ সালে পূর্ব্ব পাক—ত্রিপুরা সীমান্তে মোট কয়টি (ক) গরু চুরি (খ) ডাকাতি হয়েছে ;

২। ঐ সকল ঘটনা সম্পর্কে কতজনকে এই সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

ANSWERS

১। ও ২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—239.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 239.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ সালে ত্রিপুরায় মোট কত উদ্বাস্তু পাকিস্তান থেকে এসেছেন ;

২। মোট কতটি উদ্বাস্তু পরিবারকে বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসের মধ্যে পুনর্ব্বাসনের জন্য ত্রিপুরার বাহিরে পাঠানো হইয়াছে ;

৩। বর্ত্তমানে মোট কতজন উদ্বাস্তু কোন উদ্বাস্তু শিবিরে আছে তার হিসাব ;

৪। সরকার থেকে তাদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। ১৯৭০-৭১ সালে ত্রিপুরায় মোট ০৯২৭ জন উদ্বাস্তু পাকিস্তান থেকে এসেছেন।

২। মোট ৮২১টি উদ্বাস্তু পরিবারকে বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসের মধ্যে পুনর্ব্বাসনের জন্য ত্রিপুরার বাহিরে পাঠানো হইয়াছে।

৩। বর্ত্তমানে কোন উদ্বাস্তু শিবিরে কতজন উদ্বাস্তু আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(ক) আমতলী অনাথ আশ্রমে ২৮৫ জন ;

(খ) অরুন্ধুতিনগর অনাথ শিবিরে ২১৮২ জন ;

(গ) অরুন্ধুতিনগর অভ্যর্থনা শিবিরে ১৬৭ জন ;

(ঘ) পাবিয়াছড়া ট্রেন্‌জিট ক্যাম্পে ৭৭১ জন জন।

৪। সরকার থেকে তাদের পরিবারের লোক সংখ্যা অনুযায়ী মাসিক ১০·০০ টাকা হইতে ৭৫·০০ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক তিন কিস্তিতে ক্যাস ডোল দেওয়া হয়। তাদের বৎসরে দুইবার পরিধানের কাপড় ও একবার কম্বল দেওয়া হয়। তাদেরে বিনা খরচে চিকিৎসা ও লেখা পড়ার সুযোগ দেওয়া হয় ; অধিকন্তু ·৫৭ পয়সা কিলোগ্রাম হিসাবে রেশনের চাউল ও আটা দেওয়া হয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে ৮২১টি পরিবার বর্ত্তমানে ক্যাম্পে আছে তাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠানোর জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ৮২১টি পরিবারকে বর্ত্তমান মার্চ্চ মাসে পুনর্ব্বাসনের জন্য ত্রিপুরার বাহিরে পাঠানো হয়েছে এইকথা বলা হয়েছে। বাকী যারা আছে তাদের পাঠানো হবে ধীরে ধীরে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ৮২১টি পরিবার বাদে আর সবাই ক্যাম্পে আছে না বাইরেও আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা ক্যাম্পের হিসাব দেওয়া হয়েছে।

Mr Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 258.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 258.

প্রশ্ন

১। Ex-Political Sufferer দের চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা শিথিল করার যে প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে তাহা কতটুকু কার্য্যকরী করা হইয়াছে ;

২। এই পর্য্যন্ত কতজনকে এই সুযোগ দেওয়া হইয়াছে ;

৩। ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কতজন Ex-Political Sufferer চাকুরী করিতেছেন ?

উত্তর

১।
২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।
৩।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 257.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 257.

QUESTIONS

1. Whether any seniority list was prepared after initial constitution of T. C. S. as per T. C. S. Rules 1967 ;
2. Whether the seniority list of T. C. S. has been amended or altered and if so, how may times and why ;
3. Is there any one belonging to T. C. S. as per Rule 1967 whose seniority has not yet been fixed ; and if so, why ?

ANSWERS

1. A draft seniority list of the T. C. S. Officers was prepared after the initial constitution of that Service, as per T. C. S. Rules, 1967 ;
2. The seniority list has not yet been finally prepared. The question of amending or altering it does not arise.
3. Does not arise. Seniority of none of the T. C. S. Officers has yet been finally fixed.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যা বলা হয়েছে তাতে আপনি কি মনে করেন যে ডিউরিং দিস পিরিয়ড তিনবার সিনিয়রিটি লিষ্ট অলটার করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি বলেছি যে সিনিয়রিটি লিস্ট ফাইন্যালী প্রিপেয়ার্ড হয় নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—সিনিয়রিটি লিস্ট যদি ফাইন্যাল না হয়ে থাকে তাহলে আই, এ, এস, কেডারে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি হয়েছে, ফাইন্যাল যদি না হয়ে থাকে তাহলে হাউ অল দোজ পার্সনস গট অপরচুনিটি ফর দি নমিনেশন অব আই, এ, এস ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই, এ, এস, এর জন্য ইউ, পি, এস, সি, থেকে আমাদের সমস্ত টি, সি, এস, এর নাম চেয়েছিল। সেই লিস্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে বিবেচনা করে তারা সেটা করেছেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—কিভাবে এই সিলেকশন হয় স্যার ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা ইউ, পি, এস, সি, ডিটারমিন করেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—হোয়াট ইজ দি গাইডিং প্রিনসিপল অব সিলেক্টিং অর নমিনেটিং আই, এ, এস,-র সিনিয়রিটি যেখানে ফাইন্যাল হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই, এ, এস, সিলেকশনে, সিনিয়রিটি ইজ নট দি অনলী ক্রাইটেরিয়া। মেরিটটাও আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আই, এ, এস, সিলেকশনের জন্য নাম ত্রিপুরা সরকার থেকে গেছে। সেখানে ত্রিপুরার সরকার যাদের নাম রিকমেণ্ড করে পাঠিয়েছেন এবং যতজন টি, সি, এস, এর নাম পাঠিয়েছেন তার সঙ্গে কি তাদের ক্যারেকটার রোলও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—সবার নাম কি পাঠানো হয়েছে না কি ৪।৫ জনের নাম পাঠানো হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—প্রশ্নটা হল টি, সি, এস, সিনিয়রিটি লিষ্ট সম্পর্কে। সুতরাং আই, এ, এস, কেডারের প্রশ্ন সম্পর্কে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে এর জন্য সেপারেট কোয়েশ্চান করতে বলব।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—বেসিক কথাটা হল যেখানে সিনিয়রিটি লিষ্ট ফাইন্যাল হয়নি সেখানে অল পিপলস আর গেটিং প্রমোশন। এই জন্য আই, এ, এস, এর প্রশ্নটা উঠেছে। কারণ এটার উপর বেসিস করেই আই, এ, এস, এর প্রমোশন হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ওয়ান্ট সেপারেট নোটিশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—সিনিয়রিটি রুলস হয়েছে ১৯৬৭ সনে। আজকে ১৯৭১ সন হয়ে গেল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এখন পর্যন্ত সিনিয়রিটি লিষ্ট ফাইন্যাল হয়নি। আমরা কি জানতে পারি যে এই সিনিয়রিটি লিষ্টটা ফাইন্যাল হতে আর কতদিন সময় লাগবে? কারণ এর জন্য প্রমোশন ইত্যাদি বন্ধ হয়ে রয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ::— The draft seniority list was prepared according to the recommendation of the Union Public Service Commission and circulated among the officers inviting claims and objections. A number of recommendations has been receive l from the officers concerned. Those are now under consideration in consultation with the Union Public Service Commission.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—ইউ পি এস সি থেকে রিকমেণ্ডেশন কতবার এসেছে স্যার?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—I demand notice.

Mr. Speaker : – Shri Rajkumar Kamaljit Singh. You have got another question bracketed with Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 240.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 240, Sir.

Questions	Answers
1. Is it a fact that Government of India has asked to the Tripura Govt. for the list of ex-political sufferers who have suffered imprisonment for 5 years.	The Government of India called for a list of the freedom fighters who suffered imprisonment for at least five years in the Andaman Cellular Jail or in other parts of India.
2. If so, when it has been sent to the Government of India ;	The list has been sent to the Government of India on the 31st Dec., 1969.
3. If not, what is the reason ?	Does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— যাদের নাম পাঠানো হয়েছে তাদের মধ্যে কতজন ফাইনানশ্যাল এ্যাসিষ্টেন্স পেয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া আমাদের কাছে চেয়েছিল তাদের নাম যারা পাঁচ বছর ইম্প্রিজনমেন্ট সাফার করেছে তাদের পলিটিক্যাল পেনশান দেওয়ার জন্য আমরা পনের জনের নাম পাঠিয়েছিলাম, কারণ প্রথমতঃ পনের জনের নামই আমরা পাই। আরেকটা নাম পরে আসে সেটা আমরা রিকমেণ্ড করে পাঠিয়েছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এর মধ্যে আন্দামান ফেরত কতজন এবং নিকোবর এবং অন্যান্য জায়গা থেকে কতজন আছেন, সেটা ক্লাসিফাই করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিনয়ভূষণ বানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পলিটিক্যাল সাফারের হিসাবে ত্রিপুরা ষ্টেটে যারা আছে, তাদের সাহায্য দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিভিন্ন পরিকল্পনা আছে সেই অনুসারে তাদের সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যে একজন বাকী আছে বললেন তিনি কি এই পেনশান পাবেন না কি তার ডেট্ এক্সপায়ার করে গেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমরা এই কেসটা টেক আপ করেছি, মনে হয় পাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যাদের পলিটিক্যাল পেনশন দেওয়া হচ্ছে তাদের কত করে দেওয়া হচ্ছে ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই লিস্ট গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠাই, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া পেনশান স্যংশান করেন। এর মধ্যে এক একটা কেস এক এক রকম রয়েছে আমি সেই লিষ্টটা পড়ে দিচ্ছি—

	Name.	Amount of pension.
1.	Shri Sreedhar Goswami.	Rs. 250/-
2.	Shri Annada Charan Paul.	Rs. 250/-
3.	Shri Dhirendra Ch. Chakraborty.	Rs. 250/-
4.	Shri Sushil Kr. Roy.	Rs. 250/-
5.	Shri Sashi Mohan Bhattacharjee.	Rs. 250/-
6.	Shri Saradindu Bhattacharjee.	Rs. 250/-
7.	Shri Jibendra Das.	Rs. 200/-
8.	Shri Nripendra Ch. Dutta Roy.	Rs. 250/-
9.	Shri Matilal Roy.	Rs. 300/-
10.	Shri Bharat Ch. Sarma Roy.	Rs. 300/-
11.	Smt. Bani Laskar Choudhury.	Rs. 300/-
12.	Shri Gopi Mohan Saha.	Rs. 200/-
13.	Shri Chuni Lal Deb.	Rs. 200/-
14.	Shri Nalini Ranjan Sen Gupta.	Rs. 200/-
15.	Smt. Himani Rani Bhowmik.	Rs. 200/-

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে নামগুলি পড়লেন, এরা সবই কি আন্দামান ফেরত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আই ডিন্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে আন্দামান ফেরত যারা তারাই শুধু এই পেনশান পাবে না অন্য কেউ এই পেনশান পাবে ফ্রীডম ফাইটার হিসাবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— শুধু আন্দামান ফেরতই নয়—Government of India have formulated a scheme for grant of pension from Central Revenues to those freedom fighters who had suffered impiisonment for a total period of not less than five years in Andamans or elsewhere.

Mr. Speaker :— Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :— Question No. 283.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Question No. 283, Sir,

প্রশ্ন

১। এই রাজ্যে সরকারী চাকুরীতে ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে কতজন কর্মচারী আছেন ;

২। তন্মধ্যে তফশীলি উপজাতি ও তফশীলি জাতির সংখ্যা এবং শতাংশ হিসাবে তাহাদের পৃথক পৃথক হিসাব ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker :— There are 30 Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the Reply to the Unstarred Questions.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :— I have received a Calling Attention Notice from the following Member—

Shri Jatindra Kr. Majumder, on the subject of—

'গত ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ইং জিরানীয়া ও চম্পকনগর এর মধ্যবর্তী আগরতলা আসাম রাস্তায় ১০০১ নং ট্রাকটির দুর্ঘটনার ফলে সুবি দেববর্মা, চিন্তাহরণ দেববর্মা, শোভা দেববর্মার ঘটনা স্থলে মৃত্যু এবং অপর এক ব্যক্তির হাসপাতালে মৃত্যু সম্পর্কে।'

Mr. Speaker :— I have given consent to the Motion to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— On 8th April, 1971.

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister will make a statement on 8th April, 1971.

PRESENTATION OF THE REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES :

Mr. Speaker :— Next item in the List of Business is presentation of the Twelfth Report of the Committee on Privileges.

I would call on Shri Monoranjan Nath, Deputy Speaker, Chairman Ex-Officio, to proceed to present before the House the Twelfth Report of the Committee on Privileges.

Shri Monoranjan Nath :— Mr. Speaker Sir, I beg to present before the House the Twelfth Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :— Members are requested to collect their copies of the Report from the Notice Office

Mr. Speaker :— To-day, in the list of business 7 demands viz : Demand Nos. 22—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works, 27—Public Works, 28—Capital Outlay on Public Works, 42—Capital Outlay on Other Works, 41—Capital Outlay on Public Works, 25—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) & 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) are to be disposed of.

Moreover, there are 11 Demands namely 6—Stamps, 7—Registration Fees, 15—Medical, 16—Public Health, 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health, 17—Family Planning, 23—Labour & Employment, 2—Land Revenue, 33—Forest, 24—Miscellaneous and 35—Other Miscellaneous, Compensation & Assignments carried over from the list of business for 1st and 2nd April, 1971 will also be taken up to-day, the 5th April, 1971.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demand I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demand and the cut motions. Thereafter, when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos : 6 & 7—together Demand Nos : 15, 16, 36 & 17—together, Demand Nos : 34 & 35—together Demand Nos : 27,28,42,41,25 & 39—together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature. of course, I shall dispose of the Demands (Main motion) separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand Nos : 6—Stamps &—7 Registration Fees together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— (i) Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 40,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972. in respect of Demand No. 6—Stamps.

(ii) Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 7—Registration Fees.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজ যে ডিমাণ্ড নাম্বার সিক্স ষ্টাম্পস এবং ডিমাণ্ড নাম্বার সেভেন—রেজিষ্ট্রেশান ফিস এগুলি সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, তা আয়ের তুলনায় অনেক বেশী বরাদ্দ রেখেছেন বলে আমার মনে হয়। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার সিক্স—ষ্টাম্পস, এটাতে খরচ দেখানো হয়েছে ৪০ হাজার টাকা, আর এর থেকে আমাদের সরকারের আয় হচ্ছে মাত্র ১২ হাজার ৫ শত টাকা। তারপরে ডিমাণ্ড নাম্বার সেভেনে আমরা খরচ করছি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, আর এর থেকে আমাদের সরকারের আয় হচ্ছে নন-জুডিশিয়ালে—১৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আর জুডিসিয়েলে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। এই টাকা খরচ করতে গিয়ে উনারা তার জাষ্টিফিকেশান যেটা দিয়েছেন, সেটা হল এই ষ্টাম্পস বিক্রি করতে গিয়ে ভেণ্ডার্সদের কমিশন বাবতে সরকারকে ৪০ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সরকার ইচ্ছা করলে এই কমিশনের হার কমিয়ে দিয়ে সরকারের আয় কিছুটা বাড়াতে পারতেন। তারপরে মন্ত্রী মহোদয় তিনটা ডিষ্ট্রিক্টে ভাগ করে, বিভিন্ন ডিষ্ট্রিক্টের হেডে বিভিন্ন রকমের খরচ দেখিয়েছেন এবং তার মধ্যেও দেখছি যে বিভিন্ন জায়গাতে অনেক প্রভেদ আছে। এর মধ্যে সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে দেখানো হয়েছে ৬০ হাজার টাকা, আমি মনে করি এটাকে আরও বাড়ানো দরকার ছিল। কারণ, সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের যে এরিয়া, তা একেবারে কম নয়। আর এখানে ওয়েষ্ট ডিষ্টিক্টে অর্থাৎ সদরে দেখানো হয়েছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার

টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে ওয়েষ্টের তুলনায় সাউথ ডিষ্ট্রিক্ট কমই দেখানো হয়েছে। আমার মনে হয় সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে এর চেয়ে আরও বেশী লাগতো। তাই আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে এটা কন্‌সিডার করার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ষ্টাম্পস এবং রেজিষ্ট্রেশান এর যে ডিমাণ্ডসগুলি এই হাউসের সামনে রেখেছেন আমি তাদের সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করতে গিয়ে এই ষ্টাম্প সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬৩ ইং সনে ষ্টাম্পের মূল্য বাড়ে। তার মানে আগে যে জায়গাতে ১০০ টাকায় ১ টাকার ষ্টাম্প লাগত, এখন সেই জায়গাতে ২.২৫ টাকা লাগে, বিশেষ করে নন-জুডিসিয়াল ষ্টাম্পের বেলায় আমার মনে হয় ১৯৬৩ ইং সনে আমাদের যে ষ্টাম্প লাগত, এখনও আমাদের সেই পরিমাণ ষ্টাম্পই লাগছে। কিন্তু ষ্টাম্পের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, এখানে খরচ বেড়ে গেছে, এই জায়গাতে ষ্টাম্প কিন্তু বেশী লাগছে না, এই কারণে জনসাধারণ ষ্টাম্পের অভাবে নানা রকম দুর্গতি ভোগ করতে হচ্ছে, তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন আসাম থেকে ষ্টাম্প নিয়ে আসছে এবং সেখান থেকে হাজার হাজার টাকায় ষ্টাম্প আনতে হচ্ছে। এ জন্য এ দিক দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের বেশ পরিমাণ লোকসান হচ্ছে এবং অন্য দিক দিয়ে আমাদের জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের ষ্টাম্প আনতে হয় ব্লেক মার্কেট থেকে। আর এই সমস্ত কারণে আমি কয়েকবার এই বিধান সভায় প্রশ্ন তুলেছি, কিন্তু এর কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আমি এ দিকে ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যদি ষ্টাম্প সাপ্লাই করার কোন অসুবিধা থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে এর জন্য একটা অলটারনেটিভ ব্যবস্থা করা দরকার। যেমন আমি বলব, আমি যখন পাকিস্থানে ছিলাম, তখন দেখেছি সরকার যখন ষ্টাম্প সাপ্লাই দিতে পারছেন না, তখন ষ্টাম্প পেপারে সীল মেরে, ২ টাকা, ৩ টাকা, ১০ টাকা এবং ২০ টাকার সীল মেরে লোকে যাতে সহজে তাদের কাজ করতে পারত, সে জন্য একটা অলটারনেটিভ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি, যে জনসাধারণ এই ষ্টাম্পের জন্য দিনের পর দিন দুর্গতি ভোগ করে চলছে এবং এই ষ্টাম্পের অভাবে কোন কিছুই করা যাচ্ছে না। সে জন্য আমি সরকারকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বলব যাতে করে এই ষ্টাম্পের সাপ্লাই দেওয়া হয় এবং জনসাধারণের দুর্গতি ঘুচে এবং এখানে সরকারের একটা আয়ের প্রশ্ন আছে। আর রেজিষ্ট্রেশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশান অফিসের সংখ্যা খুবই কম। তাই সরকারকে বলব, ত্রিপুরাতে যে সব অঞ্চল দুর্গম সেখানে যেন একটা করে রেজিষ্ট্রেশান অফিস বা সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস খোলা হয়। এখানে আমি আমার এলাকার অর্থাৎ ধর্মনগরের কাঞ্চনপুরের কথাই বলব। সেই এলাকার লোককে যদি কিছু রেজিষ্ট্রেশান করতে হয়, তাহলে ৫০।৬০ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে, ধর্মনগরে গিয়ে তাকে সেই রেজিষ্ট্রেশান করতে হবে। তাতে করে লোকের অনেক টাকা পয়সা খরচ হয় এবং অনেক হয়রানিও ভোগ করতে হয়। কাজেই এই কাঞ্চনপুরে একটা রেজিষ্ট্রেশান অফিস খোলা দরকার আছে। আর দ্বিতীয়তঃ হল

ময়নার মা নামে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গার মানুষকে যদি রেজিষ্ট্রেশান করতে হয়, তাহলে তাকেও অনেক দূর হেটে গিয়ে সেই কৈলাশহরে রেজিষ্ট্রেশানের কাজ করতে হবে। ফলে তার যেমন আর্থিক খরচ বেশী লাগবে, তেমনি আবার তাকে নানা ভাবে হয়রানি হতে হবে। এমনি ভাবে তেলিয়ামুড়ার লোকদের খোয়াই গিয়ে করতে হবে। কাজেই জন-সাধারণের দুর্ভোগ এবং হয়রানি যাতে কম হয় সে জন্য এ সব অঞ্চলে অন্ততঃ একটা করে সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস অবিলম্বে খোলা দরকার।

শ্রীএস'াদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন সেটা সমর্থন করে আমি দু'একটা কথা বলতে চাই ফর দি ইন্টারেস্ট অব দি পাবলিক। এখানে দেখা যাচ্ছে ষ্ট্যাম্পের দর অনেক বেড়ে গেছে। এখন এক হাজার টাকার জমির একটা দলিল করতে গেলে সাড়ে বাইশ টাকার ষ্ট্যাম্প লাগে তদুপরি রেজিষ্ট্রেশন ফীজ অনেক বেড়ে গেছে। তারপর দেখা যায় অন্যান্য খরচও অনেক করতে হয়। যেমন ডিডরাইটাস এসোসিয়েশন আছে একটা। সেখানে তারা সব একজোট। যদি এক হাজার টাকার দলিল করতে হয় তাহলে লেখনী ১০ টাকা দিতে হবে। তাছাড়া তাদের অফিস ফি লাগবে, এসোসিয়েশন ফিস, ক্লার্ক আছে, ক্লার্কের ফিস, তারপর লেট ফি। এই সমস্ত মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এক হাজার টাকার দলিল রেজিষ্ট্রি করতে তার ২০।২৫ টাকা গিয়ে পড়ে। তাহলে আগে যেখানে এক হাজার টাকার দলিল রেজিষ্ট্রী করতে ২০ টাকা দিয়ে পারতাম সেখানে এখন অন্তত ৬০।৬৫ টাকা লাগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে জনসাধারণ ডে বাই ডে নিগৃহীত হচ্ছে। আমি আশা করব মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ইললীগেল ওয়েতে যে সমস্ত খরচ পত্র হচ্ছে, যেমন নানা রকম ফিস দিতে হয় এইগুলি যাতে লাঘব হয় এবং জনসাধারণের যাতে অযথা হয়রানি না হয়এবং তাদের যাতে অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন। এই বলে আমি আমার যে ডিমাণ্ড আছে সেটা সমর্থন করছি।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, রেজিষ্ট্রেশন সম্পর্কে আগরতলা সদর সাব-ডিভিশন এবং মফঃস্বলের অন্যান্য সাবডিভিশনের ডিউটির ভিতর দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখি, আমি নিজে দেখেছি যে একমাত্র আগরতলা সদর অফিসারদের দেখা যায় ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত, সম্ভব হলে আরও বেশী সময় কাজ করেন। কিন্তু মফঃস্বলে, বিশেষতঃ কৈলাসহরে এবং খোয়াইয়ে রেজিষ্ট্রেশন অফিসারগণ কোন দিন বেলা ৩টায় ৪টায় অফিসে আসেন। কোন দিন হয়ত সন্ধ্যার সময় এসে বাতি লাগিয়ে কাজকর্ম আরম্ভ করেন। এই যে ডিউটির তারতম্যটা সেটা কি গভর্ণমেন্টের নির্দ্দেশ দেওয়া না অন্য কিছু সেটা বুঝা যাচ্ছে না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে লোকজন ১০টা থেকে হাজিরা দিয়ে বসে থাকে, সারাদিন

বসে থাকে। কিন্তু ঠিক তিনটা বা ৪টার সময় দেখা যায় গাড়ী নিয়ে অফিসার এলেন। কোনদিন হয়ত আসেনই না। বাসা থেকে খবর দিয়ে আনতে হয়। এই যে একটা তারতম্য যার জন্য জনসাধারণের কষ্ট ভোগ করতে হয় সেই বিষয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই তারতম্যটা না থাকে এবং মফঃস্বলের লোকদের যাতে হয়রানি না হয়। তারা এমনিতে দুর্দ্দশাগ্রস্থ এবং তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুরূহ। সেজন্য তাদের যাতে হয়রানি না হতে হয় এবং ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত যাতে তাদের ডিউটির সুবন্দোবস্ত করা হয় সেইদিকে যাতে দৃষ্টি দেওয়া হয় সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আর একটা দেখা যায় যে ৫০০০ হাজার টাকার যদি একটা দলিল করতে হয় তাহলে তার জন্য তিনদিন আগে একটা দরখাস্ত করে রাখতে হয়। তারপর অনেক দিন পরে সেই ষ্ট্যাম্প পাওয়া গেলে পরে রেজিষ্ট্রি হয়। কিন্তু পাবলিকের প্রয়োজন যে সেই দিনই সেটা করতে হবে। কিন্তু তখন সে পারছে না। তার দুই একদিন দেরী করতে হয়। তার হয়ত এমন কোন জটিল অবস্থা থাকে যে তার পক্ষে অপেক্ষা করা চলে না। সেজন্য সাধারণ দলিলের মত এই দিক দিয়েও যাতে তাদের কষ্ট ভোগ করতে না হয় সেজন্য যেন সরকার একটু দৃষ্টি দেন। আর ষ্ট্যাম্প যে পাওয়া যায় না, অথচ পয়সা একটু বেশী দিলেই পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধেও যেন সরকার দৃষ্টি দেন, এই অনুরোধ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং মহাশয় জেনারেল ডিসকাশন করতে গিয়ে বলেছেন যে ভেণ্ডারের কমিশন কমানো যেত। কিন্তু ভেণ্ডারের কমিশন রিজনেবল আছে। তাছাড়া ডিষ্ট্রীক্ট ওয়াইজ এলকেশন করতে গিয়ে বলেছিলেন যে সাউথ ডিসষ্ট্রীক্টে কম ধরা হয়েছে। সাউথ ডিষ্ট্রিক্টে কম ধরা হয় নি। নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের প্রায় সমানেই ধরা হয়েছে। ৬,০০০ টাকার হেরফের কিছুই নয়। আর সদরের কাজ বেশী বলে সেখানে বেশী ধরা হয়েছে। পরে যদি কম বেশী হয় তা হলে সাপ্লিমেন্টারী করা যাবে। তার জন্য কোন অসুবিধা হবে বলে মনে করি না তাছাড়া রেজিষ্ট্রেশনের সুবিধার জন্য আমাদের এখন কতগুলি জায়গায় সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস খোলা হচ্ছে। গভর্ণমেন্ট সেগুলি বিবেচনা করে দেখছেন। বিশালগড়, মোহনপুর, কুমারঘাট, কাকড়াবন এই সমস্ত জায়গায় এই অফিসগুলি খোলার কথা রয়েছে।

মাননীয় সদস্য বলেছেন ষ্ট্যাম্প পেতে বিলম্ব হয়, বিভিন্ন সদস্যই এই কথা বলেছেন। আমি সেই বিষয়ে তদন্ত করে দেখব এবং যাতে জনসাধারণের ঐ অসুবিধা দূর করা যায় সেই বিষয়ে সরকার সচেষ্ট হবেন। এই আশ্বাস দিয়েই আমি আমার ডিমাণ্ডের উপর সমর্থন জানিয়ে আমার ডিমাণ্ডটি হাউস গ্রহণ করবে এই আশা নিয়ে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— The discussion on the Demand is over. Now I am putting them to vote one by one, as there is no cut motion on these demands.

The question that a sum not exceeding Rs. 40,000/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Approprion (Vote on Acco-

unt) Bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 6—Stamps was put and PASSED.

The question that a sum not exceeding Rs. 2,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 7—Registration Fees was then put and PAESED.

Mr. Speaker :— Now I would request the Honble Finance Minister to move his demand Nos. 15, 16, 36 and 17 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,13,13,000/- [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 15—Medical.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 25,40,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 16—Public Health.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 36--Capital Outlay on Improvement of Public Health.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,40,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of the March, 1972, in respect of Demand No. 17—Family Planning.

Mr. Speaker :—There are several Cut Motions on Demand Nos. 15 and 16 raised by Shri Abhiram Deb Barma, Shri Aghore Deb Barma, Shri Bidya Ch. Deb Barma and Shri Bajnban Riyan. Now I would request Hon'ble

Member Shri Abhiram Deb Barma to move his Cut Motions on Demand for grant No. 15 and 16 together.

মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে দশ মিনিট বলবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ডিমান্ড নাম্বার ১৫—মেডিক্যাল এই খাতে ১৯৭০-৭১ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন ১,১৯,১৩,০০০ টাকা, এখানে আমার একটা কাট মোশান হচ্ছে—'আগরতলা জি, বি, হাসপাতাল পরিচালনায় অব্যবস্থার প্রতিবাদ'। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না হলে পরে এখানকার রোগী উপযুক্ত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আগরতলাস্থিত জি, বি, হাসপাতাল, এই হাসপাতালে এখন যে সীট সংখ্যা প্রায় ৩৫০, এই ৩৫০ সীট সংখ্যা দ্বারা এখানকার রোগীদের চাহিদা বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা তারা করতে পারছেনা। আমরা দেখেছি যেখানে ৩৫০ সীট সংখ্যা রয়েছে এই সীট সংখ্যা রোগীরা ভর্তি হয়ে চিকিৎসার সুযোগ করতে পারে না এমন কি আমরা দেখেছি যে জি, বি, হাসপাতালে যেখানে ৩৫০ সীট সংখ্যার ব্যবস্থা সেখানে বহু রোগী প্রায় ৪ শত থেকে ৫ শত রোগী ভর্তি হয় এবং সেখানে মাটিতে তাদের রাখতে বাধ্য হয়, এই সমস্ত কারণে আজকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না। আজকে যে নূতন বিল্ডিং হয়েছে, সেখানে রোগী রাখবার ব্যবস্থা এখনও হয়নি, এক বৎসর শেষ হয়েছে, সেখানে আজও রোগী রাখার ব্যবস্থা হল না এটা হওয়া একান্ত দরকার। তারপর এক দিকে সীটের অভাব, অপর দিকে রয়েছে আজকে রোগীদের যে সমস্ত ঔষধপত্র পাওয়া সেটা পাওয়া যায় না। অনেক সময় দেখেছি যে স্যালাইন নামে যে একটা ঔষধ সেটা হাসপাতাল থেকে পাওয়া যেতনা, এই সমস্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করা হয় না। আরেকদিকে দেখতে পাই যে বেলা তিনটা পর্যন্ত রোগীদের খাদ্য সরবরাহ করা হয় না। এদিক থেকে আজকে অনিয়মিত খাদ্য সরবরাহের দরুন রোগীরা অনেক সময় অসুবিধা ভোগ করেন। কাজেই আজকে হাসপাতালে এই যে অব্যবস্থা রয়েছে সেটা দূরীকরণের জন্য সরকারের তরফ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, রোগীরা যাতে রোগ চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা পায় সেটা করা দরকার। আরও দেখছি আমরা এই যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে, আজকে শুধু আগরতলা হাসপাতাল হলেই চলবে না, গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আমরা দেখছি অমরপুর বিভাগে রাইমা সরমা একটা বিরাট এলাকা, যেখানে তার লোকসংখ্যা হচ্ছে ১২ শত থেকে ১৫ শত, এখানে একটা হাসপাতালের ব্যবস্থা নাই। আমরা জানি যে তৎকালীন চীফ কমিশনার একবার গণ্ডাছড়া ১৯৬৪ সালে তিনি সেখানে যাওয়ার পর সেখানকার জনসাধারণ সেখানে একটা হাসপাতাল করার জন্য দাবী করেন, এবং চীফ কমিশনার সাহেব তখন একটা হাসপাতাল মঞ্জুর করেন, কিন্তু সেখানে আজকে মাত্র বিল্ডিং হওয়ার পর, ডাক্তার, নার্সদের য়ার্টার এবং চতুর্থ শ্রেণীর কোয়ার্টার না হওয়ার দরুণ সেখানে হাসপাতাল খোলা হচ্ছে না

যেখানে ১২ থেকে ১৫ শত লোকের বাস, যেখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা একরকম নাই বললেই চলে। অমরপুরের সংগে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই, একমাত্র আম্বাসা হয়ে সাধারণ একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা সেখানে আছে. এইরকম একটা এলাকায় ১৯৬৪ সালে যেখানে হাসপাতাল করার জন্য মঞ্জুরী পেয়েছিল, আজকে ১৯৭১ দীর্ঘ সাত বৎসর শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সেখানে হাসপাতাল হল না, সেখানে মাত্র একটা ডিস্পেন্সারী ছাড়া আর কোন হাসপাতালের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। আজকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা বড় বড় বক্তৃতা, গালভরা কথা বলে থাকেন, কিন্তু এই যে সাধারণ একটা অব্যবস্থা এখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এর থেকে বুঝা যায় কিভাবে সেগুলি চলছে। আজকে এই যে হাসপাতাল, যেগুলি রয়েছে, সেগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি প্রতিটি হাসপাতালে রয়েছে, অপর দিকে নূতন হাসপাতালগুলি তৈরী করে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, এই সমস্তগুলি হওয়ার দরকার সেখানে আজকে কোন নজর নেই। বিরাট এলাকা আজকে চিকিৎসা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

তারপর ডিম্যাণ্ড নাম্বার—১৬ পাবলিক হেল্‌থ। এই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি আজকে মশার উপদ্রব আগরতলা শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে যেভাবে চলছে, মশার উপদ্রবে রাত্রির দিকে বসা যায় না, এইরকম একটা অবস্থা সেখানে ডি, ডি, টি স্প্রে করার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল কিন্তু সেটাও মধ্যে মধ্যে কিছু করা হয়, এই যে একটা অব্যবস্থা রয়েছে সেই অব্যবস্থাটাকে দূর করতে হবে। ম্যালেরিয়ার জীবাণু থেকে মানুষকে বাঁচানো এবং সেইসব রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা এইসমস্ত জিনিষের দিক থেকে ত্রিপুরা সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া এত সব আলোচনা করতে গেলে, ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করলেও শেষ করা যাবে না। তারপরে আমার যে একটা কাটমোশান আছে, সেটা হল ইন্‌অ্যাডিকোয়েসী প্রভি-শান ফর ওপেনিং অব নিউ হস্‌পিটাল এ্যাণ্ড ডিসপেনসারীস। এখন আমাদের এই ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত এমন সব অঞ্চল আছে যেখানে আজও চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয়নি। সেখানে এমন সব দুর্গম অঞ্চল আছে যেখানে নাকি রাস্তাঘাটের ভীষণ অভাব, সেই সব অঞ্চলে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী হওয়া দরকার। যেমন কিছুদিন আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে গণ্ডাছড়াতে একটা ডিসপেনসারী আছে, কিন্তু ডাক্তার বা ঔষধপত্র কিছুই দেওয়া হয়নি। এটা একটা বিরাট এলাকা—গণ্ডাছড়া থেকে রাইমা শর্মা প্রায় ১০ মাইল হবে কিন্তু সেখানে কোন রাস্তাঘাট এখন পর্যন্ত হয়নি যে মোটর গাড়ী চলাচল করতে পারে। সেখানে একজন বুড়া ভদ্রলোক কম্পা-উণ্ডার হিসাবে আছেন। আমি বলি যেখানে ডাক্তার নেই, সেখানে এত বড় একটা এলাকার ভার কি করে একজন কম্পাউণ্ডারকে দেওয়া হল? তার পক্ষে কি এটা সম্ভব? কাজেই এসব কনসিডার করে সেখানে একজন ভাল ডাক্তার দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। তারপরে আছে, ইন-এডিকোয়েসী প্রভিশান ফর ষ্টাইপেণ্ড টু দি মেডিক্যাল ষ্টুডেণ্টস। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, বর্ত্তমানে যারা এম, বি, বি, এস, পড়ছে তারা স্টাইপেণ্ড পাচ্ছে ১১০ টাকা করে আর যারা প্রি-মেডিক্যাল পড়ছে, তারা পাচ্ছে মাত্র ৬০ টাকা করে। ডি, ডি, টি

স্প্রে করার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটাও যেন একটা দায় সাড়ার মত, কিছু কিছু করা হল, আর কিছু করা হল না। এই অবস্থা চলছে। কাজেই এই যে অবস্থা রয়েছে, এই ক্ষেত্রে আজকে দেখতে হবে যেখানে ম্যালেরিয়া রোগ বাড়ছে, সেখানে যাতে মশা মাছির উপদ্রব থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়, মানুষকে বাঁচানো যায়, সেজন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার এদিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এর মাধ্যমে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এই কথাই বলব আজকে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন সেই ব্যর্থতা ঢাকতে হলে সরকারকে মানুষের সুচিকিৎসার এবং জনস্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। আমি এই কথা জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি যখন বক্তৃতা দেন তখন তাঁর বক্তৃতার মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাষায় অনেক কিছু ব্যক্ত করতে পারেন, কিন্তু সেটা কাগজে পত্রে এবং পুস্তিকার আকারে শোভা বৃদ্ধি করতে পারে, আর বাস্তব অবস্থার দিক দিয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেভাবে লোক সংখ্যা বাড়ছে, সেই অনুসারে তাদের চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই যে বক্তৃতার কথামালা, এটা কথামালায় সীমাবদ্ধ থাকবে, বাস্তবে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কোন কাজে লাগবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার ফিফটিন—মেডিক্যাল, এতে আমার কয়েকটা কাট মোশান আছে। সেগুলি সম্পর্কে আমি এখানে কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে একটা বড় হাসপাতাল আছে, সেটা হল জি, বি, হাসপাতাল। এই হাসপাতালে অনেক বড় ডাক্তার আছেন এবং তাদের অনেকের সিনসিয়ারিটি সম্পর্কে আমার নিজেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ডাক্তার আছেন, যারা ট্রাইবেল দেখলেই আর কথা বলতে চান না। আমি স্যার, খুব ডিটেই-লসে যাচ্ছি না। তবে দুই একটা ঘটনা দিয়ে আমি বলবার চেষ্টা করব। আমি অবশ্য ডাক্তার বাবুদের নাম এখানে বলছি না, যদিও তাদের নাম আমার জানা আছে। কাঞ্চনমালা থেকে কুমার দেববর্ম্মা নামে একজন রোগী জি. বি হাসপাতালে এল গত অগ্রহায়ণ মাসে। সে তার পায়ের মধ্যে একদিকে কাটা ফুড়েছিল। সেখানে একজন সার্জেন ছিলেন, রোগী যখন তার অবস্থা বর্ণনা করলো, তখন সেই সার্জেন তার কাছে ৩৫ টাকা দাবী করে বসলো। সে যদি ৩৫, টাকা তাকে না দেয় তাহলে ঐদিন তার পা থেকে কাঁটা খুলে দেবে না। তাকে ১৫ দিন পরে একটা ডেট দিয়ে দেওয়া হবে এবং সে যদি তখন আসে তাহলে পরে তার পায়ের কাঁটা খোলা হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থায় সে কাঁটার যন্ত্রণা ভোগ না করতে পেরে বাধ্য হয়ে তাকে ৩৫ টাকা দিলো, এবং তখন সার্জেন, তার কাঁটা খুলে দিল। এই যদি সাধারণ লোকের হাসপাতালে গিয়ে অবস্থা হয় তাহলে তারা কি করে রোগ থেকে রেহাই পাবে, সেটা আপনারা একবার ভেবে দেখুন। তারপরে আমার নিজের অবস্থাটা একবার বলি, আমিও কিছু দিন আগে আমার ডান হাতে একটা কাঁটা ফুড়েছিলাম। আমার অনেক বেদনা হচ্ছিল,

তাই এক বন্ধুকে বললাম দেখ আমার হাতে একটা কাটা ফুড়েছি, বেদনা করছে কি করি বলতো ? সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো, কেন জি, পি, জি-তে যাওনা, সেখানে অনেক ভাল ভাল ডাক্তার আছে, তাদেরকে দেখালে সব ভাল হয়ে যাবে। তাই আমি একদিন পি, জি-তে গেলাম, এবং ডাক্তার বাবুর চেম্বারে ঢুকে বললাম, দেখুন ডাক্তার বাবু আমার এই হয়েছে, আপনি এটা যাতে ভালহয় একটা ব্যবস্থা করে দিন। তিনি তখন আমাকে বললেন, আপনি একটু বসুন আমি এক্ষুণি আসছি। তারপরে ঘন্টার পর ঘন্টা আমি সেখানে বসে রইলাম, কিন্তু ডাক্তার বাবুর আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। পরে আমি নিজেকে একটু বিরক্ত হয়ে অন্য এক চেম্বারে গিয়ে দেখি যে ডাক্তার বাবু সেখানে বসে বেশ গল্প করে চলেছেন। তাঁকে সেখানে দেখতে পেয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তার বাবু, আপনি আমাকে বলে আসলেন যে আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি, কিন্তু কয়েক ঘন্টা হয়ে গেল আমি বসে রইলাম, আপনার দেখা পাচ্ছি না। যাহউক, আপনি আমার এটা একটু দেখে দিন যাতে সেরে যায়। তিনি আমাকে বললেন দেখুন আজকে তো আর হবে না, আপনি না হয় আগামী কাল আসুন, তখন আপনার এটা দেখে দেব। আমি উনার কথা শুনে বললাম—আর দরকার নেই, এই কথাটা বলে আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসলাম। এই বলছিলাম আমাদেরই এই অবস্থা, আর আমাদের লোকজন যখন আসবে, তখন তাদের জানি কি অবস্থা হবে? সেটা ভগবান জানেন। কিন্তু সেখানে যে কোন রোগী ভাল হচ্ছে না, এমন কথা আমি বলি না। অনেক রোগী ভাল হচ্ছে, সেখানে অনেক ডাক্তারও আছেন, যারা অত্যন্ত সিন্সিয়ার। কিন্তু তার সাথে সাথে এমন কিছু ডাক্তার আছেন, যারা ট্রাইবেল রোগী দেখলেই আর কোন কথাই বলতে চান না, তাদের রোগ ভাল করা তো দূরের কথা। কাজেই আমি বলব, আজকে আমাদের এইসব কথাগুলি চিন্তা করে দেখা দরকার। তারপরে ডায়েট, বিছানা পত্র এমন অনেক কিছু আছে, সেগুলির কথা তো বললামই। তার পরে হচ্ছে বর্ত্তমানে যারা এম, বি, বি, এস, কোর্সে পড়ছে তারা পায় ১১০ টাকা আর প্রিমেডিক্যাল কোর্সে যারা পড়ছে তারা পায় ৬০ টাকা। আর পাওয়ার মধ্যেও দেরী হয়। লাষ্ট ইয়ারে যারা ভর্ত্তি হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে তারা সরকার থেকে টাকা এখনও পেয়েছেন কিনা এটা বলা কঠিন এইভাবে যে ডিলে করা হয় এটা তাদের পক্ষে খুব অসুবিধা হয়। যাতে তারা মান্থলী টাকাটা রেগুলারলী পেতে পারে সেইদিকে নজর দেওয়া দরকার। আর মান্ধাতার আমলে যে একটা রেট রাখা হয়েছিল বর্ত্তমান অবস্থায় তার পারবর্ত্তন করা আবশ্যক। আজকের দিনে ৬০ টাকাতে একটা ছাত্র মেডিক্যালের স্টাডি করতে পারে কিনা সেটা ভালভাবে দেখা উচিত। এটাতে তার হোস্টেলের খরচই হয়না। আনুসঙ্গিক তো আরও আছেই। সুতরাং তাদের আনুসঙ্গিক খরচা না দিলেও অন্ততঃ হোষ্টেলের যে খরচা সেটা দেওয়া যায় কিনা সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই এই স্টাইপেন্ডটা বাড়ানো উচিত বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার টাইম শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে স্যার। আমার আরও রয়ে গেছে। আমার আর একটা কাটমোশান হল—Inadequacy of provis on for

contribution for Medical treatment to Lunatics. অর্থাৎ দুরারোগ্য রোগে যারা ভুগছেন, তাদের শক্তি সামর্থ্য নাই, লেবার দিয়ে কাজ করার সামর্থ্য নাই, আত্মীয় স্বজন নাই যাদের কাছে গিয়ে তারা দাঁড়াতে পারে, এই সমস্ত মানুষকে অন্ততঃ যাতে একটা সাহায্য, মাসে মাসে একটা ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তার একটা কিছু থাকা দরকার। কারণ ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকার আমরা দেখছি বেকার ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। এদের যখন কোন কর্মক্ষমতা নাই তখন এই সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ততঃ পক্ষে ফিনানসিয়াল হেল্‌প মাসে মাসে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর চিকিৎসা তো আছেই এই সঙ্গে, এ ব্যাপারেও সরকার সাহায্য করতে পারেন। সাবরুমের যে কুষ্ঠরোগীর নাম ধাম আমি দিয়েছি, আশা করি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় তা নোট করে নিয়েছেন। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য কিছু করা দরকার। ত্রিপুরাতে এমনিভাবে অনেক আছে। সরকারের প্রভিশান থাকা সত্বেও তারা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এইগুলি খোঁজ খবর করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

আর পাবলিক হেল্‌থ সম্বন্ধে কি বলা যায়। সেখানে আমার একটা কাটমোশান আছে Mismanagement in conducting Anti Mosquito measures আমরা টি, টি, সি, এর আমলে দেখে এসেছি যেভাবে অপারেশন করা হয়েছিল, অর্থাৎ আমরা এ কথা মানতে বাধ্য যে ম্যালেরিয়া ত্রিপুরা থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইদানীং কোন কোন জায়গার মধ্যে এটা আবার দেখা দিয়েছে। তার কারণ হল আগে যেভাবে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হয়েছিল সেগুলি এখন আর হচ্ছে না। এখনও তো সেই ষ্টাফ রয়ে গেছে, সেই ষ্টাফ দিয়ে কেন যে এটা করা হচ্ছে না তা বুঝতে পারছিনা। ম্যালেরিয়া যদি নির্মূল হয়ে থাকে তাহলে তো কোন স্টাফ মেন্টেন করার প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু ষ্টাফ রাখা হচ্ছে। আজকে কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক এটা সত্য যে আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব অত্যন্ত বেড়েছে। রাত্রে ছাত্ররা পড়াশুনা করতে পারে না মশারী না টাঙিয়ে। কিন্তু ষ্টাফ মেন্টেন করেও এইগুলির কোন সুরাহা হচ্ছে না। শুধু নামে আছে পাবলিক হেল্‌থ। কিন্তু কার্য্যতঃ যেগুলি করা দরকার তার কিছুই করা হচ্ছেনা। এই সম্পর্কে অনেক কিছু বলার ছিল। যাই হোক সময় কম। আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— ১৫ মিনিট সময় নিয়েছেন আপনি। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মেডিক্যাল ডিমাণ্ড ফিফটিনে আমি কাটমোশান রেখেছি—ত্রিপুরার মহকুমা হাসপাতালগুলিতে টি, বি, ক্লিনিকের জন্য বরাদ্দের অভাব। ত্রিপুরার হাসপাতালগুলির জন্য ব্লাডব্যাঙ্ক গঠনের বরাদ্দের অভাব। ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য বরাদ্দের অভাব। কারণ আমরা মেডিক্যাল সম্পর্কে যদি প্রথমে আলোচনা করতে যাই তাহলে প্রত্যেকের নজরে আসে আমাদের হাসপাতালগুলির অবস্থা কি এবং সেখান থেকেই বুঝা যায় যে মেডিক্যাল জিনিষটা কি? ছাড়পোকার কামড়ে রোগী ঘুমাতে পারে না হাসপাতালে।

আর টি, বি, রোগী যারা গ্রামে থেকে আসে তাদের জন্য এখানে অপারেশনের কোন ব্যবস্থা নাই। শুধু টি, বি, রোগী নয়, অন্যান্য রোগীর বেলায়ও তাই। কারণ ব্লাডের অভাব। ব্লাড পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ সরকারের তরফ থেকে ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরী করলেও সেটা মানুষের অভাব পুরণের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে না। আর সাবডিশন এ যে সমস্ত হাসপাতালগুলি রয়েছে সেখানে তো টি, বি, চিকিৎসা হয় বলে আমার মনে হয় না। কাজেই সেই দিক দিয়ে অন্যান্য সাবাডিভিশনগুলিতে যে সমস্ত টি, বি. রোগী আছে তারা নিজেদের মহকুমাতেই যাতে সু-চিকিৎসা পায় তার জন্য বাজেটের মধ্যে আমরা টাকার বরাদ্দ দেখতে পাই না। সেজন্য এই কাট মোশন রাখতে হয়েছে। আর এছাড়া ত্রিপুরার শহরগুলিতে ব্লাডের অভাবে রোগী হাসপাতালগুলি থেকে ফিরে আসে। সেখানে তাদের কোন অপারেশন হচ্ছে না। কাজেই ব্লাড ব্যাঙ্ক আমাদের ত্রিপুরায় আরও দরকার। যেমন কলেজগুলি থেকে ব্লাড সংগ্রহ করা যেতে পারে। সেই জায়গাগুলিতে যাতে ব্লাডটা জমানো যায় সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার তারজন্য এখানে একটি কাট মোশন রাখা হয়েছে। তারপর এখানে ডাক্তারের অভাব। এই অভাব আমরা বহুদিন ধরে দেখছি। কিন্তু ত্রিপুরায় যে একটা মেডিক্যাল কলেজ খোলা দরকার সেই জিনিষটা বাজেটের মধ্যে নাই। কারণ বহু ডাক্তারের প্রয়োজন। তারপর এখানে ডাক্তারের অভাব বহুদিন থেকে আমরা দেখছি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ খোলা, তার জন্য কোন বাজেটে বরাদ্দ করা হয় নাই। ত্রিপুরার রাজ্যে এমন বহু ডিসপেনসারী এবং প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে যেখানে বহুদিন ধরে ডাক্তার নাই। যেমন বাঁচাইবাড়ী যেখানে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে সেখানে আজকে চার বৎসর ধরে ডাক্তার নাই। সেইভাবে অনেক ডিসপেনসারী এবং প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারেই আমরা ডাক্তার দিতে পারছি না, কাজেই আমাদের ডাক্তারের যে অভাব রয়েছে, সেটা দূর করার জন্য, এখানে মেডিক্যাল কলেজ যাতে খোলা হয়, এবং তারজন্য বরাদ্দ রাখা হয়, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমি এই কাট মোশানটা রেখেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে এক মিনিট সময় দিন। আজকে পাবলিক হেল্‌থ দূরের কথা আমাদের এখানে যে একটা এম, এল, এ'স হোস্টেল, সেখানে বসা যায় না, সেখানে ড্রেনগুলিতে কোন ফিনাইল বা কোন কিছু দেওয়া হয় না, কাজেই আজকে কি রকম ভাবে পাবলিক হেল্‌থের উপর নজর দেওয়া হচ্ছে সেটা বুঝা যায়। যেমন ধরুণ ১৩ মাইল খোয়াই সাবডিভিশনের আণ্ডারে আসারামবাড়ী একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে, সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। এদিকে বাঁচাইবাড়ীতে ডাক্তার নাই, আর মাঝখান বেহালাবাড়ীতে প্রাইমারী সেন্টার খোলার মত সরকার পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কারণ এটা বিশেষ করে একটা বর্ডার এরীয়া, সেখানে আমাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোস থাকে, কোন সময় যদি তারা আক্রান্ত হয় বা

পাবলিক আক্রান্ত হয়, তখন ঔষধপত্র যে পাওয়া, তার কোন ব্যবস্থা নাই। তাই সেখানে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার খোলা হলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। সেখানে ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডারও যাতে দেওয়া হয়, তার জন্য আমি এখানে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমার অনুরোধ রাখছি। সমস্ত দিক দিয়ে শুধু ডাক্তার, কম্পাউণ্ডারই নয়. অন্যান্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন, সেই সমস্ত জিনিষের প্রতি যাতে তারা দৃষ্টি রাখেন তার জন্য অনুরোধ করে আমার কাট মোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার—১৫, ১৬, ৩৬ এবং ১৭'এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, সেটা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারছি না। কারণ আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি এখানে যে টাকা রাখা হয়েছে সেগুলি শেষ পর্যন্ত কাজে লাগবে না।

এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫— মেডিক্যাল, আমার কাট মোশন হচ্ছে—'Inadequacy of provision for diet, bedding and clothing to patients in hospitals.' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে অনেকগুলি হাসপাতাল খোলা হয়েছে, সত্য কিন্তু ঐ হাসপাতাল-গুলিতে রোগীদের খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা এবং তাদের যে কাপড়-চোপড় সেগুলি দেখলে আমার গায়ের রোগ এমনিতেই সেরে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাসপাতালে যারা মাঝে মাঝে যান, বেডিনে যারা থাকেন, তাদের কথা অন্যরকম, কিন্তু যারা সাধারণ বেড়ে যান সকলেই একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে রোগীদের যে কাপড় চোপড় দেয়, সরকার যে এ্যামাউন্ট খরচ করছেন, সেটা রোগীদের ভালর জন্যই করছেন, তাদের দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য তারা কি করছেন সেটা বুঝা মুশকিল। হাসপাতালে যে খাদ্য সাপ্লাই করা হয়, সেটাকে ভাত সিদ্ধ না ধান সিদ্ধ বলব সেটা আমি বুঝি না স্যার, একথাটা প্রত্যেক রোগীই বলবেন স্যার। সেটা ধানে ভর্তি, যারা সুস্থ রোগী তারা ধান বেছে খান। কিন্তু যারা মফঃস্বল থেকে আসেন, তারা ঢেঁকীতে ধান বেনে চাউল করেন, তারা সেই ভাত খেতে পারেন না. অনেক রোগী সেই ভাত ফেলে দেয়। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে তিনি এদিকে একটু কৃপা দৃষ্টি দেন, যদি মনে করেন রোগী ভাল করার জন্য শুধু ঔষধই নয় ভাল ডায়েটও একটা মস্তবড় জিনিষ। ভাত, তরিতরকারী আর বিছানাপত্র ইত্যাদির জন্য যদি এই টাকা পয়সা খরচ করেন তাহলে খুশী হব। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেববর্মা জি, বি, হাসপাতাল এর বেডের কথা বলেছেন যে তোষক উল্‌টে দেখলেই দেখা যাবে ছারপোকা, এবং অন্য পোকায় সেগুলি ভর্তি। এটা অত্যন্ত সত্য কথা। সারা রাত সেখানে ঘুমানো যায় না, উলুশে ভর্তি। যারা অপারেশনের রোগী, ডাক্তার সেখানে রক্ত দেয় কিন্তু সেই রক্ত যদি উলুশে খেয়ে ফেলে, যে কষ্ট করে রোগীকে রক্ত দেওয়া হয়, তাহলে সেই রক্ত দেওয়ার কি সার্থকতা আছে স্যার?

আমার আরেকটা কাট মোশান, সেটা হচ্ছে—Mismanagement in sinking of tube-wells in inaccisible areas'. এটা আমি মুভ করছি না স্যার, কারণ এটা এই হেডে না দেখিয়ে সি, ডি,তে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কাজেই পাবলিক হেল্‌থে আমি এটা মুভ করছি না।

মিঃ স্পীকার :—আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন মাননীয় সদস্য।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আর এখানে আমি মেডিকাল সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলতে চাই স্যার সেটা হচ্ছে মেডিকাল নার্স এবং ধাই ট্রেনিং'এর জন্য ট্রাইবেলে যারা অল্প শিক্ষিত মেয়ে, সিক্‌স, সেভেন, এইট পর্যন্ত পড়েছে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের হেডে একটা টাকা তাদের জন্য রাখা হয়, সেই টাকাটা মেডিকাল ডিপার্টমেণ্টে ট্রান্সফার করা হয় এবং সেটার রেসপনসিবিলিটি দেওয়া হয়, মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টকে স্যার। কিন্তু সে টাকার যে আউট পুট সেটা দেখলে দুঃখের কথা। প্রতি বৎসরই ১০/১০ জন ট্রাইবেল নার্স বা ধাই'এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়...

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ কারী আপ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—বাজেটের মধ্যে যে ট্রাইবেল নার্স এবং ধাই ট্রেনিং'এর টাকা রাখা হয়, সেটা সম্পর্কে আমি বলব যে ১০/১০ জন—এতে সংখ্যা না বাড়িয়ে, একটু কমিয়ে—একজনই হউক এবং সংখ্যা দুইজনই হউক, তাদের ট্রেনিং'এর সম্পূর্ণ খরচপত্র যদি গ্রহণ করা হত, তাহলে ভাল হত স্যার। কারণ আমরা দেখছি মাসিক তাদের ৫০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিন্তু সেই টাকাটাও ট্রেনিং আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পায় না। চার পাঁচ মাস পরে এক সংগে সেই টাকাটা পায়, ফলে যে উদ্দেশ্যে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে সেটা সার্ভ করে না। যাদের টাকা আছে বাড়ী থেকে এনে ট্রেনিং নিতে পারছে, তারাই ট্রেনিং নিতে পারছে, গরীব যারা তারা সেটা পারে না। অর্থাৎ যারা বাড়ী থেকে টাকা পয়সা এনে নার্স এবং ধাই এর ট্রেনিং দিতে পারছে, তারাই ট্রেনিং নিতে পারছে, আর যারা গরীব বাড়ী থেকে কিছুই আনতে পারছে না, তাদের পক্ষে আর ট্রেনিং নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই অনেক ট্রেইনি আছে যারা ১ মাস কিম্বা ২ মাস থাকার পর, এই ট্রেনিং ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেজন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যাতে এই নার্স এবং ধাই এর ট্রেনিং নেওয়ার যে সমস্ত ব্যয় হয়, সেটা যেন সরকার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। সেখানে যদি বছরে ৩০ জনের জায়গায় ১৫ জনও ট্রেনিং গ্রহন করে, তাহালও অনেক ভাল হবে। তারপরে শুধু ট্রেনিং নিয়ে যদি বসে থাকে, তাহলে যারা ট্রেনিং নিল, তাদের কোন লাভই হবে না। ট্রেনিং নেওয়ার পরে, তারা যাতে একটা চাকুরী পেতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করাও সরকারের কর্তব্য। আর তা না হলে তাদের ট্রেনিং এর জন্য সরকার যে টাকা খরচ করেছে, যে উদ্দেশ্যে খরচ করেছে, তার কোন স্বার্থকথাই থাকে না।

তার পরে আমার যে কাট মোশানটা আছে, সেটা হল মিসম্যানেজমেণ্ট ইন ম্যালেরিয়া কণ্ট্রোল ইউনিটস। কিছুক্ষণ আগে, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে এক সময়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যালেরিয়া একেবারে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল, এই কথাটা সত্য, এটা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ম্যালেরিয়া আবার নূতন করে হচ্ছে। কেন এটা হচ্ছে, তার কতগুলি কারণ আছে, সেগুলি হল এই ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সরকার থেকে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত লেংডি প্রসেস বলে আমার মনে হয়। যেমন রোগীর শরীর থেকে রক্ত নেওয়া, সেই রক্তকে পরীক্ষা করে দেখা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক দেরী করে কাজ করা হয়, যার ফলে রোগী প্রথমে যে অবস্থায় ছিল, সেটা ক্রমশঃ সংক্রামক হতে হতে এমন এক অবস্থায় এসে পৌছে যে সে মারা যায়। তখন রোগীকে বাঁচানো একেবারে মুস্কিল হয়ে পড়ে। কাজেই এই লেংডী প্রসেসগুলি থাকার দরুন, রোগী ঠিক সময়ে ঔষধ পত্র না পাওয়ার দরুন, সরকারের যে কার্য্যক্রম আছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে ফেলিউর হচ্ছে, এবং তাদের কোন উপকারে লাগছে না। কাজেই আমাদের যারা সার্ভলেন্স ওয়ার্কাস আছে, তাদের যাতে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ করার জন্য ট্রেনিং দেওয়ার দরকার আছে, বলে আমার মনে হয়। এর ফলে তারা যদি ঠিক সময়ে রোগীর রোগ ধরতে পারে এবং সেই মত ঔষধ দেয়, তাহলে সেই রোগ আর সংক্রামক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

তারপরে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি সিকসে আমার কাট মোশান হল—মিস-ম্যানেজমেণ্ট ইন সিনকিং অব টিউব-ওয়েল ইন এ্যাক্সিসিব্যাল এরিয়াস। এখানে আগরতলা শহরে ওয়াটার সাপ্লাই এর জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, অত্যন্ত কম বলে আমার মনে হয়। কারণ আগরতলা শহরে ওয়াটার সাপ্লাই এর ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হচ্ছে। কিন্তু এটা যদি ডাইরেক্টলী মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়া হত, তাহলে তারা জনসাধারণের যেমন ভাল হত সে ভাবে করতে পারত। আগরতলা শহরের মধ্যে অনেকগুলি ড্রেইনেজ আছে, সেগুলি ঠিক মত পরিস্কার করা হচ্ছে না। ফলে সেই সব নর্দ্দমা থেকে অনেক দুর্গন্ধ বের হয়। এই তো ভি, এম হাসপাতালের চারদিকে যে একটা অবস্থা, সেখানে তো মানুষ চলাফেরা করতে হলে নাকে নাপড় না দিয়ে চলা ফেরা করতে পারে না। আমি বলব এই হেন শহরের উপর আমাদের পাবলিক হেলথের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে অন্যত্র যে কিরকম হবে, সেটা আমরা সবাই অনুমান করতে পারি। স্যার, এই অবস্থার মধ্যে যে একটা হাসপাতাল আছে, তার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের যে রোগী আছে, তাদের রোগ কি করে ভাল হবে, সেটা চিন্তা করে কূল পাওয়া যায় না। কাজেই মন্ত্রী মহোদয়েরা যদি মনে করে থাকেন যে এই দুর্গন্ধই তাদের কাছে সুগন্ধ বলে লাগছে তাহলে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু শহরের বাসিন্দাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নভাবে রাখার যে নৈতিক দায়িত্ব

সরকারের আছে, সেটা সরকার কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেন না। তাছাড়া আমাদের এখানে যে সব বিদেশী লোক বেড়াবার জন্য আসবে, তারা যদি আমাদের এই পাবলিক হেলথের অবস্থা দেখে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমাদের একটা ভাল সার্টিফিকেট দেবে না। কাজেই এই সব দিক বিচার বিবেচনা করে সরকার যাতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে ডিমাণ্ড নাম্বার—১৫, ১৬ এবং ৩৬ এর উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি। আর বিরোধী পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। স্যার, এগুলি সম্পর্কে আমি কিছুই বিস্তারিত ভাবে বলতে চাই না তবে তারা যে সব কাট মোশান এনেছেন, এই ডিমাণ্ড-গুলিকে বিরোধীতা করবার জন্য—যেমন অভিরাম বাবু একটা পলিসি কাট এনেছেন—আগরতলা জি, বি, হাসপাতাল পরিচালনায় অব্যবস্থার প্রতিবাদ সম্পর্কে। তিনি অবশ্য তার প্রতিবাদ কিছু করেছেন, কিন্তু কি করলে পরে কি হবে, সেই রকম কোন গঠনমূলক সাজেশান তিনি এখানে রাখতে পারেন নি। তারপরে দেখছি একটা কাট মোশান তারা এখানে রেখেছেন, সেটা হল ইন এডিকোয়েসী প্রভিশান ফর ওপেনিং অব নিউ হসপিটাল এণ্ড ডিসপেনসারীস। আমি এই সম্পর্কে বলব যে আমাদের ত্রিপুরাতে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী কিছু কম হয়নি, হয়তো তারা বলতে পারেন, যে প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের এটাও দেখা উচিত যে ত্রিপুরা রাজ্যে দিনের পর দিন লোক সংখ্যা বাড়ছে। এবং সেই লোক যেমন এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ছে এই কারণে আমাদের আগে যেখানে এই সব হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী হয়নি সেখানে হওয়া দরকার। তাই আমি আমার এলাকা জিরানিয়াতে একটা ডিসপেনসারী করার জন্য আমি আমাদের প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী যিনি ছিলেন, তার কাছে অনেক দরবার, অনেক রিপ্রেজেনটেশান ইত্যাদি দিয়েছি। তিনি আমাদের শুধু আশ্বাসই দিয়েছেন কিন্তু ডিসপেনসারী খোলার কোন বন্দোবস্ত উনার আমলে করা সম্ভব হয়নি। আমার একটা প্রশ্ন এখানে আছে, সেটা হল এই যে হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী ইত্যাদি করা হয়, সেগুলি কিভাবে করা হয়, সেগুলি কি লোক সংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়, না রুরাল এরিয়া হিসাবে করা হয়, এর জন্য প্রায়রিটি কিভাবে দেওয়া হবে সেটা আমার জানা নেই। আশা করব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যখন তাঁর উত্তর দিতে উঠবেন, তখন তিনি সেটা আমাদের বুঝিয়ে বলবেন। কারণ আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে প্রতি বছরই ডিসপেনসারী হচ্ছে, আবার আমরা এও জানি যে আমাদের ত্রিপুরাতে বর্তমানে যেসব হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী আছে, সেগুলির অনেকগুলিতে ডাক্তার নেই এবং অনেক ক্ষেত্রে সেগুলিকে কমপাউণ্ডার দিয়ে চালাতে হচ্ছে। কাজেই যেখানে ডিসপেনসারীগুলি কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালাতে হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের নূতন ডিসপেনসারী খুলতে হবে। আমি নিজেও এবং আমার এলাকার

অনেক লোক, সেই এরিয়াতে একটা ডিসপেনসারী খোলার জন্য আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছে, অনেক দরবার এবং রিপ্রেজেনটেশান দিয়েছি। আমাদের সেখানে পুরান আগরতলাতে মাত্র একটা ডিসপেনসারী আছে তাই আমরা মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম, আমাদের রাণীর বাজারে যেন একটা ডিসপেনসারী খোলা হয়। তাতে করে পার্শ্ববর্তী মোহনপুর যে এলাকা আছে, তার লোকজনদেরও অনেক উপকারে আসবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ৪ বছর ধরে দরবার করেও আমরা কিছুই করতে পারিনি। অন্ততঃ রাণীর বাজার টু মোহনপুর, সেই এলাকাতে একটা ডিসপেনসারী করা যায় কিনা। কিন্তু চারটি বছর পর্য্যন্ত দরবার করতে করতে হয়রাণ। কোথাও তার কোন পাত্তা নাই। মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন। এই জন্য তিনি খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। স্বাভাবিক। আমি বলেছিলাম যে আপনি মন্ত্রী থাকা কালীন ডিসপেনসারী পাব কিনা সন্দেহ আছে। তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন বিরক্ত হওয়ার কথা স্বাভাবিক। তিনি না দিতে পারলে কি করবেন? কিন্তু আমরা জনসাধারণের কাছে কি বলব? আমরা এই যে এ্যাসেম্বলীতে এসেছি, জনসাধারণের আশা যদি পূরণ না করতে পারি তাহলে আমরা এখানে আসি কি করতে?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—স্পীকার, স্যার, অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। উনি ষ্টেটমেন্ট করতে গিয়ে বলেছেন যে মাননীয় আগেকার মন্ত্রী বিরক্ত হয়েছিলেন। এই বিষয়ে আমি একটা পার্সোন্যাল স্টেটমেন্ট করব স্যার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আরপর আমি বললাম যে আমরা কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য, অর্থের আমাদের অত্যন্ত স্বল্পতা। সেই জন্য চাইলেই ডিসপেনসারী পাওয়া যায় না অর্থের না সংকুলান থাকলে হবেনা সেটাও আমি বিশ্বাস করি। তারপর আমি বলেছিলাম যে জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেন্টার থেকে একটা মোবাইল ডিসপেনারী যদি করা যেত তাহলে গরীব জনসাধারণের কিছুটা উপকার হত। সেখান থেকে ঔষধ নিয়ে গরীব জনসাধারণ রোগ সারাত। কিন্তু খুব আশ্চর্যের বিষয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সামান্য যে মোবাইল ডিসপেনসারীটা যেটা চালু ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার জন্য দরবার জানালাম, কত চিঠি পত্র দেওয়া হল। কিন্তু গাড়ী চলছে ঠিকই, মোবাইল ডিসপেনসারীটা আজ পর্যন্ত চলছে না। কাজেই এই ক্ষেত্রে বলা চলে এইটুকুই যে আমাদের যে অর্থ আছে সেই অর্থ যদি যথাযথ ভাবে ব্যয় করা হয় তাহলে আমরা প্রায়রিটি দিয়ে ডিসপেন-সারী যদি করি এবং এখনও যদি ডিসপেনসারী না করতে পারি তাহলে মোবাইল ডিসপেনসারীর ব্যবস্থা আমরা যাতে করতে পারি সেই ব্যবস্থাও যদি আমরা করতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে মানুষকে আমরা কিছুটা দিতে পারছি ঔষধ পত্র এবং তাদের রোগ যন্ত্রণা কিছুটা দূর করতে পারি।

তারপর কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় খুব কম। আপনি বারবার ঘড়ির দিকে চাইছেন। তারপর কথা হচ্ছে আমাদের ডাক্তারের এবং কম্পাউণ্ডারের অভাব। হ্যাঁ,

ডাক্তারের অভাব. কম্পাউণ্ডারের অভাব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে অনধিক ৫০০ এর মত নন্-রেজিষ্টার্ড মেডিকেল ডাক্তার আছে। তাদের মধ্যে একটা পরীক্ষা নিয়ে এখানে একটা মেডিকেল বোর্ড করে এক্জামিনেশন নিয়ে যারা যারা পাশ করে, তাদের মধ্যে যদি বিজ্ঞতা রাখে তাহলে তাদের ডাক্তার না বলে কম্পাউণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। এই কথা বলা সত্বেও আমাদের ত্রিপুরা সরকার সেটা গ্রহণ করতে পারছেন না। তার কারণ কি? তার কারণ তারা বলেন এরা কি ডাক্তার? এদের কোয়াক বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। অথচ আমি এই হাউসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে এই ডাক্তাররা বাস্তব ক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রকৃত গরীবের বন্ধু। উদাহরণ দিলে আরও সময় লাগবে বলে আমি তা দিব না। রাত্রি দুটোর সময় ডাক দিলেও তাদের পাওয়া যায়। সেজন্য আমি বলি না যে তারা বড় বড় ডাক্তার। অন্যদিকে যাদের ডাক্তারী প্রেক্‌টিস্ ২২।২৩ বছর হয়ে গেছে তাদের আমরা কম্পাউণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কম্পাউণ্ডারের অভাবে ঔষধ দিতে পারছেন না। কিন্তু এদের নিলে আমরা কম্পাউণ্ডারের চাহিদা মেটাতে পারব বলে মনে করি। আর একটা কথা হচ্ছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হচ্ছে পাবলিক হেল্‌থ। পাবলিক হেল্‌থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এখানে আছে সিংকিং অব টিউবওয়েল। হেল্‌থের টাকাগুলি ডাইভার্ট করে তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে পিউর ড্রিংকিং ওয়াটার জনসাধারণকে খাওয়াবার জন্য টাকাগুলি দেওয়া হয় সেই টাকাগুলি ঠিক ঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটা কি আর, ডব্লিউ, এস ডিপার্টমেন্ট দেখছেন? কিন্তু যে ডিপার্টমেন্ট টাকা দিচ্ছেন পরিষ্কার জল খাওয়াবার জন্য সেই ডিপার্টমেন্ট তো বছরে একবারও তদারক করে দেখতে পারে। আর ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন যেটা সেটা সম্পর্কে আমি প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছে শুনেছি যে তেল নাই। কাজেই আমাদের যে মিনিষ্টার ইনচার্জ নূতন আছেন তার কাছে আমরা আশা করব যে সেই ম্যালেরিয়া যখন আরম্ভ হয়েছে শোনা যায়, কারণ পাকিস্তান থেকে যেসমস্ত লোক আসছে তাদের মধ্যে হয়ত এই বীজ থাকতে পারে এবং তাদের মধ্য থেকেও এটা হতে পারে। কাজেই অন্ততঃ ম্যালেরিয়া নির্ম্মূল করার জন্য আমাদের নূতন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এইদিকে দৃষ্টি রাখবেন বলে আশা করছি। যাই হোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন সময় পেলাম না. কাজেই আর বেশী বলার আশা করে লাভ নাই। এইখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং মেন্ ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি শুধু এই বিষয়ের উপর একটা স্টেটমেন্ট করব। তারপর যদি আমাকে বলতে দেওয়া হয় তাহলে বলব।

মিঃ স্পীকার :— অনলী টু মিনিটস্।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমার আগে মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি যখন কোন প্রশ্ন করেছেন আমি বিরক্ত হয়েছি। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম তিনি যখন প্রশ্ন করেছেন আমি মন্ত্রী হিসাবে আমার কোন বিরক্তি ছিল না। তিনি ডিস্‌পেন্সারী

পান নি। কিন্তু ডিস্‌পেন্‌সারী পাওয়ার জন্য আমার সর্বপ্রকার সহানুভূতি ছিল। তখনকার গভর্ণমেন্টের যে ধরণের পলিসি বা ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল তার জন্য এই ডিস্‌পেন্‌সারী হয় নাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে বাধার সৃষ্টি করি নি। বরাবরই আমার সহানুভূতি ছিল। ত্রিপুরার বহু জায়গায় ডিস্‌পেন্‌সারী হওয়া উচিত। আমি এই সম্পর্কে কোন বাধার সৃষ্টি করি নাই। আর তিনি যেটা বলেছেন যে আমি বিরক্ত হয়েছি, মোটেই আমি বিরক্ত হই নি। তখন আমি মন্ত্রী ছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রীর কাছে যদি কোন বক্তব্য রাখা হয় সেটা গভর্ণমেন্টের কাছে যায়। সেটা দেওয়ার একমাত্র অধিকার আমার ছিল না। কারণ সেটা ডিসিশন ছিল ইট উইল বি ডান বাই দি কেবিনেট। কাজেই আলটিমেটলী যা হবে সেটা কেবিনেটের মাধ্যমেই হবে। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রী হিসাবে আমার একার কোন রেস্পনসিবিলিটি ছিল না। কারণ কেবিনেটের ডিসিশান না হলে সেটা হতে পারে না। কাজেই তিনি যা বলেছেন বিশেষ করে আমি বিরক্ত হয়েছি, আমি কারোর প্রতি বিরক্ত হই নি। কেউ প্রশ্ন করলে আমি বিরক্ত হই না। কেউ প্রশ্ন করলে সেই উত্তর'। তাদের কাছে পৌছতে হবে সেটা আমি বিশ্বাস করি এবং তখনও আমি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতাম এবং কোন রকম বিরক্তি আমি দেখাই নি।

Mr. Speaker— Hon'ble Member Shri Upendra Kr. Roy. You please start your speech.

Shri Upendra Kr. Roy :— Mr. Speaker Sir, আমাদের অর্থমন্ত্রী এখানে যে মেডিকেল, পাবলিক হেল্‌থ, কেপিটেল আউটলে অন ইম্প্রুভমেন্ট অব পাবলিক হেল্‌থ এবং ফেমিলি প্ল্যানিং'এর উপর ডিম্যাণ্ড এনেছেন, সেই সম্পর্কে যে বাজেট বরাদ্দ চেয়েছেন, সেই সম্বন্ধে আমি দুই একটি বক্তব্য রাখব। এই সত্যটা স্বীকার করে নিলে যে প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য বা চিকিৎসার ব্যবস্থা যা ছিল তার চাইতে বর্তমানে অনেক অগ্রসর এবং প্রশস্ততর হয়েছে, উন্নততর হয়েছে, তাহলেও সমালোচনার অবসর থাকে। সেটা হল সমালোচনা করলেও মনে করতে হবে না যে সমস্ত পলিসীটাকেই ডিনাউন্স করা হচ্ছে বা এমন একটা কিছু করা হচ্ছে। বর্তমান যুগে আমাদের যা চলছে এর মধ্যে যদিও কোথাও কোথাও ত্রুটি থেকে থাকে, থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং সেটা দেখিয়ে দিয়ে যদি কোন কনস্ট্রাক্‌টিভ সাজেশন কোন মাননীয় সদস্য রাখতে পারেন আমি মনে করি সেটাই প্রত্যেক সদস্যের প্রকৃত রোল হবে। সেইদিক থেকে এ কথাটা মনে রেখে আমি বলব যারা মনে করেন ত্রিপুরা যখন সামন্ত তান্ত্রিক শাসনের অধীনে ছিল তার চাইতে বর্তমানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বর্তমান শাসন ব্যবস্থা অনেক অগ্রসর হয়েছে, তাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নেই। কারণ আমরা যদি কিছু অগ্রসর হয়ে থাকি আরও অনেক দূর পথ আমাদের যেতে হবে। এদিক থেকে আমি দুই একটি কথা বলব সংক্ষেপে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন আমি বলতে উঠলে অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করতে পারি না; বলতে গেলে বেশী বলা হয়ে থাকে সেটা আমার স্বভাবগত দোষ, কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমাকে সেইদিক

থেকে বিচার করবেন। আমি যতটুকু সম্ভব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করব এই হাউসের সামনে। প্রথম কথা হল যে আমাদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান অনেক বেড়েছে. তাহলেও এখনও আমাদের এই সমস্ত হাসপাতালে যে সমস্ত রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন তাদের সংখ্যার তুলনায় ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তার অনেকগুলি কারণ আছে। একটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে তিনগুণ, দ্বিতীয়ত: হচ্ছে যে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হস্‌পিটাল মাইণ্ডেড হয়ে গেছে অনেক বেশী। আজ থেকে পনের বছর আগে আমি নিজেও হাসপাতালে যেতে ভয় পেতাম। একবার একটা এ্যাক্সিডেন্টে পড়ে—আমি যখন এই কলেজে ছিলাম, আমার পা ভেঙ্গে যায় আমাকে হাসপাতালে যেতে বলা হয়েছিল, কিন্তু আমি রাজী হই নি, বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়েছিলাম যদিও আমি অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি। এখন দেখছি সমাজের সর্বস্তরের মানুষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন, কারণ কম খরচে ভাল চিকিৎসা হয় সেই হিসাবে বলব পাইনিয়ার মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউশন জি. বি. হাসপাতাল এটা আমাদের হয়েছে, আগে মাত্র ভি. এম. হাসপাতাল আমাদের ছিল।

Mr. Speaker :— The house stands adjourned till 2 P. M.—The Member speaking will have the floor. — After adjournment

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়—মিঃ স্পীকার স্যার. আমি বলতে ছিলাম যে রোগীর সংখ্যা এখন ক্রমশ: বাড়ছে। আমি প্রথমে আমাদের জি, বি, হাসপাতাল বলব। এটা হচ্ছে ২৫০ বেডেড হাসপিট্যাল, কিন্তু সেখানে ইজুয়েলী তার ডবল নাম্বারও থাকে, সেটা হবে প্রায় ৫০০ এর বেশী। একবার এই এ্যাসেম্বলীর পক্ষ থেকে একটা ষ্টাডি টিমের হয়ে আমি গিয়েছিলাম এবং সেখানে ওয়ার্ডগুলির মধ্যে যে অব্যবস্থা দেখে এসেছি......

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আই উড রিকুয়েষ্ট ইউ টু সামারাইজ ইউর লেকচার।

শ্রীউপেন্দ্রার কুমার রায় :—তাহলে স্যার, আমি শুধু পয়েন্টগুলি বলে যাচ্ছি, সেগুলির ইলাবরেট করছি না। সেখানে ২৫০টি বেড করা হয়েছে। কিন্তু তার আগে সেখানে যে সব রোগী চিকিৎসার জন্য আসবে, তাদের ডায়েট এবং বেডিং প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত না করে, এ্যাকচুয়েলী রোগীদিগকে যেভাবে রাখা দরকার, সেইরকম কোন ব্যবস্থা না করে রোগীদের ভর্ত্তি করানো হচ্ছে। কাজেই যে সব রোগী তাদের রোগের চিকৎসার জন্য আসবে, তারা যাতে ভালভাবে চিকিৎসিত হতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। তারপরে আমি মফ:স্বলের যে সব হাসপাতালগুলি আছে বা ডিসপেনসারীগুলি আছে, সেগুলির সম্পর্কে কিছু বলব। তবে তার আগে একটা বলে রাখছি, সেটা হল আজকালকার দিনের মানুষ সবাই যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির এমন নয়। আমাদের চরিত্রের মধ্যে কিছু কিছু দোষ থাকবে না, সেটা আমি নিজেও স্বীকার করি না। কিন্তু তাহলেও সেগুলি পরিচালনা করার জন্য একটা চেকের ব্যবস্থা থাকা দরকার। যেমন আমাদের জি, বি, এবং ভি, এম হাসপাতালে সুপারভিশন করবার জন্য সুপারিনটেনডেন্ট,

ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ইত্যাদি আছেন, তারা সেগুলি চেকবা ইনসপেকশান করছেন। মোটামুটি এগুলিতে একটা চেকের বা ইনসপেকশানের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের মফঃস্বলের হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীগুলিতে চেকের বা ইনসপেকশানের কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে যারা মেডিক্যাল অফিসার থাকেন তাদের উপরই সেগুলির পরিচালনা করাটা নির্ভর করছে। কিন্তু তা সত্বেও যে সেখানে সবকিছু ঠিকঠিকভাবে চলছে, এমন কথা বলাটা ঠিক হবে না। তারপরে আর একটা জিনিষ হচ্ছে, প্রায় সমস্ত ডাক্তারেরা নন-প্রেকটিসিং এ্যালাউন্স একটা পাচ্ছেন, তাতে তারা কেউ থার্টি পার্সেন্ট পাচ্ছেন আবার কেউ পাচ্ছেন ফিফটি পার্সেন্ট। কিন্তু তারা প্রায় সকলে বলা যেতে পারে প্রাইভেট প্রেকটিস সমানে করে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা সেটাতে এমন কিছু আপত্তি করছি না যদিও সেটা আইনত সাপোর্টেব্যাল নয়। তবে আমরা যেটা দেখছি, সেটা হল, এই প্রাইভেট প্রেকটিস যেন তাদের কাছে একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকার লোভ কোন মতেই সামলানো যায় না, এটাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই দেখা যায় যে তারা অনেক সময়ে রেগুলার হাসপাতালে যান না। খুব ভোরে উঠে তাদের নিজেদের কিছু প্রেকটিস করে নেন, তারপরে যদি কারো গাড়ী থাকে তাহলে তো তিনি সেই গাড়ী করে বাইরে কয়েকটা কল সেরে এসে, তারপরে হাপাতালে যান। এই হাসপাতালে যাওয়ার তাদের কোন ফিকসড টাইম নেই। যখন নিজেদের খুসী তখনই যান। এভাবে আমাদের মেডিক্যাল অফিসাররা চলছেন। এটা যে শুধু আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়, আমাদের যারা কম্পাউণ্ডার আছেন, বিশেষ করে যারা না'কি ষ্টোরের চার্জে থাকেন, তাদেরও ঐ একই অবস্থা। তারা রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে সব ঔষধের প্রয়োজন সেগুলি না দিয়ে অন্য ঔষধ দেন এবং এদিকে ডাক্তারেরাও যখন রোগীদের প্রেসক্রিপশান করেন, তখন এমনভাবে করেন যে ঔষধগুলি যেন বাজার থেকে কিনতে হয়। কাজেই এইসব কারণে আমি বলতে পারি, আমাদের যে সব রোগী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যান, তারা তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে কোন জাষ্টিস পাচ্ছেন না। তারপরে ডায়েট সম্বন্ধে তো অনেক দুর্নীতির কথা আমি আগেও বলেছি। তাই আমার একটা সাজেশান হল, এটা আগেও একবার দিয়েছিলাম, এখনও আবার রাখছি যে এগুলি দেখাশুনা করার জন্য যেন একটা ইনসপেকশানের ব্যবস্থা থাকে। আমি বলছি যে লোক্যাল ম্যানদের মধ্য থেকে কয়েকজন নিয়ে এবং ডাক্তারেরা তো কয়েকজন থাকবেনই, যদি একটা করে এ্যাডভাইসরী কমিটি গঠন করা হয় তাহলে পরে এইসব দুর্নীতির অনেকটা কমে যাবে। তারপরে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আমার দুইটি জিনিষ বলার আছে, সেগুলির একটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া, প্রথম ম্যালেরিয়া কন্ট্রোল স্কীম হল। তাতে কন্ট্রোল হল কিছুটা। ঠিক ঠিকমত কাজ করছিল স্প্রেয়িং ইত্যাদি দিয়ে। তারপর ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন স্কীম নেওয়া হল। তখন বোধ হয় শিথিলতা এল নাকি। আমি একবার টেরিটরিয়াল কাউন্সিলে থাকার সময় ম্যালেরিয়া ম্যানুয়ালটা পড়েছিলাম। আমার

মনে হয় যে স্প্রেয়িংটা ঠিক ঠিক টাইমে করতে হবে। আমাদের এখানে হয়ত ডি ডি টি এখন নাই। দেখা গেল যে বাইরে থেকে এল না। সেজন্য কোন কোন বৎসরে করা হয় আবার কোন কোন বৎসর করা হয় না, বাদ যায়। এইসব কারণে ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশন হয় নাই এখন আবার দেখা দিয়েছে। এই সম্বন্ধে কি পন্থা অবলম্বন করা যায় সেটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। তারপর স্মল পক্স ইরাডিকেশন স্কীম আছে। তাতে ৫জন ভেক্সিনেটার আছে। বিলোনীয়ার এক জায়গা থেকে রিকুইজিশন এসেছিল। কিন্তু ষ্টকে রিজ নাই। রিজিওন্যাল হেল্থ অফিসারের ষ্টকেও নাই, সেনট্রাল ষ্টোরেও নাই। এটা আনডিজায়ারেবল। কাজেই সব সময়ে ষ্টোর ঠিক রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

তারপর আমাদের কনষ্টিটিউন্সির সম্বন্ধে দুই এক কথা বলব। অনেক সদস্য বলেছেন যে আমাদের অনেক জায়গায়ই আন-কভারড রয়ে গেছে। অনেক জায়গায় হসপিট্যাল ডিসপেনসারী হওয়া দরকার। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরবার আমার সময় নাই। ১৯৬৫ সালে আমার মনে পড়ে, আমার কনষ্টিটিউনসী নেহালনগরে একটা প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার হবে বলে বলা হয়েছিল। তখন মুখ্য মন্ত্রীও ছিলেন এবং তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীদাশগুপ্ত একটা ফাউণ্ডেশান ষ্টোনও স্থাপন করেছিলেন। ৬৫ থেকে ৭১ হয়ে গেছে, এই কয় বছরেও এটা আর হল না। তারপর মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল বাবু যখন নেহালনগরে গেলেন তখন আমি বলেছিলাম যে বাজেটে দেখেছি টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু এটা এখনও হয়নি। এই বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একিমপুরে একটা মেডিক্যাল ডিসপেনসারী খোলা হয়েছিল। তার ষ্টোরটা ফ্রম টাইম টু টাইম এস, ডি, এম, ও, ভেরিফিকেশন করতেন। একিমপুরের যে কম্পাউণ্ডার ছিলেন সেখানে তিনি ঔষধপত্র বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন এবং তারপর ওকে শাস্তিস্বরূপ শিলাছড়ি নাকি ঘোড়াকাঁপাতে বদলী করে দিলেন।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় :—ঠিক আছে আমি এক্ষুণি শেষ করছি। একটু সময় দিতে হবে। কিন্তু ডিসপেন্সারীটা যে বন্ধ হয়ে গেল সেটা আর খোলা হয়নি। তারপর পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কোন ডিসপেনসারী নাই। এই জায়গাটা একেবারে উপেক্ষিত, অবহেলিত। সেইদিকে একটু দৃষ্টি দিতে হবে। তারপর রাঙামুড়া, আসগরপুর, সেখানে একটা মেডিক্যাল ইউনিট ছিল। আর বড়পাথরীতে একটা ডিসপেনসারী ৬২ ইং তে খোলা হয়েছেল। একটা কম্পাউণ্ডার মাঝে মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে আবার ক্লাশ ফোর দিয়েও চলে। সেখানেও যেন একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী। মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য অনুগ্রহ করে ৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীবিমলভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মনের অনেক কথা থাকলেও বলতে পারব না। কারণ আপনি সময় কম দেওয়ায় সেটা আমি বুঝে নিয়েছি। কাজেই সংক্ষেপে বলছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড প্লেস করেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি এবং কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করছি। আমি এখানে কয়েকটা জিনিষের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ, অনেক জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লোক পড়ে আছে। সেই হিসাবে তারা চিকিৎসার যে সুযোগ পায় না এবং সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এই কথা সত্যি। তবে ত্রিপুরা কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল, সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজন ভিত্তিক সমস্ত কিছু যদিও ত্রিপুরায় না গড়ে উঠে তবুও উন্নতি হচ্ছে এটা বলা হয়েছে। তথাপি কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় যে এই ত্রিপুরার জনসাধারণের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন বোধে আমরা বাজেট রচনা করি। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমি বলব কেন আমরা সেই প্রয়োজনটা পূরণ করতে পারি নাই? আমি দেখেছি ধর্ম্মনগরে সাধারণ মানুষ বার বার ডিমাণ্ড করেছে একটা রিফ্রিজারেটর এর জন্য। এই হাউসে কোয়েশ্চান হয়েছে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এটা অচিরেই পূরণ হবে। আমি দেখছি যে বাজেট ৪২,০০০ টাকা কয়েক বছর যাবত আছে। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে একটা রিফ্রিজারেটর যেটা সাধারণ মিষ্টির দোকানে বিক্রির উদ্দেশ্য রক্ষা করতে পারে অথচ যাদের আমরা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে যে বাজেট প্রভিশন থাকে অথচ সেই রিফ্রিজারেটর বারবার বলা সত্ত্বেও সেটা আজ পর্যন্ত পূরণ করা হয়নি। বোধ হয় তিন বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই দিকে লক্ষ্য রেখে আমি বলব যে ধর্ম্মনগরে যারা বিশেষ করে টি, বি, রোগী, আমাদের যে টি, বি, কন্ট্রোল প্রগ্রাম আছে তাতে দেখা যায় টি, বি, কন্ট্রোল প্রগ্রামের মধ্যে টাকাও ধরা হয়েছে। কিন্তু টি, বি, রোগী কত আছে তা আমরা বলতে পারব না এবং টি, বি, রোগীর সংখ্যা বাড়ছে কিনা সেটা গাণিতিক হিসাবে না দেখলেও সাধারণভাবে আমরা দেখি টি, বি, রোগীর উপদ্রব বেড়েই চলছে। কাজেই কন্ট্রোল আমরা কিভাবে করছি আমি জানি না। ধর্ম্মনগরে যে টি, বি, রোগী আমি দেখি তাকে ঔষধ দেওয়া হয়। সে একটা কাগজ নিয়ে যায় এবং এখান থেকে রোগী ঔষধ পায় এবং কতদিন পর পর তাকে আবার গিয়ে দেখাতে হয়। কিন্তু সেই রোগীর অবস্থা কি? যে রোগী তার নিজের ঔষধ যোগাড় করতে পারে না সে মোটর ভাড়া দিয়ে আসবে, হোটেলে থেকে বেশ কিছু লম্বা একটা ফর্দ্দ নেওয়ার জন্য আসতে হবে। তারপর এক্সরে করালেন, তারপর আবার চলে গেলেন। এই অবস্থা। সেখানে আমি দেখতে পাই সিড্যুল অব ওয়ার্কস রিলেটেড টু পি, ডবল্যু, ডি, এখানে আছে টি, বি, চেষ্ট ক্লিনিক, ধর্ম্মনগর, সেটা যে হওয়া দরকার, এই যে অনুভূতি, সেই অনুভূতি থেকেই এর জন্য বাজেট'এ একটা টাকা রাখলেন, কিন্তু তার পর আদৌ সেটা করা হল না। যেখানে লেফটানেন্ট গভর্ণর'এর কাছে এবং ভূতপূর্ব্ব মেডিক্যাল মিনিষ্টারের কাছে বারবার এই বিষয়ে বলা হয়েছে, তিনি বলেছেন যে গত মার্চ্চ মাসের মধ্যে তার কাজ শেষ করবেন, কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি এই বাজেটে তার জন্য কোন টাকার সংস্থান নাই।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীবিনয়ভূষণ বানার্জী :—কাজেই সেই জিনিষগুলি হওয়া দরকার, আবার আমি আবেদন রাখছি যে ধর্ম্মনগরে যাতে একটা টেষ্ট ক্লিনিক গড়ে উঠে। এখানে আরেকটা কথা আমি বলেছিলাম, কম্পাউণ্ডারের ট্রেনিং'এর জন্য এখানে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠা দরকার। আমাদের এখানে কম্পাউণ্ডারের অভাব আছে, বর্ত্তমানে বেকারের যে অবস্থা, কম্পাউ-ণ্ডারের ট্রেনিং যদি এখানে দেওয়া যায়, তাহলে অনেক লোক শুধু ত্রিপুরায় নয়, এই ট্রেনিং নিয়ে কাছাড় ইত্যাদি জায়গায়ও চাকুরী করার সুযোগ পাবে, তাই আমি আবেদন রাখছি যাতে ত্রিপুরায় সত্বর একটা কম্পাউণ্ডারের ট্রেনিং'এর জন্য ব্যবস্থা করা হয়। আমার সময় অল্প, কাজেই আমি বাজেটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী বি, দাস আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬, ১৭, ৩৬ হাউসের সামনে এসেছে এবং তার উপর যে কাটমোশান এসেছে, তার উপর আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, জি, বি, হাসপাতাল সম্বন্ধে মিসমেনেজমেণ্ট বলতে গিয়ে উনারা অনেক কিছু বলেছেন, আমি কেবল কয়েকটি দিকে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক নম্বর কথা হচ্ছে, আই ক্লিনিক, আই ওয়ার্ড যেটা আছে, সেখানে আমরা দেখছি ক্যাটারেক্ট কেস,—চোখে ছানি পড়া যাকে বলে, সেটা অপারেশান করার একটা টাইম আছে, সেই সময়ের মধ্যে যদি অপারেশান না করা হয়, তাহলে চোখটাকে তুলে ফেলতে হয়, এই যে অবস্থা, তাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকেরই চোখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেইদিকে আমার সাজেশন রাখছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন এদিকে নজর দেন এবং সময়মত যাতে সেটা অপারেশান করা হয়। আর স্কীন ডিসিজ সম্পর্কে দেখি যে এতদিন ডাক্তার চৌধুরী গত করেক বছর ধরে সেখানে ছিলেন, কিন্তু এখন সেখানে কোন স্পেশালিষ্ট নাই, সেখানে চিকিৎসা হয় না, তা নয়, কিন্তু সেখানে কোন স্পেশালিষ্ট দিয়ে যে চিকিৎসা করান সেটা হচ্ছে না। মেডিক্যাল এব সারজিক্যাল ওয়ার্ড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এইটুকু বলব যে মেডিক্যাল ওয়ার্ডকে ভাগ করে কয়েকজন ফিজিশিয়ানের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে তাই করা হয়, কিন্তু আমরা দেখছি এবং এই হাউসেও শুনতে পাচ্ছি যে এমন কয়েকজন ডাক্তার আছেন, ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে ভর্তি করা হলেও, উনার বাড়ীতে গিয়ে দেখা না করলে পরে সেই রোগীর চিকিৎসা হয় না, সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নজর নিতে বলব। আর জি, বি হাসপাতাল, ভি, এম, হাসপাতাল বা অন্যান্য হাসপাতাল যেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে, সেই হাসপাতালগুলির বেডিং, ক্লোদিং, ডায়েট যে দেওয়া হয়, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি প্রথমে বেডিং সম্বন্ধে বলতে যেয়ে হাউসের সামনে আমি এই প্রশ্ন রাখছি যে একজন রোগী মরে গেল বা একটা ডেলিভারী কেস হয়ে গেল, তাকে ডিসচার্জ করার পর, সেই চাদরটাতেই আরেকটা পেশানটাকে দেওয়া হয়, ফলে এইরকম হতে পারে, যে রোগী সুচিকিৎসার জন্য, সুস্থ হওয়ার জন্য হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল সে অন্যান্য

কতকগুলি ইনফেকশাচ নিয়ে বাড়ীতে চলে এসেছে। কাজেই সেইদিকে আমি নজর দিতে বলব। আর এখানে আমি ব্লাড ব্যাংক সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে ব্লাড কেন দরকার হয়, ব্লাড দরকার হয়, যদি কোন অপারেশান কেস হয়, তার জন্য ব্লাড দরকার বা অন্যান্য ইমারজেন্সী কেসে ব্লাড দরকার হয়, কিন্তু আমরা দেখছি যে ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড থাকছেনা সেইদিকে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিন্তু তবুও কেউ দৃষ্টি দিচ্ছেন না। কাজেই সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নজর দিতে বলব। তারপর আমি যক্ষা রোগের কথা বলব, যক্ষা রোগের যদি চিকিৎসা করতে হয়, তাহলে ওয়েল ইকুইপড ক্লিনিক বা হাসপাতাল থাকা দরকার। কারণ গলা দিয়ে রক্ত-গেলেই টি, বি, হল না, গলা দিয়ে কেন রক্ত গেল তা সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, এবং যক্ষা হলে তবেই রোগী যক্ষা ক্লিনিকে যাবে, তা নাহলে যদি তাকে যক্ষা ক্লিনিকে পাঠান হয়, তাহলে সেই রোগী যক্ষা নিয়ে ফিরে আসবে, কাজেই গলা দিয়ে রক্ত গেলেই তাকে যক্ষা ক্লিনিকে পঠিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। সেই দি'ক নজর দিতে আমি বলব। তারপর আমি বাইরে, অর্থাৎ মফঃস্বলে যে হাসপাতাল বা ডিস্পেন্সারীগুলি আছে, সেগুলি ওয়েল ইকুইপ্ড হওয়া দরকার। এমন কতকগুলি ডিস্পেনসারী আছে, যেগুলি কম্পাউণ্ডার ইনচার্জ দিয়ে চালান হচ্ছে, সেটা কোন সভ্য রাষ্ট্রে আছে কিনা জানি না। একজনের হয়ত এ্যাপেণ্ডিসাইটিজ হয়েছে, তাকে যদি পারগেটিভ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হতে বেশীদিন লাগবেনা।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, your time is over. I am sorry I can not give you more time.

শ্রীবি. দাস :—আমি আর কয়েক মিনিট্ বলব স্যার। আর ম্যালেরিয়া—এণ্টি মসকিউটো স্কীম কি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে না মুমূর্ষু অবস্থায় আছে আমরা জানি না, কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলায় বাস করছি, এর মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি যে ম্যালেরিয়া কি পরিমাণে বেড়ে গেছে। এখানে প্রশ্ন করে আমরা জানতে পারলাম যে ম্যালেরিয়া বাড়ছে তা কমছে। আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের বাজারে যেয়ে দেখুন এণ্টি ম্যালেরিয়া ড্রাগ যে আছে, তার চাহিদা কি বেড়ে গেল না কমে গেল, বাইরে থেকে সেটা বেশী আসছে, না কম আসছে, তার থেকেই বুঝা যায় যেখানে এণ্টি ম্যালেরিয়া ড্রাগের চাহিদা বেড়েছে। কিন্তু ডি, ডি, টি স্প্রে করা বা মেলেরিয়ল দেওয়া, সেইদিকে কোন নজর নাই। তার জন্য আমরা ষ্টাফ নিয়োগ করছি কিন্তু তাদের দিয়ে কোন কাজ করান হচ্ছে না। শেষ মূহুর্তে আমি এইটুকু বলব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে সময় দিচ্ছেন না, তাই আমি বিস্তারিত বলতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আপনাদের বিরোধী সদস্যদের অনেক সময় দিয়েছি।

শ্রীবি. দাস :—আর রিং ওয়েল এবং টিউব ওয়েল সম্পর্কে আমরা দেখছি যে টাকা বরাদ্দ আছে, সেখানে আমরা প্রশ্নের উত্তরে জানলাম যে প্রচুর টাকা এই খাতে খরচ হয় নাই। টিউব ওয়েল বসান হয়েছে কিন্তু তা থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। জলের চাহিদা আছে বলেই সেখানে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, অথচ সেখানে টাকাটা খরচ হচ্ছে না, ফলে আমরা জলের চাহিদাও মেটাতে পারছি না কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যে সেই টাকাটা যাতে পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়, সারা রাজ্যে পঞ্চয়েত চেষ্টা করে দেখুক সেটা কাজে লাগাতে পারে কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু সময় দেওয়া হচ্ছে না বলে আমি বলতে পারছি না। কাজেই আমি বলব যে এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে, সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে আসেনি এবং যে কাটমোশান এসেছে, সেটারও প্রয়োজন ছিল, তাই আমি কাটমোশানের সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব রাংখল। আপনি অনুগ্রহ করে তিন মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬, ৩৬ এবং ১৭তে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি, আর বিরোধী দল থেকে এই সব ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশান রেখেছেন,আমি সেগুলির প্রতিবাদ করছি। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ডাক্তারখানা হয়েছে, এটা আমাদের কাছে খুবই আনন্দের বিষয়। তবে আমি স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মেডিক্যাল নিকট মিনিষ্টারের কয়েকটা বিষয়ে অনুরোধ রাখব। সেগুলি হল রাইমা শর্মাতে আজকে ১৫/১৬ বছর হল ডাক্তারখানা হয়েছে, কিন্তু সেখানে আজ পর্যন্ত কোন ডাক্তার দেওয়া হয়নি। সেখানে যেন অবিলম্বে ডাক্তার দেওয়া হয় তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে গণ্ডাছড়াতে ১৯৬৪ সালে তদানিন্তন চীফ কমিশনার যখন গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্থানীয় লোকদের বলে এসেছেন যে স্থানীয় অবস্থা বুঝে সেখানে ডাক্তারখানা দেওয়া হবে এবং সেই সময় থেকে সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণ সেখানে একটা ডাক্তারখানা স্থাপন করবার জন্য দাবী জানিয়েছিল। আর সেই অনুযায়ী সেখানে একটা ডাক্তারখানা স্থাপন করবার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু সেটা এখন শেষ হয়নি। সেখানে প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট এবং ডাক্তারখানার জন্য দুইটি ঘর হয়েছে, আর বাকী রয়েছে জল সাপ্লাই, ডাক্তারের কোয়ার্টার এবং কর্মচারীদের কোয়ার্টার। সেগুলি যাতে এই আর্থিক বছরের মধ্যে শেষ হয়, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। সেখানে যাতায়তের জন্য আগে একটা জীপ গাড়ী ছিল। কিন্তু কিছুদিন হয় সেটাকে নিয়ে আসা হয়েছে, আমি অনুরোধ রাখব সেখানে যাতে একটা জীপ গাড়ী দেওয়া হয়। তারপরে অমরপুরের নতুনবাজারে যাতে একটা ডাক্তারখানা খোলা হয় সেজন্য আমাদের মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে উৎসাহিত হবার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব। তারপরে তত্বইতে সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণ

একটা ডাক্তারখানা খোলার জন্য কিছু জায়গা দিতে চাইছে এবং তারা সেখানে ডাক্তারখানার প্রয়োজনে ঘরবাড়ী তুলে দিতেও প্রস্তুত আছে, এদিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মেডিক্যাল মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব। তারপরে আমাদের তেলিয়ামুড়াতে ডাক্তারখানা এ্যাক্সটেনশানের কাজ শেষ হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এবং ক্লাশ ফোর কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম থাকায় স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষভাবে অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এগুলির যাতে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা হয়, সেজন্য আমি মাননীয় মেডিক্যাল মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব। তারপরে টি, বি, রোগীদের ব্যাপারে সরকার থেকে যে আর্থিক সাহায্য দওয়া হয়ে থাকে, সেটা সিডিউল্ড কাষ্ট/ট্রাইবস এবং রিফিউজিদের বেলায় ঠিক ঠিক ভাবে দেওয়া হয় সেজন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে সব ডিমাণ্ডগুলি রেখেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি। আর বিরোধী পক্ষ থেকে সেই সব ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশান রেখেছেন আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। আমার সময় খুব কম, তাই শুধু মাত্র কয়েকটা পয়েন্টের উপর আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখছি। আমি বলব আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অনেক উন্নতি করেছে, অন্ততঃ আগের তুলনায়। কিন্তু আমাদের ধর্ম্মনগরের কয়েকটা বিষয় আমি এই হাউসের সামনে রাখছি। আমাদের ধর্ম্মনগরে যে একটা হাসপাতাল আছে তার সীট সংখ্যা হচ্ছে মাত্র ৩০টি। কিন্তু রোগীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে সেটাতে আরও সীট বাড়ানোর দরকার আছে। আমরা শুনে আসছি যে সেখানে নাকি ৫০টি সীটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং তা যাতে তাড়াতাড়ি করা হয়, সেজন্য আমি এখানে আমার অনুরোধ জানাব। তারপরে সেখানে অপারেশন করার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির খুবই অভাব রয়েছে এবং সেগুলি না থাকার দরুণ অনেক রোগী অপারেশনের পরে মারা যাচ্ছে। সেখানে ইমার্জেন্সী রোগীদের পর্যন্ত অপারেশন করার তেমন কোন ভাল যন্ত্রপাতি নেই। অথচ সেখানকার চাহিদা অনুসারে সেগুলি অবিলম্বে দেওয়ার দরকার বলে আমি মনে করি। তারপরে এই হাসপাতালে একটা রিফ্রেজেরেটার থাকার দরকার। এই ব্যাপারে আমি অনেকবার প্রশ্ন করেছি, কিন্তু তার কোন প্রতিকার করা হচ্ছে না। আজকের দিনে সাধারণ একটা মিষ্টির দোকানেও একটা রিফ্রেজেরেটার থাকে, কিন্তু সেখানে যে একটা হাসপাতাল আছে, তাতে কোন রিফ্রেজেরেটার থাকবে না, এটা কেমন কথা আমি বুঝতে পারি না। তারপরে আমি বলব টি, বি, চেষ্ট ক্লিনিক খোলার কথা। আমি আগেও অনেকবার বলেছি যে সেখানে টি, বি, রোগীদের চিকিৎসা করার কোন বন্দোবস্ত নেই এবং সেজন্য সেখানে যাতে একটা টি, বি, ক্লিনিক তাড়াতাড়ি খোলা হয়। কিন্তু সেটার কিছু করা হচ্ছে না। এমন কি এবারের বাজেটের মধ্যেও সেজন্য কোন প্রভিশান আমি দেখতে পাচ্ছি না। সেই অঞ্চলে অনেক টি বি, রোগী আছে এবং এদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলছে,

অথচ সেখানকার মানুষের প্রয়োজনে একটা টি, বি, ক্লিনিক করা হচ্ছে না, এটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা যদি এই ব্যাপারে প্রশ্ন করি, তাহলে বলা হয় যে এরজন্য এষ্টিমেট ইত্যাদি করা হচ্ছে। আমি বলব এভাবে বছরের পর বছর লাগিয়ে এই ধরণের এষ্টিমেট করার কোন লাভ হবে না। রোগীরা যাতে তাড়াতাড়ি তাদের রোগ'এর চিকিৎসা পেতে পারে, সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার জন্য এটাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। তারপরে আমাদের পানিসাগরে যে হেল্থ সেন্টার আছে, তাতে রোগীর অনেক ভীড়। সেখানে একজন বৃদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, আমি দীর্ঘ তিন বছর ধরে বলে আসছি, তাকে যেন ট্রেন্সফার করা হয়। কিন্তু তাকে ট্রেন্সফার করা হয়নি। গত ৫/৭ মাস আগে সেই ডাক্তার মারা গেছেন, তারপরে আজ পর্য্যন্ত সেখানে আর কোন ডাক্তার দেওয়া হয়নি। সেই হেল্থ সেন্টারে দৈনিক ৬/৭ শত রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। সেখানে মাত্র একজন কম্পাউণ্ডারকে দেওয়া হয়েছে। সেই কম্পাউণ্ডার নিজেই ঔষধ পত্রের নাম পড়তে পারেনা আর রোগী দেখা বা তাদের ঔষধপত্র দেওয়া তো দূরের কথা। এভাবে একটা হেল্থ সেন্টার চলতে পারে কিনা, সেটা আমি বিবেচনা করে দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। কাজেই যাতে এক ন ডাক্তার দেওয়া যায়, তারজন্য যেন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেজন্য আমি অনুরোধ জানাব। কেন না, একটা হেল্থ সেন্টারে মেডিক্যাল অফিসার থাকবেনা, কম্পাউণ্ডার নাকি সেখানে রোগীদের দেখাশুনা বা ঔষধপত্র দিবে, এটা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হ'য়। তারপরে আমি বলব ম্যালেরিয়া সম্পর্কে। আমাদের ধর্মনগরে ম্যালেরিয়া বলে কোন জিনিষ ছিলনা। কিন্তু সেটা এখন দিনের পর দিন বাড়ছে। কাজেই এদিক দিয়ে ম্যালেরিয়া রোগ যাতে আর ছড়াতে না পারে সেজন্য সরকারের এখন থেকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। তারপরে আমরা দেখছি যে গত ৪।৫ বছর যাবত কোন এ্যাডালটারেশান কেস হচ্ছে না। এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে, আমি জানিনা। অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি যে এর জন্য আমাদের অনেক ষ্টাফ রয়েছে। তারপরে ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে আমি বলব যে আমাদের ধর্মনগরে টাউনের উপর একটা মাত্র দিঘী আছে সেই দিঘীর জল এতদিন যাবত সেখানকার মানুষ ব্যবহার করে আসছে। কিন্তু কয়েকদিন হল সেই দিঘীটার জলও নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ বহুদিন ধরে শুনে আসছি যে সেখানে নাকি একটা ওয়াটার সাপ্লাই করা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলি ধর্মনগরে যে লোক সংখ্যা আছে, তাদের জলের ব্যবস্থা বলতে ঐ দীঘিটা ছাড়া আর কিছু নেই বল্লে চলে। আজকালকার দিনে পানীয় জলের জন্য সব জায়গাতে ওয়াটার সাপ্লাই এর একটা না একটা ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু আমাদের ধর্মনগরে সেই রকম কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আর কবে যে হবে, তারও কিছু বুঝা যাচ্ছেনা। অথচ এই পানীয় জলের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই মানুষের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে অতি সত্বর যাতে ধর্মনগরে যাতে ওয়াটার সাপ্লাই এর একটা ব্যবস্থা করা হয়, সেজন্য অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আমাদের এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬, ৩৬ এবং ১৭ হাউসে উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। আজকে বাজেট ডিমাণ্ডগুলি দেখলে বাস্তবিক আমার মনে হয় যে বাজেটে অন্ততঃ এই ডিমাণ্ডগুলি সুষ্ঠুরূপে দেওয়া হয়েছে। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে বাজেট দৃষ্টে মনে হয় যা, কার্যক্ষেত্রে আমর তার ব্যতিক্রম দেখতে পাই। সেজন্য সমস্ত সদস্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমরাও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছি আর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরাও তার উত্তর দিতে দিতে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। কাজেই কার্য্যে যদি রূপায়িত না হয় তা হলে আর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যাবে? মেডিক্যাল সায়েন্সে একটা কথা আছে যে প্রিভেশান ইজ বেটার ভান কিউর। আমাদের এই ত্রিপুরাতে ভাইটাল ষ্টেটিষ্টিকস বলতে কোন কার্যক্রম হয়নি। এখানে এটা মোটেই নাই। কোন সাবডিশনে হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। হয়েছে এইরকম জানা থাকলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর দেবেন। কোন্ জায়গায় আমাদের কি রোগ হয়েছে, কেন মানুষ মরছে, কি অবস্থায় মরছে এবং মানুষ কি রোগে আক্রান্ত হয়ে কি অবস্থায় মরলো সেগুলি জানা দরকার আছে। আর একটা ব্যাপার হল ত্রিপুরাতে সব জায়গায় ব্লাড ব্যাঙ্ক নাই। সেই ব্লাডের জন্য অনেক দরিদ্র রোগী বাঁচতে পারেনা। ধনী যারা আছেন তারা কলকাতা থেকে এরোপ্লেনে ব্লাড আনেন কিনে সেই এরোপ্লেনেরও ঠিক নাই। কোন কোন সময় হয়ত বন্ধ থাকে। কাজেই টাকা থাকলেও রোগীর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়না। কাজেই বাজেটে আমরা যে টাকা রাখি তার থেকে আমরা কলকাতা থেকে ব্লাড কিনে আনতে পারি। আমি জানি যে আমাদের কমলপুরে একজন যুবক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। তার যখন ব্লাডের দরকার পড়ল তখন ৬ জন যুবক নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কারো রক্তই কোন কাজে লাগলো না। তারপর এই খবর শুনে শহরের আরো অনেক লোক গিয়ে হাজির হলেন, তারা বললেন যে এইভাবে একটা ছেলেকে মরতে দেওয়া যায়না। তখন একজনের রক্ত তার রক্তের সংগে মিলে গেল, ছেলেটি বাঁচলো। ব্লাড যদি আমরা জমা রাখতে পারতাম তাহলে এই অবস্থা হতনা। কাজেই বাজেটে এইরকম প্রভিশন রাখা উচিত যাতে আমরা ব্লাড আগেই পেতে পারি। এরকম একটা প্রভিশন থাকলে লোকের প্রাণ বেঁচে যায়। হাজার হাজা লোক মরে ব্লাডের অভাবে অথচ এর জন্য যে খুব বড় একটা অ্যামাউন্ট লাগে তা নয়। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেহেতু তিনি অর্থ মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীও। কাজেই এটা আমদের একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি যে তিনি অর্থ মন্ত্রী হিসাবে টাকা দিতে পারেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসাবে তা ব্যয় করতে পারেন।

আর একটা হল অ্যাম্বুলেন্সের ব্যাপার। অনেক মফঃস্বল থেকে এম, এল, এ'দের ধরে বলা হয় যে আমার রোগী আছে খুব খারাপ তার অবস্থা তাকে এখুনি অ্যাম্বুলেন্সে পাঠাতে হবে। আপনি না বললে আমি অ্যাম্বুলেন্স পাবো না। মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী এখানে উপস্থিত নাই। তার সময়ে ঘটনাটা হয়েছিল। এখন বর্ত্তমান স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে এই

কথা জানিয়ে রাখতে চাই। আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু তিনি আমাদের জবাব পাঠালেন চারটি আইটেমে কোয়েরী করে। তিনি তার পি, এ, এর মাধ্যমে বললেন যে ফেল্যুর হলে প্রথমে এস, ডি, এম ও এর কাছে যাবেন এবং সেখানে ফেল্যুর হলে মন্ত্রীকে বলবেন। কিন্তু রোগী তো এই কথা মানবে না। একটা অ্যাকসিডেন্টের কেস্। সাংঘাতিক অবস্থা কিন্তু তখন এইরকম সার্কুলার যদি যায় আমাদের কাছেই তাহলে জনসাধারণ আমার উপর কতটুকু আস্থা রাখবে ?

তারপর সেনিটারী ইনস্পেক্টার বহু আছে। কিন্তু সেগুলি নাম মাত্রই আছে। বেতন পাচ্ছে, সবই হচ্ছে। কিন্তু কাজ কি দেখছি ? আজকে এই যে স্মল পকস্ ইরাডিকেশনের ব্যাপার, সেই ব্যাপারে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি যে মফঃস্বল এবং পাহাড় অঞ্চলে অন্ততঃ টুয়েন্টি পারসেন্ট কেস প্রাইমারি ভেকসিনেসন হয়নি। তার কারণ তারা লুকিয়ে থাকে। তাদের যন্ত্রণা হয়, ঘা হয়, এই ভয়ে। কিন্তু যে ইরাডিকেশনের স্কীম আছে তাতে কিছু সংখ্যক লোক যদি লুকিয়ে থাকে তাহলে ইরাডিকেশন হবে না কাজেই যেভাবেই হোক তাদের বুঝিয়ে সুজিয়ে, সেখানকার মাতব্বরদের সংগে আলোচনা করে এই কাজ করতে হবে। সেখানে গিয়ে যাদের পেলাম তাদের ভেকসিনেসান করলাম আর বাকীরা রয়ে গেলে এবং ভেকসিনেটর চলে এল এইরকম হলে আর ইরাডিকেশন স্কীম সাকসেসফুল হবে না। আমি বলতে পারি টুয়েন্টি পারসেন্ট পাহাড়িয়া লোক আছে ৪০।৫০ বছর হয়ে গেছে তারা প্রাইমারী ভেকসিনেশান নেয় নি। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চান তাহলে আমি প্রস্তুত আছি। কাজেই আমরা যে একটা স্মল পক্স ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম নিচ্ছি সেখানে কিভাবে কাজ করলে পারা যায় সেইভাবে আমাদের তৈরী হতে হবে। অনেক সাব-ডিভিশনে হাসপাতাল আছে যেখানে এক্সরে আছে কিন্তু এক্সরে পরিচালনা করবার জন্য লোক নাই। অনেক সাব ডিভিসন্যাল হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে, কিন্তু পরিচালনা করার লোক নাই। সেখানে ডাক্তার এবং টেকনিশিয়ান পেঁছাতে পেঁছাতে যন্ত্র এর মধ্যে ঝংকার ধরে যায়, আবার এমনও দেখা যায় যে যেখানে ডাক্তার আছে, সেখানে যন্ত্র নাই, সেখানে আবার যন্ত্র আসতে আসতে ডাক্তারের মধ্যে ঝংকার ধরে যায়, এই যে একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতি আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে যেখানে যন্ত্র আছে, সেখানে যদি টেকনিশিয়ান না যান তাহলে সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়, এতে জনসাধারণ কিছুই পায় না, অথচ আমরা টাকা পয়সা খরচ করে চলেছি। কাজেই এইসব দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আর সময় দিতে চান না, অতএব আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬, ১৭, ৩৬, মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং

বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান এখানে রাখা হয়েছে, তার আমি বিরোধীতা করছি কারণ ঐ কাটমোশানগুলির কোন যৌক্তিকতা নাই। কারণ আজকে মাননীয় সদস্যের মুখে শুধু হাসপাতাল, ডিসপেনসারী বাড়ানোর কথাই শুনলাম, কিন্তু আজকে যে সমস্ত হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারী আছে, তার তুলনায় আমাদের কম্পাউণ্ডার এবং ডাক্তার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন. এই বাজেটে তার কোন ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। জনসংখ্যার চাহিদা অনুযায়ী তার বরাদ্দ খুব কম। প্রতি বৎসরই আমরা দেখতে পাই যে এই মেডিক্যাল কলেজ এর প্রশ্নটা থাকে, কিন্তু ৫০ লক্ষ পপুলেশান না হলে পরে মেডিক্যাল কলেজের দাবী বিবেচিত হয় না কাজেই মেডিক্যাল কলেজ এখানে বর্ত্তমানে হওয়া ত্রিপুরাতে সম্ভব নয়। তবে যারা ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে ডাক্তারী পড়তে চায়, তাদের জন্য যাতে বাইরে উপযুক্ত সীট রাখা যায়, তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রাখব। কারণ প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী এখানে বলেছিলেন যে, ফাষ্ট ডিভিশনে যে সমস্ত ছেলে পাশ করে, তারা যদি ডাক্তারী পড়তে চায়, তাহলে ভারতের যে কোন জায়গায় তাদের সেই সুযোগ করে দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় মেডিক্যাল কলেজে এত ভীড় থাকে যে, সেই সমস্ত ছেলেরা সেখানে ভর্ত্তী হতে যায়, তারা নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে আসে, তার জন্য ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন ষ্টেটে মেডিকেল কলেজে যাতে সীট বাড়ানো যায় যতদিন না মেডিকেল ত্রিপুরায় কলেজ হচ্ছে না ততদিন পর্য্যন্ত যাতে ত্রিপুরার জন্য বেশী সীট রাখা হয়, তারজন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি। তারপর কম্পাউন্ডার ট্রেনিং এর কথা আমি বলব। আমরা এখানে দেখছি যে প্রত্যেকটি ডিস্‌পেন্‌সারী এবং হেলথ সেন্টারে কম্‌পাউন্ডারের অভাব। আজকে এখানে যারা ননরেজিস্টার্ড ডাক্তার আছে, তাদের দিয়েও সেটা হতে পারে। তাছাড়া আজকে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, সকলকেই শিক্ষার সুযোগ দেওয়া দরকার। যারা আজকে কম্পাউন্ডারী শিক্ষা করতে চান, তাদের সে সুযোগ করে দেওয়া দরকার। কিন্তু এখানে তাদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, কাজেই তাদের ট্রেনিংএর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। আমার আর একটা কথা হচ্ছে যে হাসপাতাল, ডিস্পেন্‌সারী যেগুলি আছে, সেগুলিতে ঔষধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেখানে ঔষধ নাই সেখানে ঔষধ দিতে হবে এবং এক্সরে প্লেটের অভাব, সেখানে সেই মেসিন অকেজো হয়ে থাকছে। কাজেই আমি এই যেখানে যায়গায় বলব যে বাজেট যখন করা হয়, তখন তার এডমিনিষ্ট্রেটিভ সাইড এবং এই টেকনিক্যাল সাইড দুইটি দিক লক্ষ রেখে যদি করা হয়, তাহলে ভাল হয়, কারণ এখানে মানুষের জীবন মরণের প্রশ্ন। সার্জিক্যাল রিকুইজিট, বর্ত্তমানে আধুনিক সাজ সরঞ্জাম এক্সরে, আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনার প্রতি সামঞ্জস্য রেখে যদি বাজেট করা হয়, তাহলে আমি মনে করি যে মানুষের চাহিদা মেটানো যাবে, তার জন্য প্রভিশন রাখা দরকার। আজকে আমরা দেখছি যে এ্যাম্বুলেন্স আমাদের আছে, কিন্তু কাজের সময় একটা পাওয়া যায় না, তাই আমি অনুরোধ রাখব যে প্রয়োজনের সময় যাতে এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য। আর একটা কথা হচ্ছে

প্রায়ই দেখি যে ইমার্জেন্সিতে নূতন ডাক্তার দেওয়া হয় কিন্তু যে ইমার্জেন্সিতে নানা রকমের কঠিন রোগী চিকিৎসার জন্য যায়, কিন্তু নূতন ডাক্তার তাঁরা হয়তো সেইভাবে চিকীৎসা করতে পারে না। আমি নিজে একদিন আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু যদি স্পেশালিস্টের কাছে আমি নিয়ে না যেতাম, তাহলে আমার ছেলের হাত হয়তো কেটে ফেলতে হত। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যাতে সেখানে অভিজ্ঞ ডাক্তার রাখা হয়। আজকে শুধু হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই চলবে না, যেগুলি আছে, সেগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হয় নূতন আধুনিক ধরণের সাজ সরঞ্জাম দিয়ে ওয়েল ইকুইপড যাতে করা যায়, সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, এই বলে বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে ১৫,১৬,১৭,৩৬ ডিমাণ্ডগুলি রেখেছেন, তার সমর্থন করে আমি দুই একটা কথা বলছি। একটা হল আমাদের ঔষধপত্র যথেষ্ট আছে এবং যথা সময়ে অন্যান্য ডিস্পেন্সারীতে যায়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্ত ঔষধ পত্র আলমারীর অভাবে ঠিক ঠিক মত রাখার সুবিধা হয় না, যার জন্য সেই সব ঔষধ পত্র নষ্ট হয়ে যায়, যেমন কাকড়াবন ঔষধ পাঠান হল কিন্তু সেখানে আলমারী না থাকার দরুণ সেগুলি এমনি খোলা অবস্থায় মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পড়ে আছে এবং সেখানে সেগুলি নস্ট হয়ে যাচ্ছে, সেইজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যাতে এইসব ডিস্পেন্সারীতে ঔষধপত্র রাখার জন্য ফার্নিচার দেওয়া হয়। আরেকটা জিনিষ আমরা দেখছি যেমন জি, বি, হাসপাতালে রোগীর ঔষধ খাওয়ানোর কোন একটা নির্দিষ্ট টাইম নাই। ডাক্তার হয়ত একটা টাইম দিয়ে গেল যে এই সময়ে এই টেবলেট খাওয়ান হবে এবং এই টাইমে এই মিক্চার খাওয়ানো হবে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় নার্স একসঙ্গে সেই টেবলেট এবং মিক্চার খাওয়ান এই জিনিষটা সত্য কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন তদন্ত করে দেখেন। এই বলেই, এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রাখা হয়েছে,তার সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Finance Minister to give reply.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ডিমাণ্ডগুলি হাউসের সামনে পেশ করেছিলাম, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬, ৩৬ এবং ১৭ তার উপর কতকগুলি কাট মোশান আলোচিত হয়েছে, আমি সংক্ষেপে তার জবাব দেব। মাননী সদস্ত শ্রীঅভিরাম দেব বর্ম্মা মহাশয় যে কাট মোশান সম্বন্ধে বলেছেন ঔষধপত্র রাখা হয় না, বিছানা পত্র দেওয়া হয়না, এটা ঠিক নয়, ঔষধপত্র জি, বি, হাসপাতালে প্রচুর রাখা হয়, ভারতবর্ষের কোন হাসপাতালে এত ঔষধপত্র রাখা হয়না। রোগীদের সেখানে প্রচুর ঔষধপত্র দেওয়া হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁদের কাট মোশানের মাধ্যমে বলেছেন হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারী করার জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব। অর্থাৎ ইন-এ্যাডিকোয়েন্সী প্রভিশান ফর ওপেনিং অব নিউ হসপিটালস এ্যাণ্ড ডিসপেনসারীস, এটা রেখেছেন মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু। কিন্তু আমি বলব, আমরা বাজেটের মধ্যে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি, সেটা ইন-এডিকোয়েন্সী নয়। কারণ নূতন যে সব হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারী হবে সেগুলির জন্য যে প্রভিশান, সেটা রাখা হয়েছে প্লেনে। আমাদের ফোর্থ প্লেনের জন্য যে প্রভিশান রাখা হয়েছে, সেই ভাবে আমরা কাজ করছি। আমরা ১৯৭০-৭১ সালে উদয়পুর হাসপাতালের যে ৩০টি বেড আছে, তাকে ৫০টি বেডে সম্প্রসারিত করব। মেলাঘড় এবং বিলোনীয়া হাসপাতালকে ২০ থেকে ৩০ বেডে সম্প্রসারিত করব। শান্তির বাজার এবং মনু বাজারে যে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে সেগুলিকে ৬ থেকে ১০ বেডে সম্প্রসারিত করব। তাছাড়া আরও ৫টি নূতন ডিসপেনসারী আমরা ১৯৭০-৭১ সালে চালু করার ব্যবস্থা করছি। আর ১৯৭১-৭২ সালে ভি, এম, হাসপাতালে অতিরিক্ত আরও ৫০টি বেড বাড়াবার জন্য কনষ্ট্রাকশানের কাজ আরম্ভ হবে, সাব্রুম হাসপাতালকে ২০ থেকে ৩০ বেডে সম্প্রসারিত করা হবে এবং মনু ও কুলাই প্রাইমারী হেলথ সেন্টারকে ৬ থেকে ১০ বেডে সম্প্রসারিত করা হবে। তাছাড়া ১৯৭১-৭২ সালে আরও নূতন ৫টি ডিসপেনসারী খোলার জন্য প্রভিশান রাখা হয়েছে। কাজেই তারা যে বলছেন নূতন হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারীর জন্য প্রভিশান কম রাখা হয়েছে, এই কথাটা ঠিক নয়। আমাদের ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ প্রাথমিক হেল্‌থ সেন্টার থাকার কথা, আমাদের পপুলেশান এবং এরিয়ার বেসিসে, তার চাইতে আমাদের অনেক বেশী এখন রয়েছে। গভঃ অব ইণ্ডিয়ার যে পেটার্ণ, সেই পেটার্ণ অনুযায়ী আমাদের প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার আছে এবং তার চাইতে ও অনেক বেশী আছে। আমাদের প্রত্যেকটি ব্লকে যেখানে একটা করে থাকার কথা, সেখানে আমাদের মোট ২৩টি আছে যদিও আমাদের ব্লক আছে মাত্র ১৭টি। কাজেই আমাদের যা আছে, সেটা বেশী হওয়াতে গভঃ অব ইণ্ডিয়া আমাদের আবার নূতন করে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার করতে দিতে রাজি নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে অঘোর বাবু বলেছেন যে ইন-এডিকোয়েন্সী প্রভিশান ফর ষ্টাইপেণ্ড টু দি মেডিক্যাল ষ্টুডেন্টস। তিনি অভিযোগ করে বলেছেন যে মেডিক্যাল ষ্টুডেন্টদের মাত্র ৬০ টাকা দেওয়া হয় ষ্টাইপেণ্ড হিসাবে। কিন্তু আমি বলব উনার এই কথা ঠিক নয়। কারণ, যারা মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট তারা পাচ্ছেন ৬০ টাকা করে আর যারা প্রি-মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট তারা পাচ্ছেন ১০০ টাকা করে। এটা হচ্ছে গভঃ অব ইণ্ডিয়ার রেট, কাজেই এটার পরিমাণ আর বাড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া ষ্টাইপেণ্ড যেটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে একটা সাবসিডি। এটা এমন নয় যে সব ছাত্র মেডিক্যাল নিয়ে পড়াশুনা করছে, তাদের যাবতীয় খরচ সরকারকে দিতে হবে, সরকার যেটা দিচ্ছে, সেটা সাবসিডি মাত্র। কাজেই যা দেওয়া হচ্ছে, তার চাইতে আর বেশী কিছু দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপরে আর একজন বলেছেন, ইন্‌এডিকোয়েন্সী প্রভিশান ফর কন্ট্রিবিউশান ফর মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট টু লিউনাটিক্‌স। মাননীয় অধ্যক্ষ, মহো-

দয়, এর জন্য জি, বি, হাসপাতালে যে একটা আইসোলেশান ওয়ার্ড আছে, তাতে আপাততঃ ১০টি বেডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমরা আশা করছি, যে আপাততঃ এতে আমাদের কাজ চলবে। তারপরেও যদি এর বেশী প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখব। আগে এটার জন্য যেখানে কিছুই ছিল না, এখন আমাদের ১০টি বেড আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এর পরে যে কাট মোশানটি রাখা হয়েছে, সেটি হল—ত্রিপুরার মহকুমা হাসপাতাল-গুলিতে টি, বি, ক্লিনিকের জন্য বরাদ্দের অভাব। আমাদের আগরতলাতে একটা টি, বি, ক্লিনিক রয়েছে, তাছাড়া মফঃস্বলের প্রত্যেকটি মহকুমা হাসপাতালে এই টি, বি ড্রাগ্স দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বিভিন্ন প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারগুলি এবং ডিসপেনসারীগুলির মাধ্যমে টি, বি, রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়ে থাকে। সকল রোগীকে যে হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হবে এমন কোন কথা নেই, বিশেষ করে টি, বি, রোগে যারা আক্রান্ত হয়েছেন। এই রোগে যারা আক্রান্ত হন, তাদের বিভিন্ন ধরণের ষ্টেজ আছে, যদি কেউ ভাল ষ্টেজে থাকেন, তাহলে তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করার কোন প্রয়োজন নেই, তাকে সাধারণভাবে ঔষধপত্র দিয়ে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করলেই ভাল হয়ে যায়। কিন্তু এই রোগীকে যদি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়, তাহলে অনেক সময় এমনও হতে পারে যে তার রোগ যতটা ছিল হাসপাতালে ভর্ত্তি হওয়ার পর, সেখানে যে অন্যান্য খারাপ টি, বি, রোগী আছে, তাদের সেই রোগে ইন্ফেক্শান হতে পারে। সে জন্য এই ধরণের ভাল ষ্টেজে যদি কোন টি, বি, রোগী থাকে, তাহলে তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি না করে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করালে, সে তাড়াতাড়ি ঐ রোগ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। হাসপাতালে কোন রোগীকে ভর্ত্তি করাতে হবে ? যাদের রোগের ষ্টেজ নাকি খুবই খারাপ, তাদের এবং তারা সেখানে ভর্ত্তি হলে পরে তাদের চিকিৎসার কোন অসুবিধা হয় না। এখানে মাননীয় সদস্যরা দুইটি টি, বি, ক্লিনিকের কথা বলেছেন, কিন্তু প্লেনিং কমিশন সেটার জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দ করতে রাজি নন। কিন্তু তা সত্বেও আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে দুইটি টি, বি, ক্লিনিক খোলা যায়, সেজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে বলা হয়েছে ব্লাড ব্যাংক সম্পর্কে। ব্লাড ব্যাংক দরকার সেই জায়গাতে যেখানে নাকি বিশেষ করে স্পেশালিষ্ট সার্জ্জেন আছেন। অর্থাৎ মেজর অপারেশনের কেস যেখানে হয়। এই মেজর অপারেশনের ব্যবস্থা আমাদের জি, বি, হাসপাতালেই আছে এবং এখানে আমাদের অনেক স্পেশালিষ্ট সার্জ্জেনও আছেন। কাজেই অন্যান্য জায়গায় ব্লাড ব্যাঙ্কের কোন দরকার নেই। তারপরে আমাদের এখানে যে ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে, এটা কিন্তু একচুয়েলী ব্লাড ব্যাঙ্ক নয়। এখানে যদি কোন ব্লাডের দরকার হয়, তাহলে রোগীদের গার্জিয়ানেরা সেটার ব্যবস্থা করে ঐখানে নিয়ে যায় এবং সেখানে কর্মচারী আছে, তারা প্রয়োজনীয় ব্লাড রোগীর জন্য প্রিজার্ভ করে রাখে মাত্র কিছু সময়ের জন্য। এছাড়া ব্লাড ব্যাঙ্ক যদি করতে হয়, তাহলে তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ব্লাডের প্রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা রাখা এবং সেজন্য দরকার হচ্ছে ভাল একটা রিফ্রেজিটারের। কিন্তু আমাদের পক্ষে

সেই ধরণের কোন রিফ্রেজারেটার রাখা সম্ভব নয়। কেননা এখানে পাওয়ারের যে অভাব তাতে দিয়ে সেটার কাজ চলবে না। এই ধরণের রিফ্রেজেটার রাখতে হলে অনেক ভল্‌টেজের দরকার, আর সেই ধরণের ভল্‌টেজের ব্যবস্থা আমরা এখনও করে উঠতে পারে নি। আমাদের [illegible]তে যখন উমিয়াম থেকে ইলেকট্রিসিটি আসবে, তখন হয়তো আমাদের পক্ষে এটা [illegible] হবে, এর আগে নয়। তাবপর্শে ত্রিপুরাতে একটা মেডিক্যাল কলেজ করার জন্য ব্যয় বরাদ্দের অভাব, এই কাট মোশানটা রেখেছেন মাননীয় সদস্য বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহাশয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার। আমি জানতে চাইছি আমাদের ভি, বি, হাসপাতালে এখন যে একটা জেনারেটর বসানো হয়েছে তাতেও কি হাসপাতালের ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, সেটা মাননীয়-মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জানালে ভাল হয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই জেনারেটরটা বসানোর পরে ও আমাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই মেডিক্যাল কলেজ সম্পর্কে গভঃ অব ইণ্ডিয়ার কাছে লিখেছি এবং প্লেনিং কমিশন যদি সেটা এপ্রুভ করেন. আর গভঃ অব ইণ্ডিয়া যদি তার স্যাংশান দেন, তাহলে পরে ত্রিপুরাতে একটা মেডিক্যাল কলেজ করা সম্ভব হবে এবং তারপরেই আমরা এই মেডিক্যাল কলেজ করার জন্য আমাদের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখতে পারব, এর আগে আমাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। কাজেই বাজেটে বরাদ্দের অভাব, এই রকম কোন প্রশ্ন এখনে উঠতে পারে না। মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং বলেছেন যে—inadequacy of provision for diet in hospitals. এটা ঠিক নয়, কারণ ষ্ট্যানডার্ড ডায়েট দেওয়া হয়। চালের কথা যেটা বলেছেন সেটা আমাদের ফুড ডিপার্টমেণ্টের যে রাইস সেটাই দেওয়া হয়। বেস্ট কোয়ালিটিটাই হসপিটালের জন্য দেওয়া হয়। সুতরাং চাল খারাপ, এই কথা বলা ঠিক সংগত হবে না। কারণ রেশনের মধ্য থেকে যা ইস্যু করা হয় সেটাই রোগীদের জন্য ইস্যু করছে। তবে চালটা কনট্রাক্টর বাজার থেকে কিনে দেয় না। সেটা ফুড ডিপার্টমেণ্ট থেকেই সাপ্লাই করা হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বলেছেন অনেকে। ম্যালেরিয়া হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নাই এবং তার জন্য ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হচ্ছে। কোন জায়গায় দুইবার, কোন জায়গায় তিনবার। কিন্তু ম্যালেরিয়া অয়েলটা কোম্পানী দিচ্ছে না। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে লাইট ডিজেল অয়েল পাওয়ার চেষ্টা করছি। সেটা পেলে সেটাই চালানো হবে। তখন মশা কমতে পারে এবং ম্যালেরিয়াও হয়ত কমতে পারে এবং যেখানে যেখানে ম্যালেরিয়া হচ্ছে সেখানে অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঔষধ নাই এটা ঠিক কথা নয়। কোন জায়গায় হয়ত না থাকতে পারে। তবে সংগে সংগে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোটামুটিভাবে কাট মোশানগুলির আমি উত্তর দিয়েছি এবং জেনারেলের উপর যে ডিসকাশন করেছে মাননীয় সদস্যরা সেই সম্বন্ধে আমি বলছি যে

মাননীয় অঘোর দেব বর্মা মহাশয় বলেছেন যে নাসের ট্রেনিং'এর জন্য যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় সেটা উপযুক্ত নয়। তার জন্যই সিডিউল্‌ড ট্রাইব মেয়েরা আসতে পারে না নাস এবং ধাই ট্রেনিং এর জন্য। কিন্তু এটা অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্নে দেওয়া হয়েছে। সেটা বাড়ানো সম্ভব নয়। আর ট্রাইবেল যে আসছে না তা ঠিক নয়। ট্রাইবেল আসছে। ট্রাইবেলরা চিকিৎসার জন্য এলে তারা সুযোগ পান না এটা ঠিক নয়। এই বক্তব্যটা উদ্দেশ্যমূলক এবং এটা অত্যন্ত অসত্য। মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহোদয়কে অঘোর দেব বর্মা বলেছে ওয়ার্ডের ডাক্তার বানিয়ে দেওয়ার জন্য। তবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয়ের হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল, তার ট্রিটমেণ্ট হয় নি, এই বিষয়ে আমি দেখব। উনার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিল এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা। তার যাতে ভাল চিকিৎসা হয় সেই দিকে আমি নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেব। হ্যাঁ, যতীন্দ্র কুমার মজুমদার মহাশয় বলেছেন ওয়ার্ডের কোয়াক ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার। কিন্তু কম্পাউণ্ডার রেজিষ্ট্রেশান না থাকলে কম্পাউণ্ডার ডাক্তার বা কোয়াক করা যাবে না। তাদের রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে। তারপর যদি দেখা যায় উপযুক্ত তখন তাকে কম্পাউণ্ডার করা যেতে পারে। যাই হোক মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র কুমার মজুমদারের যে কোয়াক আছে সেই কোয়াক করা যাবে না। (এ ভয়েস—কোয়াক বলে কোন শব্দ কি ডিক্‌শনারীতে আছে ?) থাকবেনা কেন ? নিশ্চয়ই আছে, তা না হলে তিনি পেলেন কোথা থেকে ? তাদেরকে ডাক্তারও বানানো যাবেনা কম্পাউণ্ডারও বানানো যাবে না। মাননীয় সদস্য ইউ,কে,রায় মহাশয় বলেছেন ইন্সপেক্‌শনের কথা। এটা ঠিকই এবং আমাদের ডি, এইচ, এস, এবং ডেপুটি ডি, এইচ, এস, যাচ্ছেন. এই বিষয়ে দৃষ্টি দিচ্ছেন। এমন কি মেডিক্যাল সেক্রেটারীও যাচ্ছেন ইনস্‌পেকশনে। তাছাড়া ষ্ট্রেনদেনিং অব ডাইরেক্টরেট রয়েছে আমাদের বাজেটে। আমরা যদি ডাইরেক্টরেককে ষ্ট্রেনদেন করতে পারি, সেটা পারব বলে আমরা আশা করছি। ডাক্তাররা রেগুলারলী অ্যাটেণ্ড করেন। অনেকে হয়ত করেন না। যারা করেন না তাদের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় আমি দেখব। ডায়েটের ইরিগুলারিটি ঠিক নয়। হয়ত কোন কোনদিন বিশেষ কারণে দেরী হয়ে যায়। কিন্তু জেনারেলী ডায়েটটা ১টা দুইটার মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় নূতন রোগী ভর্তি হলে হয়ত রিকুইজিশন ছিল না, সেজন্য এটা হতে পারে। পরের বেলায় বা পরের দিন রেগুলারলী দেওয়া হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইরিগুলারিটি কিছুটা আছে। তবে যতটুকু সম্ভব এইগুলি অ্যাভয়েড করবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমি বলেছি যে ম্যালেরিয়া অয়েল পাওয়া যাচ্ছে না। কোম্পানীগুলি থেকে আমরা লাইট ডিজেল পাওয়ার চেষ্টা করছি। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে নেহালনগর প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারের জন্য পি, ডবলিউ, ডি, টেণ্ডার কল করেছে। তার কাজও সত্বরই আরম্ভ হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীবিনয় ব্যানার্জী মহাশয় ধর্ম্মনগরের হসপিটালে রিফ্রেজারেটরের কথা বলেছেন। রিফ্রেজারেটারটা খারাপ রয়েছে ঠিকই। রিফ্রেজারেটর মেরামতের ব্যবস্থা ত্রিপুরাতে নাই। সুতরাং হয় এটাকে

বাইরে পাঠাতে হবে নতুবা একটা কিনতে হবে। কেরোসিন অপারেটেড রিফ্রেজারেটরের জন্য আমরা অর্ডার দিয়েছি। এইগুলি সত্বরই এসে পৌঁছবে এবং সেইগুলিকে যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে ডিষ্ট্রিবিউট করবে। আর এক্স-রে মেশিনের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং এক্স রে মেশিন এলেই ধর্মনগরে একটা দেওয়া হবে। পানিসাগর ইলেকট্রিফিকেশনের জন্য স্যাংশন দেওয়া হয়েছে। সেটা হয়ে যাবে। জল নাই। জলের ব্যবস্থা আমরা করে দেখা যাবে যাতে রোগীরা জল পান। মাননীয় সদস্য ডাক্তার বি, দাস বলেছেন যে আই অপারেশনে অনেক সময় ছানিটা কাটতে দেরী হলে চোখ তুলে ফেলতে হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব যে আমাদের এই পর্য্যন্ত আই ডিপার্টমেন্টে মাত্র ১০টি বেড ছিল, বেডের সংখ্যা খুবই কম, রোগী খুব বেশী ছিল, এমতাবস্থায় সব রোগীকে ভর্তি করে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়নি, এবং তারই জন্য যাতে যথা সম্ভব রোগী ভর্তি করা যায়, তার জন্য ৩০টি বেড এখন চালু করা হয়েছে, তার দ্বারা আমার মনে হয় কিছুটা রিলিফ হবে।

আর স্কীন স্পেশালিস্টের ব্যবস্থা নেই বলে যে কথা বলা হয়েছে, সেখানে কোন স্কীন স্পেশালিস্ট আছে বলে আমার জানা নেই, তবে আমি দেখব সেখানে স্কীন ডিজিজ সম্পর্কে জ্ঞান সম্পন্ন ডাক্তার দেওয়া যায় কিনা? বাড়ীতে দেখা না করলে পরে রোগী ভর্তি করা হয় না এই যে অভিযোগ, সেটা একটা জেনারেল অভিযোগ, কোন স্পেসিফিক অভিযোগ নয়। মাননীয় সদস্য যদি কোন স্পেসিফিক অভিযোগ দেন, তাহলে আমরা ভিজিলেন্স দিয়ে সেটা পরীক্ষা করব এবং যদি ধরা পড়ে তাহলে শাস্তি দেব। আর ব্লাড ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি। মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ মহাশয় ভাইটাল ষ্টেটিষ্টিক্ সম্বন্ধে বলেছেন যে ভাইটাল ষ্টেটিষ্টিক্স নেওয়া হয় না, সত্যি নেওয়া হয় না, সেটা নেওয়ার কোন সুবিধা ছিল না, কিন্তু এবার প্ল্যানিং কমিশন থেকে আমরা ব্যয় বরাদ্দ পেয়েছি. অনেক লেখালেখির পর, এবং এখানে একজন এ্যাসিষ্টেন্ট ভাইটাল ষ্টেটিষ্টিক্ ডিরেক্টার জয়েন করেছেন, সুতরাং এর কাজ শুরু হয়েছে এবং এখন থেকে ভাইটাল ষ্টেটিষ্টিক্ রাখা হবে। এম্বুলেন্স সম্বন্ধে বলেছেন যে. এ্যাম্বুলেন্সের অভাব, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি সারকুলার দিয়েছিলেন সেটা আমার বক্তব্য বিষয় নয়, আমার কথা হল, মাননীয় সদস্যরা যদি এ্যাম্বুলেন্সের দরকার অনুভব করেন. রোগী গুরুতর অসুস্থ হয়, তাহলে তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য হবে নিয়ারেষ্ট হাসপাতালে তাকে ট্রান্সফার করা সেখানকার ডাক্তার যদি বলেন, যে সেখানে তার চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, তাহলে আমার মনে হয় ডাক্তারই ভাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে সেই রোগীকে ভাল হাসপাতালে ট্রান্সফার করা যায়। এইসব ক্ষেত্রে যদি একটা প্রসিডিউর ফলো করা হয়, তাহলে আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের দিক থেকে সুবিধা হয়, তাই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন এই প্রসিডিউর ফলো করেন। তার জন্য আমি একথা বলছি না যে এ্যাম্বুলেন্স পাঠান হবে না, গুরুতর রোগী হলে পরে

নিশ্চয়ই এ্যাম্বুলেন্স পাঠান হবে। তাছাড়া এ্যাম্বুলেন্স সম্বন্ধে আমি বলছি যে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বাড়ানো হচ্ছে, বর্তমানে ডি, এম, হাসপাতাল ছাড়াও, ধর্মনগর, উদয়পুর এ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তাছাড়া ১৯৭০—৭১ সালে চারটি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে, দুই এক দিনের মধ্যে সেটা হয়তো পাওয়া যাবে। আর ১৯৭১—৭২ সালে যেটা কারেন্ট বাজেট তাতে আরও দুইটি এ্যাম্বুলেন্স কেনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, অর্থাৎ চতুর্থ প্ল্যান'এর ভিতর সমস্ত সাবডিভিশন্যাল হাসপাতালগুলিতে একটি করে আমরা এ্যাম্বুলেন্স দিতে পারব। অনেক সময় গাড়ী সাপ্লাই পেতে দেরী হয়, তার জন্য হয়তো কিছু দেরী হতে পারে, তবে আমাদের চতুর্থ প্ল্যানে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আশা করি একটা করে এ্যাম্বুলেন্স আমরা দিতে পারব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সিংকিং অব টিউবওয়েল সম্বন্ধে অনেকে আলোচনা করেছেন, যদিও এই ব্যয় বরাদ্দ আমি সি, ডি,তে ট্রান্সফার করে দিয়েছি, তাহলেও আমি দুই একটি কথা বলব যে এর জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, বহু গ্রাম কভার করা যাবে বলে আমরা আশা রাখি। সাবডিভিশন টাউনগুলিতেও ওয়াটার সাপ্লাই এ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য ব্যবস্থা আমরা রেখেছি, এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. Now I am putting first the Cut Motion to vote. I am putting to vote the Cut Motion raised by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'আগরতলা জি, বি, হাসপাতাল পরিচালনায় অব্যবস্থার প্রতিবাদ'।

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on –

"Inadequacy of provis ion for opening new Hospitals and dispensaries,'

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on—

"Inadequacy of provision for stipend to the Medical Students."

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on—

"Inadequacy of provision for contribution for Medical treatment to Lunatics."

The Motion was put to vote and lost.

[illegible] am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'ত্রিপুরার মহকুমা হাসপাতালগুলিতে টি, বি, ক্লিনিকের জন্য বরাদ্দের অভাব'।

The Motion was put to vote and lost,

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shr Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'ত্রিপুরার হাসপাতালগুলির জন্য ব্লাড ব্যাংক গঠনের বরাদ্দের অভাব'।

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shr *Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—*

'ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজ'এর জন্য বরাদ্দের অভাব'।

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bajuban Rian to discuss on—

"Inadequacy of provision for diet, bedding and clothing to patients in hospitals."

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the main Demand for Grant No. 15. Major Head—29—Medical.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 1,13,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 15—Medical.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now, I am putting to vote the Demand for Grant No. 15—Medical.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 1,13,13,000/- [Inclusive of the sums specified in column 3.of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 15—Medical, was then put and PASSED.

Mr. Speaker :—Now, I am putting the cut motions on the Demand for No. 16—Public Health, to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Mismanagement in conducting Anti Mosquito measures, was then put and LOST,

Mr. Speaker :—Next, the question before the House is the motion moved by Shri Baju Ban Riyan that the demand be reduced by Rs. 1 30/- to discuss on – "Mismangement in sinking of tube-wells in inaccisible areas. was then put and LOST,

Mr. peaker:—Next, the question before the House is the motion moved by Shri Baju ban Riyan that the demand be reduced by Rs. 103/- to discuss on—"Mismanagement in Malatia Control Units". was then put and LOST,

Mr, Speaker :—Now, I am putting to vote the main demand for Grant No, 16—Public Health.

Mr. Speakr :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 25,40,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedulc to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971, be granted to defray the charges will come in course of payment during the year ending on 31st day of March 1972 in respect of Demand No. 16—Public Health, was then put and PASSED.

Mr. Speaker :—There is no cut motion on the Demand for Grant No. 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health. So, I am putting to vote the main motion.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 3,50,000/- (inclusive of the sums specified iu column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971, be granted to defray the charges which which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1972 in respect of Demand No. 36– Capital Outlay on Improvement of Public Health, was then put and PASSED.

Mr. Speaker .—Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to move his demand for grant No. 23—Labour and Employment.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 11,50,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 23—Labour & Emploment—Majcr Head—38.

Mr. Spaker :— There are several cut motions on this demand for grant No. 23 moved by Sarvasree Abhiram Deb Barma, Bidya Ch. Deb Barma and Promode Rn. Dasgupta. Now, I would request the Hon'ble member Abhiram Deb Barma to move his cut motions and raise discussion on this Demand.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ লেবার এ্যাণ্ড এম্প্লয়মেন্ট সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। কিন্তু এই ডিমাণ্ডের উপর আমার দুইটি কাটমোশান আছে, সেগুলি হল (১) শ্রম আইন সমূহ কার্যকরী করার শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতার প্রতিবাদ আর (২) বিড়ি, মোটর, কৃষি মজুর ও দিন মজুরদের নিম্নতম মজুরী আইন সংশোধনে ব্যর্থতার প্রতিবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রম আইনগুলি চালু আছে, কিন্তু আইনগুলি আমাদের শ্রমিকদের কল্যাণের ক্ষেত্রে ঠিকমত কার্যকরী হচ্ছে না। এই আইনগুলি ত্রিপুরাতে আনার পর, সেগুলি আমাদের শ্রম ডিপার্টমেন্টের এবং মন্ত্রীদের একটা মুখরোচক কথাবার্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। যেমন ধরুন প্লেন্টেশান এ্যাক্ট, এই এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে কার্যকর হচ্ছে না, যদিও এটা ত্রিপুরাতে চালু আছে। আর এই প্লেন্টেশান এ্যাক্ট কার্যকরী না হওয়ার দরুন চা বাগানে যারা লেবার আছেন, সেই লেবারদের সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে যেমন তাদের জন্য ঘর বাড়ী তৈরী করে দেওয়ার ব্যবস্থা. তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং তাদের চিকিৎসা প্রভৃতি শ্রমিক কল্যাণমূলক আইনে যে প্রভিশান আছে, সেগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এগুলি কেন করা হচ্ছে না, তার কারণ হল এগুলি করলে পরে মালিকদের স্বার্থে আঘাত আসবে। আমরা দেখছি আজকে শ্রমিকদের মজুরী হচ্ছে মাত্র ১·৬৫ পয়সা, কিন্তু ত্রিপুরার পাশের যে রাজ্য আসাম, সেখানকার চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরী হচ্ছে ২·২৫ পয়সা। অথচ আমাদের এই ত্রিপুরাতে চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে যারা নাকি পুরুষ তারা পাচ্ছে ১·৬৫ পয়সা, আর নারী শ্রমিকেরা পাচ্ছে ১·৪৫ পয়সা করে। আজকের এই যে রেট, এটা হয়েছিল, সেই মান্দতার আমলে। কিন্তু এখন জিনিষপত্রের দাম সেই সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, শ্রমিকেরা এই ১·৬৫ পয়সা দিয়ে, ১ কে, জি চাউলও কিনতে পারে না। এই অবস্থায় সেই সব শ্রমিকেরা সূর্য্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত কাজ করে পাচ্ছে মাত্র ১·৬৫ পয়সা, এটা তাদের প্রয়োজনের জন্য কিছুই না। আজকে যদি সরকার এই প্লেন্টেশান এ্যাক্ট ঠিকভাবে কার্যকরী করত, তাহলে শ্রমিকদের সাধারণভাবে বেঁচে থাকার অন্ততঃ একটা কিছু সুবিধা হত। কিন্তু সরকার মালিক গোষ্ঠীদের স্বার্থে সেগুলি করছেন না, যা করলে পরে সেইসব মালিকদের স্বার্থে আঘাত করা হবে। এবং এই শ্রমিকদের এই টাকা আজকে মালিকেরা আত্মসাৎ করে আর শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা যা তাদের প্রাপ্য তা থেকে তাদের বঞ্চিত করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড অফিস আগরতলায় খোলার জন্য বহুবার দাবী করা হয়েছিল। তার অফিস কলকাতাতে আছে। এই কলকাতার অফিসের মাধ্যমে এখানকার শ্রমিকেরা দরবার

ঠিক ঠিক মত করতে পারে না। আমরা এই হাউসের মধ্যে প্রশ্নের মাধ্যমে তুলতে চেষ্টা করেছি কিভাবে মালিক শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করেছে। আমরা দেখছি যে আমাদের ভিহিকেল অ্যাক্ট ত্রিপুরা রাজ্যে চালু আছে। কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের কল্যাণে এই আইন কার্যকরী করা হয় না। আমাদের শ্রমিকরা শ্রমের অনুপাতে যে মজুরী পাওয়া দরকার এই মজুরী সে পায় না এবং সবেতন ছুটি সে ভোগ করতে পারে না। এই হচ্ছে শ্রমিকদের অবস্থা। যেখানে শাসকগোষ্ঠী শ্রমিকদের জন্য বড় বড় কথা বলেন, আজকে চা বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে শ্রমিকদের কি অসন্তোষ এবং শ্রমিকদের কিভাবে ফাঁকি দিচ্ছে এবং সরকারপক্ষ কিভাবে তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং মালিক ও সরকার কিভাবে তাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে সেটা চা-বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। আজকে শুধু আমাদের শ্রমিক এবং চা বাগানের শ্রমিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। তাছাড়া রয়েছে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী। মাত্র দুই টাকা কয়েক পয়সা তাদের মজুরী দেওয়া হয়। এটা তাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয়না এবং তারা এই মজুরীতে পরিবার চালাতে পারেনা। তাছাড়া রয়েছে কৃষি মজুর গ্রামাঞ্চলে। তারা যেখানে সেখানে শতে শতে ঘুরে বেড়ায়। দিনের পর দিন মালিকেরা কৃষি মজুর খাটিয়ে তাদের খেয়াল খুশীমত মজুরী দেয় এবং নিরুপায় শ্রমিকদের তাতেই তাদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে তাকিয়ে দেখা দরকার যে এই যে বিরাট অংশ কৃষি মজুর রয়েছে তাদের মজুরী মাত্র কোথাও দুই টাকা, কোথাও তিন টাকা। অনেকের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাঠে মাঠে কাজ করতে হয়। মাটি কাটা থেকে শুরু করে ধান কাটা সমস্ত কিছুই কম মজুরীতে তাদের করানো হচ্ছে। এখানকার যে শাসকগোষ্ঠির পক্ষে শ্রমমন্ত্রী আছেন, তারা কি দেখছেন যে অনাহারে তারা কিভাবে দিন কাটাচ্ছে এবং ধনীরা তাদের কিভাবে শোষণ করছে ? এই শোষণের অবস্থা তাকিয়ে দেখতে হবে যে এই কৃষিমজুর কিভাবে চলছে। ঠিক তেমনি অবস্থা হচ্ছে দিন মজুরের। আজকে আমি গ্রামাঞ্চলের কথা বলব না। এই আগরতলা শহরে পোষ্ট অফিস চৌমুহনী এবং বটতলা চৌমুহনীতে তাকিয়ে দেখলে দেখা যায় কিভাবে তাদের সংখ্যা বাড়ছে এবং কিভাবে তারা ভীড় করছে কাজের জন্য। তাদের মজুরী জুটবে কিনা তার কোন ঠিক নেই কিন্তু তারা ভীড় করছে এবং নির্দিষ্ট হারে মজুরী পাবে কিনা তারও কোন ঠিক নেই। আজকে যেভাবে জিনিষপত্রের দর বাড়ছে সেটা যেমন প্রতিরোধ করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে তেমনি ব্যর্থ হয়েছে শ্রমের মজুরী বৃদ্ধি করতে এবং তাদের জন্য স্কুলের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, বাড়ীঘর করার ব্যবস্থা করতেও ব্যর্থ হয়েছে।

আর একটা হল আমদের শ্রমিকদের উপযুক্ত মজুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং আইনে যে সমস্ত প্রভিশন আছে ঠিক ঠীক ভাবে সেইগুলি কার্যকরী করা, মালিকের স্বার্থে নয়, শ্রমিকের স্বার্থে কার্যকরী করা। যদি তার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে শুধু সমাজতন্ত্রের কথা বলে আর গণতন্ত্রের কথা বলে এই শ্রমিকদের পেট ভরবে না। বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচবে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমি এই কথাই বলতে চাই যে তারা যেন এই ব্যাপারে সচেতন হন। মালিকের স্বার্থকে বৃহৎ স্বার্থ হিসাবে না দেখে শ্রমিকের স্বার্থকে যেন বৃহৎ স্বার্থ হিসাবে দেখেন এবং

শ্রমিকের দুঃখ দুর্দ্দশা ঘুচাবার জন্য আইন প্রণয়ন করেন। তাঁরা কথায় কথায় যেমন আইনের কথা বলেন ঠিক তেমনি আইনের ব্যবস্থা যেন তাদের জন্য করে তাদের আলোর পথ দেখানো হয়। এই কথা বলেই আমার কাটমোশনের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩এ কেন আমি কাটমোশনটি রেখেছি এবং আমি কাটমোশনটি মুভ করছি। প্লান্টেশান লেবার অ্যাক্ট কার্যকরী করার শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতার প্রতিবাদ। শ্রম দপ্তর যে কিরকম অপদার্থ সেই সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একটু নজর করলে দেখা যাবে যে সারা ত্রিপুরার ভিত্তিতে আমরা জানি যে সাধারণ যারা শ্রমিক তারা খেটে খাওয়ার জন্য শ্রম করছে। কিন্তু আমাদের শ্রম দপ্তরের আইনে আছে তাদের ঘরবাড়ী করে দেওয়া, ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এইরকম বিভিন্ন প্রভিশন তাদের আছে। কিন্তু একটা প্রভিশন আজ পর্যন্ত কার্যকরী হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ সারা ত্রিপুরায় যতগুলি গার্ডেন আছে সেই গার্ডেনগুলি দেখলে দেখা যাবে তাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা এখনো জমা দেওয়া হয়নি। লক্ষ লক্ষ টাকা এইভাবে মালিকেরা আত্মসাৎ করছেন। আগেও বলেছিলাম বাগানের ব্যাপারে। এমন কি কর্ম্মচারীর বেতনটা পর্যন্ত বাকী থাকে, শ্রমিকদের তো কথাই নাই। যেটা তারা শ্রম করেছেন সেই শ্রমের টাকাও তারা পাচ্ছে না। তাদের মজুরী খুব কম। কিন্তু সেই মজুরী থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় আমরা দেখছি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট মালিক যদি অন্যায় করে, যেমন গোলকপুর চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এখানে লেখাপড়া আগুণ ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই যে কম মজুরীতে কাজ করে, সেই কাজের ঠিক দাম থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই এমতাবস্থায় আমরা দেখছি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট মালীক যদি অন্যায় করে, কারণ আমরা গোলকপুর চা বাগান সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়কে বলা হয়েছিল, সেখানে লেবারদের তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আট তারিখে ঘটনা ঘটেছে, ৯।১০ তারিখে বাগান চলেছে, আবার ঐ তারিখে সেখানকার ম্যানেজার—এই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলেছেন, যে ইলেকশনের কাজে মিছিল নিয়ে গিয়েছিল, কাজেই এই যে লক আউট বে-আইনিভাবে লক আউট ঘোষণা করা হল কেন, তার জন্য কোন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না, আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার তাদের যে কোন রকম শাস্তি দেওয়া দরকার, তা এই দুর্নীতি বাজ ত্রিপুরা সরকার করছেন না, এবং তারই জন্য আজকে লোক সভা নির্ব্বাচনে জনসাধারণ দেখিয়েছে, তারা ত্রিপুরা সরকারকে কি রকম মনে করেন। আগামী দিনেও তারা সেটা দেখিয়ে দেবে—আর আট নয় মাস পরেই এই দুর্নীতি পরায়ণ কংগ্রেস সরকারের রূপ দেখতে পাব। সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা সজাগ থাকুন, তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের সচেতন থাকতে বলব। আগের মত মিষ্টি কথায় মানুষকে ঠকিয়ে, ভুলিয়ে রাখবার দিন নাই। আজকে তারই জন্য উনারা জনপ্রতিনিধি হিসাবে কোন এলাকায় যেতে পারছেন কিনা আমার সন্দেহ। আমরা জানি যারা জনসাধারণের প্রতিনিধি, তারা জনসাধারণের সংগে বুক ফুলিয়ে যাওয়া আসা করে, কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীরা সেখানে যাবার মত পথ দেখছি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার কাট মোশানের উপর বলুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই যে প্ল্যানটেশন লেবার এ্যাক্ট, সেই এ্যাক্টের মধ্যে যে রিজিওন্যাল অফিস করার প্রভিশন আছে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইত্যাদি যাতে তারা এখানে পেতে পারে, তার জন্য এখানে একটা অফিস খোলা দরকার, একথা আমরা এই হাউসে অনেকবার বলেছি, কিন্তু সেটা হচ্ছে না, সেই জন্যই আমি এখানে কাট মোশান দিয়েছি, এবং কাট মোশা-নের উপর বক্তব্য রেখে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিম্যাণ্ড নম্বর ২৩—লেবার এণ্ড এমপ্লয়মেন্ট—এই খাতে ১১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কারণ এখানে তার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সোস্যাল ডেভেলাপমেন্ট সার্ভিস, অর্থাৎ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা, শ্রম-জীবিদের মঙ্গল করা, ইত্যাদির জন্য এখানে এটা রাখা হয়েছে, অনেক দপ্তর আছে, এখানে লেবার ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে, অনেক ষ্টাফ বাড়ছে অনেক ষ্টাফ আছে। এখানে B'র মধ্যে আছে-Staff for Enforcement of Labour Laws—অর্থাৎ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সমস্ত আইন কানুন ইত্যাদি আছে, এইগুলিকে কার্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যাতে তাদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়, তার জন্য এখানে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। তারপর আরেকটা জায়গার মধ্যে—C—Staff for fixation of minimum wages for agricultural labour—ভাল কথা উদ্দেশ্য মোটেই খারাপ নয়, ভালর জন্যই করা হয়েছে, যাতে এ্যাগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স'দের মিনিমাম ওয়েজ, সর্ব্ব নিম্ন মজুরী, তাদের যে প্রাপ্য সেটা ঠিক করে দেওয়ার জন্য একটা স্টাফ মেন্টেন করা হবে, তার জন্য এই হেডে ৫৪ হাজার ৬ শত টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তারপরে আছে—লেবার ওয়েল ফেয়ার সেন্টার, বালোয়ারী সেণ্টার ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আছে, একস্-পানশান অব লেবার স্কীম সেটিং আপ অব টু বালোয়ারীজ, ইত্যাদি হেডে আলাদা আলাদা ভাবে স্টাফ ধরা আছে এবং তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আজকে সামগ্রিক অবস্থা বা বাস্তব ঘটনাগুলি যদি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখি, যাদের জন্য আজকে এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে বা খরচ করা হচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে তারা উপকৃত হচ্ছে কি না বা চা বাগা-নের মালীকের সংগে যে চা শ্রমিকদের বিরোধিতা হচ্ছে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাওয়ার জন্য, সেই ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি, এমন কোন ঘটনা আছে কি না যে তাঁদের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়েছে, এইরকম নজির খুব কম, এ্যাগ্রিকালচারর‍্যাল লেবার যারা আছে, ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, ডে টু ডে ওয়ার্কস যে তারা করছে, তাদের যে একটা সুনি-র্দিষ্ট ওয়েজ ঠিক করে দেওয়া, সেটা করে দেওয়া হচ্ছে কি না, এ দিকে থেকে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কি না, সমস্ত শ্রমজীবিদের স্বার্থ রক্ষা করে তাদের উন্নতি অগ্রগতি করা বা তাদের সংগঠন করা, শিক্ষিত করা, যে সমস্ত স্কীমের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে হচ্ছে কি না, সেগুলি তলিয়ে

দেখা দরকার। যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে দিনের পর দিন শ্রমিক মালীক বিরোধ লেগেই আছে, তাদের সম্পর্কে যেগুলি করা দরকার, সেগুলি হচ্ছে না। তবে একটা কথা, সরকার যদি একথা মনে করে থাকেন যে এইসব স্কীম করে কিছু লোকের প্রভিশন করা, ডাইরেক্টরেট হউক, ষ্টাফ বাড়ুক, তাহলে আমার বলার কিছু নাই, ঘটনার সংগে মিলিয়ে দেখলে এটাই মনে হবে যে সরকার হয়তো কিছু লোককে প্রভাইড করার উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করছেন, আসলে শ্রমজিবীদের যে মঙ্গল করার জন্য ষ্টাফ, সেটা হচ্ছে না। আজকে শুধু মুখেই একথা বলা যাবে, কিন্তু কার্যতঃ শ্রমজিবীদের বা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না, ষ্টাফ বাড়ছে ঠিকই, টাকাও খরচ হচ্ছে এবং হবে. অনেক সেণ্টার ইত্যাদি করা হয়, বালোয়ারী সেণ্টার গঠন করা হয়, শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য এবং তার জন্য মাসে মাসে বেতনও দেওয়া হয়, কিন্তু কার্যতঃ ঐ সেণ্টারগুলি মারফত শ্রমিকদের শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিনা, স্বাস্থ্য রক্ষা হচ্ছে কিনা, তাদের বিভিন্ন দিক দিয়ে যেটুকু করার উদ্দেশ্যে টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়, সেটা আজকে হচ্ছে কিনা, সেটা দেখা দরকার। একথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Member Shri Promode Rn, *Das Gupta* to move his Cut Motion. The hon'ble Member is absent, so his Cut Motion falls through. Now I call on Hon'ble Minister to give his reply.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে লেবার এ্যাণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি, আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে এই ডিমাণ্ডটির উপর, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা তাদের কাট মোশানে বলেছেন যে—শ্রম আইন সমূহ কার্য্যকরী করার শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতার প্রতিবাদ, আর একটা হচ্ছে বিড়ি, মোটর, কৃষি মজুর ও দিনমজুরদের নিম্নতম মজুরী আইন সংশোধনের ব্যর্থতার প্রতিবাদ। আমার যা মনে হয়, মাননীয় সদস্যদের শ্রমিকদের জন্য এখানে এসে কিছু বলতে হবে, সেই জন্য এই সব কাট মোশানগুলি এই হাউসের সামনে রেখেছেন। কেন না তারা যদি এগুলি এখানে রাখেন তখন বাহিরে গিয়ে শ্রমিকদের কাছে বলতে পারবেন যে দেখ আমরা তোমাদের জন্য এ্যাসেম্বলীতে অনেক কিছু বলে এসেছি, যাতে তোমরা একটা স্বর্গে উঠে যেত পার। এই সব কথাগুলি বলার জন্যই তারা আজকে শ্রমিক দরদী সেজে এখানে তাদের জন্য যেন কুম্ভিরাশ্রু ফেলছেন। অথচ শ্রমিকদের জন্য তাদের কল্যাণের জন্য যে সব আইনগুলি আছে, সেগুলির মধ্যে কি সব কথা আছে সেগুলি তাদের আদৌ জানা নেই। শ্রমিকদের জন্য কি কি কল্যানমূলক কাজ করা যায়, সেই বিষয়ে তারা একেবারে অজ্ঞ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— পয়েণ্ট অব অবজেকশান স্যার। তিনি মেম্বারদের বলছেন, যে তারা অজ্ঞ। এই সব কথা তিনি মেম্বারদের বলতে পারেন না, আর যদি তিনি বলতে থাকেন, তাহলে উই সুড টেক মাচ এ্যাকসেপ্শোন অন দীস। সো হি সুড উইথড্র দীস ওয়ার্ড।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— স্যার, আমি এসব কথা বলি নাই, উনারা এটা বা নিয়ে বলছেন। এটা টেপ রেকর্ড থেকে দরকার...

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এক:ন রেস্পনসিব্যাল ম্যান। তাঁর কাছ থেকে আমরা এই ধরণের উক্তি আশা করতে পারি না। সো হি সুড উইথ ড্র দীস

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন সদস্যকে অজ্ঞ বলাটা ঠিক নয়। কাজেই আপনি যদি এরকম কথা বলে থাকেন, তাহলে সেটা প্রসিডিংস থেকে এ্যাক্সপাঞ্জড করে দেওয়া হবে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— স্যার উনারা যে অজ্ঞ এই কথা আমি বলি নাই। আমি যেটা বলেছি সেটা হল উনাদের আইন সম্পর্কে উনাদের জ্ঞান নাই। সুতরাং কোন বিষয়ে কারো কিছু জানা না থাকলে, সেটাকে অজ্ঞতা বলা হয়। সুতরাং মাননীয় সদস্য যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি অবান্তর কথা। শ্রমিকদের কল্যানের জন্য তাদের মজুরীর হার বৃদ্ধির জন্য আইনে কি আছে এবং তারা সেই সম্পর্কে কি বলেছেন, বা তাদের মজুরী কতটুকু করলে ভাল হয়, সেটার কোন স্পেসিসিক সাজেশান তারা রাখতে পারেন নি। কাজেই তারা আবার এ শ্রমিকদের জন্য একটা অবান্তর কান্নাকাটি করে গিয়েছেন মাত্র। কিন্তু আমাদের সরকারের এদিক দিয়ে দিয়ে দৃষ্টি রয়েছে এবং শ্রমিক আইনগুলি ইমপ্লিমেণ্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা করে চলেছি। আর তারই জন্য আমরা এখানে একটা সেল তৈরী করেছি. যাতে করে যেসব লেবার এক্ট আছে, সময় উপযোগী ভাবে কার্য্যকর করা যায় এবং তার জন্য আমরা একটা ষ্টাফ মেণ্টেইন করে যাচ্ছি। এবং আমাদের বাজেটে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে। কাজেই ওনারা যেসব কথা বলেছেন, সেগুলি আমরা স্বীকার করতে পারি না। উনারা যে কেন বলছেন, সেটা আমাদের জানা নেই, এমন নয়, ওনারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রমিকদের ভুলাবার জন্য এই সব কথা এখানে এসে বলছেন। বিশেষ করে বর্ত্তমানে শ্রমিকদের মজুরীর হার আছে, সেটা ভেরী রিসেণ্টলী শ্রমিক মালিক এবং সরকারের মধ্যে একটা ত্রিপক্ষিয় এগ্রিমেণ্ট হয়েছেএবং সেইমত তাদের যে পুরানো হার ছিল, সেটাকে রিভাইস্‌ড করে ১·৬৫ পয়সা করা হয়েছে, আর এটা ১৯৭০ সালে মাত্র চেঞ্জ হয়েছে। আমাদের এখানে মজুরদের প্রতিনিধিত্বমূলক অর্গেনিজেশন রয়েছে; তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক্রমেই এটা স্থির হয়েছে এবং তারা বলেছে যে তারা এই রেটে আপাততঃ খুসী। সুতরাং এর মধ্যে যদি আবার কোন শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়, তাহলে সেই অবস্থা অনুযায়ী এবং আইনগত যে সব ব্যবস্থা আছে, সেগুলি দেখে আমরা নিশ্চয় যে ভাবে কল্যান হতে পারে, সেই ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কাজেই আমরা বুঝতে পারছি,তারা এইসব শ্রমিকদের জন্য কি চান, তাদের দাবী দাওয়া এবং তাদের কল্যানের জন্য কি করা দরকার বা কি করা দরকার নয় সেটার সঙ্গে তাদের কোন সংযোগ নেই এবং এদিক থেকে শ্রমিকদের জন্য তাদের কোন

চিন্তাই নেই। আজকে বিড়ি শ্রমিকদের ব্যাপারে তারা একটা কথা বলেছেন, সেটা হল বিড়ি শ্রমিকদের জন্য ওয়েজ ফিক্সেশান করার কথা। কিন্তু আইনে বিধান আছে যে এইরকম কোন প্রতিষ্ঠানে যদি অন্ততঃ ১ হাজারের মত ওয়ার্কার্স না থাকে, তাহলে এই সব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য ওয়েজ ফিক্সেশান করার কথা উঠে না। এখন আমাদের এখানে কোন প্রতিষ্ঠানে এই রকম সংখ্যা নেই, এটা কমে গেছে। তার কারণ বাহির থেকে যে বিড়ি আসছে, সেটার সঙ্গে তারা মার্কেটে কম্পিটিশান করে উঠতে পারছে না। তাছাড়া কোন বিজনেসম্যানই যদি তার বিজনেসে প্রফিটেব্‌ল্‌ কিছু না পায়, তাহলে সে সেই বিজনেসটাকে আর রাখতে চায় না। এই সময়ে আমরা যদি তাদের কোন বাধা ধরা একটা রেট করে দেই, তাহলে সেটা শ্রমিকদের কোন স্বার্থেই আসবে না এবং এই ধরণের কোন রেট ফিক্স্‌ড করে দেওয়ার জন্য এখন পর্য্যন্ত শ্রমিক বা মালিকদের কাছ থেকে কোন ডিমাণ্ড বা প্রেসার সরকারের উপর আসেনি। কিন্তু উপস্থিত যে ব্যবস্থাটা আছে সেটা একমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থেই এবং শ্রমিকদেরও এই ব্যাপারে কোন অসন্তোষ আমাদের জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার' ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব না, আমার টাইমটা তাঁকে দিয়ে দিন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—তারা বলেছেন যে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার্থে এইসমস্ত কাজ সরকারপক্ষ করছে না। কিন্তু মালিকদের কি স্বার্থ রক্ষা করার জন্য গভর্ণমেন্ট কি কাজ করছেন সেটা তারা নির্দিষ্টভাবে বলেন নাই। সুতরাং শুধু সরকার পক্ষকে অ্যাকিউজ করা ছাড়া আর কোন যুক্তি নাই। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তারপর কৃষি মজদুরদের ব্যাপারে আমাদের একটা রেট আছে। সেটাকে রিভাইজড করার জন্য ১৯৭০ সালে একটা কমিটি করেছেন এবং সেই কমিটি সেটাকে আবার রিভাইজ করার জন্য চেষ্টা করছেন। সুতরাং সেই দিক থেকে কৃষি শ্রমিকদের জন্য সরকার উদাসীন এই কথা ঠিক নয়। এই কমিটি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে তার রেটটা রিভাইজড করার চেষ্টা করছেন। সেই সংগে মাননীয় সদস্যরা যে দিন মজুরদের কথা বলছেন কিন্তু লেবার অ্যাক্টের কোন্ ধারা মতে দিন মজুরদের রেট ফিকসড করা যায় সেটা বললে আমরা খুশী হতাম। সেই সম্বন্ধে কোন বিধান আমাদের জানা নাই। কাজেই এটা একটা অবান্তর কথা। তথাপি দিন মজুরদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা অবহিত এবং আমরা মানবিক দিক থেকে, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের দিক থেকে আমরা দিন মজুরদের কল্যাণের জন্য সতর্ক। তাদের এডুকেশন, তাদের মেডিক্যাল ফেসিলিটিজ, তাদের হাউসিং সুযোগ সুবিধা, তারা যাতে অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদীদের দিক থেকে ঠকে না যায়, তারা যাতে মানবিক অধিকার ভোগ করতে পারে সেজন্য আমরা নজর রাখছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। তিনি বলেছেন যে দিন মজুরদের জন্য হাউসিং এবং এডুকেশন ফ্যাসিলিটিজ ইত্যাদির জন্য কাজ করছেন। সেই পরিকল্পনাটা কি? সরকারের সেই পরিকল্পনাটা আমরা জানতে পারি কি? এবং শিক্ষার কি পরিকল্পনা করেছেন?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—আমাদের জেনারেল যে পরিকল্পনা আছে দিন মজুরগণ তার থেকেই বেনিফিট নিচ্ছে। বিশেষ করে ষ্টাইপেণ্ড, লোয়ার ইনকাম গ্রুপকে বুক গ্র্যান্ট ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে। কাজেই দিন মজুর অবশ্যই লোয়ার ইনকাম গ্রুপের মধ্যে পড়ে। সেই দিক থেকে আমরা নিশ্চয়ই তাদের বেনেফিট দিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গোলকপুর চা বাগান সম্পর্কে আজকে যে কথা আবার বলা হয়েছে এই সম্পর্কে আমি কয়েকদিন আগে হাউসে একটা স্টেটমেণ্ট করেছিলাম। সেই স্টেটমেন্টটা গোলকপুর চা বাগানের লক আউট ব্যাপারটা আমরা মীমাংসা করবার চেষ্টা করছি এবং এই পর্যান্ত মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষকে একত্রিত করে কনসিলিয়েশনের মাধ্যমে আমরা মীমাংসার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেই মালিক এখন কলকাতায় থাকছেন। সুতরাং ম্যানেজার যিনি আছেন তিনি মালিক পক্ষের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে কিছু করতে পারছেন না আমাদের প্রচেষ্টা সত্বেও। কিছুদিন এয়ার ষ্ট্রাইক ছিল বলে ত্রিপুরাতে আসা যাওয়ার খুব অসুবিধা হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি ষ্ট্রাইক আবার উইথ ড্র হয়েছে। এখন অবশ্য আমরা আশা করছি মালিক পক্ষের সংগে একত্রে বসে ম্যানেজারের চেস্টায় আমরা সফল হব। শ্রমিকদের কথা বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বিদ্যা দেব বর্ম্মা বলেছেন কংগ্রেসের দিন ফুরিয়ে এসেছে। আর তিনি কল্পনা করছেন এবং স্বপ্ন দেখছেন যে উনার দিন খুব ভাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না শিশু সুলভ যে কল্পনা বিলাস সেটা উনার মত মানীয় সদস্যদের থাকা উচিৎ নয়। কারণ সব ভারতীয় যে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গণতন্ত্রের প্রতি সমাজতন্ত্রের প্রতি যে অহিংসার পথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা চায়, সমাজতন্ত্রকে কায়েম করতে চায় যে পথে এই পথ অন্ততঃ মাননীয় সদস্য যিনি বলেছেন তার দলের পথ এবং মত সেটা নয়। সুতরাং সারা ভারতবর্ষের মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে যে রায় দিয়েছে সেটা মাননীয় সদস্য যারা নাকি বুলেটের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করতে হয়, শক্তির উৎস বলে যারা বলছেন সেই মাননীয় সদস্যের এটা অন্ততঃ আশা করার কোন কারণ নেই। (রেড লাইট) বরং নিরাশ হওয়ার কারণ আছে যে মানুষ তাদের নীতিকে গ্রহণ করবে না বরং সেটাকে ঘৃণা করে। ভারতবর্ষের মানুষ সেটাকে প্রমাণ করে দিয়েছে নির্ব্বাচনের মাধ্যমে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণতঃ হাউসের যে কনভেনশান লাল বাতি জ্বললে সময় চেয়ে নিতে হয়, উনি সময় চান নাই। এটা কি করে হতে পারে?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—আমার মনে হয়, আমি যখন সময় চেয়েছিলাম তখন মাননীয় সদস্য ঘুমুচ্ছিলেন। উনি বাস্তবে ছিলেন না। যদি বাস্তবে থাকতেন তাহলে শুনতে পেতেন

আমি সময় চেয়েছিলাম। সেবার রাজ্যে ছিলেন তারা। কিন্তু তারা সময় চাওয়ার কথাটা শুনতে পান নি। তারা আরও বলেছেন যে মানুষকে ঠকিয়ে কংগ্রেস আর চলতে পারে না। তারা যেভাবে খুন করেছেন গুম করেছেন. ওয়েষ্ট বেংগলে রবীন্দ্র সরোবরের কথা আমরা জানি, সাই বাড়ীর কথা আমরা জানি, গোপাল সেনের কথা আমরা জানি, আমরা আরও জানি যে আমাদের সেই মাননীয় হেমন্ত বসুর হত্যার পেছনে তাদের যোগ সাজস আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে হেমন্ত কুমার বসুর হত্যা সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির যোগ সাজস আছে। উনি প্রমাণ করতে পারবেন কিনা ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—থাকতে পারে। আমরা শুনেছি। থাকতে পারে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—প্রমাণ করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন যে যোগসাজস আছে। এটা প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— প্রমাণ পরে হবে। (নয়েজ) তিনি আরও বলেছেন যে আজকে মানুষের সংগে মন্ত্রীদের যোগাযোগ করার সাহস নাই। এই কথা ঠিক নয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছি অনায়াসে, মানুষের সংগে আমরা যোগাযোগ বরাবর রাখছি। মানুষ আমাদের নীতিকে, পথকে পছন্দ করে, ভালবাসে। সুতরাং এই নীতির প্রবর্ত্তক হিসাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা ভারতবর্ষের লোকের সাথে আমরা যোগাযোগ রাখছি। তাদের চাইতে আমাদের আরও স্বাভাবিক চলার পথ আছে। তার কারণ আমরা মানুষকে ধোকা দিই না, মানুষকে বাজে কথা বলি না এবং নর হত্যার সংগে আমাদের কোন যোগাযোগ নাই। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই। যারা এই অপকর্মে জড়িত তাদের সেই ভয় থাকতে পারে। আমাদের দলের সেই ভয় নাই। কাজেই আমরা আশা করব যে মানুষের কল্যাণের সংগে এই সমস্ত অবাস্তর কথার কোন যোগাযোগ নাই। কাজেই এই কথাগুলি আমি বিরোধীতা করছি এবং মূল ডিমাণ্ডের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখে কাট মোশানের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রেখে শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ, কাট মোশানের বিরুদ্ধে যা বললেন, এবং আমার ডিমাণ্ডের পক্ষে যা বললেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করব হাউস আমার ডিমাণ্ড গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—Discussion is over. Now I am putting to vote the Cut Motion first—the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—'শ্রম আইন সমূহ কার্যকরী করার শ্রমদপ্তরের ব্যর্থতার প্রতিবাদ।'

The Motion was put to voice vote and lost,

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'বিড়ি, মোটর, কৃষি মজুর ও দিন মজুরদের নিম্নতম মজুরী আইন সংশোধন ব্যর্থতার প্রতিবাদ।'

The Motion was put to voice vote and passed,

Mr. Speaker :— I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to Discuss on—

'Plantation Labour Act কার্যকরী করায় শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতার প্রতিবাদ।'

The Cut motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker ;—Now I am putting to vote the main Demand.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 11,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 23—Labour and Employment.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 2, Major Head 9—Land Revenue.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা Half-an-hour discussion ছিল।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand is first.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আজকে অনেকগুলি ডিমান্ড রয়েছে, ডিমান্ডগুলি শেষ না হলে, সময় দেওয়া যায় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এতগুলি ডিমান্ড শেষ হওয়ার পর এটা হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই এটা ডেকার করে দেওয়া যায় কি না, সেইদিকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার —আচ্ছা সেটা পরে দেখা যাবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা যদি ক্যারিড ওভার হয়, তাহলে উনার কোন বক্তব্য নাই।

মিঃ স্পীকার :—এই সম্পর্কে পরে ডিসিশন নেওয়া হবে।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 54,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972. in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

Mr. Speaker :—Now I call on Shri Bajuban Riyan to move his Cut Motion.

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিম্যাণ্ড ফর গ্রেন্ট নাম্বার, ২-ল্যাণ্ড রেভিনিউতে ৫৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন এবং এটাকে কার্যকরী করতে গিয়ে কতকগুলি সাব-হেডে ভাগ করা আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে B-3-Establishment charges in respect of Tribal Welfare under A.D.M. (Tribal Welfare). এটা হচ্ছে ট্রাইবেলদের সেটেলমেণ্ট সম্পর্কে। এখানে আমি এ, ডি, এম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এর মাধ্যমে ট্রাইবেলদের সেটেলমেণ্ট দেওয়া হবে, সেই সেটেলমেণ্ট সম্বন্ধে এখানে আমি একটা কাটমোশান রেখেছি, সেটা আমি এখানে পড়ছি—

'Mismanagement in settling the Tribal jumias and landless agriculturists.'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে সার্ভে সেটেলমেণ্ট গত ১৯৬০ সন থেকে আরম্ভ হয়েছে, এখন প্রায় ফাইনাল ষ্টেজে এসে গেছে, কোথায় কত দখলা জমি আছে, কোথায় কত খাস জমি আছে, আবাদি জমি আছে সবই মোটামুটি হয়ে গেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারের কোন পলিসী নাই, ঐ খাস জমিগুলি কারা পাবে, না পাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশেষ করে যে সমস্ত জমি ট্রাইবেলরা দখল করে আছে, এইগুলি ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট রুল এণ্ড এ্যাক্ট অনুযায়ী হলে, যাদের জোত জমি বেশী আছে, তাদের সেটা দেওয়া যাচ্ছেনা, কিন্তু যাদের জোত জমি নাই, তারাও সেটা পাচ্ছেনা। তাই আমি বলছি যে ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট যে রুল, সেটাকে সংশোধন করে অবিলম্বে যাতে তাদের সেটেলমেণ্ট দেওয়া তার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আমরা আজকে দেখছি ডুম্বুরে যারা এফেকটেড হচ্ছেন, তাদের যদি খাস জমি দখলে থাকে, তাহলে তাদের সেই যে কম্পেনসেশান দেওয়া হচ্ছে, সেটা তারা পাচ্ছেনা, ল্যাণ্ড কম্পেনসেশন এ্যাক্ট যেটা আছে, সেটাতে আছে, যদি কোন ব্যক্তি কোন জমি বছরের পর বছর, দখল করে আসে, ৬০ বছরের উপরও যদি হয়, তাহলেও যদি তাদের ল্যাণ্ড টাইটল দেওয়া না হয়, ল্যাণ্ডের উপর তাদের রাইট না পায়, সরকার সেখানে কোন কম্পেনসেশন দিতে পারেনা, সেইজন্যই রাইমা সরমাতে যে সব ল্যাণ্ড হোল্ডার ১৯৫৭ থেকে অনেক খাস জমি দখল করে বসে আছেন, তারা ডুম্বুর প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তারা ত্রিপুরা রাজ্যে রিফিউজী হচ্ছেন, তাদের জন্য সরকার মৌখিক ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা করেছেন বলে আমার মনে হয়না। ঐখানে যারা এষ্টাব্লিষ্ট, যারা এফেকটেড হচ্ছেন, তাদের যে কোথায় বসান হবে, আমরা জানিনা। কারণ ত্রিপুরাতে বর্তমানে এমন কোন লুঙা জমি নাই, যেটা কারও না কারও দখলে নাই, বা অনাবাদি আছে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডারে যে সমস্ত জমি আছে, সেগুলি বালুকাময়, সেখানে কোন ফসল হয় না। কাজেই ট্রাইবেলদের সেটেলমেণ্টের ব্যাপারে আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যে এখানে যে প্ল্যান এবং স্কীম আছে তাই ট্রাইবেলদের সেটেলমেণ্টের ব্যাপারে আমি সরকারকে অনুরোধ করব, আমাদের এখন যে কতগুলি প্লেন এ্যাণ্ড স্কীম আছে, সেগুলি ডিপার্টমেণ্টালী করতে গিয়ে যে একটা ওয়ার্কিং রুলস্ করা হয়েছে সেটা যেন কার্য্যকর করা হয়। আমি শুনেছি জুমিয়াদের সেটেল-মেণ্টের জন্য যে স্কীম আছে এবং সেই স্কীম অনুযায়ী তাদের যে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হত

সেটাকে রিভাইজড করে এখন করা হয়েছে ১,৯১০ টাকা। কিন্তু এটাকে ডিসবার্সমেন্ট করতে গিয়ে ডিপার্টমেন্টাল যে ওয়ার্কিং রুলস আছে, সেইমত এটাকে লেংগদি প্রসেসে খরচ করা হচ্ছে। অর্থাৎ টাকাটা পেতে জুমিয়াদের অনেক সময় লেগে যায়। আর এই সুযোগে এটাকে নিয়ে অনেক ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে। এই ১৯১০ টাকা পাওয়ার জন্য অনেক জুমিয়াকে নানা বাবদে দালালদের কিছু টাকা দিতে হচ্ছে, এটার হার অবশ্য বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকমের। আমরা যদি ট্রাইবেল এরিয়াতে যাই তাহলে দেখব যে জুমিয়াদের কাছ থেকে এর জন্য না না ভাবে টাকা কালেকশান করা হচ্ছে। কিন্তু এটা আমাদের কাছে খুবই দুঃখের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে জুমিয়াদের সেটেলমেন্ট দেওয়ার জন্য কিছু দালালের সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু এটা আমাদের কাছে আদৌ সমর্থন যোগ্য নয়। আজকে জুমিয়াদের জন্য যেসব স্কীম করা হয়েছে, সেগুলি ইমপ্লিমেন্টেশান করার জন্য দালালেরা যেসব কেস রিকমেণ্ডেশান করবে, সেগুলিকে আগে দেওয়ার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হবে আর যারা দালালের মারফতে আসবেনা, সেগুলি পেণ্ডিং অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হবে। এই জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে এই যে একটা অবস্থা চলছে, এটার প্রতিকারের জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ অভার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, এই ডিসকাশনটা মেম্বারদের তরফ থেকে খুবই ইমপর্টেন্ট। কাজেই এগুলির ডিসকাশনটা যাতে ভালভাবে হয়, সেজন্য আমি মাননীয় স্পীকারকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে, আপনি আর দুই মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করে ফেলুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— আর তা না করা হলে এই সব জুমিয়াদের সেটেলমেন্ট করা যাবে কিনা, তাতে আমার সন্দেহ আছে। এই ওয়ার্কিং রুলস যেটা আছে তাতে দেখছি যে যারা পুনর্বাসনের টাকা পাবে, তাদের বিষয়ে ট্রাইবেল সর্দারদের রিকমেণ্ডেশান দরকার হবে এবং তারা রিকমেণ্ডেশান করলে পরে সেখানে ট্রাইবেল ইনস্পেক্টারেরা সেগুলি তদন্ত ক্রমে পরীক্ষাকরে দেখবেন, তারপরে ট্রাইবেল ইনস্পেক্টার তার রিপোর্ট দিলে সেটা উপরওয়ালা অফিসার পরীক্ষা করে দেখবেন যে কাকে কাকে দেওয়া সম্ভব আর কাকে দেওয়া সম্ভব নয়, এটা হচ্ছে একটা লেঙগদি প্রসেস। কেন না, এটাকে অনেকগুলি চেনেলের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। এভাবে যদি সব কিছু করা হয়, তাহলে ট্রাইবেল জুমিয়ারা তাদের সময় মত সেটা পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না। তারপরে আর একটা স্কীম আছে, সেটা হল অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীম। এই স্কীমে ট্রাইবেল জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ৩,১২৫ টাকা করে দেওয়া হয়। আবার এটা হচ্ছে নাকি একটা ষ্টেট স্কীম। অমরপুরে যদি এটা সাক্সেস ফুল হয়, তাহলে অন্য জায়গাতেও এটা করা হবে। আর এই স্কীমকে সাক্সেসফুল করার

জন্য গত বছরের আগের বছর, ১৯৬৭-৬৮ সালে সেখানে ৪০০ পরিবারকে টাকা দেওয়ার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছিল প্রায় ২ লক্ষ টাকার মত। কিন্তু আজকে কয়েক বছর হয়ে গেল, সেটার কোন আউট পুট এসেছে কিনা, সেটার আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।" কাজেই এই সম্বন্ধে একটা ইভালিয়ুশান কমিটি করে যদি দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সেটার থেকে আমরা কোন আউট পুট এখন পর্য্যন্ত পাই নাই। আর সেখানে যে জমিগুলি আছে, তাতে যদি জল এবং সার দে ়য়া না হয়, তাহলে সেগুলি থকে কোন ফসল হবে না। আমরা গত আউশ মরশুমে দেখেছি যে সেখানে অনেক ফসল হয়েছে। অথচ সেখানে সরকার অনেক টাকা খরচ করছে। প্রথমে কথা ছিল এই প্রজেক্টের আণ্ডারে যত সব জমি আসবে সেগুলিকে ট্রেক্টার দিয়ে রিক্লেইম করা হবে। কিন্তু সরকার শেষ পর্য্যন্ত সেটা করলো না এবং না করে সেখানে কনট্রাক্টার নিয়োগ করে তাদেরকে দিয়ে সেইসব রিক্লেমেশান এর কাজ করানো হচ্ছে। কনট্রাক্টার সেখানে একর প্রতি জায়গা রিক্লেমেশান করার জন্য ১৬ শত টাকা করে নিচ্ছে কিন্তু যে ভাবে সেটা করছে তা দেখলে বুঝা যাবে যে কনট্রাক্টার সেখানে ১/২ শত টাকার বেশী খরচ করছে না। ফলে বাকী যে টাকাগুলি সে এভাবে মেরে দিচ্ছে। এই অবস্থা আজকে সেখানেও চলছে। কাজেই মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে যদি সত্যি সত্যি ট্রাইবেল জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে সেখানে যে ১৯১০ টাকার স্কীমটা আছে, সেটাকে যেন অত্যন্ত সততার সংগে কার্য্যকরী করা হয়। আর তা না হলে ট্রাইবেল-দের জন্য যে ট্রাইবেল ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে, ট্রাইবেলদের উপকার করবার জন্য, তাতে তাদের কোন উপকারই হবে না। এই বলে আমি আমার কাট মোশানের পক্ষে বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশান রেখেছি, তার উপরই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। আমার কাট মোশানটা হল— Due to unjustified delay for completing the Survey Operation works in Agartala and other places. আমার মূল বক্তব্য হল আজকে অনেকদিন হল ত্রিপুরা রাজ্যে সার্ভে সেটেলমেন্টের অপারেশনের কাজ শুরু হয়েছে এবং এই অপারেশানের প্রথমে যে টার্গেট ছিল, সেটা এ্যাক্সপায়ার্ড হয়ে যাওয়ার পরেও আরও দুই তিনবার সেটাকে এ্যাক্স-টেণ্ড করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আগরতলা টাউন এবং তার সুবাবের জায়গা জমির মৌজি সেগুলি ঠিক করা সম্ভব হল না। কাজেই এই দীর্ঘদিন যাবত সেটেলমেন্ট অপা-রেশানের কাজ চলছে এবং চলার পরেও সেটার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণগুলি কি সেটা আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। যেখানে নাকি এতবড় একটা ডিপার্টমেন্ট তার ষ্টাফ সংখ্যাও একেবারে কম নয়, সেখানে এই সেটেলমেন্ট অপারেশনের যে টার্গেট ছিল, সেটার পরেও ২/৩ বার এ্যাক্সটেণ্ড করে কাজ সম্পূর্ণ না করার পিছনে কোন কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তবে আজকে যদি ত্রিপুরা সরকার এই কথা মনে করে থাকেন যে একটা ডিপার্টমেন্ট খোলে তার যে সব কাজ করার কথা, সেগুলিকে পেণ্ডিং রেখে দিয়ে কিছু লোকের

চাকুরীর ব্যবস্থা করে রাখবেন, তাহলে আমার কিছু বলার থাকে না। কিন্তু আমি বলব যে এভাবে যদি কাজ করা হয়, তাহলে যে সমস্যার সমাধান করতে চাওয়া হয়েছে সেটা কোন সময়ে আর সমাধান হবে না। আর সেজন্য আমি বলব যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশান করার ব্যবস্থা হয়েছে সেটা যেন ইমিডিয়েটলী করা হয়। তারপরের আর একটা কথা বলার আছে, সেটা হল এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মহারাজার আমলে ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকায় যে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটাকে পুনরায় ডিমার্কেশান করার যে প্রস্তাব ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার কমিটিতে সব সম্মতিক্রমে পাশ করা হয়েছিল, সেটা যেন অবিলম্বে করা হয়। কাজেই একটা আইন যেখানে বলবৎ আছে, সেখানে যতে তার ডিমার্কেশানটা ঠিকমত করা হয়, সেই ব্যবস্থা সরকারের করা দরকার। কাজেই একটা আইন বলবৎ আছে। তার সীমানা নির্দ্ধারণ করে দেবে। এখানে সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু তারা করবে না। তাহলে একটা ডিপার্টমেন্টকে রাখা কি যৌক্তিকতা আছে আমি বুঝতে পারি না। কাজেই এটা অতি সত্বর হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে কাট মোশানটা রেখেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে বলছি যে আজকে ট্রাইবেল জুমিয়াই হোক বা ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচারিষ্টই হোক তাদের পুনর্ব্বাসনের কাজটাও যেন একটা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। মাননীয় সদস্য নিজেই বলেছেন যে যাদের জন্য পুনর্বাসনের টাকা মঞ্জুর হয় তাদিগকে ঠিক ঠিক ভাবে টাকা না দিয়ে আজকে কিছু লোক এই টাকাগুলি নিচ্ছে। ফলে যারা পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছে না। যেমন কমলপুর শিকারী বাড়ী কলোনী আছে, কিন্তু লোক সেখানে নাই। বিশ্রামগঞ্জ জুমিয়া কলোনী আছে বিরাট একটা সাইনবোর্ড দিয়ে। আদর্শ জুমিয়া কলোনী। কিন্তু লোক নাই। তারপর বাঙ্কারাই বাড়ী জুমিয়া কলোনী আছে, সেখানেও লোক নাই। সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। কাজেই এই অবস্থাগুলির পর্য্যালোচনার দরকার। আর একটা স্কীম করেছে ১৯২০ টাকা দেওয়ার জন্য। এখন সেটা রিয়েলাইজ করল যে ৫০০ টাকায় হয় না। তখন টাকাটা বাড়ানো দরকার। এখন এই স্কীমটাই বানচাল করছে। হিউজ ষ্টাফ মেন্টেন করছে। তাদের এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচপত্র বিরাট। কিন্তু যাদের এই টাকা দেওয়ার কথা অর্থাৎ জুমিয়াদের বলদ কেনার কথা, কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি যে অফিসাররা বহু টাকা লুটপাট করছে, বলদ কেনা হচ্ছেনা, যাদের পাওয়া উচিত তারা পাচ্ছে না। কাজেই উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যাদের জন্য টাকা মঞ্জুর হচ্ছে তারা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে টাকা ব্যবহার করতে পারে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কিন্তু পথে ঘাটে দালাল আছে, বিভিন্ন টি, এ, ডি, এ, এবং আনুসঙ্গিক অনেক কিছু বা ভ দিয়ে গরু কেনা বারন্ত সামান্য কিছু অংশ মাত্র তারা পেয়ে থাকে। যতগুলি স্কীম থাকে তার মুখবন্ধে ভাল ভাল কথা থাকে। কিন্তু এগুলি ইমপ্লিমেন্টেশানের ব্যাপারে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয় যে এগুলি জুমিয়াই হোক বা ভুমিহীনই হোক এটা একটা প্রহসনে পরিনত হচ্ছে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি অনুরোধ

করছি যে অন্ততঃ একটা দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার যাতে ডিজার্ভিং পিপ্‌লেরা পায় সেই চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি।

Mr. Dy. Speaker : — I would now call on Shri Abhiram Deb barma to move his cut-motion.

Shri Abhiram Deb Barma :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশান হল বাজেটে ত্রিপুরার সর্বত্র পুনর্জরিপের ব্যবস্থা না থাকা। মাননীয় উপাধক্ষ মহোদয়, এই যে জরিপ সেটা ত্রিপুরাতে হয়ে গেছে, কিন্তু এই জরিপের ভিতর দিয়ে যে গোলমাল হয়েছে, একজনের নামের জমি এবং একজনের দখল করা জমি আর একজনের নামে দেওয়ার ফলে অনেক এলাকা থেকে অনেক অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। আমরা একটা উদাহরণ হিসাবে দিতে পারি। খোয়াই বিভাগে লক্ষ্মীনারায়ণপুরে এইরকম ভুল জরিপের ফলে আজকে একটা বিরাট অবস্থা চলছে। এমন কি আমি জানি এই বিধানসভার পক্ষ থেকেও কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটা কমিটি এবং সেই কমিটিও তদন্ত চান এবং সেখানে ট্রাইবেলদের জমি নন্‌ট্রাইবেলের পুনর্বাসনের নামে সেখানে যে একটা গোলমালের সৃষ্টি করেছে এই সম্পর্কে তদন্ত হওয়া এবং এই গোলমালের কারণগুলি কি সেটা দেখা দরকার। আজকে সব বিভাগেই কোন না কোন এলাকাতে সব যায়গাতে পুনর্জরীপের দাবী উঠেছে এবং এই গোলমাল হচ্ছে কাজেই এই অবস্থা যাতে আর না হতে পারে সেই জন্য সমগ্র ত্রিপুরাতে একটা পুনর্জরীপের ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল যাতে করে এই গোলমালের মধ্যে যেতে না হয়, এই অসুবিধার মধ্যে যেতে না হয় সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার। তারপর এইখানে মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে কাট মোশানটা রেখেছে আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং বলতে চাই যে এই যে সদর বিভাগের অষ্টজঙ্গল এলাকায় জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে এবং সেখানে এক্স পলিটিকেল সাফারার এবং সেখানে মনিপুরিদের পুনর্বাসন দিয়ে আজকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বেশ একটা গোলমাল চলছে। এইখানে প্রাক্তন সৈনিকদের জন্য প্রথম তারা একটা কলোনী করে সেই কলোনীর মাধ্যমে তারা পুনর্বাসনের দাবী করে এবং তারপর সেখানে আর একদল ভূমিহীন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেখানে ঘরবাড়ী প্রভৃতি তারা প্রাক্তন সৈনিক এবং ভূমিহীনদের মধ্যে একটা বিরাট ঝগড়ার সৃষ্টি করে। তারপর সেটা মামলা মোকর্দমা, গ্রেপ্তার প্রভৃতি পর্যন্ত হয়ে গেছে এবং সেই গোলমালের জের এখনও মেটে নি। সেই জিনিসগুলিকে আজকে দেখা দরকার। তারপর কামালঘাট এলাকার সিপাহী পাড়ায় জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে সেখানে একটা বিরাট গোলমাল চলছে। সেখানকার আদিবাসী যারা তারা এত দিন পর্যন্ত জমি দখল করে রেখেছিল। সেখানে মনিপুরীদের পুনর্বাসনের নাম করে এবং উপজাতিদের পুনর্বাসনের নাম করে তাদের জমিতে বসাবার চেষ্টা চলছে এবং শেষ পর্যন্ত জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বিরাট একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মামলা মোকাদ্দমা অ্যারেষ্ট প্রভৃতি হয়। আজকে জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের নামে পরস্পরের মধ্যে যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে যে

বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে এটা কোন পুনর্ব্বাসনের নীতি নয়। আমরা দেখেছি সদরে যে বোরাখা বিরাট একটা এলাকা, সেখানে উপজাতিদের অনেকে খাস জমি দখল করে রয়েছে এবং সেখানে গাবর্দি স্কীম নামে একটা স্কীম তৈরী করে এবং জানি না যে গাবর্দি স্কীম কি ছিল এবং সেই গাবর্দি স্কীমটাই বা কেন বোরাখাতে চলে গেল? সেখানে গাবর্দি স্কীমের নামে উপজাতিদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং উপজাতি এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জমি বা যারা ঐ-খানকার জুমিয়া নয়, স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তাদের জমি নিয়ে উপজাতি এবং অউপজাতি-দের মধ্যে একটা বিরাট ঝগড়া এবং বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। পুনর্ব্বাসনের নামে এই অবস্থা চলছে। তারজন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকা দরকার। নতুবা আজকে জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের মধ্যে এই যে সংঘর্ষ, বিভেদ এটা নিশ্চয়ই উপজাতি পুনর্ব্বাসনের দৃষ্টি ভংগী হবে না এবং ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের দৃষ্টি ভংগী হবে না। আজকে সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের কথা যদি চিন্তা করতে হয় ভূমি-হীন এবং জুমিয়াদের ক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ বিভেদের সৃষ্টি না হতে পারে এবং ভূমিহীন এবং জুমিয়ারা যাতে পুনর্বাসনের মাধ্যমে ঠিক ঠিক জায়গায় পুনর্বাসন পায় সেই ব্যবস্থাগুলি থাকা দরকার। কাজেই আমরা গাবর্দির দিকে দেখি যে সেখানে গাবর্দি স্কীম নাম করে উপজাতিদের বহু জায়গা দখল করার চেষ্টা চলছিল। অবশ্য সেখানের স্থানীয় উপজাতি এবং অউপজাতি যারা আছে তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন বলে সেখানকার স্কীম, আইনে সেই স্কীম আছে কিনা না বোরাখার দিকে চলে গেছে, সেখানে গোলমালের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অবশ্য সেখানকার উপজাতি ও অ-উপজাতি, স্থানীয় যারা আছেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন বলে সেখান-কার স্কীম বোরাখা থেকে চলে গেছে, সেখানে আজকে একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে, সেই-গুলি আজকে বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার এবং তার মধ্যে লক্ষীনারায়ণপুর, খোয়াই এই যে অষ্টমংগল, বোরাখা, কামালঘাট এলাকায়, পুনর্বাসনের নামে যে সমস্ত গোলমাল রয়েছে, সেটা ঠিক ঠিক ভাবে তদন্তের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যাতে কোনরকম বাধার সৃষ্টি হতে না পারে, তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন পেতে পারে সেই ব্যবস্থাগুলি করা দরকার, এবং এই ব্যবস্থাগুলি যাতে হয়, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে, মাননীয় মিনিষ্টার ইন চার্জ যিনি আছেন, উনার কাছে আমি বলব যাতে এইগুলি পুংখানুপুংখভাবে ব্যবস্থা করা হয়, সেই দিকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মেম্বার শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত,

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আজকে ল্যাণ্ড রেভিন্যু যে ডিমাণ্ড এসেছে, তার উপর আমরা আলোচনা করছি। তার মধ্যে মস্তবড় একটা জিনিষ হচ্ছে ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট। ত্রিপুরায় এই ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট আরম্ভ হয়েছে ১৯৬০ সালে, কিন্তু তার মধ্যে সেটেলমেণ্টের যে প্রক্রিয়া আছে, সেগুলি আজ পর্যন্ত শেষ হয় নাই, এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। আজকে যদি ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট শেষ হয়ে প্রত্যেককে জমি বুঝিয়ে দেওয়া হত, তাহলে ত্রিপুরার গরীব, ভূমিহীন যারা নাকি জমি দখল করে আছে বা যে সমস্ত

উদ্বাস্ত, হয়তো ঠিক উদ্বাস্ত হিসাবে নয়, পাহাড়ী অঞ্চলে খাসের জমি দখল করে আছে, বা আদি-বাসী যারা আছেন তারা, অন্ততঃ গোলমালের হাত থেকে রেহাই পেতে পারত। কিন্তু এই দশ বছরের মধ্যে ত্রিপুরার কোন অঞ্চলে তাদের জমি বুঝে পেয়েছে বলে অন্ততঃ আমার জানা নাই, তার ফলে যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে, আমার পূর্ববর্ত্তী মাননীয় সদস্যরা তার উল্লেখ করেছেন, এদিকে এই অসুবিধাগুলি সৃষ্টি হচ্ছে, একজন আরেকজনের জমি নিয়ে নিচ্ছেন, কারণ তারা নিজেরাই জানে না, তাদের জমিটা তাদের কাছে আছে কি না? কেউ হয়ত পিটিশন দিয়েছেন, কিন্তু তার পিটিশনের ফল তারা আজ পর্য্যন্তও জানতে পারে নাই। আমরা যখন বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করি, তখন দেখা যায়, যে তাদের মস্তবড় অভিযোগ হচ্ছে এই। সেই পিরিয়ডটা বাড়িয়ে দেওয়ার একটা কথা হয়েছিল, আমি যতটুকু শুনেছি, সরকার একটা পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু সেটা পূর্ণতার দিকে আসছেনা, ফল হচ্ছে সাধারণ কৃষক তার জমির অবস্থা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেনা, এর মত দুঃখজনক কিছু হতে পারে না। অন্যান্য জায়গায় আমরা দেখেছি যে ষ্টেট সেটেলমেন্ট আরম্ভ হয়েছে, সেটা ঠিক হল কিনা, সেটা দেখার জন্য, যেই অঞ্চলে আগে সেটেলমেন্ট হল, তার এখন পর্যন্ত রেজাল্ট বের হয় নাই, যার জন্য নতুন হারে খাজনা নেওয়া সেটা করা যাচ্ছে না, কারণ তাদের পরচা ম্যাপ বুঝিয়ে দেওয়া, ফাইনাল এ্যাটেষ্টেশানের সময় তাদের কাগজপত্র, ইত্যাদি তাদের দেওয়া হয় নাই। এই বিষয়ে যদি সিরিয়াসনেস থাকত, তাহলে সেটা করা হত। এর আগে ত্রিপুরাতে এইরকমভাবে সেটেলমেন্টের কাজ হয়নি, আমরা এইভাবে করার কথা অনুভব করেছি য এইভাবে সেটেলমেন্ট হলে যে উদ্বৃত্ত জমি আসবে, তার দ্বারা আমাদের কৃষকের হাতে আমরা জমি তুলে দিতে পারব, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দশ বছর পার হয়ে গেছে। তাদের সেটেলমেন্ট দেওয়া হয় নাই। ফলে তারা কোনরকম সরকারী ঋণ গ্রহণ করতে পারে নাই। অনেকে হয়তো সেই জমি মর্টগেজ দিয়ে সেই ঋণ গ্রহণ করতে পারত, কিন্তু তারা তা করতে পারছে না। আজকে ডম্বুর অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে কত যুগ যুগ থেকে ঐ জায়গা ভোগ করে আসছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই জমি ঠীক ঠীক মত বন্দোবস্ত নিতে পারেনি, একজন সরদার হয়তো অনেক জমি নিয়ে তাদের কাছে সেই জমি ভোগ করতে দিয়েছিল, কিন্তু তাদের নামে সেই জমি আসছে না।

(রেড লাইট)

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে অন্ততঃ দশ মিনিট সময় দেওয়া উচিত।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই ডিমাণ্ড শেষ না হওয়া পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—কতটা সময়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পনের মিনিট সময় বাড়িয়ে দেওয়া হউক

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আজকে ডম্বুর অঞ্চলে যেসব আদিবাসীরা আছে, যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসছে, তাদের আজকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবেনা, তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব হয়তো সরকার গ্রহণ করছেন। কিন্তু ডম্বুর অঞ্চলে হাজার হাজার আদিবাসী সেখানে ছিলেন, যারা যুগ যুগ ধরে বাস করছেন, এবং জমির প্রকৃত মালিক তারা, কিন্তু যেহেতু সেটেলমেন্ট পরিকল্পনার কাজ শেষ করা হয়নি, যদি তা করে তাদের পরচা ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়া হত, তাহলে আজকে তাদের আর পরের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হতনা, সরকারের মুখাপেক্ষি হতে হতনা, তারা কমপেনসেশন পেতেন, সেই ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থা করতে পারতেন। কিন্তু আজকে সরকার পূর্ব্বাহ্নে সেই ব্যবস্থা না করায় তাদের আজকে এই অবস্থায় পড়তে হচ্ছে। আরও অনেক ঘটনা আছে। দশ বছর আগে অমরপুরে জমির জন্য এই কাঙ্গালপনা ছিলনা, আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য সেটেলমেন্ট বিভাগ তাদের যদি আগে সেই জায়গায় সেটেলমেন্ট দিয়ে দেওয়া হত, তাহলে আজকে তাদের সরকারের করুণা প্রার্থী হতে হতনা, কাজেই এইসব দিকে গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব, যাতে অল্প সময়ের মধ্যে এই সেটেলমেন্টের কাজ শেষ হয়। তা নাহলে আজকে যে উদ্‌বৃত্ত জমি, সেটা কেউ পাচ্ছেনা, আজকে সামান্যতম জমি উদ্‌বৃত্ত হলেও সেটা মালিক পাবে না কে পাবে, সেটা আজ দশ বছরের মধ্যে নির্বাচিত হয়নি। কারণ আজ পর্যন্ত ফুল সেটেলমেন্ট হয়নি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রেভিনিউর উপর বক্তব্যের ভিতর দিয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই দাবী রাখব যে তারা এই বক্তব্যকে অনুধাবন করে আগামী আর্থিক বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের সেটেলমেন্টের কাজ কমপ্লীট করে যার যার জমি বুঝিয়ে যাতে দেন, তাদের পরচা, ম্যাপ ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ যেন শেষ করেন, তা না হলে যে কথা বলেছি, ত্রিপুরার ভুমিহীনকে যে ভুমি দেওয়া হবে, সে কথাগুলি অলীক কল্পনার মত থেকে যাবে, জনসাধারণ তার ফল ভোগ করতে পারবেন না। আর তা না হলে আমরা যে কথা বলছি ত্রিপুরার ভুমিহীনকে ভুমি দেওয়া হবে, সেটা আমাদের কল্পনার মধ্যে থেকেই যাবে এবং তাতে করে জনসাধারণ এর যে ফল ভোগ করার কথা, সেটা তারা ভোগ করতে পারবেনা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার টুতে মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু যে কাট মোশনটা রেখেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। তার কারণ হল আমরা দেখছি, এই হাউসের মধ্যে আলাপ আলোচনা করার পর জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য যে ১৯১০ টাকা সাহায্য দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব পাশ হয়েছে সেই বহুদিন আগে, কিন্তু সেটাকে আজ পর্য্যন্ত বাস্তবে রূপ দেওয়া হচ্ছেনা। আমরা দেখি যে ভুমিহীন জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তাতে অনেক রকমের কারচুপি হচ্ছে। যেমন আমি বলতে পারি খোয়াইতে ধনঞ্জয় সিংহের বাড়ীতে, এস, ডি, ও সাহেব গিয়ে তার কথা মত

জুমিয়াদের মধ্যে টাকা বিলি করছেন। সেখানে যদি কোন জুমিয়া ... টাকা না ... তাহলে তাকে আর জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা দেওয়া হয় না। সেই টাকা আবার ... কংগ্রেস ফাণ্ডের নাম করে। সরকার এভাবে কিছু দালালের সৃষ্টি করছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় সদস্য বলছেন সরকার এভাবে দালালের সৃষ্টি করছেন, আমি তার এই উক্তির প্রতিবাদ করি। কাজেই যেহেতু সরকারকে বলা হচ্ছে যে দালালের সৃষ্টি করছে, এটা যেন এ্যাক্সপাঞ্জড করে দেওয়া যয়, সেজন্য আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে অনুরোধ জানাব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি যে ধনঞ্জয় সিং-এর কথা এখানে বলেছেন, সেটা এ্যাক্সপাঞ্জড করে দেওয়া হবে, যেহেতু ঐ ধনঞ্জয় সিং এই হাউসে উপস্থিত নেই। যিনি এই হাউসে উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে এখানে কিছু বলা যাবেনা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—স্যার, এভাবে সেখানে একটা ত্রাসের সৃষ্টি করা হয়েছে কাজেই এভাবে যদি সরকার জুমিয়াদের পুনর্বাসনের পথকে বন্ধ করে দেয়, তাহলে এটা একটা লজ্জাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব, তারা এই ট্রাইবেল-দের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ঠিকমত করেন। তারা তা যদি না করতে পারেন, তাহলে গত নির্বাচনে তাদের যে অবস্থা হয়েছে, আগামী নির্বাচনেও তাদের আরও বেশী করে ভরাডুবি হবে। কাজেই আমি এদিক থেকে মনে করি যাদের নাকি সিলিং এর উপর জমি আছে, তাদের নাকি ৭॥ কানির বেশী জমি আছে, সেগুলি যাতে সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়া হয় এবং আমাদের যে সব ভূমিহীন কৃষক ও ভূমিহীন জুমিয়া পরিবার আছে, তাদের মধ্যে যেন বিলি বণ্টন করা হয়। কাজেই মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু এখানে যে কাট মোশন এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন জানিয়ে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশান এনেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। স্যার, এখানে একজন বলেছেন—Mismanangement in settling the tribal jumias and land-less agriculturists. কিন্তু আমি বলব আমাদের ট্রাইবেল জুমিয়াদের সেটেলমেন্টের ব্যাপারে কোন মিস-ম্যানেজমেন্ট নেই। কারণ বিভিন্ন স্কীমের মাধ্যমে ট্রাইবেল জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে যে স্কীমটা নেওয়া হয়েছে অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীম, সেটার কাজ পুরাদমে চলছে এবং সেখানে এই প্রজেক্টের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বেশ কিছু জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া বর্ত্তমানে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য যে এ্যাসিষ্টেন্ট দেওয়া হয়, সেটার হারও বাড়ানো হয়েছে, এখন সেটার হার করা হয়েছে ১৯১০ টাকা। সুতরাং মিস-ম্যানেজমেণ্ট যে কোথায় করা হচ্ছে, সেটার আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। তারপরে এই ট্রাইবেল জুমিয়াদের যাতে সুষ্ঠভাবে পুনর্ব্বাসন হতে পারে সেজন্য একটা ট্রাইবেল ডাইরেক্টরেটও খোলা হয়েছে। কাজেই ট্রাইবেলদের পুনর্বাসনের মধ্যে কোন অব্যবস্থা আছে বলে আমরা মনে করিনা। বরং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকে আরও জোরদারভাবে যাতে

করা যায়, সেজন্য বিশেষভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। স্পীকার মহোদয়, এই মাননীয় সদস্য অজিতমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে, যেসব ভূমিয়ারা খাসের জমি দখল করে আছেন, তাদের যদি সেগুলির সেটেলমেন্ট দেওয়া হত, তাহলে তারা আজকে ভূমি পাওয়ার থেকে ডিপ্রাইভ হতনা। তিনি যেটা বলেছেন, সেটা হল বিশেষ করে ডম্বুর প্রজেক্টের কথা বলেছেন। আমাদের ডম্বুর প্রকল্পের অধীনে যে খাসের জমি আছে, সেগুলি যারা দখল করে বসে আছেন, তাদের যদি সেগুলির বন্দোবস্ত দেওয়া হত, তাহলে তারা কম্পেনসেশান পেতেন। কিন্তু আমি বলব সেখানে যে সব খাসের জমি আছে, সেগুলি তাদেরকে বন্দোবস্ত দিতে সরকারের কোন আপত্তি ছিলনা, যদি না সেখানে যে জমি আছে, সেগুলি আমাদের প্রকল্পের কাজে না লাগতো। কাজেই আমাদের আগে দেখতে হবে যে সেখানে যে খাসের জমি আছে, সেগুলি সরকারের কোন কাজে লাগে কিনা অথবা সেগুলি আমাদের কোন পাবলিক ইন্টারেষ্টে লাগে কিনা। যদি না লাগে তাহলে সেগুলির বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব কিন্তু যদি এই রকম কোন কাজে লাগে তাহলে সেগুলির আর বন্দোবস্ত দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ডম্বুর প্রকল্পের অধীনে যে সব জায়গা আছে, তাতে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য অনেক দিন আগে থেকে কাজ চলছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে কাজ চলছে। সেই সময় থেকে যারা সেখানে খাসের জমিগুলি দখল করে আছে, সেগুলি যদি আমাদের এই পরিকল্পনার কাজে না লাগতো, তাহলে হয়তো উনি যেটা বলছেন, সেটা সম্ভব হত। জানা গেছে ডম্বুর পরিকল্পনার কথা আলোচনা হচ্ছে সেটা ব্যয় বরাদ্দ করার চেষ্টা হচ্ছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে। সেটেলমেন্ট যে আরম্ভ হয়েছিল তার প্রথম অবস্থা এই ছিল যে এই জায়গাটা সরকারের প্রয়োজনে দরকার হবে। এমতাবস্থায় এটা দেওয়া হতে পারেনা। ইচ্ছা করেও দেওয়া হতে পারেনা। (নয়েজ) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কোন বে-আইনী কথা নয়। এটা ট্রাইবেলই হোক নন্-ট্রাইবেলই হোক, যদি কোন খাস জমি কেউ দখল করে বসে থাকে তাছাড়া আইনে কেউ বন্দোবস্ত দিতে পারেনা। কোন সরকারী কর্ম্মচারী যদি এই জায়গা বন্দোবস্ত দিত (নয়েজ) তাহলে তাকে পদচ্যুত করা হত, তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়া হত। সুতরাং যে জায়গা জানা আছে সরকারের দরকার হবে সেখানে খাস জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া হতে পারে না। আইনত সেটা দেওয়া যায়না এবং যদি কেউ দিত তাহলে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়া হত। তাছাড়া যদি অন্য কোন জায়গায় খাস জমি দখল করে এবং সেটা যদি সরকারের প্রয়োজন না হয় তাহলে বন্দোবস্ত দেওয়া যায়। তাকে উচ্ছেদ করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। যদি সে ল্যাণ্ডলেস হয় এবং সে যদি খাসের জমি দখল করে থাকে এবং আজ পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত না হয়ে থাকে কোন কারণ বশতঃ তা হলে সে বন্দোবস্ত পাবে। অতএব এই প্রশ্ন উঠতে পারেনা যে ট্রাইবেলদের খাস জায়গা দখল করা হয়েছে। জমি যদি বন্দোবস্ত দেওয়া না হয় সেটা দেওয়ার ইচ্ছা নাই সরকারের এমন হতে পারেনা। মাননীয় সদস্যরা যত চীৎকারই করুন (নয়েজ)—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার, ইউর টাইম ইজ অভার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে। তাদের গোলমালের জন্য আমার বলা হলনা। (নয়েজ) তারা যদি না শুনতে চান তাহলে আমি বলবনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—তাহলে আপনি বসে পড়ুন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তারা যদি না শুনেন তাহলে আমার উত্তর দেওয়ার ঠেকা নাই। উত্তর দেওয়ার চাইতে না দেওয়াই ভাল। আমি অত চীৎকার করতে পারব না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি উত্তর দিতে অস্বীকার করছেন। স্যার, আমরা এখানে কাট মোশন রেখেছি ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার সম্বন্ধে। এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার উপস্থিত এবং যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার নয় এবং উনি বার বারই বলছেন যে আপনারা যদি উত্তর না শুনতে চান তবে আমি উত্তর দেব না। আমি বার বার অনুরোধ করছি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টার যিনি আছেন তিনি এইসব ব্যাপারে ভাল জানবার কথা এবং আমি আশা করি তিনিই তার উত্তর দিবেন। (নয়েজ)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য হয়ত ভুলে গেছেন যে এখানে ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে শুধু ল্যাণ্ড রেভিনিউ আলোচনা হচ্ছে তাই নয় আমি এই ডিমাণ্ড মুভ করেছি। সুতরাং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে আমিই উত্তর দেব। আমি ফিনান্স মিনিষ্টার। সুতরাং আমি যখন ডিমাণ্ড মুভ করব তখন আমিই উত্তর দেব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমার এখানে একটা বক্তব্য আছে যে হাউসের কনভেনশন যদিও ফিনান্স মিনিষ্টার মুভ করেন। (নয়েজ)...... তিনি যে টোনে বলেছেন যে তিনিই একমাত্র উত্তর দিবেন, হাউসের সেটা কনভেনশান নয়। এক নম্বর কথা হচ্ছে ফিনানস্ মিনিষ্টার মুভ করবেন। কিন্তু আলটিমেট রিপ্লাইটা কোন সময় ফিননাস্ মিনিষ্টার দেন বা কোন সময় দেন না। যেমন একটু আগে লেবার ডিমাণ্ড হয়ে গেল। সেখানে লেবার ডিপার্টমেন্টের যে মাননীয় মন্ত্রী তিনিই রিপ্লাই দিয়েছেন। তার উপর ফিনানস্ মিনিষ্টার আর কোন বক্তৃতা দেননি। সুতরাং ভবিষ্যতে যে জিনিষটা আসবে (নয়েজ)... দে আর নট এলাওয়িং মী টু কাম টু দি পয়েন্ট অব অর্ডার। তিনি অত্যন্ত জোরের সংগে বললেন যে আমি উত্তর দেব। এর অর্থ হচ্ছে যে হী ইজ ডিফাইয়িং দি অথরিটি অব দি স্পীকার। কারণ এই বিষয়ে যে রুলিং আসবে সেটা আসবে ফ্রম দি স্পীকার। সেই বিষয়ে আসবার আগে রুলিং তিনি দিয়ে দিয়েছেন। দ্যাট ইজ অ্যাগেনষ্ট দি কনভেনশন অব দি হাউস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। ইট ক্যান্নট বী এ পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডারের উপর আর একটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। মাননীয় সদস্যের এটা জানা উচিত। পয়েন্ট অব অর্ডার হল এই যে এইরকম একটা ভবিষ্যতে জিনিষের উপর মাননীয় মন্ত্রী এই জিনিষ বলতে পারেন না। ইট মাষ্ট বি ডিসাইডেড বাই দি স্পীকার আপনি কাউকে দিবেন কি দিবেন না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—ইট ইজ নট পার্টিকুলারলী ফর দি ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার। ইট ইজ ফর দি ল্যাণ্ড রেভেনিউ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমি এই পয়েন্টের উপর ডিসিসান দিয়ে দিয়েছি। মাননীয় সদস্য তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত বাবু যে বলেছেন, ফিউচার সম্পর্কে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না। সুতরাং আমি এই সম্বন্ধে আর কি রুলিং দিব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ফিউচার নয় স্যার, তিনি বলেছেন যে বলতে দিবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ইন ফিউচার কি করবে না করবে এই সম্পর্কে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ডুম্বুর সম্বন্ধে আমি যেটা বলছিলাম, যারা খাস জমি দখল করে বসে আছে,তাদের থ্রো আউট করে দেওয়া সরকারের উদ্দেশ্য নয়, সেকথা আমি অনেকবার বলেছি, তাদের কম্পেনসেশান দেওয়া হবে না, কিন্তু তাদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব সরকার ছাড়বেন না, তাদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন, এই হাউসে সেটা বার বার বলা হয়েছে, তা সত্বেও এই ইস্যুটা বার বার এখানে আনছেন টু মেক ইট এ পলিটিক্যাল ইস্যু।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারপরে বলা হয়েছে, unjustified delay for completing the Survey Operation work in Agartala and other places." আনজাষ্টিফায়েড ডিলে হয়নি। কারণ সার্ভে অপারেশন করতে হলে কতকগুলি প্রসেসের প্রয়োজন হয়। ত্রিপুরাতে মোট ১৭১ রেভেন্যু ভিলেজ আছে, তার মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০টি ভিলেজ'এর সম্পূর্ণ রেকর্ড অব রাইটস্ তৈরী করা হয়েছে এবং ফাইনাল পাবলিকেশান হয়েছে, আর বাকী শতকরা ১০টি ভিলেজ যে আগরতলা শহরে রয়েছে, তার রেকর্ড শীঘ্রই করা হবে একং তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। ল্যাণ্ড এ্যাক্ট অনুসরে যে সমস্ত প্রসিডিউর ফলো করা প্রয়োজন সেগুলি পালন করে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, এই ডিলে আনএ্যাভয়েডোবল ডিলে হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কথা বলা হয়েছে, বাজেটে 'ত্রিপুরার সর্ব্বত্র পুনর্জ্জরীপের ব্যবস্থা না থাকা'। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার সর্ব্বত্র পুনর্জ্জরীপ'এর কথা উঠে না, একবার বহু অর্থ ব্যয়ে জরীপ করা হয়েছিল, ল্যাণ্ড রেভেন্যু এ্যাক্ট'এ কোথাও যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে পার্টিকুলার কোন রেভেন্যু মৌজাতে যদি গোলমাল হয়ে থাকে, তাহলে রেকটিফাই করার প্রভিশন আছে, সুতরাং সারা ত্রিপুরায় পুনরায় জরীপ করার অর্থ থাকে না। যদি কোন পার্টিকুলার ভিলেজে ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, সরকারের নোটিশে

আসে, সেটা রেকটিফাই করা হবে এবং তার জন্য যথোপযুক্ত প্রভিশন রয়ে গেছে, সেইগুলি কার্য্যকরী করার জন্য ল্যাণ্ড রেকর্ড ডাইরেক্টরেট স্থাপন করা হয়েছে, তারা সেটা দেখাশোনা করবে। তাছাড়া ডিষ্ট্রিক্ট সেট আপ রি-অরগেনাইজ করা হয়েছে এবং তারা সেটার সহায়তা করতে পারবে। কাজেই ত্রিপুরায় পুনর্জ্জরীপ করার প্রশ্ন উঠে না। কাজেই এই সমস্ত কাট মোশান আমি সমর্থন করতে পারছি না, মেইন ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The Discussion is over. I am putting to vote the Cut Motions first. the Cut Motion moved by Shri Bajuban Riyan to discuss on—

'Mismanagement in setling the tribal jumias and landless agriculturists.'

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on—

'Due to unjustified delay for completing the Survey Operation work in Agartala and other places.'

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'বাজেটে ত্রিপুরার সর্বত্র পুনর্জরীপের ব্যবস্থা না থাকা।'

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 2—Major Head 9—Land Revenue.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 54,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

The Demand was passed by voice vote.

Mr. Speaker :—All other business except item No. IV Half-an-hour discussion will be carried over. The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday the 6th April, 1971.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 95.

By—Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের চামটিলা গ্রামের কবরস্থানগুলি স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ করে দখল করা হচ্ছে, ইহা রাজ্য সরকার অবগত আছেন কিনা,

২। এই ব্যাপারে স্থানীয় গ্রামের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় কবরস্থলা রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে কোন আবেদন করেছেন কিনা;

৩। যদি আবেদন করে থাকেন, রাজ্য সরকার কবরস্থলা রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। এরূপ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

২। এরূপ কোন আবেদন পাওয়া যায় নাই।

৩। প্রশ্নে ২ নং আইটেমের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 102.

By—Shri Monoranjan Math

Will the Hon"ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state .—

QUESTIONS

১। ত্রিপুরার ব্লক ডেভলাপমেন্ট কর্তৃক যে সমস্ত রাস্তা, পুল হয়েছে তাহা maintain এর দায়িত্ব কোন Department এর;

২। ব্লকের রাস্তাগুলি P.W. D. কে হস্তান্তর করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

ANSWERS

১। সাধারণতঃ সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে কোন রাস্তা তৈরী করা হয় না। গ্রাম্য রাস্তার উপর S. P. T. bridge, R. C. C. Culvert, Drum Culverts ইত্যাদি করা হয়। মঞ্জুরীকৃত আদেশের শর্তানুযায়ী ঐ সমস্ত কাজ স্থানীয় সংস্থা কতৃক হইয়া থাকে এবং স্থানীয় সংস্থাকে ঐ সমস্ত কাজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্বীকারোক্তি দিতে হয়।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 106.

By—Shri Monoranjan Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার কোন কোন সনের খাজনা মকুব করিয়াছেন;

২। যে সমস্ত লোক ঐ মকুব সনের খাজনা উক্ত আদেশের পূর্ব্বেই পরিশোধ করিয়াছেন তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এবং

৩। মকুব সনের খাজনা অগ্রিম জমা হিসাবে পরিশোধকারীদের নামে জমা হবে কি?

উত্তর

১। ১৩৭২, ১৩৭৩ ও ১৩৭৪ বাংলা সনের অধিক তেতাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত আটষট্টি টাকা বকেয়া ভূমি রাজস্ব মকুব করা হইয়াছে।

২ ও ৩। এই বিষয় সমূহ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 107.

By—Shri Monoranjan Nath.

Will the Minister-in-charge of the Panchayat Raj Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের বর্ত্তমান পঞ্চায়েত রাজ এ্যাক্ট অবিলম্বে সংশোধনের পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

UNSTARRED QUESTION NO. 116.

By—Shri Ghanasham Dewan.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Cooperative Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) কমলপুর বিভাগের আমবাসায় ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখা অফিস খুলিবার পরিকল্পনা আছে কি না ; এবং

২) যদি থাকে তবে কবে খোলা হইবে ?

উত্তর

১) পরিকল্পনা আছে।

২) তারিখ এখনও ঠিক হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 125.

By—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের ফেরীঘাট (গোদারা) ও বাজারের বার্ষিক ইজারার ডাক মহকুমা ভিত্তিক না হইয়া সদরে হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) ফেরীঘাট (গোদারা) ও বাজারের ইজারার ডাক মহকুমায় সম্পাদন করা হয়।

UNSTARRED QUESTION NO. 131.

By—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা রাজ্যের ব্লকের মাধ্যমে যে সব টিউব ওয়েল করা হয়, উহার পরিবর্ত্তনের সময় পুরাতন পার্ট'সগুলি কোথায় রাখা হয় এবং কি করা হয় ?

খ) 'ক' ব্যাপারে Store Verification হয় কিনা ?

উত্তর

ক) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

খ) —ঐ—

UNSTARRED QUESTION NO. 133.

By—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ব্লকের কোন B. D. O. এর (১৯৬৯-৭০ ইং) টেলিফোন বিল বাবত কত খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

ব্লকের নাম	
১) সাতচাঁন্দ	×
২) রাজনগর	-. টাকা
৩) উদয়পুর	১০১৩ ,,
৪) ডম্বুরনগর	×
৫) বগাফা	৭৪ টাকা
৬) অমরপুর	৫০ ,,
৭) কমলপুর	৩ ,,
৮) কুমারঘাট	×
৯) পানিসাগর	×
১০) ছামনু	×
১১) কাঞ্চনপুর	×
১২) খোয়াই	×
১৩) তেলিয়ামুড়া	৩৭ টাকা
১৪) সোনামুড়া	৫৬ ,,
১৫) মোহনপুর	×
১৬) বিশালগড়	×
১৭) জিরানীয়া	৩৯৪ টাকা

JNSTARRED QUESTION NO. 134.

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Development be please to State :

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ব্লকের কোন B.D.O.এর গাড়ীর পেট্রল, মবিল ইত্যাদি বাবত (১৯৬৯-৭০ইং) যে খরচ কত হইয়াছে এবং কত মাইল four করা হইয়াছে ?

উত্তর

ব্লকের নাম		খরচের পরিমাণ	মাইলের পরিমাণ
১) কাঞ্চনপুর	ব্লক	৫,৭১৫৲	২১,০০০ কি.মি.
২) ছামনু	,,	১,৯৯৭৲	৭,৪০০ ,,
৩) কুমারঘাট	,,	২,৬৬৪৲	৭,৬৬৪ ,,
৪) পানিসাগর	,,	২,৩৩৩৲	৮,৫২০ ,,
৫) কমলপুর	,,	৭,৪২৬৲	২০,৪৭০ ,,
৬) সাঁতচান্দ	,,	৪,২১৫৲	৭,৪৫১ ,,
৭) রাজনগর	,,	৪,৮৫৮৲	১৫,৫৭৫ ,,
৮) ডুম্বুরনগর	,,	—	—
৯) বগাফা	,,	৩,৭৮৭৲	১৫,১৮৬ ,,
১০) উদয়পুর	,,	৭,৯৯৬৲	১৯,৫৫০ ,,
১১) অমরপুর	,,	—	—
১২) খোয়াই	,,	২,০০৫৲	৪,১৭৯ ,,
১৩) তেলিয়ামুড়া	,,	৪,৬৬৪৲	১৮,৭০০ ,,
১৪) জিরানীয়া	,,	—	—
১৫) মেলাঘর	,,	৫,১৪৪৲	২৬,৮১৩ ,,
১৬) মোহনপুর	,,	৮,২৬৯৲	২০,৩০০ ,,
১৭) বিশালগড়	,,	৭,১২৬৲	২৩,০০০ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 135.
By Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৬৯-৭০ইং সনে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ব্লকের কোন B. D. O.এর অধীনে O. T, বাবত কত খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

১)	সাতচাঁন্দ	৪৪৩ টাকা
২)	রাজনগর	৪,৩৬০ ,,
৩)	ডম্বুরনগর	৪,২৩৮ ,,
৪)	বগাফা	৬,৬৬২ ,,
৫)	উদয়পুর	৫,৭৬৫ ,,
৬)	অমরপুর	৩,৯৬৮ ,,
৭)	কমলপুর	২,৩২৯ ,,
৮)	ছামনু	২,৬৲৩ ,,
৯)	কুমারঘাট	৩,৮১৯ ,,
১০)	পানিসাগর	৬,২৩৬ ,,
১১)	কাঞ্চনপুর	৪,১১৩ ,,
১২)	খোয়াই	৪,০৩৩ ,,
১৩)	তেলিয়ামুড়া	৫,২২৮ ,,
১৪)	সোনামুড়া	২,৮২০·৫৫ ,,
১৫)	মোহনপুর	৬,৯৮০ ,,
১৬)	জিরানীয়া	৪,০৮১·৬৫ ,,
১৭)	বিশালগড়	৬,৯০২ ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 136.
By Shri Nishi Kanta Sakrar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১৯৬৯-৭০ইং সনের ত্রিপুরা রাজ্যের কোন ব্লকের কোন B. D. Oএর T. A. ও D. A. বাবত কত খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

ব্লকের নাম	টাকার পরিমাণ
১) সাতচান্দ	৬০৫৲
২) রাজনগর	২,২১৫৲
৩) ডম্বুরনগর	২,৭১৪৲
৪) বগাফা	১,২৯৫৲
৫) উদয়পুর	১,৬৪৭৲
৬) অমরপুর	৮৫০৲
৭) ছামনু	৩৭০৲
৮) কাঞ্চনপুর	৩,১১৮৲
৯) কুমারঘাট	১,৯৯০৲
১০) পানিসাগর	১,৮৭৮৲
১১) কমলপুর	১,৭১৪৲
১২) মেলাঘর	৯৩৪৲
১৩) বিশালঘড়	১,৩৩৭৲
১৪) জিরানীয়া	১,০০০৲
১৫) মোহনপুর	১,১৪৭৲
১৬) তেলিয়ামুড়া	১,৩২৩৲
১৭) খোয়াই	৫২৭৲

UNSTARRED QUESTION NO. 140.

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মহকুমার মহকুমা শাসকের ১৯৬৯-৭০ইং সনে T. A. ও D. A. বাবত কত খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

মহকুমার নাম	T. A. ও D. Aএর পরিমা
সদর	৫৫১·৯০
সোনামুড়া	৭০৮·১৫
খোয়াই	৬৭৯·৬০
ধর্ম্মনগর	১,১০৫·০০
কৈলাসহর	৭৫৬·০০
কমলপুর	৮১৫·০০
উদয়পুর	২,৭৮৯·২০
অমরপুর	১,২৭২·১৫
বিলোনীয়া	৩২৭·৬৫
সাব্রুম	(সংগ্রহাধীন আছে)

UNSTARRED QUESTION NO. 144
by Shri Aghore Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Community Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত আর্থিক বৎসর বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গজারিয়ার পশ্চিমে বুড়ীগাংএর মুখ কেটে বড় করে দেওয়ার ব্যাপারে যে ব্যয় বরাদ্দ ছিল তা খরচ করা হয়েছে কি ?

২। খরচ হয়ে থাকলে ঐ টাকার পরিমাণ কত ? এবং

৩। খরচ না হইয়ে থাকলে তাহার কারণ ?

১।
২।
৩। } তথ্য সংগ্রহাধান আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 160
by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state—

QUESTIONS

১। গত ছয় মাসের মধ্যে (ক) কেরোসিন : (খ) লবণ ও (গ) ডালের দর কত বৃদ্ধি পেয়েছে ;

২। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং

৩। ঐ সকল ব্যবস্থার ফল কি হয়েছে ?

ANSWERS

১। (ক) কেরোসিন—বৃদ্ধি পায় নাই।

(খ) লবণ—কেজি প্রতি ০·০৭ পয়সা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(গ) ডাল—বৃদ্ধি পায় নাই ।

২। যেহেতু এই সকল দ্রব্য ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে আমদানী করা হয় সেই হেতু এই সকল দ্রব্যের মূল্য আমদানীকৃত জায়গার মূল্য বৃদ্ধি ও কমতির উপর নির্ভর করে। সুতরাং এখান হইতে আমদানীকৃত জায়গার মূল্য বৃদ্ধি কণ্ট্রোল করার কোন উপায় নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 167
by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

QUESTIONS

১। ত্রিপুরার কোন্ কোন্ সমবায় সমিতি সরকারের নির্দ্ধারিত দরে ত্রিপুরায় পাট ক্রয়ের দায়িত্ব পাইয়াছেন ;

২। এই সকল সমবায় সমিতি এই বছর এ পর্য্যন্ত কত কুইন্টল পাট ক্রয় করেছেন তার সমিতি ভিত্তিক হিসাব ;

৩। পাট ক্রয়ের জন্য সরকার এই সকল সমিতিকে কি কি সুবিধা দিয়াছেন ?

ANSWERS

১। ১৪টি (চৌদ্দ) প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি এবং ১টি (এক) এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি সরকারের নির্দ্ধারিত দরে (প্রাইস্ সাপোর্ট স্কিমএ) ত্রিপুরায় পাট ক্রয়ের দায়িত্ব পাইয়াছেন।

২। এই সকল সমিতির মধ্যে মাত্র উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি নির্দ্ধারিত দরে ১৭,৩৪৮ কেজি ৫০০ গ্রাম মেস্তা পাট ক্রয় করেছেন।

৩। সরকার ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে, এই স্কীমে পাট ক্রয়ের জন্য সমিতিগুলিকে ক্যাশ ক্রেডিট একোমোডেশন পাওয়ার জন্য সুপারিশ করেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 184
by—Shri Rajkumar Kamaljit Singh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

QUESTION

১। ত্রিপুরায় এ পর্য্যন্ত কতটি ফার্মিং/জয়েন্ট ফার্মিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে এবং কোন্ সনে হইয়াছে ?

২। সোসাইটিগুলির সদস্য সংখ্যা কত এবং সোসাইটির আওতায় কত একর জমি আনা হইয়াছে ?

৩। ফার্মিং সোসাইটির জন্য কোন ইন্স্পেক্টর অথবা এসিষ্টেন্ট রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছে কি ?

৪। হইয়া থাকিলে এই পদ কবে সৃষ্টি হইয়াছে ও কোন্ সনে এই পদে কর্মী নিযুক্ত হইয়াছে ?

ANSWER

১। ৩ (তিনটি), বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

সমিতির নাম	শ্রেণী	রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ
(ক) ঠক্কর বাপানগর সামুদায়িক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	কালেক্টিভ্	১১ই জুন, ১৯৬০ ইং।
(খ) জনকল্যাণ সামুদায়িক কৃষিউন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ	কালেক্টিভ্	২৯শে মার্চ, ১৯৫৮ ইং।
(গ) নোয়াবাদী কো-অপারেটিভ্ জয়েন্ট ফার্মিং সোসাইটি লিঃ	জয়েন্ট ফার্মিং	৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ ইং।

২।

	সদস্য সংখ্যা	কত জমি আনা হইয়াছে।
(ক)	৬৭ জন	১৫৬ একর।
(খ)	৩০৭ জন	১৯২০ একর।
(গ)	১৮ জন	৩৪ একর।

৩। "না"

৪। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 186
By—Shri Rajkumr Kamaljit Singh.

QUESTION

1. How many A. S. O's. (Gazetted) are there in the Settlement Department, who are permanent in other departments having lien there ;

2. Why these Officers in the Settlement Department having lien in other Department are not being reverted to their parent Department ?

ANSWER

1. 5 (five).

2. They are trained in the line and their services are better utilised in Survey Settlement work.

UNSTARRED QUESTION No. 191
By—Shri Aghore Deb Barma

QUESTION

১। গত ১৯৭০ সনের ১৭ই মার্চ্চ অমরপুর শহর ও শহর সংলগ্ন জনসাধারণের স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত অমরপুর বাজার উন্নয়নের জন্য তৎকালীন জেলাশাসক মহোদয়ের কাছে দেওয়া হয়েছিল কি ?

২। যদি দরখাস্ত দেওয়া হয়ে থাকে ঐ দরখাস্তের মূলে রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

৩। যদি কিছু করা হয়ে থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ ?

৪। না হয়ে থাকলে কারণ ?

ANSWER

১, ২, ৩ এবং ৪ তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION No. 198
By—Shri Abhiram Deb Barma

QUESTIONS

১। অমরপুর R. W. S. Overseer এবং Mechanic এর জন্য যে Twin quarter তৈরী হয়েছে তাতে কি Amarpur M. P. Block এর P. E. O. থাকেন ;

২। যদি ইহা সত্য হয় তবে ঐ quarter এ থাকার জন্য ১৯৭০—৭১ এ তিনি সরকারকে কত টাকা ঘর ভাড়া দিয়েছেন ?

ANSWERS

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

UNSTARRED QUESTION No. 199
By—Shri Abhiram Deb Barma

QUESTIONS

১। উদয়পুর কিল্লা বাজারে অর্জ্জুনপদ জমাতিয়া প্রমুখ ১০৮ ঘর উপজাতি-জুমিয়াকে খাস জমি বন্দোবস্ত দেবার জন্য ১৯৬৪ সনে কি আমিন জমি মাপ করেছেন ;

২। ইহা কি সত্য যে, তারপর থেকে ঐ জমি এলট করার ব্যাপারে সরকার নিষ্ক্রীয় ; এবং

৩। যদি সত্য হয়, তার কারণ ?

ANSWER

১। হ্যাঁ কিল্লাবাজারের অর্জ্জুনপদ জমাতিয়া সহ ১০৩ ঘর উপজাতি জুমিয়ার জন্য ১০৮ ঘরের জন্য নয়।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 200
By—Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। (ক) কৃষিঋণ (খ) দাদন ও (গ) বকেয়া খাজনা বাবত সরকারের ১৯৭০-৭১ সাল পর্য্যন্ত কত টাকা পাওনা আছে তার দফাওয়ারী মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ; এবং

২। এই পাওনা টাকা মকুব করার কথা সরকার চিন্তা করেছেন কি ?

উত্তর

১ এবং ২ তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 214.
By—Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। অমরপুর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের (ক) মডেল ফার্ম, মডেল পল্ট্রি (খ) ফলের বাগান (গ) গ্রামীন জল সরবরাহ (ঘ) পতিত জমি আবাদ (ঙ) গ্রামীন রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং (চ) গুটিপোকার চাষ বাবত ১৯৭০-৭১ ইং সনে কত খরচ হইয়াছে ?

২। উৎপাদন কত ?

উত্তর

১৯৭০-৭১ সালের আর্থিক বৎসর এইমাত্র শেষ (অর্থাৎ ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৭১) হইল। এমতাবস্থায় ১৯৭০-৭১ আর্থিক সালের খরচ বলা সম্ভব নহে এবং ঐ টাকা খরচের ফলে যাহা বিভিন্ন প্রকল্পের উৎপাদনের হিসাব বলাও সম্ভবপর নহে।

UNSTARRED QUESTION NO. 222.

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

(১) ১৯৭০-৭১ সালে Test Relief এর কাজে কোন্ মহকুমায় মোট কত টাকা খরচ হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

(২) Test Relief এর কাজে বর্ত্তমানে মজুরীর হার কত।

(৩) এই হার বৃদ্ধি করা হবে কি?

উত্তর

১, ২ এবং ৩ তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 224

By—Shri Bidya Ch, Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৭১ সালের মার্চ্চ মাসে আগরতলা চাউলের দর কেজি প্রতি কত ছিল;

২। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় প্রায় সর্ব্বত্রই চাউলের দর বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং

৩। যদি সত্য হয় তাহলে যেখানে সরকারী রেশনের দোকান নাই, তথায় তাহা চালু করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

উত্তর

১। ১৯৭১ সালের মার্চ্চ মাসে আগরতলায় চাউলের দর গড় পড়তা কেজি প্রতি ১.৫৪ পঃ হইতে ১.৬৯ পঃ ছিল।

২। হ্যাঁ।

৩। বর্ত্তমানে যে সব রেশনের দোকান চালু নাই তাহা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা হইয়াছে। যে যে এলাকায় খোলাবাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য সেই সব এলাকায় নূতন রেশনের দোকান অবশ্য খোলা হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 227

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে কোন্ ডিপার্টমেন্টে কতজন কর্মচারী (ক) Temporay (খ) Quasi-permanent এবং (গ) Permanent আছেন ;

২) দশ বছরের উপরে Temporary কর্মচারীদের সংখ্যা কত ?

৩) দ্রুত Quasi-permanent ও permanent করা সম্পর্কে সরকার কি করেছেন ?

উত্তর

তথ্যাদি এতৎসঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

ANNEXURE

Sl. No.	Name of Departmeuts/ Offices.	Number of employees Temporary	Quasi- Permanent	Permanent	No. of employees Temporary for more than ten years.
1	2	3	4	5	6
1.	Civil Secretariat	50	23	263	11
2.	Legislative Assembly Sectt.	12	6	26	—
3.	Judicial Department	62	38	94	—
4.	District Administration	547	700	1,034	8
5.	Education Department	3,848	1,346	6,212	223
6	Industries Department	108	197	307	3
7	Rehabilitation Department	39	6	—	—
8.	Medical Department	2,045	263	424	210
9.	Directorate of Settlement & Land Records.	87	288	7	35
10.	Labour & Employment Deptt.	63	7	27	7
11	Printing & Stationery Deptt.	55	14	44	5
12.	Food & Civil Supplies Deptt.	167	172	159	11
13.	Directorate of Welfare for Tribals & Sch. Castes.	23	113	68	—
14.	Public Works Department	1,434	108	892	50
15.	Agriculture Department	382	294	505	9
16.	Registration Department	3	—	13	3
17.	Jail Department	96	—	52	5
18.	D.S.S. & A. Board	2	2	—	1

1	2	3	4	5	6
19.	Animal Husbandry Deptt.	166	184	62	84
20.	Forest Department	339	7	839	—
21.	Panchayat Raj Org.	270	196	6	1
22.	Co-operative Department	47	88	70	—
23.	Office of the Assistant Transport Commissioner.	5	3	5	—
24.	Election Department	17	5	18	2
25.	Urban Community Development Pilot Project Office.	9	4	—	1
26.	Statistical Department	26	87	44	27
27.	Evaluation Organisation	5	7	6	—
28.	L. S. G. Department	23	5	1	1
29.	Directorate of Public Relations & Turism	52	10	68	—
30.	Fire Service Organisation	23	—	89	—
31.	Police Department	1,220	90	2,088	—
32.	Agri. Income Tax Deptt.	—	—	3	—

৩। Quasi-permanent & permanent সত্বর তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করা হয়। Quasi-permanent & permanent করিতে গেলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। সরকার হইতে permanent ও Quasi-permanent সত্বর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব বিভাগে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 234

By—Shri Bidya Ch. Deb Berma.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Co-operation Deptt. be pleased to State—

১। আগরতলা সহরের সমবায় সমিতিগুলির নাম.

২। এই সমিতিগুলির মধ্যে কোন সমিতি সরকার থেকে এ পর্যান্ত মোট কত টাকা

(ক) ঋণ বা (খ) সাহায্য পেয়েছে তার বিবরণ,

৩। যে সকল সমিতির সাহায্য এখন বন্ধ তাদের নাম এবং বন্ধ হবার কারণ?

(১) আগরতলা শহরে অবস্থিত সমবায় সমিতিগুলির নাম :

সক্রিয়

১) ত্রিপুরা হোলসেল কনজিউমার্স কোপারেটিভ ষ্টোর্স লিঃ।
২) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কোপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।
৩) ত্রিপুরা ষ্টেট কোপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ।
৪) ত্রিপুরা ষ্টেট কোপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ।
৫) ত্রিপুরা ল্যাণ্ড মর্টগেজ কোপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ।
৬) তন্তুবায় কল্যাণ কোপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।
৭) ত্রিপুরা কোপারেটিভ প্রেস লিঃ।
৮) জনশিক্ষা কোপারেটিভ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ।
৯) ত্রিপুরা হ্যাণ্ডি ক্রাফট্ কোপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।
১০) ষ্টার সোপ এণ্ড কেণ্ডেল ওয়ার্কস কোপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।
১১) ধলেশ্বর কোপারেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ।
১২) বনমালীপুর জনপ্রিয় কনজিউমার্স কোঃ ষ্টোর্স লিঃ।
১৩) বিবেকানন্দ কোঅপ্ কন জিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ।
১৪) মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ।
১৫) রামনগর কনজিউমার্স কোঅপ্ ষ্টোস লিঃ।
১৬) সেন্ট্রেল আগরতলা কোঅপ্ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ।
১৭) কৃষ্ণনগর কোঅপ্ ক নজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ।
১৮) পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাম এমপ্লইজ কোঅপ্ কেনটিন সোসাইটি লিঃ।
১৯) ত্রিপুরা গভঃ এমপ্লইজ কোঅপ্ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ।
২০) আগরতলা হরিজন সমবায় সমিতি লিঃ।
২১) আগরতলা টেলিফোন এমপ্লইজ কোঅপ্ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ।
২২) ত্রিপুরা পোষ্টাল এমপ্লইজ কোঅপ্ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ।
২৩) কোপারেটিভ কনষ্ট্রাকশন সোসাইটি লিঃ।
২৪) গান্ধীগ্রাম বিকাশ সমবায় সমিতি লিঃ।
২৫) ত্রিপুরা ট্রান্সপোর্ট কোপ্ সোসাইটি লিঃ।
২৬) ত্রিপুরা সমবায় নারী শিল্প প্রতিষ্ঠান লিঃ।
২৭) পুরাতন বোর্ডিং মণিপুরী মহিলা সমবায় প্রতিষ্ঠান লিঃ।
২৮) সুকল্যাণী মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।
২৯) ইনসুরেন্স এমপ্লইজ এণ্ড এজেন্টস কোপ্ মিউচুয়েল বেনিফিট সোসাইটি লিঃ।
৩০) সমবায় পুস্তক ভাণ্ডার লিঃ।

৩১) ত্রিপুরা কোপারেটিভ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন ইণ্ডাষ্ট্রিস সোসাইটি লিঃ।
৩২) মালটি ইণ্ডাষ্ট্রি কোপ সোসাইটি লিঃ।
৩৩) কোপারেটিভ এমপ্লইজ ফাণ্ড সোসাইটি লিঃ।
৩৪) ত্রিপুরা এস, এস, বি অরগানাইজেশন কোপারেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ

মৃতপ্রায়

১) অপরাজিতা উইভার্স কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
২) রাধামাধব ছাত্রশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ।
৩) বিশ্বকর্ম্মা মৃৎশিল্প সমবায় সমিতি লিঃ।
৪) আগরতলা বিড়ি শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ।
৫) কারু শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ।
৬) মাষ্টার্স টেইলার্স কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
৭) ধলেশ্বর কাটুনী শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ।
৮) কেরোসিন হকার্স কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
৯) শিবনগর কন্‌জিউমার্স কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
১০) ত্রিপুরা হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
১১) আগরতলা মৎস্য বিক্রয় সমবায় সমিতি লিঃ।
১২) ভি, এম, হসপিটাল এম্‌প্লইজ কন্‌জিউমার্স কোঅপ্ ষ্টোর্স লিঃ।
১৩) ত্রিপুরা মার্চ্চেন্টস কোঅপ্ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ।
১৪) হিণ্ড ট্রেন্সপোর্ট কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
১৫) কোঅপারেটিভ কেরিং সোসাইটি লিঃ।
১৬) ত্রিপুরা অটো রিক্স টেমেটো ট্রান্সপোর্ট কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
১৭) বনমালীপুর মহিলা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সমবায় সমিতি লিঃ।
১৮) ত্রিপুরা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ।
১৯) ত্রিপুরা কোঅপ্ ট্রান্‌স্‌পোর্ট সোসাইটি লিঃ।
২০) ত্রিপুরা রাজমিস্ত্রী মজদুর সমবায় সমিতি লিঃ।
২১) আগরতলা লেবার কোঅপ্ সোসাইটি লিঃ।
২২) ঋষিদাস কোঅপ্ হাউস বিল্ডিং সোসাইটি লিঃ।

(২) সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত সমিতির নাম—

সমিতির নাম	সন	খয়রাতি সাহায্য	শেয়ার মূলধন	ঋণ
১। ষ্টার সোপ এণ্ড কেণ্ডেল ওয়ার্কস কোঃ সোসাইটি লিঃ	—১৯৬৩—৬৪	১,৮০০.০০	—	—
২। মহিলা শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ	—১৯৬৩—৬৪	১,৮০০.০০	—	—
৩ ধলেশ্বর কোঃ কনজিউমার্স স্টোর্স লিঃ	—১৯৬৪—৬৫	৭৫০.০০	—	—
	—১৯৬৯—৭০	৬০০.০০	—	—
৪। বনমালীপুর জনপ্রিয় কনজিউমার্স কোঃ ষ্টোর্স লিঃ	—১৯৬৬—৬৭	৯০০.০০	—	—
	—১৯৬৭—৬৮	—	১,৫০০.০০	—
	—১৯৬৯—৭০	৬০০.০০	—	—
৫। বিবেকানন্দ কোঃ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ	—১৯৬৫—৬৬	৯০০.০০	—	—
	—১৯৬৭—৬৮	—	৩,০০০.০০	—
	—১৯৬৯—৭০	৬০০.০০	—	—
৬। শিবনগর কোঃ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ	—১৯৬৪—৬৫	৭৫০.০০	—	—
	—১৯৬৫—৬৬	৬৫০.০০	—	—
৭। রামনগর কনজিউমার্স কোঃ ষ্টোর্স লিঃ	—১৯৬৪—৬৫	৯০০.০০	—	—
	—১৯৬৫—৬৬	৬০০.০০	—	—
	—১৯৬৯—৭০	৫০০.০০	—	—
৮। সেণ্ট্রাল আগরতলা কোঃ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ	—১৯৬৪—৬৫	৭৫০.০০	—	—
	—১৯৬৫—৬৬	৬৫০.০০	—	—
	—১৯৬৭—৬৮	—	১,৫০০.০০	—
	—১৯৬৯—৭০	৬০০.০০	—	—
৯। কৃষ্ণনগর কোঃ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ	—১৯৬৪—৬৫	৯০০.০০	—	—
	—১৯৬৫—৬৬	৮০০.০০	—	—
	—১৯৬৯—৭০	৫০০.০০	—	—

সমিতির নাম	সন	খয়রাতি সাহায্য	শেয়ার মূলধন	ঋণ
১০। পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস্ এমপ্লয়িজ কো: ক্যান্টিন ষ্টোর্স লিঃ	—১৯৬৯—৭০	৯০০·০০	—	
১১। ত্রিপুরা অটো রিক্স টেম্পো ট্রেন্সপোর্ট কোঃ সোসাইটি লিঃ	—১৯৬৮—৬৯	—	—	৫০,০০০·০০
১২। ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ অপারেটিভ ইউনিয়ন লিঃ	—১৯৫৬—৫৭	৭,৭০৫·০০		
	—১৯৫৭—৫৮	৪,৫১০·৩৩		
	—১৯৫৯—৬০	১২,৪২৮·৬৭		
	—১৯৬০—৬১	২৪,৭৩৭·০০		
	—১৯৬১—৬২	৩০,৭৯২·৬৮		
	—১৯৬২—৬৩	২৩,২৫৯·৭৪		
	—১৯৬৩—৬৪	২৮,২০৭·০৫		
	—১৯৬৪—৬৫	৩৪,৫৩৪·০০		
	—১৯৬৫—৬৬	৪১,৮০৫·৩০		
	—১৯৬৬—৬৭	৩৯,১০৯·৬৯		
	—১৯৬৭—৬৮	৪৯,৭৯৫·৮৬		
	—১৯৬৮—৬৯	৪৯,৯০২·০০		
	—১৯৬৯—৭০	৯৫,৯৯৮·৭৬		
১৩। ত্রিপুরা ষ্টেট কনজিউমার্স কোঃ সোসাইটি লিঃ	১৯৬১-৬২	—	২০,০০০·০০	—
	১৯৬২-৬৩	৯৩৯·৫০	২৫,০০০·০০	—
	১৯৬৩-৬৪	৩,০০০·০০	—	১,৭৫,০০০/-
	১৯৬৪-৬৫	২৮,০০০·০০	২৫,০০০·০০	৫,৩৭,৫০০/-
	১৯৬৫-৬৬	১৪,০০০·০০	—	৫,০০,০০০/-
	১৯৬৬-৬৭	২১,৩০০·০০	২৫,০০০·০০	—
	১৯৬৭-৬৮	১৭,৫০০·০০	১,৫০,০০০·০০	২,৪৫,৫০০/-
১৪। ত্রিপুরা সেন্ট্রাল মার্কেটিং (এপেক্স) কোঃ সোসাইটি লিঃ	১৯৫৯-৬০	৫,০০০·০০	—	১৫,০০০/-
	১৯৬০-৬১	১২,৫০০·০০	—	৩৭,৫০০/-
	১৯৬১-৬২	২,৫০০·০০	৬০,০০০·০০	—

সমিতির নাম	সন	খয়রাতি সাহায্য	শেয়ার মূলধন	ঋণ
	১৯৬২-৬৩	৬,৫৭৭·৭০	২০,০০০·০০	—
	১৯৬৩-৬৪	৫,৫০০·০০	—	—
	১৯৬৪-৬৫	১৬,০০০·০০	—	২০,০০০/-
	১৯৬৫-৬৬	১৩,২৮০·৭০	—	—
১৫। ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ ল্যাণ্ড মরট্গেজ ব্যাঙ্ক লিঃ	১৯৫৯-৬০	৪২৩·০৬	৫০,০০০·০০	—
	১৯৬০-৬১	৭,১৬৫·৬৯	৫০,০০০·০০	—
	১৯৬১-৬২	৮,৩২৯·২৪	—	—
	১৯৬২-৬৩	৯,২১৩·৯২	৫০,০০০·০০	—
	১৯৬৩-৬৪	৬,২০৩·২৮	—	—
	১৯৬৪-৬৫	৫,০০০·০০	—	—
	১৯৬৫-৬৬	১,৩৪৬·০০	—	—
	১৯৬৬-৬৭	১০,৮২০·৭০	—	৮২,০০০·০০
	১৯৬৭-৬৮	১১,৩৪২·০০	—	—
	১৯৬৮-৬৯	৭,৮০০·০০	—	—
	১৯৬৯-৭০	৫,০০০·০০	—	—
১৬। ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ ব্যাঙ্ক লিঃ	১৯৫৬-৫৭	১,৭৪৩·০৭		
	১৯৫৭-৫৮	১৩,৪৭৪·১০	১,০০,০০০·০০	—
	১৯৫৮-৫৯	৯,৬০৯·৮৯	—	—
	১৯৫৯-৬০	৭,০৬৫·৮৪	১,০০,০০০·০০	—
	১৯৬০-৬১	২৮·৩৯	১,০০,০০০·০০	—
	১৯৬১-৬২	৯,৭৮৮·৭৬	—	—
	১৯৬২-৬৩	১৪,৯৬৭·৬৮	১,০০,০০০·০০	—
	১৯৬৩-৬৪	১০,১৭০·৫৭	১,০০,০০০·০০	—
	১৯৬৪-৬৫	[illegible],২১৪·১০	—	—
	১৯৬৫-৬৬	৪,৬০৭·৬৭	—	—
	১৯৬৬-৬৭	১,৭৫,০০০·০০	১,০০,০০০·০০	১,০০,০০০·০০
	১৯৬৭-৬৮	৫,৬৩,৬৩০·২৬	—	৩,০০,০০০·০০
	১৯৬৮-৬৯	৩৬,০৭৪·৪৮	—	২,০০,০০০·০০
	১৯৬৯-৭০	৪০,০০০·০০	১,০০,০০০·০০	২,০০,০০০·০০

(২) সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত শিল্প সমবায় সমিতিগুলির নাম

ক্রমিক নং	সমিতির নাম ও ঠিকানা	কার্যকরী মূলধন	শেয়ার মূলধন	তাঁত সরঞ্জাম বাবদ খয়রাতি	তাঁত ঘরের জন্য খয়রাতি
১।	ত্রিপুরা হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ কো: প সোসাইটি লি:, খলেশ্বর	১৭,৪০০·০০	—	—	—
২।	অপরাজিতা কো: প উইভার্স সমিতি লি:, বনমালিপুর	৪,৮০০·০০	—	—	—
৩।	ত্রিপুরা সমবায় নারী শিল্প প্রতিষ্ঠান লি:, কৃষ্ণনগর, আগরতলা	৯,৪০০·০০	—	৪,০০০·০০	৪,০০০·০০
৪।	পুরাতন বোর্ডিং মনিপুরী মহিলা শিল্প প্রতিষ্ঠান লি:, পেলেস কম্পাউণ্ড, আগরতলা	৯,২০০·০০	৫০০·০০	২,০০০·০০	—
৫।	সুকল্যাণ মহিলা সমবায় সমিতি লি:, মঠ চৌমুহনী, আগরতলা	৪,৭০০·০০	৯৬০·০০	২,৫০০·০০	—
৬।	তন্তুবায় কল্যাণ কো: প সোসাইটি লি:, আগরতলা, ঝগড়িয়া মুড়া	৩০,৭০০·০০	২,২৫০·০০	৮,০০০·০০	১৩,০০০·০০

৩। যে সকল সমিতির সরকারী সাহায্য বন্ধ রহিয়াছে তাহাদের নাম :—

সমিতির নাম	সরকারী সাহায্য বন্ধ করার কারণ
(১) ত্রিপুরা হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি:।	লিকুইডিশানে দেওয়া হইয়াছে
(২) অপরাজিতা কো-অপারেটিভ উইভার্স সমিতি লি:।	সমিতিটি মৃতপ্রায়

UNSTARRED QUESTION NO. 236.

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার খোয়ার (পাউণ্ড) গুলির মাধ্যমে ১৯৭০-৭১ সালে মোট কত টাকা আদায় হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ; এবং

২) খোয়ারগুলির ইজারাদাররা কি হারে টাকা আদায় করে তার বিবরণ ?

উত্তর

১) |
২) | তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 237.

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরার গুদারা ঘাটগুলির ইজারা হতে ১৯৭০-৭১ সালে সরকারের মোট কত টাকা আয় হয়েছে তার ঘাট ভিত্তিক হিসাব ; এবং

২) গুদারা ঘাটের ইজারাদাররা কি হারে তোলা আদায় করেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১)
৪) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে

UNSTARRED QUESTION NO. 238 By

Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বাজারগুলি হতে ১৯৭০-৭১ সালে ইজারাদাররা মোট কত টাকা সরকারকে দিয়েছেন তার বাজার ভিত্তিক হিসেব ;

২। ইজারাদাররা কি হারে তোলা আদায় করেন তার বিবরণ ;

৩। ইজারাদাররা বাজার পরিস্কার রাখার জন্য কোন মালী রাখেন কিনা এবং তার জন্য জনসাধারণকে অতিরিক্ত তোলা দিতে হয় কিনা ?

উত্তর

১, ২ এবং ৩] তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 304 By

Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। আগরতলা রামঠাকুর পাঠশালা বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকগণ কি গত ৫-৭-৭১ থেকে তাদের দাবীর ভিত্তিতে ক্লাশ বয়কট রেখেছেন ?

২) যদি সত্য হয় তবে তাদের দাবী কি ?

৩) ইহা কি সত্য যে তাদের ১৯৬৮ এর আগষ্টের বেতনও বাকী আছে ?

৪) ইহা কি সত্য যে, বার বার চেষ্টা করেও তারা শিক্ষামন্ত্রীর সাথে দেখা করে তাদের বক্তব্য রাখতে পারেন নাই ?

৬) শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি মিটানোর জন্য সরকার কি করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। দাবী :—(ক) ১৯৬৮ সনের আগষ্ট মাসের বেতন, (খ) বেতনের হার পুনঃ বিন্যাস বাবত বর্দ্ধিত ৪৬.৫০ হারে ১-১১-৬৭ হইতে ২৮-২-৬৮ ইং পর্য্যন্ত বকেয়া বেতন, (গ) ১-১১-৬৭ হইতে ২৮-২-৬৮ এবং ১-৪-৬৮ হইতে ৩১-৮-৬৮ইং পর্য্যন্ত মহার্ঘভাতা ও বাড়ীভাড়া ভাতা।

৩। হ্যাঁ।

৪। সত্য নহে।

৫। বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবী দাওয়া মিটানোর দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে সরকারের উপর বর্তায় না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 6th April, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday the 6th April, 1971.

PRESENT.

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Ministers, the Dy. Minister, the Deputy Speaker, and 24 Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned-Starred Questions Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 101.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 101.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কে, কে, রোড (সায়দাবাড়ী) হইতে হালামবস্তী (সুনাইমুড়া) রাস্তা করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ পুনঃ পুনঃ আবেদন করা সত্বেও এবং কুমারঘাটের বি, ডি, ও উক্ত রাস্তার এষ্টিমেট পাঠানোর পরও দীর্ঘদিন যাবত তাহা মঞ্জুর না হওয়ার কারণ কি ; এবং	তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২) অবিলম্বে উক্ত রাস্তা হবে কি ?	

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankal :—Question No. 188.

Shri Krishnadas Bhattacharee :—Mr. Speaker, Sir. question No. 188,

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা সরকার কি অবগত আছেন তৈদুবাজারে ডিসপেনসারী খোলার উদ্দেশ্যে ঐ এলাকার জনসাধারণ গৃহ স্থাপনের জন্য জমি দিতে প্রস্তুত আছে, এবং	১) না।
২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ বাজারে ডিসপেনসারী খোলার ব্যবস্থা হবে কি ?	২) না।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে ঐ বাজারে ডিসপেনসারী করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে সেখানকার জনসাধারণ সরকারের নিকট কোন দরখাস্ত করেছেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোন দরখাস্ত এসেছে কিনা সেটা খোঁজ করে বলব। এখন আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনরেশ রায় :— ঐ এলাকার মধ্যে উক্ত বাজারে কোন রকম ডিসপেনসারী করার প্রয়োজন সরকার উপলব্ধি করেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—প্রয়োজনীয়তা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় আছে। তবে প্রায়-রিটি বেসীসে সেটা দেওয়া হবে।

শ্রীনরেশ রায় :—যে জায়গার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই জায়গার মধ্যে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বিশেষ প্রয়োজনীয়তা তো অনেক জায়গায় আছে। সেই জায়গারও হয়ত প্রয়োজন থাকতে পারে। তবে সেটা আমাদের বাজেট বরাদ্দ আছে এবং যে প্রোগ্রাম আছে সেই বেসীসে দেওয়া হবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—চতুর্থ পরিকল্পনায় যে ইয়ারলী এলটমেন্ট হয় সেই পরিকল্পনায় তৈদুবাজারের ডিসপেনসারীর জন্য কোন পরিকল্পনা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— পরিকল্পনার মধ্যে কোন স্থান থাকেনা। কতটা হবে, এইগুলি থাকে। কোথায় হবে সেটা থাকে না।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—কিসের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনাটা করা হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—প্রয়োজন ভিত্তিক আছে, আর্থিক ভিত্তিক আছে। বাজেটে কত টাকা ধরা যাবে সেই অনুসারে হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—প্রায়রিটিটা কিভাবে ঠিক করা হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সরকার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে যেখানে মনে করেন বিশেষ প্রয়োজন সেখানেই দেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন খুব ডিফিনিট। আমি জিজ্ঞাসা করছি সেই বিবেচনাটা কি করে হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ক্রাইটেরিয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন ফ্যাক্টর নেওয়া হয়। নীডস অব দি লোকেলিটি, পপুলেশন, এরিয়া, এই সমস্ত অনেক কিছু নেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :--নীডস অব দি পিপল কি পপুলেশন কি সেটাই আমি জানতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— সেটা যেখানে লোকসংখ্যা বেশী বা যেখানে ধারে কাছে কোন ডিসপেনসারী নাই সেইসব জায়গায় দেওয়া হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— স্যার, তিনি এডুকেশন মিনিষ্টার এবং তিনি যে স্কুল স্যাংশান করেন তারও একটা ভিত্তি আছে, ডিসপেনসারী স্যাংশান করারও একটা ভিত্তি আছে। আমি জানতে চাই যে ডিসপেনসারী স্যাংশান করার ক্রাইটেরিয়াটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্ল্যানের মধ্যে কোন ক্রাইটেরিয়া মেনশান করা নাই। ক্রাই-টেরিয়াটা গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন রকমে চিন্তা করে যেখানে মনে করেন দেওয়া প্রয়োজন সেখানেই দেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— সেই প্রায়রিটি কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হয় সেটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিভিন্ন ফ্যাক্টর নিয়ে ক্রাইটারিয়া ঠিক করা হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেই ফ্যাকটারগুলিই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী : – তৈদুবাড়ী থেকে নিয়ারেষ্ট যে ডিসপেনসারী তার দূরত্ব কত মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমতী রেনু চক্রবর্ত্তী :—দূরত্ব বেসীসে ডিসপেনসারী দেওয়া হয় না জনসংখ্যার ভিত্তিতে সেটা করা হয় মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ক্রাইটারিয়া আমি পরে বলব।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 205.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 205 Sir.

প্রশ্ন

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির রিক্সা মালকি ও রিক্সা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রনের জন্য পুরানো বিধিটি সংশোধনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

২। বর্ত্তমান বিধি অগ্রাহ্য করে রিক্সা মালিকরা শ্রমিকদের নিকট থেকে বেশী ভাড়া আদায় করার জন্য মালিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩। ইহা কি সত্য যে রিক্সা শ্রমিকেরা পুরানো বিধি সংশোধনের জন্য একটি স্মারক লিপি পেশ করেছেন, যদি সত্য হয় ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। আগরতলা মিউসিপ্যালিটির রিক্সা মালীক ও রিক্সা শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রনের জন্য পুরানো বিধিটি সংশোধন করিয়া একটি নূতন নিয়মাবলীর খসড়া রচনা করা হইয়াছে। ইহা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

২। পুরানো রিক্সা নিয়ামক আইনে বিধান আছে যে, রিক্সা মালীক যদি কোন রিক্সা শ্রমিক হইতে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে তবে ইহা আইনত দণ্ডনীয় হইবে এবং আদালতে ইহার উপযুক্ত প্রমাণে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা অথবা ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয় শাস্তিই দিতে পারেন। যে কোন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আইনের আশ্রয় নিতে পারেন।

৩। হ্যাঁ, সংশোধনী নিয়মাবলীটি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই রিক্সা শ্রমিকদের থেকে রিক্সা মালীকরা অতিরিক্ত ভাড়া নেন, এমন কোন অভিযোগ সরকার পেয়েছেন কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ অভিযোগ পেয়েছি সেটা the views of the Administrator, Agartala Municipality have been called for. Reply from Administrator Agartala Municipality is being awaited.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই অভিযোগ অনুসারে রিক্সা মালীকরা অতিরিক্ত ভাড়া যাতে আদায় না করেন তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে রিক্সা মালীক যদি কোন রিক্সা শ্রমিক হইতে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে তবে ইহা আইনত দণ্ডনীয় হইবে এবং

আদালতে ইহার উপযুক্ত প্রমানে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক সংগে উভয় শাস্তি দিতে পারেন। যেকোন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— ঐ আইনের বলে কোন রিক্সা মালীক আজ পর্যন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছেন কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— যদি কোন রিক্সা মালীক আইন অমান্য করে রিক্সা শ্রমিক থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে তাহলে কি রিক্সা ওয়ালা কোর্টে নালিশ করবে না কগনিজেন্স নিয়ে সরকার ষ্টেপ নেবেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— এখানে আছে যে কোন বিক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন। কাজেই মনে হচ্ছে রিক্সা শ্রমিককেই আদালতে যেতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের এই জিনিষটা জানা দরকার যে সরকার সেটাকে কগনিজেন্স নিয়ে মামলা দায়ের করবেন মালিকের বিরুদ্ধে না শ্রমিককে যেতে হবে আদালতে পরবর্তী সময়ে সেই জিনিষটা পরিষ্কার করবেন কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— হ্যাঁ পরিষ্কার করা হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী: — রিক্সা ওয়ালা যে প্যাসেঞ্জার থেকে ভাড়া আদায় করেন, সরকার থেকে তার কোন নিয়মকানুন বেধে দেওয়া আছে কিনা?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— ভাড়াটা মিউনিসিপালিটি থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়।

Mr. Speaker :— Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— Question No. 253.

Shri Krisnadas Bhattacharjee :— Question No. 253, Sir.

Question

1. Whether any Medical Officer has been posted at the Mantala Colony Dispensary under Sidhai, P, S. Sadar ;
2. If not, the reason therefor ;

Answer

1. No.
2. Due to shortage of Doctors.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কত বছর যাবত মনতলা কলোনীতে ডাক্তার নাই?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সরকারের কাছে এই ব্যাপারে রিপ্রেজেনটেশন দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— দ্যাট শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এটা সেপারেট কোয়েশ্চান কি করে হল। আমার প্রশ্ন ছিল কোন মেডিক্যাল অফিসার আছে কি না উনি বলেছেন নেই, তারপর বলা হল কোন রিপ্রেজেনটেশান পেয়েছেন কি না এই সম্পর্কে, যদি না থাকে তাহলে উনি আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ বলতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমি খুঁজে দেখব কোন রিপ্রেজেনটেশান আছে কি না ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সম্বন্ধে সরকার পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হবে এইরকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :— Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— Starred Question No. 197.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 197, Sir.

প্রশ্ন

পানিসাগর Primary Health Center এ বর্ত্তমান Plan এ Seat বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

হ্যাঁ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কয়টা সীট বাড়ানো হবে, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আগে ছিল ৬টা, এখন সেটাকে ১০টা করা হবে, অর্থাৎ আরও ৪টা বাড়ানো হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কোন সনে করা হবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— এটা ফোর্থ প্লেনে হবে। ১৯৭১-৭২ সালে টেক আপ করা হয়েছে কুলাই, মনু এবং ফটিকরায়, আর ১৯৭০-৭১ সালে করা হয়েছিল শান্তিরবাজার এবং মনুবাজার। তারপরে পানিসাগরে করা হবে ডিউরিং ১৯৭২-৭৩ এবং ১৯৭৩-৭৪তে ইফ দি প্রভিশান ফর ফাণ্ড ইজ এভেলেব্যাল।

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :— Starred Question No. 190.

Shri Krinshnadas Bhattachajree :— Starred Question No. 190, Sir.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অম্পি প্রাঃস্বাবী হাসপাতালে দীর্ঘদিন যাবত রোগীর জন্য জল সরবরাহ না থাকায় রোগীদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে ;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়াছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। জলের tank বসানোর কাজ আরম্ভ হইয়াছে সাময়ীকভাবে দুইটি নলকূপ বসান হইয়াছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই নলকূপ থেকে কি পাম্প করে জল উঠানো হয় না এমনিতেই উঠানো হয়, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য : -স্যার, আমি বলেছি যে টু টিউব-ওয়েলস হ্যাভ বীন প্রভাইডেড দিয়ার টেম্পোর্যারিলী।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এগুলি কি ওভার ফ্লো, না হ্যাণ্ড পাম্প, না মেসিন পাম্প বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ফর দ্যাট, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা কি সত্য যে এগুলি হ্যাণ্ড পাম্প বা মেসিন পাম্প নয়, যার জন্য সেগুলি থেকে জল উঠছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা আমি দেখব।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Starred Qeustion No.—189.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Starred Question No.—189, Sir,

QUESSION

১। ইহা কি সত্য অমরপুর বিভাগের অন্তর্গত নওগরাই বাজারে Dispensary খোলার জন্য ঐ এলাকার জনসাধারণ তিনটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছে ;

২। যদি সত্য হয়, তবে সরকার শীঘ্রই Dispensary খোলার ব্যবস্থা করিবেন কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। শীঘ্রই Dispeneary খোলা হইতেছে।

Mr. Speaker :— There are 2 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the table of the House the reply to the Unstarred Questions.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— স্পীকার স্যার, আমরাতো আনষ্টার্ড কোয়েশ্চান গুলির রিপ্লাই পাচ্ছি না, এগুলি আমাদের পাওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :—আপনি চাইলেতো পাবেন, আমার মনে হয় আপনি চাননি।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :— স্যার, আমি যে প্রশ্ন করছি, সেটা আমার পাওয়ার দরকার। আর যারা প্রশ্ন করেনি, তারা সেটা চেয়ে নিতে পারে, অবশ্য যদি তাদের কোন দরকার হয়। কিন্তু যারা প্রশ্ন করবে, তাদের তো সেই প্রশ্নগুলির রিপ্লাই দেওয়া উচিত, এটাই আমি বলতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :— আমরা দেখব, যাতে প্রশ্ন কর্তারা ভবিষ্যতে তাদের রিপ্লাইগুলি পেতে পারেন।

Now to-day in the List of Business 5 demands of Viz. demand Nos : 14- Education, 20-Cooperation, 26-Electricity, 40-Loans and Advances By the state/Union Territory Governments are to be disposed of.

Moreover, there are 10 demands namely : 33 Forest, 24-Misc, 35-other Mis, Compensation & Assignments, 22-Community Dev. Porjects, National Extension Service and local Department works. 27-Public works, 28-capital Outlay on Public works, 25-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-Commercial carrried over the List of business for 5th April, 1971 will be taken up to-day the April 1971.

মিঃ স্পীকার :— তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উই আর ফার বিহাইণ্ড দি সিডিউলড টাইম। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদিগকে অনুরোধ করব, আপনারা যেন আপনাদের কাট মোশানের উপর বক্তব্য খুব সংক্ষেপে রাখেন এবং যারা আলোচনা করবেন, তারাও যেন সংক্ষেপে তাদের বক্তব্য রাখেন। আর তা নাহলে আমাদের যে আরও বাকী অনেক ডিমাণ্ড আছে সেগুলি পাশ করিয়ে নিতে পারব না। ফলে পরবর্ত্তী সময়ে আমাকে একটা আনপ্রেজেন্ট ষ্টেপ নিতে হবে এসব ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য। এখানে

আমি সময় সম্পর্কে আপনাদের জানাচ্ছি যে মুভার্স অব দি কাট মোশান পাবেন ৫ মিনিট আর অন্যরা পাবেন ৩ মিনিট সময়। এই যদি আপনারা রক্ষা করেন, তাহলে আমরা বাকী ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নিতে পারব। তারপর আমি মাননীয় সদস্যদের আরও জানাচ্ছি যে আমাদের এই হাউসে ১৩ তারিখের পরে কোন এক্সটেনশান দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— শেষদিকে যদি গিলোটিন হয় তাহলে যে যে মেম্বার যে যে ডিমাণ্ডে ইন্টারেষ্টেড অর্থাৎ যিনি যে ডিমাণ্ডকে ইম্পোর্টেন্ট বলে মনে করেন তাকে সেই সেই ডিমাণ্ডের উপর বলতে দেওয়া হোক। পরে যেগুলি গিলোটিন হওয়ার হবে। কিন্তু ৫ মিনিটের জন্য বলতে দিলে হয়ত তাঁদের কিছুই বলা হবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমি আপনাদের আলোচনায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করি না। আপনারা যতটুকু সময় চাইছেন ততটুকু সময় দিচ্ছি কারো আমি বন্ধ করে দিতে চাই তা নয়। এই ভাবে যদি বেশী সময় আপনারা নেন তাহলে শেষদিকে আমার পক্ষে গিলোটিন করা ছাড়া আর উপায় থাকবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কালকে আমার একটা হাফ এন-আওয়ার ডিস্কাসন ছিল। তারপর হাউসটা এডজোর্ণ হওয়ার আগে আমি এটার উল্লেখ করেছিলাম এটা মুভ করে রাখার জন্য যাতে অন্য কোনদিন আলোচনা করা যায়। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার বলেন যে এটা বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু তিনি তা করে বাকী ডিমাণ্ডগুলি আলোচনা করতে দিয়ে এডজোর্ণ করে দিলেন।

মিঃ স্পীকার :— যখন ডিমাণ্ড আলোচনা হবে তখন আপনি এটা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— সেটা তো ডিমাণ্ডের উপর আমি বলবই। কিন্তু এটা তো আমার একটা সেপারেট আলোচনা ছিল। আপনি এটা এলাও করেছিলেন ডিস্কাসনের জন্য।

মিঃ স্পীকার :—সময়ের অভাবে এটা করা যেতে পারে নি। কিন্তু ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যে ডিমাণ্ড আসবে তখন আপনি এই আলোচনার সুযোগ পাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে ডিমাণ্ডগুলির উপর যখন আলোচনা হয় তখন ২।৩টা মিনিট করে আলোচনা করে কতটুকু সময় পাওয়া যাবে তার উপর আলোচনার সেটা আপনিই বুঝবেন। আমার একটা সাজেশান হল এটা আপনি অ্যাডভাইসরি কমিটিতে পাঠান। কারণ কোন্ কোন্ হেডে কতটুকু সময় লাগবে সেটা বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি বসে স্থির করে দিতে পারবেন। আমি কি জন্য এই কথাটা বলছি, কারণ আমি দেখছি যে রুলিং পার্টির সদস্যরা যখন বলতে থাকেন তখন তারা বলেই চলেন কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে দেখছি মাত্র ৪।৫ মিনিট পরেই লালবাতি জ্বলে উঠে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যা বললেন তা ঠিক নয়, আমি আপনার বক্তব্যের এক্সেপশান নিচ্ছি। আপনার কথা যে ঠিক নয়, তার দৃষ্টান্ত আপনি নিজে। আপনি যখন

উঠেন তখন আর বসতে চান না বার বার বলা সত্বেও। যাই হোক মাননীয় সদস্যের সাজেশান আমি অ্যাক্সেপট্ করলাম। আমি বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির সংগে বসে এই বিষয়ে আলোচনা করব।

I would request the Hon'ble Finance Minister to move his demand for Grant No. 33, Major Head—70—Forest.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 76,25,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 33—Forest.

Mr. Speaker :—Now, there are three cut motions on this Demand moved by Shri Abhiram Deb Barma and Shri Bidya Ch. Deb Barma. Now I would request Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motions.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার—৩৩—ফরেষ্ট, এখানে ৭৬,২৫,০০০ টাকা মাননীয় অর্থমন্ত্রী ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। এইখানে আমার কাটমোশন হচ্ছে—(১) ছনের ট্যাক্স্ বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও (২) ভূমিহীন কৃষক ও জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে আবাদযোগ্য জমি রিজার্ভ মুক্ত না করার প্রতিবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ফরেষ্ট বিভাগ থেকে ছনের উপর যে নূতন করে রয়ালটি বৃদ্ধি করা হয়েছে, এটা সাধারণ মানুষের উপর অত্যন্ত জুলুম করা হচ্ছে! কারণ আজকে এই ছন বন কারা সংগ্রহ করে? সংগ্রহ করে তারাই যারা গ্রামাঞ্চলে থেকে বাড়ী ঘর প্রভৃতি তৈরী করবার জন্য এবং এর একটা বিরাট অংশ রয়েছে তারা বন থেকে ছন সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এই বিরাট একটা অংশ আমরা গ্রামাঞ্চলে দেখতে পাই এবং তারা এই ছন বিক্রির উপরেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং এই ছনের উপর যে রয়ালটি নূতন করে বৃদ্ধি করা হয়েছে, আগে পুরানো রয়ালটি থেকে এখন আমি যতটুকু জানি যে দেড়গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ অতি কষ্টে এই ছন পাহাড় থেকে জংগল থেকে সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করতে আনে। একজন লোক ফরেষ্ট বিভাগের নিয়ম অনুসারে ৩ হাত লম্বা দড়ির যে ট্যাক্স সেইখানে যে ট্যাক্স বসানোর নিয়ম এই ৩ হাত লম্বা দড়িতে যতজন আনতে পারে একজন শ্রমিক এবং সংগ্রহকারী তার উপরেই ট্যাক্সটা দিতে হয়। একজন শ্রমিক সে বড়জোর এক আঁটি আনতে পারে। বাজারে বিক্রি করলে তার দুই টাকার বেশী রোজগার হয় না। কিন্তু তার একটা বড় অংশ ফরেষ্টকে দিতে হয়। কিন্তু এই গরীব মানুষ যারা এইভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে এই ছন বিক্রির উপর তাদের উপর একটা বিরাট চাপ পড়ে যায়। শুধু ছন নয়, বাঁশ, যাল, লাকড়ী বিক্রি করে যারা জীবিকা

নির্বাহ করে তাদের উপরেই এই রয়ালটি বর্তিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রয়ালটি না দেওয়া পর্য্যন্ত কোন কাঠ বিক্রি করা বা বাঁশ বিক্রি করার বা সংগ্রহ করার কারো কোন ক্ষমতা নেই যত গরীবই হোক বা সে উপবাসীই থাকুক না কেন সে যদি রয়ালটি না দেয় তাহলে তার বিরুদ্ধে জরিমানা, মামলা ইত্যাদি করা হবে এবং এইগুলি সংগ্রহ করতে যে যে হাতিয়ার দরকার সেইগুলি কেড়ে নিয়ে ফরেষ্ট অফিসে জমা রাখা হয়। তার উপর গালাগালি তো আছেই। এইরকম হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। কাজেই আজকে আমাদের দেখতে হবে যে গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা গরীব মানুষ, যারা আজকে ছন এবং বাঁশ এবং লাকড়ি বিক্রী করে যাদের জীবন জিবীকা নির্ব্বাহ করে তাদের উপর ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি, এই যে একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া এটা অত্যন্ত অন্যায় কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা দেখছি এই যে ফরেষ্ট বিভাগের মধ্যে আজকে বহু আবাদযোগ্য জমি রয়ে গেছে, সেইগুলি ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে মুক্ত করে সেটা ভূমিহীন কৃষক এবং জুমিয়াদের মধ্যে বিলি বন্টন করা একান্ত দরকার। আবাদ যোগ্য জমি রিজার্ভ মুক্ত করে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা এই বাজেটে থাকা উচিত ছিল কিন্তু তা নাই, তার পরিবর্তে আজকে আমরা দেখছি যে জুমিয়া আজকে জুম কালটিভেশান করে, যার উপর নির্ভরশীল, তার উপর নির্ভর করে তার বাঁচা মরা, তার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা সবকিছু নির্ভর করে, তাদের উপর জুলুমের শেষ নাই। আজকে যদি খোঁজ খবর নিয়ে দেখি, তাহলে দেখা যাবে শত শত জুমিয়া কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা মকদ্দমা একদিকে চলছে, তাদের পরিবার অভুক্ত রয়ে গেছে অপর দিকে জুম কাটার মামলায় মকদ্দমায় তাদের জড়িয়ে দিয়ে হয়রাণি করে তাদের সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে এবং অসহনীয় জীবনের মধ্যে তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এই বন নীতির দ্বারা। আমরা বলি না যে বন সম্পদের প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন রয়েছে। জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এই বন সম্পদ অপরিহার্য জিনিষ কিন্তু তার অর্থ কি এই যে বন এলাকার মধ্যে, বনের উপর নির্ভরশীল, জুমের উপর যারা নির্ভরশীল, তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে দিয়ে, তাদের বাঁচার বিকল্প ব্যবস্থা করে না দিয়ে বন সম্পদের নামে, বনকে বৃদ্ধি করার নামে, বনকে সম্প্রসারণ করে শত শত জুমিয়াদের তিলে তিলে ধ্বংস করা হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথা আমি এখানে বলতে চাই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এটা নূতন কথা নয়, এই জুমিয়াদের বন বিভাগের একটা অংশ, সব কর্মচারীদের কথা আমি বলছি না, একটা অংশ'এর কর্মচারী আছেন যারা কোন রকম করে একটা ইউনিফরম পড়তে পেলেই যেন মহাপুরুষ হয়ে যান, তারা গ্রামে গ্রামে যেয়ে ঢুকে কার বাড়ীতে নূতন ছন আছে, বাঁশ আছে বা কি বন সম্পদ আছে সেটা খোঁজ খবর নেয় এবং যার ঘরেই পাবে তাকে নানারকম ভয় দেখিয়ে তার থেকে টাকা আদায় করে নেয়।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member your time is over.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা একটা ইম্পোর্টেন্ট এবং জরুরী ডিমাণ্ড, এই বিষয়ে বলা একান্ত দরকার। আমি আরও দুই মিনিট সময় চাই।

এই অবস্থার মধ্যে আজকে এই কৃষক এবং জুমিয়াদের বাঁচাতে হলে তাদের বিকল্প একটা ব্যবস্থার জন্য সুষ্ঠু একটা পরিকল্পনা নেওয়া দরকার, এই পরিকল্পনার কথা এই হাউসে অনেকবার বলেছি এবং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থানে আমরা এই জুমিয়াদের পুনর্বাসনের কথা বলেছি তার সাথে সাথে আরেকটা বিরাট অংশ যারা ভূমিহীন, যারা নির্ভর করে এই বন সম্পদের উপর তারা সেখানে তাদের সেই বন সম্পদ বন থেকে আহরণ করতে পারে না এবং বাজারে সেই সব জিনিষ বিক্রী করতে পারে না, ফলে তাদের চুলা ধরে না, তাদের ছেলে মেয়েদের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারে না। আজকে তাদের বাঁচার প্রশ্ন আছে। এই ফরেষ্ট এলাকায়—রিজার্ভ এলাকায় বহু আবাদযোগ্য জমি আছে, দক্ষিণাঞ্চলে বহু জমি আছে যেখানে জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং স্থায়ীভাবে তাদের বসবাস করার যে ব্যবস্থা সেটা করতে পারে কিন্তু সরকার নির্বাক এ বিষয়ে। বন সম্পদের বৃদ্ধির নাম করে নানা গল্প করে, মানুষের কাছে নানা রঙীন স্বপ্ন তুলে ধরেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা কিন্তু কার্যত আমরা কি দেখছি—আমরা একথা বলছি তার অর্থ এই নয় যে আমরা বন সম্পদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, তা নয়। কিন্তু আমরা এখানে অনেক বলেছি যে বন সম্পদ রক্ষার সংগে সংগে যে সমস্ত রিজার্ভ জুমিয়া আছে, তাদেরকে বিকল্প বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আজকে জুমিয়াই হউক, ভূমিহীনই হউক, তা না করে রিজার্ভ বৃদ্ধি করা চলবে না। আরও বলছি যে, যে সমস্ত গরীব মানুষের উপর মামলা, মকদ্দমা ঝুলছে, তাদের এভাবে তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া চলবে না, একথা বহুবার আমরা বলেছি এবং এই হুঁশিয়ারী এই হাউসে দাঁড়িয়ে দিতে চাই যে এই যে হতভাগ্য জুমিয়া তাদের বিকল্প বাঁচার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত অতীতের যত মামলা মকদ্দমা জুলুমের মাধ্যমে বন সম্প্রসারণের মত সরকার যদি অগ্রসর হয়, তাহলে তারা নিজেরা বাঁচার পথ আদায় করে নেবে, বাঁচার জন্য পথ গ্রহণ করবে, এই কথাটা ত্রিপুরা সরকারের মেনে নেওয়া দরকার এবং বুঝা দরকার তাদের বিকল্প বাঁচার ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত ফরেষ্ট সম্প্রসারণ'এর নাম করে, বন সম্পদ বৃদ্ধির নাম করে এই হতভাগ্য জুমিয়াদের তিলে তিলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া চলবে না, তাই যদি হয় তারা তাদের বাঁচার পথ করে নেবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বেশী কথা বলতে চাই না। আমি শুধু একথা বলতে চাই আজকে ছন এবং বাঁশের উপর রয়েলটি বসিয়ে যে গরীব জনসাধারণের উপর জুলুম করা হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে হবে এবং ফরেষ্ট এ্যাক্ট যেটা রয়েছে সেটা সংশোধন করতে হবে, যে সমস্ত রিজার্ভ এলাকায় আবাদযোগ্য জমি আছে সেটা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে এবং ভূমিহীন জুমিয়াদের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। রিজার্ভ ফরেষ্টে ফরেষ্ট ভিলেজ গঠন করতে হবে এবং সেই ফরেষ্ট ভিলেজের মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্বে আমরা শুনেছি যে ফরেষ্ট ভিলেজ করে তার মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। থ্রি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি দেবেন, এবং পাঁচ শত টাকা লোন দেওয়া হবে, কিন্তু কোন ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে ফরেষ্ট ভিলেজ করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। আমরা পূর্বেও শুনছি. এখনও শুনেছি, আগামীতেও

শুনব। এই শোনার ভিতর দিয়ে এই সমস্ত হতভাগ্য জুমিয়া এই ফরেষ্টের জুলুম এবং অত্যাচারের মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এই কথা বলেই আমি আমার কাট মোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩—ফরেষ্ট, তার উপর কাট মোশান রেখেছি—'কৈলাসহরের সিদংছড়া এলাকার উপজাতি গ্রামকে রিজার্ভমুক্ত করার জন্য বরাদ্দের অভাব।' কেন আমি এই বরাদ্দের অভাব বলছি, তার কারণ হচ্ছে এই শাসক গোষ্ঠি মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন, আরেকদিকে এই গ্রামকে রিজার্ভের মধ্যে রেখে গ্রামবাসী এবং ফরেষ্টের সংগে একটা ক্ল্যাশ সৃষ্টি করে রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং সেটাকে রিজার্ভ মুক্ত করার জন্যই এই বাজেটের মধ্যে কোন বরাদ্দ নাই এবং কোন কথাও এখানে নাই। আজকে শুধু এই সিদংছড়া গ্রামই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের বহু গ্রাম আজকে রিজার্ভের মধ্যে পড়ে গেছে, এবং ফলে সব সময়েই একটা ক্ল্যাশ চলে গ্রামবাসীদের মধ্যে এবং রিজার্ভের সাথে, এবং কোন কোন জায়গায় আমরা দেখছি যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের নামে মামলা করে এবং কোন কোন সময় তাদের জোর জুলুম করে সেখানে থেকে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়।

ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট তাদের নামে অনেক ভুয়া মামলা করে আবার কোন কোন জায়গায় তাদের উপর জোর জুলুম করে, তাদেরকে সেখান থেকে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কাজেই সেদিক দিয়ে আমি মনে করি, তারা আজকাল যে সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন এবং তারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে বলছেন, তা হচ্ছে তাদের মুখের কথা। আসলে তারা এদিকে অগ্রসর হওয়ার মত কোন কাজই করতে চাইছেন না। তাই আজকে সেই সব গরীব জুমিয়াদের রিজার্ভের মধ্যে থেকে মুক্ত করে তাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের বাঁচিয়ে রাখার সরকারী যে কর্তব্য, সেটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য, আমি এই কাট মোশানটা এই হাউসের সামনে এনেছি। তারপরে মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু যে কথাটা বলেছেন, আজকে যেখানে আমাদের এতসব বেকার আছে, তাদের বেকার সমস্যার কোন সমাধান সরকার করতে পারছে না, সেখানে সাধারণ মানুষেরা বন থেকে যে সব বাঁশ, ছন ইত্যাদি সংগ্রহ করে, বাজারে বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করছে, তাদের থেকে মাশুল আদায় করা হচ্ছে যদিও তাদের পক্ষে সেটা দেওয়া একেবারে সম্ভব নয়। গরীব লোকেরা যাতে বন থেকে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করার জন্য লাকড়ি, বাঁশ এবং ছন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে, সেজন্য তাদেরকে মাশুল দেওয়া থেকে রেহাই দেওয়া উচিত, আর তারই জন্য আমি এই হাউসে একটা প্রস্তাব এনেছিলাম। কিন্তু সেটা সরকার গ্রহণ করল না। অথচ এটার দরকার ছিল, তার কারণ হল এই সব লোক যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জায়গা বা পুনর্বাসন না পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এই সুযোগ দেওয়া উচিত, আর তা যদি না দেওয়া হয়, তাহলে এই

দুর্মূল্যের দিনে তারা তাদের পরিবার পরিজনদের ভরণ পোষণ করে বাঁচতে পারবে না। তারপরে আছে ভূমিহীন কৃষক এবং জুমিয়া কৃষকদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে, এই সম্পর্কে। আগেও অনেক আলাপ আলোচনা হয়ে গেছে। আজকে শুধু জুমিয়াদের কথা নয়, যারা ভূমিহীন আছে, তাদের কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে যেসব ভূমিহীন চা বাগানগুলির মধ্যে খাস জমি দখল করে আছে, সেগুলি তাদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া উচিত, যাতে করে তারা কৃষি কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অথচ সরকার সেই রকম কোন ব্যবস্থা করছেন না, যদিও এই সব ভূমিহীন বহুদিন ধরে সেই জমি দখল করে আছে। সরকার আজকে অনেক বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন, যেমন ভূমিহীনকে ভূমি দাও, জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দাও, লাঙ্গল যার জমি তার, এই রকম অনেক বুলি তাদের আছে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলিকে রূপায়িত করবার কোন চেষ্টাই করা হচ্ছে না। কাজেই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি থ্রিতে যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসের সামনে চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আর বিরোধী পক্ষ থেকে মাননীয় সদস্যরা যেসব কাটমোশান এই ডিমাণ্ডের বিরুদ্ধে রেখেছেন, সেগুলির ভিতরে কোন সার বত্তা না থাকায়, আমি সেগুলিকে সমর্থন করতে পারছি না। কেন করতে পারছি না, তার কয়েকটা কারণ আমি এখানে দেব। যেমন তাদের একজন একটা কাট মোশান রেখেছেন—সিদংছড়াতে রিজার্ভ মুক্ত করবার জন্য বরাদ্দের অভাব। আমি বুঝে উঠতে পারি না, তারা কেন এই কাট মোসান রেখেছেন? রিজার্ভ মুক্ত করার জন্য কোন বরাদ্দের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়না। তারপরে আর একজন কাটমোশান রেখেছেন—ছনের ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ। আমরা জানি সরকারের যদি আয় বাড়াতে হয়, তাহলে ট্যাক্স বসিয়ে সেটা করা সম্ভব। ট্যাক্স না বসালে আয় কি করে হবে? মানুষ বন থেকে ছন বাঁশ আনবে, আর তার উপর ট্যাক্স দিতে হবে না তো কিসের উপর ট্যাক্স বসাতে হবে? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, এরা যে কাট মোশান রাখে, তার মধ্যে কোন সারবত্তা নেই, কাজেই তাদের এই সব কাটমোশানকে আমি সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি নিজের কথা, অর্থাৎ আমার মনের কথা কিছু বলব। আমি বলব, এখন যে ট্যাক্স ধরা আছে, এটা আগের তুলনায় তিনগুণ বেড়েছে। যেমন ধরুন শাল কাট আগে বিক্রি হত ৮ টাকা করে প্রতি ফুট, এখন এটা বিক্রি হচ্ছে ১৪ টাকা। তারপরে একগাড়ী লাকড়ি আগে বিক্রি হত মাত্র ২ টাকায়, এখন কিন্তু সেটা বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে সব জিনিষেরই দাম কম বেশী কিছু কিছু বেড়েছে, কিন্তু সেই জায়গাতে মাশুল যদি কিছু বাড়ে তাহলে আপত্তি কোথায়? এখানে আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু আমার আপত্তি একটা জায়গায় আছে। সেটা হল বনের মধ্যে বা তার ধারে কাছে যেসব ভূমিহীন কৃষক বা গরীব লোক থাকে, তারা, বিশেষ করে বৃদ্ধ মহিলারা এবং শিশুরা বনে গিয়ে

ছন, বাঁশ, বেত, লাকড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করে, এবং সেগুলি বাজারে এনে বিক্রি করে তাদের দৈনন্দিন খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। তারা এভাবে বেঁচে আছে স্যার। কেন না তাদের পক্ষে টাকা দিয়ে ঘর ছানি দিয়ে থাকা একেবারে অসম্ভব। তারা যে বন থেকে ছন এনে ঘর ছানি দেয়, সেটাও একটা চমৎকার স্যার। সেটা কেমন? সেটা হল তারা বন থেকে ছন আনে ঠিকই, কিন্তু ঘরে যে পরিমাণে ছানি দিলে সেই ঘরটা ২/৪ বছর যেত, সেটা যায়না। কারণ ঘরের জন্য ছন এনে এখান থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে সেগুলি আবার বাজারে বিক্রি করে দেয়, বিক্রি করতে হয়, তার কারণ হল তা না হলে খাবে কি? কাজেই যে ঘর ছানি দিল, সেটা এক বছর যেতে না যেতেই আবার সেই ঘরে বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। স্যার, এই হচ্ছে, আমাদের গরীব লোকদের অবস্থা। কিন্তু সেখানেও এই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা তাদেরকে রাস্তার ধারে বা বনের মধ্যে ধরে টানা হেছড়া করছে। স্যার, আমি জানি যদি কেউ একটা পিছাও নিয়ে আসে, তাহলে তাকে ধরেও তারা টানা হেছড়া করে। আমি বলি. তারা যদি এমন কিছু বন থেকে নিয়ে যায়, তাহলে তাদের ধরে মাশুল আদায় করে নাও, এটা ভাল কথা। তারা মাশুল দিতে রাজি। কিন্তু সেটা না করে ঐ ফরেষ্টের লোকেরা, তাদের টানা হেছড়া করে। আমি বনের ধারে অনেক ঘুরাফেরা করি স্যার, তাই এগুলি আমার নজরে পড়ে। সেখানে বুড়া থেকে আরম্ভ করে শিশুদেরও রেহাই দিচ্ছে না, স্যার। স্যার, এই সব গরীবদের নিয়ে এই রকম করাটা ঠিক নয়। তাদের থেকে মাশুল আদায় করা হউক, কিন্তু এদের নিয়ে যেন টানা হেছড়া না করা হয়, সেজন্য আমি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কিন্তু এই যে গরীবের যে প্রয়োজনীয় বস্তু সেই বস্তুর উপর মাশুল আগে যা ছিল এখনও তাই থাকুক। এটা দেড়া বা দোনা না করাটাই ভাল। আর এক দিক দিয়ে ছন ফরেষ্ট থেকে উধাও হয়ে গেছে। মুলা বাঁশ বলুন বা ছন বলুন এইগুলি আপনা থেকে শেষ করে দিচ্ছে। কি করে শেষ করল? প্ল্যান্টেশান করার ফলে ছন পরিস্কার। এই যে অসংখ্য ভূমিহীন আদিবাসী যারা জঙ্গলে বাস করে তারা দুই এক বছরের মধ্যে দেখতে পাবে এক টাকার ছন আট টাকায় পাবে না। অনেক দূর থেকে তাদের ছন আনতে হয় এবং আনতে গেলে তাদের খরচ হয়। তাই তারা ঘরে বাস করতে পারবে কিনা সন্দেহ। তাই আমি বলছি অন্তত: কিছু জায়গা রাখা উচিত যেখানে ছন হয়। ফরেষ্ট থেকেই রাখুক না, মাশুল দিয়েই নিবে। আর কিছু জায়গা রাখা হোক মুলা বাঁশের জন্য। সেই মুলা বাঁশ কেটে প্ল্যান্টেশান করার কোন যুক্তি নাই। আমরা কথাগুলি যেন মাননীয় মন্ত্রীরা কান দিয়ে শোনেন এই আমার অনুরোধ। তারা বছর বছর ছন কেটে দেয়, পুড়িয়ে দেয়। চামল, কড়ই, শাল এইগুলি মূল্যবান জিনিষ, আমি বিশ্বাস করি এবং সমর্থন করি এইগুলি করতে হবে। বন ছাড়া মানুষ বাঁচেনা কিন্তু মানুষ ছাড়া বন থাকার কোন অর্থ নাই। মানুষ যদি থাকে তাহলে বনের পরিবর্তে অন্য কিছু গাছ তারা লাগাতে পারে। আম গাছ, কাঁঠাল, অনেক কিছু গাছ আছে তারা লাগাতে পারে। যারা ভূমিহীন জুমিয়া তারা কি করে? যারা রিফিউজী কলোনীগুলিতে আছে তারা এখন আম কাঁঠাল লাগাচ্ছে। ভাতের অভাবে আম কাঁঠাল খেয়ে

বেঁচে থাকে। আমি এই অ্যাসেম্বলী হাউসে বলেছিলাম যে এই যে জুমিয়াদের অবস্থাটা কি? এখন ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট পেলেও সেকেণ্ড ইনস্টলমেন্ট পাবেই না। মন্ত্রীরা বলেন আমরা কি করব, এটা তো রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু তখন বলেছিলাম যে যদি কিছু জমি যেমন ৫ কাণি জমি যদি রিজার্ভ মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে কি আপত্তি থাকে। এখন প্রশ্ন হল তারা তিন শ' টাকা পাচ্ছে। কারণ জায়গাটা হল সেটেলমেন্টের। আর একজনের জমিদারীর মধ্যে। জায়গার অধিকার নাই। জায়গাটায় অধিকার না থাকার ফলে তারা অতিরিক্ত টাকা পাচ্ছে না। তাহলে জুমিয়ার অবস্থাটা কি? তাই আমি বলছি যতগুলি আদিবাসী জুমিয়াকে সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছিল রিজার্ভ ফরেষ্টে সেই জায়গাগুলি মুক্ত করে দেওয়া হোক। নাহলে তাদের সেটেলমেন্ট হবে না। কারণ জায়গার অধিকার না পেলে তারা কৃষি ঋণ পাবে না, অমুকটা পায় না, তমুকটা পায় না। একটা জায়গা তাকে দেওয়া উচিত। সেই জায়গাটা যদি রিজার্ভ থেকে মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয়। আর এক দিকে দেখেন তাদের মজুরী অন্যান্য জায়গায় বেড়েছে। আমি জানি ডে লেবারার যারা তারা ডেলী বোধ হয় ৪/৫ টাকা পায়। এই অ্যাসেম্বলী থেকেই বোধ হয় এটা পাশ হয়েছে। কিন্তু এই অ্যাসেম্বলীতে কতবার বলেছি ফরেষ্টের বেলায় দুই টাকা আড়াই টাকা করেছে। এখন কি দুই টাকা আড়াই টাকার যুগ আছে? ফরেষ্টে যারা কাজ করবে, এখানেও তারা তারতম্য রেখেছে। মেয়েদের বোধ হয় আড়াই টাকা আর বেটাদের বোধ হয় তিন টাকা। আমি কয়েকবার বলেছি যে অন্ততঃ চার টাকা মজুরী করা হোক। আমার যে মজুরে কাজ করে সেও ৪ টাকা পায়। আর আদিবাসী রমণীরা পুরুষদের থেকে কোন অংশে কাজ কম করে না। আর ডিউটি ঠিক করা উচিত। কারণ তারা ভোর পাঁচটা থেকে ৮ ঘন্টার আগে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। আমি এখনও বলছি তাদের নিম্নতম মজুরী ৪ টাকা করা হোক। আর একদিকে স্যার ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় আছে কিনা জানি না, আমি ওরাংবাড়ী, অমরপুর যেতে দেখবেন, মহারাণী পার হয়ে পড়ে, সেখানে গিয়ে আমি দেখেছি তারা চার দিক দিয়ে অনেক বাগান করেছে। এটা বোধ হয় ফরেষ্টের নিয়ম আছে যে তাদের যদি এমনিতে আটকিয়ে না রাখা যায় তাহলে ফরেষ্টের কাজ কে করবে। কিন্তু এইভাবে কি মানুষকে আটকিয়ে রাখতে পারে। পেটের দায়ে যেখানে মানুষ কাজ পায় সেখানেই যায়। এখন কাজ করছে না? প্রজেক্টে কাজ করছে। যেখানে কাজ পায় সেখানেই যায়। কাজেই ওদের অন্ততঃ থাকার মত, খাওয়ার মত ব্যবস্থা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি গত শনিবারে এক জায়গায় গিয়েছিলাম। তারা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল খবর দিয়ে একটা তামাশা দেখাবার জন্য। জায়গাটার নাম হল লুতাইছড়া। মৌজা গর্জি। এখানে একটা গারো কলোনী আছে, পতিছড়ির এখানে। গারো, পুরান তিপ্রাই বেশী। লুতাইছড়া এলাকা, আমার এলাকাতে পড়ে। আমি অনেক দিন পরে সেখানে গেলাম। আমি ভাবতে পারিনি যে তারা আমাকে সেটা দেখাবার জন্য

নিয়ে চলেছে। তারা অসংখ্য পিটিশন দিয়ে এসেছে। কি হয়েছে? ঐ কলোনীতে রাস্তা আছে জীপ গাড়ী যায়। সুন্দর জায়গাটা। টিলা হলেও সমতল। কিন্তু রাস্তার দক্ষিণে প্ল্যান্টেশান হয়েছে, পূর্ব্বে হয়েছে। ডাইন সাইডটাকে লুতাইছড়া বলে। সেখানে পুরাণ ত্রিপুরা ইত্যাদি মিলে প্রায় দেড় শ' কি দুই শ' পরিবার। তাদের জোত আছে, বোয় হয় লুঙ্গার মধ্যে কিছু কিছু খাসও আছে। টিলা আছে বাড়ীর ভিটি আছে। কোন টিলায় হয়তো পাঁচ ঘর, কোন টিলায় হয়তো ১০ ঘর। এবার দেখলাম তারা সেখানে কিছু কিছু আনারস বাগান করেছে, আম, কাঁঠাল বড় বড় গাছ তারা করেছে। সেখানে ২০০/৩০০ কানি জায়গা হবে, তাদের নাকি ফরেষ্ট থেকে বাধা দিয়েছে। আমি তাদের বললাম তোমরা আগে বলতে পার নাই, তাহলে এই জায়গাটা না হয় মুক্ত করে দেওয়া হত। এখানে ফরেষ্ট থেকে বলেছে তোমরা গাছ কাট, তোমাদের মজুরী দেওয়া হবে, আমরা এখানে প্ল্যান্টেশান করব। আমি এখানে কি উত্তর দেই? তাদের গরু বাছুর আছে, সেখানে ২০০/৩০০ কানি জায়গা হবে, এই হচ্ছে লুথাইছড়ার অবস্থা। আমি এখানে প্রস্তাব করি এই জায়গাটাকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হউক। যদি না দেওয়া হয়, তাদের বাড়ী ঘর আছে, তাদের গরু বাছুর আছে, ভবিষ্যতে যদি তারা ঘর দুয়ার বাড়ায়, তার জন্য জায়গা দরকার। তাই আমি বলছি সেটা ছেড়ে দেওয়া হউক। তারা হল ২০টি ভূমিহীন পরিবার, তাদের বস্তি করে সেটেলমেন্ট দেওয়ার প্রস্তাব আমি রাখছি। তা না হলে তাদের মনে সাংঘাতিক দুঃখের কারণ হবে। সেখানে পুরানো মানুষ আছে, তারা সেখানে বাগানাদি করবে। আরেকটা কথা বলব, (আজকে দাঁত পড়ে গেল, কার কাছে দুঃখের কথা বলি, কেউ শোনেনা) মাত্তারবাড়ী একটা মৌজা, আমি গতবার জিজ্ঞাসা করেছি, বলা হয়েছে যে ফরেষ্ট থেকে ডিক্লারেশান দেওয়া হয়েছে মাতার বাড়ী রিজার্ভ ফরেষ্ট নাই, ভাল কথা। এখানে ভূমিহীন সিডুল্ল কাষ্ট এবং সিডুল্ল ট্রাইবস বসিয়েছেন। এস, ডি, ও গেছেন, আমিন গেছেন, ম্যাপ দেখে তাদের সেখানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে ফরেষ্ট থেকে মামলা করে কয়েকটা ঘর ভেঙ্গে চুড়ে দিয়েছে। আমার এলাকায় সোনাইছড়ি, বেতাগা, তার চারদিকে ফরেষ্ট অফিস, পেছনে ফরেষ্ট অফিস ঐ মাতাবাড়ী, সোনাইছড়ি, মাঝখানে এইরকম একটা জায়গা সেখানে ডিপুটি মিনিষ্টারকে নিয়ে, মেজিষ্ট্রেটকে নিয়ে আমি দেখিয়েছি এবং বলেছি যে এই জায়গাটুকু ছেড়ে দিন, আমরা ভূমিহীনকে দেব। এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এবার দেখলাম টিলার মাঝখানে বন সৃষ্টি করেছে। এর দরুণ মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়। আজকে যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে তারা আজকে ভূমিতে থাকবেন, তারা গাছ বাগানাদি করবে তাদের জন্য গাছ রাখা যাবেনা। তখন বলা হবে যে বে-আইনি। তাদের দিয়ে বাগানাদি করাতে পারেন, বহু আদিবাসী সেখানে আছে কারণ তারা বন ছাড়া থাকতে পারেনা। আমি প্রত্যেকবারই বলছি যে আমার উদয়পুর ২৪৪ বঃ মাঃ জায়গা, তার মধ্যে নদী, নালা, টিলা ইত্যাদি বাদ দিয়ে ২০০ একর থাকছে, এর মধ্যে কত নেবেন?

যেখানে যাবেন সেখানেই এইরকম হচ্ছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলছি, শুধু একবার নয়, বহুবার এই হাউসে বলেছি, আমার সাবডিভিশনে আর রিজার্ভ ফরেষ্ট করতে দিতে রাজী নই। যে সমস্ত পুরানো বাগান আছে, সেখানে করুন। বনের উপর আমার বিদ্বেষ নাই। বন করতে হবে, না করলে মানুষ বাঁচবেনা। কিন্তু কথা হচ্ছে পুরানো বাগান যেগুলি আছে, সেগুলি কেটে নূতন করে প্ল্যান্টেশান করা হউক। বস্তির আধ মাইলের মধ্যে কোন বাগান করতে দেওয়া হবে না এই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু আমরা দেখছি যে বস্তির উঠানের মধ্যে বাগান হচ্ছে, এটা কোন দেশী নিয়ম?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— তারপর আমি বলব যে আজকে ছন, বাঁশের মাশুল পূর্ব্বে যা ছিল, তাই রাখতে হবে। আর বাকী জিনিষের মাশুল বাড়ানো হউক। আরেকদিকে ভূমির মধ্যে, যেসব রিজার্ভের মধ্যে, যেসব মানুষ আছে, তারা জানেনা এটা রিজার্ভ কি রিজার্ভ নয়, তাদের সেই জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হউক এবং তাদের পরচা ইত্যাদি দেওয়া হউক এবং কালেক্টারদের এই আদেশ দেওয়া হউক। এতে অসুবিধা হবেনা, ফরেষ্ট যদি তাদের কাজ দেয়, তাহলে তারা কাজ করবে। আর পুথাইছড়া জুমিয়াদের ছেড়ে দেওয়া হউক, আমার মাতারবাড়ীর জন্য প্রস্তাব আছে। এবং জামজুরির ঘোরাপাড়া, এই জায়গাটা যদি রিলীজ করে দেওয়া হয়, তাহলে সেখানে ২৫০টি ভূমিহীন পরিবারকে দেওয়া যেতে পারে। সেখানে কোন বড় বৃক্ষ নাই, অনেক অফিসার সেখানে গিয়ে দেখে এসেছে, ডি, এম, গেছেন, তাদেরকেও আমি ঘুরিয়ে দেখিয়েছি। আপনারা যদি যান আপনাদেরও আমি ঘুরিয়ে দেখাব। ফরেষ্ট রেভিন্যু আমার উদয়পুরেই বেশী। সেখানে সাল, করই ইত্যাদি বৃক্ষের বন হয়েছে। কাজেই বাড়ীর আনাচে কানাচে যেন আর বন না করা হয়, পুরানো বাগান কেটে করা হউক এবং যাদের ফরেষ্ট আইনে আটক করা হয়েছে, তাদের ছেড়ে দেওয়া হউক। কারণ তা না হলে তারা বাঁচবেনা। মোটামুটি আমি বলেছি। এখানে আমি কতকগুলি রাস্তার কথা বলছি—গঙাছড়া একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম, পেরাতিয়া থেকে সাড়ে তিন মাইল। সেখানে একটা স্কুল আছে, একটা ডিসপেনসারী আছে, বালোয়ারী স্কুল আছে বিভিন্ন ভাবে সেগুলি গড়ে উঠেছে, কিন্তু এই রাস্তাটা ম্যাপের মধ্যেও আছে। সেটেলমেন্ট বলেছে এটা ফরেষ্ট রোড নয়। কিন্তু ফরেষ্ট থেকে কিছু কিছু কাজ বছর বছর করানো হয়। আমি বলেছিলাম এটা পূর্ত্ত বিভাগের হাতে দেন। পাবলিকও দরখাস্ত করল কিন্তু রাস্তাটা ফরেষ্ট থেকে ছাড়া হল না। ফলে এই রাস্তার দরুন ঐখানকার গ্রামবাসী অসুবিধা ভোগ করছে। তাদের মালামাল আনার পক্ষে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমার দাবী এই রাস্তাটা পূর্ত্ত বিভাগের হাতে দিয়ে দেওয়া হউক। আর তা না হলে এক বছরের মধ্যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা করে দিতে হবে—যাতে সেই রাস্তায় গাড়ী চলতে পারে। মোটামুটি আমার বক্তব্য এখানে রাখলাম। আমি কাট মোশানের সমর্থন করলামনা। কেন করলামনা? এখানে তাঁরা বরাদ্দের অভাব না কি বলেছেন,

সেটা ঠিক নয়। তাই আমি সমর্থন করতে পারছিনা। ফরেষ্টএর বাজেট আমি সমর্থন করলাম এবং আমার মনের কথা এখানে রাখলাম। এদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় চিন্তা করুন এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি থ্রিতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য যে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এই ডিমাণ্ডের বিরুদ্ধে যে সব কাট মোশান মাননীয় সদস্যরা এনেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরাতে যতগুলি আয়ের সোর্স আছে, তার মধ্যে এটা হল দ্বিতীয়। আমরা প্রথমে সবচেয়ে বেশী আয় করি আমাদের ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট থেকে, তারপরে আছে এই ফরেষ্ট ডিপাটমেণ্ট। আমরা ল্যাণ্ড রেভিনিউতে সাড়ে চুয়ান্ন লক্ষ টাকা খরচ করে আয় করি ৩৫ লক্ষ টাকা, আর ফরেষ্টে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা খরচ করে আয় করি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। তবে একটা কথা আমাদের বিবেচনার বিষয় এবং দেখার বিষয়, সেটা হল আমরা এই যে আয় করছি, তার বেশীর ভাগই আসছে আমাদের গরীব লোকদের কাছ থেকে। তারা সেখানে কি কাজ করছে ? তারা বাঁশ, ছন, বেত এবং লাকড়ি ইত্যাদি বন থেকে সংগ্রহ করেছে, আর সেগুলি বাজারে এনে অন্যদের কাছে বিক্রী করে নিজেদের দৈনন্দিন জীবন নির্ব্বাহ করছে। এই ধরনের লোকদের কাছ থেকে আমরা এই টাকাটা আয় করছি। স্যার, এখানে একটা কাট মোশান দেখছি, ইনক্রিজ ইন রয়েলিটি। এই যে ইনক্রিজড্ রয়েলটি আমরা যাদের কাছ থেকে পাচ্ছি, তাদের কথা আমাদের একবার চিন্তা করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ফরেষ্ট ডিপাটমেনট থেকে যে ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাচ্ছি, এটা যদি ত্রিপুরার মিডল ইনকাম বা হায়ার ইনকাম গ্রুপ থেকে পাওয়া যেত, তাহলে পরে আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারতাম। কিন্তু ত্রিপুরার ফরেস্ট ডিপাটমেনটের আয় কমুক এটা চাই না, আমরা চাই আয় আরও বাড়ুক। আর সেজন্য কিছু কায়দা কারণ ঠিক করে এই আয় বাড়াতে হবে। কিন্তু যারা নাকি আমাদের দিন মজদুর, তাদের থেকে এই আয় বাড়িয়ে তাদেরকে মেরে কি লাভ হবে, স্যার। আমাদের সরকার তো সব সময়ে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে থাকেন। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা নাকি ছন, বাঁশ এবং লাকড়ি ইত্যাদি সংগ্রহ করে অর্থাৎ ত্রিপুরাতে যারা নিম্ন আয়ের লোক আছে, তাদের থেকে যদি এই রয়ালটি বেশী হারে আদায় করে এই সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা হল তাহলে সেই সমাজবাদ খুব বেশী ভাল সমাজবাদ হতে পারে না। তারপরে আমি এখানে একটা আই নর কথা তুলছি স্যার। সেটা হল আমাদের ত্রিপুরাতে ফরেষ্ট রিজার্ভের সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫০ এর পর—যেটা হয়তো

১৯৫২ কি ১৯৫৪ সাল হবে, আমার ঠিক মনে নেই। আমাদের প্রাক্তন চীফ কমিশনারের আমলে, সেটা হচ্ছে নানজাপ্পার আমলে একটা নোটিফিকেশান দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যত জঙ্গল আছে, সেগুলিকে রিজার্ভ বলে ঘোষণা করলেন। নানজাপ্পার আমলে যে নোটিফিশোন দেওয়া হল, তাতে ৩ রকমের রিজার্ভ হল—একটা হল মহারাজার আমলের, একটা হল প্রপোজড রিজার্ভ আর একটা হল প্রটেক্টেড রিজার্ভ। এখন এই প্রপোজড রিজার্ভ আর প্রটেক্টেড রিজার্ভ যেগুলি আছে সেগুলি হল সাময়িক রিজার্ভ। সেগুলিকে কতগুলি প্রসেসের ভিতর দিয়ে পরে ফাইন্যাল করা হবে। এগুলি ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুসারে করা হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা জিনিষ দেখার আছে, সেটা হল এই চীফ কমিশনারের নোটিফিকেশনের আগে ত্রিপুরাতে যে একটা আইন চালু ছিল, সেটা হল ত্রিপুরা ট্রাইবেল রিজার্ভ এ্যাক্ট। এটাতে ত্রিপুরার মহারাজা ১৯৩৪ সালে ১১০ বর্গ মাইল এলাকাকে রিজার্ভ ফরেষ্ট বলে ঘোষণা করলেন। পরে আবার ১৯৪৪ সালে ১৯৬০ বর্গ মাইল এলাকাকে রিজার্ভ ঘোষনা করলেন। এর পরবর্তী সময়ে মাতা মহারানী এই ১৯৬০ বর্গ মাইল এলাকা থেকে ৩০০ বর্গ মাইলকে রিলিজ করে দিয়ে মোট ১৭৬০ বর্গ মাইল ট্রাইবেল রিজার্ভ ফরেস্ট বলে ঘোষণা করলেন। সেখানে যে একটা সর্ত্ত ছিল সেটা হল এই ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকাতে ত্রিপুরার ৫টি উপজাতি ভিন্ন আর কেউ থাকতে পারবে না এবং অন্য কারও থাকার কোন অধিকারও নেই। এই ছিল সেই অর্ডারটার মূল কথা কিন্তু এখন যে একটা প্রশ্ন উঠেছে সেটা হল এই ট্রাইবেল রিজার্ভ, অর্ডার বলবৎ থাকা সত্বেও এখানকার প্রাক্তন চীফ কমিশনার কিসের ভিত্তিতে এবং কি যুক্তিতে ফরেষ্ট রিজার্ভ বলে ঘোষণা করতে পারলেন? এই ১৭৬০ বর্গ মাইল রিজার্ভের মধ্যে কোন আবাদ যোগ্য জমি নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি এই ডিমাণ্ডের উপর বলুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, এটা বলার যথেষ্ট কারণ আছে। যেখানে ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার বলবৎ আছে, তার উপর আর একটা আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে, স্যার মাননীয় তদানীন্তন চীফ কমিশনার কেমন করে এই ফরেষ্ট রিজার্ভ আইন জারি করলেন। আর এই আইন চালু করার ফলে ত্রিপুরাতে যে সব ট্রাইবেল আদি কাল থেকে তাদের জীবন এই বনের মধ্যে কাটিয়ে যাচ্ছে এবং বনের মধ্যে জুম করে দিন যাপন করতে তাদের ভাল লাগত, সেটার থেকে আজ তারা বঞ্চিত হচ্ছে। স্যার, জুম পরিশ্রমের দিক থেকে খুব কম, অথচ এর প্রডাকটিভিটি অনেক। আমাদের বর্ত্তমানে যেসব এগ্রিকালচারেল সায়েনটিষ্ট আছে, তারা অবশ্য এটা স্বীকার করবেন না। কিন্তু ত্রিপুরাতে এখনও যেসব টিলা আছে, সেগুলিতে আধুনিক প্রথায় টেরেসিং কালটিভেশান করবার যে সমস্ত স্কীম আজকাল চালু হয়েছে এবং যে সমস্ত কলোনী করা হয়েছে, সেগুলির চেয়ে এই যে জুম চাষ, জঙ্গল ফুড়িয়ে দিয়ে ধান লাগানোর যে পদ্ধতি, তাতে অনেক বেশী ফসল হয় এবং ত্রিপুরার আদিবাসীরা এখনও তাই মনে করে থাকেন। এবং আমি নিজেও ত্রিপুরার

আদিবাসীদের সংগে এই ব্যাপারে একমত। কারণ বর্তমানে আধুনিক প্রথায় যে সব টেরেসিং কালটিভেশানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, তাদের যদি ইরিগেশনের কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সেগুলি বৃথায় যাবে। এটা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য, এমন কি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেমেনটের যে সব একসপার্ট আছে, তারাও সেটা স্বীকার করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরাতে যতদিন না ইরিগেশানের কোন সুবন্দোবস্ত করা যাচ্ছে, ততদিন যাতে ট্রাইবেলরা তাদের আদিম প্রথায় অর্থং জুম চাষের মাধ্যমে তারা কৃষি কাজ করতে পারে, তার ব্যববস্থা করার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা টিলাভূমিতে জুম চাষ করে ফসল উৎপাদন করতে যতটা জানে, সমতল ভূমিতে ফসল উৎপাদন করবার কৌশল, তারা ততটা জানে না। তাই ট্রাইবেলদের জন্য যতগুলি কলে নী করা হয়েছে, স্কীম করা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই ফেলিউর হয়েছে, কোনটাই সাকসেসফুল হয়নি। তারপরে আমাদের এখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বলে একটা ডিপার্টমেনট আছে এবং এরজন্য সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট যে টাকাটা দিচ্ছে, সেটাকে সবাই মিলে ভাগ বাটোয়ারা করে লুটে নিচ্ছেন বলে আমার মনে হয়। তারপরে আমাদের ত্রিপুরাতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট যেমন মূল্যবান টিম্বার উৎপাদন করে, তেমনি অন্যান্য প্লেনটেশান ও করে। এই প্লেনটেশানের যে একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে সেটাকে আমি অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করি। কারণ এই প্লেনটেশান স্কীমের ফলে ত্রিপুরাতে যেমন একদিকে অনেক মূল্যবান গাছ লাগানো হচ্ছে, তেমনি আবার অন্যদিকে ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশানেরও একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। তাছাড়া এর থেকে আমাদের অনেক আয়ও হবে। তবে এই প্রপার ইউটিলাইজেশান করতে গিয়ে ত্রিপুরাতে আগে যে আইন কানুনগুলি ছিল, যেগুলি নাকি ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের সার্থের সংগে জড়িত, সেগুলি সরকার মোটেই মানছেন না। যেমন ১৯৬০ সালে ডেবর কমিশন যে একটা রিকমেণ্ডেশান করেছিলেন তাতে একটা কথা আছে সত্য, সেটা শুধু ত্রিপুরার জন্য বলা হয় নি, তারা বলেছে ভারতবর্ষের মধ্যে যত সিডিউলড ট্রাইবস আছে, তাদের ফরেষ্টকে উপভোগ করবার যে স্পেশাল রাইট আছে, সেটা তাদের উপভোগ করতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার, সেটা তো দূরের কথা, আমাদের যে ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট এ্যাক্ট আছে, সেটাও ঠিক ঠিকভাবে মানছে বলে আমার মনে হয় না। এই ত্রিপুরাতে ফরেষ্ট যে দরকার, সেটা কয়েকটা কাজের জন্য দরকার। একটা কারণ হচ্ছে রয়ালটি পাচ্ছে, আর একটা কারণ হচ্ছে ফরেষ্টের ফলে ওয়েদার কনট্রোল হচ্ছে। সারা পৃথিবীর যত বন আছে সেগুলি বৃষ্টিপাতের একটা কারণ। আর একটা কারণ হচ্ছে সেটা থেকে কালটিভেশন হয়। আরও বড় বড় কাজের জন্য ফরেষ্টের প্রয়োজন যেমন আমাদের লিভিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাড়বে। ত্রিপুরার মানুষের আর্থিক অবস্থা যখন ভাল হবে তখন আমরা এই শাল কাঠ এবং সেগুন গাছ কাজে লাগাতে পারব। যারা ফরেষ্ট ভিলেজার্স তাদের মনে অবশ্য এই সম্বন্ধে একটা দুঃখ আছে তারা এই প্ল্যানটেশান করছে। কিন্তু সেটাকে তারা ভোগ করতে

পাড়ার মত। এরকম অবস্থার মধ্যে একটা আফশোষ। তাই হাউসের মধ্যে আমি বলছি যে এই প্রোটেকশান যারা করছে তাদের দৈনিক মজুরী কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ এখানে ফরেষ্ট কনজারভেটারই থাকুন আর সাব ডিভিশনেল ফরেষ্ট অফিসারই থাকুন তারা শুধু পেপার কালটিভেশন করেন। তাদের ব্রেন আছে এবং সেই ব্রেনের দরকার আছে মানি। কিন্তু আসল কাজটা হল যত্ন করবে কে। যারা ফরেষ্ট গার্ড থাকে তারা শুধু ধমক ;দিয়ে কাজ করায়। অরা পাহারাদার। তাদের ফিল্ড ওয়ার্ক নাই। কাজেই বর্ত্তমান সরকার যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন বলে থাকেন তাদের বলছি যে আপনারা যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের এইটুকু অ্যাসুরেন্স দেওয়া উচিত যে তাদের জীবনে না হলেও তাদের ছেলেপেলেদের জীবনে এইগুলির মূল্য যাতে বুঝতে পারে এবং ভোগ করতে পারে। তাই আমি অনুরোধ করব যে তাদের দৈনিক মজুরী যেন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই দিকটা যেন তারা চিন্তা করে দেখেন। তারা হয়ত ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বা এখানে লেবার অ্যাক্টের দোহাই দিয়ে এর বিরোধিতা করবেন। কিন্তু প্রকৃত দিকটা দেখা উচিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে কয়েকটা জায়গাতে ফরেষ্ট্র ভিলেজাস´ আছে। অবশ্য ফরেষ্ট ভিলেজাস´দের ভবিষ্যত খুব ভাল, তা নয়। তবে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য ফরেস্ট ভিলেজাস´দের দরকার আছে। তাদের ছেলে-মেয়েদের যদি লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয় তাহলে তারা নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবে এব ফরেস্ট ভিলেজার হতে চাইবে। ত্রিপুরার ইনটেলিজেন্ট সেকশানের অনেকেই হয়ত ফরেষ্ট ভিলেজাস´ হতে নিষেধ করবেন। আমি তার পূর্ণ বিরোধিতা করছি। কারণ ফরেষ্ট ভিলেজাস´ হিসাবে কিছু মানুষ নিশ্চয়ই থাকা দরকার। কারণ ফরেষ্ট ভিলেজাস´ থাকলে তারা ফরেষ্টের কাজ করে। যারা বাইরে দিন মজুরী করে খায় তারা বাইরে না গিয়ে সেখানেই দিন মজুরী করে খেতে পারে এবং তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকলে তারা সেখানে ভালই থাকবে বলে আমি মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে অনেক ফরেষ্ট কেস্ আছে ট্রাইবেলের নামে। এইগুলি ঝুলানো আছে। কোন কোনটা ৪।৫ বছর যাবত ঝুলছে। ত্রিপুরাতে একটা বন আন্দোলন হয়েছিল '৬৮তে। তখনই অনেক লোককে ফরেষ্ট আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এই কেসগুলি খুব ডিলে হচ্ছে। সেজন্য তাদের হেরাস্‌মেন্ট হচ্ছে বলে আমি মনে করি। তারা যদি ফরেষ্ট ধ্বংস করার জন্য আক্রমণ করে থাকে তাহলে তাদের শাস্তি হওয়া দরকার। যদি প্রমাণ না হয় তাহলে তাদের ছেড়ে দেওয়া দরকার। অনেক জায়গায় দেখেছি, বিশেষ করে অমরপুরে, সেখানে ২।৩ বছরের আগে কোন কেস্ শেষ হয় না। সেখানে কতগুলি ফরেষ্ট কেস্ আছে। এখনও সেগুলি ঝুলছে। তারা শুধু হাজির হয় হাকিমের সামনে, তারপর চলে যায়। আমি এই ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব যে ফরেষ্ট

কেসটা খুব তাড়াতাড়ি যেন শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেন। তাদের যদি দোষ হয়ে থাকে তাহলে তাদের শাস্তি হয়ে যাক তবু ভাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে হাই অফিসিয়াল লেভেলে নিয়ে কতকগুলি কমিটি আছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ফরেষ্ট কনজার্ভেশন বোর্ড। আর একটা হচ্ছে ফরেষ্ট রিজার্ভেশন বোর্ড। জানি না এইগুলির ক্যাপাসিটি কতদূর। তবে এইগুলির ফাংশান যা হয়েছে সেগুলি খুব সেটিসফ্যাক্টরী নয় এবং এই কমিটিগুলির মিটিং করতে গিয়ে এই কমিটির সদস্যরা অনেক টি, এ, ডি, এ, ড্র করেছেন, এটা সত্যি। তবে এত টি, এ, ডি, এ, ড্র করে এই কমিটির মেম্বাররা (রেড লাইট)— আর একটু সময় আমাকে দিতে হবে স্যার। এই কমিটির মেম্বাররা টি, এ, ডি, এ, নিচ্ছেন। এর মধ্যে আমিও একজন মেম্বার। আমি নিজেও স্যাটিস্‌ফায়েড নই যে আমি এত টাকা টি, এ, ডি, এ, ড্র করেছি। কমিটির চেয়ারম্যানকে আমি একটা চিঠি দিয়েছিলাম যে আমাদের এই কমিটি গঠন হওয়ার পর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করে আমরা কি রেজাল্ট পেয়েছি এবং কি কাজ করেছি এই সম্বন্ধে একটা খতিয়ান চেয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। সেই চিঠির উত্তর এখনও পাই নি। জীবনেও পাব কিনা জানি না। কারণ এই রকম চিঠির উত্তর অনেকেই দিতে চান না। কমিটির ওয়ার্কিং রুলস্‌ বলতে কিছুই নাই। যদি কমিটির ওয়ার্কিং রুলস্‌ বলতে কিছু থাকত তাহলে কমিটির মেম্বাররা বুঝতে পারতেন তাদের ফাংশান কি এবং কিভাবে তারা কি কাজ করবেন। যদি একটা গাইডেন্স রুলস্‌ থাকত তাহলে কমিটির পারপাস সার্ভ হত বলে আমি মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সদস্য মহোদয়ের কাটমোশন সমর্থন করি এবং যেন বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা যদি কাজে লাগে ভাল, কিন্তু কাজে লাগবে না বলেই মনে হয়। আমি অনুরোধ করব যাতে কাজে লাগানো হয়। কাজেই যেন বাজেটকে অসমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে প্রটেক্‌টেড রিজার্ভ সম্পর্কে উনি বলেছেন চীফ কমিশনার নান-জাগ্গার আমলে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা রিজার্ভ এবং আরেকটা হচ্ছে প্রটেক্‌টেড রিজার্ভ। রিজার্ভ হচ্ছে যেখানে শাল ইত্যাদি গাছ আছে, বড় বড় গাছ, একটা কমপেক্ট এরিয়া নিয়ে রিজার্ভ করা হয়েছে, ফরেষ্ট এ্যাক্ট অব ১৮৯৭। তার মধ্যে কেউ কখনও যেতে পারে না। সেটা সংরক্ষিত, একটা ম্যাচের কাঠি নিয়েও সেখানে কেউ যেতে পারে না। কিন্তু ত্রিপুরায় সেই ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট এ্যাক্ট ইন টো টো পালন করা হচ্ছে না। যদি করা হত, তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ তার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করতে পারত না। কিন্তু আমরা দেখছি বনে মানুষ কাজকর্ম করছে, কাজেই এই ক্ষেত্রে কিছুটা ত্রিপুরায় শিথিল করা হয়েছে। এটা হল রিজার্ভের কথা। তারপর রিজার্ভ ছাড়া যেটা বাকি আছে, অন্যান্য বন জংগল, সেটা হচ্ছে প্রটেক্‌টেড এরিয়া। সেখানে সময়ে গাছ কাটা যায়, গরু চরানো যায় এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে

জায়গা বন্দোবস্ত দেওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে ফরেষ্ট কমিটি হয়েছে এবং তাদের রিকম্যাণ্ডেশনে রিজার্ভ থেকে অনেক জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। আরেকটা হল পার্ব্বত্য রিজার্ভ। সেটা হল মহারাজার আমলে পাঁচটি শ্রেণীর ট্রাইবেল'এর জন্য রিজার্ভ করা ছিল। এই পাঁচ শ্রেণী ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকতে পারবে না, এই উদ্দেশ্য নিয়েই সেটা করা হয়েছিল। আজকে যেটা মাননীয় সদস্যরা ফিফ্‌থ সিড্যুল বলে চীৎকার করছেন, উদয়পুর গর্জী এরিয়া, বিলোনিয়ার শান্তির বাজার, অমরপুর সম্পূর্ণ ডিভিশন, খোয়াই ডিভিশন, এটা হচ্ছে পার্বত্য রিজার্ভ। সেখানে ট্রাইবেল ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। পার্ব্বত্য রিজার্ভ থেকে পারমিশন ছাড়া কোন ল্যাণ্ড বেচা কেনা যাবে না। এটার মধ্যে পাহাড়িয়ারা থাকে, নন-ট্রাইবেল সেখানে কোন জমি কিনতে পারে না ডি, এম'এর পারমিশন ছাড়া। আরেকটা পার্বত্য রিজার্ভ যেখানে বাংগালী এবং অ-বাংগালীর মধ্যে কোন জমি বেচা বিক্রী হতে পারে না। কিন্তু মহারাণী—বীরেন্দ্র কিশোরের মাতা, তিনি কতক পরিমাণ এই রিজার্ভ থেকে ছেড়ে দিয়েছেন প্রত্যেক সাবডিভিশন থেকে। সেখানে এখন বেচা বিক্রী হচ্ছে, তাতে কোন পারমিশান লাগে না। পার্ব্বত্য রিজার্ভের অসুবিধা হল, কোন বাংগালী এবং অবাংগালীর মধ্যে বেচা বিক্রী হতে পারে না, কিন্তু সেটাও এখন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে; শিথিল হয়ে গেছে, ল্যাণ্ড সেটেলমেন্ট কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং রিজার্ভ এবং প্রটেক্‌টেড এরিয়া এবং চীফ কমিশনার যে পার্ব্বত্য রিজার্ভ করেছেন এটা হচ্ছে আরেকটা রিজার্ভ, কিন্তু বন রিজার্ভ এবং প্রটেক্‌টেড এরিয়া ফরেষ্ট এ্যাক্ট অনুসারে করা হয়েছে। সেটা আইন সংগত ভাবেই করা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র আয় হয় ফরেষ্ট থেকে, আর কোন আয় নাই। শুধু দরিদ্র থেকে মাশুল নিচ্ছে তা নয়, আজকে বড় বড় শাল গাছ, তারপর অন্যান্য গাছ যে সমস্ত আসাম. যাচ্ছে, তার যে রয়েলটি, তার থেকে এই সমস্ত আয় হচ্ছে। কাজেই এই ডিপার্টমেন্টের যে ব্যয় বরাদ্দ আছে, সেটা ঠিকমতই হয়েছে, তাই আমি এটাকে সমর্থন করি এবং যে সমস্ত কাট মোশান আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত তথ্য বক্তৃতায় দেওয়া হয়েছে, তার প্রতিবাদ করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কাট মোশানের বিরোধিতা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য এরসাদ আলী সাহেব যে আইনের ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তিনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি নিজে সেটা বুঝেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। কাজেই যে অর্থে মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং এখানে কাট মোশান এনেছেন, এবং যে কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সে কথাটা হচ্ছে কি, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান এ্যাক্ট যেটা চীফ কমিশনার নান-জাপ্পার আমলে বলবত্ত করা হল, সামগ্রিকভাবে বনাঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে. একটা প্রটেক্‌টেড ফরেষ্ট, আরেকটা রিজার্ভ। এটা করার পর, সেই যে রিজার্ভ সেটা ভেঙ্গে যায়, টিকল না সেটা। বাজুবন বাবু যে কথাটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে মহারাজার আমল থেকে দুইটি রিজার্ভ আইন বলবত আছে। একটা রিজার্ভ আইন বলবত থাকাকালীন, আরেকটা

রিজার্ভ ঘোষণা করতে পারে না. অর্থাৎ যেখানে অলরেডি ত্রিপুরার মহারাজা ট্রাইবেল রিজার্ভ ঘোষিত আছে, সেখানে আরেকটা বন রিজার্ভ ঘোষণা করা হতে পারে না। এই আইনের মধ্যে এরকম কথা বলে না। এই কথাটাই মাননীয় সদস্য এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশান বোর্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কথাটা বলা হয়েছে, আমরা নিজেরা খুবই উৎসাহিত, সেখানে অনেকগুলি মিটিং ইত্যাদি হয়েছে, অনেক জায়গা ফরেস্ট রিজার্ভ মুক্ত করে ভূমিহীন জুমিয়াদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে, বিভিন্ন সময়ে সেই সমস্ত জাগাগুলি কমিটির মেম্বাররা তদন্ত করে দেখেছেন এবং প্রস্তাব করেছেন। উদ্দেশ্য ভাল আমরা যারা মেম্বার. আমরা খুব ইন্টারেষ্ট নিয়ে সেটা করেছিলাম, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই সমস্ত সুপারিশগুলি বা রিকম্যাণ্ডেশানগুলি, কমিটির পক্ষ থেকে করা হয়, সেগুলি প্রস্তাব আকারেই থাকে সেগুলিকে কার্যকরী করা হয় না। সরকার পক্ষ এটাকে একটা প্রহশনে পরিণত করেছেন। এই যদি হয়,তাহলে কমিটি করার তাৎপর্য কিছুই থাকে না আমরা মেম্বাররা অনেকে এই ব্যাপারে টি, এ, ডি, এ, পেয়েছি, সেটা করার চেষ্টাও আমরা করেছি, কিন্তু প্রস্তাবগুলি সরকারের কাছে পৌঁছানোর পর সেগুলি কার্যকরী করা হয় না। এই যদি অবস্থা হয়, মিছামিছি এই কমিটি করার কোন জাষ্টিফিকেশান নাই। কাজেই তাদের যে প্রস্তাব, তাদের যে রিকম্যাণ্ডেশান, তার একটা মূল্য দেওয়া উচিত, কিন্তু সরকার থেকে তা দেওয়া হচ্ছে না। বছরের পর বছর সেগুলি পেণ্ডিং থাকে। মাননীয় সদস্য নিশিবাবু তিনি নিজে জানেন, তার উদয়পুরেও অনেক কেস্ পেণ্ডিং আছে। আর এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করার বিষয়, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার অন্যান্য যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট আছে, তার সংগে তুলনা করলে একটা কথা এখানে স্বীকার করতে হবে যে কিছু কাজ অন্ততঃ প্ল্যান্টেশানের কাজ সেখানে হয়েছে, এইগুলি দেখলে বাস্তবিক মনে আনন্দ হয়, সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই। দোষ ত্রুটি কম্নাপলান ইত্যাদি আছে বটে তথাপি সাব্রুম থেকে ধর্মনগর—রাস্তার ধারে প্ল্যান্টেশান ওয়ার্ক যদি দেখা যায়, সেখানে ভাল ভাল গাছ হয়েছে, সেটা অস্বীকারের কোন হেতু নাই, তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্য বন সম্পদ বৃদ্ধি করছি, বনায়ন করছি মানুষের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য আমরা এটা করছি, কিন্তু এইসব রিজার্ভের মধ্যে যে সমস্ত জুমিয়া, উপজাতি আছে তাদের শুধু বনের দিকে তাকিয়ে থাকলেতো আর পেট ভরবে না, তাদের বাঁচার দিকে চিন্তা করতে হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার। আজকে একদিকে সরকার বন সৃষ্টি করছে, আরেকদিকে মানুষ না খেয়ে মরছে, সাব্রুমের মাগরুমছড়া একটা বিরাট এলাকার মধ্যে প্ল্যান্টেশান হচ্ছে, সেখানে ২৫০ ঘর জুমিয়া আছে, তাদের রিজার্ভের ভিতর জুম কাটতে দেওয়া হয় না। সেখানে যে প্লেনটেশান আছে, ঐ এলাকার ভিতরে যে ২৫০টি জুমিয়া পরিবার আছে, তাদেরকে রিজার্ভে কাজ করার মতো কোন কিছু দেওয়া হচ্ছেনা। অথচ সেখানে আবাদ করার মত কোন জমি সেই যাতে করে সেগুলি আবাদ করে ফসল ফলিয়ে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কাজেই আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যেমন

আঠারো মুড়া হউক, লঙথরাই হউক, সেই সব এলাকায়ও মানুষ আছে, তাদের জীবিকার দিক দিয়ে, তাদের বাচার দিক দিয়ে আমদের সিরিয়াসলী চিন্তা করে দেখা দরকার। এই সম্পর্কে ডেবর কমিশনে পরিষ্কার উল্লেখ আছে, সেটা হচ্ছে জুম কাটা বন্ধ করে দেওয়া নয় সেটা হচ্ছে জুম চাষ তাদের করতে দিতে হবে, যতদিন পর্য্যন্ত একটা অলটারনেটিভ উপায় তারা খুঁজে বার না করতে পারে। এই সম্পর্কে একটা ষ্ট্রং রিকমেণ্ডেশান আছে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার সেটার কিছুই করছেনা। তাই আজকে এই সব জুমিয়ারা বনের মধ্যে কাজ করতে না পেরে, না খেয়ে মারা যাচ্ছে। কাজেই এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে যাতে করে এই সব লোক কাজ না পেয়ে, না খেয়ে মারা না যায়। আর এই সম্পর্কে সরকারের একটা সুনির্দিষ্ট নীতি থাকা দরকার এবং সেই নীতি যত সম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের ফাউণ্ড আউট করা দরকার। যদি আজকে কোন একটা বড় রাস্তার পাশে এগ্রিকালচারের ডেমোনেষ্ট্রেশান ফার্ম্ম করে কৃষি কাজ করা হয়, তাহলে সেটা শুধু লোক দেখানো হবে। সেখানে মানুষ যদি হাতে কলমে কিছু না শিখতে পারে, এবং সেখানে যে অভিজ্ঞতা তারা লাভ করবে, সেটা যদি আবার তাদের জমিতে ফসল ফলানোর কাজে না লাগাতে পারে, তাহলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই এ্যাকৃজিবিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার সবটাই বিফলে যাবে। কাজেই যদি শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য প্লেনটেশান করা হয়, তাহলে সেটা ঠিক হবেনা। এই প্লেনটেশান কোথায় করা হচ্ছে ; করা হচ্ছে এমন জায়গাতে যেখানে নাকি ঘনবসতি আছে, তার ঠিক কাছাকাছি জায়গায়। অথচ এমন অনেক জায়গা পড়ে আছে, যেগুলিতে প্লেনটেশান করলে লোকের কোন অসুবিধা হবেনা, সেখানে কিন্তু কিছুই করা হচ্ছেনা, সেগুলি খালি পড়ে আছে। কাজেই আমি বলব, এদিক দিয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন করা দরকার তারপরে ফরেষ্ট লেবারদের যে ওয়েজ দেওয়া হয়, সেটা অত্যন্ত কম। কেননা আজকাল শহরে কামলার কাজ করলেও লোকে ৪/৫ টাকা রোজগার করতে পারে। অথচ ঐ ফরেষ্ট লে বেরের ভোর সকাল থেকে আরম্ভ করে সূর্য্য অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত এই রোদের মধ্যে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে তাদেরকে মাত্র দেওয়া হচ্ছে ২.৫০/৩ টাকা। এই রেইটটা ঠিক নয় বলে আমি মনে করি। কাজেই তাদের ওয়েজ রেইটটা যাতে অন্তত ৪/৫ টাকা হতে পারে, সেই ব্যবস্থা সরকার থেকে করা উচিত। আর তা না হলে, তারা কি করে বাঁচবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি থি —ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি! আর সমর্থন করে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে কতগুলি বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখতে চাই। তারপরে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এই ডিমাণ্ডের বিরোধীতা করতে গিয়ে যে সব কাট মোশান এনেছেন, আমি মনে করি, সেগুলি তাদের গতানুগতিক ব্যাপার কাজেই, তাদের সেগুলিকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। কিন্তু এই রিজার্ভ ফরেষ্ট সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে, রিজার্ভ ফরেষ্ট কোথায় হবে, কোন জায়গায় মানুষের

বসবাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, এটা অতি সত্বর পুনর্গঠন হওয়া দরকার। আজকে ত্রিপুরাতে যেভাবে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি তাদের বসবাসের উপযোগী জমি না দেওয়া হয়, তাহলে এটার উপর যে একটা আশান্তির সৃষ্টি হবে, সেটা কেউ রোধ করতে পারবেনা। এজন্য প্রথমতঃ উচিত হল পুনরায় এই রিজার্ভ ফরেষ্ট নির্দ্ধারণ করে কোন জায়গাতে প্লেনটেশান হবে আর কোন জায়গা মানুষের বসবাসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। এই রিজার্ভ ফরেষ্ট পুনর্গঠনের সম্বন্ধে আমাদের দুইটি কমিটি আছে। তার মধ্যে একটি হল ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশান কমিটি আর একটি হল ফরেষ্ট ল্যাণ্ড প্লেনটেশান কমিটি। গত ৩/৪ বছর ধরে আমিও সেই কমিটির সদস্য পদে আছি, এবং এখানে ঐ কমিটির অনেক সদস্য তাদের বক্তব্য রেখেছেন। আমি কিন্তু আমার সব বক্তব্য এখানে উল্লেখ করতে চাইনা। তবে এই কমিটি যে কোন কাজ করে নাই, এটা আমি স্বীকার করিনা। বিশেষ করে আমাদের নর্দান ডিষ্ট্রিক্টে এবং ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টে যে সব প্রবলেম ছিল, সেগুলির প্রায় নাইনটি পার্সেণ্ট সল্ভ হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের সাউদার্ন ডিষ্ট্রিক্টের কোন প্রবলেম সল্ভ হয়নি বলে আমার মনে হয়। কারণ এই সাউদার্ন ডিষ্ট্রিক্টের প্রবলেম অনেক বেড়ে গেছে তুলানামূলকভাবে যেহেতু এবারের সেন্সাসে আপনারা দেখতে পাবেন যে সাউদার্ণ ডিষ্ট্রীক্টে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এই প্রবলেম বাড়ার কারণ হচ্ছে আমাদের সাউদার্ণ ডিষ্ট্রিক্টে যে সব টিলা ভুমি আছে, সেগুলি প্রায় সমতল এবং মানুষের বসবাসের উপযোগী। আর নদার্ণ ডিষ্ট্রিক্টের টিলা ভূমিগুলি হাই এবং হাই থাকার জন্য সেখানে মানুষ তাদের ঘর বাড়ী ভালভাবে তৈরী করতে পারেনা, কাজেই সেখানকার লোক সংখ্যাও কম। কাজেই সেগুলি প্লেনটেশানের উপযোগী বলে প্লেনটেশানের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু সাউদার্ণে এইসব প্রবলেম দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। তাছাড়া আমাদের কমিটি থেকে যেসব রিকমেণ্ডেশান করা হয়েছিল, সেগুলি এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকর করা হয়নি। তাই আমি অনুরোধ করব, আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীকে, যেসব রিকমণ্ডেশান কমিটি করেছে, সেগুলি যেন অতি সত্বর কার্য্যকরী করা হয়। কিন্তু আমাদের কমিটির রিকমেণ্ডেশানের পরে এখন যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আমি মনে করি যে সেগুলি আবার রিভাইজড করা দরকার। তার কারণ হল ৩/৪ বছর আগে যে লোক সংখ্যা ছিল, এখন তা আরো বেড়ে গেছে এবং লোক সংখ্যা বাড়ার ফলে আজকে লোকজন বনের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জায়গা রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে, তাড়াতাড়ি পুনর্গঠনের ব্যবস্থা না করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উশৃঙ্খলতা দেখা দেবে, খুশীমত মানুষ তাদের বসবাসের উপযোগী জায়গা পাওয়ার জন্য বনে জংগলে ঢুকে যাবে এবং সেখানে যেসব মূল্যবান বৃক্ষাদি আছে, সেগুলি কেটে ফেলবে, তাতে ফরেষ্টের যেমন ক্ষতি হবে, তেমনি আবার সরকারেরও ক্ষতি হবে এবং একটা অশান্তি বাড়বে, মামলা মোকদ্দমা বাড়বে এবং বাড়ছে। এই জন্যই আমি মনে করি আমাদের বিলোনীয়া, উদয়পুর, সাব্রুম এই তিনটি মহকুমাতে যে সব প্রবলেম আছে সেগুলি যাতে অতি সত্তর সমাধান হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। যেমন কালাপানিয়া রিজার্ভ এর আধা পড়েছে বিলোনীয়াতে আর আধা

পড়েছে সাক্রমে, তারপরে আছে মুহরীপুর রিজার্ভ এবং কালীরাজারাই রিজার্ভ এগুলিরও ঐ করা হয়েছে একই অবস্থা। এবং কালিয়াজারাই রিজার্ভ বলে যেটাকে ঘোষণা সেটা এখনও ফাইন্যাল হয়নি সেখানে যে এরিয়াটা প্রপোজড করা হয়েছে তাতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের বাস আছে। আমাদের বিলোনীয়া মহকুমাতে গুরুই হিল যেটা আছে, সেটাও রিজার্ভ করেছে, কিন্তু সেখানে প্রচুর লোকের বসবাস আছে। আর একটা কথা হচ্ছে রিজার্ভ করেছে যে অংশকে প্লেনটেশান করা হয়েছে তার বাহিরে যে প্রটেক্‌টেড এরিয়া আছে, তাকেও প্লেনটেশান করা হয়েছে। তাই আমার বক্তব্য হল রিজার্ভ ফরেষ্ট যেগুলি রয়েছে, সেগুলি হাই হিল রয়েছে এবং এগুলিতে প্লেনটেশান হয়ে যাওয়ার পর তারপরে যদি দরকার হয়, তাহলে সমতল ভূমিতে প্লেনটেশাম হওয়া উচিত। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এখন যেটা করছে সেটা হল মানুষের লোকালয়ের কাছে, তাদের জায়গা জমির কাছে, এমন কি তাদের কোন একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে, প্লেনটেশানগুলি করছে। মানুষ যদি কোন একটা জায়গার দখল নিতে চায়, তাহলে সাধারণ ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই জায়গাতে একটা ঘর বা বেড়া দিলে দখল নেওয়া হয়। আর আমাদের বন বিভাগও তাদের দখল বজায় রাখার জন্য এমন সব কাজ করছে বলে আমার মনে হয়। কাজেই আমি মনে করি তাদের এই চিন্তাধারা ঠিক নয়। কারণ যেখানে মানুষ আছে সেখান দিয়ে তাদের কিছু কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর তা না হলে মানুষ এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে একটা ক্লেস সব সময়ের জন্য লেগে থাকবে। তাই আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে, এই ব্যাপারে যেন অতি সত্বর একটা সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়ে এই সমস্যার একটা সমাধান করা হয়। আর একটা জিনিব, বাঁশ, ছন সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে, সেটা হল বাশ ছনের যেসব জায়গা আছে, আজকাল সেখানেও প্লেনটেশান করা হচ্ছে। কাজেই মানুষ তার প্রয়োজনে সেগুলি বন থেকে সংগ্রহ করতে পারছেনা। আমি আমার এইরকম দুইটি জায়গার বিষয়ে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে চিঠি লিখেছি যাতে ঐ জায়গা দুইটিতে যে প্রচুর বাঁশ ছন আছে, সেগুলি যেন নষ্ট না করা হয়। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট এদিকে কোন লক্ষ্য রাখেনা, ফলে আমাদের এই ত্রিপুরাতে আগে যেখানে বাঁশ ও ছনের অভাব ছিলনা, এখন এখানে সেই অভাবটা দেখা দিয়েছে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. of to-day.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মিঃ স্পীকার :—আই থিংক ইউ হ্যাভ ফিনিশড।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—নো, আমি পাঁচ মিনিট বলেছি। আরও পাঁচ মিনিট বলব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিভিন্ন সদস্য বিশেষ করে গ্র্যাণ্ড কমিটি সম্বন্ধে যে বলেছেন এই কমিটি মারফৎ আমরা টাকা অপব্যয় করেছি আমি সেটার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি, এই কমিটি কোন কাজ করে নাই যদি বলা হয় আমি বলব যে এটা সত্য নয়। আমরা সাবরুম কালাডোবাতে অনেক জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। গত বৎসর কয়েকশ পরিবারের

পুনর্ব্বাসন হয়েছে আর্দাবাসী। কমলপুর সাইডা টিলাতে কমল বাগান করার জন্য লুসাই পরিবারের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুহুরীপুর রিজার্ভেও কয়েক হাজার একর জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন জায়গাতে অনেক জায়গা ছেড়ে দেওয়া হইয়াছে। তবু প্রস্তাবিত লিষ্টে অনেক জায়গা আছে যেগুলি এখনও ছেড়ে দেওয়া হয় নাই। আরও অনেক জায়গা ছেড়ে দিতে হবে, আমি একথা বলেছি, সেইসব জায়গা দেওয়া হবে বাঁশ এবং ছনের সম্বন্ধে আমি বলতে চাই, তার মাশুল ইদানীং দেড়া করে দেওয়া হয়েছে। একটা লোক সারাদিন পরিশ্রম করে একশ বাঁশ কাটা তার পক্ষে কষ্ট। স্বাভাবিক লেভার কষ্ট যদি আমরা ধরি পাঁচ টাকা। একটা বাঁশ কাটলে চার টাকা তার মাশুল দিতে হয়। আগে তিন টাকা মাশুল ছিল। এখন সাড়ে চার টাকা। এইটা এখনও আইন হয় নি। এইজন্য আমি অনুরোধ রাখব সাধারণ গরীব মানুষ যারা এই বাঁশ ছন ব্যবহার করে, এই বাঁশ ছনের মাশুল বাড়াবার অর্থ সাধারণ গরীব মানুষ যারা তারাই অ্যাফেক্‌টেড হয়। সেইজন্য আগের ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তার মানথলি যে সব পারমিট দেওয়া হয়। আগে এইসব পারমিট দেওয়া হত বাঁশ, ছন, লাকড়ী এইসব ৫।৭ টা আইটেম থাকত। এখন সব আইটেম কেটে হয়ত বাঁশ একটা আইটেম দেওয়া হয়। একটা কৃষক মানথলী পারমিট করলো এক মাসের জন্য তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের জন্য। কিন্তু বাঁশ লিখে বলা হল, আর কিছু আনতে পারবে না। সুতরাং আমি মনে করি আগে যে নিয়ম ছিল সেই নিয়ম যাতে কার্যকরী হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ, এই তিন মাসের জন্য ফ্রি পারমিটের ব্যাবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থা আজও বলবৎ আছে। আইন মাফিক এটা রোধ করা হয় নি। হয়ত মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখে ৭ দিনের জন্য দেওয়া হল বাশ এত, ছন এত, আর সব কেটে দেওয়া হয়। আমি বলব মার্চ্চ মাস অনেক সময় কৃষকদের পক্ষে অসুবিধা। যদি বৃষ্টি হয়, জমিতে লাঙল দিতে হয়। সেজন্য তাদের পক্ষে খুবই অসুবিধা। সুতরাং জানুয়ারী প্রথম দিক থেকে তাদের সাফিসিয়েন্ট সময় দিয়ে সাধারণ গরীব মানুষ যারা তারা বাঁশ, ছন যোগাড় করে। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা তা চায় না। সুতরাং এই যে সাধারণ গরীব মানুষ তাদের জন্য এইভাবে না করে ওরা যাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পায় তাদের প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করতে সেটা যেন দেওয়া হয়। কারণ এটা আইন রয়ে গেছে। আইন উইথড্র করা হয়েছে বলে আমার জানা নাই। আর ছনের মাশুল বা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে একটা অসুবিধা আমি দেখছি। কারণ তিন হাতের বেড় একটা বোঝার জন্য যে মাশুল নেওয়া হয় আগে এটা প্রচলন ছিল যে নদীতে যথেষ্ট ছন বাইরে যেত, বৃটিশ ইণ্ডিয়ার দিকে বা বাংলা দেশের দিকে যেত। কিন্তু এখন সেই এত বড় বোঝা কেউ মাথায় করে বা ঘাড়ে করে আনতে পারে না। এটা সম্ভব নয়.........

সাধারণত মানুষ ভাড় করে আনে এবং তারা দুইটি বোঝা আনে সেখানে তিন হাতের বের যে বলা হয়েছে সেটা আনতে পারে। কাজেই এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজকে বন বিভাগের খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তা আমি সমর্থন করি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার ইন্ চাজ´।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩০'র উপর যে ব্যয় বরাদ্দ এর দাবী করেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং ডিম্যাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাটমোশান এসেছে বিরোধী দলের তরফ থেকে তার বিরোধিতা করছি। উনারা বলছেন হুনের উপর যে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে এবং তাতে সাধারণ মানুষ, গরীব শ্রেণীর মানুষ এ্যাফেকটেড হবে। কিন্তু উনারা হয়তো বাড়ার ব্যাপারটা নিয়ে ডিপার্টমেন্টের সংগে আলাপ আলোচনা করেননি এই বাড়াটায় শত শত গরীব মানুষকে এ্যাফেকট করবে কিনা ? আমরা তাদের ইনফরমেশনের জন্য বলতে চাই যে হুনের উপর রয়েলিটি যে কিঞ্চিত বেড়েছে সেটা সাধারণ মানুষকে এ্যাফেকট করবেনা এবং যারা একত্রে কালেকশান করেন বিজনেস পারপাসে তাকে এটা বর্ধিত রেটে সারচার্জ দিতে হবে, কমন পিপলকে, যারা কাঁধে করে হুন ইত্যাদি আনে নিজেদের বায়ের জন্য ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য সেটা আনচেনজড রয়ে গেছে, তারা সেটাতে এ্যাফেকটেড হবেনা। যারা গাড়ীতে করে আনবে বেশী পরিমাণ তাদের বেলায় ৫০ পারসেন্ট সারচার্জ ধরা হয়েছে। কাজেই উনারা যে কথাটা বলেছেন সে কথাটা ঠিক নয়। প্রসঙ্গত উনারা বলেছেন যারা তিন হাত দড়ির বেড়ে বা তিন হাত লম্বা দড়ির বোঝা যে হুন আনে একটা বয়স্ক মানুষ বা একটা ছেলে সেটা আনতে পারেনা, ছোট্ট বোঝার জন্য একই রয়েলিটি দিতে হয় এটা ঠিক নয়। আমাদের একটা জেনারেল পলিসী হল এই যে পিরিয়ডিক্যাল কিংবা মাসিক বা দৈনিক,এই ধরণের একটা পারমিট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, যারা ছোট্ট বিজনেসের লোক গরীব লোক যারা হুন ইত্যাদির ব্যবসা করে তাদের সুবিধার জন্য তারা যদি পিরিয়ডিক্যাল পারমিট নেন, সাপ্তাহিক, মাসিক বা দৈনিক যেভাবে সুবিধা, এক সপ্তাহের রয়েলটি মাত্র দুই থেকে আড়াই টাকা দিতে হয়। এক সপ্তাহ তারা যত বেশী বোঝা আনতে বাধা নাই বড়, মাঝারি, যত খুশী ভার তারা আনতে পারবে। যদি মাসিক করে এক মাসের মধ্যে যত খুশী আনতে পারবে। কাজেই সাধারণ মানুষ এফেক্টেড হচ্ছে বলে আমি মনে করি না। ছোট্ট ছেলে বেশী ভাড় আনতে পারেনা বলে বলেছেন, ছোট্ট বোঝার জন্য সেই রেট এই কথাটা এখানে খাটে না। এই সঙ্গে উনারা বলেছেন ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য আরও জায়গা ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা যেখানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হতে পারে এবং এই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি সরকারের আছে। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সরকার বিবেচনা করছেন এবং সেই জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে জায়গা মুক্ত করেই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সম্ভবপর নয়, রিজার্ভ ফরেষ্ট মুক্ত করার চিন্তা যেমন সরকার করছেন, তাছাড়া যে সমস্ত খাস ল্যাণ্ড আছে, সেই সমস্ত জায়গাতে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করছেন এবং এই বাজেটেও

তার প্রভিশন করা হয়েছে। এই পর্য্যন্ত জুমিয়া পুনর্ব্বাসন ২১ হাজার ফেমিলির উপর ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে। তদুপরি ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে যেখানে যেখানে এগ্রিকালচার পারপাসে জমি ছাড়া যেতে পারে সেই সমস্ত জায়গা রিলীজ করার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। যেমন আমরা কোন কোন জায়গায় দেখছি যে ফরেষ্ট রিজার্ভ মুক্ত করার জন্য সুপারিশ করার জন্য আমাদের এম, এল, এ এবং মিনিষ্টারদের নিয়ে একটা কমিটি আছে যেটাকে ল্যাণ্ড ইউটিলাই জেশন এবং সয়েল কনজার্ভেশান বোর্ড বলা হয় এই নামে একটা কমিটি করেছি সেই কমিটি বিভিন্ন প্রস্তাব যেগুলি সেটেলমেন্ট থেকে আসে কোন কোন জায়গা ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে মুক্ত করে এ্যাগ্রিকালচার পারপাসে ইউটিলাইজ করা যায়, সেই কমিটি সদস্য যারা আছেন, তারা সেইভাবে বিভিন্ন জায়গা টুর করছেন, জনসাধারণ থেকে দরখাস্ত নিচ্ছেন। নিয়ে যে সমস্ত জায়গা বেটার ফর ইউটিলাইজেশন ফর এ্যাগ্রিকালচার পারপাস, তার পরিপ্রেক্ষিতে তারা সেটা রিকমেণ্ড করছেন। ল্যাণ্ড ইউটিলাইজেশন এ্যাণ্ড সয়েল কনজার্ভেশান বোর্ড সেইভাবে রিকমেণ্ড করছেন এবং সেটা তখন সেইভাবে রিলীজ করার ব্যবস্থা করছেন। এই ধরণের প্রস্তাব করে এই বোর্ড এই পর্য্যন্ত ১৬০৫৮.৭৪ হেক্টর জমি রিজার্ভ থেকে মুক্ত করে ল্যাণ্ড লেস জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসনের জন্য দেওয়া হয়েছে। সুতরাং জুমিয়াদের এবং আদার ল্যাণ্ডলেসদের পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ভাবছেন না, এই কথা আমরা মনে করি না। এছাড়া আরও কতক জায়গা মুক্ত করার জন্য এই বোর্ডের কাছে অনেকগুলি প্রস্তাব এসেছে, এবং বোর্ড সেগুলি বিচার বিবেচনা করে দেখছেন, যাতে সেগুলি এগ্রিকালচারের জন্য ইউটিলাইজড করা যায়। আমি এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই যে এখানে আমাদের কয়েকজন মাননীয় সদস্য এই ফরেষ্ট সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে এমন একটা ভাব দেখিয়েছেন যে আমাদের সমস্ত ফরেষ্টকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত। অর্থাৎ এই ফরেষ্ট যেন তাদের কাছে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। আমি জানি না তারা কিছুদিন আগে এই সেন্টিমেন্টের বশীভূত আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে বনায়নের জন্য যে সব পরিকল্পনা করেছি, ত্রিপুরার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবার জন্য যে বনায়ন সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছি এবং ত্রিপুরাতে শিল্প প্রসারের জন্য যে বনায়ন সৃষ্টি করেছি, সেটা বানচাল করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার এখানে সেখানে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে এই বনায়নের ক্ষতি সাধন করার জন্য উস্কানি দিয়েছিল। আমরা জানি না তারা এই বক্তৃতা দিয়েই কি তাদের সেই তথাকথিত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিনা। কিন্তু বক্তৃতা দিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠাকরার কোন কল্পনা বিলাস আমাদের মধ্যে নেই, আমরা চাই আমাদের সমাজবাদ বা বাস্তবমুখী কার্য্যক্রমের মাধ্যমে স্থাপিত হউক। এবং সেই অনুসারেই আমরা এই বনায়ন সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করে চলছি। আর এই বনায়ন যদি ত্রিপুরা রাজ্যে না হত, তা হলে কয়েক বছর আগে ভারতের অন্যান্য জায়গা যে অনাবৃষ্টির জন্য যে ড্রট হয়ে গেছে, সেটা আমাদের এই ত্রিপুরাতেও হতে পারত। কিন্তু আমরা এই বনায়ন করে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে সেই ড্রট থেকে রক্ষা করতে পেরেছি। তা ছাড়া ত্রিপুরাতে

যে সব শিল্প গড়ে তুলতে চাইছি, সেগুলি আমাদের ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এবং আমাদের কৃষক, মজুর শ্রেণীর কল্যাণের জন্য এই বনায়ন অনেক সহায়তা করবে বলে আমাদের অনেক বিশ্বাস আছে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যগণকে বলব যে এই বনায়নের প্রতি তাদের যে একটা বিতৃষ্ণার ভাব আছে, সেটা যদি না থাকতো, তা হলে অনেক ভাল হত। আমরা ত্রিপুরাতে শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে রাবার প্লেনটেশান করেছিলাম সেটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য আমাদের এখানকার একটি বিশেষ দল সমাজদ্রোহীদের উস্কানি দিয়েছিলেন। তারজন্য অনেক হামলা হয়েছে এবং অনেক মামলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই ধরণের কার্যকলাপে মানুষের শুধু সর্বনাশই হবে, এতে মানুষের কোন উপকার হবে না, কাজেই আমরা এটাকে কোনরকমে বরদাস্ত করতে পারিনা। মাননীয় সদস্যদের মনে রাখা দরকার, এই বনায়নের পরিকল্পনাকে আমাদের মানুষের প্রয়োজনেই সার্থক করে তোলা দরকার। তবে এর মধ্যে যদি আন-ইউটিলাইজড ল্যাণ্ড থেকে থাকে, তাহলে সেগুলিকে যাতে ইউটিলাইজড করতে পারা যায়, সেদিকে নজর রেখে আমাদের রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে কিছু কিছু জায়গা মুক্ত করতে হবে এবং আমরা সেজন্য চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছি। এবং আমি একথা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আমরা ভবিষ্যতেও এভাবে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী বন থেকে রিজার্ভ মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাব, যাতে আমাদের জুমিয়াদের ভূমিহীনদের পুনর্বাসনে কাজে লাগে। তবে একটা কথা আমাদের বুঝা দরকার, যে এই ধরণের সমালোচনা করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে বন সম্পর্কে যাতে কোন রকমের বিতৃষ্ণা বাড়িয়ে তোলা না হয় এবং সেই সম্পর্কে আমাদের ভাষাও সংযত হওয়া উচিত। কেননা আমরা এই যে বনায়ন করছি, সেটা আমাদের মানুষের স্বার্থে এবং আমাদের মানুষের কল্যাণের জন্যই করছি। তারপরে বন্ধুগণ ... ...

অপজিশন থেকে—স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, চেয়ারকে সম্বোধন করছেন না, উনি যেন মাঠের মধ্যে বক্তৃতা দিয়ে চলছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, আপনি আপনার বক্তব্য রাখার সময়ে যা কিছু বলবেন, সেটা চেয়ারকে সম্বোধন করে বলবেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ—স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের, আমার নিজের বন্ধু বলে আহ্বান করছি। কিন্তু তারা যদি আমার সেই আহ্বান গ্রহণ করতে রাজি না হন, তাহলে সেজন্য দুঃখিত। কাজেই আজকে তাদের কাছে আমার আবেদন হল, তারা যেন আমাদের সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেন। তারপরে আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে কৈলাসহরে সিদংছড়া এলাকা ক রিজার্ভ মুক্ত করার বন্দোবস্তের অভাব। কিন্তু আমি বলব সেই সিদংছড়াকে রিজার্ভ মুক্ত করবার জন্য একটা প্রস্তাব সরকার বিচার বিবেচনা করে দেখেছেন এবং বিচার বিবেচনা করে দেখা গেছে যে সেটাকে রিজার্ভ মুক্ত করাটা ঠিক হবে না। কারণ আমাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য এই যে বনায়ন তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেটাকে রিজার্ভ মুক্ত করা সরকারের পক্ষে এখন ঠিক হবে না। অবশ্য যেখানকার যেসব ভূমিহীন জুমিয়া এবং ভূমিহীন কৃষক আছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য আমাদের সরকারের তরফ থেকে অনেক চিন্তা

করা হচ্ছে। তারা যাতে অন্য কোথাও অলটারনেটিভ সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্যদের একজন এখানে উল্লেখ করেছেন যে নানজাপ্পা চীফ কমিশনার থাকাকালীন, তিনি রিজার্ভ ফরেষ্ট সম্পর্কিত একটা নূতন সাকুলার দিয়েছেন যারফলে কিছুটা ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে পড়ে গেছে. কিন্তু রিজার্ভ ফরেষ্ট যে অর্ডার, তাতে ট্রাইবেল রিজার্ভ যে ফরেষ্টের এলাকাতে থাকতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। আসল কথা যেটা সেটা হল ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়াতেও ফরেস্ট রিজার্ভ থাকতে পারে। এদিক দিয়ে আইনগত কোন বিরোধ নেই। কাজেই নানজাপ্পা সাহেবের যে অর্ডার এর কথা তিনি এখানে উল্লেখ করছেন, সেটা কি উদ্দেশ্য নিয়ে করেছেন, তা আমার জানা নেই। আমি আশা করব, আমার কথাতে একমাত্র জঙ্গলের মানুষেরাই অসন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু পরিস্কার জায়গার মানুষদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ নেই। কাজেই এখানে যে বলা হচ্ছে রিজার্ভ থাকলে, আমাদের সাধারণ মানুষেরা এফেক্টেড হবে, সেটা ঠিক নয় বরং এই রিজার্ভ আমাদের সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই করা হয়েছে। কাজেই এখানে যেসব কাটমোশানগুলি রাখা হয়েছে, তাতে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না এবং আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার যে মূল ডিমাণ্ড, সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker ; —Discussion on the Demand and the cut motion is over. Now, I am putting to vote the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma.

The question before the House is the motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on 'ছনের ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ।'—was then put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now, I am putting another cut motion of Shri Abhiram Deb Barma to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to disscuss on—'ভূমিহীন কৃষক ও জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে আবাদ যোগ্য জমি রিজার্ভ মুক্ত না করার প্রতিবাদ'—was then put and LOST.

Mr. Speaker :—Now, I am putting the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—'কৈলাসহরের সিদংছড়া এলাকার উপজাতি গ্রামকে রিজার্ভ মুক্ত করার জন্য বরাদ্দের অভাব'—was then put and LOST.

Mr. Speaker :—Now, I am putting the main demand to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge that a sum *not exceeding Rs. 76,25,000/- [inclusive of the* sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 33—Forest was then put and PASSED.

Mr. Speaker :—Next, I would call on Hon'ble Minister in-charge to move his Demand Nos. 34 and 35 together.

Shri Prafulla Kr. Das :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator ... ...

Shri T. M. Das Gupta :—Point of order Sir, Finance Minister is in Agartala and how the other Minister could move his demand, when it is a precedent of this House ?

Mr. Speaker :—The Minister is already authorised by the Minister in-charge. He is authorised to move demands on his behalf.

Shri T. M. Das Gupta :—The Minister in-charge authorised another Minister. Now, whether further delegation of power may be made by the authorised minister when he is in the Head quarter ?

Mr. Speaker :—Yes. he can.

Shri P. K. Das :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 82,72,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 34—Miscellaneous.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 35—Other Miscellaneous Compensation & Assignments.

Mr. Speaker :—There are several cut motions on Demand for Grant No. 34. Now, I would request the Hon'ble Member Shri Monmohan Deb Barma to move his cut motion. I think the Hon'ble member is absent. So his cut motions fall through. Now, I would request the Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motion. অনারেবল মেম্বার, আমি এই দুইটা গ্র্যান্ট আলোচনার জন্য ৪৫ মিনিট সময় দেব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার ডিমাণ্ড নাম্বার ৬৩ এর উপর আমার প্রথম কাটমোশান হল—ছনের ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ', আর দ্বিতীয় কাটমোশান হল—ভূমিহীন কৃষক ও জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে আবাদযোগ্য জমি রিজার্ভ মুক্ত না করার প্রতিবাদ। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪ এর উপর আমার কাটমোশানগুলি হল—(১) গাওসভার হাতে জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতির বাজেট হস্তান্তর না করার প্রতিবাদ। (২) পাকিস্তান হতে নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি না গ্রহণ করার প্রতিবাদ। (৩) ডিসট্রেড আন-এমপ্লয়েড গোল্ডস্মিথ—এর সাহায্য দিবার জন্য গঠিত বোর্ডে স্বর্ণশিল্পীদের নির্ধারিত প্রতিনিধি গ্রহণ না করার প্রতিবাদ। (৪) ভূমিহীন কৃষক পুনর্বাসনে সুস্পস্ট নীতি গ্রহণ না করার প্রতিবাদ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ব্যাপারে তারা যাতে এই সুযোগ সুবিধা গুলি পায় তার জন্য গাওসভা রয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই। কিন্তু তাদের কোন কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। গাঁওসভা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কিন্তু তাদের কাজ করার মত ক্ষমতা তাদের হাতে নাই। তাদের দিয়ে বাজেট পাশ করানো হয়, কিন্তু বাজেট অনুসারে গ্রামের মানুষের যে ছোট ছোট রাস্তা ঘাট, এই রাস্তাঘাট করার মত অর্থ গাঁওসভার হাতে দেওয়া হয় না। জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে—যেমন চিকিৎসার এবং ডিসপেনসারী ছোট ছোট যে ব্যবস্থা সেগুলি গাঁওসভার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে দেওয়া, এই ব্যবস্থা নাই। আর জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক একই রকম, ভিন্নভাবে বলার কোন দরকার নাই। এই যে ইউ. পি. থেকে গাঁওসভার যে আইন সেটা হাওলাত করে ত্রিপুরাতে আনা হয়েছিল সমাজতন্ত্রের রচনা, বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক এই ব্যবস্থাকে শাসক কংগ্রেস তার রূপায়ণ দ্বারা তাকে যে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে এই গাঁওসভা একটা ব্যবস্থা, এবং এই গাঁওসভার ভিতর দিয়ে এই সমাজতন্ত্রকে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা আমরা দেখছি তা দেওয়া হচ্ছে না। আমরা দেখছি যে গত ১০ বৎসর-এর মধ্যে কোন গাঁওসভা এক গজ রাস্তাও তৈরী করে নাই, তাকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, আমি মাইলের কথা বলব না, এক ফোঁটা ঔষধ গ্রামের মানুষকে দিতে পারে নি, লেখাপড়া শিক্ষা গ্রামের মানুষকে দিতে পারেনি. এই হচ্ছে সমাজতন্ত্র রূপায়ণের যে পদ্ধতি গাঁওসভার ভিতর দিয়ে, তার একটা নজির। লজ্জা হওয়া উচিত যারা সমাজতন্ত্র বলে চীৎকার করেন, এইসব লজ্জাহীনরাই এইসব সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন। কাজেই এই যে গাঁওসভা, এই গাঁওসভার কাজগুলি কি। আজকে আমাদের মাননীয় সদস্যদের মধ্যেও একজন গাঁও প্রধান আছে, তিনি এর কথা ভাল করে বুঝতে পারেন। কাজেই এই যে গাঁওসভার ভিতর দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের রাস্তা করে দেওয়া, জনশিক্ষা দেওয়া বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কি রকম সেটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য প্রধান মহাশয় সেটা নিশ্চয়ই ভাল করে বলবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা অপজিশন মেম্বারদের আমি আগে বলেছিলাম যে ৪৫ মিনিট সময় আমি এ্যালট করেছি তার মধ্যে রুলিং পার্টি ২৩ মিনিট এবং অপজিশন পাবে ২২ মিনিট।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে আলোচনা হয়েছে অনেক আলোচনা এখানে হয়েছে এবং আমার কথার প্রতি দৃষ্টি রেখে আমি এখানে পার্টিসিপেট করিনি। কারণ আমরা বিরোধী পক্ষ-এর দল হিসাবেও আপনি আমাকে বলার জন্য আহ্বান করেন নি, আমি মনে করেছিলাম যে বোধ হয় ডিসকাশন শর্ট করার প্রয়োজন আছে বলেই তা করেছেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি তা প্রয়োজন মনে করেন না ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যেটা বলছিলাম, আলোচনার জন্য কতকগুলি ডিমাণ্ড আছে, যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ডিমাণ্ড সেগুলির উপর যাতে সময়টা মিনিমাইজ করা না হয়। টাইপড ওয়েতে সময়টা যাতে ডিষ্ট্রীবিউট না করা হয়, সে কথাই আমি বলেছিলাম। কারণ সময়টা যদি রিজিডলী করা হয়, তাহলে এমন জিনিষ আছে, যেটা সময় বেশী নেয়, আবার কোন ডিমাণ্ড এর উপর আলোচনার দরকার হয় না—এ্যাজ ইট ইজ ডিমাণ্ড পাশ হয়ে যাওয়া দরকার। কতগুলি আছে যেগুলিতে ভাইটাল পয়েন্টস থাকে—যেমন আজকে এই যে মিসেলিনিয়াস—যদিও মিসেলিনিয়াস, তারমধ্যে কতকগুলি ভাইটাল পয়েন্ট রয়ে গেছে, কাজেই তার উপর বক্তব্য আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আপনার সংগে একমত, অনেক ডিমাণ্ড আছে, অত্যন্ত ভাইটাল, তার উপর আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমি দেখেছি যে ভাইটাল ডিম্যাণ্ডের উপর এত বেশী আপনারা সময় নিচ্ছেন যে, শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বার বার বলতে বাধ্য হয়েছি যে আমাকে গিলোটিন করে ডিমাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নিতে হবে। আমাদের আট তারিখের মধ্যে ডিমাণ্ড শেষ করতে হবে। কারণ ৯।১০।১১ তারিখে বন্ধ আছে। কাজেই আপনাদের দৃষ্টি এদিকে আমি আকর্ষণ করছি, আর মাত্র দুইদিন আছে। কাজেই আমি আপনাদের একথা বলি নাই যে আপনারা আলোচনা করবেন না, আলোচনা নিশ্চয়ই করবেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমি বাধ্য হব গিলোটিন করিয়ে ডিম্যাণ্ডগুলি পাশ করিয়ে নিতে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার একটা প্রশ্ন আছে স্যার। আমাদের অনেকগুলি ডিমাণ্ড রয়ে গেছে। যদি আমাদের লিগ্যালী কোন বাধা না থাকে, ডিমাণ্ডগুলি পাশ করার কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমরা বলব টাইম একসটেণ্ড করতে, এবং যদি লিগ্যালী কোন বাধা থাকে যে টাইম একসটেণ্ড করা যায় না, সময় বেধে দেওয়া হয়েছে, কোন মতেই বাড়ানো যায় না, তাহলে অবশ্য আমাদের বলার কিছু নেই, নতুবা আমি রিকোয়েষ্ট করব আপনার কাছে টাইমটা একসটেণ্ড করার জন্য, কারণ মাননীয় স্পীকার ইজ দি কমপিটেন্ট অথরিটি ইফ নেসাসারী টু একসটেণ্ড দি টাইম ইন কনসালটেশন উইদ দি লীডার অব দি

মিঃ স্পীকার :—একসটেনশানের ব্যাপারে আইনগত অসুবিধা আছে। আজকে পাঁচটার পর আমি বিজনেস এ্যাডভাইসরী কামটীর মেম্বার যারা আছেন, তাঁদের সঙ্গে আমার অসুবিধার কথা বলব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আরেকটা কথা হচ্ছে বিশেষভাবে যাতে আলোচনা করা যায়, তার জন্য প্রতিটি দল এবং গ্রুপ থেকে এক এক জন (যাদের কাট মোশান আছে তারা বলবে), তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বেশী মেম্বার না বলে, এক একটি গ্রুপ থেকে এক এক জন মেম্বার যদি বলেন, যদি রিপিটেশন খুব কম হয়, তাহলে মনে হয় অল্প সময়ের মধ্যে সেটা শেষ করা যায়। তবে আমি একথাও বলছি যে মিসেলিনিয়াসের মধ্যে এমন কতগুলি ব্যাপার আছে, ত্রিপুরা রাজ্য অনুন্নত জায়গা, এর মধ্যে কতকগুলি ডেভলাপমেন্টের ব্যাপার আছে, সেগুলি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার, এইজন্য আমি রিকোয়েষ্ট করছি এই ডিমাণ্ডের উপর সময় দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের সঙ্গে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে গাঁ সভা, এটা একটা সাক্ষী গোপাল করে রাখা হয়েছে, মূলতঃ এই গাঁ সভার মাধ্যমে কোন রকম কাজ জনসাধারণের কাছে পৌছানো যেতে পারেনা। কাজেই এই জনসাধারণের গাঁ সভার মাধ্যমে যদি কিছু কাজ দিতে হয়, তাহলে গাঁ সভার হাতে কিছু ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। তারপর আমার পলিসী কাট হচ্ছে এই যে, গত কয়েকদিন আগে এখানে আমার একটা প্রশ্নোত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত নবাগত উদ্বাস্তু এসেছেন, তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজার কয়েক শত। আমরাজানি, যে সংখ্যা তিনি এখানে উপস্থিত করেছেন, এই সংখ্যা সঠিক সংখ্যা নয়। কারণ পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু গত দুই বৎসরে যে হারে আসতে আরম্ভ করছে তার কোন সঠিক হিসাব ত্রিপুরা সরকার রাখেন নি, তারা নিজেদের সুবিধা মত যেখানে সেখানে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে, কোথাও গ্রামে নিজেদের চেষ্টায় কোন রকমে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু তাদের সম্পর্কে, তাদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে ব্যবস্থা করা, ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান এবং পুনর্বাসনের পুরোপুরি দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা, তা করা হচ্ছে না, এবং এই প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, যারা অরুন্ধুতিনগর ক্যাম্পে বা অন্যান্য ক্যাম্পে আছেন, তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য সাহায্য করা, তাদের বইপত্র প্রভৃতি দেওয়া, তা আদৌ দেওয়া হয় নাই। কিছু কিছু অংশকে দিয়ে দায় সারা দায়িত্ব থেকে খালাস হয়ে যায়। যে সাহায্য বইপত্র প্রভৃতি দেওয়ার, সেটা আমি খুঁজ নিয়ে দেখেছি যে একটি লিষ্ট তৈরী হয়, কিন্তু তাদের আদৌ কোন সাহায্য দেওয়া হয় না। তাদের মধ্যে কিছু অংশকে দেওয়া হয়, আর কিছুকে দেওয়া হয় না। এভাবে সরকারের তাদের সমন্ধে যে দায়িত্ব আছে, সেটা থেকে খালাস হয়ে যায়। এই যদি হয়, তাহলে যে সমস্ত উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, তাদের পুনর্বাসনের যদি কোন ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তাদের

ভবিষ্যৎ বলে কোন কিছু থাকবে না। কাজেই আজকে ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্ব হবে যারা নাকি নবাগত উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, তাদের নাম রেজিষ্ট্রী করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে পুনর্বাসনের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া এবং এজন্য প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা। কাজেই এদিক দিয়ে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের একটি নীতি থাকা দরকার, কিন্তু আমরা দেখছি যে সেটা তাদের নেই। আর একটা হচ্ছে স্বর্ণশিল্পীদের যারা বেকার হয়ে গেছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য যদিও একটি কমিটি করা হয়েছে, সেই কমিটিতে স্বর্ণশিল্পীদের মধ্য থেকে যে একজন প্রতিনিধি দিতে চাওয়া হয়েছিল, সরকার তাকে গ্রহণ না করে, তাদের ইচ্ছামত নিজেদের একজনকে নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তাদের পুনর্বাসনের দিক দিয়ে তাদের ব্যবসা করার জন্য যে সাহায্য ইত্যাদি সরকার থেকে দেওয়ার কথা, সেটার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত করা হয়নি। কাজেই এদিক দিয়ে সরকারের যে সব ত্রুটি রয়েছে, সেগুলি অবিলম্বে দূর করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তারপর আছে ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসন। আজকে কেন দিনের পর দিন এই ভূমিহীন কৃষকদের সংখ্যা বাড়ছে? বাড়ছে এই কারণে যে যারা নবাগত উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, তাদের সুষ্ঠ পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুণ, ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানে সেখানে তারা ছড়িয়ে পড়েছে ফলে তাদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে না। আজকে যদি তাদের পুনর্বাসন করতে হয়, আজকে যদি আমাদের এই ত্রিপুরাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে এই সব ভূমিহীনদের জমিতে বসাতে হবে এবং নূতন যে সব উদ্বাস্তু আসছে, তাদের ত্রিপুরার বাহিরে পুনর্বাসনের জন্য পাঠাতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে জমি পাওয়া যাবে কোথা হতে? ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগানগুলিতে অনেক খাস জমি পড়ে আছে, সেগুলিকে সরকারের হাতে নিয়ে নিতে হবে, আর বর্ত্তমানে যেসব অপ্রয়োজনীয় রিজার্ভ আছে সেখানেও অনেক আবাদযোগ্য জমি রয়ে গেছে, সেগুলি ঐ রিজার্ভ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব জোতদার আছে, যাদের নাকি সিলিংএর উপর জমি আছে, সেগুলি তাদের থেকে উদ্ধার করতে হবে। আর এভাবে জমিগুলি রিলিজ করে আমাদের এইসব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ যদি না করা হয়, তাহলে এই যে ভূমিহীন কৃষক আছে, তাদের সংখ্যা কখনও কমবে না বরং দিনের পর দিন আরও বাড়বে। আর তারই জন্য আমি এখানে আমার এই পলিসি কাট মোশানটা রেখেছি কিন্তু সেটার উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের মাননীয় পশু মন্ত্রী তাঁর চিরাচরিত একটা শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, সেটা হল সমাজতন্ত্র আর সমাজবাদের কথা। কিন্তু আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এটাই কি তাদের সেই সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্রের কথা। আমার মনে হয় তিনি সমাজতন্ত্র কোনটাকে বলেন আর সমাজতন্ত্রের কি নীতি......

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এই কথাটা মনে রাখা দরকার যে পশুমন্ত্রী বলে কোন কিছু নাই। উনি যদি মন্ত্রী মহোদয়কে সম্বোধন করতে চান তাহলে পশুপালন মন্ত্রী বলে করতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউ সুড ইউজ পশু পালন মন্ত্রী। আই থিংক ইট ইজ ইউর শ্লীপ অব টাঙ্গ।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—স্যার, এর আগেও একবার মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু এমন একটা ভঙ্গিতে একটা শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, যাতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ্যাকাস্পেশান নিয়েছিলেন। তিনি যে এই রকম একটা শব্দ ব্যবহার করে ইচ্ছা করে নোংরামী করতে পারেন এবং তার যে কাণ্ডজ্ঞান নেই, সেটা আমরা আশা করতে পারি না।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—স্যার, ইজ দীজ ওয়াড' 'নোংরামী' আন-পার্লামেন্টারী।

মিঃ স্পীকার :—এট দীস মোমেন্ট আই ক্যান্ট সে হোয়েদার দীস ওয়ার্ড ইজ পার্লামেন্টারী অর আন-পার্লামেন্টারী।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, তিনি যদি কাউকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলতে পারেন তাহলে উনাকে যে বক্তৃতার মাধ্যমে কিছু বল্লেই রাগ করে ফেলবেন এমনটি হয় না। কারণ এইসব মাইনর ওয়ার্ড অনেক সময়ে শ্লীপ অব টাঙ্গ হয়ে যায়। এই সম্পর্কে যদি আমরা সবাই চুপ করে থাকি তাহলে সেটা আস্তে আস্তে উঠে যেত, যেমন তিনি এখনও একটা বল্লেন তার কাণ্ডজ্ঞান নাই।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— স্যার, আমি এরকম কিছু বলি নাই। আমি বলেছি যে এই ব্যাপারে উনার কাণ্ডজ্ঞান থাকতে পারে না, সেটা আমরা আশা করতে পারি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— স্যার, সেদিন তো আমি যেটা বলেছি, সেটা আপনি এক্সপাঞ্জড্ করে দিয়েছেন, কাজেই সেটার উপর আমার কিছু বলার নেই। তবে আপনি যদি আমাকে ক্লেরিফিকেশন করবার জন্য বলতেন তাহলে আমি আপনার কাছে সেটা এক্সপ্লেইন করতাম। সে যা হোউক। কিন্তু আজকে তিনি সেইদিনে এ কথাটা যে ভাবে এই হাউসের মধ্যে প্রকাশ করলেন, তাতে আমাদের কারো কারো মনের মধ্যে একটা কনট্রোভার্সি আসতে পারে। কারণ তিনি যখন বক্তৃতা দেন,তার ফিনিসিংএ তিনি অত্যন্ত মারাত্মক কথা বলে ফেলেন। যেমন আজকেও এক জায়গাতে তিনি বলেছেন বিরোধীরা ল লেসনেসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কিন্তু উনি এটা এখানে বলতে পারেন না। সেজন্য আমরা বলি আমরা যে বক্তৃতা দেই, সেটার একটা কপি যেন আমাদেব পরের দিন দেন, তাহলে আমরা কখন কি বলেছি, না বলেছি সেটা বুঝতে পারি এবং এতে করে এখানে এই যে সব কথা উঠছে, সেগুলি অনেকটা সুরাহা হয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যগণকে এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে এই আবেদন রাখব যে আপনারা এমন কোন শব্দ বা এমন কোন কথা ব্যবহার করবেন না যাতে করে একজন এটাকে প্রবোকেশন মনে করতে না পারেন, এটা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। তাই তো মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু যে কথাটা বলেছেন, সেটাকে আমি তাঁর স্লিপ অব

টাঙ্গ বলে মনে করেছি। তাই আমি আশা করব, আপনারা আপনাদের বক্তৃতায় সংযত ভাষায় কথাগুলি রাখবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে তারা সমাজতন্ত্র বলে যে চিৎকার করছেন, তাতে আমার মনে হয়, তাদের এই সমাজতন্ত্র সমন্ধে ভাল চিন্তা বা ভাল জ্ঞান নাই। সেজন্য এই কথাটাকে বারবার ব্যবহার করে আসছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ভূমিহীন কৃষক. তাদের যে পুনর্ব্বাসন, সেটা সম্পর্কে যদি আমাদের ত্রিপুরা সরকারের কোন একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি থাকত তাহলে তাদের ভূমি দেওয়ার ক্ষেত্রে এতদিনে একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। এইদিকে যদি না থাকে তাহলে পরে এই ভূমিহীনদের কোনরকম পুনর্বাসন ব্যবস্থা থাকবে না। সেটা একটা কথার কথা থেকে যাবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। আমার যে পলিসি কাট তার পক্ষে বক্তব্য রেখে আমি শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেব বর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ৩৪ ডিমাণ্ডের উপর আমার কাট মোশান হল—(১) আগরতলা বটতলী বাজার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের অভাব। (২) গাঁও পঞ্চায়েতের পুন নির্ম্মানের জন্য বরাদ্দের অভাব। (৩) বিলোনীয়া পাইথলা ভূমিহীন কৃষক পুনর্ব্বাসনের জন্য বরাদ্দের অভাব। (৪) কমলপুর মহাবীর মৌজায় ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্ব্বাসনের জন্য বরাদ্দের অভাব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে কাটামোশানগুলি দিয়েছি, এই কাটমোশানের উদ্দেশ্য হল যারা প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের বিশ্বাসী তারা বাস্তবে কিরকম সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করেন সেই দিক দিয়ে এর চেহারাটা অনায়াসে ধরা পড়ে। আমরা জানি সমাজতন্ত্রের দিকে যদি সাধারণ ভাবে এগিয়ে যেতে হয়, শুধু আমি এখানে বটতলী বাজারের উল্লেখ কথা করেছি। কিন্তু আজকে পর্য্যন্ত শাসকগোষ্ঠী এই ব্যাপারে চিন্তা করছেন বলে আমার মান হয় না। বাস্তব সমাজতন্ত্রের দিকে যদি আমদের এগিয়ে যেতে হয় এবং সমামজতন্ত্রের রূপ দিতে হয়, তাহলে আমাদের বটতলী বাজারটা দেখছি যে এটা মিউনিসিপ্যালিটির আণ্ডারে এবং মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন কবে হবে সেই জিনিষটা আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই না। আর বাজারের যারা বাসিন্দা, যারা বাজারে ব্যবসা করছেন, যাদের দোকান আছে, তাদের জন্য কোন উন্নয়নের চেষ্টা নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খোয়াই বাজারে উন্নয়নের জন্য কতগুলি টাকা ধরা হল। কিন্তু সেই টাকাগুলি কি করে খরচ করা হবে, সেটা কিরকম সমাজতান্ত্রিক ভাবে কার্য্যকরী করা হচ্ছে? মুষ্টিমেয় দালাল দিয়ে কমিটি গঠিত করে সেটা কাজ করছে। আর বাকী কয়েকজন মেম্বারশিপ উইথড্র করে নিয়ে এল। বাস্তবে সমাজতন্ত্রের পথে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে প্রতিটি শহরের নির্ব্বাচিত কমিটির মাধ্যমে বাজেটের টাকা ব্যয় করার জন্য এবং বাজার উন্নয়নের টাকা দেওয়া দরকার। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি উল্টা জিনিষ। কতগুলি দালাল দিয়ে এই টাকা ব্যয় করছে দলীয় স্বার্থে। যেমন অমর-

চক্রবর্ত্তী, পি, ই, ও, তিনি সেদিন বহুরাত্রি পর্য্যন্ত, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত কিছু গ্রাণ্ট এর টাকা টিপসই দিয়ে, সেই টাকাগুলি আত্মসাত করেন। অধিকাংশ এলাকায় সেই টাকা তারা পায়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, যে অফিসার সম্বন্ধে বলছেন তিনি এখানে অনুপস্থিত। তার সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নয়। (নয়েজ)

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাধারণ জ্ঞানের ধারাটা সম্বন্ধে শিখতে চাইলে তাদের বলবেন যেন আমাদের কাছে শিখে। বটতলী বাজার উন্নয়নের জন্য এখানে কোন টাকা ধরা হয়নি। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমার কাটমোশান রাখতে হয়েছে। সেখানে কোন প্রস্রাবাগার নাই, কোন পায়খানা নাই, কোন ড্রেন নাই, কোন মোটর স্ট্যাণ্ড নাই, রিক্সা ষ্ট্যাণ্ড নাই। বহুবার আমরা বলেছি আলোচনার মাধ্যমে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছু হচ্ছে না। যাই হোক, যে কোন ভাবেই লোক তারা দোকান করে আছে, ব্যবসা করছে। আগে বলা হয়েছিল যে বটতলীর দোকানদারদিগকে একটা দিঘী ভরাট করে দেওয়া হবে। কিন্তু কোথায় সে কাজ। বরং তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টায় নোটিশ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ভুয়া সমাজতন্ত্রের নাম করে বাস্তব সমাজতন্ত্রকে উপেক্ষা করে যারা চলেছেন তাদের অবশ্যই ইতিহাস যদি কিছু থাকে তাহলে সে ইতিহাস কোনদিন তাদের ক্ষমা করবে না। এইটুকু যেন শাসকগোষ্ঠি চিন্তা করে রাখেন। ব্যয় বরাদ্দেরও ঠিক অনুরূপ অবস্থা। মাননীয় সদস্য অভিরাম দেব বর্ম্মা বলেছেন গণতন্ত্রের অবস্থা কি? গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি গাঁওপঞ্চায়েতের কথা বলেছেন। কিন্তু সেই গাঁওপঞ্চায়েতের অবস্থা কি? সেই বি, ডি, ও, দের হুকুম তামিল করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নাই। কিন্তু গাঁওপঞ্চায়েত কি বি, ডি, ও, দের কর্ম্মচারী? তারা শুধু পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু গ্রামের উন্নয়নের জন্য আমরা কি কি পরিকল্পনা করতে পারি সেই বিষয়ে তারাই পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু তা না করে সমস্ত টাকা বি, ডি, ও, দের কাছে দিয়ে সরকার নিশ্চিন্ত থাকেন। কাজেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে ওরা সমাজবাদের কথা বলছেন। কাজেই বাজেট করে যেন তাদের কাছে গ্রাম উন্নয়নের সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়, সেজন্য আমি কাটমোশানটা রেখেছি। আর একটা হল— বিলোনীয়া পাইখলা মৌজায় ভুমিহীন কৃষকদের পুনর্ব্বাসনের বরাদ্দের অভাব। বিলোনীয়ায় যে পাইখলা আছে সেই পাইখলার অবস্থা কি? সেখান থেকে যারা চলে গিয়েছিল তাদের পরিত্যক্ত জমিগুলি হল ট্রাইবেলদের ননট্রাইবেল যাদের জমি নাই তারা সেই জমিগুলি দখল করে। কিন্তু এস' ডি, ও, সাহেব তাদের ঘরগুলি হাতী দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। তারপর যাদের জমির সাথে কোন সম্পর্ক নাই তাদের নামে রেকর্ড করা হল। কাজেই সেই দিক থেকে বুঝা যায় সাধারণ মানুষকে সাধারণ ভূমিহীনকে যে জমির অধিকার দেওয়া হবে, কাদের জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে সেই জিনিষটা না করে উল্টাটাই করছেন। কাজেই উনারা যেন ঠিক ঠিক ভাবে যে পথে

আমরা এগিয়ে যেতে চলেছি সেই পথেই মন স্থির করে তারা যেন এগিয়ে যান। আর একটা কাটমোশান হল—কমলপুর মহাবীর মৌজায় ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্ব্বাসনের জন্য বরাদ্দের অভাব। মহাবীর মৌজায় যে সমস্ত জমি আছে অনেকদিন থেকে সেইবাগানের ভিতর যারা জমি দখল করে বসে আছে, তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হচ্ছে। নিয়ম আছে, বাগানের বাইরে যে জমি আছে, সেই জমিগুলিতে যাতে সেখানকার স্থানীয় ভূমিহীন যারা আছে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কোন বরাদ্দ রাখা হয় নাই, তার জন্য আমি এখানে বরাদ্দের অভাব বলে কাট মোশান রেখেছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আবার বলছি যদি বাস্তবিক সমাজ-তন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হয়, তাহলে পরে যারা ঠিক ঠিক ভূমিহীন, শিক্ষায় অনগ্রসর, তাদের প্রথম অধিকার দেওয়ার চিন্তা যেন উনারা সব সময় করেন, এই বলে কাট মোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার ৩৪'এর উপর যে কাট মোশান রেখেছি, সেটা হচ্ছে—

'Failure to revise the pay scale of Government Panchayat Secretaries and to declare the Government Panchayat secretaries serving more than 5 years as quasi-permanent and permanent.'

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশানের উপর বক্তব্য রেখে, ডিমাণ্ডের উপর সামান্য কিছু বলবার চেষ্টা করব। প্রথমতঃ, এই ত্রিপুরায় যে চার শতের উপর গভর্ণমেণ্ট পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছেন, ওঁরা হচ্ছেন গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী, ক্লাশ থ্রি এমপ্লয়ী। ওঁদের যে পে-স্কেল দেওয়া হয়েছে, সেটা আজ পর্যন্ত রিভাইজ করা হয়নি। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত সব এ্যানমলীজ দূর করা হয়েছে, কিন্তু এই যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, তাদের এ্যানামলীজ, তাদের স্কেল আজ পর্যন্ত রিভাইজ করা হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—পয়েণ্ট অব অর্ডার। স্পীকার স্যার ইট ইজ নট এ্যানামলীজ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—রিমুভ্যাল অব এ্যানামলীজ যে সেল্ ডীল করে, সেখানে তাদের বক্তব্য পেশ করা হয়েছে কন্সিডার করবার জন্য সেটা সত্য কিনা আমি জিজ্ঞাসা করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—This is not a case of anamolies, it is the case of pure revision.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ফর রিমুভেল অব এ্যানামলীজ যে সেল করা হয়েছে, তার মধ্যে সেটা রেফার করা হয়েছে, টু একজামিন দি পে-স্কেল, এবং তারা সেটা একজামিন করে পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই হতভাগ্য যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, যারা গ্রামের ভিতর—ইনএকসেসেবল এরীয়ার মধ্যে যারা সার্ভ করছেন, তারা সর্ব্ব সাকুল্যে ১০০ টাকার উপর পায় না। এই হচ্ছে তাদের অবস্থা, তাই আমি বলছি একথা, যদি সব ক্লাশ এমপ্লয়ির পে স্কেল রিভিশন হতে পারে, তবে তাদের কেন হচ্ছে না ? শুধু তাই নয়, ফিনান্স সেক্রেটারীর আদেশ মতে তাদের অতিরিক্ত যে ডি, এ, দেওয়া হয়েছিল, সেটা কেটে নেওয়া হয়েছিল, সেটাকে ওভার ড্রয়েল বলে ট্রীট করে, অবশ্য এ, জি, অফিস থেকে সেটা ধরা হয়েছিল, সেটা তাদের থেকে কেটে নেওয়া হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত এইসব পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে কোর্টের দ্বারস্থ হতে হয়। একজন সরকারী কর্মচারী, তার সুপিরিয়র অফিসারের বিরুদ্ধে এবং যে ডিপার্টমেণ্টকে সে সার্ভ করে, সেই ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করতে যাওয়া ইন এ বডি, ফর প্রটেকশান অব দ্যায়ার রাইটস, ইট ইজ ডিসগ্রেসফুল, সেখানে আমরা বলছি যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান ঠিক অবস্থায় থাকে না সেখানে একটা ডিসইণ্টিগ্রিটি গ্রো করে। কারণ সাধারণ কর্মচারী তাদের যদি বিশ্বাস না থাকে, তারা যদি মনে করে যে তাদের ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে, আমি আজ দশ/বার বছর ধরে কাজ করছি, আমাদের সেই থেকে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে, সেই যে গরীব কর্ম্মচারী, তাদের মধ্যে যদি বিক্ষোভ দেখা দেয়, বিক্ষোভের ফলে তাদের মধ্যে কাজে শিথিলতা আসে, তারজন্য সে দায়ী নয় তার জন্য দায়ী, সেই ব্যবস্থা, সেই অফিসার এবং মিনিষ্টারস যারা তাদের যে লেজিটিমেট ক্লেম, সেটাকে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর হচ্ছে কি। যেখানে সেন্ট্রাল ডাইরেক্টিভ আছে যে তিন বৎসর'এর উর্দ্ধে হলে পরে কোয়াসী পার্মানেন্ট বলে ডিক্লেয়ার, করা, আজকে এই যে সরকারী কর্ম্মচারী—ক্লাশ থ্রি এমপ্লয়ী হিসাবে তাদের এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, তাদের আজকে পাঁচ বছরের উর্দ্ধে অনেক আছে, কেউ কেউ দশ বৎসর এর উপর চাকুরী করছে, তাদের মধ্যে অনেককে আজ পর্যন্ত কোয়াসী পার্মেনেণ্ট বলে ডিক্লেয়ার করা হয় নি। কেন তারা আজকে ভিক্টিমাইজড ? Why this Department will-fully violates the directives of the Central Government ? It is the fundamental question before the House. এই যে কোয়াসী পার্ম্মেনেন্ট করার ব্যাপারে জাষ্টিস ডিনাই করা হচ্ছে তার প্রতিক্রিয়া খুবই খারাপ হবে, সেইজন্যই আজকে কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে তারা সভা সমিতি করছে, সংগঠিত হচ্ছে, আজকে তারা পেন ষ্ট্রাইক ইত্যাদি করছে, কেন তারা করছে, কি জন্য তারা করছে, সেটা তলিয়ে দেখতে হবে। তাদের মনে যে ব্যথা, তাদের মনের মধ্যে যে আলসার গ্রো করেছে, সে আলসারকে যদি দূর করে, সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, তাহলে তারা মন দিয়ে কাজ করবে। দেহের মধ্যে যদি আলসার থাকে, মনও সুস্থ থাকে না। যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে, তারা সুস্থ মনে কাজ করতে পারে না, এটা সত্য কথা। কাজেই আজকে তাদের কি এ্যানামলীজ

আছে, তাদের রিভিশন অব পে-স্কেল দেওয়া, তাদের পার্মানেন্ট এবং কোয়াসী পার্মানেন্ট করা, ইত্যাদি যে কর্তব্য মর‍্যাল রেসপনসিবিলিটি, লিগ্যাল রেসপনসিবিলিটি বোধ সরকার তথা কেবিনেট এবং মিনিষ্টারদের উপর বর্তাচ্ছে, এই অবস্থায় আজকে যারা কর্ম্মচারী আছেন, এই যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী, তারাতো এ থেকে ডিপ্রাইভড হচ্ছেনই, তার উপর পে থেকে যে সামান্য টাকা পায়, তার থেকে ওভার ড্রয়েলের নামে তাদের থেকে টাকা নিয়ে নেওয়া হচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করায়, সেই টাকা কাটা বন্ধ রাখা হয়েছে।

আজকে এই যে কর্ম্মচারী, এই যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী তারা তাদের পে-স্কেল থেকে ডিপ্রাইভ হচ্ছে। তারা যে পে পায় তার ওভার ড্রয়ালের নাম করে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত কোর্টের আশ্রয় নিয়ে, তাদের সেই পে কাটা বন্ধ করেছে। আমি যে কাট মোশান রেখেছি, তার বক্তব্য হচ্ছে আজকে আমাদের কর্ম্মচারীদের যে গ্রিভেয়েন্স আছে সেগুলি অবিলম্বে মেনে নেওয়া দরকার। আর তা না হলে সেই সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছ থেকে আমাদের যে কাজ আদায় করার কথা, সেটা আমরা আদায় করতে পারব না। আমরা তাদেরকে কেন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি, এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি এজন্য যে তাদের কিছু বেতন দিয়ে তাদের কাছ থেকে আমাদের যে সব প্রয়োজনীয় কাজ আছে সেগুলি আদায় করে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আজকে তারা যে লেবার দিচ্ছে সেই লেবারের পরিবর্তে য কিছু বেতন পাচ্ছে, সেটা দিয়ে যদি তারা তাদের পরিবার-বর্গকে পরিপোষণ না করতে পারে, তাহলে তারা সেক্ষেত্রে ঠিকমত কাজ করতে পারবে না। বর্তমানে যে প্রাইস ইণ্ডেক্স আছে, যেখানে নাকি জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে গেছে, সেখানে তাদের যে মাইনে দেওয়া হচ্ছে সেটা দিয়ে তারা তাদের পরিবারের ভরণ পোষণ করতে পারছে না। আর সেজন্য তারা এই অধিক বেতনের দাবী জানাচ্ছে। কাজেই আমাদের সরকারের সেদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এবং তাদের বেতনের মধ্যে যে এ্যানামলী আছে, সেগুলি যাতে অবিলম্বে দূর করা হয়, সে না সরকারের চেষ্টা করা উচিত। এবং তাদের চাকুরী কণ্ডিশান যাতে ফুলফিল হয়, তারা যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। তারপরে আমরা দেখছি আমাদের সরকার বাজেটের মধ্যে অনেক টাকা ধরেছে, কিন্তু সেগুলি কিভাবে খরচ হচ্ছে, তার কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। যেমন ধরুণ রি-সেটেলমেন্ট অব ল্যাণ্ডলেস এগ্রিকালচারিষ্টস, ল্যাণ্ডলেস লেবারার আদার দেন সিডিউল্ড কাষ্ট এ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস এ্যাণ্ড রিফিউজিস। আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু সেটার এ্যাকচুয়েল এ্যাক্স্পেণ্ডিচার হয়েছে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। আমাদের ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার এই হচ্ছে নমুনা? অথচ এর জন্য আমাদের অনেক কর্ম্মচারী আছে এবং মন্ত্রী মহোদয়েরা রয়েছেন, কিন্তু আমরা বাজেটে যে টাকা ধরেছি, তার কত পার্সেণ্ট আমরা একচুয়েলী খরচ করতে পেরেছি?

তারপরে আমি দেখছি বাজেট এষ্টিমেট ফর ১৯৭০-৭১ এতে ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আর এটাকে রিভাইজড বাজেটে ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আর এবার ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। আমি এদিকে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আজকালকার দিনে আমাদের ভূমিহীনদের ভূমি দেব বলে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি এবং আমরাই আবার সমাজতন্ত্রের কথা বলছি, সমাজের যারা নীচ স্তরের লোক, তাদের কি পরিমাণ আমরা সাহায্য করছি, কি পরিমাণ ভূমি দিয়ে তাদেরকে আমরা ভূমিতে পুনর্বাসন দিচ্ছি অর্থাৎ তাদের আর্থিক দিক দিয়ে আমরা কি পরিমাণ উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি তাদের এই পরিমাণ উন্নতির কথা তুলে ধরি, তাহলে যে সোসিয়েলিজমের শ্লোগান আমরা ব্যবহার করছি, তার সবটাই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। আজকে হিটলারের আমলেও সেই নাজি পার্টি এই সোসিয়েলিজমের কথা ব্যবহার করেছিল...

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাশ :—চীন তো শ্লোগান দিচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—হ্যাঁ, তাতো দিবেই, তাদের শ্লোগান হচ্ছে কমিউ-নিজম, যেটা হচ্ছে ডিক্টেটারশীপ অব পলিটারিয়ান এ্যাণ্ড পিজেণ্ট্রি। সেটা আপান বই দেখবেন, তা হলেই জানতে পারবেন।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাস :—কখন আসব ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আপনার যখন খুশী, তখনই আসতে পারেন, সন্ধ্যা সময়েও আসতে পারেন। স্পীকার স্যার, আমাকে আরও ৫ মিনিট সময় দিন। তারপরে সেটেলমেণ্ট অব এ্যাক্স সার্ভিসম্যান ইন বর্ডার এরিয়াস অব ত্রিপুরা। সেখানে এ্যাক্চুয়েল এ্যাক্সপেণ্ডিচার ১৯৬৯-৭০ সালে হয়েছিল ১১ হাজার টাকা আর ১৯৭০-৭১ সালে বাজেটে ধরা হয়েছিল ৪৮ হাজার টাকা, আবার রিভাইজড করে করা হয়েছে ১৮ হাজার টাকা। স্যার এই যে এ্যাক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য বাজেটে ধরা হয়েছিল ১৮ হাজার টাকা, এটার এ্যাক্সপেণ্ডিচার একেবারে নিল। বড় চমৎকার কথা স্যার সেখানে সিঙ্গেল পাইও খরচ করা হয়নি। যা কিছু খরচ হয়েছে ঐ অফিসার আর তার এষ্টাব্লিষমেন্ট চার্জে। স্যার, এই হচ্ছে আমাদের সমাজতন্ত্রের রূপ ? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটা জিনিস আমার বক্তব্যের মধ্যে রাখছি, সেটা হল আরবান কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট প্রজেক্ট, এই প্রজেক্টের জন্য বাজেটে ৭৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, সেটা রিভাইজড বাজেটে কাট করে করা হয়েছে ৩৬ হাজার টাকা, একেবারে ফিফটি পার্সেণ্ট কাট। স্যার, এই হচ্ছে আমাদের এ্যাকচুয়েল পার্পাস, এই পার্পাস দিয়ে আমরা ঠিক করব যে আমরা কতটুকু সামনে এগুচ্ছি। স্যার, আমি এখানে কতগুলি পার্টিকুলার্স আর কতগুলি ডাটা দিয়ে দেখালাম যে আমরা কত আন-রিয়েলিষ্টিক এবং কার্যক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে সব প্লেন প্রগ্রাম আছে, সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারব না। তারপরে হচ্ছে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দান। এই পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দানের জন্য আমরা ১৯৬৭

সালের অক্টোবর মাসে একটা গেজেট নোটিফিকেশান করেছিলাম, সেটা হচ্ছে একটা ষ্টেটিউটারী রিকমণ্ডেশান, অথচ এই ষ্টেটিউটরী রিকমণ্ডেশান থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সেটাকে কার্য্য রূপ দেওয়া হল না। আজকে আমাদের যে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, তাদের হাতে গ্রামের বাজার, গ্রামের খোয়ার, গ্রামের মেলা এবং গ্রামের খাস জলাশয়, এই যে ছোট ছোট যে গুলি আছে, সেগুলি পর্যন্ত তাদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়নি। সেই গেজেটে ডাইরেক্টার, পঞ্চায়েত অফিসার, এ্যাসিষ্টেন্ট পঞ্চায়েত অফিসার, এই রকম সো মেনি অফিসারের কথা আছে। গেজেটে নোটিফিকেশান করা থাকা সত্ত্বেও সেখানে আজ পর্যন্ত তাদের হাতে ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। স্যার, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তার অর্থ হচ্ছে, যেখানে অল ইণ্ডিয়া পলিসি আছে, ডিসেন্ট্রেলাইজেশান অব পাওয়ার্স, সেখানে তার উল্টোটা আমাদের করতে হবে। যেমন নাকি পাওয়ারটাকে ডিসেন্ট্রেলাইজেশান না করে নিজেদের হাতের মোটায় রেখে দিতে হবে, এই যে ক্ষমতা সেটা যাতে গ্রামের লোকদের হাতে না যায়, সেজন্য সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতের মধ্যে রেখে দিতে হবে। ঐ অবস্থায় ক্ষমতা যাতে নিজের দলের লোকের হাতে, ক্ষমতা যাতে গ্রামের লোকের হাতে না যায় তার জন্য সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে দেওয়া এবং তা রেখে দেওয়ার হাতিয়ার হচ্ছে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার। সেই ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসারের মাধ্যমে ক্ষমতা হাতে রেখে দেওয়া হচ্ছে আর মুখে বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের বড় বড় কথা। যে দশ দফা কার্যসূচী যার মূল কথা হচ্ছে ক্ষমতা বিকেন্দ্রী করণ সেটা করা হচ্ছে না। এই বলেই আমি আমার কাট মোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— I would call on Shri Debendra Kishore Choudhury. Hon'ble member is absent. So his cut motion fall through. Shri Abdul Wazid. Hon'ble member is absent. So his cut motion fall through. Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে মিউনিসিপ্যাল একটা গ্র্যান্ট আছে ১২,৫০,০০০ টাকার। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বলা হয় পৌর শাসনের ব্যাপার সরকারের আওতার মধ্যে আসে না, এই কথা বলা হয়। আগরতলার জনসাধারণ অনেক দিন থেকে দাবী করে আসছে মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের জন্য। সেই দাবী মুখ্যমন্ত্রী মেনেও নিয়েছেন যে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এই পর্যন্ত অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর দিয়েই সরকার আজকে জনপ্রতিনিধিদের বঞ্চিত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। পৌর শাসনের অবস্থাটা কি? আজকে মধ্য পাড়ার অবস্থা কি? পশ্চিম দিকে সেন্ট্রাল রোড, আর উত্তর দিকে মোটর ষ্ট্যাণ্ড, পূব দিকে চিত্তরঞ্জন রোড, আর দক্ষিণ দিকে মহারাজগঞ্জ বাজার। সামান্য বৃষ্টি হলেই জল সরবার কোন উপায় নাই। পুরনো খাল ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সামান্য বৃষ্টিপাতে ঐ এলাকার জল যাবার

ঢুকতে আরম্ভ করে। সাধারণ লোকের একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। আর বনমালীপুর থেকে বার বার অনেক দরখাস্ত দিয়েছে, মৌখিক ডেপুটেশন দিয়েছে। লিখিত-ভাবে দরখাস্ত তারা দিয়েছিল গত ২৩/১২/৬৯ইং তারিখে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কাছে। তারপর ২৮/৪/৭০ইং তারিখে চীফ মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিসের জন্য? এনটায়ার এলাকার মধ্যে যে ড্রেনেজ আছে বোধজং দিঘীর পশ্চিম দিকে যে খাল সেখান থেকে বনমালীপুরের সমস্ত জল যাতে সরে যায় তার জন্য বহুদিন থেকে তারা আবেদন নিবেদন করে আসছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দরখাস্তগুলির উত্তর দেওয়া হয় নি। আর বোধজং দিঘির উত্তর পশ্চিম কোনে যে একটা কালভার্ট আছে সেখানে ড্রেন করবার কোন ব্যবস্থা নাই. কোন রাস্তাঘাট তো নাই-ই। সেখানে পুলগুলি পর্যন্ত ভালভাবে করার ব্যবস্থা নাই। জল নিষ্কাশন তো বাদ-ই। সমস্ত জংগলাকীর্ণ হয়ে আছে। পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা নাই। সমস্ত ময়লা জল খালের জলগুলি পুকুরে উঠে এবং মানুষের অসুবিধা ঘটায়। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে বিভিন্ন জায়াগার মধ্যে এই মিউনিসিপ্যালিটির যে একটা অবস্থা সরকার করে রেখেছেন এটা যদি দূর করতে হয় তাহলে অতি সত্বর নির্ব্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা দরকার। এইভাবে আজকে মহারাজগঞ্জ বাজারের অবস্থাও একই। সেখানে ড্রেনের কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে কোন খালের ব্যবস্থা নাই, সামান্য বৃষ্টি হলেই বাজার করার কোন উপায় নাই। সরকার পক্ষ বাজার উন্নয়নের নামে বহু টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু প্রপারলী এই টাকাগুলি ইউটিলাইজ করা হয় না। দিনের পর দিন ভাল হওয়া তো দূরের কথা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে চলছে। আর একটা দিক আমি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। আজকে একটা বাজারের কথা বলছি। যেমন চড়িলাম বাজার। যথারীতি একটা বাজার ডাক হল, তার পাশে আর একটা বাজার অপেনিং করলেন গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী। তারপর কি অবস্থা হল। সেখানে যে ইজারাদার আছে তার ইজারা থাকা অবস্থায় চান্দিয়ানা বাজারটা অন্য দিকে সরিয়ে দিল। যদি বাজারটা মানুষের ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য হয় তাহলে আগের বাজারটাকে ক্যানসেল করে দিয়ে নূতন বাজারের পারমিশন দিক। তাতে কোন লোকের আপত্তির কোন কারণ নাই। এখানে চান্দিয়ানা বাজার একটা আবার পাশে আর একটা বাজার। এটা কিরকম অরাজকতা? আর উন্নয়ন তো দূরের কথা। যে বাজারটা আছে সেই বাজারের জন্য স্থানীয় জনসাধারণ জায়গা ছেড়ে দিতে রাজী হয়ে দরখাস্ত পর্যন্ত দিয়েছে কিন্তু কোন গোপন হস্তক্ষেপের ফলে এটা হল না। কাজেই যারা আইন পরিচালনা করে, যারা রাজ্য পরিচালনা করেন তারা নিজেরা যদি উদ্যোগী হয়ে এই সমস্ত ব্যাভিচারের সৃষ্টি করেন তাহলে আর কি করা যায়? যে মুহূর্তে চান্দিয়ানা বাজারটা শিফট করা হল তখন সে যে টাকা দেওয়ার কথা সেটা সে দিল না। ফলে সরকারের যে ইনকাম বাজার মারফতে সেটা বন্ধ হল। সেটা নষ্ট হয়ে গেল। সেই দিক দিয়ে বলা হয় যে মুখ্যমন্ত্রী নাকি বলেছেন বক্তৃতার মধ্যে যে যেখানে জনসাধারণ এর বাজার বানানো হয়েছে সেটাই বাজার। ভাল কাজ। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, অর্থাৎ দলাদলি সৃষ্টি করা,

একটা জায়গার মানুষের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করে, একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছে। অমরপুর বাজারের আশে পাশে সমস্ত মানুষ দরখাস্ত দিয়েছিল যাতে বাজার করা হয়। তার জন্য টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা ছিল। কিন্তু বাজারটা করল না। এইভাবে আজকে কৈলাসহর বিভাগের যে কাঞ্চনবাড়ী বাজার, সেখান থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছিলাম যে তারা নাকি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছিল যে যদি ডিউ ডেটে কাজ না করে তাহলে তারা অ্যাসেম্বলী অভিযান করবে। তাদের দাবী কি, অত্যন্ত একটা সাধারণ দাবী, এর জন্য যে ব্যয় মঞ্জুরী নেই তা নয়, টাকা পয়সা রাখা হয় বাজার উন্নয়নের জন্য এবং বাজার উন্নয়নের নামে সেই সব টাকা পয়সা খরচ করা হয় কিন্তু যেখানে যেখানে করা দরকার সেখানে কিছুই করা হয় না। আজকে একটার পর একটা বাজার যদি আমরা ঘুরে দেখি তাহলে দেখতে পাব যে বাজার উন্নয়নের নাম করে টাকা পয়সা রাখা হয়, সেইগুলি খরচও হয়, কিন্তু জনসাধারণের কোন অসুবিধা দূর হচ্ছে না, বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখলেও সেটা ঠিক ঠিক ভাবে, প্রপার ওয়েতে ইউটিলাইজ করা হয় না, কাজেই বাজার উন্নয়নের কাজ হচ্ছে না।

(রেড লাইট)

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আরেকটুকু সময়ের দরকার।

এখানে মিসেলিনিয়াস ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে অনেক হেড আছে, যে হেডে টাকা খরচ করা হয়। ত্রিপুরার মধ্যে অনেক পীঠ স্থান আছে, যেমন উদয়পুরে মাতার বাড়ী আছে, একটা দর্শনীয় স্থান, তেমনি মেলাঘরের মধ্যে নীরমহল আছে, এই যে পুরানো স্মৃতিগুলি রক্ষা করা, তার কোন ব্যবস্থা নাই। সরকার পয়সা খরচ করে যদি এইগুলি টুরিষ্টদের জন্য হোটেল করে, বিদেশীরা এলে থাকার সুযোগ করত, তার মারফত কিছু পয়সা আমদানীর রাস্তা হত, এবং যদি ঠিক ঠিক ভাবে মেইনটেইন করা যেত, তাহলে অল্প সংখ্যক লোকেরও সেখানে প্রভিশন করা যেত, আজ পর্যন্ত সরকারের সেইদিকে কোন চিন্তা নাই, ভাবনা নাই। এখানে পাবলিসিটি ডাইরেক্টরেট হয়েছে, এই ডাইরেক্টরেটের মাধ্যমে, ডাইরেক্টার অব পাবলিসিটি এণ্ড টুরিজম আছেন, যারা বাইরে থেকে টুর করতে আসল, মানুষের যে আনুসংগিক সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া, তা পাওয়ার ব্যবস্থা করা, সেটার কোন ব্যবস্থা নাই। এইরকম অনেক জায়গা আছে। আজকে মায়ের বাড়ী, বছরে একবার মেলা হয়, মায়ের পুজা উপলক্ষে, কিন্তু সেখানে মানুষের থাকার জন্য একটা রেষ্ট হাউস পর্যন্ত নাই। যেটা আছে, সেটার ভাংগা দরজা, মানুষ থাকার অবস্থা সেখানে নাই, সেটা মেইনটেইন করা দরকার, সেইদিকে কোন নজরই নেই, অথচ আদায় উসুলের দিকে ঠিকই আছে। টাকাগুলি কোথায় যায়?

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিসেলিনিয়াস হেডের মধ্যে আরেকটা জিনিষ আমরা দেখি, এই যে ট্রাইবেলদের সংস্কৃতি আরটস ইত্যাদি জিনিষগুলি

আছে, সেইগুলি রক্ষণা বেক্ষণের জন্য, পাবলিসিটির আওতায় একটা কমিটি করা হয়, বাছাই বাছাই মেম্বার নিয়ে সেটা করা হয়েছে, আমার ব্যক্তিগত কারও উপর গ্রাজ নাই, আমার বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কমিটি করা হয়েছে টু ফাইণ্ড আউট দি ওরিজিন্যাল আরটস, কিন্তু এই ট্রাইবেলদের আরটস সম্বন্ধে তারা আজ পর্যন্ত কি করেছে, কিছুই করা হয়নি, অথচ এই ব্যাপারে অনেক টি, এ, ডি, এ. নিচ্ছে। যাদের সম্পর্কে কোন চিন্তা চেতনা নাই, তাদের নিয়ে এই কমিটি করা, হল, কিন্তু পারপাস সার্ভ হচ্ছে কি না, সেইদিকে কোন নজর নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা একটা ইম্পরটেন্ট ডিম্যাণ্ড, আমি খুব সংক্ষেপে শুধু পয়েন্টসগুলি রেফার করে যাচ্ছি।

আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে একটা রেডিও সেন্টার। আগে যখন এখানে সেন্টার ছিলনা, তখন আসাম, গৌহাটি, কলিকাতা থেকে সেই যে ত্রিপুরী প্রগ্রাম সেগুলি রিলে করা হত, কিন্তু এখন এখানে যখন একটা ইউনিট সেন্টার আছে, এখান থেকে সেই প্রোগ্রাম ব্রড কাষ্ট করা যায়, কিন্তু তা না করে কলিকাতা সেণ্টারেই ত্রিপুরী প্রগ্রাম রয়ে গেছে, এটা এখানে করা দরকার এবং প্রগ্রাম আরও বাড়ানো দরকার, ত্রিপুরা থেকে যাতে এটা করা যায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার ছিল। আর এই ত্রিপুরী প্রগ্রাম সম্পর্কে আমি বিভিন্ন সময় বলেছি, আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না।

আর পঞ্চায়েত সম্পর্কে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য একজন বলেছেন, তাই আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অর্থাৎ পঞ্চায়েত প্রধানদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য অরুন্ধুতি-নগর একটা সেণ্টার করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে কি হচ্ছে, মন্ত্রীদের বক্তৃতা দেওয়ার সময় সেখানে তাঁদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, বি, ডি, ও, এক্সটেনশান অফিসার সেখানে যাবেন, এবং অন্যান্য অফিসার যারা যাবেন, তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা, এই হচ্ছে আজকে পঞ্চায়েত প্রধানদের কাজ। পঞ্চায়েত রুলসে ক্ষমতা ডেলিগেট করার কথা আছে, আজ পর্যন্ত তাদের তা দেওয়া হয় না কেন, আজকে এটা একটা প্রহশনে পরিণত করা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের নামে সেখানে একটা প্রহশন চালান হচ্ছে।

আর পুনর্বাসন সম্পর্কে এখানে অনেক কথা মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলেছেন, কাজেই আমি আর এই বিষয়ে বলছিনা, যে সমস্ত কাট মোশান এখানে রাখা হয়েছে, তার সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা। আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩৪'এর উপর যে কাটমোশান রেখেছি, তার প্রথম নাম্বার কাটমোশান সম্পর্কে যেখানে আজকে আমরা দেখতে পাই যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ইলেকটেড মেম্বার নাই। কিন্তু আজকের দিনে আমরা কি দেখি যে বর্ত্তমান টেনডেন্সী হচ্ছে গণতন্ত্রকে গ্রামে এবং শহরে ছড়িয়ে

দেওয়া, জনসাধারণের মাধ্যমে, বিভিন্ন ইনষ্টিটিউশানের মাধ্যমে। আজকে আমরা সেই যে [illegible] [illegible] ১৯৬২ সালে প্রথম আমাদের পঞ্চায়েত ইলেকশান হয়েছে, তার পর সেই পঞ্চায়েতের হাতে, যাতে করে গ্রামে বিভিন্ন রকমের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম্ম করতে পারে, সেইভাবে তাদের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া। আজ পর্যন্ত তাদের হাতে কোনরকম ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ফলে আজকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে গ্রাম'এ পৌছে দেওয়া, গণতন্ত্রের বেসীস তৈরী করা, যে কাঠামো তৈরী করা, যে উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে, সেটা ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং বর্তমানে যা দেখছি সেটা হচ্ছে গ্রামের যে পঞ্চায়েত প্রধান, উনি কি করেন, উনার সাধারণতঃ কোন কাজ থাকেনা, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছেন, তাদের কোন কাজ থাকে না, তারা আজকে পেনশনারসদের মত জীবন যাপন করছেন। আজকে অনেক জায়গায় পঞ্চায়েত ইলেকশান ডিউ হয়ে গেছে, সেখানে ইলেকশান হচ্ছে না। বিশেষ করে সারা ভারতবর্ষের দিকে নজর যদি দেই তাহলে দেখব অনেক জায়গায় টু টায়ার, থ্রি টায়ার পঞ্চায়েত হয়েছে, তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কোন কোন জায়গায়—যেমন বোম্বে, মাদ্রাজ, তাদের হাতে ইলেকট্রিসিটি ডিষ্ট্রিবিউশানের ভার পর্যন্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের পঞ্চায়েতের হাতে সাধারণ একটা পায়ে হাঁটার রাস্তা করার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই। তাহলে আমি মনে করব, আমাদের এইসব পঞ্চায়েত না করলেও হত। এটা শুধু লোক দেখানোর জন্য করা হয়েছে। তারপরে আমাদের ত্রিপুরাতে এমন একটা শহর নেই, যেখানে নাকি একটা ইলেকটেড মিউনিসিপ্যালিটি আছে বা সেটা কোন শহরের ডেভেলাপমেন্টের জন্য পরিচালনা করছে। আমরা দেখেছি এই আগরতলাতে ১৯৫২ বা ১৯৫৩তে একটা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান হয়েছে, সেটা প্রায় ১৭।১৮ বছরের আগের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি এখানে অনেক জনসাধারণ রয়েছে, অনেক শহরবাসী রয়েছে, অনেক উকিল রয়েছে, অনেক এ্যাডভোকেট রয়েছে এবং আরও অনেক ভাল ভাল নাগরিক রয়েছে তারা তাদের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য নিজেদের পরিকল্পনা মত এই শহরকে ডেভেলাপ করার জন্য নিজেদের হাতে যে কিছু করা উচিত, সেটা তারা করতে পারছে না। যদিও তারা তাদের ডিউটি এবং রেসপন্সিবিলিটি সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়েছেন। কাজেই এদিক থেকে এখানে যে একটা অব্যবস্থা চলছে, সেটার পরিবর্ত্তন করার জন্য সরকারের বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে বলে বলব। আজকে এখানে যে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান হচ্ছে না, তার পেছনে নিশ্চয় কোন কারণ থাকতে পারে না। যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে সেটা হবে যে এই মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান করলে পরে, সেটা পরিচালনা করবার জন্য যে টাকার দরকার, সেদিক দিয়ে সেলফ সাফিসিয়েন্ট হবে না। এটা আমিও স্বীকার করি এখানে যে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, তাতে তার যে আয় হবে, সেটা দিয়ে সে তার কাজকর্ম্ম চালাতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যে মিউনিসিপ্যালিটি বা করপোরেশানগুলি আছে, সেগুলির অব্যবস্থা দেখি তাহলে দেখব যে সেগুলিরও ঐ একই অবস্থা, সেগুলিও সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট নয় কিন্তু সেগুলিও সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেন্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করে চলছে।

আজকে আমাদের আগরতলা শহরের মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান করার জন্য যে টাকা ব্যয় হবে, সেটা অপব্যয় হবে বলে আমি মনে করি না। কারণ আমাদের এই শহরের যে নূতন নাগরিক আছেন, তারা তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন আছেন। তাই আমি মনে করি এই মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান করে, যদি তার হাতে ক্ষমতা না দেওয়ার ইচ্ছা সরকারের থাকে, তাহলে তার পিছনে নিশ্চয় কোন একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। আমরা গত ৪।৫ বছর আগের কথা যদি চিন্তা করি তাহলে দেখব যে আগরতলা শহরের ওয়াটার সাপ্লাই করার জন্য বাজেটে অনেক টাকা ধরা হয়েছিল এবং সেই টাকা দিয়ে ওয়াটার সাপ্লাই করার যে কাজ করার কথা ছিল, সেটাও আজ পর্যান্ত সম্পূর্ণভাবে করা সম্ভব হয়নি। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটিকে এই ক্ষমতা না দিয়ে, সরকার যদি তার নিজের হাতে এই ক্ষমতা রাখেন, তাহলে সে নিজের ইচ্ছামত খরচ করতে পারবেন। তাদের নিজেদের স্বার্থে যখন যা কিছু করা দরকার, সেইভাবে এদিক সেদিক করে কিছু টাকা খরচ করলে ভোট পাওয়া যাবে, সেজন্য তারা এই মিউনিসিপ্যাল ইলেকশান করছেন না বলে আমার ধারণা। কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখা দরকার, আজকে যেখানে নাকি আমাদের ভারতের সর্বত্র গণতান্ত্রিক উপায়ে সব কিছু চলছে, সেখানে মিউনিসিপ্যাল থেকে আরম্ভ করে সব কিছু, কলকাতায় করপোরেশনটাও একটা ইলেকটেড বডি, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সেইরকম কোন একটা মিউনিসিপ্যালিটির জন্য ইলেকটেড বডি নেই, এর জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি না। আজকে যদি বিদেশ থেকে কোন লোক এসে জিজ্ঞাসা করে যে আপনাদের এখানে কোন ইলেকটেড মিউনিসিপ্যাল বডি আছে কিনা, তখন আমরা কি করে বলব যে আমাদের এখানে সেইরকম কিছু নেই বা কোন ইলেকশান করে সেখানে প্রতিনিধি পাঠিয়ে আমাদের শহরবাসীদের নিজেদের ডেভেলাপমেন্টের জন্য কোন কিছু আলাপ আলোচনা করার দরকার নেই। কাজেই যে নামেমাত্র মিউনিসিপ্যালিটি আছে, সেটার জন্য ইলেকশান করার জন্য তার কোন ভূমিকাই আমরা দেখতে পারছি না। আর সেজন্য আমি আমার এই কাটমোশানের মাধ্যমে যাতে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার—১৪ এর সম্পর্কে অনেকে অনেক কিছু বলেছেন। এই ডিমাণ্ডটা যদিও নামে মিসিলেনিয়াস কিন্তু এর মধ্যে অনেক কিছু বলার আছে। কাজেই আমি এই ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করে এবং বিরোধীপক্ষ থেকে এই ডিমাণ্ডের উপর যেসব কাটমোশান রাখা হয়েছে, তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করছি। বিরোধী দলের কোন কোন সদস্য বলেছেন যে, এই পঞ্চায়েত আইনটা ইউ, পি, থেকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এ্যাক্সটেণ্ড করা হয়েছে, এটা আমাদের সকলেরই জানা আছে। আজকে ক্ষমতা ডি.সেন্ট্রেলাইজেশানের যে কথা উঠেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পঞ্চায়েতগুলির হাতে যাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় সেজন্য ইতিপূর্ব্বে পঞ্চায়েতের ইলেকশান হয়ে গেছে। কিন্তু তারা যে বলছেন কোন ক্ষমতাই পঞ্চায়েতকে

দেওয়া হয়নি, সেটা আমি স্বীকার করতে পারছি না। এখানে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু উল্লেখ করেছেন যে, পঞ্চায়েতের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য গেজেট নটিফিকেশান হয়েছে, এই কথাটা সত্য। কিন্তু যারা বলছেন যে পঞ্চায়েতকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, সেটা সম্পর্কে আমি বলছি যে সেই ক্ষমতাটা কি? ক্ষমতাটা কি এমন একটা বস্তু যে সেটাকে হাতে করে এখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যাবে। অথবা মাথায় করে সেটাকে নিয়ে যাওয়া যাবে, যেখানে নাকি বলা হয়েছে যে গেজেট নটিফিকেশনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। এটা যেমন তাদের অনেকে স্বীকার করছেন, আবার আমরাও এটাকে স্বীকার করছি। আর এই পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছেনা বলে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে পঞ্চায়েতগুলি কোন কাজই করছে না, এই কথাটা ঠিক নয় বলে আমি মনে করি। আমরা জানি পঞ্চায়েতগুলি তাদের যথাসাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছেন। পঞ্চায়েত যে কাজ করছে, তার প্রমাণ হল, আমাদের এখানে এমন অনেক মাননীয় সদস্য আছেন, তারা বি, ডি, সির মেম্বার হিসাবে আছেন। আমি নাম করে বলতে পারি, আমাদের মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবুও বি, ডি, সির একজন সদস্য। কিন্তু তিনি সদস্য হয়েও সেখানে যে বি, ডি, সির মিটিং হচ্ছে, সেগুলিতে যান না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি অভিরাম বাবু একদিনের জন্যও ঐ সব মিটিংগুলিতে হাজির ছিলেন না, অন্যদের কথা আমি বিশেষ জানি না, তাই তাঁদের কথা আর বিশেষভাবে কিছু বলছি-না। কাজেই পঞ্চায়েত সম্পর্কে তিনি যেসব কথাগুলি বললেন, সেগুলি অত্যন্ত উদ্দেশ্যমুলক বলে আমি মনে করি। উদ্দেশ্য-মূলক বলছি এই কারণে যে আমাদের পঞ্চায়েতগুলিতে যে সব পঞ্চায়েত সদস্য বা প্রধান আছেন তারা হলেন, আমাদের সরল গ্রামবাসী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের। কাজেই তারা সেখানে গিয়ে তাদের যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার কথা, সেগুলি তারা আজকাল করতে পারছেন না বা তাদের কথামত ঐসব সরল গ্রামবাসীরা চলতে চাইছেন না বলে এখানে এসে পঞ্চায়েতের নামে এসব কথাগুলি বলতে চাইছেন। এর মধ্যে কোন সত্যতা আছে বলে আমি মনে করিনা। এই প্রধানদের বলা হচ্ছে তোমরা প্রধান, কাজেই তোমরা আমাদের পার্টির নির্দ্দেশে বি, ডি, ও, কে ঘেরাও কর। তারা সরল মানুষ বলেই জানা এবং তারা বাস্তবে অনেকেই এইসব জানেনা বলেই এই রকম করে। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অভিরাম বাবুকে বলছি যে তার বাড়ীর কাছে যে গাঁওসভা আছে সেই গাঁও সভার কোন খবর তিনি রাখেন কিনা। সেই পঞ্চায়েতের যে রিসোর্স অন্ততঃ আমি জানি রিসেন্টলী এক মাস আগে ৭,০০০ টাকা খরচ করেছে সেই পঞ্চায়েত। কাজেই কিছু কাজ করছেনা সেটা ঠিক নয়। সেখানে ফিসারী হচ্ছে, সেখানে মাছের চাষ হচ্ছে, সেই পঞ্চায়েত তাদের কাজকর্ম্মের মাধ্যমে তাদের পরিশ্রম, তাদের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করে দেশের মানুষকে সাহায্য করার জন্য সেটা তারা কাজে লাগাচ্ছেন। তারপর আরও কথা আছে, এই যে বি, ডি. সি, এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্প যেগুলি দেওয়া হয়েছে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অনেক কাজ করা হচ্ছে। যেমন টিউব-ওয়েল, ছোট ছোট রাস্তা ইত্যাদি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের

বিষয়, কথা হচ্ছে সব পঞ্চায়েতের আয় নাই। সেটা আমি স্বীকার করি। সেইভাবে তারা খরচ করতে পারে না রাস্তা ঘাটের জন্য। সেইভাবে তারা সেই পঞ্চায়েত রাজ আইন অনুসারে এই ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত প্রধানদের যে ক্ষমতা আছে যদি সদিচ্ছা থাকে এই ক্ষমতার মাধ্যমে গ্রামের নিরীহ জনসাধারণ, গ্রামের গরীব চাষী মজুর তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমি জানি সেই পঞ্চায়েতগুলি সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে জনসাধারণকে পানীয় জল খাওয়াবার জন্য টিওব-ওয়েল বসিয়েছে। কোন কোন জায়গায় স্কুল করে দেওয়া হচ্ছে। তারা বলেছেন শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু তারা স্কুলেরও ব্যবস্থা করছেন। আমি নামও বলতে পারি এবং কবে দেওয়া হয়েছে তাও বলতে পারি। কাজেই পঞ্চায়েতের উপর যে অবমাননাকর কথা এনেছেন কোন কোন সদস্য সেটা ঠিক নয়। পঞ্চায়েত করছে উইদিন দেয়ার রিসোর্সেস। আর একটা কথা বলা হয়েছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে সেই পঞ্চায়েত রাস্তা করছে না অভিরাম বাবু বলেছেন। কোন রাস্তাই নাকি পঞ্চায়েত করেনি। সেই জিরাণীয়া ব্লকে এবারও মাননীয় প্রধানগণ মুহুরীপুর থেকে এসে চোখে দেখে গেছেন যে পঞ্চায়েত তাদের সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের সহযোগিতায়, পঞ্চায়েত মেম্বারদের সহযোগিতায় পাঁচ মাইল রাস্তা পঞ্চায়েত দ্বারাই গঠিত হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারা যে কথা বলেছেন দুই একটা উদাহরণ দিয়ে এইগুলি যে ধোপে টেকে না সেটা দেখিয়ে দিলাম। তারপর মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কথা হচ্ছে পঞ্চায়েত ক্ষমতা যেটা পেয়েছে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্য কোন কোন সদস্য উল্লেখ করেছেন তারা বাজেট করে যাচ্ছে কিন্তু বাজেটের টাকা পাচ্ছে না। বাজেট পঞ্চায়েত করছে নির্দেশ অনুসারে কিন্তু বাজেট করতে গেলেও তাদের এক্সপেণ্ডিচার কি হয় এবং আরও কি দরকার তাদের অ্যাকচুয়াল ইনকাম কত এইগুলি দেখিয়ে বাজেট করা হয়। কিন্তু সামগ্রিক ক্ষেত্রে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেহেতু তাদের এখন কোন স্ট্যাণ্ডিং ইনকাম নাই সেইহেতু তারা ডান দিকে শুধু খরচ লিখেছেন, শিক্ষা খাতে ১০,০০০ টাকা, রাস্তা খাতে ১০,০০০ টাকা সরকারী গ্র্যান্ট। এই ভাবে শুধু ডান দিকে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে দেখা যায় টোটেল যে ৭৫,০০০ বা ৮০,০০০ টাকার বাজেট। বাঁ দিকে কিছুই নাই। অর্থাৎ আয়ের দিকে কিছুই নাই। বিভিন্ন খাতে যেটা পারবে সেই সব ক্ষেত্রে তাদের রিসোর্সের জন্য হরটিকালচার, ফিসিকালচার ইত্যাদির মাধ্যমে আয় করতে পারেন এবং তার সংগে সংগে যেখানে যেখানে পারা যায় সেখানে সেখানে ট্যাকস্ বসাতে পারেন। যেমন বৈশের গাড়ী আছে। সেই বৈশের গাড়ী রাস্তা দিয়ে চলে। সেই বৈশের গাড়ীর উপর ট্যাক্স ইম্পোজ করতে পারে পঞ্চায়েত। যারা বড় বড় ব্যবসায়ী আছে ব্যবসায়ীদের উপর কিছু ট্যাকস ইম্পোজ করতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই পঞ্চায়েতগুলি কেন যে এটা করার সাহস পাচ্ছে না, এটা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে হয়ত তারা আন পপুলার হয়ে যাবে,

সেইজন্য অথবা কোন আন্দোলন হয়ে যায় কিনা, আমার মনে হয় অনেকটা তাই হতে পারে। কেউ কেউ হয়তো উস্কানিমূলকভাবে বলতে পারেন যে প্রধানরা তোমরা ট্যাক্স্ ইম্পোজ করো না। যাতে তোমরা আনপপুলার হবে। কাজেই পঞ্চায়েত দ্বারা যদি কিছু কাজ করতে হল তাহলে তাদের যা ক্ষমতা এর মধ্যেই তা করা যায়। তবে পঞ্চায়েত প্রধানরা অনারারী সার্ভিস দিচ্ছেন। সেজন্য তাদের উপরএটা দোষারোপ করা যায় না যে তারা কিছুই করছে না। কিন্তু তাদের যে দোষারোপ করা হচ্ছে এটা অহেতুক। আর একটা কথা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতের যেটা খাস জায়গা যেগুলি পঞ্চায়েতরা আজকে ৫/৭ বছর যাবত ব্যবহার করে আসছে অথচ সেখানে একটা প্রটেকশন বেড়া দিয়ে সেটা দখল করে বাগান যেখানে করতে চাইছে সেই জায়গাগুলি পঞ্চায়েতকে বন্দোবস্ত দেওয়া বিনা নজরে অত্যন্ত দরকার। আমি আগেই বলেছি যে পঞ্চায়েতের রিসোর্স নাই। কাজেই তারা যদি হরটিকালচার সেখানে করে অথবা আনারসের বাগান করে তাহলে খুব বেশী খরচ লাগবে না। উইদিন থ্রি অর ফোর ইয়ার্সের মধ্যে তারা বেনেফিট পাবে। তাতে তাদের আয় হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি কয়েকটা পঞ্চায়েত খাস জায়গা তারা মাছের চাষ করার জন্য দখল করে আছে সেগুলি আজ পর্য্যন্ত তারা বন্দোবস্ত পায় নি। শুনেছি যে পাঁচ কানির উপর যদি বন্দোবস্ত দিতে হয় তাহলে তৎকালীন চীফ কমিশারকে এখন লেঃ গভর্ণরের নাকি ডি, এম, এর মাধ্যমে পারমিশান লাগে। কিন্তু আমি বলতে পারি পঞ্চায়েত যদি সচেতন থাকে তাহলে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে বা যার কাছ থেকেই বন্দোবস্ত করা যায় না কেন সেই বন্দোবস্ত করে তারা যদি চেষ্টিত হয় সেই খাস জায়গাগুলিতে পঞ্চায়েত তাদের ক্ষমতা অনুসারে কাজ করে যেতে পারেন এবং মাছের চাষ করতে পারেন, পল্ট্রির চাষ করতে পারেন। সেখানে তারা আলু করতে পারেন। সেই আয়ের দ্বারা তাদের নিজস্ব কিছু থাকবে এবং সরকারা ঋণ ইত্যাদিও পরিশোধ করতে পারবেন। বাকা টাকা দেশের উন্নয়নমূক কাজে ব্যয় করতে পারবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর পাঁচ মিনিট টাইম দিতে পারবেন? অনলী ফাইভ মিনিটস মোর।

আরেকটা কথা হচ্ছে যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সম্পর্কে মাননায় সদস্য শ্রীপ্রমোদ বাবু যে কথাটা বলেছেন, সেটা বাস্তবিক ঠিক, পঞ্চায়েত সেক্রেটারী ৪০০ মত আছেন, তাদের কোয়াসী পার্মানেন্ট বা পার্মানেন্ট ইত্যাদি করা দরকার। আরেকটা কথা হচ্ছে তাদের পে-স্কেল রিভিশনের কথা, সেটা হওয়া দরকার, তারজন্য আমি একথা বলব না যে তাদের পে-স্কেলে এ্যানমেলীজ রয়েছে, কারণ তাদের পে-স্কেলে এ্যানমেলীজ থাকার কোন প্রশ্ন নেই। সেটা হচ্ছে রিভিশনের প্রশ্ন। এখন তাদের পে-স্কেল যদি ওয়েষ্ট বেঙ্গল পেটার্ণে রিভিশন করা হয়, তাহলে তাদের খুব কম বেতন হবে, বর্তমানে যা পান, তার থেকে কমে যাবে, সেইজন্য

ত্রিপুরা সরকার সেনট্রাল পে-স্কেলে তাদের নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করছেন এবং মনে হয় সেটা পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট থেকে দেখাশোনা করা হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সেটা খুব দেরী হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করে সেটা রিভাইজ করে, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের যাতে সুন্দরভাবে কাজে লাগান যায়, তার জন্য চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। আরেকটা কথা মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু এখানে বলেছেন যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র ১০০ টাকা পান, একথা ঠিক নয়। তাদের আজকে পাঁচ, সাত, আট বছর চাকুরী হয়েছে এবং তাদের ইনক্রীমেন্ট ইত্যাদি হয়ে, তাদের এখন সর্ব্বসাকুল্যে ১৬৬ থেকে ২০০ টাকার মত বেতন তারা পাচ্ছেন। যাই হউক, আমার কথা হচ্ছে, এই রিভাইজড স্কেল কি করে তারা পেতে পারেন, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকর্ষণ করছি। আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং পঞ্চায়েত প্রধান, তাদের যে রিলেশন, তার দিকে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টকে নজর দেওয়া দরকার। কারণ এই যে পঞ্চায়েত প্রধান তারা গ্রামের সরল মানুষ, গ্রামের মোড়ল, তারা লেখাপড়া কম জানে, তারজন্য পঞ্চায়েত সেক্রেটারীকে তাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে হবে, এবং সেই সাহায্য সব সেক্রেটারী ঠিক ঠিক সময় করছেন কিনা, সেইদিকে পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্ট'এ একস্‌টেনশান অফিসার বা এ্যাসিস্টেন্ট পঞ্চায়েত অফিসার যারা আছেন, বিশেষভাবে সেইগুলি সুপারভাইজ করে, তাদের কাজকর্ম চলছে কি না, ঠিক ঠিক মত তারা কাজ করছে কি না, সেইসব দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। আমি এখানে পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত উপ-প্রধানদের ট্রেনিং সম্পর্কে দুই একটি কথা উল্লেখ করছি। তাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে ভাল কথা, তাদের ট্রেনিং না থাকলে তারা কাজকর্ম করতে পারবে না, তাদের অভিজ্ঞতা থাকবেনা, কিন্তু এই ট্রেনিং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে সেখানে খাওয়া দাওয়া হয়, এটা হওয়ায় দোষের কি আছে আমি বুঝতে পারছি না। কারণ আমার সঙ্গে একজন পঞ্চায়েত প্রধানের আলাপ হয়েছিল, তিনি বলেছেন যে আমি গ্রামের জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এসেছি, তাদের যাতে সুযোগ সুবিধা হয় এখানে এসে তার ব্যবস্থা করতে হবে, বাস্তবিক আমি তার কথা এ্যা প্রশিয়েট করি। তিনি জনসাধারণের প্রধান, জনসাধারণ ট্রেনিং'এ আসলে পরে তার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রাখা দরকার, তার মধ্যে কোন দোষের কারণ নাই। কোন মন্ত্রী গিয়ে যদি টেনিং সেন্টার দেখাশোনা করেন, বা তাদের সংগে ভাবের আদান প্রদান করেন, তার মধ্যে কি যে দোষ থাকতে পারে যার জন্য অঘোর বাবু দোষারূপ আনলেন, তা আমি বুঝতে পারছি না। তবে এই ট্রেনিং সেন্টার সম্বন্ধে আমি দুই একটি সাজেশান রাখব তাদের ট্রেনিং-এর সময় সম্পর্কে। তাদের ১০।১৫ দিন ট্রেনিং দেওয়া হয়, সেটা অত্যন্ত কম, কাজেই সেটাকে বাড়িয়ে যাতে অন্ততঃ পাঁচ সপ্তাহ করা হয়, তার জন্য আমি এখানে সাজেশন রাখছি। কারণ যারা পঞ্চায়েত প্রধান যারা আছেন, তারা চাকুরী করেন না, তারা কাজ করতে আগ্রহশীল, তাদের যদি সম্মান দেখিয়ে, তাদের ট্রেনিং'এর সময়টা

বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ভাল হবে বলে আমি মনে করি। অন্ততঃ ৩৫ দিন করা হলে [illegible] ব্যাপারটা বুঝে নিতে পারবে, এই বলে আমি ডিম্যাণ্ডের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে বিরোধী দলের ডিসকাশন শুনে আমার একটা পুরানো কথা মনে হল, একি শুনি মন্থরার মুখে। মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় এখানে যে কাট মোশান রেখেছেন, সেখানে আছে 'পাকিস্তান হইতে নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি না গ্রহণ করার প্রতিবাদ'। একাধারে এ্যাসেম্বলীতে এসে উদ্বাস্তুদের জন্য ভাবে গদগদ, অথচ স্যার, গ্রামে বন্দরে টিমাদের শ্লোগান হচ্ছে সিড্যুল রিজার্ভ চাই, ট্রাইবেলদের পুনর্ব্বসতি চাই, আর এখানে এসে বলেছেন যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বসতি চাই। কিন্তু আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি স্যার যে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট যে বেসিক প্রিন্সিপাল গ্রহণ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে আর উদ্বাস্তুকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়, তার জন্য উদ্বাস্তু যারা আসছেন, তাদের ক্যাম্পে রেখে, অন্যত্র যাতে এ্যাকমডেশন করা যায়, তার জন্য বিশেষ ভাবে বন্দোবস্ত করেছেন, যারা ইনভেলিড তাদের জন্য এখানে এ্যাকমডেশন করা হয়েছে, কাজেই পুনর্ব্বাসনের নীতি গ্রহণ করা হয় নি, সে কথাটা ঠিক নয়, এটা শুধু গালভরা কথা, মানুষকে দরদ দেখাবার জন্য এবং পলিটিক্যাল উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রশ্ন এখানে আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় হচ্ছে—ভূমিহীন কৃষক পুনর্ব্বাসনে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ না করার প্রতিবাদ।' ত্রিপুরার রাজ্যে ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়ার জন্য সরকার স্পেসিফিক প্রগ্রাম নিয়ে, স্কীম নিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা হাজার হাজার ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাস দিয়েছি। আরেকটা জিনিষ এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি আদার স্যান সিড্যুল কাস্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবের বেলায়, ল্যাণ্ডলেস যারা আছেন, তাদের কো-অপারেটিভ ফরম করার জন্য এ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে এই সম্পর্কে যে রুলস এবং প্রসিডিউর আছে, তার জন্য তারা কো-অপারেটিভ ফরম করতে পারছে না। একাধারে তাদের বলা হচ্ছে যে তোমরা কো-অপারেটিভ ফরম কর, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কতকগুলি অসুবিধা দাঁড়িয়েছে। যেমন বনমালিপুরে একটা ল্যাণ্ডলেস কলোনী করা হবে, সেখানে একজিষ্টিং একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে। ফর এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট সেখানে বলা হল, ২০ জনকে বলা হল পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু একজিসষ্টিং রুল অনুসারে ডুপ্লিকেশন সোসাইটি গঠন করা যায় না, অথচ তাদেরকে বলা হল যে তাদের সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করছি, যাতে রিহ্যাবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট এবং কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কো-অরডিনেশন থাকে। এবং কোন জায়গায় রিহ্যাবি-লিটেশান দেওয়ার আগে তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে, এইসব স্কীম প্রণার

ইমপ্লীমেন্টাশনের জন্য এগিয়ে আসা দরকার বলে আমি মনে করি। আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো এর জন্যই আমরা দেখছি যে ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে আমাদের টাকা ধরা হয়েছিল ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, রিভাইজড বাজেটে দেখতে পাচ্ছি ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা [illegible] যে রিঅ্যাকশান, আমার মনে হয় এই কো-অর্ডিনেশানের অভাবে আমরা সেই কাজটা করতে পারছি না সেই দিকে দৃষ্টি রাখবার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আরেকটা জিনিষ আমি এখানে রাখছি, আমাদের সিকিউলার স্টেট, এবং তারই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মহারাজার আমলে যে জিনিষটা চলে আসছিল, সেটাকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টও গ্রহণ করেছেন, তারই জন্য প্লেস অব ওয়ারসিপ, সেই খাতে ৩ হাজার টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রাধানগরে যে মন্দির আছে, সেখানে পূজার জন্য টাকা দিচ্ছেন, কিন্তু ঘর রিপেয়ারের জন্য কোন প্রভিশন নাই, আজকে সেই ঘর দিয়ে জল পড়ছে, তার রিপেয়ারের কোন বন্দোবস্ত নাই। আরেকটা দেখতে পাই বনমালীপুর পাগলা দেবতার বাড়ী, সেখানে মাত্র ২০ টাকা ঠাকুরের ভোগের জন্য দেওয়া হয়, কিন্তু ঠাকুরের সেবা কে করবে, তার জন্য কোন প্রভিশন নাই।

সেখানে অবশ্য প্রভিশান একটা থাকে, তাতে আমরা দেখছি যে পূজার জন্য টাকা রাখা হয় কিন্তু পূজারীর জন্য টাকা রাখা হয় না। কাজেই এদিক দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সেই সব দেবতার প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে আরও ভাল ভাবে চলতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকারের গ্রহণ করা দরকার। তারপরে আমরা দেখছি এখানে মাননীয় সদস্য বিপ্লবাবু বলেছেন যে কমলপুরে মহাবীর মৌজায় ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার যে কথা, সেটা না দিয়ে তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলব যে সরকার সেখানে ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং এরজন্য যখন টাকা স্যাংশান হয়েছিল, তারপরে সেখানে একদল লোক লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে এসে সেই সব ভূমিহীন যারা নাকি আগে থেকে সেখানে বসবাস করতেছিল, তাদের জোর করে সেখান থেকে উঠিয়ে দিয়ে, তাদের জন্য যে জমিগুলি বরাদ্দ ছিল, সেগুলি তারা দখল করে বসলো। আর আজকে তারাই এখানে এসে আবার বলছে যে সেখানে ভূমিহীনদের জায়গা দেওয়া হল না, তাদের টাকা দেওয়া হল না। মনে হয় টাকার অভাবটা যেন তাদের জন্যই হয়েছে। তারপরে প্রমোদবাবু কর্মচারীদের রিভাইজড পে-স্কেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু এর আগেও আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার থেকে অনেক ইনফরমেশান পেয়েছি যে সরকার তাদের পে-স্কেলগুলি যাতে ঠিক মত রিভাইজড করা যায় সেজন্য গভঃ অব ইণ্ডিয়ার কাছে রেফার করেছেন। সরকারের তরফ থেকে কর্মচারী-দের এ্যানামলীগুলি রিমুভ করার জন্য যে কোন চেষ্টা হচ্ছে না, সেটা আমরা স্বীকার করি না। সরকার এদিক দিয়ে যথেষ্ট সচেতন আছেন। কিন্তু ১৯৭০ ইং সনে গভ: অব ইণ্ডিয়া থেকে যে একটা বেন এসেছে, সেজন্য এটাকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই শুধু মাত্র বক্তৃতা দিয়ে এর কোন প্রতিকার করা যাবে না। তাই আমি মূল প্রস্তাবকে সমর্থন

করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাটমোশানগুলি আনা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৪—মেসেলি-নিয়াস, এই ডিমাণ্ডে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসের সামনে চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। মেসেলিনিয়াস হলেও এর ভিতরে অনেক কিছু আছে, সেগুলি সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে। আমার সময় খুব কম তাই আমি বিস্তারিত ভাবে এর আলোচনা করতে পারছি না, তবে আমি একটা বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা শেষ করবার ইচ্ছা স্যার, আজকে আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের মুখে সমাজতন্ত্র কথাটার ব্যবহার শুনতে পেয়েছি। এটা কিন্তু স্বাভাবিক, তবে একটা কথা হল এই সমাজতন্ত্র জিনিষটা অন্ততঃ জটিল। এর মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সেটাকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাব। এখানে মাননীয় সদস্য বিশ্বা বাবু একটা কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা হল মহাবীর বাগান থেকে ভূমিহীনদের উচ্ছেদের ব্যাপার, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তবে তিনি যে কথাটা বলেছেন এটা আদৌ ঠিক নয়। তারপরে পঞ্চায়েত প্রধান হিসাবে আমাদের মাননীয় সদস্য যতন বাবু যে সব বক্তৃতা এখানে করেছেন, আমি মনে করি, তিনি ঠিক কাজই করেছেন। আমি জানি বামনছড়ার গাঁওপ্রধান হারাধন নমঃশূদ্র, তিনি নিজেকে ভূমিহীন বলে ঐ মহাবীর বাগানে যে জমি আছে, মহারাজার আমল থেকে সেটার বন্দোবস্ত নেয়। কিন্তু আমরা জানি যে বাগান করতে গেলে, সেই বাগানের মধ্যে যে প্ল্যান্টেশান হবে, তার চাইতে কিছু জায়গা সেখানে এ্যাক্সেস থাকতে পারে এবং একটা বাগানের জন্য এ্যাক্সেস কিছু জায়গার যে দরকার নেই, তা নয়। সেখানেও আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল বামনছড়ার গাঁওপ্রধান যোগেশ সরকার উদ্বাস্তু হিসাবে একবার ঐ বাগানে জায়গা পেয়েছে, এবং তারপরে ভূমিহীন হিসাবে তার ছেলের নামে, কিছু জায়গা পেয়েছে এখন আবার সেই ছেলে ঐ মহাবীর বাগানে ভূমিহীন হিসাবে জায়গা পাইতে চাইছে। তারাই আবার ভূমিহীন হয়ে লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ প্রভৃতি বলে ঐ বাগানে যে সব ভূমিহীন ছিল, তাদের উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেছে। আজকে এই রকমভাবে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র করে চলছে, কিন্তু এতে কি তারা তাদের সেই সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে পারবে? আমার যা মনে হয়, তারা তা করতে পারবেন না। তবে আমি একটা কথা বলতে পারি যে আমাদের সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি নাই, সেটা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাদের যে চৈনিক সমাজতন্ত্র, সেখানে হিন্দ ক্লাব জিন্দাবাদ এই কথা বলা যাবে না। আজকে আমাদের যদি কিছু সংশোধন করার থাকে, তাহলে আমরা অনেক সময়ে সেটাকে গ্রহণ করে থাকি। আর তাদের যে গণতন্ত্র যেখানে নাকি মানুষের মূল্য থেকে একটি গুলির মূল্য অনেক বেশী, সেখানে কিন্তু তারা এসব কিছু করতে পারবে না। তবে আমাদের গণতন্ত্রে আজকে ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ বলে গাঁওপ্রধান যে সব ভূমিহীন

তারা শ্রমিকদের জন্য এবং প্রকৃত ভূমিহীনদের জন্য যে সব জায়গা রাখা হয়েছে, সেগুলি জোর করে দখল করতে গিয়ে বাগানের ৫ হাজারের মত গাছ তুলে ফেলেছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, আপনাদের তথাকথিত গণতন্ত্র কি রকম। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এখানে যে সব কাট মোশান রেখেছেন, সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না, আর সেজন্য তাদের ঐসব কাট মোশানের বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই ডিম্যাণ্ডের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছে, তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে মিসেলিনিয়াস ডিমাণ্ডটা যদিও মিসেলিনিয়াস নামে আছে, তাহলেও এর গুরুত্ব অনেক বেশী। তবে আমার বলার আগে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে সময় সম্পর্কে সাবধান হতে বলেছেন, তাই আমি চেষ্টা করব যত কম সময়ের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি। স্যার, এর মধ্যে বলার মত অনেক বিষয়বস্তু আছে, এই ডিমাণ্ডটা হচ্ছে আমাদেরি রিলিজিয়াস যে সব ইন্‌ষ্টিটিউট আছে, সেগুলির জন্য কণ্টি্‌বিউশান দেওয়ার ব্যবস্থা। একটা জিনিষ আমার বলার আগে মাননায় সদস্য বলেছেন, সেটা হল একটা সিকিউলার স্টেট হিসাবে সরকার আমাদের এগুলি গ্রহণ করেছেন, এবং সরকার সেখানে অর্থ দিচ্ছেন, যাতে করে ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলি ভালভাবে চলতে পারে। আমরা দেখেছি অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সরকার'এর জন্য একটা লেজিসলেশান করে সেই সব প্রতিষ্ঠান যাতে ভাল করে চল্‌তে পারে, সেজন্য একটা করে ট্রাস্ট গঠন করেন এবং সেই ট্রাস্টের উপর তার আয় ব্যয়ের দায়িত্বভার এবং সেইসব প্রতিষ্ঠানের যে সম্পত্তি আছে সেগুলি পরিচালনা করার ভার দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের ত্রিপুরাতেও অনেকগুলি মন্দির বা রিলিজিয়াস ইন্‌ষ্টিটিউশানের নামে অনেক সম্পত্তি আছে, সেগুলিকে যদি ঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় তাহলে আমাদের এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্টলী চলতে পারে। আমি এখানে যদিও সবগুলির কথা উল্লেখ করছি না, কিন্তু উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরী মাতার বাড়ী যেটা আছে, তাতে ত্রিপুরার মহারাজার আমল থেকে তার অনেকগুলি জায়গা জমি আছে একটা জিনিষ দেখা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্যে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর যে বাড়ী আছে সেখানে মহারাজার আমল থেকে অনেক জমি জমা দেওয়া আছে দেবোত্তর হিসাবে এবং সেই জমি জমার যে আয়, আজকে যদি কারো জমিদারী থাকে এবং সেই জমিদারী যদি উইথড্র করে থাকে তাহলেও তার যে ক্ষতিপূরণ সেই সমস্ত টাকা যদি লেজিস্‌লেচারের মাধ্যমে একটা ট্রাষ্ট করে দেওয়া হত তাহলে খুব ভাল ভাবে না চললেও অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যে আমার যেটা নিজের চোখের মধ্যে পড়েছে যে ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের বাড়ীর যা আয় তা অন্যান্য স্থানের রিলিজিয়াস ট্রাষ্টের মত সুন্দরভাবে চলতে পারে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সরকারীভাবে এর আগে দৃষ্টি থাকলেও আজ পর্যন্ত সেইভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। কাজেই এই যে একটা সমস্যা এটা আমি মনে করি যে দুই দিক থেকে সরকারের নীতিগতভাবে জানা উচিত, কারণ যে পরিমাণ অর্থ আছে এর বেশী অর্থ সরকার দিতে পারেন না। অথচ একটা রিলিজিয়াস ট্রাস্ট করে বা

লেজিসলেশান করে এখানে একটা বডির কাছে যদি দেওয়া হয় তাহলে তারা সরকারের যে অর্থ এবং তার সঙ্গে অন্যভাবে কিভাবে আয় হতে পারে সেইগুলিকে তারা দেখে এই কাজটাকে তারা ত্বরান্বিত করতে পারেন এবং সেই জন্য অন্যান্য রাজ্যে যেমন উড়িষ্যাতে পুরীর মন্দির চালাবার জন্য তাদের লেজিসলেশান আছে এবং আরও অন্যান্য রাজ্যে যেমন মুসলমানদের বড় বড় মস্‌জিদ আছে, তার জন্য ট্রাষ্ট আছে। ত্রিপুরার বেলায়ও আমার মনে হয় যে এটা খুব হাই টাইম গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা এ্যাসেম্বলীতে থাকতে থাকতে আমরা যাতে এই রকম একটা লেজিসলেশান করতে পারি তার জন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কারণ এটা করা খুব কঠিন নয়। যদি এই বিষয়ে আমরা একটুখানি সিরিয়াস হই তাহলে এই আইন করতে, এই আইন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আছে এবং সেটাকে এনে যদি রূপ দান করি এবং করে তাকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে অনেক টাইম লাগবে। প্রথম যদি আইনটাকে পাশ করা যায় তাহলে ত্রিপুরায় অন্ততঃ আমাদের এই লেজিসলেটিভ পিরিয়ডের মধ্যে অন্ততঃ একটা কাজ করে যেতে পারব। কারণ আমি বিশেষভাবে ত্রিপুরা সুন্দরী মাতার বাড়ীর কথা বলছিলাম এই জন্য যে সেখানে তার যা প্রপার্টি আছে এবং তার যা সম্ভাবনা আছে কিছু টাকা যদি অগ্রিম দেওয়া হয় তাহলে বাড়ীঘর তুলে কিছু কিছু জায়গাও হতে পারে এবং অনেক আয় করে মার বাড়ীর যে পূজা এবং যে সমস্ত উৎসব হচ্ছে তার থেকে আইনানুগভাবে গ্রহণ করে তার অন্যান্য কাজ চলতে পারে এবং এইভাবে ভারতবর্ষের অনেক জায়গার মন্দির সুন্দরভাবে চলছে; অনেক সদস্য তা জানেন। তবে এই সুযোগে আমি বলছি যে সবচাইতে ভারতবর্ষের যেটা ভাল চলছে সেটা হচ্ছে তিরুপতি তিরুমালাইর যে ভেঙ্কটেশ্বরার যে মন্দির সেখানে তারা এমন পর্যন্ত করেছে যে তারা একদিকে ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্ণ করছে এবং মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করে একটা বিরাট ট্রাষ্টের ভিতর দিয়ে সেটা চলছে। এটা এমন একটা আয় যে বলেছিলাম যে ইন্সারীতে যে ইন্‌কাম তার চাইতে এই তিরুপতি তিরুমালাইর ইন্‌কাম বেশী। তারা এমন সুন্দরভাবে সমস্তটাকে করেছে এবং সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন একজন আই, সি, এস, অফিসার। তিনি সেখানে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটার হিসাবে কাজ করছেন। এত বড় না হলেও অন্ততঃ একটা জিনিষ যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় সেই জিনিষটা যে শুধু সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্ট হচ্ছে তা নয়, তার উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে দেশের কাজ, যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হচ্ছে। আমার নিজের ধারণা যে ত্রিপুরা রাজ্যে খুব বড় না করলেও ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ততঃ মার বাড়ীর পূজা অর্চনা করার পর অন্ততঃ দুইটা একটা বিদ্যালয় চালাতে পারবে ভালভাবে যদি তার ভিত্তি প্রস্তরটা আমরা একটা লেজিসলেশনের ভিতর দিয়ে স্থাপন করে যাই। এই সুযোগে আমি মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে মার বাড়ীর যে সম্পত্তি আছে তাতে এটা করা খুব কঠিন হবে না। অন্যান্য জায়গা থেকে এক্‌জিস্‌টিং যে আইন আছে সেই আইন গুলিকে এবং এর মধ্যবর্ত্তী সময়ে একটা আইন করে মার বাড়ীর যে জমি জমা আছে তার পজেশান এখনও সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয় নি, সেটা যদি সরকার থেকে চেষ্টা করা হয় এবং করে যদি তার সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয় এবং সেটা দিয়ে পূজার অনেক আয় এবং অনেক কিছু চলতে পারে এবং সেই দিকেও দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি বলব।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সবচাইতে যেটা এখানে ইম্পোর্টেন্ট সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ ইন্‌ষ্টিটিউশন। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে পঞ্চায়েত রাজের মত একটা ইম্পোর্টেন্ট ফিল্ড সেটা আমাদের এখানে মিসলেনীয়াসের এক্সপেন্‌ডিচারে ঢুকিয়েছে। এই মিসলেনীয়াসে ঢোকার মধ্য দিয়ে সরকারের যে এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটা সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমাদের পণ্ডিতজী বলেছিলেন যে আমাদের গ্রাম স্বরাজের মূল রূপ আমরা দেখব একটা পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে। পঞ্চায়েত একটা প্রতিষ্ঠান যেটা আজকে যেমন আমরা অ্যাসেম্ব্লী পর্যায়ে, রাজ্য পর্যায়ে আমরা অ্যাসেম্ব্লী করছি, তেমনি গ্রামীন পর্যায়ে গ্রামাঞ্চলে যে স্বায়ত্ব শাসন তার অধিকার হবে পঞ্চায়েত। সেই যে পঞ্চায়েত তার জন্য আমরা বাজেটে এই পঞ্চায়েতকে কম্যুনিটি ডেভেলাপমেন্টে নিতে পারি নি বা তার সংগে আমরা যুক্ত করতে পারি নি বা কো-অপারেটিভের সঙ্গে আমরা পঞ্চায়েতকে যুক্ত করতে পারি নি। আমরা পঞ্চায়েতকে মিসলেনীয়াস এর মধ্যে ফেলে রেখেছি। তার দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে পঞ্চায়েতকে আমরা কি দৃষ্টিভংগীতে দেখছি। এই ধরণের মিসলেনীয়াসে পড়ে আছে বলেই আজকে ১০ বছর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই পঞ্চায়েতের কোন পরিবর্ত্তন নাই। অত্যন্ত দুঃখ এবং বেদনার কথা। আমরা যখন নাকি ক্ষমতা পাই নি, আমরা চেয়েছি ত্রিপুরা রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হোক। আমরা যখন কাউন্সিল পেয়েছি তখন থেকেই গণতন্ত্রের জন্য দাবী করছি এবং কাউন্সিলের শেষে অ্যাসেম্ব্লী হয়েছে এবং সেই অ্যাসেম্ব্লীকে রাজ্য পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য চেষ্টা করছি এবং তার জন্য আমরা অনবরত দাবী করে যাচ্ছি। কিন্তু এই যে গ্রাম স্বরাজের কথা, তার যে মূল বক্তব্য যেন আমরা শব্দটা এই ভাবে ব্যবহার করলে ঠিক হবে কিনা যে ঠিক মিসসেলীনিয়াসের মধ্যে রেখে আমরা তাকে গলা টিপে আটকে রেখেছি। গেজেটে আমাদের সরকার বলছেন যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা আজকে পঞ্চায়েত হওয়া সত্ত্বেও এই ক্ষমতা পঞ্চায়েতের হাতে নাই। কিন্তু সরকারের যদি সামান্যতম সিরিয়াসনেস'এর মধ্যে থাকত তাহলে এই পিরিয়ডের মধ্যে তারা অনেক কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারতেন। সর্ব্বসাকুল্যে যেমন নাকি নির্ব্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যে একসঙ্গে হয় নি তেমনি অংশ অংশ করে তারা এটা দিতে পারতেন। কিন্তু এটা দেওয়ার মূলে আজকে এই কথা বললে খুব একটা এক্‌জারেটেড হবে না যে সরকারের এই দিকে কোন দৃষ্টিই নাই। যদি থাকত তাহলে ১০।১২ বছরের মধ্যে যেটা মূল ভিত্তি, যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, কংগ্রেস হিসাবেও বটে, এবং জাতি হিসাবেও বটে এবং ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্যও বটে। কিন্তু আজকে ১০ বছরের মধ্যে সামান্যতম লোজসলেশান ছাড়া সামান্যতম ক্ষমতা আজকে পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয় নি। যেটুকু দেওয়া হয়েছে সেটা অন্যভাবে। এটাকে পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া বলে না। গভর্ণমেন্টের কাজ করতে গিয়ে অন্য কোন এজেন্সীকে না দিয়ে হয়ত পঞ্চায়েতকে দিয়ে করানো হচ্ছে। তার অর্থ এই নয় যে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা

সেদিনও প্রশ্নের উত্তরে একজন মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করেছি। কথাটা যে কত ব- অসত্য যে আজকে একটা লোক গ্রামে কাজ করবার জন্য তাকে টাকা দেওয়া হয়, এতে কিছু কাজ আমরা করতে পারছি। এটা পঞ্চায়েত নয়। এইটুকু গ্রাণ্ট হিসাবে আজকে বাজেটে থাকত। আজকে যদি ভারত সরকার আমাদের গ্রাণ্ট করেন লেজিসলেশান দিয়ে চালাতে পারে তাহলে পঞ্চায়েত কি চলতে পারে না ? মাননীয় একজন সদস্য বলতে গিয়ে বলেছে যে পঞ্চায়েত ট্যাকস করে না। কিন্তু তাদের করতে তো সুযোগ দেওয়া হল না। ট্যাক্স করবে কখন ? যদি পঞ্চায়েতকে ট্যাক্স করতে হয় তাহলে সরকার সেই ব্যবস্থা করবে। পঞ্চায়েতের কি কোন মেশিনারী আছে। ট্যাক্স তো এক গ্রামে হবে না। আমাদের যে ট্যাক্স কালেকশন হচ্ছে, আমরা কি সরাসরি ট্যাকস কালেশন করছি ? যেটা দিল্লীর সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের কণ্ট্রিবিউশন তার অংশ নিয়ে সেটাকে দিচ্ছে। তেমনি এটাও করা যেত। কাজেই পঞ্চায়েত নিয়ে ফাঁকির স্বপ্ন রাজ্য চলছে। সরকার কোন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়নি। কিন্তু জনসাধারণের কাছে যে ক্ষমতাটা দেওয়া সেই ক্ষমতাটা দেওয়ার প্রচেষ্টা সরকারের তরফ থেকে নাই।

কাজেই আমরা একটা ফাঁকির স্বপন রাজ্য গড়ে তুলছি পঞ্চায়েত নিয়ে, সরকার কোন ক্ষমতা তাদের কাছে হস্তান্তর করছেন না, জনসাধারণের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া, সেই প্রচেষ্টা আজকে সরকারের তরফ থেকে নাই। তারা আরও ক্ষমতা চান।

মি: স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, এ্যাভয়েড রিপিটেশন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছু রিপিটেশান এসে পড়ে, তবে আমি সবচেয়ে কম রিপিটেশান করি।

পঞ্চায়েত সম্পর্কে আরেকটা ভাইটাল পয়েন্ট আমি এখানে রাখছি। আমি স্পীকারের রুলিং সম্পর্কে কিছু বলতে চাচ্ছি না। পঞ্চায়েত সম্পর্কে যে সরকার সিরিয়াস নয়, তার নজীর আমি এখানে রাখছি এই পঞ্চায়েত আইন বাতিল হয়ে গেছে এবং সেটা কয়েকবারের অভিজ্ঞতা থেকেই বাতিল করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে তা করা হয় নাই, কারণ তারা সামান্যতম ক্ষমতা ছাড়তেও রাজী নয়, সেই হিসাবেই আজকে এই পঞ্চায়েতের ক্ষমতাকে তারা কুক্ষিগত করে রেখেছে এবং তারই জন্য আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর প্রভিশন মিসেলিনিয়াস হেডে করা হয়েছে, আর কিছু না হলেও, এটাকে আরেকটু সম্মান দেওয়া যেত, যদি সেটাকে কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্ট হেডে একটা নাম্বার করে বাজেটে দেখাতে পারতেন বা কো-অপারেশনের হেডের বাজেটে দেখাতে পারতেন। কাজেই এই যে দৃষ্টিভঙ্গি তার ভিতর দিয়েই এটাকে মিসেলিনিয়াসে ধরা হয়েছে, এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Finance Minister.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ড নং ৩৪ এবং ২, এর বিরুদ্ধে যে কাট মোশান এসেছে, এইগুলির আমি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা সকলেই বলেছেন যে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, এই বিষয়ে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীযতীন্দ্রবাবু বলেছেন যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষমতার ব্যাপারে একটা নোটিফিকেশান দেওয়া হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে পঞ্চায়েত যে কাজ করবে, তার জন্য পঞ্চায়েতকে বাজেট তৈরী করতে হবে। পঞ্চায়েতকে যেমন কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তেমনি তাদের গ্র্যান্ট ইন এড দেওয়ার প্রভিশনও রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের ট্যাকস করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যখন পঞ্চায়েতগুলির বাজেট আসে, আমাদের কাছে, সেখানে দেখা যায় কেবল খরচের দিকই আছে, কোন সামান্যতম আয়ের চেষ্টা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং পঞ্চায়েত যে কাজ করতে পারেনা না নয়, তাদের যে অবলিগেশান, তাদের যে কতগুলি কর্ত্তব্য আছে, ট্যাকস কালেকশান করা, এবং তা দিয়ে নিজেদের আয় বাড়ানো, সেই চেষ্টা নাই, অতএব এখানে একটা ডেডলকের সৃষ্টি হয়, পঞ্চায়েতের যে বাজেট, তার মধ্যে তাদের আয়ের পথের কোন নির্দ্দেশ থাকে না। তারপর পঞ্চায়েত যেখানে রয়েছে, বা যেখানে ইলেকসান হয়েছে, তারা যদি কিছু কাজ আরম্ভ করত, তাহলে একটা একটা করে কাজের ভার তাদের হাতে দেওয়া হত। পঞ্চায়েত রুলস এর মধ্যে এবং এ্যাকটের মধ্যে আছে যে works shall be transferred one after another and not simultaneously, সুতরাং একটা কাজ যদি তারা করত, তাহলে পরবর্তী কাজগুলিও তাদের হাতে দেওয়া যেত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা অনেকগুলি কাজ একসাথে করতে চাচ্ছে, সেইজন্যই সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ একটা গ্র্যান্টে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এইভাবে পঞ্চায়েত চালু করার মধ্যে অসুবিধা রয়ে গেছে, নিজেদের আয় থেকে অন্ততঃ একটা পারসেনটেজ মিট করতে হবে, কিন্তু সেটা তারা করতে পারে না। সরকার সেন্ট পারসেন্ট দিয়ে পঞ্চায়েত চালান অসম্ভব এবং তার জন্য যেখানে যেখানে পঞ্চায়েত রয়েছে সেখানকার কাজগুলি হচ্ছে না। তবে পঞ্চায়েতকে এই বিষয়ে সক্রিয় করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা চলছে, পঞ্চায়েত প্রধান এবং অফিস বেয়ারার যারা রয়েছেন তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে, পঞ্চায়েতের যে আণ্ডারলায়িং প্রিন্সিপাল, সেইগুলি বুঝিয়ে দেওয়া, সেই কাজ সরকার করে যাচ্ছেন, যাতে পরবর্ত্তী সময়ে নিজেদের কাজ বুঝে নিজেরা কাজ করতে পারেন, এর জন্য তাদের ট্রেনিং এর পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং সরকার আশা করছেন সত্বরই সেই পঞ্চায়েতের কাজ আরম্ভ করতে পারবেন, তাদের রাইটস যেমন আছে, তাদের কতগুলি অবলিগেশানও আছে, দুইটিই যখন তারা বুঝতে পারবেন, তখন হয়তো তারা সেইভাবে কাজে অগ্রসর হবেন। মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র মজুমদার মহাশয় থেকে জানলাম যে কয়েকটি পঞ্চায়েত কাজ আরম্ভ করেছেন। আমরা আশা করব তাদের রাইটস এবং অব্লিগেশন এই দুইটি বিষয়ে সজাগ হয়ে তারা পঞ্চায়েতকে পরিচালনা করবেন এবং যদি প্রয়োজন হয়,

[illegible] থেকে নিশ্চয়ই তাদের গ্র্যান্ট ইন এড দেওয়া হবে। আরেকটা কথা বলা [illegible] যে মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশান করা হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাউন্সিল অব মিনিষ্টার অলরেডি একটা নিয়েছিলেন এবং তার জন্য খরচ বাবদ ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল, কিন্তু সেই ব্যয় বরাদ্দ ভারত সরকার মঞ্জুর করেন নাই, আমরা আবার ভারত সরকারের সংগে লেখাপড়া করছি এবং রিভাইজ বাজেটে যাতে ১৯৭১-৭২ এ ধরা যায়, তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। ইতিমধ্যে পশ্চিম বাংলার মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট অব ১৯৩২ যে চালু আছে, দ্যাট হ্যাজ বীন একসটেনডেড ইন ত্রিপুরা, কিন্তু সেই এ্যাক্টের মধ্যে ইলেকশনের ব্যাপারে কিছুটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, কাজেই সেইসব এ্যামেণ্ডমেণ্টগুলি আমাদের এ্যাক্টের মধ্যেও করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সুতরাং ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হলে আমাদের ইলেকশান না করার ইচ্ছা নাই, যত সত্বর সম্ভব ইলেকশান করা হউক সেটা সরকার চান, কিন্তু অর্থের প্রয়োজন, আর প্রয়োজন সেই সমস্ত এমেণ্ডমেণ্টগুলি আমাদের রুলসের মধ্যে করিয়ে নেওয়া। তারজন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এখানে একটা কাট মোশান রেখেছেন—পাকিস্তান হতে নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি না গ্রহণ করার প্রতিবাদে। আমি বুঝতে পারছি না, পাকিস্তান থেকে যারা নবাগত উদ্বাস্তু আসছেন, তাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নীতি কি গ্রহণ করা না হয়েছে। ত্রিপুরাতে আর পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়, সেটা অনেক আগেই বলা হয়েছে। নবাগত উদ্বাস্তু যারা আসছেন, প্রায় সকলেই তারা কৃষিজীবি। এখানে জায়গার অভাব। যারা এখানে এগজিষ্টিং ল্যাণ্ডলেস রয়েছেন, আমরা তাদেরই জায়গা দিতে পারছি না, তদুপরি যারা আসছেন, তাদের প্রায়ই কৃষিজীবি, তাদের এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারেনা, তারই জন্য তাদেরকে বাইরে পাঠান হচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে যারা আসছেন, তাদের প্রত্যেকে হল কৃষিজীবি, তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ আমরা তাদের আসার আগে থেকে ভারত সরকারকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে আর কোন রিফিউজিকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয় এবং সেই কারণে যারা আসছেন, তাদের সবাইকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বাহিরে অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে যে সমস্ত লোক তাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় ব্যবসা ইত্যাদি করতে চান, তারা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে পারেন, সেজন্য সরকার থেকে সব সময়ে চেষ্টা করা হয়ে থাকে এবং এই রকম ক্ষেত্রে অনেক লোক ব্যবসা করার জন্য ইতিমধ্যে ঋণ পেয়েছেন। তারপরে মাননীয় সদস্য বলেছেন, আমরা সরকার থেকে রিফিউজিদের যে ফিগার দিচ্ছি, সেটা নাকি ভুল। তিনি এখানে আরও বলেছেন যে অনেকে আসছেন, কিন্তু সরকার সেটা সম্পর্কে কোন কিছুই জানেন না। এই রকম হতে পারে হয়তো কেউ আসলেন, এসে যে তার আত্মীয় স্বজনের কাছে রয়ে গেলেন, সে কিন্তু সরকারের পরিচালিত যে সব ক্যাম্প আছে

যেগুলিতে আসছেন না। কাজেই সরকার পক্ষে সেগুলির হিসাব রাখা কোন মতেই সম্ভব নয়। সরকার হিসাব রাখছেন শুধু তাদের যারা নাকি রিফিউজি হয়ে ক্যাম্পে আসছেন, এর বাহিরে যারা আসছেন, তারা সরকারের কোন প্রকার সাহায্য চাইছেন না এবং সরকারের ও তাদের সম্বন্ধে কোন কিছু জানার দরকার নেই। কাজেই নুতন করে যারা আসছেন, তারা যদি ক্যাম্পে গিয়ে নাম রেজিষ্ট্রী করেন এবং সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে সরকার তাদের ত্রিপুরার বাহিরে পুনর্বাসনের জন্য পাঠিয়ে দেন। আর যারা সরকারী ক্যাম্পে আসেন না তাদের জন্য সরকারেরও কোন দায়িত্ব নেই। এই ব্যাপারে আমরা আগে থেকে আমাদের সরকারের নীতি সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ত্রিপুরাতে আর নূতন করে কোন উদ্বাস্তুকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। তারপরে আর একটা কথা বলা হয়েছে, সেটা হল— ডিসট্রেড আন-এমপ্লয়েড গোল্ডস্মীথের সাহায্য দেবার জন্য গঠিত বোর্ডে স্বর্ণশিল্পীদের নির্ধারিত প্রতিনিধিকে গ্রহণ না করার প্রতিবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে স্বর্ণশিল্পীদের জন্য বোর্ড গঠন করাব জন্য সরকার থেকে কতগুলি নিয়মাবলী ঠিক করা হয়েছে এবং সেই নিয়মাবলী অনুযায়ী সেই বোর্ডের মধ্যে প্রতিনিধিদিগকে নমিনেটেড করা হয়েছে। ঐ বোর্ডের মধ্যে সরকারের মনোনাত আছেন একজন আর স্বর্ণ শিল্পীদের মনোনীত আছেন দুইজন। আমাদের মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় হলেন সেই বোর্ডের চেয়ারম্যান। কাজেই স্বর্ণশিল্পীরা যাদেরকে নামনেটেড করে দেবেন তাদেরকেই দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। এটা হল সরকারের ডিসক্রিয়েশান এবং সেই মত তার কাজের সুবিধার জন্য যে কোন লোককে সেই এই বোর্ডের সদস্য করে নিতে পারে। কাজেই উনি এখানে যে কথা বললেন, সেটার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তারপরে অভিরামবাবু আর একটা কাটমোশান রেখেছেন, সেটা হল— ভূমিহীন কৃষক পুনবাসনে সুস্পস্ট নীতি গ্রহণ না করার প্রতিবাদ। আমাদের ভূমিহীন কৃষক যারা সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবস নন তাদের জন্য প্রভিশান রয়েছে কিন্তু আদার দেন ল্যাণ্ডলেস যারা তাদের জন্যও আলাদাভাবে প্রভিশান রয়েছে। তাদের জন্য যেটা রয়েছে সেটা হল ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা আমরা এই বাজেটে ধরেছি। কাজেই এটা যে কম হয়েছে, তা আমরা মনে করতে পারছি না। যারা ভূমিহীন কৃষক আর যারা রিয়েলী ল্যাণ্ডলেস তারা যাতে এটা পান, সেজন্য সরকার সব সময়ে চেষ্টা করছেন। বিদ্যা বাবু বলেছেন আমরা বাইখোরা এবং মহাবীর বাগানে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দিতে পারি নি। কিন্তু আমাদের কিছু দিন আগে তিনটা ডিষ্ট্রীক্ট হয়েছে, তিনি যে জায়গার নাম বললেন বাইখোরা সেটা পড়ছে সম্ভবতঃ সাউথ ডিস্ট্রীক্টে আর মহাবীর যেটা বললেন সেটা পড়ছে নর্থ ডিস্ট্রীক্টে। আমরা এই সাউথ এবং নর্থ ডিস্ট্রীক্টের প্রত্যেকটির জন্য ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার বরাদ্দ ধরেছি, সেখানে যদি ভারপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেটেরা উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পান, তাহলে সেখানে নিশ্চয় আমাদের ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তাই এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে তা প্রচুর বলে আমরা মনে করি এবং এর জন্য আমাদের সরকারের যে সুষ্ঠ নীতি আছে, সেটাও মাননীয় সদস্যদের সকলের ভাল করে জানা আছে। আমরা এখন চতুর্থ বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ করছি, আমাদের প্লেনিং

কমিশন এই সময়ের মধ্যে যে টার্গেট ঠিক করে দিয়েছেন, সেটা হল ১,৫০০ ল্যাণ্ডলেস এগ্রিক্যালচারিষ্টসকে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অবশ্য এর মধ্যে সিডিউল্ড কাষ্ট ট্রাইবস নেই। কাজেই ১৯৭১-৭২ সালের মধ্যে ৩০০ ল্যাণ্ডলেস এগ্রিক্যাল-চারিষ্টস লেবারকে পুনর্ব্বাসন করে দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের সরকারের করতে হবে। আর এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেটা সাফিসিয়েন্ট বলে আমাদের মনে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে মাননীয় সদস্য বিশ্বাবাবু কাটমোশান রেখেছেন, আগরতলা বটতলা বাজার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের অভাব। আসল কথা হল এই বটতলা বাজারটি মিউনিসি-প্যালিটির নয়। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে এই বাজারটির উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তবে এই বাজারটি কিভাবে মিউনিসিপ্যালিটিকে হ্যাণ্ড-ওভার করা যায়, সেই বিষয়ে চিন্তা করছি এবং বাজারটি মিউসিপ্যালিটিকে হস্তান্তর করার পরেই তার উন্নয়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সুতরাং এই কাটমোশানের কোন যুক্তি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলছেন যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের পে-স্কেল রিভাইজড করা হচ্ছে না। তবে পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীদের বেতন যে খুব কম, সেই বিষয়ে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। আর তাদের বেতন যাতে আরও বাড়ে, সেজন্য সরকার পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীদের যে দাবী, সেই বিষয়ে সহানুভূতিশীল। স্যার, এখানে একটা কথা আছে, সেটা হল আমাদের কর্ম্মচারীদের জেনারেল পে-স্কেল যেটা রিভিশান হয়েছে, সেটা হয়েছে ১৯৬১ সালের ফার্ষ্ট এপ্রিলে। আর এই পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীদের যে পোস্ট সেগুলি ক্রিয়েট হয়েছে তার অনেক পরে। তাছাড়া ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে সব পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী আছে, তারা কোন সরকারী কর্মচারী নয়। কাজেই সেখানে পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীদের পে-স্কেল রিভাইজড হয়নি। তাই আমাদের এখানেও তাদের পে-স্কেল রিভাইজড করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তা সত্বেও আমরা এই পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীদের পে-স্কেল যাতে বাড়ে সেজন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে প্রস্তাব করেছি, যেমন করেছি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের বেলায়। কিছুদিন আগেও আমাদের লেঃ গভর্ণারের পোস্ট ক্রিয়েট করার এবং যে পোস্ট ক্রিয়েট করা হবে সেটা যদি ওয়েষ্ট বেঙ্গলের মত হয়, তাহলে তার পে-স্কেল রিভাইজড করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সেটার উপর একটা ব্যান এসে পড়ায়, সেগুলিকে তাড়াতাড়ি রিভাইজড করার পক্ষে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের একটা অসুবিধা হয়ে পড়েছে। যা হউক, আমরা ত্রিপুরা সরকার থেকে ভারত সরকারের কাছে আবার রেফার করেছি, যাতে আমাদের সেই পুরানো পাওয়ারটা দেওয়া হয়। ভারত সরকার আমাদের সেই পাওয়ারটা দিলে, আমরা এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারী সহ অন্যান্য যে সব পোষ্টের এখনও এ্যানামলী রয়েছে, সেগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মিনিষ্টার, ইউর টাইম ইজ ওভার। আই রিকুয়েষ্ট ইউ টু সাম্‌ আপ ইউর রিপ্লাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—স্যার, আমাকে আরও ১০ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—হাউস এগ্রি করলে, আমি সেটা করতে পারি। আপনি আরও ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করে ফেলুন ... ...

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— আমরা জানিয়েছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছে,

(রেড লাইট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও ১৫ মিনিট সময় দেওয়া হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—হাউস এগ্রি করলে আমি রাজি আছি। (দি হাউস এগ্রিড) আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুতরাং পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের যে স্কেল সেটা আমরা আরও জানতে চাইলাম অন্যান্য ষ্টেটে কি ধরণের স্কেল রয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত আমাদের জানান নি এখনও। আমরা এই বিষয়ে করেস্পনডেন্স করছি। কিন্তু তার কোন উত্তর আমরা পাচ্ছি না। তবে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের স্কেলটা রিভাইজড হওয়া উচিত, এই বিষয়ে আমরা একমত এবং এই বিষয়ে আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে প্রচুর করেস্পনডেন্স করেছি। আমি নিজেও কয়েকবার গিয়ে সি, ডি, এবং কো-অপারেশন মিনিষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত আমরা পাচ্ছি না। কারণ তারা বলেছেন যে তারা মিনিষ্ট্রী অব ফিনান্সের কাছে রেফার করেছেন। ফিনান্স যদি এগ্রি করে তাহলে হবে। কিছুদিন আগেও আমরা এক চিঠি দিয়েছি যিনি মিনিষ্টার আছেন আন্না সাহেব সিন্ধে, এগ্রিকালচার মিনিষ্টার, তিনি লখেছেন আমার কাছে যে এটা ফিনান্স মিনিষ্ট্রীর পরীক্ষাধীন আছে। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা সচেতন এবং আমরা ডি, ও, লেটার লিখেছি, নিজে গিয়ে দেখাও করেছি। কিন্তু পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর স্কেলটা রিভাইজড এবং যাতে ১৯৬১ থেকে রিভাইজড হয় তার জন্য আমি চেষ্টা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়াসী পার্মানেন্সীর ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট অনেকগুলি কেস নিয়েছেন যাতে সত্বরই কোয়াসী পার্মানেন্সী ডিক্লেয়ার করা হবে। পার্মানেন্ট ডিক্লেয়ার করার প্রশ্ন এখন উঠে না। কারণ গ্রাম পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর পোস্টগুলি এখনও টেম্পোরারী। সুতরাং কোয়াসী পার্মানেন্ট হিসাবে বেশী সংখ্যক কর্মচারীকে সত্বরই কোয়াসী পার্মানেন্ট ডিক্লেয়ার করা হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর কাটমোশান ছাড়াও কিছু বলেছেন। আর একটা বলা হয়েছে যে টাকা কাটা হয়েছিল। সেটা মাননীয় প্রমোদ বাবু বলেছেন যে টাকা রিডাকশান করা হয়েছিল। কিন্তু আবার সেটাকে সেট করা হয়েছে। অবশ্য ইন দি মীন টাইম তারাও একটা কেস করেছিল। যাতে রিডাকশন না হয় পে স্কেল রিভিশন না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য আমরাও অর্ডার দিয়েছি। ডি, এ, ক্যালকুলেশনে একটা ভুল হয় এবং এক্সেস

পেমেন্ট হয়েছিল। সেই এক্সেসটা রিকভারী হচ্ছিল। তবু আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম যে পে স্কেল রিভিশন না হওয়া পর্যন্ত কাটা যেন বন্ধ রাখা হয়। তারাও একটা কেস করেছিলেন।

মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন রিসেটেলমেন্ট অব এগ্রিক্যালচারাল ল্যাণ্ডলেসের ব্যাপারে যে ১৯৬৯-৭০ সালে ৬ লক্ষ টাকা এক্সপেণ্ডিচার হয়েছিল। আবার ১৯৭০-৭১ সালে ৬,৬৩,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। তাহলে উনার যে ষ্টেটিসটিক্স তা থেকে মনে হচ্ছে যে, যে ডিপার্টমেন্ট এটা করে সেটা টোণ্ড আপ হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে তাদের যে পারফরমেন্স তার থেকে পারফরমেন্স অনেক ভাল ১৯৭০-৭১ সালে। আমার মনে হয় ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ বীন সাফিসিয়েন্টলী টোণ্ড আপ অ্যাণ্ড দে আর গোয়িং উইথ দেয়ার ওয়ার্ক। উনি যে ফিগার দিয়েছেন তার থেকেই এটা মনে হচ্ছে। তারপর এবারও ৪,৫৭,০০০ টাকা রাখা হয়েছে। আমি আগেও বলেছি। সুতরাং রি-সেটেলমেন্ট অব এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ডলেস, তার কাজ যে এগিয়ে চলেছে সেটা প্রুভড। ১৯৭০-৭১ সালের খরচ দেখেই এটা আমার মনে হয়। সেটেলমেন্ট অব এক্স-সার্ভিসমেন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে ৪,৮৮,০০০ টাকা রাখা হয়। বর্ডারে এক্স সার্ভিসমেনদের একটা সেটেলমেন্টের ব্যাপার ছিল। কিন্তু লোক্যাল কোন এক্স সার্ভিস মেন পাওয়া যাচ্ছে না যারা বডারে গিয়ে বসবাস করতে চায়। (নয়েজ) আমরা পাব আশা করেই রেখেছিলাম এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া দিয়েছিল যে ওরা কেরালা থেকে কয়েকটা এক্স সার্ভিসমেন পাঠাবে। সেই জন্যই এটা ধরা হয়েছিল কিন্তু কোন কারণ বশত তারা আসেনি। আমাদের এখানে পুনর্বাসনের প্রয়োজন হয়নি। অতএব এই টাকাটা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। সুতরাং এটা এই নয় যে যারা রয়েছে তারা পুনর্বাসন পাচ্ছে না। তাদের কাছ থেকে কোন পিটিশান আমরা পাচ্ছি না। কেরালা থেকে আসবে এই জন্য আমি টাকাটা রেখেছিলাম। কিন্তু কেরালা থেকে কেউ আসছে না। সেজন্য আমরা কমিয়ে দিয়েছি। দিস ইজ নট আন-রিয়েলিষ্টিক। আরবন কমিটি ডেভেলাপমেন্ট ৭৫,০০০ টাকা, আমি আগেই বলেছি যে যদি গাওগুলি ৫০ পারসেন্ট দেয় কাজের জন্য তাহলে তাদের বাকী ফিফটি পারসেন্ট দেওয়া হয়। যতগুলি অ্যাপ্লিকেশন পাওয়া গেছে, সেইভাবেই দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু চড়িলাম বাজার সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে তার ডিসকাশন করেছেন এবং এই বিষয়ে আমি আর বক্তব্য রাখতে চাইনা, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী তার জবাব দিয়েছেন বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরও পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হউক।

টুরিজম সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন, যে টুরিজম-এর জন্য কিছু করা হচ্ছেনা। কিন্তু টুরিজমের জন্য কাজ করা হচ্ছে এবং তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেটা খুব বেশী নয়, কারণ অন্যান্য খাতে এত বেশী অর্থের প্রয়োজন, তার জন্য এই খাতে বেশী অর্থ এ্যালট করা যায় নাই। তা সত্বেও যতটুকু পারা যায়, তা করা হয়েছে এবং আগরতলা শহরে একটা ফার্ষ্ট ক্লাস হোটেল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় টুরিষ্ট রেষ্ট হাউস তৈরী করার পরিকল্পনা রয়েছে। উনুকোটির পাদদেশে একটা রেষ্ট হাউসের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং আরও করা হবে। আরেকটা কথা মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে ট্রাইবেল আর্ট উদ্ধার হয় নাই, এটা ঠিক নয়, কারণ ডাইরেক্টার অব পাবলিক রিলেশন এবং টুরিজম, ফক এণ্টারটেনমেণ্ট স্কীমের মাধ্যমে এই রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে দুর্গম এলাকার অনেক স্থানে লোকরঞ্জন শাখা খোলেছেন, সেখানে স্থানীয় আদিবাসীরা আছে, স্থানীয় শিল্পীরা যারা আছে, তারা যোগদান করছে, এইভাবে তাদের নিয়ে সেই শাখা গঠিত হচ্ছে এবং সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এর ফলে ট্রাইবেল শিল্পী যারা ইনটেরিয়রে রয়েছেন, তারা খুব উৎসাহিত হচ্ছে, তাদের নৃত্য, গীত যাতে টেপ রেকর্ড করা হয় ডাইরেক্টার অব টুরি.ম তার ব্যবস্থা করেছেন। আপনারা হয়তো জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দিল্লীতে আমাদের ট্রাইবেল শিল্পী যারা আছেন তারা গিয়ে বেশ গান বাজনা, বিভিন্ন নৃত্য, গীত ইত্যাদি করে প্রশংসা লাভ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকজন মাননীয় সদস্য তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত এখানে যে একটা সাজেশন রেখেছেন সেটা খুব ভাল রিলিজিয়াস ট্রাষ্টের মত করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত পীঠস্থানগুলি আছে, বা দেবালয় আছে, তাদের মেণ্টেন করা যায় কিনা, এই রকম অন্যান্য স্টেটেও আছে, এটা এখানে করা সম্ভব হয় কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে বাজার ডেভলাপমেণ্টের জন্য বেশী টাকা ব্যয় বরাদ্দ নেই, তা ঠিক নয়। ১৯৭০-৭১ সনে আমাদের এই খাতে ছিল এক লক্ষ টাকা, রিভাইজড বাজেটে আমরা ৪ লক্ষ ধরেছি, তাছাড়া বাজেট এষ্টিমেট ফর ১৯৭১-৭২, সেখানে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। আর খোয়াই, কমলপুর, কৈলাশহর, ফটিকরায়, ধর্মনগর এবং অন্যান্য জায়গায় বাজার উন্নয়নের জন্য এষ্টিমেট করা হয়েছে, যেটা স্যাংশান করা হয়েছে এবং পি, ডবল্যু, ডি তার কাজ আরম্ভ করেছেন বা করবেন কিছুদিনের মধ্যে, সুতরাং এদিকে ব্যয় বরাদ্দের কোন অভাব নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয়, যে সমস্ত পয়েণ্ট এখানে উঠেছিল, সবগুলিই আমি কভার করতে পেরেছি, অতএব এই যে কাট মোশান, তার আমি বিরোধিতা করছি কারণ তার কোন সার্থকতা নাই, এবং আশা করব হাউস আমার ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—Now the discussion is over. I am putting to vot the Cut Motion first. Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'গাঁও সভার হাতে স্কুলশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতির বাজেট হস্তান্তর না করার প্রতিবাদ।'

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker—I am putting to vote the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'পাকিস্তান হতে নবাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি না গ্রহণ করার প্রতিবাদ।'

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

"Distressed unemployed Goldsmith—এর সাহায্য দিবার জন্য গঠিত বোর্ডে স্বর্ণ শিল্পীদের নির্দ্ধারিত প্রতিনিধি গ্রহণ না করার প্রতিবাদ।'

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

ভূমিহীন কৃষক, পুনর্ব্বাসনে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ না করার প্রতিবাদ।'

The motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'আগরতলা বটতলী বাজার উন্নয়নের জন্য বরাদ্দের অভাব।'

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'গাঁও পঞ্চায়েত ঘর পুননির্ম্মাণের জন্য বরাদ্দের অভাব।'

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'বিলোনীয়া পাইখলা মৌজায় ভূমিহীন কৃষক পুনর্ব্বাসনের জন্য বরাদ্দের অভাব।

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on —

'কমলপুর মহাবীর মৌজায় ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দের অভাব।'

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Promode Ranjan Das Gupta to discuss on —

'Failure to revise the pay scale of Government Panchayat Secretaries and to declare the Government Panchayat Secretaries serving more than 5 years as quasi permanent and permanent.'

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the main Demand for Grant No. 34, Major Head 71— Miscellaneous.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 82,72,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 34— Miscellaneous.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 35, Major Head — 76 — Other Miscellaneous Compensation & Assignments.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,00,000/ [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No 35—Other Miscellaneous Compensation and Assignments.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday the 7th April, 1971. The other business of the day will be carried over.

UNSTARRED QUESTION NO. 226
By **Shri Bidya Chandra Deb Barma.**

QUESTION

1. Number of (a) Ring Wells and (b) Tube Wells remained un-serviceable and a Sub-Division-Wise break up of the same ;

2. Steps taken to get them repaired ;

ANSWER

	Name of Sub-Division	Number of un-serviceable Ring wells	Tube-wells
1.	Sadar	152	246
	Sonamura	47	75
	Khowai	80	118
	Udaipur	18	125
	Sabroom	109	81
	Amarpur	77	55
	Belonia	39	143
	Kamalpur	88	68
	Kailasahar	64	59
	Dharmanagar	93	49
	Total	767	1019

2. Steps have already been taken to get the unserviceable R. C. C. Wells and Tube-wells repaired.

UNSTARRED QUESTION NO. 245,
By Shri Aghore Deb Barma

প্রশ্ন

১। গত ১৯৬৯, ১৯৭০ ও ১৯৭১ ইং সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় মোট কত-জন উপজাতি ও তপশিলি সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের অফিসার পদে নিয়োগ করা হয়েছে ;

২। প্রার্থীদের নাম, পদ এবং বাৎসরিক হিসাব সহ ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

The 7th April, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 7th April, 1971.

PRESENT.

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker, in the Chair, three Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister & 21 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question—Shri Nishi Kanta Sarkar. (The member was then absent). Starred Question—Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Question No. 187.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 187 Sir.

QUESTIONS

1. Whether the attention of the Govt. has been drawn to the news published in the weekly "Simanta" news paper of the 17th February, 1971 with the caption'. "শিক্ষা বিভাগের তোগলকী কাণ্ডকারখানা।"
2. Whether it has been mentioned in that publication that a Physical Instructor has been promoted to the post of Senior Instructor, Physical Education vide office order No. F. 5(2)-E/70 dated 25-1-71 violating the recruitment rules for the post of Senior Instructor and depriving the claim of an Assistant Instructor, Physical Education ; and
3. Is so, the reason therefor.

ANSWERS

1. Yes.
2. No.
3. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, একজন সিনিয়র ইনসট্রাক্টার এই তারিখে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে কিনা ?

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Yes, there was a vacancy and that vacancy was filled up.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— এ্যাপয়েন্টমেন্ট কাকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—শ্রীহরিপদ রায়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই হরিপদ রায়কে কি সিনিয়র ইনসট্রাক্টার হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য —হঁ্যা।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যে হরিপদ রায়কে সিনিয়র ইনসট্রাক্টার হিসাবে এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়া হয়েছে সেটা কি রিক্রুটমেন্ট রুলসের নিয়ম কানুন আছে সেটা অবজার্ভ করে দেওয়া হয়েছে না অবজার্ভ না করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রিক্রুটমেন্ট রুলস অবজার্ভ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—এই হরিপদ রায় আগে কোন পোষ্টে ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আগে ইনসট্রাক্টারের পদে ছিল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তিনি কি ইনষ্ট্রাক্টারের পদে ছিলেন না এ্যাসিসটেন্ট ইনষ্ট্রাক্টারের পদে ছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যখন হরিপদ রায়কে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, তখন তার সংগে কয়েকজন ক্লেম করেছিল, তাদেরকে ওভারহেড করে এই হরিপদ রায়ের ক্লেমকে যে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং কি কারণে সেটা করা হল, এই জিনিষটা জেনে হাউসে এই সম্পর্কে বিবৃত করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ওভার হেড করার প্রশ্ন উঠে না। ইট ওয়াজ গিভেন এ্যাকরডিং টু রিক্রুটমেন্ট রুলস্।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার আগে কাহাকেও সাময়িকভাবে দেওয়া হয়েছিল কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩০।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চ্যান নাম্বার ২৩০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে অমরপুর রাঙ্গামাটি Senior Basic Schoolএর বাড়ী মেরামত ও উন্নত করার জন্য বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে; যদি সত্য হয়, ঐ অংকের পরিমাণ ; এবং

২। যদি সত্য হয় তবে বাড়ী মেরামত ও উন্নত করার কাজ কতটা অগ্রসর হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, ৪৯,৬৮০ টাকা।

২। নিয়মমাফিক বিধি বিধান সম্পন্ন না হওয়ায় কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর হয় নাই।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma. Shri Bajuban Riyan. Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 280.

প্রশ্ন

১। জিরানীয়া ব্লক এলাকায় সর্বদিক বিবেচনাক্রমে একটি গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজন সরকার মনে করেন কি ;

২। তাহা মনে করিলে অনতিবিলম্বে (১৯৭১-৭২ ইং শিক্ষা বৎসরের মধ্যে) উক্ত স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা হইবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার : –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার যে মনে করেন না. ইহার কারণ কি বলতে পারেন ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Jirania Block is not matured to have a Girls' Higher Secondary School. The area has been served by 3 Higher Secondary Schools namely Jogendranagar Higher Secondary School, Pallimangal Higher Secondary School and Ranirbazar Bidyamandir Higher Secondary School. The enrolment of these girls' school is 9 to 11 as on 31.3.69 respectively, which is considered very poor to constructing a Higher Secondary School for girls only in that area.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে কারণগুলি এখানে ব্যাখ্যা করলেন, এগুলি কি এডুকেশানের সার্ভে অনুসারে বললেন না অন্য কোন রিপোর্ট অনুসারে বল্লেন, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা এড্ুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্ভে করে দেওয়া হয়েছে, নিশ্চয়।

শ্রীমতি রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানকার জনসাধারণ এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কোন আবেদন সরকারের কাছে করেছেন কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—Shri Ghanshyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Starred Question No. 286.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—*Starred Question No. 286, Sir.*

QUESTIONS

১। *ইহা কি সত্য যে পরিসংখ্যান দপ্তরে কতগুলি পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি থাকা সত্বেও* (Vacant) পূর্ণ করা হচ্ছে না।

২। যদি সত্য হয় তাহার কারণ?

ANSWERS

১। হ্যাঁ, ইহা সত্ত যে পরিসংখ্যান বিভাগে কতিপয় পদ অনেক দিন ধরিয়া খালি থকা সত্বেও ঐ পদগুলি পুরন করা হচ্ছেনা।

২। যে পদগুলি খালি আছে তাহা প্রমোশন দিয়া পুরন করা হইবে এবং সিনিয়রিটি লিষ্ট চূড়ান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কোন কার্য্যক্রম নেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিটা কবে গঠিত হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভাটাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখন পর্যন্ত কতগুলি পোষ্ট ফিল আপ করার বাকী রয়েছে, জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মোট ৯টি
১) ষ্টেটিস্ক্যাল এ্যাসিষ্টেন্ট—১
২) ইন্সপেক্টার—২
৩) প্রগ্রেস এ্যাসিষ্টেন্ট—৪
৪) ড্রাফ্টম্যান—১
৫) এ্যাসিষ্টেন্ট ইন্ভেষ্টিগেটার—১

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পূর্ব্বে যে সিনিয়রিটি লিষ্ট টা করা হয়েছিল, তাতে যে আপত্তি দেখানো হয়েছে, সেগুলি জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিভিন্ন ধরনের আপত্তি দেখানো হয়েছে, সেগুলি এখন আমার কাছে নেই। কাজেই আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সিনিয়রিটি লিষ্টটা করে তৈরী হয়েছিল, জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—১৯৬৯ইং সনে একটা টেন্টেটিভ সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী করা হয়েছিল।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ডি, পি, সি, গঠন করা হয়েছে বলে বলছেন, সেটা ইতি মধ্যে করবার বসেছে, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা এখনও বসতে পারেনি।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাদয়, যে পোষ্টগুলির কথা বললেন, সেগুলির মধ্যে সিডিউল্ড ট্রাইবস বা সিডিউল্ড কাষ্টদের জন্য কোন পোষ্ট রাখা হয়েছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই প্রশ্ন এখন উঠে না। কারণ এগুলি হল প্রমোশান পোষ্ট। আমরা এখনও সিলেক্‌শান করিনি যে কাকে কাকে ঐ সব পোষ্টে প্রমোশন দেওয়া হবে। কারণ সিনিয়রিটি লিষ্ট নিয়ে ডিস্‌পুট আছে। কাজেই এই সম্পর্কে এখন কিছু বলা যাবে না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রমোশনের বেলায় গভঃ অব ইণ্ডিয়ার একটা ফোর্টি পয়েন্ট রোষ্টার সার্কুলার আছে, সেটা অনুযায়ী সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের কোটা ঠিক করা হয় কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রমোশনের বেলায় কোন রিজার্ভেশান নেই। সেখানে যদি কেউ সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইবস থাকে, সিনিয়রিটি হিসাবে তার যদি প্রমোশন ডিউ হয় তাহলে সে সেটা পাবে। এর জন্য আলাদা কোন রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা নেই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেহেতু ডি, পি, সি গঠিত হয়েছে ১৯৬৯ইং সনে এবং এরই মধ্যে বেশ একটা সময় পার হয়ে গেছে। কাজেই যখন বলা হয় লোকের অভাবে শিক্ষা বিভাগের কাজ হচ্ছে না, সেখানে এই যে ৯টা পোষ্ট খালি পড়ে আছে, সেগুলি পূরণ করবার জন্য আগামী দুই মাসের মধ্যে ডি, পি, সি বসে তাদের প্রমোশন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—১৯৬৯ ইং সনে ডি, পি, সি, গঠিত হয়েছে, এই কথা কে বলেছে, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে টেন্টেটিভ সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে বলে বললেন এবং তার উপরে যে অবজেক্‌শান এসেছে তার জন্য আর একটা নূতন ডি, পি, সি গঠন করা হয়েছে। এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রায় ২ বছর চলে গেছে তাতে সরকারী কাজের অনেক অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত বিবেচনা করে যাতে আগামী ২ মাসের মধ্যে এই ডি, পি, সি বসিয়ে যারা না, প্রমোশন পাওয়ার, তাদের প্রমোশন দেওয়া হবে কিনা, তার ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি আসলে প্রশ্নটা বুঝতে পারেন নি। কাজেই উনার এই ধরণের কোন সাপ্লিমেন্টারীর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ আমাদের শিক্ষা বিভাগে এমন কিছু হয়নি।

[illegible] :—তাঁর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। উনার স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে যে ১৯৬৯ ইং সনে প্রথমে একটা সিনিয়রিটি লিষ্ট বের হয়েছে এবং তার উপর অবজেক্শান হয়েছে তারপর একটা ডি, পি, সি গঠিত হয়েছে, অথচ সেই ডি, পি, সি আজ পর্য্যন্ত কোন কাজ করেনি। কাজেই এই যে দীর্ঘ সময় চলে গেল, সেজন্য সেখানে ৯টা পোষ্ট খালি পড়ে আছে, অথচ সেখানে কাজ হচ্ছে না। তাই এই সমস্তগুলি বিবেচনা করে আগামী ২ মাসের মধ্যে সিনিয়রিটি লিষ্ট ফাইনাল করে তাদের প্রমোশন দিয়ে সেই খালি পোষ্টগুলি ফিল-আপ করা হবে কিনা, সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে বলছেন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে, এটা ঠিক নয়। কারণ আমি বলেছি ১৯৬৯ ইং সনে একটা টেন্টেটিভ সিনিয়রিটি লিষ্ট প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর উপরে অনেকগুলি অবজেক্শান পড়েছে, সেই অবজেক্শানগুলি বিবেচনা করবার জন্য একটা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ডি, পি, সি গঠন করা হয়েছে, আর সেটা গঠিত হয়েছে ১২।১।৬৯ ইং সনে। কাজেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে না।

Mr. Speaker :—Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri P. R. Dasgupta :—Question No. 252.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 252.

QUESTIONS	ANSWERS
1. Whether the Govt. has get any representation from the people of Mohanpur for raising Mohanpur High School to XI Class Higher Secondary School ; and	1. No.
2. If so, the step taken by the Government in this regard ?	2. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে মোহনপুর হাই স্কুলটা, পূর্বে হায়ার সেকেণ্ডারী ছিল এটাকে ডিভার্ট করে পরে হাই স্কুল করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পূর্ব্বে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ছিল এবং ১৯৬৭ সনে এটাকে হাই স্কুল কনভার্ট করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটাকে হাই স্কুল করার ভিত্তি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমরা বর্ত্তমানে হায়ার সেকেণ্ডারী না করে হাই স্কুল করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে হায়ার সেকেণ্ডারী হওয়ার পর এই স্কুল থেকে ছাত্র পাঠানো হয়েছে এবং পরীক্ষা দিয়েছে দুই বছর ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ছাত্র পাঠানো হলেও যে রকম ভাল হওয়া উচিত ঠিক সেই রকম ভাল ফল হয় নি ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই মোহনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে কতজন ছাত্র ১৯৬৭ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন যে কি ভিত্তিতে তিনি স্থির করেছেন যে তার প্রগ্রেস হয় নি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমরা নীতি নিয়েছি যে আমারা বর্ত্তমানে হায়ার সেকেণ্ডারী করব না, হাই স্কুল রাখব এবং সেই ভিত্তিতে আমরা কয়েকটা হাই স্কুল করেছি এবং বর্ত্তমানে এটাকে হাই স্কুল করা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবে কি কয়টি স্কুলকে হাই স্কুল করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—ঐ বছর যে কয়টা স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে হাই স্কুল করা হয়েছে এর পর আর কোন স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে হাই স্কুল করা হয় নি, এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—করার কোন প্রয়োজন পড়ে নি। যেগুলিকে আমরা তখন মনে করেছি যে এইগুলিকে হাই স্কুল করা যায় সেইগুলিকে করেছি। আর ভবিষ্যতে যে স্কুল করা হবে সেগুলিকে হায়ার সেকেণ্ডারী না করে হাই স্কুল করা হবে এই সিদ্ধান্ত ছিল।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কি কারণে মোহনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলকে হাই স্কুল করা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমাদের স্কুলের ডিমাণ্ড খুব বেশী। সুতরাং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করতে গেলে বহু অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং আমরা যখন না কি দেখলাম যে এই অর্থ দিয়ে হাই স্কুল করলে বেশী স্কুল করতে পারব তখনি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেগুলিকে ভবিষ্যতে করা হবে সেগুলিকে হাই স্কুল করা হবে এবং যেগুলি এমন স্টেজে আছে যে হাই স্কুলে কনভার্ট করা যায় সেগুলিকে করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মোহনপুর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের যে বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশন সেটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের ভিত্তিতে করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা হতে পারে। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বিল্ডিং থাকলেও কোন ক্ষতি হবেনা। কারণ স্টুডেন্টস বেশী থাকলে অ্যাকমোডেশন করতে পারবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, উনি প্রথমে বললেন যে টাকা বাঁচানোর জন্য এটা করা হয়েছে। সেখানে আমি বলছি যে বিল্ডিং যেটা করা হয়েছে সাড়ে আট লক্ষ টাকা খরচ করে সেটা তিনি যে কারণ দেখিয়েছেন সেই কারণ স্ট্যাণ্ড করে না। অর্দ্ধেক স্কুল খালি পড়ে আছে। তাই আমার জিজ্ঞাসা যে এই কাজটা কেন করা হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিল্ডিং এক্সপেনস ইজ নট দি অনলী এক্সপেনস। দেয়ার আর আদার এক্সপেনসেস অলসো।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :— হাই স্কুলের মধ্যে কি লেবরেটরী থাকে না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হাই স্কুলে লেবরেটরী থাকে। তবে হায়ার সেকেণ্ডারীর যেরকম প্রয়োজন ঠিক সেইরকম লাগে না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—হায়ার সেকেণ্ডারী না করে হাই স্কুল করার যে পরিকল্পনা সরকার করেছেন তাতে কি স্কুলের সংখ্যা আগের তুলনায় প্রতি বছর বাড়ছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমাদের প্ল্যানিং কমিশন থেকে যে টাকা বরাদ্দ হয় তাতে দেখা যাচ্ছে যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা যাচ্ছে না খুব বেশী এই টাকাতে। সুতরাং আমাদের যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে হাই স্কুল করলে বেশী স্কুল করা সম্ভব। আর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করতে গেলে এই টাকায় বেশী স্কুল করা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কিন্তু মোহনপুর যেখানে হায়ার সেকেণ্ডারী করার পরে তিন বছর চলেছে সেখানে টাকার বরাদ্দের প্রশ্নটা কি করে উঠল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিন বছর চললেও আমরা অনেক স্কুলকে কনভার্ট করেছি হাই স্কুলে। কিন্তু হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করতে যে সমস্ত জিনিষ প্রয়োজন সেইসমস্ত কিছুই করা হয় নি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—মোহনপুর স্কুল অলরেডি শুধু স্যাংশান করাই হয় নাই, স্যাংশান করে তার বিল্ডিং পর্য্যন্ত উঠে গেছে এবং বিল্ডিং এর জন্য যে টাকা প্রভিশন ছিল সেটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের জন্য ছিল। সেই টাকা খরচ করার পরে স্কুলটাকে কনভার্ট করা হয়েছে। এখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আবার বিবেচনা করবেন কি যেহেতু সেখানে সায়েন্স সেকশান খোলা হয়েছে সেজন্য আবার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করার জন্য এটাকে বিবেচনা করে দেখবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বর্ত্তমানে যে অর্থের পরিমাণ আছে তাতে এটা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে ১৯৬৭-৬৮ সালে এই স্কুল থেকে যারা পরীক্ষা দিয়েছিল তারা সবাই পাশ করেছে এবং ৮ জন ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে মেটেরিয়ালস নাই। তাই আমি উত্তর দিতে পারছি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তাহলে এই হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের রেজাল্ট এবং বিল্ডিং এর পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে আবার হায়ার সেকেণ্ডারী করার কথা বিবেচনা করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভাট্টচার্য :—আপাতত: সেটা সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 242.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 242.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর ধ্বজনগর শিল্প কেন্দ্রের Powerloom চালু করা হয়েছে কিনা ;

২। যদি চালু না হয়ে থাকে কারণ ;

৩। কোন সনে এবং মোট কত টাকা ব্যয়ে এই Powerloom মেসিনটি আনা হয়েছিল ?

উত্তর

১। না।

২। উদয়পুর ধ্বজনগর শিল্পকেন্দ্রের যে Powerloomগুলি Powerloom Training Scheme এ খরিদ করা হয়েছিল সেইগুলি Sizing and Calendering Scheme এর সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু ভারত সরকারের সম্পূর্ণ অনুমোদন ব্যতীত শেষোক্ত Sehemeটি এখনও চালু করা হয় নাই সেই হেতু পূর্ব্বোক্তটিও চালু করা যায় নাই।

৩। ১৯৬৬ ; টা: ৮৭,৪০৪৲,

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বলতে পারেন, যে পাওয়ারলুম কেনা হয়েছে, বা ধ্বজনগরে আছে তার জন্য ষ্টাফ মেনটেন্ করা হচ্ছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পাওয়ারলুম কেনা হয়েছে, তার সংখ্যা কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পাওয়ারলুমগুলি কত সনে কেনা হয়েছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য— ১৯৬৬ সনে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—১৯৬৬ সনে ২৪টি পাওয়ারলুম সেখানে স্থাপন করা হয়েছে, সেই ২৪টি পাওয়ারলুম কাজ করার জন্য কি অসুবিধা সৃষ্টি হল?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—পাওয়ারলুম'এর কাজ হচ্ছেনা তার কারণ ক্যালেণ্ডারিং এবং সাইজিং মেশিনের স্যাংশান গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া দেননি। আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইনডিয়ার সংগে লেখা পড়া করেছি কিন্তু স্যাংশান পাইনি। আমরা এখন চেষ্টা করছি বাইরে থেকে সাইজিং মেশিন এনে পাওয়ারলুম চালু করা যায় কিনা?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে পাওয়ারলুম কেনা হয়েছে, সেগুলি আউট মডেল্ড কি না অর্থাৎ বর্তমানে যে পাওয়ারলুম বেড়িয়েছে, তার তুলনায় সেগুলি ইনফেরিয়ার বলেই সেগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, গভর্ণমেন্ট রিপোর্ট এটা কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এই রকম কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই। পাওয়ারলুম বসানো হয়েছে, ডাইরেক্টার অব সাপ্লাই এণ্ড ডিসপোজাল দ্বারা সেগুলি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং ইট ইজ ফাউণ্ড সেটিসফেক্টরী।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ২৪টি পাওয়ারলুমের অর্ডার দেওয়ার সময় সাইজিং এবং ক্যালেণ্ডারিং মেশিনের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছিল কিনা?

Shri Krishnadas Bhattacharjee—As regards the Calendering and Sizing Scheme, the Government of India, Ministry of Commerce at first approved of Sizing and Calendering Plant at a cost of Rs. 12.01 lakhs on 22.7.65 in their letter dated 22.7.65. On the basis of above approval, indents for all machines had been placed to the Director of Supplies and Disposals, Calcutta in the year 1965. Due to some technical difficulties, they could not arrange to supply all other machines excepting one Boiler, one Calendering machine and Cloth Guider.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—ক্যালেণ্ডারিং মেশিন এবং বয়লার কি বসানো হয়েছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মেশিনগুলি চালু করা বর্তমানে অসুবিধা আছে, পূর্বেও এই অসুবিধা ছিল। সেগুলি চিন্তা না করে মেশিনগুলি কেনার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য্য—আমরা এই মেশিনগুলি কিনতে পারব বলেই পাওয়ারলুম মেশিন কিনেছিলাম, কিন্তু পরবর্তী সময়ে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া স্যাংশান উইদ ড্র করে নেন, কাজেই সেগুলি কেনা যায়নি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—ট্রেণ্ড ম্যানের অভাবে পাওয়ারলুম চালু হচ্ছে না, এটা ঠিক কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—ট্রেনিং এর প্রশ্ন এখন আসছে না, ট্রেনিং এর প্রশ্ন তখনই আসবে যখন আমরা তাদের কাজে লাগাতে পারব।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই পাওয়ারলুমগুলি দেখার জন্য বর্ত্তমানে কতজন এমপ্লয়ী আছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পাওয়ারলুম মেশিন দেখাশোনা করার জন্য কোন ব্যবস্থা আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—দেখাশোনার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে, তবে কতজন ষ্টাফ আছে সেটা এখন বলতে পারবনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই অবস্থা আর কতদিন চলবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—যতদিন সাইজিং প্ল্যান্ট ক্যালেণ্ডারিং মেশিনের ব্যবস্থা না হয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে এই ব্যাপারে নিগসিয়েশান করা হচ্ছে কি না ?

Shri Krishnades Bhattacharjee—Later this Goverment felt that the Sizing and Calendering Plant should have Dyeing Unit also attached to it. Meanwhile price of machines went upto a considerable extent and thus approved financial outlay was required to be enhanced so as to provide additional amount required for other machines which would have to be purchased under the scheme, Accordingly a composite scheme for Rs. 33.90 lakhs was sent to the Government of India, Ministry of Foreign Trade and Supply in this Department letter dated 15.6.67. But approval of the composite scheme has been kept in abeyance by the Government of India' in their letter dated 3.9.68. Due to restriction imposed by the Ministry, this Government could not proceed further for implementation of above scheme although the State Government has given permission for undertaking the installation work of machines purchased before hand.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—যটা রেষ্ট্রিকশান দিয়েছেন, সেটাকে বিযুক্ত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার থেকে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সংগে টেক আপ করা হয়েছে কি না, যার জন্য এই ২৪টি পাওয়ারলুম অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, সেই জিনিষটা দূর করার জন্য ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে আমরা টেক্ আপ করেছি এবং যোগাযোগ চলছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—কোন মাসে সেটা টেক আপ করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সবসময়েই যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছি। স্পেসিফিক ডেট জানতে চাইলে, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই মেশিন চালু যদি হত, তাহলে কতজনকেএমপ্লয় করা যেত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর থেকে জানতে পারলাম যে ১৯৬৮ সন থেকে এই সাইজিং প্ল্যান্ট এবং ক্যালেণ্ডারিং মেশনের জন্য লেখালেখি চলছে এবং পাওয়ারলুম ২৪টি ৮৩ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় করে ১৯৬৬ সনে বসানো হয়েছে এবং পাওয়ারলুমের প্রডাকশান এর কোন দাম থাকেনা সাইজিং এবং ক্যালেণ্ডারিং মেশিন না থাকলে, তার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সংগে লেখালেখি চলছে। কিন্তু তার জন্য ডিফলটার কারা তার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে কোন আলোকপাত করা হয়েছ কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ক্ষতিপূরণ চাই নাই। তবে তারা যাতে এটা দেয় তার জন্য যোগাযোগ করে যাচ্ছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি দেখা যায় এগুলি দিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না, তিন বছর চলে গেল, তা হলে সেগুলি অন্যভাবে ডিসপোজ করে দিয়ে বা অন্যভাবে ইউটিলাইজড করা যায় কিনা, এই ধরণের অন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি আগেই বলেছি যে তারা দেয় কিনা দেয়, সেটা নিয়ে আমরা বসে থাকতে পারি না। সেজন্য আমরা অন্যখান থেকে সাইজ মেসিন এনে এই পাওয়ার লুমগুলিকে চালু করা যায় কিনা, সেটা চেষ্টা করে দেখছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শুনা যাচ্ছে, যে এই পাওয়ার লুমগুলি এমনভাবে বসানো হয়েছে যে সেগুলি আবার চালু করা সম্ভব নয়। কাজেই সেগুলি আমাদের কোন কাজেই আসবে না, এটা সত্য কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা সত্য নয়।

Mr. Speaker :—There are 4 Unstarred questlons to-day. Thc Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred questions.

Mr. Speaker :—I have received the following Calling Attention Notice(s) from Shri Promode Rn. Dasgupta, M. L. A. on the subject that—Bomb thrown at Ram Thakur Pathsala Girls' Higher Secondary School on 6. 4. 71.

I have given consent to the motion of Shri Promode Rn. Dasgupta to-day. I would now request the Hon'ble Minister incharge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day. he will kindly give me a date when the. Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Speaker Sir, I shall give a statement on this subject on the 12th April, 1971.

Mr. Speaker :—The Minister in-charge of the Department is agreed to make a statement on this motion on the 12th April, 1971.

Next item in the List of Business, the 12th Report of the Committee on Privileges is to be taken into consideration. Now. I shall call on Shri Monoranjan Nath, Chairman of the Committee to move his motion for consideration of the Report.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the 12th Report of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Nath that the 12th Report of the Committee on Privileges be taken into consideration forthwith.

(The motion was put and passed by voice vote).

Mr. Speaker :—Now, I would call on Shri Monoranjan Nath, Chairman of the Committee to move his motion that this House agrees with the recommendations contained in the 12th Report of the Committee on Privileges.

Shri Monoranjan Nath :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the recommendations contained in the 12th Report of the Committee on Privileges.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the motion moved by Shri Monoranjan Nath that this House agrees with the recommendations contained in the 12th Report of the Committee on Privileges.

(The motion was put and passed by voice vote)

Mr. Speaker :—Now, I have got an announcement to make in the House. Yesterday, I had an informal talk with the members of the Business Advisory Committee. As the time for Voting of Demands could not be extended, it was decided to complete the discussion within the time scheduled. Accordingly, it was agreed that time should be allotted for each demand or grants of demands which I shall declare while those will be moved by the members.

I shall request the member to stickt to the time fixed for each demand or group of demands.

Next, I shall take up Item No. III of the Business. To-day in the List of BUSINESS 6 demands viz. Demand Nos : 18—Agriculture, 37—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement & Research, 30—Pension & other Retirement benefits, 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers, 43—Payment of Commuted Value of Pensions and 44—Capital Outlay on Schemes of Government Trading are to be disposed of.

Moreover, there are 12 demands namely : 22—Community Development Projects, National Extension Services & Local Dev. Works, 27—Public Works, 28—Capital on Public Works, 42—Capital Outlay on Other works, 41—Capital Outlay on Public Works, 25—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial), 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) 14—Education, 20—Cooperation, 26—Electricity Schemes, 40—Capital Outlay on Electricity Schemes and 45—Loans & Advances by the State/ Union Territory Governments, carried over from the List of Business for 6th April, 1971 will be taken up to-day, the 7th April, 1971.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now, the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the cut motions to be moved and there will be discussion on the demand and the cut motions. Thereafter, when the debate is closed, I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble members that I have decided to request the Finance Minister to move that demand Nos : 18 & 37—together and 30, 31 & 43—togther respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course, I shall dispose of the demands separately.

Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 22—Community Dev. Projects, National Extension Services & Local Dev. Works.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি মিটিং এ যেটা ডিসাইড করা হয়েছে, সেটা প্রত্যেক মেম্বারকে জানিয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ, সেটা পরে জানাব।

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 33,74,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 22—Community Dev. Projects, National Extension Services & Local Development Works.

Mr. Speaker :—Discussion on this demand will be for 45 minutes only. Now, there are 2 cut motions on this demand moved by Shri Abdul Wazid and Shri Monomohan Deb Barma. I would request the Hon'ble member Monomohan Deb Barma to move his cut motion and raise discussion on this demand.

শ্রীমনোমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড ফর গ্রেণ্ট নাম্বার টুয়েন্টি টু, যেটা এখানে রাখা হয়েছে, আমি সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন করতে পারছি না বলেই আমি তার জন্য একটা কাট মোশন রেখেছি, সেটা হল—ইন-এডিকোয়েট প্রভিশান হ্যাজ বিন মেড ফর সিনকিং অব টিউবওয়েলস। এখানে ১৯৭১-৭২ সালে যে বাজেট রাখা হয়েছে, তাতে দেখছি যে সিনকিং অব টিউবওয়েলের জন্য ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা রাখা হইয়াছে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে যদি দেখা যায় তাহলে দেখব যে এই ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা টিউবওয়েল সিনকিং করার জন্য রাখা হয়েছে, তা খুব বেশী। এবং এই টাকা যদি সম্পূর্ণ ভাবে খরচ করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার সমগ্র গ্রামাঞ্চল কভার আপ হয়ে যাবে, এই রকম একটা কিছু অনুমান করা যায়, যেহেতু টাকার অঙ্ক বেশী। কিন্তু আমরা যদি সত্যিকারের চিত্র লক্ষ্য করি, আমরা যদি গ্রামাঞ্চলের চিত্র লক্ষ্য করি তাহলে প্রত্যেকটা গ্রামের আনাচে কানাচে খোঁজ করে দেখি, তাহলে দেখব যে সমস্ত টিউবওয়েল আগে বসানো হয়েছে, তার শতকরা ৭৫ ভাগ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বিশেষ করে মরশুমের সময়ে গ্রামাঞ্চলের যে সব টিউবওয়েল আছে, সেগুলি থেকে জল উঠে না, জল শুকিয়ে গেছে। ফলে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের জন্য তাদের মধ্যে একটা হাহাকার ইতিমধ্যেই উঠে গেছে এবং তারা এসব টিউব ওয়েল থেকে জল পাওয়ার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। কাজেই আমরা দেখছি সরকার থেকে যে সব টিউব-ওয়েল করা হয়েছে, সেগুলিতো সম্ভবতঃ এই ২।৩ মাসের মধ্যে কোন জলই থাকে না। আমরা দেখেছি যে সমস্ত টিউবওয়েল বর্ষাকালে বা তার আগে স্থাপিত হয় সেইগুলিতে ২।৩ মাসের বেশী

জল থাকে না। তারপর অফিসে নিয়ে যায় মেরামতের নাম করে। তারপর আর তার পুরো থাকে না। সেজন্য দেখা যায় যে যতগুলি টিউবওয়েল আজকে দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত টিউবওয়েল থেকে জল পাওয়া তো দূরের কথা সেগুলি নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা হয় বেশী। আবার সেগুলিকে আবার মেরামত করার জন্য লোক লাগে, দৌড়াদৌড়ি লাগে, লালফিতার ফাঁসে সেগুলি দেরী হয়ে যায় মেরামত হতে। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের জনসাধারণ যাদের আমরা বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করব এবং যাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করব সেগুলি কোন সময়ে হয় নি। সেজন্য আজকে দেখব সিংকিং অব টিউবওয়েলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা খরচ হয়ে যাবে এই সমস্ত টিউবওয়েল মেরামতের জন্য। অ্যাপারেন্টলী আমর যদিও দেখছি ৩৩,৭৪,০০০ টাকার একটা অংক ধরা হয়েছে সেটা খুব বেশী বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু যদি খতিয়ে দেখি তাহলে দেখব এই টাকা দিয়ে কিছুই করা যাবে না। আর একটা কারণ হচ্ছে যদি আমরা প্রত্যেকটি টিউবওয়েলের সিংকিংএর জন্য খরচ ৮০০ টাকা করে ধরি তা হলে এই ৩৩,৭৪,০০০ টাকা খরচ হয়ে যাবে তাতেই। এক্জিসটিং যে টিউবওয়েল আছে তার মেরামতের জন্য কিছুই থাকবে না। সেজন্য আমি বলছি যে ত্রিপুরার যে সমস্ত গ্রাম রয়েছে, বিশেষ করে পাহাড় কন্দরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে টিউবওয়েল একটাও নাই। টিলার উপর টিউবওয়েল টিকে না। সেজন্য টিউবওয়েল দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যদি দেখি এখনও জায়গা আছে যে টিউবওয়েল দেওয়া সম্ভব, টিউবওয়েল দিলে পরে সেখানে গ্রামবাসীর জল পান করার সুবিধা হবে কিন্তু এই সমস্ত জায়গাগুলিতে আজকে টিউবওয়েলের কোন চিহ্ন নাই এবং আমি বিশালগড় এরিয়ার কথা বলছি, সেখানে কাঞ্চনমালা থেকে পিত্যা পর্য্যন্ত যদি দেখি তাহলে দেখব টিউবওয়েলের সংখ্যা অত্যন্ত কম। প্রায় নাই বললেই চলে এবং আমাদের এই দিকে কোন ট্রাইবেল ভিলেজে টিউবওয়েল নাই এই কথা বলতে পারি এবং কেউ যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন তাহলে তাকে আমার সঙ্গে নিয়ে দেখাতে পারি। সেখানে এরকম সময়ে সাধারণতঃ জল থাকে না, সমস্ত শুকিয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেবল মেম্বার, ওর টাইম ইজ ওভার।

আমাকে আর একটু সময় দিতে হবে স্যার। আমি এখুনি শেষ করছি। সেখানে একটা পাতকুয়া থাকে সেখানে জল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে এবং সেগুলি পাহাড়ের নীচে থাকায় ভেঙে যায়। এই রকম সমগ্র ত্রিপুরায় বিশেষ করে বিশালগড় ব্লকের আওতারে থাকা সত্ত্বেও সগুলি আমরা দেখছি যে সেখানে টিউবওয়েল নাই, রিংওয়েল নাই। কাঞ্চনমালা থেকে পিত্যা পর্য্যন্ত কোন ট্রাইবেল বাড়ীতে টিউবওয়েল নাই। কাজেই এই সমস্ত সমস্যা যদি আমরা দূর করতে চাই, পানীয় জলের যদি ব্যবস্থা করতে হয় এবং তারা যাতে বিশুদ্ধ জল পেতে পারে তার জন্য পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও সেখানে একটিও টিউবওয়েল, রিংওয়েল নাই এটা হতে পারে না বিশেষ করে এই সময়টার মধ্যে যখন আগুন লাগে বা অন্য কিছু হয় তখন জলের দরকার পড়লে সেটা পাওয়া যায় না। এমন কি সাধারণ খাওয়ার জল পর্য্যন্ত নাই। সেজন্য বলছি যে আমরা জনকল্যাণ রাষ্ট্রে জনসাধারণের মঙ্গল করার জন্য তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা, তাদের স্বাস্থ্য.

তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা আমরা করেছি বলে যে গৌরব বোধ করি সেটা আমাদের কাছে হেঁয়ালী মনে হয়। আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং সেইভাবে আমাদের যে বাজেট সেই বাজেট এই দিকে লক্ষ্য রেখে রচিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। যে বাজেট রচিত হয়েছে, আসলে সেটা কাগজের বাজেট। বাস্তব ক্ষেত্রে জল সরবরাহ হচ্ছে না। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, সুচিকিৎসার ব্যবস্থার কথা বলে লাভ নেই, আগে জলের ব্যবস্থা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—নাও আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু স্টপ ইওর স্পীচ।

শ্রীমনোমোহন দেববর্ম্মা :—যাই হোক আমি আমার কাটমোশনকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি স্পীকার :—শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২এর উপর মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশন এনেছেন আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি। কারণ এই যে বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে জল সরবরাহ করার জন্য, এই টাকার দ্বারা প্রয়োজন মিটবে কিনা সেটা আমাদের দেখা দরকার এবং যে জলের টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলগুলি আছে সেগুলি দিয়েও জল পাওয়া যায় কিনা সেটাও আমাদের দেখা দরকার। কারণ শাসক গোষ্ঠির চক্রান্তের ফলেই বোধ হয় এই হতভাগ্য গরীব কৃষকেরা সাধারণ জল থেকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ যদি বলি তাহলে অমরপুর সাবডিভিশনের পি, ই, ও, এর কথা বলতে হয়। গতকালও বলেছিলাম। উনার কাছে বহু দরখাস্ত পড়ে রয়েছে। কিন্তু রাঙ্গামাটির লোকদের কোন টিউবওয়েল বা রিংওয়েল দেওয়া হচ্ছে না। তাদের খাওয়ায় জল নাই। আমরা দেখেছি গতবৎসর নদীর জল খেয়ে সেখানে কিছু লোক মারা গিয়েছে। উত্তর হড়ার অবস্থাটা কি? একটা পাড়ার মধ্যে একটা নলকূপ থাকা সত্বেও আর একটা নলকূপ দেওয়া হল। কিন্তু যেখানে জল দিয়ে পিপাসা মেটানোর জন্য মানুষ দরখাস্ত করেছে সেখানে পি, ই, ও সাহেব তাদের কথা কিছুতেই শুনলেন না এবং যেখানটায় নলকূপ ছিল সেখানেই নলকূপ বসিয়ে দিলেন। তার কথা হল, কোন পার্টিতে কাজ কর? যদি কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ করে তাহলে পাবে না। কংগ্রেসের কাজ করলে পাবে। এই সমস্ত যুক্তি দেখিয়ে যেখানে নলকূপ আছে সেখানেই নলকূপ দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এই শাসকগোষ্ঠী শাসন ক্ষমতায় বসে ত্রিপুরায় জুয়াচুরি কার্য্য চালাচ্ছে এবং সে জন্যই তারা জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংখ্যা গরিষ্ঠ হিসাবে এই শাসকগোষ্ঠীই কি তাদেরও সরকার নয়। এইরকম মনোভাব নিয়ে যদি সরকার চালানো হয় তাহলে এই দলগত মনোভাব দেশে বিপদ ডেকে আনবে। সুতরাং এই শাসকগোষ্ঠিকে আমি এই কথাই বলব যে সরকার যাতে সর্ব্বস্তরের মানুষকে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, জল নিয়ে যেন তামাসা না করেন। তারপর আর একদিন বলেছিলাম খোয়াইয়ে জলাভাবের কথা। গ্রামবাসীদের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে স্কুল বাদে যে নলকূপ আছে সেটা তিনি দেখাতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না। কাজেই যেখানে জলাভাব

সবচেয়ে বেশী যেখানে নলকূপগুলি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি এবং এই কাটমোশনএর পক্ষে বক্তব্য রেখে আমি বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma. Please speak only for 5 minutes.

Shri Aghore Deb Barma :—Mr. Speaker Sir, Demand No. 22—Community Development Project, National Extension service and Local Development works—এখানে ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে—নাম হচ্ছে কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট, নেশন্যাল এক্সটেনশান ব্লক এবং লোক্যাল ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্কস--নামটা শোনতে খুবই সুন্দর, কথা হচ্ছে সামগ্রিক অবস্থা যদি আলোচনা করতে চাই তাহলে সময় দরকার, আমি শুধু পয়েন্টসের উপর আমার বক্তব্য রাখতে চাই। এই যে কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট প্রজেক্ট, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে উন্নতি অগ্রগতির জন্য ব্লক ষ্টাফ ইত্যাদি যা আছে, বিরাট একটা এ্যামাউন্ট তার জন্য খরচ করা হচ্ছে, তারপর ন্যাশানাল এক্সটেনশান সার্ভিস, তার যে ষ্ট্রাকচার সেখানেও খরচ করা হচ্ছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমরা যদি দেখি, যে পারপাসে এইগুলি করা হয়েছে, সেই পারপাসগুলি সার্ভড হচ্ছে কিনা? গ্রামের উন্নতি অগ্রগতির জন্য রাস্তাঘাট হচ্ছে কিনা সেই রাস্তাগুলি মেইনটানেন্স হচ্ছে কিনা? চম্পকনগর টু জম্পুইজলা একটা রাস্তা করা হয়েছিল, তার চিহ্নও না, সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। একথা বললে হয়তো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন যে গ্রামের লোকেরা সেটা করবে সেটা আমাদের দায় দায়িত্ব নয়, এই হচ্ছে তাদের উত্তর। এইরকম বহু ঘটনা আছে কোন কোন জায়গায় রিংওয়েল, টিউব ওয়েল আছে, অনেকগুলি রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি আজকে সব অকেজো অবস্থায় আছে, তার সুপারভিশনের জন্য এবং মেইনটেননসের জন্য ষ্টাফ ব্লকে আছে, কিন্তু সেগুলি মেইনটেইন করা হচ্ছে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এ্যামাউন্ট, যে পারপাসে খরচ করা হচ্ছে সে পারপাস সার্ভ হচ্ছে কিনা, রাস্তা ঘাট মেইনটেইন করা হচ্ছে কিনা? আজকে যদি কোন নূতন টিউবওয়েল করতে হয়—কিছুদিন আগে ব্লকের একটা মিটিং'এ আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম, গোলাঘাটির পশ্চিম দিকে একটা জায়গা সেখানে খুবই জলের অভাব সেইখানে একটা টিউবওয়েল দেওয়ার জন্য আমি বললাম, তখন বলা হল যে একটা পারসেন্টে অর্থাৎ ফিফটি পারসেন্ট সেই গ্রামবাসীকে দিতে হবে কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি চিন্তা করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব কিনা সেটা চিন্তা করা দরকার। কাজেই অনেকেই এটা নেন না। মঞ্জুর হয়তো আছে কিন্তু মানুষ সেটা নিতে পারে না, টাকা ফেরত যায়। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে রাস্তা ঘাট করার জন্য বিভিন্ন হেডে বহু টাকা পয়সা খরচ করা হয়, রাস্তাঘাট টিউবওয়েল, রিংওয়েল আমরা করি, কিন্তু সেইগুলি মেনটেনান্স করা হচ্ছে না। আজকে প্রত্যেকটি সাব-ডিভিশনে এক একটি ব্লক রাখা হয় সেটা একটা হাতীর খোরাক, এইহেডে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু আজকে সেইভাবে রাস্তাঘাট হচ্ছে না, টিউবওয়েল রিংওয়েল

হচ্ছে না, সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি—যার জন্য, যে পারপাসে এটা করা হয়, সেটা সার্ভ হচ্ছে না। আমি আগেও বলেছি যে এই ব্লক উঠিয়ে দিয়ে, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের ষ্টাফ আছে, এই ব্লকের যে টাকা সেই টাকা ডাইরেক্টলি খরচ করে যদি রাস্তাঘাট করা হত, টিউবওয়েল রিংওয়েল করা হত, তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে টাকা ব্যয়িত হত, কাজও কিছুটা হত। এই ব্লকের দ্বারা সামগ্রিক উন্নতি অগ্রগতি হচ্ছে না, এটা একটা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২২ কামিউনিটি ডেভলাপমেন্ট, নেশান্যাল একসটেশান সার্ভিস এবং লোক্যাল ডেভলাপমেন্ট এই হেডে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ ট্রাইবেল এলাকায় আদৌ টিউবওয়েল রিংওয়েল হয় নাই, যে কথাটা বলা হয়েছে, এটা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। উনি হয়তো বিশালগড় দিয়েই গিয়েছেন, কেন একথা বলছি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার হেডে বিস্তর টাকা রাখা হয়, এবং জেনারেল হেডেও টাকা রাখা হয়, তাদের পানীয় জল এবং বিভিন্ন রকমের ব্যয়ের জন্য এবং উনি যে পিত্রার কথা এখানে বলেছেন—পিত্রা,ব্রজেন্দ্রনগর এই সমস্ত জায়গা আমার উদয়পুর সাবডিভিশনে পড়েছে, নোয়াবাড়ী, লক্ষ্মীমতি, তোয়াগা, ঘোড়ামাটি, সীতারাম বাড়ী, ফাকরাম বাড়ী, মথুরাবাড়ী, তৈদুবাড়ী, এই সমস্ত প্রায় বাড়ীতেই টিউবওয়েল, রিংওয়েল আছে। তবে কথা হচ্ছে, হয়তো অনেক ট্রাইবেল বাড়ী আছে অনেক দূরে মুড়ার উপরে, হয়তো সেখানে এখনও তারা কাভার করে উঠতে পারে নাই। তার জনাই আমি এই কাটমোশানের বিরোধীতা করছি। আরেকজন সদস্য যে বলেছেন কেবলমাত্র কংগ্রেস সাপোর্টারদের দেওয়া হয়, কমিউনিষ্টদের দেওয়া হয় না সে কথাটা আদৌ সত্য নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে এমন জায়গা নাই, যেখানে টিউবওয়েল রিংওয়েল না হয়েছে। তাহলে উনার দুঃখ হচ্ছে যে সব কংগ্রেস হয়ে গেল, কমিউনিষ্ট কেবল দেবতামুড়া এবং জম্পুই হিলে আছে, কাজেই এই কাট মোশান আমি সমর্থন করতে পারছি না। আমি এখানে আমার দুই একটা সাজেশন রাখছি। টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল করার জন্য এক লক্ষ টাকা যেখানে ধরা হয়েছিল, সেখানে এবার পাঁচ লক্ষ টাকা টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু এগুলি মেরামতের জন্য গেলে বি, ডি, ও বলেন টাকা নাই। আমি সাজেশন রাখছি, এই যে একটা পারসেনটেজ গ্রামবাসী থেকে দেওয়ার কথা, সেটা উঠিয়ে দেওয়া হউক, এটা গ্রামবাসী বেয়ার করতে পারেনা, মেরামতের নামে অসংখ্য টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু সেটা কোন কাজে আসে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন এই দিকে চিন্তা করেন এবং সেগুলি ডিপার্টমেন্টালী না করে, ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সমস্ত মাল মশলা দরকার সেগুলি ক্রয় করে, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে যাতে করানো হয় এবং সেই ভাবে টাকা পয়সা যদি দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় জলের যে একটা যন্ত্রণা সেটা কিছুটা লাঘব হতে পারে। আরেকটা কথা হচ্ছে

আমরা দেখছি যে এক একটা সাবডিভিশনের জন্য একটা দুটটা মেকানিকস দিয়ে রাখা হয়েছে, ফলে টী., এ., ডি. এ., তারা সবই নেয়, কিন্তু কাজ তুলনামূলক কম হয়, কারণ একটা বিরাট এলাকা তাকে কাজ করতে হয়। অতএব কারণেই আমি বলব যে গ্রামে কিছু লোক আছে যারা এইসব কিছু কিছু জানে, তাদের যদি এই কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহলে যন্ত্রণা কিছুটা লাঘব হবে আমি এই কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করে মূল ডিম্যাণ্ডের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী। মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২২—কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট, নেশান্যাল এক্সটেনশান সার্ভিস এবং লোক্যাল ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্কস'এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী চেয়েছেন, আমি তা সমর্থন করছি এবং বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে তার আমি বিরোধিতা করছি। এখানে একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে দলগত মনোভাব নিয়ে সরকার চালান হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার নির্বাচিত হয়ে বর্তমান সরকার শাসন পরিচালনা করছেন, তারা গণতন্ত্রের পূজারী এবং কমিউনিষ্ট কতটুকু যে গণতন্ত্রের পূজারী সেটা সকলেই জানেন, কাজেই একথা বলার পেছনে কতটুকু সত্য আছে, তা দেশবাসী নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আমি এই বিতর্কে না যেয়ে, আমার দুই একটি কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে রাখব। এই বাজেটে দেখা যায় টিউবওয়েল, রিংওয়েল এবং টিউব-ওয়েল জন্য যে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, তার মধ্যে যে ভাবে খরচ হচ্ছে, সেটা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে পে অব অফিসার, পে অব এষ্টাব্লিমেন্ট এবং অন্যান্য বাবতে খরচ হবে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের জনসাধারণ এবং কৃষকদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করবার জন্য সরকার যে জায়গাতে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা বাজেটে ধরেছেন, সেটার এক তৃতিয়াংশ খরচ হচ্ছে পে অব অফিসারস এণ্ড এষ্টাব্লিমেন্টের খরচ বাবতে। অথচ সেখানে আমাদের জনসাধারণ তাদের যে প্রয়োজনীয় পানীয় জল, সেটা তারা পাচ্ছে না, এবং এই পানীয় জলের অভাবে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এখনই একটা হাহাকার উঠে গেছে। বাজেটে যে টাকার অংক ধরা হয়েছে, তা দেখে আমরা এটা মনে করতে পারি যে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ আমাদের জনসাধারণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করবার দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার তাদের যথেষ্ট চেষ্টা আছে। কিন্তু এত টাকা খরচ করে যে সব রিং ওয়েল এবং টিওবওয়েল করা হয়েছে, সেগুলির থেকে আজকে জল পাওয়া যাচ্ছে না, সেগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, এটা অত্যন্ত মর্মদায়ক ব্যাপার বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। আমি বুঝে উঠতে পারি না, এত টাকা খরচ করবার পরেও সেগুলি থেকে কেন জল উঠে না এবং এই সম্বন্ধে আমাদের

মন্ত্রী পরিষদের যেখানে যথেষ্ট সদিচ্ছা আছে। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, এই ব্যাপারে যেন একটা তদন্ত কমিটি করা হয়, এবং কমিটির মাধ্যমে এই যে এত টাকা খরচ করা সত্ত্বেও কেন টিউব-ওয়েলগুলি থেকে জল উঠে না,তার পিছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা বা কার। এর জন্য দায়ী সেটা যেন খোঁজে বের করা হয় এবং যারা প্রকৃত দোষী তাদের যেন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই বাজেট বই এর ৩৮৫ পৃষ্ঠায় আছে স্পেসাল সেনট্রাল এ্যাসিষ্টেন্টস ফর এপ্লাইড নউট্রিশান প্রোগ্রাম ফর এ্যাকুজিষ্টিং ব্লক ইন ত্রিপুরা এখানে আমি দেখছি এই প্রোগ্রামের জন্য ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিকটের জন্য ধরা হয়েছে ৮২ হাজার টাকা আর সাউথ ডিষ্টিকট্রের জন্য ধরা হয়েছে ৫৩ হাজার টাকা। অথচ আমাদের নর্থ ডিষ্টিকটের জন্য কিছুই ধরা হয় নি। তাহলে আমি কি বুঝব যে ওয়েষ্ট ও সাউথ ডিষ্টিকটের জনসাধারণের নিউট্রিশানের দরকার আছে, আর নর্থ ডিষ্টিকটের জনসাধারণের নউট্রিশানের কোন দরকার নেই? কাজেই এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টিটুতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আর বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে সব কাট মোশন রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমার সময় খুব কম, তাই আমি বিস্তারিতভাবে কিছু বলব না, তবে একটা বিষয়ে আমার বক্তব্য রাখছি সেটা হল ব্লক। এই ব্লকের কাছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামগুলির উন্নতি করার জন্য সমস্ত ভার দেওয়া হয়েছে। এই ব্লকগুলির প্রত্যেকটিতে একজন করে বি, ডি, ও আছেন আণ্ডার ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান। এই বি, ডি, ও-রা ব্লকের যে সমস্ত স্কীম আছে, সেগুলি সাধারণতঃ ইম্প্লিমেণ্ট করে থাকেন, কিন্তু তার নিজস্ব কোন ষ্টাফ নেই। যে ষ্টাফ আছেন, তারা সবাই হচ্ছে হয় ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের, না হয় সরকারের অন্যান্য যে সব ডিপার্টমেণ্ট আছে, তাদের। যেমন ধরুন কিছু আছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের আবার কিছু আছে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের। কাজেই বি, ডি, ও যখন তার স্কীমগুলি ইম্প্লিমেণ্টেশান করবার জন্য ঐ সব ষ্টাফদের নির্দ্দেশ দেন, তখন তারা বি, ডি ও-র কথা মত সেগুলি করতে নাও পারেন কেননা তারা বলবে, আমরা তো তোমার ষ্টাফ নই, কাজেই তোমার কথা মত কাজ করা আমাদের সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে বি, ডি, ও-র ডাইরেক্ট সুপারভিশানে তার নিজস্ব কোন ষ্টাফ না থাকার দরুন, ব্লকের যেসব স্কীম আছে সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিস্‌কোর্ডিনেশান এমাঙ্গ দি ডিপার্টমেণ্ট এটা যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে আমাদের জনসাধারণের উন্নতির জন্য যা কিছু করা দরকার সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা কোন দিনই সম্ভব হবে না। কাজেই আমি এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ জানাব। কারণ, আমি এই সম্পর্কে এই হাউসে এর আগেও অনেকবার বলেছি, এখনও আবার বলছি কিন্তু সরকার এদিকে

কোন রাজারই দিচ্ছেন না। এই বলে আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের আনীত কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি টুতে মাননীয় সদস্য মনোমোহন বাবু যে একটা কাট মোশান রেখেছেন সেটা হচ্ছে ইন্‌এডিকোয়েট প্রভিশান হ্যাজ বীন মেড ফর সিংকিং অব টিউবওয়েল্‌স। এটাকে আমি সমর্থন করি। আর এর জন্য যে ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটা হল আগে যে সব টিউবওয়েল বসানো হয়েছিল, সেগুলি রিপেয়ার এ্যাণ্ড মেনটেইনান্স ইত্যাদি করার জন্য। এই ডিমাণ্ডকে আমরা যদি ভালভাবে খতিয়ে দেখিয়ে তাহলে দেখব যে এই ব্যয় বরাদ্দের এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হবে শুধু কর্ম্মচারীদের বেতন ইত্যাদি দেওয়ার জন্য। আর ৩টি ডিষ্ট্রিক্টে ব্লকের মাধ্যমে যে খরচ দেখানো হয়েছে যেমন পোষ্ট ইন্টেনসিভ ষ্টেজ, এগুলির সবই ধরা হয়েছে শুধু কর্ম্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদির খরচ বাবতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে যদি আমরা ব্লকের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য চেষ্টা করি তাহলে সেটা মোটেই সম্ভব হবে না বলে আমার ধারণা। কাজেই আগামী বৎসরেও যাতে এই ব্লকগুলি চালু থাকতে পারে এবং ব্লকের মধ্যে যে সব টিউবওয়েলগুলি আছে, সেগুলি থেকে জনসাধারণ জল পায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। এবং তাহলে পরে আমাদের ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতে ব্লক এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের যে উন্নতি হচ্ছে, তা আমাদের এখানেও হতে পারে। এই বলে আমি মাননীয় সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, সেগুলিকে সমর্থন করে এবং মূল ডিমাণ্ডকে বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি টু—কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট বাবদে যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশন রাখা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি।

এই ডিমান্ডে আমরা সমষ্টি উন্নয়ণ প্রকল্পে আমরা গ্রামবাসীদের বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছি। তার মধ্যে আছে গ্রামের রাস্তাঘাট করা, তারপর পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। তারপর আছে আমাদের বিভিন্ন রকমের জিনিষ, যমন কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট পাইলট প্রজেক্ট, রিসার্চ প্রজেক্ট, কমিউনিটি সেন্টার। সেখানে আমরা হরটিকালচার, মাইনর ইরিগেশন, পোলট্রি এবং কিসারী স্কীম আছে যাতে করে রুর‍্যাল পপুলেশনকে পুষ্টিকর খাদ্য আরও বেশী পরিমানে সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি তার প্রচেষ্টা আছে। এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল যেগুলি এই পর্যন্ত করা হয়েছে ঐগুলি ইনসাফিসিয়েন্ট এবং ঐগুলি সব অকেজো হয়ে আছে। এটা সত্যি কথা যে টিউবওয়েল রিং ওয়েল আমরা এই পর্যন্ত করতে পেরেছি ৩,৫০৯টি টিউবওয়েল

এবং ২,০৮৫টি রিংওয়েল। তার মধ্যে কিছু কিছু টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল অকেজো হয় এবং সেইগুলি রিপেয়ার করার প্রভিশন আমরা রেখেছি এবং সেইগুলি সময়ে সময়ে রিপেয়ার করা হচ্ছে। কিন্তু তা অর্থ এই নয় যে সব অকেজো হয়ে আছে, এই কথা আমরা মনে করতে পারি না। টিউবয়েল রিংওয়েল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকেজো হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে এটাও একটা কারণ যে যেহেতু সরকার টিউবওয়েল রিংওয়েল দিয়েছিল কাজেই সেখানে জনসাধারণের মনে করা উচিত যে সরকার আমাদের সুতরাং এই সরকারের টিউবওয়েল রিংওয়েল সেটা আমাদের সম্পত্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনভাবে হ্যাণ্ডলি করা হয় যে ছেলেমেয়ের বড় রাস্তায় দেওয়া যে টিউবওয়েল রিংওয়েল আছে সেইগুলি তারা মিস্ হ্যানডেল করে, যার ফলে অসময়ে সেই টিউবওয়েল রিংওয়েলগুলি নষ্ট হয়ে যায়। তারপর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ছোট একটা নাট, ছোট একটা ওয়াশার হয়তো সাধারণ একটা ত্রুটি রয়ে গেছে সেই ত্রুটিটা সাধারণ অবস্থা থাকতে দায়িত্ব নিয়ে না করার ফলে সেটার অবস্থাটা আরও আস্তে আস্তে ডিটারিওরেট করে একটা নাট কিনতে দু আনা খরচ হয়। কিন্তু যেহেতু সরকারের পয়সা খরচ করতে হবে সেজন্য তারা বি, ডি, ও, অফিসে দরখাস্ত করে। এছাড়া যান্ত্রিক ব্যাপার আছে। মেশিনারী পার্টস সেইগুলি এদিক ওদিক থাকতে পারে। তাছাড়া বোরিং সিংকিংএও ত্রুটি থাকতে পারে। যাই হোক আমরা টিউবওয়েল রিংওয়েল জনসাধারণের কল্যানে দিচ্ছি। সুতরাং যাতে সেই সমস্ত মিস্ হ্যানডলিং করা না হয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— পয়েন্ট অব অর্ডার, স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাইছি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে টিউবওয়েল হেডে যে ১০,১৭,০০০ টাকা রাখা হয়েছে তার মধ্যে কয়টা নূতন টিউবওয়েল রিংওয়েল দেওয়া যাবে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— এখানে কয়টা করা যাবে সেট পরে দেখা যাবে। একটা লো এরিয়াতে ৫০০ টাকায় একটা টিউবওয়েল হতে পারে। আর একটা হাই টিলাতে বেশী লাগতে পারে সেটা এখুনি বলা মুশকিল। তবে উনি এপ্রোক্সিমেটলী হিসাব করে দেখতে পারেন কয়টা হবে। কাটমোশন মুভার অবশ্য বলেছেন যে. যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এটা সাফিসিয়েন্ট। আমি তাকে অত্যন্ত অভিনন্দন জানাই য তিনি এই ব্যাপারে সত্যি কথাটা বলতে পেরেছেন। আর এক সদস্য বলেছেন যে নলকূপ ইত্যাদি খননে পার্টির লোকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়। তিনি কিন্তু মেনশান করেন নি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু এলাকা আছে যেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব আছে, আদার দ্যান কংগ্রেস কোন্ কোন্ এলাকাতে দেওয়া হয়নি সেটা মেনশন করতে পারলে আমরা বুঝতে পারতাম তাদের অভিযোগ ঠিক। কিন্তু মনে হচ্ছে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন এবং গায়ের ঝাল মেটাতে চাইছেন। এই কথা বলেই এই ডিমাণ্ডের সমর্থনে এবং কাট মোশনের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion on this demand is over. Now I am first putting the cut motions to vote. There is one cut motion of Shri Abdul Wazid that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Fifty percent of tube-wells are not in order. As the Hon'ble member was absent the cut motion fell through.

Mr. Speaker :—There is another cut motion of Shri Mono mohan Deb [illegible] the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Inadequate [illegible] has been made for sinking of tube wells.

The cut motion was then put and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the main demand.

The question that a sum not exceeding Rs. 33,74,000/- [inclusive of the sums specified in column3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1972, in reepect of Demand No. 22—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works was then put and PASSED.

Mr. Speaker :— I have just been told by the Secretery that Shri Bhupen Dutta Bhowmik, Editor of the Dainik Samgbad is present in the House. Now I shall ask him to hear the reprimand of the House.

(Shri P. R. Dasgupta was speaking something which was expunged by the Speaker. The Opposition members then staged an walk out enblock)

IMPLEMENTATION OF THE DECISION OF THE HOUSE OF THE RECOMMENDATION OF THE COMMITTEE ON PRIVILEGES ADMINISTRATION OF REPRIMAND TO SHRI BHUPEN DUTTA BHOWMIK : EDITOR, Dainik Sambad.

Shri P. R. Das Gupta :—

(EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER)

Mr. Speaker—The Speech of the Hon'ble Member will be expunged from the proceedings of the House.

Shri Abhiram Deb Barma :—

(EXPUNGED AS PER ORDER OF THE SPEAKER)

Mr Speaker :—This will also be expunged from the proceedings of the House.

(All the Opposition Members staged walkout)

(Marshal announced the presence of Shri Dutta Bhowmick and as soon as Shri Dutta Bhowmick entered into the Bar of the House the Speaker reprimand him as follows)

Mr. Speaker :—Shri Bhupendra Chandra Datta Bhowmick, this House has adjudged you guilty of committing a gross of privileges of the House,

the Speaker for publishing in the issue dated 2nd April, 1970 of the 'Dainik Sambad' of which you are the Editor, a libellous despatch under the heading—

That despatch in its tenor and content cast reflections on this House & the Speaker. As Editor, you had a high responsibility to exercise utmost caution in publishing the proceedings of the House, yet you published expunged proceedings of the House which is not permissible by parliamentary practice to bring the House, the Speaker into odium and contempt. This offence of your was further aggravated by the type of explanation you choose to submit to the Committee on Privileges. In the name of the House, I accordingly reprimand you for committing a gross breach of Privilege. I now direct you to withdraw.

(Shri Bhupen Dutta Bhowmik—withdraw himself from the House).

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL).

Voting on Demands for Grants for 1971-72.

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 27—Public Works, 28—Capital Outlay on Public Works, 42 Capital Outlay on Other Works, 41—Capital Outlay on Public Works, 25—Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) and 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial). I have also decided to take the Demand Nos. 26—Electricity Schemes, 40—Capital Outlay on Electricity Schemes to-gether. The time allotted for all these demands are 120 minutes—60 minutes for the opposition and 50 minutes for the Ruling party.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,36,74,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 27—Public Works.

Mr. Speaker Sir, on the recomendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 23,52,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 28, Major Head—52—Capital Outlay on Public Works

[illegible] on the recommendation of the Administrator, I beg [illegible] not exceeding Rs. 5,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriaton (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 42—Major Head—109—Capital Outlay on other Works.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,23,80,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 41, Major Head—103—Capital Outlay on Public Works.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrrtor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,60,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 25, Major Head -44—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

Mr. Speaker Sir, on the reconendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 24,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on account) Bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 39 Major Head—100, Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 51,50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 26, Major Head—45—Electricity Schemes.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,57,000/- [inclusive to the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 40, Major Head—101, Capital Outlay on Electricity Schemes.

Mr. Speaker :—Now there are many cut motions on these demands. I would request Hon'ble Member Shri Monomohan Deb Barma to move his Cut motion. মাননীয় সদস্য আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ষাট মিনিট আপনারা সময় পাবেন এই ডিমাণ্ডগুলির জন্য।

শ্রীমনমোহন দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্রান্ট নাম্বার ২৭, এখানে আমি একটা কাট মোশান দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্ট নাম্বার টুয়েন্টি সেভেনের উপর আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হল রোডস্ আর নট প্রপারলি রিপেয়ার্ড। এটা রাখার কারণ হল, যেহেতু ত্রিপুরাতে যে সমস্ত রাস্তাঘাট আছে, সেগুলির দিকে আমরা যদি দৃষ্টি দেই, তাহলে দেখব ঐসব রাস্তাঘাট কোন কোন সময়ে কোন কোন জায়গায় এমন একটা অবস্থায় আছে, সেগুলি দিয়ে মানুষ চলাচল করার পক্ষে অনুপ-যুক্ত। মনে হয় সেগুলি যেন এক একটা মৃত্যুর ফাঁদ। আমরা দেখেছি আমাদের যে আসাম আগরতলা রোডটা আছে, সেটারও ঐ একইরকম অবস্থা। তারপরে অন্যান্য যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট রাস্তা আছে সেগুলির মধ্যে ব্রীজের অভাব রয়েছে, তার ফলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্য্যুদস্ত হয়ে পড়ে। কাজেই আমরা দেখেছি যে আমাদের রাস্তা-গুলিকে প্রপারলি রিপেয়ার করা হচ্ছে না। আমি জানি আজকে যোগেন্দ্রনগর থেকে সদর আগরতলা পর্যন্ত যে রাস্তাটা আছে, সেই রাস্তাটার কাজ ১৯৬৫-৬৬ সালে আরম্ভ হয়েছিল, এবং ১৯৬৫ সনে সেটার কাজ শেষ হয়, কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছরের মধ্যে সেটার কোন ম্যান্টেনান্স হচ্ছে না। প্রত্যেক বছর যে বৃষ্টি হয়, তাতে ঐ কাচা রাস্তার মাটি ধ্বসে ধ্বসে বাহিরে পড়ে যায়, ফলে দিনের পর দিন সেটা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে পারছে না। শুধু তাই নয়, সেখানে যেসব লেবার বা গেংম্যান ইত্যাদি আছে তারা এই রাস্তাতে কোন কাজই করছে না। তার কারণ হল, যে সব গেংম্যান আছে তাদেরকে সেখানে কাজ করাবার নির্দ্দেশ দেওয়ার মত কোন লোক নেই, যাতে করে তারা ঐ রাস্তাটার কাজ ঠিকঠিক মত করতে পারে। এমন কি সেই রাস্তাতে যে মাইনর রিপেয়ারের দরকার, সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না। তারপরে সেই রাস্তাতে যদিও কিছু ব্রীজ আছে, সেগুলি অনেক জায়গাতে দেখা যায় ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু তা সত্বেও সেখানে মানুষ তাদের প্রয়োজনে কাঠের টুকরো দিয়ে কোন রকমে এদিক সেদিক পার হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা যে কি রকম বিপদজনক, তা ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝতে পারেন। এভাবে আজকে সরকার মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শুরু করে দিয়েছে। এইতো মাত্র কয়দিন হল সেই রাস্তা দিয়ে একটা লাকড়ী ভর্ত্তি ট্রাক যাচ্ছিল, সেই ট্রাক যখন ঐ ব্রীজের উপর দিয়ে যায়, তখন সেগুলি যা আছে, সেগুলিও আরও বেশী ভেঙ্গে যায়। কাজেই আপনারাও বুঝতে পারবেন, যদি এই ধরণের ভাঙ্গা একটা ব্রীজের উপর দিয়ে একটা ট্রাক যায়, তাহলে সেই ব্রীজের কি অবস্থা হতে পারে? কাজেই আজকে এই অবস্থা সর্ব্বত্র চলছে। যদিও বলা হয় ত্রিপুরাতে আগের তুলনায় অনেক ব্রীজ, অনেক রাস্তা ঘাট হয়েছে, কাজেই আরও ব্রীজ বা রাস্তা করার দাবী করা হলে, সেটা অন্যায় করা হবে। তারপরে সদরে আর একটা রাস্তা আছে, সেটা মাত্র ২৩।৩০ মাইল হবে,

সেটার কোন যোগাযোগ হচ্ছে না, যদিও আজ ১৪/১৫ বছর হয়ে গেছে। কিন্তু এই রাস্তাটা যেখান দিয়ে গেছে, তার মধ্যে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার লোক বসবাস করে। অথচ এই রাস্তাকে যোগাযোগ করার ব্যাপারে সরকারের কোন দায়দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না। যদি হত, তাহলে সেটা আজ ১৪।১৫ বছর যাবত এমনি ভাবে ফেলে রাখা হত না। সেই এলাকাতে হাসপাতালের কোন ব্যবস্থা নেই, ড্রিংকিং ওয়াটারের কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই সরকার যেটা করছেন, সেটা দিয়ে যদি আত্ম সন্তোষ্টি পেয়ে থাকেন, তাহলে সেটা হবে অন্য কথা। কিন্তু আমি বলব রাস্তাঘাটগুলি যেভাবে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, আজকে যদি ত্রিপুরাতে ল এ্যাণ্ড অর্ডার মেন্টেইন করার প্রশ্ন উঠে, তাহলে সেটাও মেন্টেইন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। যেমন আমি বলছি, সেই এলাকায় যদি কোন রকমের একটা গণ্ডোগোল হয়, তাহলে তাদের যে থানা আছে, সেটা হল জিরানিয়া. এবং সেই জিরানিয়ার সঙ্গে ঐ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললে চলে। যদি কেউ পায়ে হেঁটে জিরানিয়াতে গিয়ে পুলিশকে খবর দেয়, তাহলেও সেই পুলিশকে আসতে হলে অনেক সময় লাগবে, ফলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। কাজেই ল এণ্ড অর্ডার মেন্টেইন করার জন্য আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা দরকার। তারপরে বর্ত্তমানে যে একটা লীন সাজন চলছে, এই অবস্থায় সেখানে খাদ্য দ্রব্যের ভীষণ একটা অভাব থাকে। কাজেই এই খাদ্যদ্রব্য যাতে তাদের কাছে ঠিকমত পৌছানো যায়, সেজন্য এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমাদের আরও সুদৃঢ় করে তোলা দরকার। তারপরে আমরা এগ্রিকালচারের দিক দিয়ে যে একটা প্রগ্রাম নিয়েছি, যেমন গ্রো মোর ফুড প্রগ্রাম। এই প্রগ্রামকে সার্থক করে তুলতে হলে আমাদের সময়মত চাষীদের কাছে ধানের বীজ এবং সার ইত্যাদি পৌছিয়ে দিতে হবে, কিন্তু আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি সেখানে না থাকে তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে সময়মত পৌছানো সম্ভব নয়। কাজেই সবদিক বিচার বিবেচনা করে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কাজেই বর্ত্তমানে যেসব রাস্তাগুলি আছে, সেগুলিকে ঠিক সময়ে মেরামত বা রিপেয়ার করার দরকার আছে এবং যেসব ব্রীজগুলি ভাঙ্গা অবস্থায় আছে, সেগুলিকেও ঠিকমত রিপেয়ার করার দরকার আছে। এবং এদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now, I would request Hon'ble member, Shri Promode Rn. Dasgupta to participate in the discussion.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, একবার অপজিশানের একজন, আর একবার রুলিং পার্টির একজন করে বললে ভাল হয় না ? এটা তো আগে প্রেকটীশ ছিল।

মিঃ স্পীকার :—আমি তো ভাবছি যাদের কাট মোশান আছে, তারা আগে বলবেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েনটি এইটে আমার একটা কাট মোশান আছে। সেটা হল খোয়াই, বিলোনিয়া এবং কৈলাশহরকে ব্রীজের অভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার প্রতিবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই ত্রিপুরা

রাজ্য একটা আশ্চর্য্যজনক রাজ্য। আজকে বিভাগীয় শহরগুলির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গত ২৩ বছরের মধ্যেও হয়ে উঠলো না। যার ফলে আজকে এই যে খোয়াই—এই খোয়াই এর সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ জরুরী অবস্থায়ও করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তেমনি আছে আমাদের কৈলাশহর, আবার আছে বিলোনিয়া। আমরা দেখেছি খোয়াই নদীর উপর যে ব্রীজটা হচ্ছে, সেটা এখনও সেই হওয়ার মধ্যেই আছে। আজকে কয়েক বছর হয়ে গেল, আমি যতটুকু জানি যে কনট্রাকটারকে এই ব্রীজটা করার ভার দেওয়া হয়েছে, তিনি নাকি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের একজন ঘনিষ্ঠ লোক, সে কনট্রাকটার তার খেয়াল খুশীমত সেখানে কাজ চলছে। আর সেজন্যই খোয়াই নদীর উপর যে ব্রীজটা হওয়ার কথা, সেটা ঠিকমত হচ্ছে না। তারপরে বিলোনীয়াতে মুহুরীনদীর উপর যে একটা ব্রীজ করার দরকার, সেটা যে কবে হবে, তার কোন নিশ্চয়তা এখন পর্য্যন্ত নেই। সেখানে বর্ষার সময়ে খেয়া পার করবার জন্য যদিও একটা টেম্পোরারী সাকো তৈরী হয়ে থাকে, সেটা আবার ফ্লাড হলে পরে নদীর জলে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কাজেই বিলোনিয়ার সঙ্গে এদিকের যোগাযোগ রাখা সম্ভব নয়। তারপরে কৈলাশহরে দেও নদীর উপরে একটা ব্রীজ ঝুলছে। সেটা যেন আমরা শুনেছিলাম ব্যবিলনের শূন্য উদ্যান। কিন্তু এটা শূন্য উদ্যান নয়, তবে নদীর মধ্যে নীরমহলের মত সেতু তৈয়ার করছেন।

মিঃ স্পীকার :— অনারবল মেম্বার, দেয়ার ইজ নো ব্রীজ অন দি রিভার মনু। দেও নদী মনে হচ্ছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—হ্যাঁ, দেও নদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে থেকে যারা বেড়াতে আসেন তাদের জন্য অবশ্য এটা দর্শনীয় স্থান করে রাখা যাতে পারে। এইযে ব্রীজগুলি দরকার সেই ব্রীজগুলি ঠিক হচ্ছে না আজকে ২৩ বছর ধরে এবং ভবিষ্যতেও হবে কিনা জানিনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা হয়ত সেটা বলতে পারেন। আজকে যদি যোগা-যোগ বিচ্ছিন্ন থাকে প্রত্যেক মহকুমা তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি আশা করতে পারি না। ডিমান্ড নাম্বার ২৭ এ যে কাটমোশন মাননীয় সদস্য মনমোহন দেববর্ম্মা রেখেছেন সেই বিষয়ে আমি বলছি যে আজকে দেখা যাচ্ছে তেলিয়ামুড়া থেকে একটা রাস্তা অমরপুর পর্য্যন্ত চলে গেছে। এই রাস্তার দুই পাশে অনেক দিন পর্যন্ত ইট টাল করে রাখা হয়েছে। এটা করে কি হবে? আর একটা হল আমবাসা হয়ে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত একটা রাস্তা চলে গেছে। গঙ্গা-নগরে একটা ছড়া আছে সেখানে কোন ব্রীজ নাই। একটা চালি তৈরী করে সেখানে গাড়ী পারাপারের ব্যবস্থা আছে। অথচ গণ্ডাছড়া রাইমা শর্মার অবস্থা গত মিজো আক্রমণের সময়ে যখন যোগাযোগের কথা এই হাউসে বলেছি তেমনি এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে সে অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। তারপর আমি দেখেছি সেখানে অনেক টেম্পোরারী ব্রীজ ভেঙে গেছে এবং গাড়ী পার হতে পারছে না। অতি সত্ত্বর এই সমস্ত যোগাযোগের ব্যবস্থা ঠিক করা দরকার। আর একটা কাটমোশন হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫ এ। ত্রিপুরার বন্যা নিরোধের জন্য মাষ্টার প্ল্যানের ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ। বন্যা

[illegible] হয়, যেমন আগরতলা শহরে, খোয়াই শহরে এবং কৈলাশ শহরে [illegible] হাওয়ার এবং সাবরুমের অমরেন্দ্রনগর, এইসমস্ত জায়গায় প্রতি বছরেই বন্যা হয় এবং ফসল বিনষ্ট হয়। কাজেই বন্যা হলে কি হয় সেটা বিস্তৃত বলার কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই এই বন্যা নিরোধ ঠিক সময়ে যাতে করার ব্যবস্থা হয় তার জন্য এইখানে যে ব্যবস্থার অভাব রয়েছে তার জন্য প্রতিবাদ করছি এবং ব্যবস্থাগুলি করা দরকার। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এ আর একটা কথা বলতে হচ্ছে, জিরানিয়া থেকে ভায়া মানদুরাই হয়ে চাচু পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গেছে সেই রাস্তা অতি সত্বর মেরামত হওয়া দরকার। যখন বর্ষা আরম্ভ হয় তখন এই রাস্তায় চলতে গেলে মানুষের যে কি দুঃখ কষ্ট হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যদি কোন দিন বর্ষায় এই রাস্তায় চলেন তাহলেই বুঝতে পারবেন। তারপর রাণীর বাজার হয়ে চকবস্তা পর্যন্ত যে একটা রাস্তা গেছে, চকবস্তা গ্রামের কাছে প্রায় কয়েকশত গজ রাস্তা ভেঙে গেছে এবং এই এলাকার মধ্যে যারা কৃষক ফসল বিক্রি করতে যান রাণীর বাজারে তাদের গরুর গাড়ী এবং মহিষের গাড়ীই একমাত্র সম্বল। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় এটা অত্যন্ত অসুবিধা হয়ে পড়ছে। কাজেই এই এলাকার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি একটু নজর দেন তাহলে নিশ্চয়ই ঐ এলকার জনসাধারণের অসুবিধা কিছুটা লাঘব হবে বলে আমি মনে করি। কাজেই মূল ডিমাণ্ডের বিরোধিতা করে কাটমোশনগুলি সপক্ষে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৮ এ আমার কাটমোশন আছে যে আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারের নিকট হাওড়া নদীর উপর ব্রীজের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাব। কাজেই সেইদিক দিয়ে মহারাজগঞ্জ বাজারের নিকট যে ব্রীজটা হওয়ার কথা ছিল সেই ব্রীজের প্রয়োজনীয় টাকার বরাদ্দ করা উচিত ছিল। কতগুলি টাকা এই ডিমান্ডের মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু সারা ত্রিপুরার অবস্থা যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমরা দেখব সমস্ত ব্রীজগুলি যদ আমাদের কমপ্লিট করতে হয় তাহলে এই টাকায় হবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই আরো বেশী টাকা যাতে ধরা হয় তার জন্য এই প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাবের কথা আমি বলছি। আর এছাড়া মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু বলেছেন খোয়াই ব্রীজের কথা। এটা গংগা নদীর উপর হংগিং ব্রাজ হবে। কাজেই সেইদিক থেকে আমি এটাকে সমর্থন না করে পারছি না শুধু ব্রীজের কথা বলে আমরা নীরব থাকতে পারি না। ইম্পোর্টেন্ট রোডগুলির কথা সম্বন্ধে বলতে হয়। যেমন রাজার আমল থেকে কাঞ্চনছড়া টু খোয়াই, আগরতলার সংগে যোগাযোগের জন্য যে রাস্তাগুলি করা হয়েছিল সেই রাস্তা আজ পর্যন্ত পীচের রাস্তা হতে পারলো না। কিন্তু আগরতলা থেকে—

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to day. The member speaking will have the floor.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কথা হল যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাগুলি করতে হলে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন সেই তুলনায় বাজেট বরাদ্দ

জন্য [illegible] আরেকদিকে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন—মেইন রোড আপ্তাবাবাড়ী, [illegible] রাস্তা [illegible]চাইবাড়ী-কড়ুংগীহড়া-আশারামবাড়ী এই রাস্তাগুলি খুবই ইমপোর্টেন্ট রাস্তা, সেখানে বর্ডার ফোর্স থাকে, খভাবে যদি গণ্ডগোল হয়, তারজন্য সেখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স রাখা হয়েছে, সেখানকার পাবলিক এর পক্ষ থেকে দরখাস্ত করা হয়েছিল এই রাস্তাগুলি করার জন্য, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রাস্তা উন্নয়নের জন্য এক পয়সা এই বাজেটে ধরা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। ঠিক অন্যদিকে খিলাতলি হইতে রাস্তাটা কল্যাণপুর টু খিলাতলি রাস্তা সেই রাস্তার জন্য এই বাজেটে টাকা পয়সা ধরা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এখানেই শেষ নয়, আমরা আরও দেখছি অমরপুর—আমবাসা রোডের জন্য প্রায় দুই বৎসর আগে এষ্টিমেট করে পাঠান হয়েছিল. সেই রাস্তা অদ্যাবধি কোনখানে হয় নাই। রাস্তা হবে যদি সেখানে কংগ্রেসের যারা অসৎ চরিত্রের লোক আছেন, যারা চরিত্রহীন, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, সেখানকার রাস্তাগুলি হচ্ছে উন্নয়নের জন্য কাজ করানো হচ্ছে কিন্তু সরকারী প্রয়োজনে বা জনসাধারণের প্রযোজনে যে সমস্ত রাস্তাগুলি করা হল, বর্ডার রক্ষার নামে যে সমস্ত ইমারজেন্সী রোড করা হল, সেগুলি উন্নয়নের জন্য এই বাজেটের মধ্যে কোন বরাদ্দ রাখা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেগুলি উন্নয়নের জন্য বাজেটে বেশী টাকা রাখার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি যাতে এই কাজগুলি করানো হয়। আরেকটা দিকে মাননীয় লেফটানেন্ট গভর্ণর—তিনি অমরপুর গিয়েছিলেন, তখন তিনি সেখানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন বন্যা নিরোধের জন্য সেখানে বাঁধ দেওয়া হবে, কিন্তু বাঁধ আজকে পি, ই'র গাফিলতির দরুণই সেগুলি হচ্ছে না বলে আমি মনে করব। এই রাস্তাগুলি না হওয়ার দরুণ আজকে জনসাধারণ প্রত্যেক সাব-ডিভিশন্যাল সেন্টারগুলির সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছে না। আজকে যাতে তারা প্রত্যেকটি সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি রাস্তাগুলি না করা হয়, তাহলে সরকার বিমাতৃসুলভ দৃষ্টিভংগী নিয়ে কাজ করছেন বলে আমি মনে করব। দলীয় স্বার্থে করলেই চলবে না, সমষ্টিগত স্বার্থ দেখার জনা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সচেতন থাকতে বলব। আমরা ইরিগেশনের জন্য এই হাউসে অনেকবার বলেছি ইরিগেশনের জন্য সরবংছড়ার উপর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সরকার থেকে যে টাকা তারজন্য রাখা হয়েছিল, সেই টাকা কনট্রাক্টার খরচ না করে আত্মসাৎ করে। কনট্রাকটার কংগ্রেসের দলেরই একজন চরিত্রহীন ব্যক্তি ধনঞ্জয় সিং।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পয়েন্ট অব অর্ডার, তিনি চরিত্রহীন কংগ্রেস কনট্রাকটার ইত্যাদি বলেছেন, এই কথাগুলি আনপার্লামেন্টারী এবং যে ব্যক্তি অনুপস্থিত তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই যে কথাগুলি এক্সপাঞ্জ করা হউক এবং উইদ ড্র করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—The words used by him should be expunged from the proceedings.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। তিনি কংগ্রেসের কনট্রাকটার এই সব আন পার্লামেন্টারী ওয়ার্ডগুলি ব্যবহার করেছেন। তিনি যার [illegible] বলছেন, সে ব্যক্তিগতভাবে এখানে উপস্থিত নেই। কাজেই আমি স্পীকার মহোদয়কে অনুরোধ করব, তিনি যেন এটাকে এ্যাকসপানড করে দেন, না হয় সদস্য মহোদয়কে বলেন যাতে তিনি এটা উইথ ড্র করে নেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, 'কংগ্রেসের কনট্রকটার' এই শব্দটা আন পার্লামেন্টারী। আপনি যার সম্পর্কে এইসব মন্তব্য করছেন, তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এই হাউসে উপস্থিত নেই। কাজেই যিনি উপস্থিত নেই, তার সম্পর্কে এখানে কিছু আপনি বলতে পারেন না। কাজেই আমি আশা করব যে আপনি এই শব্দটা উইথ ড্র করবেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—স্যার, এটা উইথ ড্র করার কি আছে। আমি তো যা সত্যি, সেটা বললাম।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য *:—স্যার, উনি এটা এখানে কোন মতেই ব্যবহার করতে পারেন না। ইট ইজ আউট অব পার্লামেন্টারী এটিকুইট। কাজেই উনাকে এটা উইথ ড্র করে নিতে হবে।*

মিঃ স্পীকার *:—দি ওয়ার্ড দ্যাট ইজ—'কংগ্রেসের কনট্রাকটার'—ইউজড বাই দি মেম্বার* সুড বি এ্যাকসপাঞ্জড ফ্রম দি প্রসিডিংস।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—এই রকম ভাবে আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখব যে প্রয়োজনীয় অনেকগুলি রাস্তার কাজ করা হচ্ছে না। যেমন আমি বলতে পারি, আমড়াবাজার থেকে খোয়াই বাজার এবং চাম্পামুড়া, এই রাস্তাটার কাজের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন টাকাই বাজেটের মধ্যে ধরা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ইউর টাইম ইজ অভার। ইউ প্লিজ ফিনিস ইট নাউ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—স্যার আমি আর এক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে ফেলব। সেখানে যে সলিং'এর কাজ করা হয়েছে, তা থার্ড ক্লাশ ইট দিযে করা হয়েছে। কাজেই ঐ সব রাস্তাগুলিতে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করানো হয়, সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীকে সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, এবার না হয়, ঐদিক থেকে বলতে বলুন। আমাদের এদিক থেকে তো ৩ জন বলেছেন। একবার এদিকের একজন, অন্যবার ঐদিকের একজন করে বললে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :—আমি তো ঠিক করেছি, আপনাদের দিক থেকে আগে সবাই বলে ফেলে আমার পক্ষে ভাল হয়। আপনি এখন বলুন। আপনাকে ২০ মিনিট সময় দেওয়া হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার বক্তব্যে [illegible] কাট মোশানগুলিকে সমর্থন করে এবং আমার বক্তব্যের প্রথমে বলব পি, ডবলিউ, ডির উপর। পি: ডবলিউ, ডির যে সব প্লেন ওয়ার্ক হয়, সেগুলি কতগুলি প্রিন্সিপাল অনুসারে হয় এবং সেই প্রিন্সিপাল অনুসারে প্লেনের ওয়ার্কগুলি ঠিক করা হয়। অথচ আমাদের এখানে সেই সব প্রিন্সিপালগুলি ঠিকমত ফলো করা হচ্ছে কিনা, সেটা একটা দেখার জিনিষ। আর একটা হচ্ছে ত্রিপুরাতে আমাদের যে সব রাস্তা আছে, সেগুলির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব যে রাস্তাগুলি পাশ খুব কম এবং সেগুলির উপর যেসব ব্রীজ থাকে, সেগুলিও খুব উইক। কাজেই কিছুদিন পরে দেখা যায় যে সেগুলি ভেঙ্গে গেছে। তারপরে আমরা আরও যেটা দেখতে পাই, সেটা হল ষ্টেণ্ডার্ড অব দি সার্ফেস—সেখানে রাস্তায় আগে যে সলিং করা হয়েছে, সেটা উঠে যাচ্ছে, তারপরে যে ব্রেক টপিং করা হয়েছে সেটাও উঠে যাচ্ছে। কেন এগুলি হচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে যা কিছু রাস্তার কাজ করা হচ্ছে, সেটা নট ইভেন—স্যাট ইজ আন ইভেন।

এই যে রাস্তাগুলির অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তার কারণ হল কন্ট্রাক্টার থেকে যে কাজ নেওয়া হয় সেটা একর্ডিং টু স্পেসিফিকেশান অব সি, পি, ডবলিউ, ডি, ফলো করে নেওয়া হচ্ছে না। এখানে যেভাবে রাস্তার কাজ করানো হচ্ছে, তা হচ্ছে সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই কথা বলতে গিয়ে আমি প্রথমতঃ বলব আমাদের রাস্তায় যেমন কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ার্ক হয় না তেমনি আবার আমাদের যে রুরাল্স রোড আছে, গ্রামের রাস্তা আছে সেগুলি টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট, যেটা নাকি অল ইণ্ডিয়া পলিসি, এর মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের রাস্তায় পার্সেন্টেজ কত? সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে, আমরা দেখব যে আমাদের গ্রামের রাস্তাগুলি কি রকম হবে? এটা আমি আগেও অনেক বার এই হাউসে বলেছি এবং এখনও বলছি যে গ্রামের রাস্তাগুলি হবে ভিলেজ মার্কেটের সংগে সংযুক্ত। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ভিলেজ মার্কেট রয়েছে, সেগুলির সংগে আমাদের যে সব ভিলেজ আছে, সেগুলির সংযোগ করা হয়নি। যেমন আমি বলতে পারি, ঘিলাতলী খোয়াই বাজার। এটা একটা বিরাট বাজার, কিন্তু আজ পর্যন্তও সেটাকে রাস্তা করে দিয়ে সংযোগ করা হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম ভাবে সীমনা এলাকায় নুতন বাজার এটা একটা বিরাট ভিলেজের মধ্যে, সেখানে আগে থেকে একটা রাস্তা আছে সত্য কিন্তু সেটার কোন মেন্টেইনান্স নেই। এই রকম আরও অনেকগুলি বাজার আছে, যেমন দীঘলিয়া বাজার, এটা মোহনপুর ভায়া তারানগর একটা রাস্তা আছে, কিন্তু সেটারও আজ পর্যন্ত কোন রিপেয়ার বা মেন্টেইনান্স হচ্ছে না। এখন সেই রাস্তাটা আর রাস্তা আছে বলে বলা চলে না। স্যার; এর কারণ হচ্ছে কি? এই মোহনপুর হচ্ছে সদর উত্তর অঞ্চলের মধ্যে বিগেষ্ট অঞ্চল। যদিও সেখানে একটা রাস্তা আছে, তা দিয়ে মানুষ এখন চলাচল করতে পারে না, তার কারণ হচ্ছে সেটার কোন মেন্টেইনান্স নেই, তার সোলিং হচ্ছে না, তার মেটেলিং হচ্ছে না। স্যার, এই হল আমাদের রাস্তাগুলির অবস্থা। স্যার, এখানে যে কথাটা বড়, সেটা হল

আমাদের যে সবগুলি রাস্তা আছে, সেগুলিকে প্রপার মেন্টেইনান্সে রাখতে হবে, কিন্তু আমরা কার্যতঃ সেটার কি দেখছি? তাই আমি এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা হল ডিভিশান নাম্বার ফোরের আণ্ডারে ব্লেক টপিং অব আগরতলা সীমনা রোড, এবং কালাচড়া থেকে ১২ মাইল তার জন্য টাকা ধরা হয়েছিল ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার। এবং এবারও অবশ্য বাজেটের মধ্যে একটা টোকেন প্রভিশান রাখা হয়েছে ২ হাজার টাকার। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রাস্তাটার মধ্যে কোন কাজই করা হল না। কাজ না করার জন্য একটা গ্রাউণ্ড দেখানো হয়েছে, সেটা হল গ্রেন্টের প্রভিশান নেই। এটা স্যার, বড় দুঃখের কথা যেখানে এই আগরতলা টু সীমনা রোড ইম্পর্টেন্ট একটা রোড, আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টারের যে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি তাতে দেখছি, পি, ডবলিউ, ডির আসাম আগরতলা রোড যেটা আছে, সেটা সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই যে ১৭ মাইল রোড ব্লেক টপিং একবার করার পর আজ ৬ বছর যাবত আর কোন ব্লেক টপিং হওয়াতো দূরের কথা তার মেটেলিং পর্যন্ত হয়নি, মেটালিং নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু যেখানে প্ল্যান ডিরেক্টিভ হচ্ছে মেন্টেনেন্স অব দি মেন রোডস অ্যাণ্ড আদার রোডস্ সেই মেন্টেনেন্সের ব্যাপারেও আমরা এই দেখছি। আজকে যে সীমনা রাস্তাটা, সেই সীমনা তহশীলের পপুলেশন হবে প্রায় ৫০,০০০। এই রাস্তাটা এত ইম্পোর্টেন্ট যে তার পাশে তিনটা বি, ও, পি, এবং সিধাই পি, এস,। কিন্তু আজ পর্যন্ত রাস্তাটা মেন্টেনেন্স হচ্ছে না এবং তার প্লী হচ্ছে যে ফাণ্ড নাই। কিন্তু এষ্টিমেট কষ্ট হিসাবে যে এত টাকা ধরা হচ্ছে সেই টাকাতেও আজকে পর্যন্ত এই রাস্তাটা হয় নি। প্রায়রিটির কথাটা মুখেই বলা হয়। কিন্তু কার্যতঃ সেই প্রায়রিটি রক্ষা করা হয় না। আর একটা রাস্তা হচ্ছে পদ্মবিল রাস্তা। সেটা খোয়াই থেকে আগরতলা আসতে শ্রেষ্ঠ একটা রোড। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই রাস্তাটার ব্ল্যাক টপিং হয় নি এবং ভাল করে মেটালিং হয় নি এবং ভাল করে বর্ষাকালে চলাচলের অনুপযুক্ত। মেন্ রোডের যদি ডেভেলাপমেন্টের অবস্থা এই হয় তাহলে বুঝা যায় কমিউমিকেশনের ব্যাপারে গ্রাম্য রাস্তার দিক দিয়ে আমরা কতদূর এগিয়ে গিয়েছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, সময় অল্প। রাস্তা সম্পর্কে বেশী কথা না বলে আমি শুধু প্ল্যানের ডিরেক্টিভ সম্বন্ধে বলে বুঝাতে চেষ্টা করব কিভাবে আমাদের প্ল্যানের প্রায়রিটি দেওয়া হবে এব সেই প্রায়রিটি হচ্ছে না। সেজন্য আমি কয়েকটা ইনটেন্স রাখছি। তারপর হচ্ছে মাইনর ইরিগেশন। সেই সম্বন্ধে দুচার কথা বলব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, প্রথমতঃ মাইনর ইরিগেশনের অবস্থা কি? এই সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি বলব যে ত্রিপুরায় এই পর্যন্ত যে মাইনর ইরিগেশন এর কথা আমরা শুনেছি এই মাইনর ইরিগেশনের অবস্থা হচ্ছে ৬,৬৫০ একর পর্যন্ত মাত্র ইরিগেটেড হয়েছে। মানে ১·১৬ পারসেন্ট। সেটা আমার হিসাব নয়, সেটা তাদেরই প্রদত্ত হিসাব এবং তাতেই বুঝতে পারেন ৬ লক্ষ একর জায়গার মধ্যে আমরা কত পারসেন্টেজ মাইনর ইরিগেশন করতে পেরেছি। যা করেছি

তার অবস্থা আরও সাংঘাতিক। তার উদাহরণ দিচ্ছি। মাইনর ইরিগেশন ডাইভারশান স্কীমের মধ্যে দেখছি আউট অব ২৩ মাত্র ৭টা কমপ্লীট হয়েছে। লিফট ইরিগেশন—আউট অব ১১, ১টা কমপ্লীট হয়েছে। রিক্লেমেশন স্কীম আউট অব ২৪ একটাও কমপ্লীট হয় নাই। টিউবওয়েল স্কীম—আউট অব ৭ একটা কমপ্লীট হয়েছে। ট্যাঙ্ক স্কীম তিনটার মধ্যে নিল। ড্রেনেজ ২৫টার মধ্যে ৬টা কমপ্লীট হয়েছে। ফ্লাড প্রটেকশন স্কীম ২৪টার মধ্যে ৭টা কমপ্লীট হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টে আমি দেখতে পাচ্ছি—"It is opined by the Executive Engineer concerned that spun pipes may be ready for use not before the end of 1971 which means that the irrigation pump house machine may have to wait idle for a considerable period till the pipe channels are in position to flow up water for irrigation as envisaged in the scheme." এই স্কীমটা গত সালে নেওয়া হয়েছিল এবং তার অবস্থা কি এই জায়গায় তার প্রমাণ। প্রথমতঃ ঠিক করেছিল ফিল্ড চ্যানেল। স্কীম কি রকম আমরা গ্রহণ করি এবং তা কিভাবে ইমপ্লিমেন্টেড হয়। প্রথমতঃ ফিল্ড চ্যানেলের কথা হয়েছিল। কিন্তু ফিল্ড চ্যানেল এর ১০ একরের বেশী জল দেওয়া সম্ভাবনা নাই। অতএব সমস্ত স্কীমটাই আবার রিভাইজ করতে হচ্ছে। এই হচ্ছে আমাদের মাইনর ইরিগেশনের অবস্থা। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ডাইভার্সান স্কীম। বড় কাঠালিয়া ডাইভার্সান স্কীম, সেটাতে হচ্ছে ৮,০৪,৪০০ টাকা। আমি যখন বলেছিলাম আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কয় বছর যাবত বলেছেন যে আমাদের সমস্ত বাজেটের টাকার জন্য এবং প্ল্যান স্কীমের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তিনি তা অস্বীকার করে বলছেন যে আমাদের টাকা আমরাই খরচ করি, আমরাই সব তৈয়ার করি। কিন্তু আমাদের তৈয়ার করার পরে সেগুলি কার্যকরী করা হয় না, স্যাংশানের অভাবে বসে থাকে। স্টেট গভর্ণমেন্টের যে টাকার কোটা সেই টাকা তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। সেন্টারে যে কমিশন আছে সেটা ঠিক করে দেয়। অনলা আউট লাইন একটা তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। সেই আউট লাইনের ভিত্তিতে সেটা করা হয় যেটা আমাদের হয় না। আজকে চার বছর যাবত আমরা দেখছি এবং এবারও দেখছি তার জন্য ২০,০০০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। স্কীমটাকে কার্যকরী করবার জন্য যখন বলা হয়েছে তখন তারা বলেছেন স্যাংশান নাই। কিন্তু এই স্কীমটার উপর টাকা ধরা হয়েছে ২০,০০০ টাকা। তাহলে এই প্রিলিমিনারী ওয়ার্ক করবার জন্যই সেই টাকা ধরা হয়েছে এবং গত বছরও ধরা হয়েছিল গত বছর এক পয়সাও খরচ হয় নাই। এবারও ধরা হয়েছে। তারপরে আখালিয়া ডাইভার্সান স্কীম, সেখানে আমরা দেখছি ১,৩০,০০০ টাকার মধ্যে গত বছর ১০,০০০ টাকা ধরা হয়েছিল, এক পয়সাও খরচ করা হয়নি। এবারও ১০,০০০ টাকা ধরা ধরা হয়েছে। তাহলে স্কীমটার কি উদ্দেশ্য? আজকে কৃষকদের কাছ থেকে এনহেন্সড

রেভিনিউ নেওয়ার জন্য তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। যেখানে এক টাকা জমির খাজনা ছিল সেখানে তিন টাকা করা হচ্ছে, আড়াই টাকা করা হচ্ছে। কিন্তু জলের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না এবং যেখানে জলের বন্দোবস্ত করার সুবিধা আছে এবং স্কীম করে স্কীমগুলিকেফেলে রাখা হয়েছে কার্যকরী করা হচ্ছে না। এই হচ্ছে চেহারা। মিঃ স্পীকার স্যার আরেকটা স্কীম হচ্ছে। সাতডুবিয়া ড্রেনেজ স্কীম আণ্ডার মোহনপুর ব্লক, সেখানে ৩৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল কিন্তু সেটা পড়ে আছে কেন? গতবারে পাঁচ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, এবারেও পাঁচ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা কার্যকরী করা হয়নি। যদি এই সাতডুবিয়া ড্রেনেজ স্কীম হত, তাহলে ঐ এলাকার জনসাধারণকে আজকে রেশনের জন্য আমাদের কাছে মুখাপেক্ষি হতে হতনা কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা হয় নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার এরপর আমি আরও দুই চারটি কথা বলছি, একটা জিনিষ হচ্ছে আজকে যদি এই ইরিগেশন সম্পর্কে বলতে হয়, প্রথমতঃ সবচেয়ে যেটা বড় জিনিষ সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রে, ত্রিপুরার যে জিওগ্রাফিকেল পজিশন, টপগ্রাফিক্যাল পজিশন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের গ্রাউণ্ড ওয়াটার আনতে হবে এবং তাকে কাজে লাগাতে হবে এবং গ্রাউণ্ড ওয়াটার যাদ আনতে হয়, সেটাকে ইনভেষ্টিগেশন করতে হবে এবং ইনভেষ্টিগেশন, জিওলজিক্যাল সার্ভে করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তার ফল আমরা জানি না। আজকে এখানে বিরোধী দলের এবং শাসক দলের অনেক মেম্বার একথা বলেছেন যে আমাদের জলের দরকার, এবং কিভাবে গ্রাউণ্ড ওয়াটার ব্যবহার করা যায়, বার বার সেকথা বলেছেন কিন্তু ব্যবহার করার জন্য কতকগুলি ডাইরেকটিভ আছে সেটা কতটুকু পালন করা হয়েছে, জিওগ্রাফিক্যাল সার্ভে করে কি কি হয়েছে আমরা জানি না। সার্ভে করার পর প্রথমতঃ আমাদেরকে সাইট অব ওয়েল ঠিক করতে হবে, নীচের যে সয়েল, তার থেকে যে জলের সম্ভাবনা, ইরিগেশনের সম্ভাবনা সেটা মিলিয়ে দেখে আজকে প্রায়রিটি দিতে হবে এবং ডিজাইনস্ এবং তার টাইপস্ এণ্ড সাইজ অব ওয়াটার সমস্ত বিবেচনা করে গ্রাউণ্ড ওয়াটারকে আমাদের ত্রিপুরার কাজে যদি ব্যবহার না করা হয়, তাহলে এইসব বড় বড় স্কীম বছরের পর বছর এই যে খাতাটা,—খাতা নাম দিয়েছি এই জন্য যে বাজেটের সঙ্গে এবার আলাদাভাবে খাতাটা দাখিল করা হয়েছে, কারণ এতবড় খাতাটা দেখলে হয়তো আমরা মনে করব ত্রিপুরার উন্নতি হয়েছে, কিন্তু খাতাটা চেক আপ করলে দেখা যাবে এবার ৫০ পারসেন্ট কাজের উপর কোন টাকা রাখা হয় নাই। তাই আমি বলছি খাতা, এই খাতা দাখিল করলেই চলবে না, তার জন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের জল কিভাবে আনা যাবে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে, তার জন্য সার্ভে সেটেলমেন্ট থেকে আমাদের সার্ভের ব্যবস্থা, সেগুলি, স্টাডি করতে হবে এবং ইরিগেশনটা আজকে যে কথাটা মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমরা সব কিছু কাজ করতে পারি এবং সেইজন্য আমাদের কেন্দ্রের অনুমতি লাগেনা। ইরিগেশন কেন্দ্র থেকেও বলা হয় স্টেট সাবজেক্ট, যদি ষ্টেট সাবজেক্ট হয়, যদিও আমি জানি আমাদের ইউনিয়ন টেরিটোরী আমাদের নির্ভর করতে হবে কেন্দ্রের উপর. আমাদের ষ্টেট সাবজেক্ট নয়, কেন্দ্রের

উপর সবকিছু নির্ভর করে, কিন্তু সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্রী বা সেন্ট্রাল আণ্ডার সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারীকে প্যারসুয়েড করার যে কেপাসিটি, এবং এ্যাবিলিটি, আমাদের জিনিষটাকে গ্র্যাণ্ট করিয়ে আনা, স্যাংশান করে আনা এটা হচ্ছে বড় জিনিষ, আজকের দিনে এটা বড় জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ত্রিপুরায় কবে ষ্টেট আসবে, যদিও আসাটা প্রিন্সিপাল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, বাস্তবে সেটা কবে রূপায়িত করবে আমরা জানিনা, বর্তমানে ত্রিপুরার যে অবস্থা, ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধির দিকে যদি নিয়ে যেতে হয়, তার যদি আয় বাড়াতে হয়, তাহলে আমাদের ইরিগেশান এর বন্দোবস্ত করতে হবে। এবার আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার বাইরে থেকে দুই কোটি টাকার উপর চাউল আনবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে কিন্তু সেই চাউল আমাদের আনার প্রয়োজন হতনা যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাইনর ইরিগেশানের কাজগুলি আমরা ত্রিপুরাতে করতাম। যে পারসেণ্টেজ ওয়াটার পাওয়া যায় সেটাকে যদি আমরা ফুললি উইটিলাইজ করতে পারি। আমাদের বর্ত্তমান অর্থমন্ত্রী পূর্ব্বে এষ্টিমেট কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন তখন তিনি একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটা খুব চমৎকার, সেই রিপোর্ট এর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে যে সমস্ত পরিকল্পনা, স্কীম করা হয়েছে সেই সব স্কীমের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ কমপ্লীট করা হয়েছে, এবং শতকরা তার ২৫ ভাগ জল ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, ৫০ ভাগ ইউটিলাইজ করা হচ্ছে না, ২৫ ভাগ পারশিয়েলী ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, এটা হচ্ছে বর্ত্তমান ফিনান্স মিনিষ্টার তিনি চেয়ারম্যান থাকাকালীন যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাঁর রিপোর্ট থেকে দেখেছি যে ইরিগেশান যে ডিপার্টমেন্ট, যার জন্য এবারেও টাকা ধরা হয়েছে এবং অন্য খাতে গ্রোমোর ফুড স্কীমে ২৫ ভাগ টাকা ধরা হয়েছে, মাইনর ইরিগেশান এর মারফত যেই কাজ করা হবে সেইগুলি যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে আমাদের প্রথমতঃ সার্ভে করা দরকার এবং জিওলজিক্যাল সার্ভে করলে আমাদের যে গ্রাউণ্ড ওয়াটার সেটা আনতে পারব, সেটা এক্সপ্লোরেশান করতে পারব, সমস্ত কিছু করার পর যদি ইরিগেশনের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে সেটা ইউটিলাইজ হতে পারে। হয়তো এখানে বলা যেতে পারে যে উইদআউট পাওয়ার মাইনর ইরিগেশান সম্ভব নয়। কিন্তু পাওয়ারের যে অবস্থা, পাওয়ারের ডিমাণ্ডের উপর যখন আলোচনা হবে, তখন আমি দেখিয়ে দেব, এইভাবে যদি পাওয়ার আসে তাহলে মাইনর ইরিগেশান আরও পাঁচ ছয় বছর দেরী হয়ে যেতে পারে। এই বলে আমি আমার কাট মোশানকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের ৬০ মিনিট হয়ে গেছে। আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট'এ শেষ করুন।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাকে যে বলার সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ এবং যে সময় আমাকে দিয়েছেন, তার মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করতে চেষ্টা করব। এখানে বলবার এত কথা, কি করে যে বলব আমি বুঝতে পারছি না। আমি কোন পয়েন্টের উপর বলব না, বলবার যে অধিকার আছে সে কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সুতরাং আমি এসব নীতির মধ্যে যাব না। কিন্তু বিরোধীয়া

সম্পর্কে ২/১টি কথা বলে, আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখছি। আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে বাজেট হয়, তার মধ্যে একটা বিরাট অংক পি, ডব্লিউ ডির জন্য ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার কথা হল গত ৪/৫ বছর যাবত বিলোনীয়াতে এই পি, ডব্লিউ, ডি কোন কাজই করেনি বললে চলে। যেটা দেখা যায়, সেটা হল কিছু অফিসার্স কোয়ার্টার আর সরকারী কর্মচারী-দের জন্য কিছু কোয়ার্টার করা হয়েছে মোটামোটি বলতে গেলে সেখানে কোন রাস্তার কাজই হয়নি। আগে অবশ্য বিলোনীয়াতে কিছু কিছু রাস্তা হয়েছিল কিন্তু সেগুলি হওয়ার পর আজ পর্যন্ত সেগুলির আর কোন রিপেয়ার বা মেন্টেইনান্স ওয়ার্ক হয়নি, কাজেই এখন সেই সব রাস্তার অনেকগুলি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, সেখানে যে আগে রাস্তা ছিল, এখন যদি কেউ দেখে তাহলে মোটেই বুঝতে পারবেন না। আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী সুখময় বাবু যখন ঐ সময়ে একবার বিলোনীয়াতে গিয়াছিলেন তখন তিনি আমাকে বললেন যে আপনাদের বিলোনীয়াতে অনেক রাস্তা হয়েছে, দেখছি। আমি কিন্তু তাঁর ঐ কথা নিজেই স্বীকার করেছিলাম, কেননা তখনকার সময়ে বেশকিছু রাস্তা হয়েছিল। কিন্তু সেই রাস্তাগুলির এখন যে কি অবস্থা, সেটা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। তখন আমাদের ডি, এম, ছিলেন ভুতালিয়া সাহেব, তাঁর সময়ে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে ২/৩টি বড় রাস্তা হয়েছিল, আমি সেগুলির নাম এখনও বলতে পারি, সেগুলি হল—বিলোনীয়া থেকে নলুয়া পর্য্যন্ত, গড়গড়িয়া থেকে মুহুরীপুর পর্য্যন্ত, বিলোনীয়া থেকে একিমপুর পর্য্যন্ত মনু থেকে বীরচন্দ্র বাজার পর্য্যন্ত আর একটা হচ্ছে বিলোনীয়া থেকে বড়পাথরী হয়ে কাকড়াবন পর্য্যন্ত। এই যে ৫টি রাস্তা হয়েছিল, সেগুলি হওয়ার পর আর গত কয়েক বছরের মধ্যে সেগুলির কোন মেন্টেইনান্স হয়নি। আজকে আমাদের মহুরীপুর বিলোনীয়া রাস্তাটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট, অবশ্য অন্যগুলিও ইম্পোর্টেন্ট রাস্তা। কিন্তু হলে কি হল, সেগুলির অনেকগুলির মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কোন ব্রীজ হয়নি, অথচ এই ব্রীজগুলি হওয়া নিতান্ত দরকার। এর মধ্যে যেটা দেখতে পেলাম, সেটা হল প্লেনে ঋষ্যমুখ থেকে নলুয়া পর্য্যন্ত যেটা ছিল সেটার এবার প্লেন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ঐদিকে পশ্চিম পাহাড়ের মধ্যে একিমপুর থেকে বিলোনীয়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা তার মধ্যে বিলোনীয়া থেকে রাজনগর পর্য্যন্ত হয়েছে, কিন্তু তারপরে রাজনগর থেকে একিমপুর পর্য্যন্ত যে ১২ মাইল রাস্তা সেটাও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি এই যে কয়েকটা রাস্তার কথা বললাম, এগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে বলব। তারপরে আপনারা আরও জানেন যে আমাদের বিলোনীয়া টাউন হল একটা হতভাগ্য টাউন। সেটা মুহুরীপুর নদীতে প্রায় ১/৪ অংশ ভেঙ্গে নিয়ে গেছে, সেখানে শুধু বাজার আর অফিসগুলি কোন রকমে আছে, এবং সেখানে মানুষের বসতি স্থাপন করবার মত বিশেষ কোন জায়গা নেই। এই নদীর এম্ব্যাংকমেন্ট ঠিক রাখার জন্য সরকার প্রতি বছর কয়েক লাখ টাকা খরচ করছেন বটে কিন্তু বন্যা হলে পরে সেগুলি অনেক সময়ে জলে ভেসে যায়। পরের বছর আরও কিছু টাকা খরচ করে আবার হানা ইত্যাদি দেওয়া হয়, কিন্তু বন্যা আসলে পরে সেটারও ঐ একই অবস্থা হয়। আমরা জানি যে এই নদীটাকে আরও ওয়াড়িং করার

জন্য কোন এক কনট্রাক্টারকে প্রথমে ভার দেওয়া হয়েছিল এবং সেজন্য প্রথমে ১০ হাজার টাকা একটা এষ্টিমেট করা হয়েছিল, কিন্তু সেটাতে না হওয়াতে সেটাকে বাড়িয়ে ১৮॥ হাজার টাকা করা হয়েছে এবং বিল করে সেটার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। আসলে কিন্তু এখানে কোন কাজই করা হয়নি, টাকাটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনি অত্যন্ত মাথা ভাঙ্গা লোক ছিলেন, তিনি পরে কোথায় থেকে মাটি কাটা হয়েছে, সেগুলি মেপে-টেপে অনেক কিছু দেখাশুনা করলেন। তখন দেখা গেল যে কাজ করার কথা ছিল, তা না করে সেই কনট্রাকটার অতিরিক্ত ১২ হাজার টাকা নিয়ে নিয়েছে। এবং এই নিয়ে একটা কেসও হয়, সেখানে ঐ কনট্রাক্টারকে ১২ হাজার টাকা রিফাণ্ড দেওয়ার জন্য অর্ডার হয়েছিল এবং এস, ডি, ও এবং ওভারশিয়ারকে সাস্‌পেণ্ড করা হয়েছে। তাই বলি আমাদের কাজের নমুনা হল এই আর আমাদের নেসেসিটি হল ঐ।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :-- স্যার, আমাকে আরও ২/১ মিনিট সময় দিন। সেদিনও আমি বলেছিলাম যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট আমাদের প্লেনের জন্য যে টাকা দিচ্ছে, সেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে, আর পি, ডব্লিউ, ডিতে সব চাইতে বেশী গেছে, এইগুলি যা বললাম, তা যদি পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাহলে এটা সত্যি দেখা যাবে যে সেই সব টাকা মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। তাতে করে আমাদের সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয়নি। তারপরে বিল্‌ডিং সম্পর্কে ২/১টি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। আমাদের বিলোনীয়া সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, এটা অন্যান্য ভাগ্যবান যে সমস্ত বিভাগ আছে, যেমন দরুন ধর্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই এবং উদয়পুর, এদের সমপর্য্যায়ে না হউক অন্ততঃ এদের কাছাকাছি ছিল ৩ বছর আগে। এই যে ৫টি হাসপাতাল সেগুলিকে প্রথমে টুয়েন্টি বেডেড করবার কথা ছিল এবং হয়েছেও তাই। কিন্তু এখন ধর্ম্মনগর হয়েছে ৫০ বেডেড, কৈলাশহর হয়েছে ৫০ বেডেড, খোয়াই হয়েছে ৫০ বেডেড এবং উদয়পুর হয়েছে ৫০ বেডেড। কিন্তু আমাদের বিলোনীয়া হাসপাতালকে ৩০ বেডেড করার কথা ছিল. সেটার কোন কিছু আজ পর্য্যন্ত হয়নি। আমি যখন ১৪ তারিখে এখানে এই মিটিংএ যোগ দেওয়ার জন্য আমি তখন পর্যন্ত এই হাসপাতালের এক্সটেনশানের কাজ আরম্ভ হয়নি দেখে এসেছি। এখন এসব কিছু দেখলে যদি কেউ কল্পনাবিলাসী না হন, তাহলে দেখবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের মাথাটা হচ্ছে উত্তর দিকে আর তার লেজটা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে। যতকিছু ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্ক আরম্ভ হবে উত্তর দিক থেকে, যেমন রেলওয়ের কাজ হয়েছে উত্তর দিকে অর্থাৎ ধর্ম্মনগর থেকে, কিন্তু তার লেজের দিকে আর কোন কাজই হচ্ছে না। কাজেই আমি যারা উত্তর দিকে আছেন, তাদেরকে ভাগ্যবান বলে আখ্যা না দিয়ে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করে বসে পড়ছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড প্লেস করেছেন, তা আমি সমর্থন করছি, আর বিরোধী পক্ষ থেকে

যে সব কাট মোশান মাননীয় সদস্য মহোদয়রা রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। একটু আগে মাননীয় সদস্য ইউ, কে, রায় মহাশয় বলেছেন যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, এখানে কোন কাজ হচ্ছে না, আমি কিন্তু উনার এই কথা স্বীকার করতে রাজী নয়। কারণ আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫১ সালে মাত্র ৬১ মাইল রাস্তা ছিল, এখন সেই জায়গাতে সেটা ১ হাজার মাইল এবং আগামী ফোর্থ প্লেনে আমরা মোট ১২ শত মাইল রাস্তা করতে পারব বলে আশা করছি। কাজেই রাস্তা হয়নি বা রাস্তার কাজ হচ্ছে না, এমন কথা নয়। আমাদের যথেষ্ট রাস্তা হয়েছে কিন্তু আমাদের আরও রাস্তা হওয়া দরকার। তবে যে সব হয়েছে, সেগুলি কোন সময়ে হয়েছে এবং সেগুলিতে মেণ্টেইনান্সের আর কোন হয়েছে কিনা. সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আমরা জানি যে বর্ত্তমানে যেসব রাস্তা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই হয়েছে আমাদের টি, টি, সির আমলে, তখন আমাদের যেসব ইঞ্জিনীয়ার এবং ওভারশিয়ার ছিলেন, তারা উদ্দোমের সঙ্গে কাজ করেছিল এবং সেজন্য আমাদের ঐসব রাস্তাগুলি করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সময়ে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল আমাদের পি, ডব্লিউ, ডির কাজ করবার মত কোন উদ্দোম নেই। এটা আমাদের কাছে বড় দুঃখের ব্যাপার। তারপরে আরেকটা প্রধান কারণ হচ্ছে. আমাদের এখানে যেসব অফিসার. ইঞ্জিনিয়ার আছেন, তারা হলেন অধিকাংশই বাহিরের লোক। তাদের আর আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতি তেমন কোন দরদ নেই। সেজন্য আমি বলব আমাদের যে সমস্ত লোক্যাল ইঞ্জিনীয়ার এবং ওভার্শিয়ার বা অন্যান্য অফিসার আছেন, তাদের যদি এইসব কাজে নিয়োগ করা হয়, তাহলে আমাদের অনেক কাজ হবে বলে আমার বিশ্বাস আছে। তাই এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে দৃষ্টী দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। তার পরে আমার ধর্মনগর এর কয়েকটি দাবী সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রেখে, আমার বক্তৃতা শেষ করব। আমরা জানি যে দীর্ঘদিন আগে আমাদের সেই টি, টি, সির আমলে আনন্দ বাজার পর্য্যন্ত একটা রাস্তা হয়েছিল, সেই রাস্তাটির উপর কয়েকটি ব্রীজ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করেছিলাম ১৯৬৭ইং সনে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে বলেছেন যে ঐ রাস্তার ব্রীজের কাজ ১৯৬৮ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ১৯৬৮ সালের মার্চ্চ মাস চলে গেছে অনেক দিন আগে, এখন ১৯৭১ সালের মার্চ্চ মাসও শেষ হতে চলেছে, তবুও ঐ রাস্তাটির উপর এক কোদালের কাজও হয় নি। আমি দেখছি যে এই রাস্তাটির জন্য আগের বছরের বাজেটেও কিছু প্রভিশান ছিল এবং এবারও দেখছি যে ৫০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। ব্রীজের জন্য কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেই ব্রীজ আর হচ্ছে না। কিন্তু কাজ না করার কোন কারণ দেখি নাই। দীর্ঘদিন পূর্ব্বে কণ্ট্রাক্টাররা কনট্রাক্ট নিয়েছেন। ব্রিজের কনট্রাকট নিয়েছেন অথচ ব্রিজের কোন কাজ হয় নাই। এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের ব্যাপার। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব এই রাস্তার ব্রিজগুলির কাজ যদি কনট্রাকটর না করে তাহলে তার বিরুদ্ধে যেন ষ্টেপ নেওয়া হয়। তারপর আমি বলব যে পানিসাগর থেকে জলেভাসা

পর্য্যন্ত একটা রাস্তা ব্লক থেকে করা হয়েছিল এবং এলাকার বহু লোক অনেক চেস্টা করেছেন এবং মাননীয় চীফ মিনিস্টারের কাছে তার জন্য বহু আবেদন করেছেন। মাননীয় চীফ মিনিষ্টার বলেছেন সেই রাস্তার জন্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু সেখানে একটা ব্রীজ আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার। সুতরাং সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি বলব। তারপর বলব পেচারথলের কাছে মাছমারা আছে, সেই মাছমারা একটা উন্নত বাজার। এই বাজারের নিকটে একটা ব্রিজ হওয়া দরকার। সেজন্য দীর্ঘদিন যাবত চেষ্টা করছে। সুতরাং সেইদিক দিয়ে দৃষ্টি দিতে আমি বলব। তারপর ফ্লাড প্রটেকশন সম্পর্কে বলছি যে আমাদের কৈলাসহরের বিরাট এরিয়া প্রতি বছর ফ্লাডে ফসল নষ্ট হয়। সেই সমস্ত এরিয়ায় বাঁধ দেবার জন্য আমি চীৎকার করছি দীর্ঘদিন যাবত। কিন্তু সেই সমস্ত এরিয়া ফ্লাড প্রটেকশন না হওয়ার কোন কারণ দেখছি না এবং কয়েকটা এষ্টিমেট হয়েছিল। কিন্তু সেই সমস্ত এসটিমেটগুলি কোথায় আছে, কি অবস্থায় আছে জানি না এবং সেই সম্বন্ধে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং আমি কয়েকটা নাম বলছি, যেমন সাইদাবাড়ী থেকে ... ... পর্য্যন্ত একটা বাঁধ, তার জন্য ১,৪৮,০০০ টাকা স্যাংশান হয়েছিল প্রায় দুই বছর পূর্ব্বে। কিন্তু বাঁধটা আজ পর্য্যন্ত স্যাংশান হয় নাই বা বাঁধটা কি অবস্থায় আছে আমরা জানি না। সুতরাং সেই বাঁধটাকে করার জন্য আমি অনুরোধ করব। তারপর আমি বলব বিলাসপুর, সতরমিয়ার হাওয়র, জগন্নাথপুর সেই সমস্ত এলাকায় জনসাধারণের ফসল নষ্ট হয় এবং তারা অনাহারে থাকতে বাধ্য হয়। সেইজন্য আমি বলব যে অবিলম্বে এইসমস্ত বাঁধ করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ অভার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আর দুই মিনিট লাগবে। লিফ্ট ইরিগেশন সম্পর্কে প্রমোদ বাবু বলেছেন। সেই সম্পর্কে আমি বলব যে আমাদের বর্ত্তমান মাইনর ইরিগেশন ইঞ্জিনীয়ার রয়েছেন তার দ্বারা কতটুকু কাজ হবে আমার সন্দেহ আছে। বগাফা লিফট ইরিগেশন স্কীম দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি রাস্তাই চেনেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমি যখন গেলাম স্পটে তখন রাস্তার কথা তিনি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করছেন। সেই ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে লিফট ইরিগেশন কি হবে আমার সন্দেহ আছে। তারপর কয়েকটা রাস্তার কথা বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। ভাগ্যকুল হইতে ডলুগাও পর্য্যন্ত রাস্তা, শনিমুড়া থেকে হালাম বসতি পর্যান্ত রাস্তা এবং কুমারঘাট হতে ফটিকরায় পর্যন্ত যে রাস্তা তার জন্য গত ১৮।৬।৭০ ইং তারিখে সি, এম স্যাংশান দিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেই রাস্তা হয় নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে একটা প্রশ্নের উত্তরে আমরা জানতে পারলাম যে কারিগরী চলছে। কারিগরী কতদিন চলবে আমার সন্দেহ আছে। সুতরাং অবিলম্বে রাস্তা হওয়া দরকার। ধর্ম্মনগর তিলথৈ রোডকে ডিপ সোলিং এর জন্য আমি দীর্ঘদিন যাবত বলছি এবং এর অ্যাপ্রোভেল আছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই রাস্তাটা হয় নাই। সেইজন্য ডিপ সোলিং এর জন্য আমি বলছি।

মিঃ স্পীকার :— নাউ আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু স্টপ। শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। আপনি ৫ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২১, ২৮, ৪২, ৪১, ২৫ এবং ৩৯, এতে যে বরাদ্দ আছে সেটা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে কয়েকটা কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে ডিমাণ্ড নামবার ২১—পাব্লিক ওয়ার্কস, এটাতে রোড আছে, পাবলিক ওয়ার্কস ইনক্লুডিং রিপেয়ার্স, আরও অনেক কিছু আছে। রিপেয়ারের কথাই আমি বলছি। রোডগুলির রিপেয়ারের কথা যেটা বলা হচ্ছে সেগুলি পি, ডবলিউ, ডি, রোড, সেগুলি আজকে প্রায় ৫ বছর চলছে, সেগুলি রিপেয়ার করা হচ্ছে না। কিন্তু আমি একটা রাস্তার নাম করতে পারি সেটা হচ্ছে জিরানীয়া ব্লকে, আসাম আগরতলা রোড থেকে টুয়ার্ডস জাকুল বাচাই রোড গেছে, এর নাম হচ্ছে রাণীরগাঁও জাকুল বাচাই রোড। সেই রাস্তাটার কথা আমি উল্লেখ করতে পারি এইটুকু যে আজ ৪ বৎসর চলছে, প্রতি বছরই ফ্লাড হয়, এই রাস্তাটা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে জাকুল বাচাই থেকে বহু ট্রাইবেল এবং কৃষক পণ্যাদি নিয়ে বাজারে আসে। কিন্তু সেই রাস্তাটা এখন পর্যন্ত রিপেয়ার বা মেন্টেনেন্স হচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যখন গুরুপদ ট্রাইবেল কলোনীর অপেনিং হয় তখন আমরা সেই রাস্তায় গেলাম। ডিভিশন নাম্বার ফোরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারও সাথে ছিলেন। তাকে রাস্তাটা আমি দেখাই। তখন তিনি বলেছিলেন যে রাস্তাটার যা অবস্থা তাতে রাস্তাটা ঠিক করা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একটি মাত্র পি, ডব্লউ, ডি, রোড যেটা জিরানীয়া ব্লকের মধ্যে, আর একটা হচ্ছে খৃষ্টান মিশন পর্যন্ত আমি জানি। কিন্তু সেই পি, ডবলিউ, ডি, রোডটার মেন্টেনেন্স কেন হচ্ছে না সেটা আমি বুঝতে পারি না। যদিও টাকা [illegible] টি, সি, এর আমলে যে রাস্তাগুলি করা হয়েছে সেই রাস্তাগুলি পি, ডবলিউ, ডি, কে হাণ্ডওভার করার জন্য ব্লক থেকে সমস্ত রাস্তাগুলির [illegible] পাঠানো হয়েছে [illegible] টোটেল ১৬টা রাস্তা এবং আমি আশা করি যে অবশ্য [illegible]। কিন্তু আসাম আগরতলা রোডকে যদি সেন্ট্রেল গভর্ণমেন্ট ন্যাশন্যাল হাইওয়ের মধ্যে ধরা হয় তাহলে সেই টাকাটা আমাদের ষ্টেটের যে বাজেট সেই বাজেট থেকে এই রাস্তাগুলির জন্য টাকা খরচ করতে পারবে। [illegible] আনন্দের বিষয় যে সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট সেই এক্সপেন্স বিয়ার করতে রাজী আছেন। ষ্টেট গভর্ণমেন্টের বাজেট থেকে এখন আর এর জন্য টাকা লাগবে না। [illegible] এই টাকাটা এ সমস্ত রোডের জন্য ব্যয় করা আমি উচিত বলে মনে করি। আমি এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, টি, টি, সি, এর আমলে [illegible] প্রাবেবলী ১৯৬০ সালে, [illegible] রাস্তা [illegible] থেকে দক্ষিণ দিকে একটা রাস্তা গেছে, সেটা টি, টি, সির সময়ে করা হয়েছে, কিন্তু বার বার সেটা খোঁজ করে দেখলাম যে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে এটা মেন্টেনেন্স করা হচ্ছে না এবং তাদের লিষ্টে সেটা নাই। রাস্তা যখন করা হয়েছে সেই রাস্তা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে নি। নিশ্চয়ই এটা কোন খাত থেকে করা হয়েছে। আমি আগেও উল্লেখ

করেছি যে টি, টি, সির খাত থেকে করা হয়েছে। কিন্তু এই যে টাকাটা ব্যয় হল, সেই রাস্তার অবস্থা কি, কে রাস্তা করেছিল সেটা পি, ডবলিউ, ডি আজ পর্য্যন্ত উত্তর দিতে পারে নাই। উত্তর দিতে না পারার কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারি না। সেটা কি মফতে করা হয়েছে? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেই রাস্তাটা কে করেছিল, কোন সময়ে করেছিল, কত টাকা ব্যয় হয়েছিল সেটা অন্তত: খোঁজ খবর রাখা দরকার যেহেতু এই অর্থ জনসাধারণের অর্থ। সেটা খরচের দায়িত্ব যে ডিপার্টমেন্টের সেই ডিপার্টমেন্ট যেন তার দিকে লক্ষ্য রাখে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরেকটা কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে মাইনর ইরিগেশান সম্পর্কে। অবশ্য আমি প্রমোদ বাবুর মত এটাকে যা তা বলতে চাইনা, একটা সিডুল অব ওয়ার্ক ফর দি ইয়ার ১৯৭১-৭২, সেটাতে আছে, কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, ইরিগেশন স্কীমে সব জায়গায়ই কাজকর্ম হবে দেখতে পাচ্ছি, এই লিষ্টে আছে, কিন্তু বিশালগড়ের জন্য এই স্কীমে একটা টাকাও বরাদ্দ নাই, কেন, কি কারণে নাই জানি না, এই ব্লকটা কি নিগৃহীত, অবহেলিত, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। ড্রেনেজ স্কীম, তারজন্য বিশালগড় ব্লকের জন্য একটা পয়সা পয়সাও বরাদ্দ করা হয় নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :— এক মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিচ্ছি স্যার। আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মাইনর ইরিগেশনে কি কাজ করা হয়েছে এবং কিভাবে কাজ করা হয়েছে কতদিন পর পর গ্রাম পড়ি, ও সেখানে বসানো হচ্ছে সেটা যেন তিনি খোঁজ খবর নেন। আমার মনে হয়, মনোরঞ্জন বাবু যে কথা বলেছেন যে বাইরে থেকে অফিসার আসছেন, তারা ঠিক ঠিক ভাবে মন দিয়ে কাজ করতে পারছেন না, তারজন্য কাজগুলি ত্বরান্বিত হচ্ছে না, আমিও তাই মনে করি। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমার বক্তব্য মোটামুটি রেখে, বাজেট বরাদ্দ যে রয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান। অনলি ফাইভ মিনিটস।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট বরাদ্দ এখানে পেশ করেছেন তা সমর্থন করছি এবং যে কাট মোশান এই ডিমাণ্ড এর উপর এসেছে, তার আমি বিরোধিতা করে মূল ডিমাণ্ড এর পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ত্রিপুরাতে যে রাস্তা ঘাট হচ্ছে এটার চেহারা তাঁহারা জানেন কি রাস্তাঘাট হচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজন হল, ত্রিপুরাতে বর্তমানে সমাজদ্রোহী, মিজো এবং আতংকবাদী এই সমস্ত দল সীমান্তবর্তী এলাকায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেজন্য আমাদের ইন্টিগ্রিটি এবং সিকিউরিটি রক্ষার জন্য কমিউনিকেশনের দিকে আজকে পি, ডবলিউ, ডি কে প্রথমে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এইদিকে চিন্তা করে দুর্গম অঞ্চলের যে রাস্তাগুলি আছে সেগুলি যেন ত্বরান্বিত করা যায়, মিজো, আতংকবাদী, সমাজদ্রোহীদের যাতে মোকাবিলা করা যায়,

তার জন্য ছামনু—গোবিন্দবাড়ী রাস্তা অতি তাড়াতাড়ি যাতে করা হয়, তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টী আকর্ষণ করছি এবং এই রাস্তা যদি অতি তাড়াতাড়ি না করা হয়, তাহলে আমাদের ত্রিপুরার উত্তর পূর্বাঞ্চল বিপন্ন হয়ে পড়বে, আমাদের য সমস্ত সি, আর, পি বাহিনী আমাদের সিকিউরিটির জন্য সেখানে আছে, তাদের যোগাযোগের জন্য আর কোন বিকল্প রাস্তা নাই, কাজেই আমরা এই রাস্তাটা মেরামত না করি তাহলে সেই অঞ্চল বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং মনু থেকে ছামনু যে রাস্তা, সেই রাস্তার সোলিং এবং মেটেলিং এর কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন, কারণ সি, আর, পি বাহিনীকে সীমান্ত রক্ষার কাজে সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়, সখানে তাদের ক্যাম্প আছে, সেটা যদি মেন্টেন না করা হয়, সোলিং, মেটেলিং না করতে পারি তাহলে বর্ষাকালে সেই রা ·াগুলি ব্লকড হয়ে যায় এবং তার ফলে আমাদের সীমান্তের সিকিউরিটির কাজ বিঘ্নিত হয়।

মিঃ স্পীকার — অনারাাবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— আমাদের অমরপুর গণ্ডাছড়াতে মিজো হামলা হয়ে গেছে সেই অঞ্চলে আমবাসা থেকে অমরপুর রোড হওয়া আমাদের আশু প্রয়োজন। মনু বংকুল রোড জম্পুই পাহাড় এবং গণ্ডাছড়াকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের প্রয়োজন। এখানে নাকি কনট্রাক্টার পাওয়া যায় না রাস্তার কাজের জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মারফত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে যেহেতু সিড্যুল রেট কম, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিষপত্র দুর্মুল্য হেতু দুর্গম এলাকা বলে তারা এই রেটে কাজ করতে পারে না, সেখানে লেবার পাওয়া যায় না, এবং পাওয়া গেলেও অরা দুর্মুল্যের বাজারে এই অল্প পয়সায় কাজ করতে পারে না, টেণ্ডার কল করা হয়, কিন্তু টেণ্ডার পাওয়া যায় না, সুতরাং আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রীকে যদি প্রয়োজন বোধ করেন এই রাস্তাগুলি করবার জন্য, তাহলে পি, ডবল্যু, ডি রেটকে বাড়িয়ে দিয়ে হলেও এই রাস্তা করা প্রয়োজন, এইভাবে কাজগুলি পরে থাকা উচিত নয়। ত্রিপুরার সার্থে যে ায়গায় কনট্রাক্টার পাওয়া যায় না, সেই জায়গায় সিড্যুল রেট বাড়িয়ে দিয়েও যদি এই বিষয়ে পি, ডবল্যু, ডি'র কোন অসুবিধা থাকে, তাহলে সেই অসুবিধা দূর করে সিড্যুল রিভাইজ করে হলেও এই রাস্তাগুলি করা প্রয়োজন। আমবাসা থেকে অমরপুর মনু বংকুল রাস্তা, ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব অঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চলকে সুরক্ষিত করবে এবং সমাজদ্রোহী, পঞ্চম বাহিনী, তাদের যে উদ্দেশ্য সেটা আমরা ব্যর্থ করতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ। আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নামবার ২২'যে হাউসে পেশ করেছেন, তা আমি সমর্থন করি এবং সমর্থনের সাথে সাথে একটা কথা আমার বলতে ইচ্ছে, সময় যখন কম আমি সংক্ষেপে বলতেই চেষ্টা করব। এই যে পি, ডবলিউ, ডি,র কর্মচারী আমরা যে সমাজতন্ত্র বলি, এটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

চলেছে। কারণ পাল্লা দেওয়া কেন বলছি, কমলপুর বালিগাঁ, কমলপুর নোয়াগাঁ রোড, এইগুলি সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ধরা হয়েছিল কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এইগুলি ধরাই আছে, প্রতি বৎসর লিষ্টে নাম দেখি, কিন্তু কাজ হয়না। ঘনশ্যাম বাবু ঠিকই বলেছেন যে আমবাসা থেকে ধলাই নদীর পূর্ব্ব পাড়ে দিয়ে মরাছড়া হয়ে কমলপুর একটা রাস্তা চার বৎসর আগে থেকে আমরা বলছি, এটা এখন পর্য্যন্ত বাজেটে ধরাই হয় নাই। ধরা হলেও আমরা পাঁচ বছরের আয়ুতে সেটা পাব কি না সেটা সন্দেহ। আরেকটা জিনিষ আজকে পাঁচ, সাতদিন যাবত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ওয়াটার সাপলাই পাচ্ছি না। এর মধ্যে বহু করিতকর্ম্মা, বিজ্ঞ, যত রকমের বিভূষণ আছে, এখানে লোক আছেন, কিন্তু আমি সেই ৫০৪ নং ফোন করলে পরে বলে দেন অমুককে ফোন করুন, এটা আমাদের দায়িত্বে নেই, এইভাবে আমরা কারবালার প্রান্তরে হাসান হোসেনকে যেমন জল না দিয়ে মারার ব্যবস্থা করেছিল, পি, ডবলিউ, ডি; অনেকটা সেইরকম. এম, এল, এ'স হোষ্টেলে, এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা, তবুও না বলে পারছি না যে মল ত্যাগের পর, যিনি ভুক্তভোগী নন, তিনি সেটা বুঝতে পারবেন না, আমরা ট্যাপের জল ব্যবহার করি, কিন্তু সেখানে জল নাই, বাধ্য হয়ে সেখানে ফোন করলাম, ফোন করা সত্ত্বেও সেখান থেকে কোন উত্তর নাই, এই যে ব্যবহার, এই যদি ব্যবহার হয়, সেখান থেকে কোন রেসপন্স পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, ১৪১ নং ফোন করলে ফোন ফেলে দেয়। আমরা গণতন্ত্র বলছি, সেখানে দেশী বিদেশী সবই আছে, দেশী হলেই বেশী কাজ পাব আর বিদেশী হলে কম কাজ পাব তা আমি স্বীকার করছি না। আমাদের ইলেকট্রিক্যাল এ দেশী অফিসার আছেন, কিন্তু তাঁর দ্বারাও কোন কাজ হচ্ছে না। যদি মল ত্যাগ করার পর জল না পাওয়া যায় এবং যদি মল ত্যাগ করে সোচবার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে কি অবস্থা হবে সেটা নিজেরা একবার চিন্তা করে দেখতে পারেন। আমি এখানে আমাদের এম, এল, এ, হোষ্টেলের কথা বলছি। সেখানে এই ব্যাপারে যদি কাউকে ফোন করা হয় তাহলে কোন রেসপন্স পাওয়া যায় না, এটা যে কেমন ব্যাপার তাও আমি বুঝতে পারি না। অথচ এই এম, এল, এ, হোষ্টেলে অনেক দেশী বিদেশী লোক থাকেন। আমাদের পি, ডব্লিউ, ডির মধ্যেও অনেক দেশী বিদেশী লোক আছেন কিন্তু দেশ দিয়ে কোন কাজ হবে, এমন কথা আমি ভাবি না। স্পীকার স্যার, আমরা এখানে গণতন্ত্র বলে এমন একটা জিনিষ চালাচ্ছি, তাতে আমার মনে হয় যে কোন ডর ভয় নাই। সেখানে যদি এমন অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে আমরা আর সেখানে বসবাস করতে পারব না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে এই বিষয়ে যেন অতি সত্বর একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তারপরে আমার আর একটা হচ্ছে ভিলেজ রোড সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেক বছরের বাজেটে টাকা থাকে, কিন্তু ভিলেজ রোড বলে কোন জিনিষ আমরা দেখতে পাই না। আমরা তো স্যার, অনেক সময়ে আমাদের বক্তৃতায় বলে থাকি যে আমাদের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং আমরা সেই সব গ্রামের লোকদের কথা বলে অনেক রাজনৈতিক ফসল তুলে নেই। আমি বলব, আমাদের এই ব্যাপারে আরও গভীর ভাবে চিন্তা

[illegible] আমাদের তা মা, কারি আজকে এমন একদিন আসবে, যখন আমরা [illegible] পাওয়া যাবে না। তাই আমি একটি [illegible] দিকে [illegible] কোনটা প্রয়োজন, [illegible] ঠাঁই কোথাও আর পাওয়া যাবে না। আমি বলি আজকে কত টাকার কোন খরচে আমাদের কাছে কোন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এই রকম আমি বিরোধী দল থেকে যে সব কাট মোশান এনেছেন সেগুলির বিরোধীতা করে এবং মূল ডিমাণ্ডকে আমার সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার। মাননীয় সদস্য আপনি ৩ মিনিট বলবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— স্যার, এই রকম যদি সময় দেন, তাহলে কি করে মনের কথা বলব। ওদের সময় দেন ১০/২০ মিনিট আর আমার বেলায় নাকি ২ মিনিট ৩ মিনিট। সে যা হউক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দেখছি অনেকগুলি ডিমাণ্ড রাখা হয়েছে, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি আর বিরোধী দল থেকে যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই কারণে যে সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি নেই। তারা বলছেন যে আমাদের ত্রিপুরাতে কোন রাস্তাঘাট হচ্ছে না। তারা তো সব কিছুতেই দেখে কোন কিছু হচ্ছে না আর হচ্ছে না। আসল কথা হল তার, তাদের চোখগুলি লাল রং এর জলশাক্তিতে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, এই লাল দলের লোকেরা লাল কথা চিন্তা করতে করতে তাদের মনে যেমন লাল দাগ কেটেছে, তেমনি আবার তাদের চোখের মধ্যে একটা লালের আভরণ এর সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা ঘাট যা কিছু হয়েছে সেগুলি তারা চোখ মেলে আর দেখতে পাচ্ছেন না। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা হয়েছে অনেক এবং আরও অনেক হবে। তাদের কি ধারণা ছিল যে আজকে যেখানে গণ্ডাছড়া বা অমরনগর হয়েছে যেখানে কোন দিন রাস্তা হবে? এই ধারণা তাদের ছিল না। এই সব রাস্তা হওয়াতে মনে হয় তাদের কিছু একটা অসুবিধা হচ্ছে না হলে তো এই লাল দল কেন এই সব রাস্তা ঘাট পুড়িয়ে দিচ্ছে, যে সব শ্রমিক এই সব রাস্তা ঘাট করেছে, তাদের অনেককেও তারা হত্যা করেছে, যে সব কনট্রাকটার এইসব রাস্তাঘাট করেছে, তাদের অনেককেও তারা হত্যা করেছে, মারধোর করেছে। আর সেজন্য এখন এখানে এসে বলছে যে রাস্তাঘাট হচ্ছে না, হচ্ছে না। তারা কি চাইছেন যে একদিনের মধ্যে হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে যাক? কিন্তু সেটা তো আর হয় না। আমাদের পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট অনেক রাস্তাঘাট, অনেক ব্রীজ, অনেক দালান কোঠা করেছে। তার, আমার সময় খুব কম, না হয় তাদের চরিত্র যে কি, সেটা আমি এখানে কিছুটা প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতাম। তবে যা হউক আমি এখন আমার উদয়পুরের কিছু কথা বলব। সেটা হল আমার উদয়পুরের অনেকগুলি রাস্তা সম্পর্কে গত ৮/৯ বছর ধরে এখানে সেখানে মন্ত্রীদের কাছে, অফিসারদের কাছে অনেক বলে আসছি কিন্তু প্রত্যেক বছর যখন বাজেট বই খুলে দেখি, তখন সেগুলির আর

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন খাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের যে কাটমোশান এসেছে আমি এর বিরোধীতা করছি। সবাই বলেছেন ত্রিপুরার কোন রাস্তা বা কিছু হয় নাই। আরও হওয়া দরকার। হয় নাই অথচ আরও হওয়া দরকার। অবশ্যই হওয়া দরকার। সমস্ত কাজ এক সময়েই হওয়া সম্ভব নয়। ত্রিপুরার সঙ্গতির সাথে মিল রেখে আর্থিক সঙ্গতির সাথে মিল রেখে যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে, আমি মনে করি এই ব্যয় বরাদ্দের টাকা বিভিন্ন খাতে যা রাখা হয়েছে তা যদি ঠিক ঠিকভাবে ব্যয় হয় তাহলে ত্রিপুরার অনেক মঙ্গল হবে। আমরা দেখতে পাই যে টাকা বরাদ্দ থাকে। কিন্তু বছরের শেষে টাকা ব্যয় হয় না। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই বরাদ্দ টাকা যাতে যথাযথ ভাবে ব্যয় হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে। আমি বিশেষ করে বিলোনীয়ার কথা বলব। বিলোনীয়ার রাস্তার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা ব্যয় হলে রাস্তাগুলি চলাচলের উপযোগী হবে এবং কাঁচা রাস্তা যা রয়েছে সেগুলি গাড়ী চলাচলের উপযোগী হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কর্মচারীদের তালবাহানার জন্য, অফিসারদের তালবাহানার জন্য কাজ ডিলে হয়। আবার এষ্টিমেট যা করা হয় সিডিউল রেট যা ধরা হয় অনেক ক্ষেত্রে সেই সিডিউল রেটের সঙ্গে মার্কেটের মিল থাকে না। সেজন্য অ্যাভাব পারসেনটেজ দিয়ে কণ্ট্রাক্টর টেণ্ডার দেন তখন পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে এটা বেশী হয়েছে, এটা কম হয়েছে, বলে একাধিকবার টেণ্ডার কল করতে করতে বছর শেষ হয়ে যায়। সেইসব কারণে রাস্তার কাজ দেরী হয়ে যায়। সেইজন্য আমি অনুরোধ রাখব যে বর্তমান রাস্তার কাজ এবং মার্কেটের অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে রেট সংশোধন করে নেওয়া দরকার বলে মনে করি। রাস্তার কথা আমি বলব যে টাকা বরাদ্দ করেছে সেইসব রাস্তার কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এবং রাজনগর থেকে যে বর্ডার রোড আছে সেটার সোলিং করার ব্যবস্থা রাখা দরকার। আর একটা বিশেষ কথা হচ্ছে আজ কয়েক বছর যাবত বিলোনীয়া বগাফাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। আজ দশ বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সেদিনও তারা পরীক্ষা করে গেছেন ব্রিজ হবে কিনা। কিন্তু এবারও দেখছি বাজেটে টাকা বরাদ্দ রাখা হয় নাই। যেভাবেই হোক এই টাকা বরাদ্দ রাখা দরকার। সাব-ডিভিশন্যাল হেডকোয়ার্টারের সাথে বিলোনীয়ার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। সেজন্য এই ব্রিজের কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আর ফার্ষ্ট প্ল্যানে বেতাগা রাস্তা আর পাইকুরা মুহুরীপুর রাস্তা হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে সেখানে যাতায়াত সম্ভব হয় না। এই দুইটা রাস্তা যেন অন্ততঃ সোলিং করার ব্যবস্থা করা হয়। আর মাইনর ইরিগেশন সম্বন্ধে আমার বিশেষ কথা হচ্ছে এই মাইনর ইরিগেশন সেকশনটাকে ঢেলে সাজানো দরকার। কারণ একটিমাত্র এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার একটা ডিভিশন দিয়ে হোল স্টেট চলছে। আমি মনে করি তিনটি ডিষ্ট্রিক্টে তিনটি ডিভিশন হওয়া উচিত। তা না হলে আমরা য সবুজ বিপ্লবের কথা বলি, জল সেচের ব্যবস্থা যদি না করা হয় তাহলে বেশী ফলানোর কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। এবারও অনাবৃষ্টির ফলে বোরো ফসল অনেক

জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি মাইনর ইরিগেশনের যে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার আছে আমার মনে হয় তার ত্রিপুরার মাটির সাথে কোন পরিচয় নাই। কারণ উনি কোন কাজেই যাচ্ছেন না এবং বরাদ্দকৃত টাকা খরচ করার কোন প্রচেষ্টা আছে বলে মনে হয় না। সেজন্য আমি বলব মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে ঢেলে সাজানো দরকার। আমি বিশেষ করে বলছি উদয়পুর, সাব্রুম, অমরপুর, বিলোনীয়া, অর্থাৎ সাউদার্ণ ডিষ্ট্রীক্ট এর মাইনর ইরিগেশনের কাজ হয় নাই বললেই চলে। এবারও যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা অনবরতই বরাদ্দ করা হচ্ছে। কত বছর যে বরাদ্দ করা টাকা ছিল সেই টাকা ব্যয় করা হয়নি। তার জন্য টাকা রয়ে গেছে। সেজন্য আমি বলব সাদার্ণ ডিষ্ট্রিক্টে যাতে কাজ হতে পারে সেই দিকে মন্ত্রী মহোদয় যাতে দৃষ্টি রাখেন এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ড রেখেছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং যে কাটমোশান এখানে রাখা হয়েছে, তার আমি বিরোধিতা করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা কমিউনিকেশনের দিক দিয়ে যদি দেখি, তাহলে দেখব যে এই দিক দিয়ে ত্রিপুরা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে, সেটা অনস্বীকার্য্য। যেমন আসাম—আগরতলা রোড, আগরতলা—সিম্নারবিল রোড, আগরতলা—সিমনা রোড, আগরতলা—উদয়পুর রোড, আগে যেগুলি ছিল না, সেগুলি আজকে করা হয়েছে এবং এই সমস্ত রোডগুলির উপর যে সমস্ত পুল আমরা দেখতে পাই, সেই পুলগুলি আধুনিক ধরণের পুল হয়েছে, এবং এই সব কাজ অস্বীকার করার উপায় নাই। কিন্তু এই সমস্ত কাজের মধ্যেও কিছু কিছু কারচুপি আছে, সেটাও অস্বীকার করলে চলবে না। কারণ আমরা দেখি অনেক সরকারী কর্ম্মচারী এবং কনট্রাক্টর, যারা আছেন তাদের নৈতিক চরিত্রের অভাবেই হউক আর দূরভিসন্ধিমূলকই হউক।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অন পয়েন্ট অব অর্ডার সরকারী কর্ম্মচারীদের নৈতিক চরিত্রের অভাব, এই কথাটা পরিস্কার করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ নট পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় সদস্য আপনি বলুন।

শ্রীনরেশ রায় :— এই কাজগুলি দেখা যায়, তাড়াতাড়ি হচ্ছে না, সেই দিকে পি, ডব্লিও, ডি'র অথরিটির বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য রাখা দরকার যে, আধুনিক ধরণের যে সমস্ত রাস্তাঘাট হয়েছে, কিছু কিছু সমাজদ্রোহী লোক চেষ্টা করছে সেগুলি ধ্বংস করার জন্য, সেটা যাতে রক্ষা করা যায়, তার জন্য আমি কতগুলি সাজেশন এখানে রাখব। আর কতগুলি ইম্পর্টেন্ট রোড, সেগুলি ভালভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন, যেমন পেচারতল, কাঞ্চণপুর রোড, সেটা আজকে ঠিক ঠিক ভাবে মেইন্টেইন করা হচ্ছে না, এবং পুল ঠিক ঠিক ভাবে করা নাই, বছর, ছয় মাসের মধ্যে পুল নষ্ট হয়ে যায়।

যেখানে ছংক্রাক এবং মিজো আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা একটা উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে গণ্য করা হয়, সেসব অঞ্চলে পুল যাতে ভালভাবে করা হয়, সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তেলিয়ামুড়া এবং

ব্রজহড়া হয়ে কাঞ্চনবাড়ীর উপর দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে কৃষক ঠিক ঠিক ভাবে যাতায়াত করতে পারে না এবং বাজারে তাদের মালামাল নিয়ে পৌঁছাতে পারে না, সেই রাস্তাটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয় এবং ব্রীজ দিয়ে মেন্টেইন্ করা হয়, তার দিকে লক্ষ্য করতে বলব।

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্ল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার এই ডিমণ্ডগুলির উপর যে কাটমোশান রাখা হয়েছে, আমি প্রথমে তার উপর আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে বলা হয়েছে যে রাস্তা রিপেয়ারি এর জন্য টাকা বরাদ্দ নাই, সেটা সত্য নয়। রাস্তাঘাট রিপেয়ার করা হচ্ছে । কিন্তু মাননীয় সদস্য যে হেডে এই রিপেয়ারের কাটমোশান এনেছেন, সেই হেডে এটা ধরা হয় নাই, রিপেয়ারের যে হেড, সেই হেডে এক কোটি টাকা রাখা হয়েছে, তার মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা রিপেয়ারের জন্য এবং মেন্টেইনেন্সের জন্য, রাস্তা এবং ব্রীজের জন্য ১৯৭১-৭২ সালে রাখা হয়েছে এবং নরমেলী মেন্টেইনেন্স ওয়ার্ক যে হয়, তার একটা মাপ আছে কত মাইলে কত খরচ হবে। কষ্ট অব পার মাইল ১ হাজার থেকে ১২২৫০ পর্য্যন্ত হতে পারে সেটা নির্ভর করে রাস্তার কণ্ডিশানের উপর এবং সেই ভাবে বাজেটে টাকা রেখে এষ্টিমেট করে রোডস্ রিপেয়ার হচ্ছে এবং যে টাকা রাখা হয়, সেটা সম্পূর্ণ খরচ হয়, কোন অবশিষ্ট থাকে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খোয়াই, বিলোনীয়া, কৈলাশহর ব্রীজের অভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার প্রতিবাদ, এই কাটমোশান মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা রেখেছেন, তিনি জানেন যে চেব্রী ব্রীজের পজিশন কি, সুতরাং এই কাটমোশান রাখার অর্থ হয় না। কারণ চেব্রীতে ব্রীজের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল তার বেশীরভাগ টাকা খরচ হয়েছে, স্ল্যাব ঢালাই হয়ে গেছে, কিছুটা কাজ বাকী রয়ে গেছে, সেখানে ১৬ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার উপর খরচ হয়ে গেছে। সুতরাং চেব্রী ব্রীজ হচ্ছে না, সেটা ঠিক নয়, চেব্রী ব্রীজের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং যথাসময়ে সেটা সম্পন্ন হবে। কারণ এই কাজটা এত সোজা নয়, এর নানা রকম কাজ করা দরকার। তারপর এখানে কংগ্রেস কন্ট্রাক্টরকে এই কাজ দেওয়া হয়েছে তার জন্য কাজ দ্রুত গতিতে এগুচ্ছে না. এই যে অভিযোগ তাঁরা এনেছেন, এটা তাদের সব সময়ের অভিযোগ, এবং সেটা তাদের স্বভাবগত অভিযোগ, এটা একটা তাঁদের পলিটিকেল ষ্টান্ট দেওয়ার কৌশল, এটা এই হাউস জানে। মাননীর অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্ম্মনগর চেব্রী ব্রীজের যে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরা রাজ্যে হি ইজ ওনলি ব্রীজ কন্ট্রাক্টর। শ্রীআর, কে, ভট্টাচার্য, তিনি একমাত্র ত্রিপুরায় ব্রীজ কন্ট্রাক্টর আছেন—শুধু ত্রিপুরায় নয়, তিনি আসামেও বহু ব্রীজের কাজ করে থাকেন, কাজেই তিনি কংগ্রেসের কন্ট্রাক্টর বলে বিশেষ সুবিধা হবে না, হি ইজ রিনাউণ্ড কন্ট্রাক্টর অব ত্রিপুরা এণ্ড আসাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৈলাশহরের ব্রীজটা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আনফরচুনেটলী ব্রীজটা কমপ্লি

হওয়ার পর নদীটা ঈরোডেড হচ্ছে, কাজেই এই প্রবলেম দেখা দেওয়াতে কুমারঘাট ব্রীজের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না এবং তার যে কারণ সেটা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে কেন এই জাতীয় অসুবিধা হচ্ছে। পুনাতে যে রিচার্স ষ্টেশান আছে, তার সঙ্গে করেসপণ্ডেস করেছি, কি করে এই অবস্থাটা চেক করা যায় এর কারণটা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে এটা কেন এই রকম হয়েছে। সেই জন্য আমরা পুনাতে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের যে রিচার্স ইনৃষ্টিটিউট আছে, তার কাছে রেফার করেছি যাতে করে এটাকে চেক করা যায়। যদিও আমরা এই ব্রীজটা করার আগে ট্যাকৃনিকেল একৃস্পার্ট দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়েছিলাম, কিন্তু ব্রীজটা কমৃপ্লিট হওয়ার পর এই রকম যে কিছু হবে না, সেটা আগে থেকে কেউ কিছু বলতে পারেনি। এখানে অবশ্য অনেক বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার এসে এটার অবস্থা দেখে গেছেন, যাতে করে এর কারণ কিছু বের করা যায় কিনা। তারা যদি সেই কারণগুলি বের করে আমাদের কাছে রিপোর্ট দেন, যে এই রকম ভাবে করলে পরে সেটা ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে আমরাও সেই মত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা সেই ব্রীজটা করছি না। এটা এমন একটা আনউজুয়েল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এটার ব্যাপারে ভাল করে জেনেশুনে যখন আমরা একৃস্পার্টদের অপিনিয়ন পাব, তখনই আমরা আবার এটার কাজ আরম্ভ করব। তারপরে বিলোনীয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে আগে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে এমন কিছু ছিল না কিন্তু এখন সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। তবে একটা জিনিষ আমাদের মনে রাখা উচিত যে এক সঙ্গে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাগুলির যে ব্রীজের দরকার, সেগুলি করা সম্ভব নয়। সেগুলি করতে হলে অনেকগুলি টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সেগুলি চিন্তা করে একটা একটা করে আমাদের কাজ করতে হবে। বিলোনীয়াতে মুহুরী নদীর উপর যে ব্রীজ হবে সেটা সম্পর্কে আমরা ইনৃভেষ্টিগেশান ইত্যাদি করে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছি, তা দেখে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের বিশেষজ্ঞর আমাদের বলেছেন যে সাইট তোমরা ঠিক করেছ, সেটা ব্রীজের পক্ষে সুইট্যাবল্ হবে না। কাজেই আমরা অন্য একটা অল্টারনেটিভ সাইট পাওয়া যায় কিনা, সেটা খুঁজে দেখছি। কেন না যেখানে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে এই টাকা খরচ হবার আগে আমাদের টেকৃনিক্যালী চেক করার যেটা দরকার, সেটা আমাদের আগে থেকে করতে হবে। আমরা আগেও এ রকম একটা জায়গা টেকৃনিক্যালী চেক করার পরেও যখন অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছে, যেমন হয়েছে কুমারঘাট ব্রীজের বেলায়, কাজেই টেকৃনিক্যাল এ্যাকৃস্পার্টদের ওপিনিয়ান নিয়ে আমাদের প্রত্যেকটি ব্রীজের কাজে এখন থেকে হাত দিতে হবে, এর আগে নয়। কাজেই এইসব ফরমালিটি অবজার্ভ করার পর আমরা মুহুরী নদীর ব্রীজ করার কাজে হাত দেব। তাই এখন অর্থ বরাদ্দ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। এগুলি হয়ে গেলে, কোথায় কি হবে না হবে সব দিক ভেবে চিন্তে, আমাদের কত টাকা এষ্টিমেট করতে হবে এইসব ঠিকঠাক করে তবেই আমরা বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করব। এর পূর্বে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখা

সম্ভব নয়। তারপরে মাননীয় সদস্য বিস্তা বাবু আর একটা কাটমোশান রেখেছেন, সেটা হল [illegible] মহারাজের, মাজারের নিকট হাওড়া নদীর উপর ব্রীজের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের [illegible] আমি-কলব এর কোন অভাব নেই। উনি নিজে এই অভাবটা বোধ করতে পারেন, কিন্তু আমরা সেটা বোধ করছি না। তার কারণ হল, এর জন্য জলরেডা ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আমরা এটার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে অভিরাম বাবু বলেছেন মাষ্টার প্লেন সম্পর্কে। বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য মাষ্টার প্লেন করা হয়েছে, একটা হাই টেক্‌নিক্যাল জব, তাড়াহুড়া করে করা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা এদিক দিয়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। আমাদের যে সব নদাগুলি আছে, তার মধ্যে যেগুলিতে বিশেষভাবে বন্যা দেখা দেয় সেগুলির প্রথমেই আমাদের সার্ভে করতে হবে। কাজেই এই নদাগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাষ্টার প্লেন তৈরী করতে হলে আমাদের অনেকগুলি ডাটা কালেকশান করতে হবে। এবং আমরা এইগুলির অনেকগুলির জন্য ডাটা কালেকশান করেছি আর কতগুলি ডাটা কালেকশান করার কাজ এখনও চলছে। সুতরাং আমরা এইসব ডাটা কালেকশান করে ১৯৭০-৭১ সালে মোট ১৭টি ফ্লাড কন্‌ট্রোল ষ্টেশান স্থাপন করার ব্যবস্থা নিয়েছি এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় ইনভেষ্টিগেশানের কাজও শেষ হয়েছে। তারমধ্যে এই হাওড়া নদীটি রয়ে গেছে। এই হাওড়া নদীতে যে বন্যা হয় তার জন্য এই নদীর যে বেসীন সেটাকে সার্ভে করে, কি করলে পরে এই নদীতে আর বন্যা হবে না এই সব কিছু ঠিকঠাক করে আমরা একটা রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। ভারত সরকার এখন আমাদের সেই রিপোর্টটা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাছাড়া গোমতী ইরিগেশন স্কীম অনুযায়ী অমরপুরের নূতন বাজার থেকে উদয়পুরের মহারাণী এলাকাগুলিতে গোমতীর যে big সারপ্লাস জল থাকবে, সেটাকে যাতে ইরিগেশান পারপাসে ব্যবহার করা যায়, সেজন্য গোমতী ইরিগেশান নামে নাম দিয়ে আমরা একটা মাষ্টার প্লেন তৈরী করে ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছি সেটাও ভারত সরকার পরীক্ষা করে দেখেছেন। সেখানে সি, পি, ডব্লিও. ডি এই সব জিনিষের প্লেন এ্যাণ্ড এষ্টিমেট টেক্‌নিক্যাল এক্‌স্‌পার্ট দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখছেন। তারপর মাষ্টার প্লেন ফর কাটাখাল এই কাটাখালের এ্যাক্‌সেস ওয়াটার যাতে ওভার ফ্লো করে তার আশেপাশের বাড়ীঘর ও ফসলের জমি নষ্ট না করতে পারে, সেটাকে যাতে রোধ করা যায়, সেজন্য এটার মাস্টার প্লেনের ওয়ার্ক ফাইন্যালাইজ করা হয়েছে। আমরা সেটাকেও গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে সাবমিট করেছি। এখন এই সমস্ত প্লেন যদি গভঃ অব ইণ্ডিয়ার স্যাংশান দেয়, তাহলে পরেই বাজেটে বরাদ্দ রাখার প্রশ্ন উঠবে এবং আমরা সেই মত ব্যয় বরাদ্দ রাখবার চেষ্টা করব। আর যে ২৬টি প্লেন এর ডাটা কালেকশান বাকী রয়েছে সেগুলি কালেকশান করে আমরা প্লেন তৈরী করব। এইসব মাষ্টার প্লেনগুলি হল অত্যন্ত কষ্টলী, এগুলি যদি টেকনিক্যাল এক্‌সপার্টেরা এপ্রুভ করে দেন এবং ভারত সরকার সেগুলি করার স্যাংশান দেন তাহলে আমরা প্রতি বছর এক একটা করে করতে পারি। [illegible] এই সব ডিম্যাণ্ডের উপর যে ধরণের কাট মোশানগুলি রাখা হয়েছে, সেগুলি টিকতে পারে না তারপরে মাননীয় সদস্য প্রমোদ

বাবু বলেছেন যে রাস্তার সারফেস ভাল নয় এবং রাস্তাগুলির মধ্যে কন্ট্রাক্টারদের দিয়ে যে কাজ করানো হচ্ছে সেগুলি আপ-টু-দি মার্ক নয়। আমি এই ব্যাপারে বলতে পারি যে সব ক্ষেত্রে ভাল কাজ হচ্ছে না, এটা ঠিক নয়। তবে কোন কোন জায়গায় খারাপ কাজ হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাতে হয় কি, রাস্তা আনইভেন হয়ে যায়। তারপরে আসাম বা অন্যান্য জায়গায় যেখানে সোলিংটা বোলডার্স দিয়ে হয়, আমরা সেখানে সোলিংটা করছি ব্রিকস দিয়ে। নেচারেলী রাস্তার যে ব্রিজগুলি সেগুলি অন্যান্য জায়গায় যেমন স্থায়ী হয় আমাদের এখানে সেরকম স্থায়ী হয় না। তার কারণ হল আমাদের সোলিংটা খারাপ আর দ্বিতীয় কারণ হল আমরা যে সোলিংটা করি সেটা বোলডার দিয়ে করতে পারি না, আমরা করি ব্রিক দিয়ে। সুতরাং সার্ভিসটা খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এটা সব সময়েই যে কাজ খারাপের দরুন হয় সেটা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তার সংগে আমি একমত নই। তারপর বলেছেন প্ল্যানিং কমিশনের ডিরেকটিভ যে ২০ পারসেন্ট রোডের টাকা ভিলেজ রোডের জন্য রাখতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরার মেজর এবং মাইনর রোড যেগুলি আমরা করছি সেগুলি ভিলেজ সার্ভ করছে না এমন নয়, আমরা যে রাস্তা করি সেগুলি মেজর রোডই হোক আর মাইনর রোডই হোক সেইগুলি প্রত্যেকটি ভিলেজের উপর দিয়ে যায় এবং সেই ভিলেজগুলি সার্ভ করছে এবং শুধু তাই নয় ভিলেজের যে বড় বড় রাস্তাগুলি সেইগুলি আমরা করছি। তিনি বলেছেন ২০ পারসেন্ট টাকা ভিলেজ রোডের জন্য রাখতে হবে, কিন্তু আজকে যে রাস্তা করছি সেইগুলি কি ভিলেজ দিয়ে যাচ্ছে না, ভিলেজের পারপাস কি সার্ভ হচ্ছে না? আজকে যে আঠারমুড়া. লংত্রাই রাস্তা হচ্ছে সেগুলি ভিলেজকে কি কানেক্ট করছে না? ভিলেজের যে সমস্ত ফুট ট্রাকগুলি হয় সেইগুলি ব্লক থেকে করা হয়। সুতরাং সেইগুলি বি, ডি, ও, করেন। সুতরাং তারা পি, ডব্লিও, ডি, এর রাস্তার বেনেফিটও পাচ্ছেন এবং ব্লকের রাস্তার বেনেফিটও পাচ্ছেন। তিনি বলেছেন ২০ পারসেন্ট আমরা ভিলেজ রোডের জন্য খরচ করব, কিন্তু আমি বলব যে আমাদের বাজেটে যে টাকা আছে তার ৮৫ পারসেন্ট টাকাই ভিলেজ রোডের জন্য খরচ হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,আমাদের ফোর্থ প্ল্যানে যে টাকা রয়েছে আণ্ডার দি ব্লক দিস শুড নট বি ডিসকাসড ইন দি পি, ডব্লিউ, ডি। রুরেল রোডগুলি ব্লকের। দিজ আর আণ্ডার দি ব্লক। দিজ শুড নট বি ডিসকাসড আণ্ডার দি প্ল্যান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, তিনি যে বলেছেন 'দিজ শুড নট বি ডিসকাসড ইন দি পি, ডব্লিউ ডি, আমি বলছি প্ল্যানেই রুর‍্যাল রোড ধরা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রুর‍্যাল রোড নয়, আমরা এইগুলিকে ভিলেজ রোড বলি। ভিলেজ রোডের জন্য যে টাকা আছে আমাদের ফোর্থ প্ল্যানে ৫,২১,০০,০০০ টাকা রয়েছে। তার মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা আমরা রেখেছি ফর ভিলেজ রোড ইনক্লুডিং ডিষ্ট্রিক্ট রোডস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে তিনি বলেছেন ২০ পারসেন্ট, আমি বললাম ৮৫ পারসেন্ট অব দি মানি হ্যাজ বীন অ্যালটেড ফর দি ভিলেজ রোড। তিনি বলেছেন ২০ পারসেন্ট গভর্ণমেণ্ট ডিরেক-টিভ ছিল। কিন্তু ২০ পারসেন্টের অনেক বেশী, তার তিনগুণ টাকা রেখেছি ফর ভিলেজ

রোড। সুতরাং ভিলেজ রোডের জন্য টাকা নাই সেটা ঠিক নয়। আমরা ভিলেজ রোডের জন্য টাকা রেখেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আগরতলা সিমনা রোডের ব্ল্যাক টপিং এর কথা বলছেন সেটার জন্য যে টাকা ছিল সেই ফাণ্ড একজস্টেড হয়ে গেছে এবং তার জন্য সেই কাজটি করা হয় নি এবং এটা ঠিক নয় যে সেই টাকা অন্যদিকে ডাইভার্ট করা হয়েছে। যে কাজটা হয়েছে তার মধ্যে সম্পূর্ণ টাকাটা খরচ হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক কাজ হয়নি। সুতরাং যেহেতু এই রাস্তাটা আমাদের ফোর্থ প্ল্যানের মধ্যে রয়েছে, সুতরাং আমাদের ৭১—৭২ সালের বাজেটের মধ্যে সেটা ধরা হয়েছে। যে ব্যয় বরাদ্দ শর্ট ফল হয়েছিল সেটা অন্যদিক থেকে এনে ডাইভার্ট করে করা হয়েছে। সুতরাং তার কথা ঠিক নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাইনর ইরিগেশন সম্বন্ধেও আমরা দেখেছি যে ডাইভার্সান স্কীমে এবং রিক্লেমেশন স্কীমগুলি খুব পপুলার হচ্ছে না এবং সেজন্যই এইগুলি আমাদের না থাকলেও এখন টাকা ডাইভার্ট করছি লিফট ইরিগেশনের জন্য। লিফট ইরিগেশন খুব পপুলার এবং আমরা এই খাতে টাকা ধরেছি। তাছাড়া আমাদের গ্রাউণ্ড ওয়াটার সার্ভে অনেকটা শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের সাজেশান অনুযায়ী আমরা ইরিগেশানের জন্য আমরা ডীপ টিউব-ওয়েলের জন্য প্ল্যান নিয়েছি। এই বছর সদরে পাঁচটা নর্দার্ণ ডিভিশনে পাঁচটা সাদার্ণ ডিভিশনে একটা ধরেছি। সাদার্ণ ডিভিশনে একটা ধরেছি কারণ সেখানে এখনও পাওয়ার আসেনি। আর নর্দার্ণ ডিভিশনে পাঁচটা ধরেছি কারণ সেখানে পাওয়ার এসে গিয়েছে। জুলোজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া যে সাইট সিলেক্ট করেছেন সেখানেই আমরা টিউব-ওয়েল করছি। সুতরাং এক্স-প্লোরিং টিউব-ওয়েল অরগেনাইজেশন তারা অলরেডি ড্রিলিং আরম্ভ করেছেন ধর্মনগরে। আর ১৯৭১—৭২ সালে আমরা একটা অ্যাম্বিসিয়াস প্রগ্রাম রেখেছি যেটা ২৫ লক্ষ টাকা মাইনর ইরিগেশন স্কীমের জন্য এবং যে সমস্ত কাজ প্রগ্রেস আছে সেটাকে শেষ করার জন্য এবং আরও অ্যাডিশনেল ১৫ টা লিফট ইরিগেশন স্কীম দেওয়ার জন্য আমরা ২৫ লক্ষ টাকা রেখেছি ১৯৭১—৭২ সালে। সুতরাং মাইনর ইরিগেশন, এইগুলি প্রথম দিকে হয় নি। কারণ মাননীয় সদস্য সেটা বলেছেন যে আমি যখন এষ্টিমেট কমিটির চেয়ার ম্যান ছিলাম তখন এই বিষয়ে আমরা একটা রিপোর্ট রয়েছে। সত্যি। কারণ আমাদের অনেকগুলি স্কীম কমপ্লিট হয়েছিল কিন্তু যেরকম ইরিগেশন হওয়া দরকার সেই রকম হয়নি। কারণ পিপল এর মধ্যে একটা মিস-আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং ছিল যে সরকার খালটা করে দেবে তখন তারা ইরিগেশন করবে। কিন্তু এটা প্ল্যান ছিল না। প্ল্যান ছিল যে সরকার বাঁধ দিয়ে দেবেন আর যারা নাকি জমির মালিক রয়েছে তারা খাল কাটবেন নিজেরা এবং জমির ধার দিয়ে জল নিয়ে যাবেন। সরকার তার জন্য কোন ব্যয় করবেন না। তখন দেখা গেল পরে যেখানে বাঁধগুলি দেওয়া হয়েছে সেখানে জমির মালিকেরা খাল কাটছে না। তারা সরকারকে চাপ দিচ্ছেন যে তোমরা খাল কেটে দাও। আমরা জল নেব। কিন্তু এখন তারা দেখছেন যে সমস্ত হাই ইলডিং ভ্যারাইটি তাদের দেওয়া হয়েছিল সেইগুলির জন্য জলের দরকার এবং এইগুলি চাষ করে তারা প্রচুর লাভবান হয়েছেন সেজন্য এখন তারা উৎসাহিত হচ্ছেন।

তারা যাতে জল পান। এখন তারা কোন কোন জায়গায় খাল কেটে জল নিচ্ছেন। তাদের যে অ্যাটিচিউডটা আগে ছিল সেই অ্যাটিচিউডটা বদল হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে তারা ইরিগেশনের স্কীমগুলি সাকসেসফুল হবে কারণ এটা থেকে আয় হবে এটা তারা বুঝতে পেরেছে। সুতরাং এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এ্যাগ্রিকালচার লাভজনক ব্যবসা, সুতরাং এখন তারা সেখানে পরিশ্রম করতে কার্পণ্য করছেন না, এই এ্যাটিচুউড আগে ছিল না, এখন সেটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং আশা করছি এই ইরিগেশান স্কীমগুলি সাকসেসফুল হবে, লোক বেনেফিটেড হবে এবং তা থেকে তাদের আয় যাতে হতে পারে, তার ব্যবস্থা করবে।

মাননীয় সদস্য শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়, কোন রাস্তা হয়নি বলেছেন, একথা ঠিক নয়। বিলোনীয়ায় রাস্তা হয়েছে এবং হচ্ছে। রাস্তার লিষ্ট অবশ্য আমার কাছে নেই, আমি সেটা দেখে পরে উনাকে দিতে পারব। মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন নাথ মহাশয় বলেছেন যে পি, ডব্লু, ডি'র কর্মচারীরা যারা আছেন, তাদের দরদ নেই, সকলের বেলায় এই ধারণা ঠিক নয়, হয়তো কোন কোন অফিসার আছেন যাদের মধ্যে দরদের অভাব, আমরা তাঁদের অ্যাটিচুড যাতে চেঞ্জ হয়, জনসাধারণের প্রতি তাঁদের ভালবাসা এবং দরদ সৃষ্টি হয়, সেই দিকে প্রয়াস নেব। মাননীয় সদস্য যতীন্দ্রকুমার মজুমদার কতকগুলি এখানে সাজেশান রেখেছেন, সেগুলি আমরা বিবেচনা করব। আর মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশ দাশ মহাশয় পায়খানা করতে গিয়ে জল পান নাই, এটা অত্যন্ত লজ্জা এবং দুঃখের বিষয়, তার জন্য আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। তবে এটা বলতে যেয়ে তিনি বলেছেন যে তিনি ফোন করেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রেসপনস পাওয়া যায় নাই। তবে আমাদের আগরতলা শহরেই যে এটা হচ্ছে তা নয়, আমি কলিকাতা যখন মাঝে মাঝে যাই, তখনও দেখেছি, কোন কোন সময় কাগজেও দেখবেন যে পাইপ লাইন ফেটে গেছে, তার জন্য দুই তিন দিনও জল পাওয়া যায় না। আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবং এ্যাসেম্বলীর সেক্রেটারী তাদের জলের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, যাতে জল তাঁরা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটা অনেক সময় হয়ে থাকে এবং হতে পারে বরং আমাদের এখানে এটা কম হচ্ছে। এখানেও কয়েক দিন আগে আমরা লাইট পাই নাই, কলিকাতাও এমন হয়, কাগজে দেখেন যে পাইপ বারস্ট হচ্ছে যার জন্য জল পাওয়া যাচ্ছে না। তবে রেসপনস দেওয়া হয় নাই, সেটা ঠিক নয়, রেসপনস নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। আমাদের এখানে সেদিন যেহেতু ট্রান্সমিশন লাইন জলে গিয়েছিল তার জন্য আমরা লাইট পাই নাই, এটা আমাদের এখানেই নয়, বড় বড় শহরগুলিতে যেমন দিল্লী, সেখানেও এই রকম হয়। যন্ত্র হলেই যন্ত্র ঠিক থাকবে তা ঠিক নয়, মাঝে মাঝে সেটা বিকল হতে পারে, যাতে কম হয়, যাতে মাননীয় সদস্যদের অসুবিধা না হয়, সেই দিকে সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টি কর্তৃপক্ষ রাখবেন, এই আশ্বাস আমি দিতে পারি। আমার মাননীয় সদস্য শ্রীনিশিবাবু এবং শ্রীসুরেশ বাবু যে কতগুলি কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন রেখেছেন, তা বিবেচনা করে দেখব। মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু এষ্টিমেটের কথা বলেছেন, সেটার রেট একবার ১৯৬৬ সালে চেঞ্জ করা হয়েছে, আরেকটা চেঞ্জ করে পাঠিয়েছেন সি, পি, ডবল্যু, ডি'র কাছে ফর এ্যাপ্রুভেল,

সেটা পেলেই এষ্টিমেটের রেটগুলি চেঞ্জ আমরা করতে পারব এবং তাতে আশা করি কাজগুলি হবে। অতএব আমি যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রেখেছি, সেইগুলি আশা করি হাউস সমর্থন করবেন এবং কাট মোশান যেগুলি এখানে রাখা হয়েছে, সেগুলি যুক্তি সঙ্গত নয় বলেই আমি সমর্থন করতে পারছি না।

Mr. Speaker :—Now the discussion is over. I am putting to vote the Cut motion first. The Cut motion moved by Shri Monmohan Deb Barma to discuss on—

"Roads are not properly repaired".

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 27, Major Head--50—Public Works.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 3,36,74,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 27—Public Works.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

খোয়াই, বিলোনীয়া এবং কৈলাসহরকে ব্রীজের অভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার প্রতিবাদ।

The Cut Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the another Cut Motion moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma, discuss on—

আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারের নিকট হাওড়া নদীর উপর ব্রীজের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের অভাব।

The Cut Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 28, Major Head—52 Capital Outlay on Public Woiks.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 23,52,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the

the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 28—Capital Outlay on Public Works.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 42, Major Head 109—Capital Outlay on Other works.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1971]. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 42—Capital Outlay on Other Works.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 41, Major Head 103—Capital Outlay an Public Works.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,23,80,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Public Works.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I an putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'ত্রিপুরার বন্যা নিরোধের জন্য মাষ্টার প্ল্যানের ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ ।'

The Cut Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the main demand.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 13,60,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 25—Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 39, Major Head 100—Capital Outlay on Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 24,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account). Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Dy. Speaker :—Now, I am putting to vote the Demand for Grant No. 39—Major Head 100—Capital Outlay on Irrigation Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 24,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in-course of payment during the year ending on the 31st March, 1971 in respect of Demand No. 39—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

The motion was put and passed by voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—Then, I am putting to vote the demand for Grant No. 26—Electricity Schemes.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 51 50,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1971 in respect of Demand No. 26—Electricity Schemes.

The motion was put and passed by the voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—Next, I am putting to vote the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma on the demand for Grant No. 40.

The question before the House is the motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বল্পমূল্যে বিদ্যুত সরবরাহ এর ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ।

The motion was put and lost by voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—Then, I am putting to vote another cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma on the demand for grant No. 40.

The question before the House is the motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—"Dumbur Hydel Project রূপায়নে N. P. C. Cর ব্যর্থতা সম্পর্কে।

The motion was put and lost by voice vote.

Mr. Dy. Speaker :—Next, I am putting to vote the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma... ..

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—স্যার, আমি তো এই কাট মোশানটি এখনও মুভ করিনি এবং আমাকে মুভ করার জন্য বলাও হয়নি। অথচ আপনি সেটাকে ভোটে দিয়ে দিচ্ছেন, তা কেমন করে হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনারা এক সংগে কাটমোশানগুলি মুভ করেছেন।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—স্পীকার স্যার বলেছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ডিমাণ্ডগুলি মুভ করলে পরে, সেগুলির উপর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যেসব কাট মোশান দিয়েছেন, সেগুলি এক সঙ্গে মুভ করে তাদের বক্তব্য রাখবেন। কিন্তু এখন তারা বলছেন যে সেগুলি মুভ করেননি এবং সেগুলির উপর তাদের কোন বক্তব্য রাখেননি, এই রকম তারা বলতে পারেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনাদের কাট মোশানগুলি এক সঙ্গে মুভ করার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—স্যার, আমি অনেকক্ষণ যাবত এই হাউসের মধ্যে বসে আছি এটা একটা ইমপর্টেন্ট ডিমাণ্ড, এর উপরে অনেকগুলি কাট মোশান আছে। কিন্তু সেগুলি মুভ করার জন্য আমাদের কাউকে কল আপন করা হয়নি। আমরা যেটা শুনেছি, সেটা হল ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টিনাইন পর্য্যন্ত যে সব কাট মোশান আছে সেগুলি মুভ করার জন্য বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের এটার উপর যে সব কাট মোশান আছে, সেগুলি মুভ করার জন্য বলা হয়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—নিশ্চয় আপনাদের একসঙ্গে মুভ করার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—না স্যার, এটা মুভ করার জন্য আমাদের বলা হয়নি। আমি তো বলেছি যে আমি এই হাউসে অনেকক্ষণ আগে থেকে বসে আছি, এমন কথা আমাদের বলা হয়নি। তবে আমার মনে হচ্ছে, তা হল এটাকে বাই পাস করে যাওয়ার জন্য এই রকম করা হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—স্পীকার স্যার, এক সঙ্গে এগুলি মুভ করার জন্য বলেছেন এবং আমিও আমার ডিমাণ্ডগুলি একসঙ্গে মুভ করে গেছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমার কাছে যে নোট রয়েছে, তাতেও দেখছি যে এই সবগুলি মুভ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে এর উপর যেসব কাট মোশান আছে সেগুলিও একসঙ্গে মুভ করে বক্তব্য রাখার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— স্যার আমার বক্তব্য হল এই ডিমাণ্ড নাম্বার ফটি ইলেক্ট্রিসিটি স্কীম। এটা একটা ইমপর্টেন্ট ডিমাণ্ড এবং এটার উপর অনেকগুলি কাট মোশান আছে, সেগুলির মাধ্যমে অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু এটা যদি ডিস্‌কাশন করতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের এই হাউসে বক্তব্য রাখার যে রাইট আছে, সেটা থেকে আমাদের ডিপ্রাইভ করা হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনাদের এক সংগে মুভ করার জন্য বলা হয়েছে। কিন্তু আপনারা যদি এক সংগে মুভ না করে থাকেন, তাহলে আমি এখন কি করতে পারি ?

Mr. Dy. Speaker (Contd.)—Now, I am putting to vote the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma on the Demand for Grant No. 40—Electricity Schemes.

The question before the House is the motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Dumbur Hydel Project এর রূপায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দানের জন্য বরাদ্দের অভাব।

The motion was put and lost by voice vote.

Shri Promode Rn. Dasgupta—Point of Order Sir, যদি এই ডিমাণ্ডটা মুভ না করেই থাকে, তাহলে কাট মোশান মুভ করার প্রশ্ন কি করে আসে এবং এটাকে ভোটে দেওয়ার প্রয়োজনও নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—As the member was present in the House, he must have moved his cut motion.

আমার কাছে স্পীকারের যে নোট আছে, তাতে লেখা আছে—Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demand I shall take all the Cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions.

Shri Promode Rn. Dasgupta—It has been taken as moved when the member concerned moved his cut motion.

আমি মেম্বার হয়ে যখন বলছি যে আমি এই কাট মোশনটা মুভ করিনি, তখন এটাকে কি করে ভোটে দেওয়া হবে এবং যেটা বলা হচ্ছে যে ইট হ্যাজ বীন মুভড। এটা হতে পারে না, আমাদের যে রুলস আছে, তাতে এই কথা কোথাও লেখা নেই। কাজেই স্যার, এটা কোন মতে সম্ভব নয়। এখন যদি এটাকে ভোটে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের রুলসকে ভায়োলেট করবে।

Mr. Dy. Speaker—Now, I am putting to vote the main motion i, e, Demand for Grant No. 40—Capital Outlay on Electricity schemes.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে এই ভাবে আমাদের রাইট থেকে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে, সেজন্য তার প্রতিবাদে আমি ৫ মিনিটের জন্য এই হাউস থেকে চলে যাচ্ছি।

Mr. Dy. Speaker—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 3 57,00,000/- [inclusive of the sums specified in colummn 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demann No. 40-Capital Outly on Electricity Schemes.

The motion was put and passed by voice vote.

Shri Bajuban Riyan—On point of request, Sir.

Mr. Dy. Speaker—On point of request বলে কিছু নেই। এখানে আছে on point of Order.

Now, I would call an Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 14—Education.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,10,82,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges with will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 14—Education.

Mr. Dy. Speaker—I would now call on Hon'ble Member Shri Promode Rn. Dasgupta to move his cut motions. মাননীয় সদস্য, আপনি কয় মিনিট বলবেন ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—স্যার, কালকে তো আলোচনা হয়েছে পি, ডব্লিউ, ডি এক ঘণ্টা আর এডুকেশনে এক ঘণ্টা পাবে অপোজিশন। এই আলোচনা হয়েছিল বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটিতে। সেই হিসাবে বলব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—অপোজিশনে কি আপনি একাই বলবেন ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমিও আছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনারা ভাগ করে নিন। পার হেড ১৫ মিনিট। এখন ৪-২৪ মিনিট।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—স্যার আমার একটা কাটমোশান হচ্ছে—ফেল্যুর অব সিনিয়র বেসিক স্কীম ইন ত্রিপুরা, আর একটা হচ্ছে—ফেল্যুর টু কনষ্ট্রাক্ট ষ্ট্যাডিয়াম এট আগরতলা। আমার প্রথম যে কাট মোশনটা সে সম্বন্ধে খুব বেশী বক্তব্য রাখার প্রয়োজন নাই এই জন্য যে আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী স্বীকার করেছেন জেনারেল বাজেটের ডিস্কাসনে যে হ্যাঁ, সিনিয়ার বেসিক স্কীমটা ত্রিপুরায় ফেল্যুর হয়েছে এবং শুধু ত্রিপুরায় নয়, তিনি বলেছেন যে আমাদের

রাষ্ট্রপতির [illegible] বোসেনও বলেছিলেন যে সিনিয়র বেসিক স্কীমটা ফেলুয়র হয়েছে তবে আমি বলব যে ফেল্যুরটা আজ থেকে নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা কথা হচ্ছে—Facitilies for crafts provided in the schools of Sadar and Dharmanagar sub-division. The percentage in two sub-divisions are only 30'5 in Sadar and 12·5 in Dharmanagar. And only in one sub-division i. e. in Dharmanagar 25% of sample school provided for training of two crafts, anc percentage of the school provided for one craft training, sadar, Dharmanagai and Sonamura sub-divisions—26.1%, 12.5% and 25% respectively. তাতে বুঝা যায় যে স্কুলগুলির অবস্থা কি, বেসিক এডুকেশনের প্রত্যেক স্কুলগুলির অবস্থা কি। তার চিত্র এর মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর পর আমরা দেখছি যে উইভিং অ্যাণ্ড কার্পেনটারী অ্যাণ্ড কেন অ্যাণ্ড ব্যাম্বো অ্যাণ্ড বুক বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড সুয়িং অ্যাণ্ড টেলারিং—সেটাতে আমরা দেখছি সদরে মাত্র ৪৬টা। উইভিং খোয়াইতে নাই এবং ধর্মনগরে ৩৭ পারসেন্ট। কার্পেনটারীতে আমরা দেখছি সদরে থার্টি পারসেন্ট এবং ধর্মনগরে ২৫ পারসেন্ট অন্য জায়গায় নাই। কেন অ্যাণ্ড ব্যাম্বো আমরা দেখছি সদরে ২৬ পারসেন্ট, খোয়াইতে নাই, ধর্মনগরে নাই, সোনামুড়ায় ২৫ পারসেন্ট। বুক বাইণ্ডিং শুধু ধর্মনগরে ২৫ পারসেন্ট। সুয়িং অ্যাণ্ড টেলারিং আমরা দেখছি সদরে ১৫·৪ পারসেন্ট এবং ধর্মনগরে ২৫ পারসেন্ট। অন্য সাবডিভিশনে নাই। এই হচ্ছে পিকচার। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মেটাল অ্যাণ্ড ব্র্যাঞ্চসমিত যাতে ছেলেরা আকৃষ্ট হয় সেগুলি এখন পর্যন্ত ইনট্রডিউস করা হয়নি। মেটাল অ্যাণ্ড লেদার, এই যে দুইটা ট্রেনিং সেই দুটার প্রতি ছেলেরা আকৃষ্ট হয় বিশেষভাবে এবং তার ভবিষ্যৎ অনেক ভাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এইগুলি নাই। এটা আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী স্বীকার করেছেন। স্বীকার করার পর কেন এই সিনিয়ার বেসিক স্কীমটাকে এখনও ত্রিপুরায় রাখা হল? এটাকে কেন অ্যাবলিশ করা হল না? কারণ যে স্কীম ফেল্যুর হয়েছে স্বীকার করেছে সেটাকে এই বছরও আমরা দেখছি গভর্ণরের অ্যাড্রেসে যে ১১-১২ সালে, It is proposed to start an additional 200 Jr. basic units, 15 junior basic schools", অতএব যে স্কীম কার্যত ফেল্যুর হয়েছে সেই স্কীমটাকে রেখে কতগুলি টাকার অপচয় করা, এই জন্য যে কার্পেন্টারীই বলুন, তারপর উইভিং বলুন, তারপর কেন অ্যাণ্ড ব্যাম্বো বলুন, তারজন্য অনেক জিনিষপত্র কেনা হয়, কনট্রাক্টর টাকা পায়। কিন্তু সেগুলি ইউটিলাইজড হয়না। তাই আজকে আমার এই কাটমোশন এর অর্থ হচ্ছে যে, যে স্কীম ফেল্যুর হয়েছে সেই স্কীম না রেখে আগেকার মত জুনিয়ার হাইস্কুলেই চালিয়ে যাওয়া ভাল কারণ এই ফার্সটা না করাই ভাল। তারজন্য আমি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এই জিনিষটা বলতে চাই যে আমাদের যে স্কীম ফেল্যুর করেছে সেটা আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ধরতে চাইনা, আমরা লজ্জা পাচ্ছি যার জন্য আমি বলেছিলাম যে প্রতিটা স্কীমের আউটলাইন থেকে সবকিছু কেন্দ্রীয় সরকার এই ইউনিয়ন টেরীটরীতে করে দিচ্ছেন এবং ইউনিয়ন টেরিটরি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট নয় যে সেই কোন স্কীমকে বাদ দিতে পারে উইদাউট দি অ্যাপ্রুভাল অবদি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যেটা ষ্টেট গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করলে সেই স্কীমটা বাদ দিতে পারত।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমার আরেকটা কাট মোশান হচ্ছে—'Failure to construct stadium at Agartala.' মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের হীরালাল রায় কুমারী অনিমা বনিক, শ্রীধর প্রভৃতি ছেলেমেয়েরা সত্যি নাম করেছে এবং আমাদের আরেক'া ছেলে মন্টু দেবনাথ, রাশিয়ায় যেয়েও নাম করেছে এবং গোল্ড মেডেল পেয়েছে, সেইজন্য আমরা গর্বিতা কিন্তু আজকে যে ষ্টেডিয়মের কথা বলছি, সেই ষ্টেডিয়ম ত্রিপুরাতে নেই, তার জন্য ওদের খুব অসুবিধা, তাদের খেলাধুলার জন্য যে ষ্টেডিয়ম দরকার, সেটা ত্রিপুরাতে নেই। এমন কি কোথায় সেই ষ্টেডিয়ম হবে সেটাও ঠিক করতে পারি নাই। আজ এত বছরের মধ্যেও সেটা আমরা করতে পারি নাই। তাই আজকে একথা বলতে হয়, 'প্রিজনার অব ইণ্ডিসিশন'। মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমে আমি কনষ্ট্রাকশান অব ষ্ট্যাডিয়ম সম্বন্ধে এষ্টিমেট কমিটির যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে আমি যা দেখেছি, তাই আমি হাউসের সামনে রাখছি। প্রথমে বলা হয়েছে—"Director also keenly feels for the need of a stadium at Agartala. For the last three years necessary action was taken for getting a land from the Revenue Deptt. but with no effect. Government may place the Childrrn Park at the disposal of the Education Department "for the construction of the Stadium." প্রথমে চিলড্রেন পার্কে ষ্টেডিয়ম করার কথা হল। "Inspite of our best effort, site selection for the stadium has not yet been finalised,'' এই রিপোর্ট হচ্ছে ১৯৬৯ সালের কথা। As per Approval of the Estimate Committee, we are making a reference to the appropriate authority for placing the Children Park to the disposal of tho Education Department. এর পর চিল্ড্রেন পার্ক চলে গেল, আসল ষ্ট্যাবল গ্রাউণ্ড। মিঃ স্পীকার স্যার, তারপর—No. F 38 (9)-E/69(EL-1) dt. 7/12/70, এই চিঠিতে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট জানাল, "the stable ground at Agartala has been selected for the Stadium. Steps will be taken for preparation of plans and estimates as soon as the land will be available. The matter has been taken up by the D. M. and Collector with the Public Works Department and Animal Husbandry Department. মিঃ স্পীকার স্যার, আমার একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই, আমি যখন জেনারেল বাজেট ডিসকাশস করেছিলাম, তখন জানতে পারলাম যে ষ্টেবল গ্রাউণ্ডেও সেটা হচ্ছে না, সেখান থেকেও সরানোর ব্যবস্থা করছে। তাহলে আজকে চিল্ড্রেন পার্ক, তারপর ষ্ট্যাবল মাঠ, সেটাও শেষ হয়ে গেছে। এইভাবে ষ্টেডিয়ামের কাজ চলবে, সেটা আর জন্মলাভ করবে না। আমি হাউসের দৃষ্টি সেইদিকে রাখছি এবং এই জন্যই আমি আমার কাট মোশান এখানে রেখেছি। কারণ এই ষ্টেডিয়ম করার মধ্য দিয়ে আমরা কতদূর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি সেটা দেখাবার জন্য। আমাদের অনেক ছেলেমেয়ে বিদেশে যাচ্ছে, নাম করছে এবং ফিজিক্যাল এডুকেশান আমাদের দরকার, কিন্তু ষ্টেডিয়মের যে প্রয়োজন—একটা প্রি-রিকুইজিট সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না সেটাও আজকে হচ্ছে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এরপর আমার বক্তব্য রাখছি আমাদের পাবলিক এ্যাকাউন্টস এর যে রিপোর্ট তার মধ্যে আমি দেখছি এডুকেশান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে ট্রাইবেল এরিয়াতে শিক্ষা সেই রকম হয়নি, এটা পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটি স্বীকার করেছেন। এখানে লিখা আছে—Progress among the tribals were still not so much appreciable and as such the Committee would recommend that the Department should make attempt to encourage tribals to come to school and thereby remove the illeteracy from among them, মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই কথাটা এদিন বলেছিলাম যে প্রাইমারী এডুকেশনের পরে ক্লাশ ওয়ান টু ফাইভ ওঠার পর, ক্লাশ সিক্স টু এইট পর্যন্ত কিরকম ছাত্র স্কুলে যাচ্ছে এবং সেখানে কিরকম একটা ষ্ট্যাগনেন্সী, সেই কথাটাই আমি সেদিন বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, মাননীয় মিনিষ্টার বলেছিলেন অন্যান্য জায়গার থেকে আমরা অনেক ভাল। সত্যি কোন কোন জায়গা থেকে ভাল, আবার কোন কোন জায়গা থেকে ভাল যে নয়, তারই প্রমাণ আমি এখানে দিচ্ছি। ত্রিপুরায় শতকরা ২৪জন শিক্ষিত হচ্ছে। আমি ইউনিয়ন টেরিটোরীর থেকে কতকগুলি উদাহরণ দিচ্ছি। কারণ আমরা ইউনিয়ন টেরিটোরীতে আছি। আমাদের এখানে শতকরা ২৪জন প্রাইমারী থেকে সেকেণ্ডারীতে ভর্তি হয়। আর হিমাচলে শতকরা ৩০জন (এ্যাপ্রকসিমেটলী) পণ্ডিচেরীতে শতকরা ২৬ জন, গোয়া, দমন – দিউ—শতকরা ২৭জন (এ্যাপ্রকসিমেটলী) আর হিমাচল প্রদেশে ৩০ পার্সেন্ট এ্যাপ্রক্সিমেটলী, পণ্ডিচেরীতে ২৬ পার্সেন্ট এ্যাপ্রক্চিমেটলী, গোয় দমন এ্যাণ্ড দিউতে ২৭ পার্সেন্ট এ্যাপ্রক্সিমেটলী। আমার এই কথা বলার কারণ হচ্ছে আমাদের প্রাইমারী ষ্টেজে যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্র তারা যখন উপরে ক্লাশে গিয়েছে, তাদের সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৯.৯ হাজার। এটা আমার রিপোর্ট নয়। ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্লেনের জন্য যারা এই রিপোর্ট সাবমিট করেছে, সেটার থেকে আমি এখানে বলছি। আর আমার বলার উদ্দেশ্য হল আমাদের প্রাইমারী ষ্টেজে যে ছাত্র সংখ্যা আছে, তাদের উপরের ক্লাশ নিয়ে যেতে পারছি না। যেমন প্রাইমারীতে যা ছিল সেকেণ্ডারীতে তা আরও কমে যাচ্ছে এবং সেকেণ্ডারীতে যা ছিল হায়ার সেকেণ্ডারীতে সেটা আরও কমে যাচ্ছে তুলনামূলকভাবে। আমাদের ছেলেদের এডুকেশানের দিক দিয়ে যদি তাদেরকে আপ-টু হায়ার ষ্টেজ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি, তাহলেই এডুকেশান সম্বন্ধে আমরা মনে করি যে আমাদের এডুকেশান সফলতা লাভ করেছে। কারণ এটা হচ্ছে আমাদের বড় কথা এবং বড় টার্গেট। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমি বলছি যে আমাদের ছেলেদের একটা বিরাট অংশকে আমরা উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারছি না। তারপরে এই যে সংখ্যা নিয়ে সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার তার মধ্যে ৩৯.৯ হাজার সেকেণ্ডারী ষ্টেজে গিয়েছে এবং এই যে সংখ্যা, তার মধ্যে যদি ট্রাইবেল এরিয়া ধরা যায়, তাহলে সেটা আরও সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। এটা অবশ্য আমাদের ডাইরেক্টরেট অব এডুকেশান স্বীকার করেছে যে ট্রাইবেল এরীয়াতে কি পরিমাণ উঠছে, তার কোন এ্যাকৃজেক্ট ফিগার তাদের কাছে নেই।

কিন্তু এটারও একটা সার্ভে হওয়ার দরকার। আমাদের যে ইনএ্যাক্সেস এরিয়া ব্যাক ওয়ার্ড এরিয়া, এবং ট্রাইবেল এরিয়া যেখানে আছে, সেখানে শিক্ষার মান এত নীচু যে সেখানে ষ্টেগনেন্সী এ্যাণ্ড ওয়েষ্টেজ অত্যন্ত বেশী। যে পার্সেন্টেজ আছে, তাতে আমার মনে হচ্ছে যে সেটা সিক্সটি পার্সেন্ট কমে যাবে, যদি ঐসব ট্রাইবেল এরিয়ায় সার্ভে করে তার স্টেগনেন্সী এ্যাণ্ড ওয়েষ্টেজ ধরা হয়। আমাদের ১৯৬১ সনের সেন্সাসে এডুকেশানের পার্সেন্টেজ হচ্ছে টুয়েন্টি ওয়ান। এর মধ্যে ট্রাইবেল এরিয়াতে হচ্ছে টেন পার্সেন্ট। অতএব এদিক দিয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্য আমাদের এডুকেশানকে যদি পাশের অন্য কোন রাজ্যের সংগে তুলনা করতে গিয়ে দেখি যে আমরা ভাল করলাম না খারাপ করলাম, সেইক্ষেত্রে আমাদের যদি কোন ওয়েষ্টেজ হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কমাতে পারলাম কিনা, সেটাই হবে আমাদের কাছে বড় কথা। তারপরে আর একটা আছে কোয়ান্টিটি এ্যাণ্ড কোয়ালিটি। এখানে আমাদের কোয়ানটিটিটা যেমন দেখছি, কোয়ালিটিটা তেমন দেখতে পারছি না। এটাও কিন্তু আমার রিপোর্ট নয়, এটা হচ্ছে আমাদের পি. এ, সি,র রিপোর্ট। আমাদের পি, এ, সি, কমিটি অবজার্ভ করেছে যে আমরা কোয়ালিটির দিক দিয়ে সফলতা লাভ করতে পারিনি যতটা কোয়ানটিটির দিক দিয়ে হয়েছে। তারপরে আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে শিক্ষা জগতে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই তো সেদিন প্রাচ্য ভারতী স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে আমি একটা কলিং এটেনশান নোটিশ এনেছিলাম। তারপরে কয়েকদিন হয় প্রগতি স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এরপরে রামঠাকুর পাঠশালা সেখানেও ২/১জন শিক্ষয়ত্রী আহত হয়েছেন। এদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এই তো সেদিন আমি ধর্মনগরে গিয়েছিলাম, সেখানকার বি,বি, ইন্‌ষ্টিটিউটের পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। এটা সম্পর্কে আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় ভাল করে জানেন। সেই ইন্‌ষ্টিটিউশানটাকে যেভাবে পুড়ানো হয়েছে তাতে করে সেখানে কোন ক্লাশই নেওয়া যাচ্ছে না। তাই আজকে এই দল ঐ দলের দোষ না দিয়ে, এর সম্পর্কে একটা হাই পাওয়ার ইন্‌কোয়েরী কমিটি বসিয়ে, যেসব ঘটনা ঘটছে সেইগুলি যাতে ফাইন্‌ড আউট করা যায় এবং সেগুলি বন্ধ করা যায় সেজন্য আমাদের এখন থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আর এটা না হলে আমাদের শিক্ষার জগতে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না। আজকে রামঠাকুর পাঠশালা এবং রামঠাকুর কলেজের মধ্যে একটা গোলমাল চলছে, সেখানে ছাত্র ও শিক্ষকদের কতগুলি দাবী আছে, সেই দাবীগুলি সম্পর্কে তারা কিছুদিন আগেও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাদের বক্তব্য রেখেছেন। আমি যতটুকু জানি, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী তাদের সেই দাবীগুলি মিটিয়ে দেওয়া সম্পর্কে একটা প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। দাবীগুলির অন্যতম হল রামঠাকুর কলেজটাকে সরকারের গ্রহণ করা সম্পর্কে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটাকে সরকার গ্রহণ করছেন না, সেটাকে এমন একটা অবস্থার মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন যে স্কুল এবং কলেজের মধ্যে কোন কাজকর্ম হচ্ছে না। কাজেই এটাকে এমন ভাবে রেখে দিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের মনের মধ্যে একটা বিক্ষোভের দানা বেধে উঠার সুযোগ

দেওয়া উচিত নয়। তাই এই সম্পর্কে সরকারের একটা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া উচিত এবং যে সব ছাত্র ও শিক্ষক তাদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলির দিবে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে আমার কাট মোশানের বক্তব্যকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now, I would call on Shri Ahgore Deb Barma to move his cut motions. But as the member is absent from the House his cut motions falls throw-

Next, I would call on Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motions and raise discussion on this demand for grant No. 14—Education,

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—স্যার, আমি কি রকম সময় পাব ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—৫ মিনিট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর্টিন—এডুকেশানের উপর আমার মোট ৫টা কাট মোশান আছে। তারমধ্যে প্রথমটা হল ত্রিপুরী, মনিপুরী, হিন্দি এবং তেলেগু প্রভৃতি সংখ্যা লঘু ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না রাখার প্রতিবাদ। স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় যে উপজাতি রয়েছেন, এই উপজাতিদের মধ্যে যারা দেব বর্ম্মা ভাষায় কথা বলেন, তাকে সাধারণতঃ ত্রিপুরী ভাষা বলা হয়ে থাকে। এই ত্রিপুরী ভাষা শুধু দেব বর্ম্মাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ত্রিপুরাতে অন্য যে সব উপজাতি আছে, তারাও এই ত্রিপুরী ভাষাতে তাদের ভাবের আদান প্রদান করে থাকেন। তাই এই ভাষার মাধ্যমে উপাজাতিদের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে কোন জাতি যদি তাদের প্রাথমিক শিক্ষা, তাদের মাতৃ ভাষায় গ্রহণ না করতে পারে তাহলে সেই জাতির ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয় না। তাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আজকে উপজাতি ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে, তাদের বাংলা ভাষা জানতে হবে। এবং এ ছাড়া অন্ততঃ আমাদের ত্রিপুরাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা লাভের আর কোন অন্য উপায় নাই। আজকে যদি আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা বই উপজাতি ছেলেমেয়েদের জন্য বের করা হয়েছে এবং সেই বইকে প্রাথমিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এমন কোন শিক্ষক নেই যে তারা উপজাতীয় ছেলে মেয়েদের ঐ ভাষাতে শিক্ষা দিতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই বই ছাপানো হয়েছে শুধু প্রাথমিক স্কুলগুলির মধ্যে বিতরণ করবার জন্য, সেখানে কোনদিন এই ভাষাতে শিক্ষা দেওয়া হয় না এবং সেই বইগুলি ঐ স্কুলগুলির লাইব্রেরীর মধ্যে পড়ে থাকে। তাছাড়া আমরা আরও দেখি যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই বইগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। আর এটাই হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি ছেলে মেয়েদের তাদের মাতৃভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা। অর্থাৎ যা না করলে হয় না এবং লোককে দেখাতে হবে যে আমরা এই সরকার উপজাতিদের

মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য এইসব কাজ করছি। তারপরে অবশ্য ত্রিপুরী ভাষাতে একটা ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা আবার চমৎকার ব্যাপার। ত্রিপুরী ভাষা শিক্ষা করতে গেলে যদি কোন লোক ২/৪টি শব্দ মুখস্থ বলতে পারে, তাহলে তাকে ঐ ট্রেনিং এর নাম দিয়ে মাসে ৫০/৬০টাকা পুরস্কার হিসাবে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভাষাতে কোন জাতিকে তার শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করাতে পারে না। এই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচেষ্টা চালাতে পারে না। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি যে এই উপজাতির প্রাথমিক শিক্ষা ত্রিপুরী ভাষায় দিতে হবে। ত্রিপুরীদের মধ্যে অনেক যুবক রয়েছে তাদের ত্রিপুরী ভাষার অঞ্চলে শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে এবং তাদের দ্বারা উপজাতি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই যদি না করা হয়, কিছু শিক্ষককে ট্রেনিং দিয়ে, কিছু বই পুরস্কার দিয়ে, কিছু বইপত্র বিলি বন্টন করে কোনদিনই একটা জাতির প্রাথমিক শিক্ষা তার মাতৃভাষায় হতে পারে না। এটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু নয় এবং জনসাধারণকে ভাঁওতা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এটা সম্পূর্ণ ভাঁওতাবাজী। এডুকেশন মিনিষ্টার কি বলতে পারেন যে এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আমরা কতটুকু অগ্রসর হয়েছি? আর মণিপুরীদের সম্পর্কেও তাই। অথচ মণিপুরে রয়েছে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। তারপর হিন্দীও তাই। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা নিয়ে টাকা পয়সার কেলেংকারী কত হয়েছে সেটা তো সবাই জানেন মশাই। (এ ভয়েস) সভার মধ্যে কাঁঠাল ভাংতে চেষ্টা করবেন না। ত্রিপুরীদের এবং মণিপুরীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। বলা হয় গণতন্ত্রের ভিতর দিয়ে শিক্ষার বিপ্লব, এডুকেশন্যাল রিভলিউশান। তার পর আর একটা কাটমোশান হল,—ত্রিপুরার বে-সরকারী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনা বিধি গ্রহণে ব্যর্থতার প্রতিবাদ। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলেছে রামঠাকুর স্কুলের কথা। রামঠাকুর বে-সরকারী স্কুলে ষ্ট্রাইক হওয়ার পর থেকে এই পর্যন্ত কয়েক ডজন শিক্ষক ছাঁটাই, তারপর নানা আন্দোলন, তারপর কত কি কাণ্ড, এইভাবে চলছে। আর এখন গত মার্চ্চ মাসের ৫ তারিখ থেকে শিক্ষকরা ধর্মঘট করেছে। কিসের জন্য? কাজেই এই যে রামঠাকুর স্কুল নিয়ে একটা রাজনৈতিক খেলা, আর স্কুল বে সরকারী ভাবে যারা পরিচালনা করেন তাদের নিয়ে নেওয়া হয়, কারণ ৭২ সাল তো আসছে, ঐ বসন্তের আগমনে আমলকী বন দোলার মত অবস্থা আর কি। যাই হোক বে-সরকারী স্কুল যেমন রয়েছে রাণীর বাজারে, সেই ক্ষেত্রেও তাই। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। শিক্ষককে ছাঁটাই করার ব্যবস্থা হচ্ছে, ষড়যন্ত্র চলছে, রাজনীতি চলছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্কুলগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষকরা দাবী করেছে যেখানে সেই দাবীগুলি কিরকম? ১৯৬৮ইং বেতন পর্যন্ত রামঠাকুর স্কুলের শিক্ষকরা পাচ্ছেন না। তাদের ব্যবস্থা কেন করছেন না। আজকে এই কর্মচারীরা খাটুনী দিয়েছে, সব কিছুই করেছে, অথচ ১৯৬৮ইং থেকে বেতন পাচ্ছে না আর আজকে ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাদের প্রাপ্য পাওনাটুকু তারা পেল না। তারা আজ অনিৰ্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করে চলেছে।

সরকার পক্ষ থেকে কেন অগ্রসর হয় না শিক্ষকদের দাবী পূরণের জন্য। অন্যান্য যে পায়খানা পানীয়জল, এই সমস্ত ব্যবস্থা পর্যন্ত ঠিক নাই। যার জন্য শুধু শিক্ষক নয়, ছাত্ররাও ক্লাশ বর্জন করতে চলেছে। সেটা দূর করার ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না, কেন মিনিষ্টার নিজেই বলেছেন রামঠাকুর স্কুলকে সরকারের হাতে নিয়ে নেবেন কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে গেল সরকার গ্রহণ করার ব্যবস্থা করছেন না? আবার শোনা গেছে যে কমিটির সম্পাদককে বদল করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু তাকেই আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই জায়গায় বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপর আর একটি কাট মোশান রয়েছে—বে-সরকারী কলেজ সমূহের সম্যক দায়িত্ব গ্রহণে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদ। কৈলাসহরে রয়েছে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যাপীঠ। এই কলেজ সম্পর্কে কয়েকদিন আগে একটি প্রশ্নের উত্তরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে সেখানে শিক্ষকরা আজ পর্যন্ত বেতন পাচ্ছেন না। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি, মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে এই যে বে-সরকারী স্কুল কলেজ রয়েছে এইগুলিকে সরকারের হাতে নিয়ে তার সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা করা এবং এই কলেজগুলির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা যাতে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং যেটা করলে পরে শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হবে। তারপর এইসঙ্গে কিছু সংখ্যক যারা গরীব ছাত্রছাত্রী আছে তাদের বিনা পয়সায় গাড়ীতে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, কলেজ করা, স্কুল করা, এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি রাখা দরকার। কিন্তু এই সরকার কোন মতেই ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তার জন্য একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আর একটা হল—ধর্মনগর, খোয়াই ও উদয়পুরে নূতন কলেজের ব্যবস্থা না থাকা। ত্রিপুরায় ত্রিশটি নূতন সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থার অভাব। ধর্মনগরে কলেজ করার কথা নিশ্চয়ই ধর্মনগরের একজন সদস্য চান। তিনি অস্বীকার করবেন না, ধর্মনগরে কলেজ যাতে হয় সেটাই চাইবেন, নাকি তিনি চাইবেন না? (এ ভয়েস—চাইব, কিন্তু কলেজ নিয়ে রাজনীতি চাই না)।

এই যে ধর্মনগরে বিরাট একটা এলাকা রয়েছে নূতন একটা কলেজ সেখানে করা যায়। তার জন্য সেখানে একটি কমিটি হয়েছে। কমিটির মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে জমি সংগ্রহ করার। আজকে সরকারের যদি সদিচ্ছা থেকে থাকে ধর্মনগরে কলেজ স্থাপন করার তবে জনসাধারণের দিক থেকে যে সমস্ত উদ্যোগগুলি রয়েছে সেগুলি কাজে লাগাতে পারতেন। তারপর খোয়াই, উদয়পুর। উদয়পুরে যারা জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করেছে সেই টাকা এখনও রয়েছে কমিটির হাতে। এই টাকাগুলি নিয়ে আজকে সরকারের অগ্রসর হওয়া উচিত কলেজের ব্যবস্থার জন্য। এই নূতন কলেজ স্থাপনের ব্যবস্থা করা দরকার। এই নূতন কলেজ স্থাপনের জন্য জনসাধারণের মহল, শিক্ষিত মহল, প্রত্যেকেই দাবী করছেন, এবং তাদের দাবীর সঙ্গে সংগে শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য এবং শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও এই কলেজ স্থাপন করার দরকার। তারপর আমার কাট মোশানে শুধু কলেজ স্থাপনই নয়, ত্রিপুরায় ত্রিশটি নতুন সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থার অভাব, সেই দাবীও আমি রেখেছি। ত্রিপুরাতে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের অভাব রয়েছে, এবং সেখানে আরও ৩০টি স্কুলের ব্যবস্থা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসে পড়ুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা : —মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি।

এই যে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামাঞ্চলে, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি চম্পাবাড়ী প্রাথমিক স্কুলের কথা বলব, আজকে চার বৎসরের মধ্যে একদিনও ক্লাশ হয়নি এবং শিক্ষক মহাশয় ঐ স্কুল কোনদিন দেখেছেন কিনা জানি না, তিনি সেখানে চার বছর ধরে আছেন। তারপর বনকুমারী স্কুল সেখানে দুই বছরের মধ্যে দুই সেকেণ্ডের জন্যও ক্লাশ হয়নি, মাষ্টার মহাশয় ভুলক্রমে সেখানে কোনদিন গিয়েছেন কি না জানি না। গ্রামের মানুষ শিখতে চাইছে, কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা সেখানে শিখতে পারছে না, এই অবস্থাগুলি দূর করার জন্য আজকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তারপর মধুপুর জুনিয়র বেসিক স্কুলের কথা বলব, সেটাকে যাতে সিনিয়র বেসিক স্কুল করা হয়। তারা আজকে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছে, সেই দরখাস্তগুলি বিবেচনা করা দরকার।

Mr. Speaker :—I call on Shri Bidya Ch. Deb Barma to move his Cut Motions. মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরেকদিন যাতে ডিসকাস করতে পারি, সেই জন্য আজকে শুধু আমার কাট মোশানগুলি মুভ করে রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—হাউস যদি এ্যাগ্রী করে, তাহলে আমার আপত্তি নেই টাইম এক্সটেণ্ড করতে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এ্যাগ্রী করি, যাতে কাট মোশনগুলি হয়ে যেতে পারে, সেইভাবে টাইম এক্সটেণ্ড করা হউক।

মিঃ স্পীকার :—আমি ২৫ মিনিটের জন্য টাইম এক্সটেন্‌ড করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৪— এডুকেশান, তার উপর আমার কাটমোশন হচ্ছে—

'প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক না করার প্রতিবাদ।' 'আরেকটা হচ্ছে—তপশিলী জাতি উপজাতির জন্য প্রয়োজনীয় স্কলারশিপের অভাব।' তৃতীয় হচ্ছে' প্রি-প্রাইমারী স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাব।"

এই কাটমোশনগুলি আমি রেখেছি। কারণ আমরা সারা ত্রিপুরায় যদি দেখি, প্রাথমিক শিক্ষার বেলায় দেখব যে তেমন সুযোগ সুবিধা সরকার দিচ্ছেন না, বা সেই শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করছেন না ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে ট্রাইবেলদের বেলায় যদি এই শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে না করা হয়, তাহলে পরে শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। কাজেই সরকারের তরফ থেকে যদি এই চিন্তা থাকে যে শিক্ষার দিক দিয়ে যারা অনগ্রসর, তাদের যে সমস্ত শিক্ষিত মানুষ আছে, তাদের সমান স্তরে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে বাধ্যতা-

মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আরম্ভ করতে গিয়ে সরকারের গাফিলতি রয়ে গেছে, কারণ এটা উদাহরণ স্বরূপ আমি এখানে বলতে চাই যে কাঞ্চনপুর, দশদা বাজারে একটা স্কুল আছে, সেখানকার একজন শিক্ষক বিগত ১৯৫০ সাল হইতে সেখানে শিক্ষকতা করছেন, কিন্তু এর মধ্যে তিনি মাত্র ১৯ টাকা পেয়েছেন। তিনি চার পাঁচ শত চিঠি গভর্ণমেন্টের কাছে লিখেছেন, মিনিষ্টারের কাছে চিঠি দিয়েছেন, কাজেই সেই দিকে চিন্তা করা সরকার। গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে তাঁকে এ্যাপয়েনমেন্ট দেওয়া হয়েছে, কাজেই এডুকেশান মিনিষ্টারের উচিত তাঁর পাওনা টাকাটা দেওয়া। এই ১৯৭১ সালের মাত্র ১৯ টাকা। তিনি যদি চাকুরী না করেন, তিনি শিক্ষকতা না করেন, তাহলে সেখানে কি করে তিনি এই টাকা পাচ্ছেন এবং সরকার তাকে পেমেন্টটা দিচ্ছেন। কাজেই আমি সেদিক দিয়ে বলব, তিনি এতদিন যে খাটনি খেটেছেন, সেজন্য তার যে পাওনা, সেগুলি তাকে যেন দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার তার প্রতি যে ব্যবহার করেছেন, সেটা অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার বলে আমি মনে করি। তারপরে যে সব স্কুলে একজন মাত্র শিক্ষক আছে, সেখানে আরও শিক্ষক দেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করছেন না। কাজেই আমাদের গ্রামগুলিতে যেসব ছাত্রছাত্রী আছে, তারা যাতে ভালভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে, সেজন্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আমি সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি এখন বসে পড়ুন, আপনার সময় অনেক আগেই ওভার হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—স্যার, আমার আর একটা কাট মোশান আছে, সেটা সম্পর্কে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সেটা হচ্ছে তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য প্রয়োজনীয় স্কলারশিপের অভাব। এই যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছেলেমেয়েরা যে লেখাপড়া শিখবে, সেজন্য তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়ার জন্য যে বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা খুব কম বলে আমি মনে করি। কিন্তু আমরা এও দেখছি যে আমাদের এই হাউসকে জিজ্ঞাসা না করে অতিরিক্ত অনেক টাকা খরচ করা হয়, অন্যান্য খাতে। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে ভাল করে লেখাপড়া শিখতে পারে, সেজন্য এই সরকার কোন দৃষ্টি দিচ্ছেন না বলে আমি মনে করি। কাজেই ১৯৭১-৭২ সালের বাজেটের মধ্যে যদি প্রয়োজন মত অর্থ রাখা হত তাহলে আমাদের আরও যেসব প্রাইমারী স্কুল দরকার, সেগুলি করা সম্ভব হত। তাই সরকার যাতে এদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করেন, সেজন্য বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ আমাকে যেহেতু বেশী সময় দিলেন না, সেজন্য আমার অনেক কিছু বলার থাকলেও আমি সেগুলি বলতে পারছিনা। কাজেই আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— Now, I would call Shri Debendra Kishore Choudhury to move his cut motion on this demand. As the member is absent from the House, his cut motion falls through.

Mr. Dy. Speaker :— Now, I would call on Shri Baju Ban Riyan to move his cut motion on this demand.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, কতক্ষণ সময় পাব ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ৫ মিনিট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্পীকার স্যার, আমার অবজার্ভেশান হচ্ছে রুলিং পার্টির সদস্যরা যখন ৫টার পরেও বসতে রাজী হয়েছেন, আমাদের কাট মোশানের বক্তব্য শুনার জন্য তখন আমাকে ৫ মিনিট সময় না দিয়ে, সেটা যাতে আরও কিছু বেশী করা যায়, সেজন্য আমি আপনার কাছে আবেদন রাখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি তো এই সব বলে অনেক সময় নষ্ট করে দিয়েছেন। আপনি এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছু বলতে পারতেন, সেটা বললেন না কেন ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, সরকার পক্ষের সদস্য সংখ্যা বেশী বলে আর আমরা মাইনরিটি বলে আমাদের উপর এসব ডিসিশান জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য আমি এর প্রতিবাদ করছি। আপনি যদি আমাকে ২০ মিনিট সময় দেন, তাহলে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাকে আর বেশী সময় দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— তাহলে কি এখানে ডিক্টেটারশীপ চালাতে চান ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— স্যার, হি সুড উইথ ড্র দীস ওয়ার্ড। এটাতে আগেই ঠিক হয়েছে যে এই ডিমাণ্ডের উপর অপজিশান পার্টির সদস্যরা পাবেন ১ ঘণ্টা যদিও তারা সংখ্যায় কম। আর আমরা রুলিং পার্টির সদস্যরা পাব ১ ঘণ্টা যদিও আমাদের সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু আমরা যদি সদস্য সংখ্যা অনুসারে আরও সময় চাইতাম, তাহলে আমাদের আরও বেশী সময় দিতে হত, সেটা আমরা চাইনি। আমরা এমনিতেই তাদের ৫০ পার্সেন্ট সময় দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি ডিক্টেটারশীপ যে কথাটা বলেছেন সেটা প্রসিডিংস ডেকে এ্যাক্সপাঞ্জড করে দেওয়া হবে। আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে যা বলার তাই বলুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— স্যার, আপনি যদি আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দেন যে এই সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে যে সব এমপ্লয়ী আছে, তারা ৫টার পরে থাকার জন্য ওভার টাইম পাবেন, তাহলে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— না, এই ধরণের কোন প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দিতে পারব না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— তাহলে, আমি সময়ের অভাবে আমার কাট মোশানটা মুভ করতে পারছি না, সেজন্য আমার কাট মোশানকে উইথ ড্র করে নিচ্ছি।

Mr. Dy. Speaker :— Then, I would call on Shri Monomohan Deb Barma to move his cut moion on this demand.

শ্রীমনোমোহন দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিম্যাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ফোর্টিন—এডুকেশানের উপর আমার একটা কাটমোশান আছে, সেটা হল—"Failure to give the need-based appointment". স্যার, হাউসে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা যারা আছেন, তারা যেভাবে গোলমাল করছেন তাতে আমার মনে হয় যে তারা আমাদের কোন কথা শুনতে চান না। স্যার, আমরা এই হাউসের মধ্যে যেসব সদস্য আছি, তাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বলার যেমন রাইট আছে, আবার তেমনি সেগুলি অন্যদের শুনারও রাইট আছে। তাছাড়া আমরা প্রত্যেক সদস্যরা হলাম এক একজন রেস্পন্সিব্যাল ম্যান, জনসাধারণ আমাদের এখানে নির্ব্বাচিত করে পাঠিয়েছেন, তাদের যেসব অভাব অভিযোগ আছে, সেগুলি ভেন্টিলেট করার জন্য। আর সেগুলি করতে গিয়ে যদি এভাবে আমরা গোলমাল করি, তাহলে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হবে। আমার যে সমস্ত কাট মোশান আছে সেই কাট মোশান হচ্ছে, ফেল্যুর টু গিভ দি নীড বেজড অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আমি এটা বলছি বিশেষ করে এডুকেশনের ব্যাপারে। কারণ এডুকেশনে আমরা গতবার যে অ্যাপয়েন্টমেমন্ট দেখেছি মাস্টারীতে, সেখানে আমরা কি দেখেছি? মার্ক বেসিসে আমরা সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেখেছি। সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টের প্রত্যেক সাব-ডিভিশনের একটা কোটা ছিল। সেই কোটা অনুসারে যারা মার্ক বেশী পেয়েছে তাদেরই সেটা দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে যদি বলা হয় পলিসি, এই পলিসি আমি বলব, এটা অমানুষিক। আমি মনে করি এই পলিসি মানবতা বিরোধী এবং অমানুষিক। কেন না আজকে আমরা যদি ত্রিপুরার সমস্ত সমাজের অবস্থা দেখি মিড্‌ল ক্লাসের কথাই বলুন, শ্রমিকের কথাই বলুন, কৃষকের কথাই বলুন, তাদের কথা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে প্রত্যেকেই ভাঙ্গনের মুখে। যে কৃষক আছে তাদের অর্থনীতি ভাঙ্গনের মুখে। কারণ এই সমাজের মধ্যে আজকে আমরা কি দেখি? মার্ক বেসিসে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় তাহলে কি হবে? যেমন ধরুন আজকে এই শহরে যারা আছে তারা বড় বড় মাস্টার রাখতে পারেন, শিক্ষক রাখতে পারেন। স্কুলে ভালভাবে অ্যাটেনডেন্স দিতে পারে। ফলে তাদের পক্ষে ভাল মার্ক যোগাড় করা বা ভাল মার্ক অবটেন করা সহজ। কিন্তু যারা গরীব, গ্রামে থাকে তারা স্কুলে যেতে পারেন পারিবারিক প্রয়োজনের জন্য। পরিবারের কাজকর্ম অনেক কিছু তাদের দেখতে হয় এবং এই জন্য সে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে সে চাকরী পাওয়ার অনুপযুক্ত। কাজেই এই যে ফেল্যুর অব দি নীড বেজড অ্যাপয়েন্টমেন্ট এই যে ভাঙ্গনের মুখে যে সমস্ত পরিবার রয়েছে, আমি দেখেছি নিজের চোখে যে তারা অনেক সময় পড়তে পারে না, টাকার চেষ্টায় বা চাকুরী অন্যান্য কোন কারণে [illegible] থাকতে হয়। এটাতে দেখা যায় যে এটা অমানুষিকতা করা হচ্ছে। আগরতলায় যারা আছেন

তাদের পরিবার থেকে দেখা যায় ৪।৫ জন চাকরী করছে, এমনও আছে। কারণ এখানে যারা আছে তারা মাস্টার রাখতে পারে, শিক্ষক রাখতে পারে এবং ভালভাবে তাদের অ্যাটেন্‌ডেন্স আছে। সেজন্য তারা ভাল মার্ক পেয়েছে। সেজন্য তারা মাষ্টারীতে চাকরী পেয়েছে। আর বিশেষ করে ট্রাইবেল যারা আছে তারা সেই সমস্ত সুযোগ পায় না। ঠিক ভাবে তারা লেখাপড়া করতে পারে না, কৃষির কাজ করতে হয়। আমি নিজেও কৃষকের ছেলে। কাজেই এই যে অবস্থা সেটা আমি নিজে জানি। সংসারের বড় ছেলে তাকে লেখাপড়ার শেখানের জন্য হয়ত বাবার এক কানি কি দুই কানি জমি বিক্রি করতে হয়েছে। কিন্তু সে ভাল নম্বর পায়নি, রিকোয়ার্ড মার্ক সে পায়নি। সেজন্য সে চাকুরী পায়নি এবং আমি নিজে কয়েকজনের জন্য চেষ্টা করেছি। আমতলীর আছে, আমাদের মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু জানেন। মা ভিক্ষা করে খায় এবং ভিক্ষা করতে করতে তার মেয়েকে সে হায়ার সেকেণ্ডারী না স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়েছে। নরেশ বাবু নিজেও জানেন। আমি নাম বলবনা। তিনি বোধ হয় বলতে পারেন তারজন্য আমি নিজেও ৩/৪ বছর ধরে চেষ্টা করেছি। কিন্তু চাকরী আমি দিতে পারিনি। তার বাবা ইনভেলিড হয়ে গেছে, বৃদ্ধ বয়স। বড় ছেলে সংসারে থাকে। লেখাপড়া করতেই সমস্ত টাকা শেষ হয়ে গেছে। তার ভাই-বোন আছে, তাদের দেখতে হয়। কিন্তু চাকরী না থাকার ফলে সে তাদের কোন কিছুই দিতে পারছেনা। এর ফলে পরিবারের প্রতি তার যে কর্ত্তব্য সেটা সে করতে পারছেনা। সেজন্যই আজকে অনেকে অনাহারে এবং উপবাসে আছে। সেজন্যই আমি বলছি এটা অমানুষিক এবং এটা মানবতা বিরোধী। সেজন্য আমি আপনাদের এই অ্যাপয়েনমেন্টের পলিসির আমি বিরোধীতা করছি এবং আমার কাটমোশনের পক্ষে বক্তব্য রেখে শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker—Discussion on Grant No. 14 will continue and all other business will be carried over. The House stands adjourned till 11 A.M. on Thursday the 8th April, 1971.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX—'A'

STARRED QUESTION NO. 266
By Shri Bajuban Riyan

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে Bamani Uchai Primary Schoolএ (চেলাগাং, অমরপুর) মাত্র দুজন শিক্ষক আছেন;

২। তাহারা ১-২-৭১ থেকে ৬-৩-৭১ পর্য্যন্ত কত working daysএর মধ্যে কে কতদিন স্কুল করিয়াছেন;

৩। ইহা কি সত্য যে ৪-৩-৭১ তারিখে তাহারা কেহই স্কুলে উপস্থিত ছিলেন না;

৪। যদি সত্য হয়, তাহার কারণ কি ?

১। বামনী চৌধুরী প্রাইমারী স্কুলে দুইজন শিক্ষক আছেন।

২। ১-২-৭১ হইতে ২৮-২-৭১ পর্য্যন্ত ২১টি কাজের দিন ছিল এবং দুইজন শিক্ষকের প্রত্যেকেই সব কাজের দিনে স্কুলে উপস্থিত ছিলেন। ১-৩-৭১ হইতে ৬-৩-৭১ পর্য্যন্ত কতটি কাজের দিন ছিল এবং শিক্ষকগণ কতদিন স্কুল করিয়াছেন এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইতেছে।

৪। } এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 294

By Shri Naresh Roy.

প্রশ্ন

১। ঘাঘড়াছড়া (ছৈলেংটা) জুনিয়র বেসিক স্কুল গৃহটির লম্বা ও পাশের পরিমাণ কত ? ঐ স্কুলে বর্তমানে কয়টি ক্লাশ এবং ক্লাশগুলির মধ্যে পার্টিশান দিয়া সেপারেট করা আছে কিনা ?

২। ঐ স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত এবং শিক্ষক কতজন আছেন ?

৩। ঐ স্কুলে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

১।
২। } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩।

STARRED QUESTION NO. 300

By Shri Ershad Ali Choudhury.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ সনে আনারসের রস, আচার ও আনারসের টিনজাত টুকরা ভারতের কোন্ কোন্ স্থানে পাঠান হইয়াছিল এবং ইহাতে কত টাকা আমদানী করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৭০-৭১ সনে আনারসের রস, আচার ও আনারসের টিনজাত টুকরা আমেদাবাদ, বোম্বে, কলিকাতা, চণ্ডীগড়, দিল্লী, কানপুর এবং লক্ষ্ণৌতে পাঠান হইয়াছে এবং ইহাতে মং ২,৩০,৬৮৮.৫৪ টাকা বিক্রয়লব্ধ অর্থ আমদানী হইয়াছে।

SHORT NOTICE QUESTION NO. 321

By Shri Nishi Kanta Sarkar, M.L.A.

QUESTION

1. Whether it is a fact that the R. C. C. wells have been provided at Waisudi and Puran Haticherra under Udaipur Sub-Division ;

2. if so, whether it is a fact that pacca construction has not been made so far for the same ;
3. if so, the reason thereof ?

ANSWER

Materials are under collection.

STARRED QUESTION NO. 221.
By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ সালে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল হতে কাকে কাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ।

২। কি ভিত্তিতে এই সাহায্য দেওয়া হয়।

উত্তর

১। যাহাদিগকে ১৯৭০-৭১ সালে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম ও টাকার পরিমাণ এতৎসঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্টে প্রদত্ত হইল

২। এতৎসম্পর্কীয় যে নিয়ামক বিধি প্রবর্তিত আছে তদনুসারে সাহায্য দেওয়া হয়।

Sl. No	Name of persons.	Year	Amount sanctioned.
1	2	3	4
			Rs.
1.	Shri Surendra Ch. Paul.	1970-71	500.00
2.	,, Srimanta Kumar Das.	,,	150.00
3.	Smti. Brajarani Bhattacharjee.	,,	100.00
4.	,, Mayarani Das.	,,	500.00
5.	Shri Hiralal Deb Nath.	,,	50.00
6.	,, Bhim Chandra Das,	,,	200.00
7.	Smti. Indu Rekha Das.	,,	100.00
8.	Shri Dukhai Tati.	,,	200.00
9.	Shri Sudhir Kr. Chakraborty.	,,	25.00
10.	,, Chandra Singh.	,,	25.00
11.	,, Syam Singh.	,,	25.00
12.	,, Ranjit Singh.	,,	25.00
13.	Smti. Mira Debi.	,,	25.00

Sl. No.	Name of persons.	Year.	Amount sanctioned.
1	2	3	4
			Rs.
14.	Shri Khir Bachu Singh.	1970-71	25.00
15.	Shri Birendra Singh.	,,	25.00
16.	,, Basanta Singh.	,,	25.00
17.	,, Ratna Singh.	,,	25.00
18.	Smti. Thabalchana Singh Rajkumari.	,,	25.00
19.	Shri Jayanta Kumar Singh.	,,	25.00
20.	,, Kunja Lal Singh.	,,	25.00
21.	,, Kamal Kumar Singh.	,,	25.00
22.	,, Thamban Singh.	,,	25.00
23.	Shri Janardan Singh.	,,	25.00
24.	,, Gopal Ch. Das.	,,	25.00
25.	,, Sitesh Ch. Dhar.	,,	100.00
26.	,, Brojendra Deb Barma.	,,	50.00
27.	Smti. Anjali Chetri.	,,	100.00
28.	Shri Satish Ch. Acharjee.	,,	50.00
29.	,, Iswar Ch. Deb Nath.	,,	50.00
30.	,, Abinash Ch. Majumuer.	,,	100.00
31.	,, Nagendra Ch. Chakraborty.	,,	150.00
32,	,, Mahendra Ch. Laskar.	,,	100.00
33.	,, Prasanna Kr. Deb Roy.	,,	100.00
34.	,, Sachindra Nag.	,,	150.00
35.	Smti. Jamini Ghosh.	,,	150.00
36.	Shri Ratan Deb Nath.	,,	150.00
37.	,, Kamal Bhowmick.	,,	75.00
08.	,, Nirmal Kr. Chakraborty.	,,	200.00
32,	,, Tapan Sen Gupta, Secretary Gokulpur Club.	,,	200.00
40.	,, Swadesh Das.	,,	250.00
41.	Hony. Secretary, Indian Medical Association.	,,	500.00

1	2	3	4
			Rs.
42.	Shri Brajahari Deb Nath.	1970-71	75.00
43.	Shri Bipul Banerjee.	,,	75.00
44.	Smti. Bakul Rani Dhar.	,,	75.00
45.	Shri Monoranjan Sen.	,,	100.00

UN-STARRED QUESTION NO. 243
By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১। আগরতলা অরুনধ্তিনগর শিল্পকেন্দ্রের মোট কতটি ইউনিট চালু আছে এবং কতটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ;

২। যে সমস্ত ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে ইহার বিস্তৃত কারণ ?

উত্তর

১। ১২টা ইউনিট চালু আছে এবং ২টা ইউনিট বন্ধ আছে ;

২। ত্রিপুরা প্লাইউড করপোরেশন লিমিটেড এবং ত্রিপুরা ম্যাচ কোম্পানী এই ২টা ইউনিট কাচা মালের অভাবে এবং শ্রমিক অশান্তির দরুণ বন্ধ আছে ;

UN-STARRED QUESTION NO. 244
By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত কয়েক মাস আগে ইন্দ্রনগর I. T. I. এর ছাত্ররা দীর্ঘদিন যাবত ধর্মঘট করেছিল ;

২। যদি সত্য হয়, তাদের কি কি দাবী ছিল ;

৩। তাদের দাবী রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছেন কি না ;

উত্তর

১। হাঁ।

২। ছাত্রদের দাবীগুলি নিম্নরূপ ছিল :—

(১) সমস্ত ছাত্রদের জন্য মাসিক মং ৫০ টাকা হারে বৃত্তি,

(২) ব্লক বৃত্তি মাসিক মং ৭৫ টাকা হারে ;

(৩) I. T. I এর শিক্ষানবিশী শেষ হওয়ার পর বাধ্যতামূলক যন্ত্র কারিগরী শিক্ষা (in-plant training) ।

(৪) পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক (Common room),

(৫) সাংস্কৃতিক ভবন (Campus Hall).

(৬) I, T. I. ছাত্রদের জন্য মোটর বাস ;

(৭) I. T. I এর শিক্ষানবিশী সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগ ;

(ঢ) শিক্ষানবিশী কালে বৎসরে একবার দেশ ভ্রমনে নেওয়া ;

(ঌ) I. T. I শিক্ষানবিশী পোষাক ;

৩। ৩, ৪, ৫, ৮, ৯ নং দাবীপূরণ করা হইয়াছে।

UN-STARRED QUESTION NO. 274

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ সালে ত্রিপুরার কোন্ মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী Pay & Perquisites বাবত কত টাকা draw করেছেন তার হিসাব।

২। Perquisities এর break-up দফা ওয়ারী।

উত্তর

১। ১৯৭০-৭১ সালে ত্রিপুরার মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিম্নলিখিত Pay and Perquisites draw করেছেন :—

Drawal from 1.4.70 to 31.3.71

শ্রী এস, এল, সিংহ মুখ্যমন্ত্রী	Pay—	Rs. 12,000.00
	Sumptuary— Allowances—	Rs. 1,541.94
	Conveyance Allowance—	Rs. 429.03
		Rs. 13,970.97
শ্রী কে, ভট্টাচার্য্য মন্ত্রী	Pay—	Rs. 13,500.00
	Comp. H. R. A—	Rs. 2,570.97
	Conveyance Allowance—	Rs. 429.03
		Rs. 16,500.00
শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত, মন্ত্রী— (১৩।১১।৭০ ইং পর্য্যন্ত)	Pay—	Rs. 10,033·33
	Comp. H. R. A.	Rs. 1,533·33
	Conveyance Allowance—	Rs. 429·03
		Rs. 11,995·69
শ্রী আর, পি, চৌধুরী, মন্ত্রী—	Pay—	Rs. 13,500·00
	Conveyance Allowance—	Rs. 429·03
		Rs. 13,929·03

শ্রীপি, কে, দাস, মন্ত্রী—	Pay—	Rs. 13,500·00
	Comp. H. R. A.	Rs. 2,570·97
	Conveyance Allowance	Rs. 429·03
		Rs. 16,500·00
শ্রীমনছুর আলী, উপমন্ত্রী—	Pay—	Rs. 10,400·00
	Conveyance Allowance—	Rs. 1,200·00
		Rs. 11,600 00

(2) Perquisitesএর দফাওয়ারী break-up :—

শ্রীএস, এল, সিংহ, মুখ্যমন্ত্রী—	Sumptuary— Allowance	Rs. 1,541·94
	Conveyance Allowance	Rs. 429.03
		Rs. 1,970·97
শ্রীকে, ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী—	Comp. H. R. A.	Rs. 2,570·97
	Conveyance Allowance—	Rs. 429·03
		Rs. 3,000·00
শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত, মন্ত্রী— (১৬।১১।৭০ ইং পর্য্যন্ত)	Comp. H.R.A.	Rs. 1,533·33
	Conveyance Allowance—	Rs. 429·03
		Rs. 1,962·36
শ্রীআর, পি, চৌধুরী, মন্ত্রী—	Conveyance Allowance	Rs. 429·03
শ্রীপি, কে, দাস, মন্ত্রী—	Comp. H. R. A.	Rs. 2,570·97
	Conv. Allowance—	Rs. 429·03
		Rs. 3,000·00
শ্রীএম, আলী, উপমন্ত্রী—	Conv. Allowance—	Rs. 1,200·00

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 8th April, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 8th April, 1971.

P R E S E N T

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, three Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 23 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the ministers concerned. Short Notice Question Shri Aghore Deb Barma (The Member was then absent)—Starred Question— Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— Starred Question No. 103.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 103, Sir.

প্রশ্ন

ক) ধর্ম্মনগর টাউনে Water Supply এর কাজ অবিলম্বে আরম্ভ হবে কি ?

খ) ধর্ম্মনগর টাউনের মধ্যস্থিত Reserve Tank এর জল নষ্ট হওয়ায় টাউনবাসী পানীয় জলের অভাবে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে এ সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ; এবং

গ) থাকিলে কি প্রতিকার নিয়াছেন ?

উত্তর

(ক), (খ) এবং (গ) :— তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— Mr. Speaker Sir, whether this water supply work আরম্ভ হবে কি হবে না ? This is a policy. So, this should be replied categorically.

Mr. Speaker :— No supplementary will be allowed, as the question replied—"materials are under collection."

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেখানে প্রশ্নটা ছিল ওয়াটার সাপ্লাই ওয়ার্ক অবিলম্বে আরম্ভ করা হবে কিনা ? ইন ছাট কেস, দি রিপলাই উড বি আইদার ইয়েস অর নট, কিন্তু সেই জায়গাতে যদি বলা হয় যে মেটেরিয়ালস আর আণ্ডার

কালেকশান, দেন উই হ্যাভ নো আদার অলটারনেটিভ টু সে দ্যাট দি হাউস ইজ ডিপ্রাইভড। দ্যাট সুড বি কেটাগরিক্যালী রিপলাইড।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে সব পরিকল্পনা রয়েছে, তার মধ্যে মহকুমা টাউনগুলিতে ওয়াটার সাপলাইর ওয়ার্ক আরম্ভ করার পরিকল্পনাও রয়েছে। এখন কোন সাবডিশানের কাজ আরম্ভ করা হবে, কোথায় কি এ্যাডভানটেজ বা ডিসএডভানটেজ আছে সেগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তারপরে ডিসিসান হবে কোন সাবডিভিশানের কাজ আরম্ভ করা হবে। সুতরাং এখনই ধর্ম্মনগরে আরম্ভ করা হবে কিনা, সেটা বলা সম্ভব নয়। কাজেই ইট ইজ রিলিভেন্ট দ্যাট—তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, উনি যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তা থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে এটা এখন হচ্ছে না। সো, হি সুড সে দ্যাট দেয়ার ইজ নো সাচ প্রভিশান।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— স্যার, আমার একটু বক্তব্য আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কায়েশ্চানটা আমি সেসান আরম্ভ হওয়ার ৪।৫ দিন আগেই দিয়েছি। এটা একটা সিরিয়াস মেটার, ধর্মনগরে আগে যে জলের রিজার্ভ ট্যাংক ছিল, সেটা নষ্ট হয়ে গেছে, কাজেই সেখানকার লোকেরা তাদের পানীয় জল পাচ্ছে না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে নানা কারণে রেডিও গ্রাম করা হয়ে থাকে, কিন্তু এই যে একটা সিরিয়াস মেটার, এই ব্যাপারে একটা রেডিও গ্রাম করে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু তা করা হল না, কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, আই এম অলসো সেয়ার হিজ ভিউ এজ ইট ইজ দি কোয়েশ্চান অব ডিপ্রাইভ টু দি রাইটস অব দি হাউস।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Starred Question No. 213.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 213, Sir.

প্রশ্ন

১। সদরে রামশংকর, সুবলসিং রাধার বাড়ী রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকরা কি সম্প্রতি (১৯৭১ এর প্রথমে) সুবলসিং ফরেষ্ট অফিসে কোন গণ ডেপুটেশান দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছেন ?

২। যদি পেশ করে থাকে, তাদের তাতে বক্তব্য কি ?

৩। ইহা কি সত্য যে, ঐ এলাকায় রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে অনেক উপজাতি জুমিয়া জুম কাটতে না পেরে অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। সুবলসিং মৌজা (আসিগার বাড়ী) ও রাধারাম বাড়ী (ছনখলা মৌজা) এলাকায় রিজার্ভ ফরেষ্ট সম্প্রসারণ না করার কথা ঐ স্মারকলিপিতে ছিল। নূতন কোনও এলাকা রিজার্ভের আওতায় আনার প্রস্তাব বাতিল করা, ভূমিহীন কৃষক ও উপজাতীয় জুমিয়াদের পনর্ব্বাসনের জন্য বর্ত্তমানে রিজার্ভ হইতে ভূমি মুক্ত করা এবং ১৯৬৮ ইং সনে I.P.C. ১৪৩, ১৪৬, ৩৬৩ ও ৩৪২ ধারায় ১৪ জন উপজাতি সহ উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করার দাবী ও ঐ স্মারক লিপিতে ছিল।

৩। এইরূপ কোনও খবর জানা নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, তারা যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন, সেই সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— There is a proposal to raise 30 hectares of plantation under Subalsingh at Icharambari and 5 hectares of plantations at Radharambari under Ramsankarpara Beat. Plantation at Icharambari has been selected right inside Baramura Hill Range which is within Baramura R. F. finally constituted. The land selected for plantation is not suitable for rehabilitation purposes.

There is a proposal to open a new plantation centre at Radharambari in Champamura P. R. F Accordingly, site for construction of Camp hut and 5 hectares of plantation have been selected The selected site is a hilly area unsuitable for any other purpose. সুতরাং এটা সম্পর্কে আর কিছু বিবেচনা করা এখন সম্ভব নয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই অঞ্চল রিজার্ভ অঞ্চল হওয়ার জন্য, সেখানে উপজাতীয় যারা জুমিয়া ছিল, তারা যেহেতু সেই রিজার্ভে জুম কাটতে পারে না সেজন্য তার বিকল্প কোন জুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, যদি বিকল্প জুমের বন্দোবস্ত না হয়ে থাকে তাহলে যে সমস্ত জুমিয়া আছে, তাদের পনর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং সরকার কত পরিবারকে বা কতজন লোককে পুনর্বাসনের মধ্যে আনার চেষ্টা করছেন, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সরকারের জুমিয়াদের রিহেবিলিটেশান দেওয়ার পরিকল্পনা আছে এবং সেই অনুসারে তাদেরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার সরকারী পরিকল্পনা রয়েছে, তাহলে ঐ এলাকায় কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—স্যর, এখানে প্রশ্নটা ছিল—সদরে রামশংকর সুবল সিং রাধারবাড়ী রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকরা কি সম্প্রতি (১৯৭১ এর প্রথমে) সুবলসিং ফরেষ্ট অফিসে কোন গণ ডেপুটেশান দিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছেন কিনা ? এখন এই যে জুমিয়া আর দে বিলঙ্‌ড টু ছাট ফরেষ্ট রিজার্ভ এরিয়া অর আউট সাইডার্স, সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ঐ এলাকার—On 7-1-1971 at about 4-30 P. M a group of tribal people headed by Shri Nripendra Chackraborty went to the Office of the Range Officer, Subalsingh shouting slogans.

They requested the Range Officer to stop further creation of plantations and construction of buildings in Subalsingh Range under Champamura P. R. F. and Baramura R. F. They tendered a representation addressed to Lt. Governor, Tripura signed by Shri Chandra Mani Deb Barma and Bhadramani Deb Bama. কাজেই তারা কে জুমিয়া আর কে ভূমিহীন, সেটা সরকার এখনও নির্ধারণ করেন নি

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা .—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা প্রকৃত জুমিয়া, জুমের উপর যারা নির্ভরশীল এবং সেখানে রিজার্ভ ফরেষ্ট হলে পরে জুমিয়াদের জুম করার সুযোগ সুবিধা থাকবেনা, এই বিষয়ে বিবেচনা করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেখানে অলরেডী রিজার্ভ ফরেষ্ট আছে, রিজার্ভ ফরেষ্টে জুম করতে পারে না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে একটা হচ্ছে রিজার্ভ ফরেষ্ট এবং আরেকটা হচ্ছে প্রপোজড রিজার্ভ ফরেষ্ট। এই প্রপোজড রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে জুম করতে দেওয়া যায় কিনা এবং জুমিয়া যারা সেখানে বহুবছর ধরে রয়েছে সেই প্রপোজড রিজার্ভ রিলীজ করে তাদের সেখানে সেটেলমেন্ট দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ঐ জায়গা সেটেলমেন্টের পক্ষে উপযুক্ত নয়, আমি আগেই একথা বলেছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঐ জায়গাটা কি আগেই রিজার্ভ ছিল না পরে হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবিলম্বে তাদের পুনর্ব্বাসানের ব্যবস্থা করবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২ স্যার।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া অমরপুর টাউন রাস্তার জন্য গোমতীর উপর একটি ব্রীজ তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২। এই ব্রীজটির প্রয়োজনীয়তা সরকার উপলব্ধি করেন কি এবং যদি করেন তবে কখন এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে ?

১। বর্ত্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। পুলটি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু অন্যান্য জরুরী কাজের চাহিদা মিটাইয়া চতুর্থ যোজনাকালে এই পুল নির্মানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হইতেছে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫০ স্যার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫০ স্যার।

QUESTIONS

1) How many landless Scheduled Tribes, Scheduled Castes and other community families have so far been given financial assistance during the year 1969-70, 1970—71 for resettlement ;

2) Is it a fact that the landless people are to form Co-operative Society to get the Govt. assistance for rehabilitation ;

3) If so, how many Govt. Societies have so far been formed and registered with those landless people as per item 1 of the question ?

ANSWERS

1.
2. Materials under collection.
3.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবন রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০১ স্যার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে কাঞ্চনপুর বাজারে ঢুকবার মুখে দেও নদীর উপর এস, পি, টি পুল নির্ম্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে, এবং ২। যদি থাকে তবে এই পরিকল্পনা রূপায়ন করিতে সরকারের আর কতদিন লাগিবে?	স্থায়ী পুল নির্ম্মাণের কথা সরকার চিন্তা করছেন কিন্তু অর্থাভাবে কাজটা হাতে নেওয়া সম্ভবপর নহে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এটা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং সরকার একটা স্থায়ী পুলের কথা গভীরভাবে চিন্তা করছেন, যদি সেই পুল করতে বিলম্ব হয়, তাহলে অস্থায়ী বা এস, পি, টি ব্রীজ দিয়ে ঐ এলাকায় যোগাযোগ রক্ষা করার কথা সরকার বিবেচনা করবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেখানে এস, পি, টি, ব্রীজ করা সম্ভব নয়, অস্থায়ী ব্রীজ করার সম্ভাবনা আছে কিনা এই জাতীয় ইনফরমেশান আমার কাছে নেই, সেটা বলা তাই সম্ভবপর নয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই অঞ্চলটা একটা বিরাট অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে, ছামনুর লোকসংখ্যা অনেক বেশী, তার থেকে একটা রাস্তা ক্যম্প ই ছিল এবং দশদা তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। এই পুল যদি হয় তাহলে গভর্ণমেন্টের কাজের জন্য এবং সিকিউরিটির জন্য, এদিক থেকে চিন্তা করে স্থায়ী পুল যতদিন না হয়, বছর বছর অস্থায়ী পুল দিয়ে যোগাযোগ যাতে রক্ষা করা যায়, তার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— অস্থায়ী পুল করা যাতে সম্ভবপর হয়, আমার যতটুকু জানা আছে, তবে সরকার এই বিষয়ে বিবেচনা করবেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—বর্ত্তমানে সেই রাস্তার পারাপার কিভাবে হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেখানে নৌকা আছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ঐ পরিকল্পনার বর্ত্তমানে অবস্থা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— বর্ত্তমানে অর্থাভাব।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 285.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 285 Sir.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৯-৭০ ও ১৯৭১ইং সনে বগাফা ব্লকে কতটা ফিসারী লোন এর দরখাস্ত বিভিন্ন ব্যক্তি করিয়াছেন ?

২। এই দরখাস্তের কতটা এই সনে পাইবে এবং কতটা ঋণের জন্য রিকমাণ্ডেড, কতটা রিজেক্টেড এবং কতটা পেণ্ডিং রহিয়াছে ?

১। ১৯৬৯-৭০ইং সনে ৫৫টি ও ১৯৭০-৭১ইং সনে ৩৯টি।

২। ১৯৬৯-৭০ইং সনের ৫৫টি দরখাস্তের মধ্যে ৬টি ব্লক ডেভলাপমেণ্ট কমিটি ফিসারী লোনের জন্য সুপারিশ করেন ও বাকী ৪৯টি না মঞ্জুর করেন। সুপারিশ-কৃত ৬টি দরখাস্তের বেলায় ১৯৬৯-৭০ইং সনে ঋণ মঞ্জুর হয়।

১৯৭০-৭১ ইং সনে ৩৯টি দরখাস্তের মধ্যে ৫টি ব্লক ডেভলাপমেণ্ট কমিটি ফিসারী লোনের জন্য সুপারিশ করেন ও ২৭টি না-মঞ্জুর করেন। বাকী ৭টী ব্লক ডেভলাপমেণ্ট অফিসারের নিকট পেণ্ডিং রহিয়াছে। সুপারিশ-কৃত ৫টির মধ্যে ১টি বিলোনীয়ার এস, ডি, ও-র নিকট মূল্যায়ণ সম্পর্কিত সার্টিফিকেটের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। বাকী ৪টীর বেলায় ১৯৭০-৭১ইং সনে ঋণ মঞ্জুর হইয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Question No. 291.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 291 Sir.

প্রশ্ন

১। দুর্লভনারায়ণ ও খাস চৌমুহনীর তহশীল কাছারীর এলাকাগুলির সহিত সোনামুড়া মহকুমা শহর এবং সোনামুড়া আগরতলা রাস্তার সহিত যোগাযোগের জন্য কোন রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তবে ঐরূপ রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্য কখন শুরু হইবে ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Ershad Ali Choudhry.

Shri Ershad Ali Choudhury :—Question No. 296.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 296 Sir.

প্রশ্ন

১। কি প্রকারের কতজন ইঞ্জিনিয়ার গ্রেজুয়েট ও অন্যান্য ডিপ্লোমা প্রাপ্ত বেকার যুবককে আপাতত: সাহায্য হিসাবে পূর্ত বিভাগের অধীনে Contract এর কাজ দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 246.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 246.

প্রশ্ন

১। চড়িলাম বাজার থেকে গুহলাপাড়া হয়ে সোনামুড়া পর্যন্ত রাস্তা করার রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

২। যদি থাকে কবে এই রাস্তাটির কাজ আরম্ভ হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। অর্থাভাব বশতঃ এই কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

Shri T. M. Das Gupta :—In view of the emergent situation that is prevailent in Tripura, এর পরিপ্রেক্ষিতে এই রাস্তাগুলি করার জন্য সরকার বিশেষভাবে চিন্তা করবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—অর্থাভাব থাকায় চিন্তা করা সম্ভব নহে।

Mr. Speaker :—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Question No. 285 A.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No.285A.

Question	Answer
1. How many educated unemployed have so far been given opportunity (individually and jointly) to have work on contract under P. W. D. upto February, 1971.	
2. What is the volume and total amount of work given to them upto February, 1971 and details of the works ;	Materials are under collection.
3. Is it a fact that the works given to them are not to the satisfactory.	

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 263.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 263.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, কাঞ্চনপুর থানা এলাকায় ১৯৭০ইং সনে বন্য শূকর ও বন্য হস্তী দ্বারা বহুলোকের জুমের ফসল ও আমন ধরগুনের ফসল নষ্ট হইয়াছে।

২। যদি সত্য হয়, তবে ঐ এলাকায় ফসল রক্ষা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করে-ছিলেন ?

উত্তর

১। সত্য।

২। ফসল রক্ষার জন্য ঐ এলাকায় ক্র্যাকার বিতরণ করা হইয়াছিল এবং বন বিভাগ হইতে একজন শিকারীও পাঠানো হইয়াছিল।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ঐ ক্ষতির মোট পরিমাণ কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ঐ এলাকার ফসল রক্ষার জন্য জনগণকে যে সমস্ত বন্দুক দেওয়া হয়েছিল ঐ বন্দুকগুলির বর্তমান অবস্থা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—বন্দুক দেওয়া হয়েছে আমি বলিনি। আমি বলেছি ক্র্যাকার দেওয়া হয়েছে। বন্দুক হয়ত পূর্ব্বে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু এই কারণে বন্দুক দেওয়া হয়েছে বলে এখানে লেখা নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন শূকর ও বন্য হস্তী দ্বারা যাদের ফসল ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ করার কোন ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এই বিষয়ে আমার কাছে কোন তথ্য নাই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় স্বীকার করবেন কি ঐ এলাকার সমস্ত বন্দুক কোর্টে আটক থাকার জন্য ফসল রক্ষা করতে পারছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—এর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকার ট্রাইবেলরা বন্দুকের জন্য প্রার্থনা করা সত্বেও বন্দুক পাচ্ছে না এটা কি সত্য ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—দিস শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি পরবর্ত্তীকালে ঐ এলাকাতে বন্য হস্তী ও শুকর যদি আক্রমণ করে তাহলে তাদের কোর্ট থেকে বন্দুক রিলিজ করে দেওয়া হবে কি না সাময়িকভাবে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোর্টে বন্দুক আটক আছে কি না আমার জানা নাই, এই কথা আমি বলেছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কোর্টে আটক আছে এই কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বন্দুক রিলীজ করে দেবেন কি না? আমি জানি এটা সত্যি যে কোর্টে বন্দুক আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যাদেরকে ক্র্যাকার্স দিয়ে পাঠানো হয়েছিল তারা কি হাতী মারতে পেরেছে? যদি পেরে থাকে তাহলে কয়টা হাতী মেরেছে?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ক্র্যাকার্স দিয়ে হাতী মারা চলে না। তবে একজন শিকারী পাঠানো হয়েছে। সেই ২টা হাতী মেরেছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—যেহেতু এই অঞ্চলের লোকদের ফসল যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে সেজন্য সরকার তাদের কোনরকম সাহায্য বা গ্র্যাচুশাস রিলিফ দিয়ে বা অন্য কোনভাবে যেমন কৃষি ঋণ দিয়ে সাহায্য করবেন কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, এটা তো ডিমাণ্ড নোটিশের দরকার পড়ে না। আইদার হী উইল সে ইয়েস' অর 'নো'। এরজন্য ডিমাণ্ড নোটিশের কোন প্রয়োজন পড়ে না। আমি বলেছি যাদের ক্ষতি হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করে দেখে তাদের ক্ষতিপূরণ করা যাবে কি না বা গ্র্যাচুশাস রিলিফ যদি না দেওয়া যায় তবে কৃষি ঋণ দিয়ে সাহায্য করা যায় কি না সেটা বিবেচনা করবেন কি না, এটা তিনি ইয়েস অথবা নো বলতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পলিসি অব দি গভর্ণমেন্ট ক্যান নট বি সেড ইন দি কোয়েশ্চান আওয়ার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—উই হোপ দ্যাট দি মিনিষ্টার শুড কাম প্রিপেয়ার্ড উইথ অন দি রিলিভেন্ট সাপ্লিমেন্টারীজ। কাজেই আমাদের হাউসের ফাণ্ডামেন্টাল রাইটটা কার্টেল করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার্স, আই থিংক দেয়ার ক্যান্নট বি এনি কোয়েশ্চান অন দি পলিসি ম্যাটার্স।

শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার, স্যার, অ্যাসুরেন্স কমিটি ডিল করে অ্যাসুরেন্স গিভেন বাই দি মিনিষ্টার্স ইন দি ফ্লুর অব দি হাউস। এই অ্যাসুরেন্সগুলি কোথা থেকে আসে? প্রমিজ, অ্যাসুরেন্স অথবা আই উইল সী, এইগুলি হচ্ছে অ্যাসুরেন্স অ্যাজওয়ার—

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, it is a matter of policy. So I cannot make any commitment in the House during the question hour. So I have demanded notice.

Shri T. M. Dasgupta —How it is a policy matter ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Hon'ble Member is trying that I should make some commitment. But as it is a policy matter I cannot commit anything without consulting the Government.

শ্রীবাজু বান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে একজন কৃষক জমিতে পাহারা দেবার সময়ে হাতীতে তার লেপ কেড়ে নিয়ে যায়?

মিঃ স্পীকার :—I have not allowed this supplementary question. Shri Debendra Kishore Choudhury.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Question No. 292.

Shri Krishnadas Bhattacharjee ;—Mr. Speaker, Sir, Question No. 292.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কলমচৌরা বকসনগর রাস্তাটা এখনও Foot track হিসাবে সরকারী হিসাবে ধরা আছে,

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত রাস্তাটিতে বর্তমান বৎসরের বর্ষার পূর্বে Metalling আরম্ভ করার কোন প্রস্তাব আছে কি;

৩। সরকারের জানা আছে কি যে উক্ত রাস্তার অভাবে জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া এবং কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য পাওয়ার বিঘ্ন ঘটিতেছে ?

১। ইহা একটি উন্নত ধরনের এবং ভাল অ বহাওয়ার সময়ে জীপ চলাচলের উপযোগী ফুট ট্রাক।

২। না,

৩। রাস্তাটি উন্নয়নের প্রয়োজনীতা আছে কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ কাজটি করা যাইতে পারিতেছে না,

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবহন এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য রাস্তার অভাবে ব্যাহত হইতেছে বলিয়া প্রকাশ পায় নি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মহোদয়, আপনি বলেছেন যে, অর্থাভাবের জন্য রাস্তাটির কাজ ধরা হচ্ছে না, কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে কলমচৌরা এবং বকসনগর যে রাস্তাটি আছে, সেটাকে এখন পর্য্যন্ত কোন রাস্তা বলে গণ্য করা হচ্ছে না? কেননা আপনি

বলেছেন যে এটা একটা ফুট ট্রাক ভাল আবহাওয়ার সময়ে জীপ গাড়ী চলাচল করতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বকসনগর, কলমচৌরার সঙ্গে সোনামুড়ার যোগাযোগ রয়েছে। তারপর বকসনগর টু সোনামুড়া ইজ টেগ্‌ড বাই ইলেভেন মাইলস রোড ইন লেংথ, দেন বকসনগর টু জরাজলা, বালুরচড় ইজ টেগ্‌ড বাই ফোর মাইলস ফেয়ার ওয়েদার রোডস ইন লেংথ। কাজেই যোগাযোগ নাই যেটা বলা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন যে বকসনগরের সংগে জরাজলার যোগাযোগ আছে, তাহলে দেখা যাচ্ছে, জরাজলা রোড বকসনগরের সংগে লিঙ্ক আছে। কিন্তু সোনামুড়ার সংগে কলমচৌরা হয়ে বকসনগরের যে যোগাযোগ, সেখানে একটা তহশীল কাছারী আছে, একটা মেডিক্যাল ডিসপেনসারী আছে, একটা পি, এস, আছে, তাছাড়া সেটা একটা বর্ডার পয়েন্ট, যেখানে নাকি আমাদের জোয়ানদের সব সময়ের জন্য যাতায়াত করতে হয়। এইসব সত্বেও কেন সেটাকে একটা রাস্তা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না সেটাই আমি জানতে চাইছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—সেটা তো আমি আগেই বলেছি যে অর্থাভাবহেতু

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—অর্থাভাবের জন্য সেটা রাস্তা হিসাবে স্বীকৃতি পায় না, এটা ঠিক নয় স্যার। ইহা কি সত্য নয় যে কলমচৌরা থেকে মতিনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা করার কথা, সেটার কাজ এখনও কমপ্লিট হয় নি সেজন্যই এই রাস্তাটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্বীকার স্যার, দীস ইজ জাষ্ট এ ষ্টেটমেন্ট। আমি বলেছি অর্থাভাবহেতু এই রাস্তাটাকে রাস্তা বলে বলা যাচ্ছে না এবং সেটাকে ফুট ট্রাক বলা হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই যে কলমচৌরা থেকে বকসনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা আছে, সেটা পি, ডবলিউ, ডিপার্টমেন্টের বইতে কি ষ্টেটাসে আছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা ফুট ট্রাক হিসাবে আছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাস্তাটা টাকার অভাবে করা যাচ্ছে না, কিন্তু আমি জানতে চাইছি এটা কি ফোর্থ প্লেনের মধ্যে করা সম্ভব কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—না, ফোর্থ প্লেনে সম্ভব নয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে কবে পর্যান্ত এই রাস্তাটার কাজ করার জন্য অর্থের সংকুলান হতে পারে, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যখন অর্থ পাওয়া যাবে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা কি জানা আছে যে ডম্বুর প্রজেক্টে যেভাবে মিজোদের হানা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই কলমচৌরাতে আমাদের যেসব জওয়ানরা আছে, তাদের উপরও সেইরকম হানা হতে পারে, যেহেতু সেখানে তাদের চলাফেরা করার মত অন্যকোন রাস্তা নেই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—পাকিস্তান যে কোন জায়গা দিয়ে হানতে পারে, যেহেতু পাকিস্তান আমাদের এই ইউনিয়ন টেরিটরীর চারদিকেই আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মিলিটারী পয়েন্ট অব ভিয়্যতে আমাদের যেখানে যেখানে রাস্তা করা দরকার, সেখানে সেটা করা উচিত নয় কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মিলিটারী পয়েন্ট অব ভিয়্যতে যেটা যেটা করা দরকার, সেটা আমরা করেছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তাটা বর্ডার এরিয়ার রাস্তা বলে, ফোর্থ প্লেনের মধ্যে ধরা হবে কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমাদের ফোর্থ প্লেনে বর্ডার এরিয়ার যেমন কিছু কিছু রাস্তা আছে, তেমনি আবার ইনটেরিয়ারেরও কিছু কিছু রাস্তা আছে।

Mr. Speaker :—Shri Agore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Short Notice Question No. 326.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Short Notice Question No. 326, Sir.

QUESTION

1) Whether it is a fact that the employees of Craft Teachers' Traning Institute are continuing strike from 29. 3. 71 ;

2) if so, the reasons therefor ?

ANSWER

1) No.

2) Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি যে বলেছেন সেখানে এমপ্লয়িরা ষ্ট্রাইক করেনি, এটা আপনি একটু খোঁজ করে দেখবেন কি ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—I am telling you now, that the employees are not in strike there.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 179.

Shri Krishnadas Bhattacharjee .—Starred Question No. 179.

QUESTION

1) Whether the Bishalgarh—Golaghati road, Agartala—Udaipur road to Lalsingmura Bazar have been taken over by the Public Works Department :

2) if so, what amount have been sanctioned for the said two roads in 1970-71 financial year ; and

3) if not, the reasons therefor ?

ANSWER

1) Yes.

2) Rs. 32,369/- for maintenance.

3) Does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—স্যার, উত্তরটা ক্লিয়ার হল না। কারণ এখানে ২টি রাস্তা আছে, কোন রাস্তাটির জন্য কত টাকা ধরা হয়েছে, সেটা উনি বলেন নি, আমরা সেটাই জানতে চাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যেমন প্রশ্ন করা হয়েছে, তেমন উত্তর দেওয়া হয়েছে, এর চাইতে আর বেশী কি করে বলা হবে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে বিশালগড় টু গোলাঘাটি একটা, আর একটা হল আগরতলা উদয়পুর টু লালসিংমুড়া, এই দুইটি রাস্তার কোনটার জন্য কত টাকা স্যাংশান ছিল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিশালগড় টু গোলাঘাটি ছিল—২১,৭২১ টাকা, আর আগরতলা—উদয়পুর টু লালসিংমুড়া ছিল—১০,৫৪৮ টাকা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে এমাউন্টটা স্যাংশান ছিল, তা দিয়ে কি কাজ করা হয়েছে—যেমন ব্রীজ ওয়ার্ক, আর্থ ওয়ার্ক বা কালভার্ট ইত্যাদির কোনটা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মেনটেনান্স এ্যাণ্ড রিপেয়ার্স করা হয়েছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে টাকা ছিল, তার সবটা দিয়ে ম্যানটেইনান্স রিপেয়ার্সের কাজ করা হয়েছে কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই দুইটি রাস্তার কাজ করার জন্য কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল, বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ফর দাট, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—There is one Unstarred Question to-day. The Minister may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred question.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকল্য আমার একটা রিজলিউশান ছিল, আমি সেটা আলোচনা করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে সেটা আলোচনা করতে দিলেন না। তিনি বলেছেন যে পরে দেখা হবে। তারপরে ৫টার পরে সময় বাড়ানো হয়েছিল এবং তখন ডিমাণ্ডগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এরপরে হাউস এ্যাডজোর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি আমার রিজলিউশনটা আলোচনা করতে পারিনি। তাই আমি সেই সম্পর্কে এখন কিছু ডিসকাশন করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—সেটা পরে বলবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—স্যার, এটাতো জিরো আওয়ার ?

মিঃ স্পীকার :—দিয়ার ইজ নো জিরো আওয়ার, আই ওন্ট হ্যাভ এ্যানি জিরো আওয়ার।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে, ৫টার পরে যে সময় বাড়ানো হয়, তাতে ৫ মিনিটের বেশী কেউ বলতে পারে না। বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি যে টাইম ফিক্সড করেন, সেটা হল ৫টা পর্যন্ত। আর ৫টার পরে যে টাইম বাড়ানো হয়, সেটা হাউসেই স্থির করবে, এটা বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির কিছু করার নেই। কাজেই তখন যদি আমরা কিছু সময় বেশী চাই, তখন আমাদের বলা হয় যে আর বেশী সময় দেওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশান দিয়েছি, সেগুলির উপর আমাদের অনেক কিছু বলার থাকে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার কাট মোশান উইথ ড্র করেছেন, তারপর আপনার কিছু বলার আছে বলে আমি মনে করিনা।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (Expunged as ordered by the chair).

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you have allotted one hour time, and you have got one hour time.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেদিন টাইম সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন হাউস চলে পাঁচটার উপর, সুতরাং আর মিটিং করার মত অবস্থা ছিল না, তার যার যার পথে চলে গেছে কিন্তু সেটা ঠিক হয়েছে কিনা আমরা জানতে পারি নাই। হাউসে এসে এইরকমভাবে টাইম ঠিক যদি করা হয়......

মিঃ স্পীকার :—বিজনেস এ্যাডভাইসরী মেম্বারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হবে, সকলের সংগে আলোচনা করার কথাতো নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আফটার ফাইভ বলা হচ্ছে।

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—There is Calling Attention given notice of by Shri Jatindra Kr. Majumder on 5. 4. 71 to which the Minister concerned agreed to make a statement to day the 8th April, 1971

I would call on Hon'ble Minister-in charge to make at statement on—
গত ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১ ইং জিরানীয়া ও চম্পকনগরের মধ্যবর্ত্তী আগরতলা আসাম রাস্তায় ১০০১ নং ট্রাকটির দুর্ঘটনার ফলে সুবি দেববর্ম্মা, চিন্তাহরণ দেববর্ম্মা ও শোভা দেববর্ম্মার ঘটনাস্থলে মৃত্যু এবং

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—On 4.4.71 at 2215 Hrs. one Jyotila Deb Barma S/O Shri Harendra Deb Barma of Bashikobra P.S. Jirania gave a statement to O/C Jirania P. S. at Jirania P .H. S. to the effect that, of date of about 1500 hrs. the informant along with 9 others availed TRL No. 1001 from Teliamura having their room on the stone chips load of the Truck (carrier) and 5/6 passengers were in the front seat including the driver. The informant further stated that besides the above passengers 11 more persons were on the stone chips as passengers before their occupation. The truck started with 25/26 passengers in all from Teliamura and the driver of the vehicle was driving racklessly and was duly cautioned by the passengers for which he checked his driving properly up to Bankumari. After crossing Bankumari inspite of the request of the passangers driver of the said vehicle plied the vehicle at a top speed in a negligenent manner and thereby met with the accident at Joynagar at 1800 hrs., 2 miles east from Jirania P. S., by uprooting two standing trees resulting death of one Sova Chandra Deb Barma on the spot including 2 others. One more person expired in the Hospital due to the injury received. The informant along with 18 others sustained injuries on their persons due to the accidents. Seriously injured persons were referred to G. B. Hospital for treatment. The driver fled away just after the occurence. Later on, on the recorded statement of Joytila Deb Barma (informant) Jirania P. S. Case No. 2(4)71 U/S 279/304A IPC has been registered which is under investigation.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান—২৬ জন পেসেঞ্জার নিয়ে ১০০১ নং ট্রাক এ্যাকসিডেন্ট করে সেই ট্রাকে কোন প্যাসেঞ্জার নেওয়ার বিধান আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ট্রাকে প্যাসেঞ্জার নেওয়ার কোন বিধান নাই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান—যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে ট্রাকের মধ্যে ২৬ জন প্যাসেঞ্জার ছিল এবং বলতে বাধা নাই ত্রিপুরা রাজ্যে ওভারলোড প্যাসেঞ্জার বহু ট্রাকে আসে, পুলিসের চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে...

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মেম্বার ইউ আর মেকিং এ স্টেটমেন্ট।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,, এটা স্টেটমেন্ট নয় স্যার এই ঘটনার মধ্যে একজন লোক মারা গেছে এবং কয়েকজন লোক আহত হয়েছেন, সেই হেতু গভর্ণমেন্ট এই যে কতকগুলি জীবন বিপন্ন হল, যাতে এই ট্রাকগুলি ওভারলোড প্যাসেঞ্জার না নেয় ভবিষ্যতে তার জন্য...

মিঃ স্পীকার :—ইউ আর আসকিং কোয়েশ্চান।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে এইভাবে ওভার লোড প্যাসেঞ্জার নেওয়া হচ্ছে এবং এ্যাকসিডেন্ট করছে, সেটা বন্ধ করা হবে, তেমন কোন এ্যাস্যুরেন্স এই স্টেটমেন্টে নাই, সরকার এই ব্যাপারে ল' এনফোর্স করবেন কিনা, সেটা আমি জানতে চাইছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you are asking and you are demanding reply from the Minister.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—On point of Clarification—

বাংলা ভাষায় যদি বলতে হয় তাহলে বলা যায় যে একজিষ্টিং যে ল' আছে, সেই ল কার্যকরী হচ্ছে না, একজিষ্টিং ল কি করে কার্যকরী হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর মধ্য বুঝিয়ে দেন। একজিষ্টিং ল থাকা সত্বেও পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে এতগুলো লোক বহণ করছে। এই ল' এনফোর্স রাখার জন্য এই স্টেটমেন্টের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা এই পয়েন্টটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ক্ল্যারিফাই করবেন কি?

Mr. Speaker :—It is not a point of clarification, I think.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান—যে ট্রাকটা তেলিয়ামুড়া থেকে এসেছিল, যেখানে এক্সিডেন্ট হয়েছে, সেখানে পুলিশ চেক পোষ্ট ছিল কি না এবং তারা ঐ সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট দিয়েছিল কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেখানে কোন চেক পোষ্ট নাই। চম্পকনগরে আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান—যেহেতু ট্রাকে কোন প্যাসেঞ্জার নেওয়ার কোন বিধান নাই, যেহেতু ২৬ জন প্যাসেঞ্জার নিয়ে এই ১০০১ নং ট্রাক এ্যাকসিডেন্ট করেছেন এবং তিন চার জন লোকের মৃত্যু ঘটেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ট্রাকের মালীক থানার সংগে চুক্তির মাধ্যমে তারা প্যাসেঞ্জার নেওয়ার ব্যবস্থা করে চলেছে, এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

Mr. Speaker :—Now I see the Members are not asking points for clarification but they are starting debate on statement made by the Minister.

Shri Taritmohan Dasgupta :—I am sorry Sir, we do not know how can we get the clarification. So far I know there is little distinction between the clarification and question Sir.

হাউসের মধ্যে স্টেটমেন্ট দিয়ে যে পয়েন্টগুলি জানার কথা, যে কথাগুলি মানুষের মনে আসছে, যদি কারও ইংরেজীতে দখল থাকে তাহলে অনেক খাট করে বলতে পারেন, কিন্তু বাংলায় বলতে গেলে কিছুটা কোয়েশ্চান ফরমেই আসে তারপর আমরা এখনও তেমনি অভিজ্ঞ হই নাই, কিছুদিন চলতে থাকলে ভাষায় সূক্ষ্মতা আসবে সেজন্য আমাদের যে ভাষা তার মধ্যে কিছুটা কোয়েশ্চানের ফর্ম থেকে দেখা যায়। আরও কিছুদিন যদি আমাদের রাইট অব রিপ্লাই দেওয়া হয় তাহলে ভাষার সুক্ষ্মতা আমাদের মধ্যে আসবে। কিন্তু এই যে একটা ঘটনা ঘটলো, মিনিষ্টার বলেছেন যে রাশ ড্রাইভিং হয়েছে, কিন্তু রাশ ড্রাইভিং বন্ধ করার জন্য তিনি কি করলেন তা বলছেন না। ড্রাইভার ধরা পড়েছে কিনা সে সম্বন্ধে স্টেটমেণ্ট কিছুই নাই। রাশ ড্রাইভিং সম্বন্ধে কি করবেন সেই সম্বন্ধে কিছুই নাই। তেলিয়ামুড়াতে দুটি জায়গায় চেকপোষ্ট আছে। আমি বলব যে তেলিয়ামুড়াতে তারা গাছ ফেলে ফেলে গাড়ী থামায় তাদের এই অবস্থা দিনের পর দিন চলে আসছে। কাজেই এর যে রিড্রেসটা সেটা স্টেটমেণ্টের মধ্যে থাকা উচিত। আমাদেরও ক্ল্যারিফিকেশন এই জন্যই যে এই স্টেটমেন্টেম ধধ্যে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এই গুলি তিনি স্পষ্ট করে দিন।

মিঃ স্পীকার :—দেন ইউ আর আসকিং দি মিনিস্টার টু মেক এনাদার স্টেটমেণ্ট।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ক্ল্যারিফিকেশন তো এটাই। কোয়েশ্চানে যে সাপ্লিমেণ্টারী করা হয় সেটাও একটা স্টেটমেণ্ট। যে কোয়েশ্চানটার রিপ্লাই দিচ্ছেন আলটিমেটলী দ্যাট ইজ অলসো এ স্টেটমেণ্ট।

Mr. Speaker :—I am refering th Rule 59 (3) of our rules of proceedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. The Rule 59(3) says—"The Minister may make a brief statement or ask for time to make a statement at a later hour or date. Rule 59(4) says—"There shall be no debate on such statement at the time it is made :

Provided that the Speaker may, if he deems fit, permit questions for purposes of clarification."

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আপনি সেটা বলছেন হী যে আস্ক ফর ক্ল্যারিফিকেশান তাহলে আমি যে কোয়েশ্চানটা করলাম সেটাও তো ফর দি পারপাস অব ক্ল্যারিফিকেশান।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের স্টেটমেন্টে যে বিষয়ের উল্লেখ আছে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে পারেন। নট আউট সাইড।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নট আউটসাইড স্যার, একটা ষ্টেটমেণ্ট যদি হয় এবং স্টেটমেণ্ট থেকে যদি কোন রিড্রেস না পাওয়া যায়, গভর্ণমেন্ট পরে কি করবেন তা হলে শর্ট নোটিশ করতে হয়।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, ইউ মে ডু সো।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে আমাদের হাউস একষ্টেণ্ড করতে হয়। হাউসের কাষ্টডিয়ান হচ্ছেন আপনি। যখন আমরা রিপ্লাই পাই না তখন হাফ এন আওয়ার ডিসকাশনের নোটিশ দিতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—হাফ এন আওয়ার ডিসকাশনের নোটিশ আপনারা দিতে পারেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—তখন তো আপনি বলবেন যে বাজেট সেনান, এখন সময় হবে না। কাজেই স্যার, আপনি হচ্ছেন হাউসের কাস্টডিয়ান, মিনিষ্টার 'হ্যাঁ' বা 'না' একটা কিছু বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—টাইম যদি পারমিট করে তবে আমি এলাউ করব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তা হলে উই মে বি ডিপ্রাইভ।

মিঃ স্পীকার :—কে ডিপ্রাইভ করেছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা একটা নোটিশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অঘোর বাবুরটা হয় নাই। সেজন্যই এই ক্ল্যারিফিকেশন আসছে।

মিঃ স্পীকার :—সময় না থাকলে কি করা যাবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মানুষের রাইটটাকে তো মেনটেন করতে হবে। পার্লামেণ্টে দেখুন—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা বাজেট সেসনে। মাননীয় সদস্য রাজ্য সভায় কি করতেন ? (নয়েজ)

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—পয়েণ্ট অব অর্ডার, স্যার। আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন। এটা খুব ভাইটাল প্রশ্ন। আপনার কাছে আবেদন করেছি আপনি এর উপর হাফ এন আওয়ার ডিসকাশসন করবার সুযোগ দিন। তাহলে এর উপর সমস্ত রুলস এবং প্রসিডিওর পার্লামেণ্টারী প্র্যাকটিস এবং উনি রাজ্যসভায় কি করতেন সব বলতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা নোটিশ দিতে পারেন। যদি সময় থাকে তাহলে হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—বাজেট সেসনের জন্য যখন একদিন সময় হল না তখন আদার ডিসকাশনের জন্য হবে কিনা সন্দেহ আছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—পয়েণ্ট অব অর্ডার। সেখানে মাননীয় স্পীকার বলছেন যে মিনিষ্টার মে মেক এ স্টেটমেণ্ট। তাহলে মিনিস্টার মে মেক অর মে নট মেক এ ষ্টেটমেণ্ট। (নয়েজ)

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আমরা হাফ এন আওয়ার ডিসকাশনের নোটশ দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি বলেছি যে আপনারা দিতে পারেন এবং যদি সময় থাকে তাহলে দেখা যাবে।

(The House is on pendamonium)

Mr. Speaker :—Order please, Order please.

Hon'ble members, to-day is the last day for voting on demands for grants, according to the programme of the financial business. But we have got still 14 demands to be disposed of, Besides demand No.14—Education. Now ruling party will get 60 minutes for discussion on the demands for Grant No. 14—Education. After the discussion on demand No. 14 is finished. I am inclined to request the Hon'ble Finance Minister to move all the demands together and the cut motions on the demands will be discussed together and at 4-45 p.m. those will be put to vote. I hope, the House will agree with me.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ফোটিনের উপর আমার কিছু বক্তব্য রাখতে চাই ?

Mr. Speaker :—I think, you were not present in the House yesterday. I have given one full hour to the Opposition Members for discussion on this demand.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker Sir, it was agreed that Opposition will get one hour time and the ruling party members will get one hour time, for discussion on this demand. Now, they have already been given one hour time and they also utilised that one hour time fully.

Mr. Speaker :—Yes. I don't allow any one from the Opposition side to speak on this demand. I would request the Hon'ble member (Shri Aghore Deb Barma) to take his seat.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, এই ডিমাণ্ডটার আলোচনা ৪-২০ মিঃ থেকে শুরু হয়েছে, আমরা মাত্র ৪০ মিনিট সময় পেয়েছি, আমাদের আরও ২০ মিঃ সময় বাকী আছে। কাজেই বাকী এই ২০ মিঃ সময় আমরা পাব না কেন ?

Mr. Speaker :—I don't allow any one from the Opposition to Speak.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, মন্ত্রী মহোদয়, সময় সম্পর্কে যে খবর এখানে দিলেন, সেটা সম্পূর্ণ অসত্য। কাজেই আমাকে বলতে দেওয়া হউক ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটাতো স্পীকার মহোদয় বলেছেন যে আপনাদের ১ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে, এবং আপনারা সে সময় ফুললী ইউটিলাইজ্‌ড করেছেন। স্পীকার স্যার, তাদের যে ১ ঘন্টা সময় দেওয়ার কথা, সেটা তারা অলরেডী পেয়ে গেছে। কাজেই তাদের আর বেশী সময় দেওয়া উচিত নয়।

মিঃ স্পীকার :—হঁ্যা, আপনাদের অলরেডী ১ ঘন্টা সময় দেওয়া হয়ে গেছে। কাজেই এর বেশী সময় দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

Now, I would request the Hon'ble member Shri Rajkumar Kamaljit Singh to participate in the discussion.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই হাউসের সামনে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ফোর্টিন—এড্‌কেশান সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি, আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান এই ডিম্যাণ্ডের উপর রাখা হয়েছে, সেগুলির কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা, কাজেই আমি তাদের ঐসব কাট মোশানের বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তৃতা দেওয়ার সময় অনেক সময় বলে থাকেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নাকি বুর্জুয়া শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা এই হাউসের জন্য যেসব রুল্‌স এবং কন্‌ভেনশান তৈরী করেছি, সেগুলি কি তারা এখানে মেনে চলছেন ? আমার মনে হয়, তারা সেগুলি মানছেন না। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে আজকে এই এড্‌কেশান ডিপার্টমেন্ট এর উপর যে আলোচনা হচ্ছে, এটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা আলোচনা। অথচ তারা যেভাবে চীৎকার করে হাউসের মধ্যে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছে, তাতে আমার মনে হয়, তারা এই এ্যাসেম্বীর যে সব আইন কানুন আছে সেগুলিকে মান্‌তে চাইছে না.........

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এ্যাসেম্বলীর মধ্যের দুইজন সদস্য এক সঙ্গে বক্তৃতা দিতে পারেন কিনা, এটা আমি জানতে চাই ?

মিঃ স্পীকার :—নো আই ক্যান্‌ট এ্যালাউ এ্যানি বডি টু ডু সো।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—কাজেই তারা যে বলে আমাদের ছাত্ররা ভালভাবে লেখা পড়া করছেনা, সেটা তাদের মুখ দিয়ে কি করে আসে, আমি বুঝে উঠতে পারি না। আজকে তারা যদি এই পবিত্র এ্যাসেম্বলীতে বসে এই ধরণের গণ্ডগোল করে চলে, তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, এর চেয়ে বেশী কি শিক্ষা লাভ করতে পারে ? তাদের কাছে আমাদের পথ দেখাতে হবে, তবেই তো তারা আমাদের দেশের ভাল নাগরিক হতে পারবে। আর সেজন্য আমাদের এ্যাসেম্বলীর যে রুল্‌স বা কনভেনশান আছে সেগুলি আমাদের সব সময়ে মেনে চলতে হবে ... ...

Mr. Speaker :— Hon'ble member, I would request you to withdraw from the House. Your manner is very much disorderly, your behaviour is very much disorderly. I would request you to withdraw from the House.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, এটার জন্য ৫ মিনিট এ্যাড্‌জার্ণ করে দিয়ে আবার না হয়, আলোচনা করুন।

Mr. Speaker :—Hon'ble member, Don't you think that he is very much disorderly ? And doing so he is disturbing the proceedings of the House, He should not go beyond his limit.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার আমার প্রশ্ন হল, যদি হাউসের কোন একজন সদস্যকে উইথড্র করবার জন্য আপনি নির্দেশ দেন, এবং সে যদি আপনার নির্দেশ উপেক্ষা করতে চায়, তাহলে আপনি প্রথমবারের জন্য অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হাউসকে এ্যাড্‌জোর্ণ করে দিয়ে হাউসের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। এটা হল আমার অনুরোধ, স্যার।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 10 minutes only.

(After 10 minuts)

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার এডুকেশান বাজেটে যে ৬ কোটি এক লক্ষ ৮২ হাজার টাকার ডিম্যাণ্ড পেশ করেছেন, এটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি এবং আমাদের মাননীয় সদস্যগণ যে কাট মোশান এনেছেন, তা আমি বিরোধিতা করছি এই কারণে যে উনারা যে বক্তব্য রেখেছেন, সেখানে বাস্তবের সাথে এবং এডুকেশানের যে প্রগ্রাম তার সাথে কোন মিল নাই। এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি এডুকেশান মিনিষ্টারের দৃষ্টি যে জিনিষের প্রতি আকর্ষণ করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে, শিক্ষা ব্যবস্থা এই ২০ বৎসরের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমরা যদিও এ্যাসেম্বলীতে লেজিসলেচার সম্পর্কে খুব এক্সপার্ট নই তবুও আমাদের যথেষ্ট উন্নয়ন হয়েছে। আমাদের যে এডুকেশান পলিসী সেটা লে আউট করা এবং গাইড করা, সেটা করছেন আমাদের এডুকেশান এক্সপার্ট যারা পার্লামেন্টে আছেন, তারা যে কমিশন গঠম করেছেন, তাদের ওপিনিয়ন' এই আমাদের এডুকেশান এক্সপানশান করার চেষ্টা আমরা করছি। কোঠারী কমিশনের যে রিকম্যাণ্ডেশান, বেসীস যেটা দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে প্রাথমিক এডুকেশান সিসটেমটাকে নানাভাবে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের ছেলে মেয়েদের যে শিক্ষার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে প্রাইমারী স্কুলের পরিবর্ত্তে আমাদের এখানে জুনিয়র বেসিক স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে যেখানে ৬ বছর থেকে আরম্ভ করে এবং তার আগে যে ষ্টেজ তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রি বেসিক বা প্রি প্রাইমারী স্কুল, বালোয়ারী স্কুল ইত্যাদি। কিন্তু এন্টায়ার বাজেটের মধ্যে, আমাদের মাননীয় লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণারের স্পীচ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের যে স্পীচ তার মধ্যে, এই বছরের জন্য বাজেট করেছেন, তার মধ্যে জুনিয়ার বেসিক স্কুল, সিনিয়ার বেসিক স্কুল, হাই স্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, তার জন্য প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে, কিন্তু একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি যে ৬ বছরের আগে যে প্রি-প্রাইমারী সেটজ আছে তার জন্য কোন প্রভিশন এখানে দেখতে পাচ্ছি না। সেটাসিসটিক দেখলে আমরা দেখতে পাই যে এ্যাজ ফার পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির যে রিপোর্ট সেখানে দেখতে পাচ্ছি বালোয়ারী স্কুলে ত্রিপুরাতে মোর অর লেস ৩৫০ প্রাইমারী স্কুল এবং ১০০০ প্রাইমারী শিক্ষক আছে। এই সব স্কুলে ছয় বৎসরের আগে যে সমস্ত ছেলে মেয়ে অর্থাৎ প্রি-প্রাইমারী ষ্টেজে এই সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়ছে, তার যে একসপানশান, তার কোন প্রভিশন এখানে দেখতে পাচ্ছিনা। তারপর

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লাশ ফাইভ থেকে সিকসে উঠার পর, সেখানে একটা সেটগনেনসী। আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লাস টেন থেকে এলিভেন ক্লাশে উঠার পর একটা স্ট্যাগনসী—একটা সেকশসান অব স্টুডেন্টস—দে আর নট গোয়িং টু স্কুল। অঘোর বাবু এই সেটগনেসীর কথা বলেছেন কিন্তু হোয়াট ইজ দি রুট, তা দূর করার যে সাজেশান তিনি তা রাখেন নি, বিশেষ করে ট্রাইবেল সম্পর্কে যে কথাটা বলেছেন, আজকে সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজের প্রশ্ন এসেছে, আমাদের কনষ্টিটিউশানে আছে প্রাইমারী ষ্টেজে তাদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে শিক্ষা দিতে হবে, কিন্তু আমাদের এখানে যে বালোয়ারী স্কুলগুলি আছে, চা বাগানে যে সমস্ত বালোয়ারী স্কুল আছে, সেগুলিতে আদাব স্থান মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে আগরতলা কয়েক লক্ষ টাকা এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে খরচ করা হচ্ছে শিশু বিহারের জন্য তার কারণ এখানে সমস্ত অফিসারদের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে. মাইনরিটি গ্রুপের ছেলেমেয়ে সেখানে ভর্তি হওয়ার কোন স্কোপ পাচ্ছে না। আজকে ট্রাইবেল ভাষা ডেভলাপমেন্টের জন্য এখানে টাকা রাখা হয়েছে, নট টু টীচ দেম থ্রো মাদার ল্যাঙুয়েজ। কাজেই যে সমস্ত স্কুলে ত্রিপুরী বা মণিপুরী আছে এট লিষ্ট ঐ স্কুলে, বালোয়ারী সেন্টার গুলিতে মাইনরিটি গ্রুপের টীচার যারা আছে, তাদের ডি পিউট করে, তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের শিক্ষার প্রতি এ্যাট্রাক্ট করার জন্য, তারা যাতে প্রাইমারী ষ্টেজে আসতে পারে তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— আমি আরেকট পয়েন্ট এখানে দেখতে পাচ্ছি—আজকে জনতা কলেজ যেটা এবলিশ হয়ে গেছে, সেখানে দেখতে পাই তার জন্য প্রভিশন বাজেটে রাখা হয়েছে. হিন্দি কলেজ, যেটা এবলিশ হয়ে গেছে, তার জন্য টাকা রাখা হয়েছে। আমরা আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি বেসিক ট্রেনিং কলেজের জন্য. টিচারদের বেসিক ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, তাদের এমলুমেন্টস এবং টি, এ, ডি, এ দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা যদি এন্টায়ার এডুকেশান ষ্টিমটাকে এগ্রিবায়াস করতে পারি, তাহলে আমাদের অনেক ষ্টুডেন্ট আমরা দেখি যে বি, এ, পাশ করে বেকার বসে আছে, আমরা যদি এই এগ্রিকালচারকে এডুকেশান সিষ্টেমে ইম্পরটেনস দেই, কোঠারী কমিশন যেখানে বলেছেন যেখানে এগ্রিকালচার বেশ আছে, সেখানে যাতে সেটা চালু করা যায়, ডেমনেষ্ট্রেশান পারপাসে স্কুল করা যায়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য, তার জন্য আমি মাননীয় এডুকেশান মিনিষ্টারের কাছে অনুরোধ রাখব। আমরা এখন ওয়েষ্ট বেঙ্গল বোর্ডের আণ্ডারে আছি, ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে এডুকেশান সিসটেমকে একটু মোর ঘুরানো যায় কিনা তার জন্য অনুরোধ রেখে, মুল বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী কর্তৃক এডুকেশান বাজেটে যে ৬ কোটি ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন করি

এবং এই যে কাটমোশান তার উপর এসেছে, তার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এড্‌কেশনে আমাদের উন্নতি হয়েছে এবং এই উন্নতির সঙ্গে একমাত্র কাশ্মীরের সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি। আমাদের এখানে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত ফ্রী পড়ার সুযোগ সুবিধা আছে যা নাকি একমাত্র কাশ্মীরে আছে। সরকারী কর্মচারী বাইরে থেকে যারা এখানে আসেন তারা বলেন ত্রিপুরা ছেড়ে যেতে দুঃখ হয়, ত্রিপুরাতে ছেলেমেয়েদের এড্‌কেশানের সুযোগ সুবিধা আছে। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও নাই। সেই জন্যই আমি কাটমোশানের বিরোধিতা করি এবং মূল বাজেটকে সমর্থন করছি। তবে আমার দুইটি কথা—একটি হল আমরা এখন ওয়েস্ট বেঙ্গল এড্‌কেশান বোর্ডের আণ্ডার আছি, ত্রিপুরাতে একটা বোর্ড গঠন করা উচিত। আরেকটা কথা হল, আমাদের এড্‌কেশান সার্ভে হয়েছে ১৯৫৭ সনে, এখন পর্য্যন্ত আর সার্ভে হয় নাই। এখন লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে, ১৫।১৬ লক্ষ লোক হয়ে গেছে, কাজেই একটা ফুল সার্ভে হওয়া উচিত। কারণ এই যে ব্যাক ডেটে একটা সার্ভে হয়েছিল, তার দ্বারা এখন আর চলতে পারে না। এখানে দেখা যাচ্ছে কোথাও স্কুল আছে, শিক্ষক নাই, আবার কোথাও শিক্ষক আছে, ছাত্র নাই, অথচ হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। যাতে এই টাকাগুলি যথাযথভাবে খরচ হয়, তার জন্য আমার প্রস্তাব থাকল। আরেকটা হল গত বাজেট অধিবেশনে আমি বলেছিলাম শিক্ষা মন্ত্রী কে যে আমার কনস্টিটিউয়েন্সী শালগড়াতে একটা হাই স্কুল দরকার, সেখানে ৬০।৭০ হাজার লোক, সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, শিক্ষা মন্ত্রীকে এইবারও অনুরোধ করব যাতে শালগড়াতে একটা এই বাজেট থেকে হাই স্কুল দেওয়া হয়। বাগমাতে একটা হাইস্কুল বেসরকারী মতে চলছে, তার মধ্যে ১০০ জন ছাত্র আছে, তিনজন শিক্ষক আছে, সেখানে তিনটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, এবং সেটা রাস্তার উপর, কাজেই আমি শিক্ষামন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার শালগড়াতে যেন একটা হাই স্কুল হয়।

তারপর তিনটা সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে এবং সুন্দর একটা জায়গা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে শালগড়া কনষ্টিটিউয়েন্সীতে একটা হাই স্কুল হোক। বাগমাতে একটা স্কুল ছিল। কিন্তু এটা ঝড়ে এখন পড়ে গেছে। আমি আশা করি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আমাদের শালগড়া কনষ্টিটিউয়েন্সীতে একটা হাই স্কুল করবেন এই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে। যেখানে ৬ কোটি টাকা আমাদের বরাদ্দ সেখানে কাটমোশনের সমর্থন আমি কিছুতেই করতে পারি না। তবে আমাদের টাকাটা যাতে প্রপারলী ইউটিলাইজড হয় এই আমার বক্তব্য। এই বলেই আমি মূল বাজেকে সমর্থন করে এবং কাটমোশনের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা মন্ত্রী এডুকেশনের ডিমাণ্ডের আমি সমর্থন করি আর কাটমোশনের আমি বিরোধিতা করি। কারণ তারা স্কুল কলেজ ধ্বংস

করে। এই বৎসরে তারা বহু স্কুল জালিয়েছে, ফার্নিচার ভেঙ্গেছে, কয়েক কোটি টাকা তারা ধ্বংস করেছে।

বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। মাননীয় সদস্য বলছেন যে তারা স্কুল কলেজ ধ্বংস করেছে। এটা উইথড্র করতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— দিস ইজ নট পয়েন্ট অব অর্ডার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, যারা কাটমোশান এনেছেন তিনি যদি তাদের মীন করে থাকেন তাহলে হী মাস্ট উইথ ড্র ইট।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য যারা কাটমোশান এনেছেন তাদের কথা বলছেন ?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— না স্যার, যারা সমাজদ্রোহী, যারা দুষ্কৃতিকারী আমি তাদের কথা বলছি। গত বৎসরও হাইস্কুল হয়েছে, এই বৎসরও তিনটা স্কুল আছে। সুতরাং আমি মনে করি কাটমোশন এনে এখানে তারা নিছক বক্তৃতা দেবেন আর মাঠে ময়দানে গিয়ে বলবেন যে তারা কিছুই করছে না। কাজেই তাদের এই কাটমোশনকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি এখানে শিক্ষার বিষয়ে দুয়েকটা কথা বলতে চাই। একজন সদস্য বলেছেন কোথাও স্কুল থাকে না। কোথাও মাষ্টার থাকে না। আমি হাউসে এর আগেও বলেছিলাম যে একটা তদারক কমিটি থাকুক যেখানে ট্রাইবেল এলাকা, দুর্গম জায়গা সেখানে স্কুল চলছে কিনা বা শিক্ষক মহাশয়গণ কাজ করছেন কিনা সেটা দেখার জন্য। আজকাল সব জায়গাতেই ছাত্র অনেক বেড়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও দেখেছি যে শিক্ষক ২।৩ মাস যাবত স্কুলেই যায় না। তাহলে ছাত্র আসবে কি করতে। আমি অনেক গ্রামে গিয়ে দেখেছি যে সেখানে দুইজন মাষ্টার ঠিকই আছে। এই দুইজনের মধ্যে একজন হয়ত ট্রেনিংএ চলে গিয়েছেন, আর একজন ২।৩ মাস স্কুলে গেল কি না গেল তার কোন ঠিক নাই। তাই আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে ভিলেজের দিকে যেখানে ১০০।২০০ ছাত্র আছে সেখানে একজন ট্রেনিং এ গেলে আর একজন শিক্ষক দিয়ে কোন কাজ হয় না, তাই সেখানে মাষ্টার বেশী করে দেওয়া হোক। টাউনে হয়ত যেখানে ১০০।২০০ ছাত্র আছে সেখানে মাষ্টার অনেক বেশী থাকে। একজন মাননীয় সদস্য বালোয়ারী স্কুলের কথা বলেছেন। আমি বলব প্রতিটি গ্রামে একটি করে বালোয়ারী স্কুল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা হচ্ছে না। সেই দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। পোষাকের জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। গ্রামের শিশু যারা, তাদের কোন পোষাক না থাকায় অনেকে স্কুলে যেতে পারে না (রেড লাইট)। যাই হোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় শেষ হয়েছে। আমাকে আর বলতে দিচ্ছেন না। কাজেই আর কি করব। আমি কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করে এবং মূল বাজেটকে সমর্থন করে এবং একটা তদারকি কমিটির দাবী জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনরেশ রায়।

[illegible] রায়ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার সমর্থন করি এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ১৪—এডুকেশনের উপর যে কাটমোশনগুলি এসেছে আমি সেগুলির বিরোধিতা করি। একজন কবিকে বলা হল যে তুমি চার চরণ দিয়ে একটা পাদ পূরণ কর। কবি তখন বললেন—'ক্ষীরং পিবন্তি বিড়াল'। তখন তাকে বলা হল যে এটা তো চার চরণ হল না। কবি বললেন যে, বিড়ালের তো চারটি পা। তাকে বলা হল যে এটা তো স্যাটেবল হল না। কবি বললেন যে ক্ষীরের চেয়ে স্যাটেবল আর কি হতে পারে। কাটমোশনগুলিরও এই অবস্থা, 'ক্ষীরং পিবন্তি বিড়াল'। তবু দুয়েকটা কথা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের উপর রাখতে হয়। যেমন অনেক সময় দেখা যায় কেস করলে, যে কেস করে সে উইন করে যায়। এটা কি রকম যে কেস করলে উইন করে যায়? এটা যাতে না হয় সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আর একটা আছে ট্র্যান্সফারের বেলায়। কোন কোন সময় দেখা যায় যে ১০।১৫ বছর ধরে পড়ে থাকে জঙ্গলে এক একজন শিক্ষক। তাদের কোন বদলী নাই। আবার কেউ কেউ হয়ত দুই এক বৎসরের মধ্যেই বদলী হয়ে চলে আসে। এটা যাতে না হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারেও দেখা যায় অনেক সময় দুঃস্থ এবং দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েরা আছে, তারা চান্স পায় না। মার্ক বেসিসে চাকুরী দেওয়ার ফলে দেখা গিয়েছে যে আর্থিক দিক দিয়ে যে সমস্ত পরিবার উন্নত এবং যারা টিউটার রেখে দিতে পেরেছে তাদের ছেলেরাই বেশী করে চাকুরী পেয়েছে। দুঃস্থ দরিদ্র পরিবারের ছেলেরা চাকুরী পায় নি। কাজেই এটা উঠিয়ে যাতে সবাই সুযোগ পায়, বিশেষ করে গ্রামের ছেলেরা যাতে চাকুরীর সুযোগ পায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর একটা জিনিষ হল স্কুলে দুষ্কৃতিকারীদের আগুন লাগানো। এটা কে কি ভাবে করে থাকে সেটা ডিপার্টমেন্ট থেকে তদন্ত করে দেখা উচিত। আর একটি জিনিষ হল আমাদের এগ্রি বায়াসড স্কুলগুলির সমস্যা। এইগুলি থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে ঐ ছেলেগুলির কোন বিকল্প ব্যবস্থা বা চাকুরী কোনটাই হয় না। তাহলে এই এগ্রিবায়াসড স্কুল করে কি লাভ হল বুঝতে পারি না। আমি এটা স্বীকার করি যে ত্রিপুরাতে অনেক স্কুল হয়েছে এবং সেটা সন্তোষজনক। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে যে অসন্তোষ রয়েছে তাকে দূর করতে হবে। আর ইনটেরিয়র স্কুলগুলিতে দেখা যায় হয়ত একটা স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কম আছে, শিক্ষক সংখ্যা বেশী। আবার কোন স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বেশী কিন্তু শিক্ষক সংখ্যা কম। সেটা যেন একটা সমতার মধ্যে আনা হয়। আমি গতবার একটা প্রশ্নও করেছিলাম। সেটার উত্তর দেওয়া হয়েছিল তথ্য সংগ্রহাধীন। আমি একটা স্কুলের কথা বলতেছিলাম, যার ছাত্র বেশী শিক্ষক কম। কাজেই এই সমস্ত অসুবিধা দূর করে যাতে ঠিক ঠিকভাবে বাজেটের টাকা খরচ করা হয় এই আশা রেখে বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. today.

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ডিম্যাণ্ড ফর গ্রেন্ট নাম্বার ফোর্টিনে—এডুকেশান বাবদে যে ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি তা সমর্থন করছি। গতকল্য মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু পার্সেনটেজ দেখাতে গিয়ে বাজেটের সাধারণ ডিসকাশানের উপর একটা উদাহরণ দিয়েছিলেন যে আমাদের এই রাজ্য অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য তার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য যেমন আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের যে হার আছে, তার চাইতে অনেক কম আছে। মাননীয় সদস্য অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তিনি এগুলির কথা উল্লেখ না করে একেবারে চলে গেছেন হিমাচল প্রদেশ এবং গোয়া দমন দিউতে। উনাকে আমি এজন্য সুচতুর বলছি, তার কারণ হল, তিনি কর্ম্মচারীদের পে-স্কেল সম্পর্কে যখন বলবেন তখন পশ্চিম বঙ্গের কথা বলবেন, আর শিক্ষ র ক্ষেত্রে যা কিছু বলবেন, সেটা হিমাচল প্রদেশ এবং ঐ সমুদ্রের পাড় গোয়ার কথা বলবেন। তাই আমি উনাকে বলছি, যে তিনি একজন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান। সে যা হউক, তারপরে বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাট মোশান এই ডিমাণ্ডের উপর রাখা হয়েছে, সেগুলির কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তবে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু এখানে ২।১টা কথা বলেছেন, যেমন স্কুল এবং ঘর বাড়ীগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের শিক্ষার প্রধান যে কেন্দ্র ইউনির্ভাসিটি, সেটা আমাদের এখানে নেই। আগে অবশ্য আসামের মত রাজ্যেও এই ইউনিভার্সিটি বলতে কিছু ছিলনা, এখন অবশ্য প্রত্যেকটি রাজ্যে আলাদা আলাদা ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি হচ্ছে। তাই আমরা যদি পশ্চিম বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে সেখানে স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে নানা ধরনের আন্দোলন চলছে এবং কোথাও কোথাও স্কুল কলেজের বাড়ীগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এখানে কিন্তু এই জিনিষটা আগে ছিলনা। এখন অবশ্য সেখানকার আন্দোলনের ঢেউ দেওয়া আমাদের এখানে স্কুল কলেজগুলিতেও ঢুকে পড়েছে। আজকে চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, এগুলি কারা বলছে। তিনি অবশ্য এখন হাউসে নেই, তিনি যদি থাকতেন তাহলে আমি তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করতে পারতাম। যখন ১৯৬২ সালে চীন আমাদের দেশকে আক্রমণ করেছিল, তখন তারা ঐ চীনকে আক্রমণকারী বলতে পর্য্যন্ত পারলো না, আজকে আবার তারাই আমাদের এই দেশের জন্য মায়াকান্না করে মরছেন। আমি বলি এটা কি তাদের দেশপ্রেম, না এই দেশের প্রতি, তাদের মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা? তারা আজকে এইসব কাজকর্ম্ম করে বা কিছু ছেলেকে উস্কানি দিয়ে এইসব কাজ করিয়ে, এখানে এসে সরকারকে বলছে যে এগুলির কেন প্রতিকার হয় নি। আমরা তাদের এই মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত না হয়ে পারি না। তাছাড়া প্রমোদ বাবু তো একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সেক্রেটারী, তাঁর যে স্কুল, সেই স্কুলের মধ্যে এমন একটা জায়গা বাদ নেই, যেখানে নাকি লাল সেলাম, এই কথাটা লেখা নেই। মোট কথা হল, বিরোধীতা করবার জন্যই তাদের বক্তব্য রাখা, এছাড়া আর কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। সেজন্য আমি বলছিলাম আমাদের দেশকে যে চীন আক্রমণ করেছিল, সেই চীনকে আক্রমণকারী বলতে যাদের এত লজ্জা হয়েছিল, তাদের মুখে আজকে এসব কথা শোভা পায় না। তারপর একজন বলেছেন

যে এখানে বুর্জোয়া শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর বুর্জোয়া শিক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যান্তর থাকে না। কিন্তু তারা কি এটা অস্বীকার করতে পারবেন যে পশ্চিমবঙ্গে উনাদের যে নেতা আছেন, জ্যোতি বসু তিনি কি সেই বুর্জোয়া শিক্ষার শিক্ষক নন?

অনেক বলার ছিল, বুর্জোয়া কি করে হল। আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে কিছু হয় না, তারা প্রকৃতই চায় গলাকাটা প্রকৃতি। আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলে ক্ষতি নাই এই যে শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষার যে মূল নীতি নিয়ম, তার পরিবর্ত্তন করতে পারেন, কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করলে পরে, আবার বলবে স্কুল দাও, তখন দেখা যাবে এই বুর্জোয়া শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য সেন্ট পার্সেণ্ট অগ্রসর, একবার স্কুল পুড়ানো হবে আরেকবার স্কুল চলে না, ক্লাশ চলে না, সুতরাং ইনকলাব জিন্দাবাদ তুলবে, এই যে দল তারা সংখ্যায় কম নয়। তারা আজকে কি করছে অপ্রাপ্ত বয়স্ক যে সমস্ত ছেলে আছে, রাজনীতিতে ইমমেচ্যুর যারা, তাদের আন্দোলনে নামায়, তারা রাজনীতি মোটেই বুঝে না, তাদের থেকেই আসছে এই উচ্ছৃংখলতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট আমার একটা অনুরোধ এই যে প্রাইভেট স্কুল এবং প্রাইভেট কলেজ আছে, তাদের যে ৯০ পারসেন্ট গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়, ডাই-রেক্টলি ৯০ পারসেন্ট হলেও ইণ্ডাইরেক্টলি সেন্ট পারসেন্টই দেওয়া হয় এই স্কুল কলেজগুলি সরকারীভাবে গ্রহণ করতে আপত্তি কি, হয়তো এইরকম যুক্তি দিয়েছেন যে পাশাপাশি দুইটি প্রাইভেট স্কুল এবং সরকারী স্কুল রেখে তার কি তারতম্য বুঝানো, কিন্তু এর অভিজ্ঞতা আমাদের শেষ হয়ে গেছে, সবই গড়ে হরিবোল, সবই এক, কাজেই আমি বলি এই স্কুল এবং কলেজগুলিকে সরকারী পর্যায়ে নিয়ে গেলে ভাল হয়। কারণ এক দিকে অভিযোগ আসছে শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছে না, যারা নাকি সেক্রেটারী তারাও সেখানে পলিটিকস করছেন, এই পলিটিক্সের দায়-দায়িত্ব যে সরকারের নাই তা নয়, ডাইরেক্টলি না হলেও ইনডাইরেক্টলি তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়। আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু ক্যালকাটা হাই কোর্ট পর্যন্ত মামলা করেছেন, মামলা পেয়েছেন কিনা জানি না। এইভাবে রামঠাকুর স্কুল, এইরকম একজন মহাপুরুষের নামে স্কুল করে সেখানে সেক্রেটারীকে নিয়ে অনেক কলঙ্ক হয়ে গেছে এখন আবার শোনা যায় সেই সেক্রেটারীকেই নাকি আবার এই স্কুল পরিচালনার ভার দেওয়া হবে। এক দল ছাত্র চাইছে এই লোকটার হাতে ক্ষমতা দেওয়া যাতে না হয়। সরকারও বোধ হয় দেবেন না, কিন্তু সেদিন অষ্টমী স্নানের দিনে আটজন ছাত্র মাইক দিয়ে এ্যানাউন্স করেছে যে সব দায়িত্ব প্রমোদ ভট্টের কাছে এসে গেছে, এটাই হচ্ছে সেখানে বোমা ফাটানোর কারণ। কারণ এটার পক্ষে এবং বিপক্ষে ছাত্র রয়েছে। কাজেই রামঠাকুর স্কুল এবং রামঠাকুর কলেজের ভার সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করুক এই দাবী জানিয়ে এবং বিরোধী দলের সদস্যগণ যে সমস্ত কাট মোশান রেখেছেন আর সম্পূর্ণ বিরোধীতা করছি কারণ এইগুলি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তার জন্য সমর্থ করতে পারি না। মূল ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

Mr. Speaker :—Only five minutes. I can not allow more than five minutes. I shall have to finish it within 2-30.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—তাহলে আমি বসে পড়ি স্যার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের এডুকেশান মিনিষ্টার ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১৪—এডুকেশান এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ পেশ করেছেন, তা আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করছি। হাউসে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৪, আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন বিরোধী দলের সদস্য যেসমস্ত উক্তি করেছেন সেটা মনে হয় যে বিরোধীতা করতে হবে তার জন্যই বিরোধীতা করা, তা না হলে হয়তো তাদের এখানে আসার ভূমিকা সম্পূর্ণ হবে না। আমরা দেখি এই ডিম্যাণ্ডে ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সবচেয়ে বড় রকমের অংক রাখা হয়েছে এই খাতে কারণ ত্রিপুরার জনগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা খাতে এইরকম মোটা টাকা ধরা হয়েছে বিভিন্ন সদস্য তাদের বক্তৃতায় প্রতিফলিত করেছেন। সত্যই এই গরীব দেশে আশু শিক্ষা বিস্তার করার প্রয়োজনেই এইরকম মোটা টাকা বরাদ্দ করার প্রয়োজন আছে। এখানে বিভিন্ন সদস্যের মুখে যেসমস্ত আলোচনা এবং বিরোধীতা শোনা গেল তাতে মনে হয় শিক্ষা বিভাগকে যে আমাদের কতকগুলি সাজেশন দেবার প্রয়োজন আছে ঠিক সেইভাবে উনারা কোন পরামর্শ দিতে পারেন নাই। শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে যে কোন গলদ, কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি না আছে তেমন নয়। সর্ব্বাঙ্গীনভাবে দেখতে গেলে শিক্ষা প্রচেষ্টাকে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা বলতে পারি, এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মধ্যে আমি কয়েকটি সাজেশন রাখব যে ত্রিপুরার যে এক তৃতীয়াংশ উপজাতি যারা আছেন তাদের সম্বন্ধে এই শিক্ষা বিস্তারের জন্য যা কিছু করা হয়েছে, যাতে আরও কিছু করা যায়, সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ফ্রী বুকস টু ট্রাইবেল ষ্টুডেণ্টসের বেলায় দেখা যায় আমাদের ১৬ হাজার টাকা এখানে বরাদ্দ আছে আমি মনে করি পিছিয়ে পড়া এই ট্রাইবেলদের—যদি তাদের উন্নত জাতীর সংগে সমান স্তরে আনতে চাই, তাহলে ত্রিপুরার সমস্ত ট্রাইবেল বালক এবং বালিকাকে প্রাইমারী স্টেজে ক্লাশ ওয়ান এবং টু'তে, তাদের ফ্রা বুক দেওয়া দরকার। এই যে বলা হল ট্রাইবেল এরীয়ার মধ্যে অনেক স্কুল আছে যেখানে ট্রাইবেল ছেলে মেয়ের সংখ্যা খুব কম, মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে একজন মাষ্টার, বা পাঁচজন ছাত্র নিয়ে একজন মাষ্টার তার কারণ এই নয় যে সেই এরীয়াতে ছাত্র নাই, সেই এরীয়াতে ছাত্র আছে এবং লোকসংখ্যা আছে, স্কুলে যাবার মত ছেলে মেয়ে আছে ট্রাইবেল এরীয়াতে, সেইজন্যই স্কুল দেওয়া হয়, কিন্তু সেই স্কুলে কেন ছেলে মেয়ে আসতে পারে না, তার কারণ হচ্ছে হয়তো তাদের বই নাই বা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ নাই। লেংগটি পরে বাড়ীতে থাকা যায় কিন্তু স্কুলে আসতে হলে তাদের বই এবং পোষাক প্রয়োজন।

মিঃ স্পীকার :—অনার‍্যাবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ অভার।

[illegible] :—আমি এখানে এই ইম্পোর্টেন্ট কথাটা বলছি যে তাদের ফ্রী বুক এ্যান্ড সকল ছেলেমেয়েদের আরও বাড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। যেখানে যেখানে স্কুলের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা কম তাদের সার্ভে করা প্রয়োজন এবং ইন একসেস এ্যাবল এরীয়াতে যেখানে আমরা প্রি প্রাইমারী স্কুলের জন্য বাজেট বরাদ্দ রেখেছি, এখানে দেখা যায় এক লক্ষ টাকা ধরা আছে, আমি সেখানে মনে করি অনেক ট্রাইবেল এরীয়ার মধ্যে, যেমন ছৈলেংটা একটা এলাকা, সেখানে রিয়াং, চাকমা, মধ্যম মোহনলাল পাড়া সেখানে তারা স্কুল চাচ্ছে কিন্তু এখনও পায় নাই, সেখানে চার পাঁচশত রিয়াং, চাকমা পরিবার বাস করে, পরিবার প্রতি একজন ছেলে যদি যায় তাহলেও সেখানে চার পাঁচশত ছাত্র হয় কাজেই সেখানে স্কুল দেওয়া দরকার। তাছাড়া তকমছড়া, ছামনু অঞ্চলে সেখানে তারা স্কুল পাচ্ছে না, এইভাবে ট্রাইবেল এরীয়ার মধ্যে নূতনভাবে সার্ভে করা উচিত এবং কোথায় প্রাইমারী স্কুল দরকার, ঠিক ঠিকভাবে যদি সার্ভে করা হয় তাহলে ট্রাইবেল এরীয়ার মধ্যে আরও স্কুল আমরা করতে পারব। আরেকটা কথা আমি এখানে বলছি প্রাইমারী স্টেজ থেকে মিডল স্টেজে যেভাবে ট্রাইবেল ছেলে যাচ্ছে এবং কলেজের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার জন্য যাচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে ট্রাইবেল ছেলের সংখ্যা কম, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, এম, বি, বি, কলেজ এবং বিলোনীয়া কলেজে আমাদের ট্রাইবেল ছাত্র সংখ্যা অতি নগণ্য,তার কারণ এই নয় যে ট্রাইবেল ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা চায়না। তার কারণ তাদের ৪৫ টাকা করে মাসিক ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়, বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আগরতলাতে বিলোনীয়া এবং কৈলাসহরে দেখা যায় যে, ৬৫ টাকার কম একজন ছেলের খাওয়া দাওয়া হয় না সুতরাং কম পক্ষে যদি ৬৫ টাকা পর্যন্ত এই ষ্টাইপেণ্ডটা না বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা, যাদের আমরা উচ্চ শিক্ষা দিতে আশা করি, তা করতে পারব না। কারণ যারা জুমিয়া,যারা গরীব ট্রাইবেল তাদের এই যে অতিরিক্ত বোর্ডিংএর খোরাকি দিতে হয়, সেটা দিয়ে তাদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা সম্ভব নয়। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইদিকে দৃষ্টি দেবেন।

আর একটা কথা ত্রিপুরাতে প্রায় আশি হাজার বৌদ্ধ আছে। তাদের ধর্ম্মীয় কাজে পালির প্রয়োজন আছে। বোধজং স্কুলে পালি চলছে। উমাকান্ত স্কুলে আছে, কাঞ্চনপুর হাই স্কুলে আছে। নূতন বাজারে হাই স্কুলে আছে। আমি মনে করি এম, বি, বি, কলেজেও পালির একটা শাখা খোলা উচিৎ। একদিন শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নয়, সুদূর থাইল্যাণ্ড, জাপান, চীন প্রভৃতি বহু উন্নত দেশেই পালি ভাষার প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। সুতরাং আমি আশা করি আমাদের কলেজ পর্যায়েও বিশেষভাবে এম, বি, বি কলেজে এবং বিলোনীয়া, কৈলাসশহর মহাবিদ্যালয়ে এই পালির প্রচলন হলে পরে আমাদের ছেলেদের পালি শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হবে এবং আমাদের বেণুবন বিহারেও একটা স্কুল আছে সেখানেও পালি দরকার। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই উড রিকোয়েষ্ট অনারেবল এডুকেশন মিনিস্টার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরটিন—এডুকেশনের উপর যে কাট মোশন আনা হয়েছে এই কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমেই মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন যে সিনিয়ার বেসিক ফেল্যুর হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে সিনিয়ার বেসিকের মধ্যে যে ক্রাফট প্রশ্নটা, এটা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যা ঘটেছে আমাদের এখানেও তাই। কিন্তু সিনিয়ার বেসিক এডুকেশন বলতে এটাই বুঝায় যে এটা একটা ন্যাশনাল প্যাটার্ণ অব এডুকেশন এবং তার মধ্যে কতকগুলি জিনিষ ইনক্লুডেড, নট অনলী ক্রাফটস। এটার মধ্যে আছে ইম্প্রুভড সিলেবাস এবং ইম্প্রুভড বুকস। সিলেবাসগুলি এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ছেলেরা ভালভাবে জ্ঞান লাভ করতে পারে। যদি বলা হয় যে বেসিকের মধ্যে শুধু ক্র্যাফটস্ ইনক্লুডেড, তা নয়। সুতরাং সিনিয়ার বেসিকটা টোটেলী ফেল্যুর হয়েছে সেটা বলা উচিত নয়। ক্র্যাফটস্ পোর্শনটা হয়ত ফেল্যুর হতে পারে। কিন্তু আমাদের যে সিলেবাস ইম্প্রুভড টিচিং এইগুলি দরকার, সেইগুলিতে আমাদের ছেলেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করছে এবং টেকনিক্যাল এডুকেশন, জেনারেল এডুকেশন প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে আজকে আমাদের ছেলেরা অনার্সে ভাল করছে, ডক্টরেট পাচ্ছে। সুতরাং এই যে একটা টাইপ অব এডুকেশন সেই দিক দিয়ে ছেলেমেয়েদের টিচিংটা ভাল হচ্ছে। যদিও আমরা ক্র্যাফট পোর্শনটা করতে পারি নি তবুও আমাদের ছেলেরা যে বিভিন্ন লাইনে তাদের কোয়ালিটির পরিচয় দিতে পারছে না সেটা ঠিক নয়। তবে ক্র্যাফটসটা আমরা করতে পারিনি। তার বিভিন্ন অসুবিধাও রয়েছে এবং সেটা সম্বন্ধে আমরা যে সচেতন নই তা নয় এবং তার মধ্যে থেকে কিভাবে একটা ইম্প্রুভড সিস্টেম করা যায় তার জন্য যারা শিক্ষাবিদ তারা চিন্তা করছেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি ষ্টেডিয়াম সম্বন্ধে বলেছেন যে ষ্টেডিয়াম করতে পারা যায়নি। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আমরা বলেছি যে ষ্টেডিয়ামের জন্য এস্টিমেট কমিটি একটা জায়গা সিলেক্ট করেছিল চিলড্রেন্স পার্কে। কিন্তু চিলড্রেন্স পার্কে সম্ভব নয়। কারণ এটা চিল্ড্রেনের জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া সেখানে মেলা ইত্যাদিও হয়। সুতরাং যদি আমরা করতে যেতাম তাহলে পিপল থেকে অবজেকশন আসত। তারপর তিনি বলেছেন ষ্টেবল গ্রাউণ্ড। গভর্ণমেণ্ট থেকে আমরা একটা ডিসিসান নিয়েছিলাম। যারা নাকি স্পোর্টস কমিটির মেম্বার আছেন, স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আমাদের চীফ মিনিষ্টারের সাথে একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে ষ্টেবল গ্রাউণ্ডে হবে কিনা দেখতে পারেন। টেকনিক্যাল ডিপার্টমেণ্টকে তখন বলা হয়। কিন্তু দেখা গেল সেখানে সেটা সম্ভব নয়। কারণ এটা রাস্তার সংগে, তাছাড়া রয়েছে একটা ওয়ার্কশপ এবং এনিমেল হাজবেনড্রীর ডিস্পেনসারী। তারপর হয়েছে একটা কলোনী। সুতরাং টেকনিক্যালী এটা অ্যাপ্রুভ হয়নি বলেই বাতিল করা রয়েছে। আমরা আরও তিনটি জায়গা দেখেছি যাতে সেখানে করা যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারা জানেন যে আগরতলা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জায়গার দরকার। একটা ষ্টেডিয়াম গ্রাউণ্ড করতে অনেক জায়গার দরকার। জায়গা বের করে নেওয়া খুবই কষ্টকর। মাননীয় সদস্য বলেছেন

যে আমাদের ছেলেরা বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন অথচ আমাদের একটা ষ্টেডিয়াম নাই। কিন্তু এর সংগে স্টেডিয়ামের খুব একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের ছেলেরা ডিস্টিংশন পাচ্ছে যা অনেক স্টেটে স্টেডিয়াম আছে তবু তারা পাচ্ছে না। সুতরাং স্টেডিয়াম থাকলে পাবে আর ষ্টেডিয়াম না থাকলে পাবে না সেটা কথা নয়। কারণ ষ্টেডিয়াম হল যারা খেলা দেখতে যাবেন তাদের আরামের জন্য। ধরুণ ফুটবল খেলার জন্য একটা মাঠের দরকার। ফুটবলের জন্য যে মাঠটা রয়েছে সেই মাঠটাই খেলার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং সেই দিক দিয়ে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না। কাজেই যারা খেলাধুলার কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন সেটা স্টেডিয়ামের উপর নির্ভর করে না। সেটা নির্ভর করে তাদের অ্যাপটিচিউডের এবং কাজের উপর। সেটা নির্ভর করে কোচিং এর উপর, ছেলেদের এ্যাপটিচুয়েডের উপর। যেহেতু আমরা আমাদের ছেলেদের ভাল কোচিং দিতে পারছি, সেজন্য তারা বাহিরে গিয়েও ভাল রেজাল্টই করছে। একটা ষ্টেডিয়াম হলে যে তারা ভাল রেজাল্ট করবে, এমন কোন কথা নেই। তবে ষ্টেডিয়াম থাকা দরকার এবং ষ্টেডিয়াম থাকলে জনসাধারণের খেলাধুলা দেখার পক্ষে সুবিধা হবে। সুতরাং এর সঙ্গে ষ্টেডিয়ামের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই যাতে একটা ষ্টেডিয়াম হয়, এবং আমাদের জনসাধারণ খেলাধুলা দেখে আনন্দ পায় এবং তাদের খেলাধুলা দেখার যাতে আরাম হয়, সেজন্য আমরা সর্বপ্রকার সচেতন আছি। তাই আমি আগেও বলেছি, ষ্টেডিয়াম করতে হলে যে সুইটেব্যাল ল্যাণ্ডের দরকার অন্ততঃ ২৫।৩০ একর জমির দরকার, সেটা আমাদের এই আগরতলা শহরের কাছে কোথাও পাওয়া কষ্টকর। কেননা আগে যেসব খালি জায়গা ছিল সেগুলি লোকজন আসাতে, ঘরবাড়ী হওয়াতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাজেই আমরা সরকার পক্ষ থেকে সচেষ্ট আছি, যাতে কমে এতটুকু জায়গা পেলে না হয়, সেটুকু দিয়ে তার উপর যাতে একটা ভাল রকমের ষ্টেডিয়াম করা যায়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুর দুইটা কাট মোশান ছিল, কিন্তু তিনি হাউসে এ্যাবসেন্ট থাকার দরুন সেগুলি মুভ করেন নি। কাজেই আমি সেগুলির উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে অভিরাম দববর্মা মহাশয় একটা কাট মোশান রেখেছেন—ত্রিপুরী, মনিপুরী, হিন্দী, তেলুগু প্রভৃতি সংখ্যালঘু ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না রাখার প্রতিবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া আমাদের উচিত, এটা আমাদের সংবিধানেরও একটা বিধান যে অন্তত প্রাইমারী ষ্টেজে এডুকেশানটা মাতৃভাষায় দেওয়া দরকার। তাই এদিক দিয়ে আমাদের এখানে যেসব লুসাই আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে লুসাই ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ হল লুসাই ভাষাতে অনেক শিক্ষক আমাদের এখানে আছে, আমরা তাদেরকে দিয়ে এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তারপরে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল ভাষাগুলির মধ্যে যে একটা বিশেষ ভাষা আছে, ত্রিপুরী ভাষা, এই ভাষাতে যাতে ত্রিপুরী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেজন্য আমাদের

থেকে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্ত্তমানে এই ভাষাতে কতগুলি অসুবিধা আছে, সেগুলি দূর করার জন্য, অর্থাৎ এই ভাষার ডায়লগটাকে যাতে আরও উন্নতি করা যায়, সেজন্য সরকার চেষ্টা করছেন। আর তার জন্য এই ডায়লগ সম্বন্ধে একটা রিচার্চ করা হচ্ছে এবং এই ভাষাতে ইতিমধ্যে একটা ডিকশনারীও তৈরী করা হয়েছে। আমি এর আগে জেনারেল ডিসকাশনের সময়েও বলেছি যে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব লেঙ্গুয়েজেস রিচার্স যেটা মাইশোরে আছে, সেখান থেকে আমরা একজন বিশেষজ্ঞকে এনেছিলাম, তিনি এখানে কিছুদিন থেকে এই ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু ষ্টাডি করে গিয়েছেন, তাঁর রিপোর্ট এখনও আসেনি। তার রিপোর্ট আসলে পরে আমরা আশা করছি যে এই ভাষার যে ডায়লগটা আছে, তাকে আরও উন্নত করা সম্ভব হবে এই ভাষাতে আমাদের ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা যাতে প্রাথমিক শিক্ষা পেতে পারে সেজন্য সরকার চেষ্টা করবেন। আর এরজন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে এটা যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি। কাজেই তারজন্য কোন অর্থের অভাব হবে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে হচ্ছে মনিপুরী ভাষা। এই ভাষার যেসব শিক্ষক রয়েছেন, তারা ইচ্ছা করলে এখনও আমাদের যে সিলেবাস বর্ত্তমানে আছে, সেগুলি ঐ ভাষায় তর্জমা করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে পারেন। আর তাছাড়া এই মনিপুরীতেও দুইটি ভাষা আছে, একটা হল মৈথৈ আর একটা হল বিষ্ণুপুরী। কাজেই এই সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এর বেশী অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে একটা অসুবিধা আছে। কাজেই এইসব বিষয়ে ভাল করে না জেনেশুনে আমাদের আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া যেসব অঞ্চলে মনিপুরী আছে, সেইসব অঞ্চলের স্কুলগুলিতে যেসব মণিপুরী শিক্ষক আছেন, তারা মনিপু ী ভাষাতে তর্জ্জমা করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে যাতে পারেন, সেজন্য আমরা কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরে অভিরাম বাবু আর একটা কাট মোশান রেখেছেন, সেটা হল ত্রিপুরার বে-সরকারী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনা বিধি গ্রহণে ব্যর্থতার প্রতিবাদ। এখানে বিধি গ্রহণের ব্যর্থতার কোন কারণ নেই। তার কারণ হল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে সেগুলি পশ্চিম বঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত। সুতরাং যেসব নিয়মাবলীর কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন, সেগুলি আমাদের এখানে চালু আছে। তবে গ্রেণ্ট ইন-এইড এর বেলা আমরা নিজেরা একটা রুলস করে নিয়েছি। তারপরে গ্রেচুইটি ছাড়া অন্য যেসব বিষয় আছে যেগুলি পশ্চিম বঙ্গ সেকেণ্ডারী এডুকেশান বোর্ডের যে রুলস আছে, সেগুলিও আমাদের এখানে চালু আছে। সেটা আমরা গ্রহণ করেছি এজন্য যে সেটা অনেক দিক দিয়ে ডেভেলাপড রুলস। কাজেই এটা যে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে, তা আমরা মনে করি না। তারপর তিন নং কাট মোশান হল—বেসরকারী কলেজ সমূহের সম্যক দায়িত্ব গ্রহনে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদ। এই বে-সরকারী কলেজগুলিকে স্পনসর্ড কলেজের অন্তর্ভুক্ত করার একটা প্রস্তাব সরকারের রয়েছে। সুতরাং সেগুলি সরকারের গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না।

আমরা সেগুলিকে স্পনসর্ড কলেজ হিসাবে গ্রহণ করবার পরিকল্পনা করেছি। এবং তারজন্য একটা রুলস তৈরী করে, আমরা সেটাকে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠিয়েছি আর গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যেটাকে অনুমোদন করে দিলে, আমরা সেইসব করতে পারব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে এডুকেশানের বিভিন্ন ষ্টেজে ওয়েষ্টেজ হচ্ছে, যে কথাটা মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বললেন, এটা ঠিক নয়। তার কারণ হল ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী স্কুলে ভর্ত্তি হচ্ছে, আর যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী প্রাইমারী ষ্টেজ থেকে সেকেণ্ডারী ষ্টেজে যাচ্ছে, তার সংখ্যা একেবারে কম নয়। আর আমরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় একেবারে পিছিয়ে আছি, এটাও ঠিক নয়। অবশ্য তিনি কতগুলি রেসিও দিয়েছেন, কিন্তু আমার কাছেও এইরকম অনেকগুলি ষ্টেটিষ্টিক্‌স্ আছে। তাতে এটা প্রমাণিত হবে যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে পিছিয়ে নেই। তার কারণ হল রেসিও অব এনরোলমেণ্ট ইন দি ক্লাশ ওয়ান টু ক্লাস ফাইভ ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে ২৬.৬ আর ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হচ্ছে ২২.২। আবার পার্সেনটেজ অব এনরোলমেণ্ট ইন প্রাইমারী ষ্টেজ ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছে ২১.১ আর অল ইণ্ডিয়া এভারেজ হচ্ছে ২০.১ ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হচ্ছে ২০.৮, আসামে হচ্ছে ২১.৩। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার দিক দিয়ে কোন উন্নতি হয়নি, এটা ঠিক নয়। তবে ত্রিপুরা কোন কোন রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে আছে, আবার কোন কোন রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে আছে। পার্সেনটেজ অব এনরোলমেণ্ট ইন প্রাইমারী ষ্টেজ অব দি টোটাল পপুলেশান ফ্রম সিক্স টু ইলিভেন গ্রুপ, ত্রিপুরাতে হচ্ছে ৫৩.৬৬। কিন্তু অন্য জায়গায় যেগুলি উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, যেমন বিহার, রাজস্থান, সেখানে অনেক কম। বিহারে হচ্ছে ৫১.৪৬ আর রাজস্থানে হচ্ছে ৪৬.৯১ ইত্যাদি। সুতরাং ষ্টেটিসটিক্‌স আমার কাছেও রয়েছে, অল ইণ্ডিয়া সার্ভে রিপোর্টও রয়েছে। সেগুলি যদি তিনি অনুধাবন করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের ত্রিপুরা এদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। ট্রাইবেল এলাকায় ছাত্রসংখ্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, এখানে ছাত্র আসে না, এটা ঠিক, তার কতকগুলি কারণ রয়েছে। তাদের সিফটিং হ্যাবিট হয়তো একবার এক জায়গায় রয়েছে, কিন্তু পরে দেখা যায় সে অন্য জায়গায় চলে গেল, স্ক্যাটারেলী সেখানে কোন ষ্টুডেন্ট থাকেনা, কাজেই নানাকারণ সেখানে রয়েছে এবং তা সত্ত্বেও আমরা ট্রাইবেল এরীয়াতে এনরোলমেণ্ট ফিগার যা আছে তা দেখলে নিরোৎসাহ হওয়ার কোন কারণ দেখতে পাই না। প্রাইমারী ষ্টেজে আছে—১৯৬৪-৬৫—২৪৮০৩, ১৯৬৫-৬৬—২৬৪৯০, ১৯৬৬-৬৭—৭০০৯, ১৯৬৭-৬৮—২৬০৪৭, ১৯৬৮-৬৯—২৮৫১৫, ১৯৬৯-৭০—৩০৩১২।

মিঃ স্পীকার :—অনারয়াবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কাজেই সেখানে ট্রাইবেল ছেলেমেয়েরা এগিয়ে আসছে সেটা এনরোলমেণ্ট দেখলেই দেখা যায়। মিডল ষ্টেজে আমরা দেখেছি ১৯৬৪-৬৫—২ ৪০, সেই জায়গায় ১৯৬৯-৭০—৩০৩১। সুতরাং ট্রাইবেলদের থেকে ছাত্র আসছেনা, সেটা ঠিক নয়, তবে আরো ছাত্র যাতে পড়তে আসে সেইজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তাদের ইনসেনটিভ দেওয়ার জন্য

বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ট্রাইবেল ছেলেরা উৎসাহিত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা পয়সায় মোটরে স্কুল কলেজে যাতায়াতের সুযোগ দানের ব্যবস্থা না রাখা, এই যে একটা মোশান মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা মহাশয় এনেছেন একটা এ্যামবিশাচ স্কীমের কথা বলেছেন। বিনা পয়সায় ছাত্র-ছাত্রীদের বাস চলার ব্যবস্থা কোথাও নাই, এখানে যথেষ্ট টাউন বাস রয়েছে, সুতরাং সেই টাউন বাসে করে স্কুলে কলেজে যেয়ে যদি পড়াশোনা না করতে পারেন, তাহলে তার চেয়ে বেশী ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়।

তারপর ধর্মনগর, খোয়াই ও উদয়পুরে নূতন কলেজের ব্যবস্থা না থাকা, ত্রিপুরা রাজ্যে ছয়টি মহাবিদ্যালয় আছে, সুতরাং প্রথমে এই কলেজগুলি ডেভালেপমেন্ট করা দরকার, একথা মাননীয় সদস্যরাও জানেন। এই যে প্রাইভেট কলেজগুলি আছে, সেগুলি যতটুকু ডেভেলাপ-মেন্ট হওয়া দরকার, সেইরকম হয় নাই যার জন্য এটাকে স্পনসরড কলেজ করে নেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেছি এইগুলি তাড়াতাড়ি ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য, একজিসটিং কলেজগুলিতে এ্যাকমডেশান বাড়ানো, যাতে বেশী সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য বরাদ্দ না করে নূতন কলেজের জন্য বরাদ্দ করা উচিত হবে বলে আমি মনে করিনা। সুতরাং চতুর্থ প্ল্যানে প্ল্যানিং কমিশন নূতন কলেজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেননি, একজিসটিং কলেজগুলি ডেভলাপমেন্টের জন্য অর্থের বরাদ্দ করেছেন।

তারপর ত্রিপুরায় ৩০টি নূতন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের কথা, সেটা সম্ভব নয়। আমরা চতুর্থ পরিকল্পনায় বছরে তিনটি করে হাই স্কুল এবং ১৫টি মিডল স্কুল স্থাপনের জন্য স্যাংশান পেয়েছি এবং তার বেশী করা সম্ভব নয়।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক না করার প্রতিবাদ, একথা তিনি এখানে বলেছেন, কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক আছে, এবং সার্বজনীনও বটে। তাই আমাদের এখানে সেটা বাধ্যতামূলক করার কিছু নাই। ৬-১১ বৎসর এজ গ্রুপের সমস্ত ছেলেই ভর্তি করার সুযোগ সুবিধা করা হচ্ছে, কাজেই সেটাকে বাধ্যতামূলক করার কোন প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক কাট মোশান তারা দিয়েছেন, আমি মোটামুটি সবগুলির উপর আলোচনা করেছি বিভিন্ন দিক থেকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের এখানে মাননীয় সদস্যরা যারা রয়েছেন বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন এবং যে সমস্ত কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশন রেখেছেন, সেগুলি সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করবেন। রামঠাকুর কলেজ সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র দাশ যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করছেন কি করা যায়, কিন্তু এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। সেখানে নানারকম অশান্তি চলছে সন্দেহ নেই, সরকার এই বিষয়ে সতর্ক আছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেহেতু অন্যান্য ডিম্যাণ্ড রয়েছে এবং তার উপর কাট মোশান রয়েছে, এবং আজকেই ডিম্যাণ্ডের উপর আলোচনা শেষ, তাই আমি মোটামুটি বিরোধী দলের সদস্যদের কথার উত্তর দিলাম। অন্যান্য

ডিমাণ্ডের উপর যাতে অন্যান্য সদস্যরা বলার সুযোগ পান তারজন্য যদিও আমার বক্তব্য অনেক ছিল, তথাপি এখানেই আমাকে সমাপ্ত করতে হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Now discussion is over. I am putting to vote the cut Motion first the Cut motion moved by Shri Promode Rn Das Gupta to discuss on—

"Failure of Senior Basic scheme in Tripura."

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Promode Rn. Das Gupta to discuss on—

"Failure to construct stadium at Agartala".

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting the Cut Motion to vote moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

"ত্রিপুরী, মনিপুরী, হিন্দী, তেলেগু প্রভৃতি সংখ্যালঘু ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না রাখার প্রতিবাদ।"

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Cut Motion to vote moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

"ত্রিপুরার বে-সরকারী স্কুলগুলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিচালনা বিধি গ্রহণে ব্যর্থতার প্রতিবাদ।"

The Motion was put to vote and lost,

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

"বে-সরকারী কলেজ সমূহের সম্যক দায়িত্ব গ্রহণে সরকারী ব্যর্থতার প্রতিবাদ।"

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

"ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিনা পয়সায় মোটরে স্কুলে কলেজে যাতায়াতের সুযোগ দানের ব্যবস্থা না রাখা।"

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

"ধর্মনগর, খোয়াই ও উদয়পুরে নুতন কলেজের ব্যবস্থা না থাকা। ত্রিপুরায় ত্রিশটি নুতন সেকেণ্ডারী স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থার অভাব।"

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion Moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

"প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সাব জনীন ও বাধ্যতামূলক না করার প্রতিবাদ।"

The motion was put to vote and lost.

Mr, Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

"তপশিলী জাতি উপজাতির জন্য প্রয়োজনীয় স্কলারশীপ'এর অভাব।"

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

"Pre-primary Schools এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাব।"

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Cut Motion to vote moved by Shri Debendra Kr. Choudhury to discuss on—

"Reducing number of deputy Directors."

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Cut motion of Shri Manmohan Deb Barma to discuss on—"Failure to give the need-based appointment.

The cut motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now, I am putting the Demand for Grant No. 14—Education to vote.

The question that a sum not exceeding Rs. 6,10,82,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Accout) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 14—Education was then put and PASSED.

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move the Demand Nos. 20, 45, 18, 37, 30, 31, 43, 44, 21, 38, 29 and 32.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrater I beg to move that a sum not exceeding Rs.15,68,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 20 Co-operation.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 47,37,000/- [inclusive of the sums specified in clumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 45—Loans and Advances by the State/Union Territorry Governments.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,16,56,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 18 (Major Head '31' —Agriculture).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 26,10,000/- [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of demand No. 37 (Major Head '95'.—Capital Outlay on schemes of Agricultural Improvement and Research);

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,80,000/- [inclusive of the sums specified in clumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 30 (Major Head '65'— Pension and other Retirement Benefits).

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,30,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 31 (Major Head '67'—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 30,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1971], be granted to defray the charges which will come in course

of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 43 (Major Head '120— Payment of commuted Value of Pension).

Mr Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs, 4,21,07,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be grated to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 st day of March, 1972, in respect of Demand No. 44 (Major Head '124'—Capital Outlay on Schemes of Government Trading.)

Mr. Speaker. Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs, 47,05,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No- 21 - Industries

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceening Rs, 24,32,000/- [inclutive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 38-Capital Outlay on Industrial & Economic Development,

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,00,000,/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 21—Famine Relief.

Mr. Speaker. Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 12,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1971], be granted to defray the chargrs which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 32—Stationery & Printing.

Mr. Speaker :—Now, I want that all the cut motions and demands will be discussed together and at 4-45 P.M, those will be put to vote. Opposition members will get 52 minutes and the rulling party will get 52 minutes. Now I want to have a list of members from both the parties who will participate in the demands.

Now, Shri Abhiram Deb Barma. He will move his cut motions. He is absent. So his cut motion falls through. Now, Shri Monomohan Deb Barma to move his cut motion on Demand for Grant No. 18.

Shri Monomohan Deb Barma :—Mr. Speaker, Sir, Demand for Grant No. 18.

এর উপর আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হল—Failure in proper distribution of fertilizers, Seeds etc. in time.

আজকে আমরা যদি ত্রিপুরা কৃষি পদ্ধতির দিকে তাকাই, তাহলে আমরা কি দেখব? আমরা দেখব যে ত্রিপুরাতে এখনও যে সব কৃষি পদ্ধতি চালু আছে, সেগুলি এ' মান্ধাতার আমলের কৃষি পদ্ধতি। আজকে কৃষি বিপ্লবের সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু কৃষি পদ্ধতির তেমন কোন আমুল পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। আজকে হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটিজ ইত্যাদি চাষ করে যদিও আমাদের কৃষি উৎপাদন কিছু পরিমাণে বেড়েছে অর্থাৎ যদিও আমরা গতবারের তুলনায় কিছু উৎপাদন বেশী করেছি কিন্তু সেটা কেন বেড়েছে, তা যদি আমরা বিচার করে দেখি তাহলে দেখব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গতবারের বেশ পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকৃতির দয়ায় আমরা আমাদের কৃষিজ উৎপাদন বাড়াতে সমর্থ হয়েছি। এর মধ্যে আমাদের যে এগ্রিকাল্চার ডিপার্টমেন্ট বলে একটা বড় ডিপার্টমেন্ট আছে তার কোন দান নেই। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য হল একটা কৃষিভিত্তিক রাজ্য। কাজেই গতবারে আমরা যে উৎপাদন করেছি, সেটা অন্যান্য বছরের তুলনায় কয়েক লক্ষ টন মাত্র বেড়েছে। কিন্তু এর ফলে আমাদের যে লক্ষ্য ছিল তাতে আমরা কোন মতেই পৌঁছতে পারিনি। এর পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে, যেমন আমি বলতে পারি, আমাদের মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট আছে, এই ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন অনুসারে লিফ্ট ইরিগেশান করে, পাম্পের দ্বারা ইরিগেশান করে কৃষকদের জমিতে যে জল দেওয়ার কথা, সেটা তারা ঠিক মত করে উঠতে পারেনি। যদি আজকে কোথাও খরা দেখা দেয়, তাহলে সেখানে যে সব জমিতে ফসল ফলানো হয়েছে, সেগুলি জলের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এ সব জমিতে মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে সময় মত চাষীদের জল দেওয়া হয় না, আর এর ফলে যে ফসল আমাদের পাওয়ার কথা সেগুলি আমরা পাচ্ছি না। তারপরে আছে, সময়মত বীজ ধান দেওয়া, সময় মত সার দেওয়া, সময় মত তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ ইত্যাদি দেওয়া। কিন্তু এইসব ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেগুলি কৃষকদের চাহিদা অনুসারে সময়মত দেওয়া হচ্ছে না। ফলে সরকার যে কৃষি বিপ্লব করার কথা বলেছেন, এবং গ্রো মোর ফুড প্রগ্রাম ইত্যাদির কথা বলেছেন, সেগুলি আমাদের কৃষকদের কৃষি করার পক্ষে মোটেই সহায়ক হচ্ছে না। কাজেই আজকে এইসব বড় বড় কথা বলে আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ করার মত কোন কিছু নেই। আজকে যদি সরকার এইসব প্রগ্রামকে সফল করে তুলতে চান, তাহলে কৃষকদের প্রয়োজন

অনুযায়ী তাদের জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সময়মত তারা যাতে তাদের জমিতে সার দিতে পারে, সেজন্য ব্যবস্থা করতে হবে আর সময়মত তারা যাতে উন্নত ধরণের বীজ পেতে পারে, তাদের জমি বেশী করে ফসল উৎপাদন করবার জন্যও সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে আমরা আর একটা জিনিষ দেখছি, সেটা হল কৃষকদের ঋণ দেওয়া বা দাদন দেওয়া সম্পর্কে। এই ঋণ বা দাদন, এটাও তারা ঠিক সময়ে পাচ্ছে না। যে সময়ে ঋণ বা দাদন পেলে পরে তাদের জমিতে বেশী করে ফসল উৎপাদন করতে পারত, তারা সেই সময়ে এটা পাচ্ছে না। ফলে যখন পায়, তখন হয়তো আর সেটা তাদের কোন কাজেই লাগে না। আমি মনে করি সরকার এভাবে তাদের ঋণ দেওয়াতে তাদের যে ঋণ নেওয়ার একটা অভ্যাস আছে, তাকে দৃঢ় করে দিচ্ছে। অথচ কৃষকেরা যাতে কোন রকমে ঋণগ্রস্ত না হয়, সেজন্য সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। কিছুদিন আগে আমরা দেখতে পেয়েছি, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা যে সব বরো ধানের চাষ করেছিল, সেগুলি প্রয়োজনের সময়ে জমিতে জল না থাকার দরুণ নষ্ট হয়ে গেছে। এদিকেও সরকারের লক্ষ্য রাখা দরকার আছে বলে আমি মনে করি। তারপরে আমরা জানি যে কাত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণতঃ আলুর চাষ করা হয়ে থাকে কিন্তু ঐ সময়ে সরকার থেকে আলুর বীজ দেওয়া অনেক সময়ে সম্ভব হয় না। সরকার যখন দিতে পারে, তখন দেখা গেল সেগুলি লাগিয়ে, আলুর ফলন তেমন ভাল হয় না। ফলে এদিক দিয়ে কৃষকেরা সরকারের গাফিলতির জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই আমরা এখন যা দেখছি, তাতে এটাই মনে হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে আগে যে সব কৃষি পদ্ধতি চালু ছিল, এখনও সেগুলি বহুলাংশে চালু রয়েছে ফলে আমাদের কৃষি উৎপাদন বাড়ার যে কথা, সেটা বাড়ছে না। অর্থৎ আমরা আগে যেখানে ছিলাম, এখনও সেখানেই রয়েছি। আর সরকার থেকে যে সব বড় বড় প্রগ্রামের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলির বেশী ভাগই সরকারের কাগজে পত্রে রয়ে গেছে। এভাবে যদি আমাদের কৃষি বিভাগ চলে, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কখনও কৃষি বিপ্লব আসবে না, এটা আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি। আমরা আসলে যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল এইসব প্রগ্রামের নাম করে অনেক অফিস হয়েছে, ষ্টাফ বাড়ানো হয়েছে এবং ঐ সব ষ্টাফেরা যাতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির নাম করে, ভাল ভাল খেতে পারে, সেজন্য অনেক কিছু সরকার করেছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কৃষকেরা তাদের জমিতে ফসল ফলানোর ব্যাপারে, এইসব অফিসার বা ষ্টাফদের কোন খোঁজই পায় না। অথচ কৃষি ক্ষেত্রে এই সব ষ্টাফদের কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করার কথা। তাই যদি আজকে দেখা যায় যে কৃষকদের জমিতে ধানের উৎপাদন কম হয়েছে, বা অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন কম হয়েছে, তাহলে সেটা শুধু কৃষকদেরই এফেক্ট করবে না, সেটা এফেক্ট করবে যারা নাকি বুদ্ধিজীবী, যারা নাকি চাকুরীজীবি, কারণ তাদেরও বাজার থেকে বেশী দাম দিয়ে জিনিষপত্র কিনতে হবে। ফলে কৃষক-শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি এবং চাকুরীজীবি সবারই সাংসারিক ব্যয় বরাদ্দ বেড়ে যাবে। ফলে যে কোন সময়ে একটা দুর্ভিক্ষের ছায়া সারা সমাজের বুকের উপর নেমে আসবে। কাজেই

আমাদের এদিকে আরও সতর্কভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কাজেই কৃষি বিপ্লবের নামে, গ্রো মোর ফুডের নামে যে সব বড় বড় প্রগ্রাম বা পরিকল্পনা রয়েছে, সেগুলি ঠিক মত করা হচ্ছে না। যেমন আমরা দেখতে পাই, যদি কোন কৃষক তার প্রয়োজনে, তার জমিতে জলের প্রয়োজনে, সারের প্রয়োজনে, বীজ ধানের প্রয়োজনে বা ঋণের প্রয়োজনে যদি কোন কৃষি অফিসে যায়, যেহেতু এসব জিনিষ পেতে হলে তাকে আগে থেকে তার নাম রেজেষ্ট্রি করতে হবে বা লিষ্ট করতে হয়, তাহলে সেখানে গিয়ে সে দেখে যে অফিসার থাকলে তার এ্যাসিষ্টেণ্ট থাকে না বা এ্যাসিষ্টেণ্ট থাকলে ভি, এল, ডব্লিউ থাকে না। কাজেই এইগুলি তত্বাবধান করে, যাতে কৃষকেরা সময়মত আলুর বীজ, উন্নত ধরণের ধানের বীজ, সার ইত্যাদি পায়, সেগুলি দেখার জন্য লোক যান, কৃষকের অভাব অভিযোগ শুনতে পাবেন। তারা কিভাবে বৃষ্টিপাতের অভাবের জন্য, জলের জন্য দুর্ভোগ ভোগ করছেন। কৃষক উন্নত প্রথায় চাষ করতে চায়। তাদের যদি এদিকে উৎসাহিত করতে চাই তাহলে, তাদের সেই অভাব অভিযোগগুলি দূর করা দরকার। আমরা বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক কথা বলছি এবং বেকার ইঞ্জিনীয়ার আছে, বেকার গ্রেজুয়েট আছেন, আনএমপ্লয়েড রয়েছেন, এদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা অনেক সময় দোকানের ব্যবস্থা করা, কন্ট্রাক্টারীর ব্যবস্থা করা, যেটা অবাস্তব, সেটার কথা আমরা এখানে চিন্তা করছি, কিন্তু আজকে কৃষির দিকে, তার উন্নতি অগ্রগতির দিকে যদি আমরা দৃষ্টি না রাখি তাহলে আমরা বেকার সমস্যার সমাধান—প্রকৃত সমাধান করতে পারব না, এই বলে আমি কাট মোশানের পক্ষে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার কাট মোশান প্রথমটা এ্যাগ্রিকালচারের উপর মুভ করছি। সেটা হচ্ছে—'Failure to give proper incentive to the peasant.' সবগুলি ডিম্যাণ্ড একসাথে ধরা হয়েছে, আমি একসাথে মুভ করে ফেলি সব কাট মোশান। তারপর হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রির উপর—Inadequate provision for setting up of new Industries.' এই দুইটি কাট মোশান আমার নামে আছে। এই দুইটি মুভ করার পর আমি প্রথমে এ্যাগ্রিকালচার সম্বন্ধে দুই একটি কথা আমার কাটমোশানের উপর রাখছি, সেটা হচ্ছে ফেইলিউর টু গিভ প্রপার ইনসেন্টিভ টু দি পীজেণ্ট। তার উপর বক্তব্য রাখতে যেয়ে আমি প্রথমে বলব আমাদের যে কৃষক তার যে উৎপাদিত সম্পদ, সেই সম্পদ এর উপর যদি যথোপযুক্ত দাম না পায়, প্রাইসকে সাপোর্ট করার মেশিনারী যদি না থাকে তাহলে সেখানে যদি উৎপাদন বাড়েও আবার কমে যায়। কারণ পীজেণ্টের মনে একটা হতাশা দেখা দেয়, যে রকম পাটের অবস্থা হয়েছে। জুট মিল করার কথা এই জন্যই আমরা বলেছি যে যাতে কৃষকের উৎপাদিত বস্তুর যথোপযুক্ত প্রাইস মারকেটে পায়। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম প্রাইস দেখি, এর অর্থ হচ্ছে যে আমাদের যে প্রডাকশান সেটা নির্ভর করছে নেচারের উপর, নেচার ফেভার করলে প্রডাকশান বাড়ছে, আর

যদি নেচার ফেভার না করে তাহলে প্রডাকশান কমে যায়। আরেকটা জিনিষ আজকে আমরা দেখছি আমাদের প্রডাকশান যে আজকে বেড়েছে সেটা পার একর প্রডাকশান বাড়ছে না, সেটা আজকে বাড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে লোক বাড়ছে, তারা আজকে টিলা এবং আদার ল্যাণ্ড যা আছে তাতেও কালটিভেশান করছে, সেই দিক দিয়ে আমাদের উৎপাদন বাড়ছে এবং ২ লক্ষ ২৩ হাজার টন থেকে ২ লক্ষ ৪৬ হাজার টন হয়েছে। মাইনর ইরিগেশান আমাদের টোটাল এরীয়া কভার করার কথা ছিল ১.১৬ একর, আমরা মাত্র করতে পেরেছি ৬ হাজার একরের মত, তাতেই বুঝা যায় জলসেচের দিক দিয়ে আমরা কত ব্যর্থ হয়েছি। সীড দিয়ে পীজেন্টকে ইনসেন্টিভ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কতদূর ফেইলিউর হয়েছি সেটার একটা সরকারী হিসাব আমি হাউসের সামনে তুলে ধরছি—ইম্প্রুভড সীড এণ্ড সীড ফারমের জন্য আমরা দেখছি যে ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ধরা হয়েছিল, আর সেখানে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে, প্রায় ফিফটি পারসেন্ট টাকা খরচ হয়েছে সেখানে আমরা— এক্সপানশান অব দি একজিষ্টিং সীড ফারম, তিনটি ছিল, সেখানে একটাও হয় নি। তারপর ইম্প্রুভড প্যাডি সীডস টু বি প্রকিউরড ফ্রম দি রেজিষ্টারড গ্রোয়ারস, ১০০ টন ছিল টারগেট, সেখানে ৩·২৮৫ মেট্রিক টন হয়েছে, যেখানে ডিষ্ট্রিবিউশান অব ইম্প্রুভড প্যাডি সীডস প্রকিউরড লোক্যালী এ্যাট সাবসীডি ছিল, ৫০০ মেট্রিক টন, সেখানে প্রকিউরড হয়েছে ২০·১৮৭ মেট্রিক টন, শুধু তাই নয়, এই হিসাব থেকে আমি বের করে দিচ্ছি জুট সম্বন্ধে নরমেল জুট ডেভলাপমেন্ট প্রোগ্রাম সেখানে ১ লক্ষ ১০ হাজার ছিল, কিন্তু খরচ করা হয়েছে ১ লক্ষ ১ হাজার ৪ শত টাকা, কিন্তু তার রেজাল্ট কি? যেখানে ডিষ্ট্রিবিউশান অব ইম্প্রুভড জুট সীড এ্যাট সাবসিডি—১০ টনস, আমরা ডিষ্ট্রিবিউট করেছি ৪·১৯৩ মেট্রিক টন, কিন্তু ৯৫ পারসেনট টাকা আমরা খরচ করেছি তবুও টারগেটে পৌছি নাই, ব্যর্থতা আজকে এর মধ্য থেকেই বেড়িয়ে আসছে। তারপর আমরা আরেকটা দেখছি, ডেভেলাপমেন্ট অব প্ল্যান্ট প্রটেকশান সার্ভিস ইন ত্রিপুরা সেখানে ২ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা রাখা হয়েছিল, খরচ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, হোয়াট ইজ এ্যাচিভ-মেন্ট? টারগেট ছিল ১.৪০ লক্ষ একরস, সেখানে হয়েছে ৮৮·৪৯৫.৬৬ একরস, তারপর ম্যানি-উয়েলী অপারেটেড পি, পি, ইকুইপমেন্ট টু বি পারচেজড ছিল ৫০০, সেখানে পারচেজ করা হয়েছে ১২৫টি, তারপর ন্যাপস্যাক পাওয়ার স্প্রেয়ার টু বি পারচেজড ছিল ৪০, সেখানে পার-চেজ করা হয়েছে নিল, টাকা খরচ হয়েছে বেশী। তারপর পি, পি, কেমিক্যালস টু বি পার-চেজড ফর সেল এ্যাট সাবসিডি-এ্যাজ মে বি রিকোয়ারড সেখানে করা হয়েছে ১৫, এই হচ্ছে, আমাদের অবস্থা। প্ল্যান স্কীমে যতগুলি আইটেম দেখা যায় সবগুলি আইটেম যদি মাননীয় স্পীকার মহোদয় যদি স্ক্রুটিনি করা যায়, এবং সেখানে এষ্টিমেট কমিটির বক্তব্য এর মধ্য দিয়ে যে জিনিষটা বেরিয়ে আসছে, সেটা হচ্ছে—'it appeared that the progress in mart of the schemes were deplorable এই হচ্ছে তার চেহারা, আর আমরা গ্রীণ রিভলিউশানের কথা বলছি, তার বাস্তব চেহারা পাবলিক এ্যাকাউন্টস রিপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছে। এখানে বলা

হয়েছে শুধু তার কভিশান ডিপলোরএবল বলা হয়নি, সেখানে কমিটি রিকম্যাণ্ড করেছে, the Department should make all possible attempts to provide irrigation facilities to the farmars and to encourage them to use chemical fertilizers এর অর্থ হচ্ছে গভর্ণমেন্ট ফেইলিউর হয়েছে, কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করতে এনকারেজ করেননি।

তারপর আমার বক্তব্য চলে যাচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রির উপর, উপযুক্ত সময় থাকলে আমি সেই ডিপার্টমেন্টের কেলেংকারী কথা বলতে পারতাম, কাজেই আমি সেটা বলব না। ইণ্ডাষ্ট্রির উপর আমার কাট মোশান ছিল। Inadequate provision for setting up of new industries.

মাননীয় স্পীকার. স্যার, যদি আমরা আমাদের বাজেট দেখি তাহলে সেই বাজেটে আমরা দেখব মাত্র ২৫,০০০ টাকা ধরা হয়েছে ফর সেটিং আপ অব নিউ ইণ্ডাষ্ট্রিজ। বলা হয়েছে সার্ভে করার জন্য। তাহলে চিন্তা করতে হবে, প্রতি বছর, আজ চার বছর যাবত আমরা ইণ্ডাষ্ট্রির কথা বলছি। এখনও ইণ্ডাষ্ট্রির প্রিলিমিনারী ষ্টেজ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। যে টাকা আমরা ডিস্‌বার্স করেছি সেই টাকার অবস্থা কি এবং বাজেট কত আন-রিয়েলিসটিক আমি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৬৮-৬৯ সালে আমাদের ৩৫,৭০,০০০ টাকা বাজেট করা হয়েছিল। তারপর সাপ্লিমেণ্টারী ধারা হয়েছিল ৩,১৪,০০০ টাকা। এর মধ্যে ৬,৮৭,০০০ টাকা হচ্ছে সেভিংস। হাউ আনরিয়েলিষ্টিক দি বাজেট ইজ। যেন খুশীমত বাজেট করা হচ্ছে এবং এই ইণ্ডাষ্ট্রি ৪ বছরে এত টাকা খরচ করেও একটা ইণ্ডাষ্ট্রি ত্রিপুরার বুকে করতে পারেনি। অরিজিন্যাল টাকা খরচ করতে পারেনি, তার উপর আবার সাপ্লিমেন্টারী করে ৬,৮৭,০০০ টাকা সেভিংস হয়েছে। এই হচ্ছে আমাদের বাজেটের নমুনা। আর ২১,০০,০০০ টাকা ঋণ দিয়েছে। আজ পর্য্যন্ত সেই ঋণ রিয়েলাইজ করতে পারে নি এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ষ্টেট সম্বন্ধে যে ইনফরমেশান দিয়েছে এটা বড়ই চমৎকার। In one hand Government incurred loss and in other hand the State Government is giving subsidy. It was peculiar system of developing industries in the state. এর উপর আর বেশী কথা বলার প্রয়োজন হয় না। তারপর মাননীয় স্পীকার স্যার, পাবলিক অ্যাকাউন্টস্‌ কমিটির কথা হচ্ছে—"It was very much discouraging as it appeared to the Committee that department could make no progres towards development of industries after 23 years of independence. এই বক্তব্য থেকেই বুঝা যায় যে কত ফেলুর এই ডিপার্টমেন্ট। সেটাই আমি হাউসে রাখব এবং আমি দেখেছি—"The Committee in view of the above would recommend that evalution Committee with experts should be set up for finding out the reasons for failure of the schemes and suggest remedies. আজকে দরকার হয়ে পড়েছে একটা হাই পাওয়ার কমিটি করার। তারা দেখবেন যে ত্রিপুরায় ইণ্ডাষ্ট্রি হচ্ছে না, শুধু টাকা খরচ হচ্ছে। পাবলিক সেকটারে টাকা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি লস হচ্ছে। ঠিক লস নয়। তিনজন ইনষ্ট্রাক্টার, তিনজন ওয়ার্কার। এই হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটের চেহারা। ২০,০০,০০০ টাকা

লোন দেওয়া হয়েছে। সেই টাকা রিকভারী হয় নাই। তার কারণ পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি বলেছেন—

"Many of the parties concerned taking loan did not utilise the same for the purpose for which it was sanctioned. Loan was taken for a particular purpose and utilised for other purpose. Loan was not utilised for the purpose and it might have been utilise for particular purpose." লোন নিয়ে দালান করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই কাট মোশান সমর্থন করে তার সমস্ত চেহারা দেখিয়ে দিয়েছি এবং আমি অনুরোধ রাখব, আমাদের সংশ্লিষ্ট শিল্প মন্ত্রীকে তিনি যেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির রিকমেণ্ডাশানকে কার্য্যকরী করেন। কারণ সব রাজ্যেই এইগুলি কার্য্যকরী করে ডিউ রেসপেক্ট দেয় আমি আশা করি আমাদের শিল্পমন্ত্রী মহোদয়ও এইগুলি গ্রহণ করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে কয়টা ডিমাণ্ড হাউসে উপস্থিত করেছেন সেই কয়টা ডিমাণ্ড.ক সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরাতে অধিকাংশ যেখানে কৃষক, তার যে চেহারা এবং তার কৃষির অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রেখে অ্যাগ্রিকালচারের যে বাজেট তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি প্রথম বলব যে জাতির অর্থনীতি নির্ভর করছে এই কৃষিভিত্তিক যুগে তার উন্নতির উপর। ত্রিপুরা কৃষি বিভাগ কিছুই করেনি এই কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের সদিচ্ছা থাকলেও এবং কৃষিবিভাগের যদিও করার ইচ্ছা থাকে তবুও আমরা দেখি এইগুলি কার্য্যে রূপান্তরিত হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এবং এর ফলে ত্রিপুরার কৃষকের অর্থনীতি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে এবং আমাদের খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত যে ত্রিপুরার সেই খাদ্যের বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করার দরকার। সেইদিক থেকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। তথাপি কতগুলি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কতগুলি মাঠ আছে আমাদের ধর্ম্মনগরের দিকে এইগুলি যদি ফ্লাড কন্ট্রোল করা হতো তাহলে আমরা এই অভাব অনটনের মধ্যে এবং যেখানে আর্থিক অনটনের মধ্যে কৃষক জীবন-যাপন করছে তার উন্নতি সম্ভব হত। এই দিকে আমি আবেদন করছি যে ধর্ম্মনগরে কয়েকটা মাঠ আছে, আমি বার বার বলছি, সেই মাঠ হচ্ছে শাখাই, রাগনা, কুর্তি এবং গুরুয়া। আমি দেখেছি সেখানে বন্যা নিযন্ত্রণের জন্য এবং সেখানে উন্নত ধরণের চাষ করবার জন্য জল দেওয়ার ব্যবস্থা যাতে করা যায় এবং সুযোগ পাওয়া যায় তার জন্য কৃষকরা বার বার দাবী করেছেন। যারা শিক্ষিত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকে উন্নত করতে চায় সেখানে আমরা বলছি সার দাও এবং যাতে ফসল ভাল ফলে তার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি আমরা শিক্ষা দিচ্ছি। জল সেচের যে প্রয়োজন সেটাও আমরা দিচ্ছি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষকেরা জল চাইলেও জল পাচ্ছে না।

আমি বার বার হাউসে ডিমাণ্ড রেখেছি যে এই যে কৃষক যাদের উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার অর্থনীতি সেই দিক দিয়ে আমরা বার বার দাবী করেও তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণ করতে পারিনি। আজ এই দেশের দরিদ্র কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে, তার ফলন বৃদ্ধি না হলে তার অর্থনীতি গড়ে উঠবে না এবং তার অর্থনীতি যদি গড়ে না উঠে তাহলে এই দুর্বল কৃষক নিয়ে আমাদের সমাজতন্ত্র বিশেষ উন্নতি লাভ করবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি বাজেটে প্রভিশন থাকলেও সেটা রূপায়িত হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।একটা উপলব্ধি নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ এই বাজেট রচনা করেন এবং বিরাট ব্যয়ভার আমরা বহন করি এবং বহু কর্মচারী আছে বিভিন্ন কার্য রূপায়িত করার জন্য। কিন্তু তারা তা রূপায়িত করছে না। আমি অনুরোধ রাখব যে সমস্ত স্কীম সরকার মনে করেন কৃষকদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন তাকে যেন ত্বরান্বিতভাবে করা হয়। আর একটি কথা আমি বলব কৃষির উন্নতির উপর ত্রিপুরার উন্নতি নির্ভর করে বলে আমি মনে করি এবং এই কৃষকদের অবস্থাটা কি? একটা কৃষক বর্ডারে বাস করত। তার গরু চুরি হয়ে গেছে। তার একটা গরু কেনার দরকার। কিন্তু সে এত শক্তিহীন, তার অর্থ নৈতিক অবস্থা ভাল নয়। সে যাতে কৃষি লোন পায় সরকার তার সুযোগ রেখেছেন। সরকার যতটুকু দিতে চায় ততটুকু তারা নিতে পারে না। বার বার সে আসবে বহু দূর থেকে। তবু তারা ঋণ পাবে না। এমনিভাবে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই দেখি সরকার বাজেট রচনা করেন, তার শুভ ইচ্ছা আছে। তবু তা কার্যে রূপায়িত হয় না। কাজেই যাতে এগুলি কার্যে রূপায়িত হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। আমি দেখেছি ধর্মনগরে আলুর চাষ কি অবস্থা হয়েছে। সেখানে আলুর চাষ বিখ্যাত ছিল। আলুর চাষ যাতে আরও বাড়ে তারজন্য আমি বার বার এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে বলেছি যে আপনারা ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে দেখিয়ে দিন কি করে আলু উৎপাদন বাড়তে পারে। আলু চাষের জমি অনেক আছে, আমাদের সেই ধর্মনগর, বিলোনীয়া এবং সাব্রুমে। কিন্তু সেই জমি থাকা সত্বেও কেন আজকে ব্যাপকভাবে আলুর চাষ হচ্ছে না, সেটা আমি বুঝতে পারি না। কেন আজকে আমাদের কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না, যদি সেই রকম শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে কেন আমাদের কৃষকেরা তাদের ফসল উৎপাদন বাড়াতে পারবে না। এসব তাদের শিক্ষা না দেওয়ার বিনিময়ে আজকে আমরা কি ফল পাচ্ছি? আমরা দেখছি যে সারা রাজ্য যে আলুর চাষ হয়েছে, সেটার প্রায় সবটাই ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু কেন সেটা ধ্বংস হয়ে গেল, সেটার আমি কিছু জানি না। আজকে আমাদের কৃষকদের অর্থ নৈতিক অবস্থা, সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? এটা তো আমাদের একবার চিন্তা করে দেখা দরকার। আমি জানি যে আমরা আলুর চাষ বৃদ্ধি করতে পারি, যদি আমাদের কৃষকদের প্রয়োজনীয় সাহায্য এবং ডেমনেস্ট্রেশানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত করে তোলা যায়। কাজেই আমি এখানে আবেদন রাখব যে আমাদের দরিদ্র দেশের এই দরিদ্র কৃষকদের এই দিক দিয়ে সচেতন করে তুলতে হবে। তাই আমাদের যে সব পরিকল্পনা আছে, কৃষির দিক দিয়ে সেগুলিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য,

আমাদের যেসব সরকারী কর্মচারী আছেন, তাদেব আরও বেশী করে সচেতন হতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ এই দিক দিয়ে তাদের সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। তারপরে কৃষকেরা যাতে সময়মত তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ পেতে পারে, সেজন্য সরকারকে আরও বেশী করে সচেতন হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ আমাদের কৃষকদের উন্নতির উপরই ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করছে। তারপরে আমি আর একটা জিনিষের উপর বলব, সেটা হল, আমাদের এই যে মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট আছে, সেটা আমি যতটুকু জানি পি, ডবলিউ, ডির আণ্ডারে আছে। আর এগ্রিকালচার ডিপার্ট-মেণ্টের মধ্যে আছে, সয়েল কনজার্ভেশান, সয়েল টেষ্টিং কিন্তু এই মাইনর ইরিগেশানটা যদি এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে এক ভাবে থাকতো, তাহলে যেটাকে প্রয়োজন ভিত্তিক কৃষির কাজে লাগানো যেত। কিন্তু আমরা যেটা দেখে আসছি, সেটা হল এই যে ডিপার্টমেণ্টগুলি আছে, তাদের একটার সংগে আর একটার কোন মিল নেই। তার কারণ হল, এই সব ডিপার্টমেণ্ট আলাদা আলাদা ভাবে তাদের দায়ীত্ব পালন করে থাকেন। কিন্তু ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ যে বাজেট রচনা করেন, সেগুলি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোন কো-অর্ডিনেশান না থাকার দরুণ, সেই কল্যাণকে আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারছি না। আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা কৃষি প্রধান রাজ্য এবং এখানকার কৃষকদের পরিশ্রমে যে ফসল উৎপাদন হয়, সেই ফসলে আমরা ত্রিপুরাবাসীরা পরিপুষ্ট হয়, অথচ এই কৃষকদের অর্থনীতিকে পরিপুষ্ট করার জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের প্রথমে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সেইজন্য এই মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের অন্তর্ভূক্ত করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর তা না হলে আমাদের এই যে দরিদ্র কৃষক, যাদের দ্বারা আমরা সবুজ বিপ্লবকে সফল করে তুলব, তাদের যদি উন্নতি না করতে পারি, তাহলে আমাদের কোন কিছুই সার্থকভাবে রূপায়িত হবে না। আজকে যদিও কৃষকদের তিন বছরের খাজনা মকুব করে দেওয়া হয়েছে বলে সরকার বলছেন, কিন্তু তাতে তাদের জন্য যে বিরাট একটা কিছু করা হয়েছে সেটা আমি মনে করি না। আমি যেটা মনে করি, সেটা হল, আমরা যারা সাধারণ মানুষ, যারা কর্মচারী, যারা শিক্ষিত সমাজ, আমরা যারা তাদের পরিশ্রমে উৎপাদিত জিনিষপত্র ভোগ করছি, তারা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের এই দরিদ্র কৃষকদের উন্নতি না চায় বা তাদের হাতকে শক্ত না করি, তাদের শরীরকে পুস্ট না করি, তাহলে আমাদের যে সমাজ সেটা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকে কৃষকেরা যে সব পণ্য উৎপন্ন করে, সেগুলি তাদের কম দামে বিক্রি করতে হয়, কেন তাদের কম দামে বিক্রি করতে হয়, তার কারণ হল, তারা তাদের উৎপাদিত পণ্য রাস্তাঘাটের অভাবে নিয়মিতভাবে বাজারে নিতে পারে না। ফলে মধ্যখানে যে মুনাফাখোরের দল আছে, তারা সেগুলি এ' কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে কিনে, আমাদের কাছে সেগুলি আবার বেশী দামে বিক্রি করছে। ফলে কাদের লাভ বেশী হচ্ছে?

[illegible] বেশী পরিশ্রম করে, তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের জন্য যে [illegible] উৎপাদন করছে, সেগুলি যেমন তারা কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে, আবার তেমনি আমরা যারা সেগুলি ভোগ করি, আমাদের বেশী দামে কিনতে হচ্ছে। কাজেই এই যে হাজার হাজার কৃষক, যাদের পরিশ্রমের উপর ত্রিপুরার অধিকাংশ লোক নির্ভর করে, সেই কৃষকদের পথঘাটের সুযোগ আগে হওয়া দরকার। তাই আমি আশা রাখব, এইদিকে লক্ষ্য রেখে যেন আমাদের কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য আমাদের মন্ত্রী পরিষদ দৃষ্টি রাখেন। তারপরে হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রি.........

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনাকে যে সময় দেওয়া হয়েছে, তার চাইতে আপনি অনেকক্ষণ বেশী বলেছেন। এখন আপনি দয়া করে, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি :—স্যার, আজকে ৪ দিনের মধ্যে আমি এখন কিছু বলার সুযোগ পেয়েছি। কাজেই আমাকে অন্ততঃ ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে কিছু বলতে দিন?

মিঃ স্পীকার ঃ—নো, আই ক্যান্‌ট এ্যালাউ ইউ। আওয়ার টাইম ইজ ভেরী সর্ট। ইউ প্লিজ ফিনিষ ইউর লেক্‌চার হিয়ার?

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি :—মাননীয় অধ্যক্ষ যখন আমাকে আর বেশী সময় দিতে চাইছেন না, তখন আমাকে উনার নির্দ্দেশ মত বসে পড়তে হবে। তবে বসার আগে আমি বলছি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ডিম্যাণ্ড রেখেছেন, সেটাকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি, আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছেন,তা আমি সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। এখন ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি এখানে ২।১টা কথা বলতে চাই। সেটা হল মাইনর ইরি.গশান দিয়ে যদি আমাদের কৃষকদের উন্নতি করতে হয়, তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিবেশ সেদিকে এই মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ আমাদের এখানে কবে পাওয়ার আসবে এবং পাওয়ার আসলেও সব জায়গাতে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য একটা পার্বত্য অঞ্চল, এখানে বড় রকমের স্কীম নিয়ে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি। তাই মাইনর ইরিগেশান থেকে যদি চড়া এবং ছোট ছোট নদীগুলির উপর বাঁধ দেওয়া হয় তাহলে সেই বাঁধ দিয়ে কোন কাজের কিছু হবে কিনা, সেটা আমাদের আগে থেকে চিন্তা করে দেখা দরকার। আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে যেসব সাব-ডিভিশানগুলি আছে, সেগুলি অত্যন্ত এলোমেলোভাবে আছে। কাজেই সেগুলির মধ্যে কোন জায়গাতে বাঁধ দিলে, কোন

জায়গাতে ডাইভার্সান স্কীম করলে আর কোন জায়গাতে লিফট ইরিগেশান করলে, আমরা বেশী জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারব, সেজন্য আগে থেকে আমাদের একটা সার্ভে করা দরকার। এবং সার্ভে করার পর যদি দেখা যায় যে আমাদের এভাবে করলে সুবিধা হবে এবং ঐভাবে করলে সুবিধা হবে না, এইসব বিচার বিবেচনা করে আমাদের পরিকল্পনাগুলি রচনা করা দরকার বলে আমি মনে করি। সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করতে চাইছি যে আমাদের কোথায় কি করলে পরে কি সুবিধা হবে, সেজন্য যেন মাইনর ইরিগেশান থেকে একটা সার্ভে করা হয়। আর তা যদি না করা হয় তাহলে হবে কি? তাহলে হবে আজকে একজন ইঞ্জিনীয়ার আসল, সে একরকম কাজ করবে ঠিক করলো, তারপরে আর একজন ইঞ্জিনিয়ার আসল, সে এটাকে বাতিল করে দিল, এভাবে আমাদের সময়ের যথেষ্ট অপব্যয় হবে বলে আমার মনে হয়। এই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গত ১৯৭০-৭১ সালে মাইনর ইরিগেশানের বাবদে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল, সেটার অনেক টাকাই আবার সারেণ্ডার করতে হয়েছিল, কেননা এই ইঞ্জিনীয়ার বদলী হওয়ার দরুণ আগে যে টাকা বরাদ্দ ছিল, নতুন ইঞ্জিনীয়ার এসে সেগুলি করলো না, কাজেই অনেক টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। আমরা যে টাকা পাচ্ছি, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক করার জন্য দিচ্ছে, আমারা সেগুলি ঠিকমত খরচ না করতে পেরে আবার ফেরত পাঠাচ্ছি। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখের যে আমাদের কোন পরিকল্পনা আগে থেকে ঠিক না থাকার জন্য আমরা কোন কাজ করতে পারছি না। সেজন্য আমার সাজেশান হল, এগুলি যাতে অন্ততঃ একটা প্লেন-ওয়েতে হয়, সেজন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এইগুলির উপর নজর দেওয়া দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি এই সাজেশান রাখতে যেয়ে একথা বলব যে যাতে এইরকম বরাদ্দের টাকা যাতে সারেণ্ডার না করা হয় আজকালকের দিনে যদি সারেণ্ডার করা হয়, তাহলে এটা খুবই দুঃখের কারণ আমাদের কেন্দ্র থেকে বাজেটের সমস্ত টাকা স্যাংশান করিয়ে আনতে হয়, তার মধ্যে কার্য করানোর দোষ ত্রুটির জন্য যা সেটা ব্যয় করতে আমরা না পারি, সেটা খুবই দুঃখের। আমার সময় যখন অল্প, বেশী বলার সুযোগ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে, সেগুলি যুক্তিপূর্ণ কাট মোশান নয়, তাদের বক্তৃতায়ও তেমন কোন যুক্তি উনারা দিতে পারেননি, তাই আমি সেগুলির বিরোধিতা করে, অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে অনেকগুলি ডিম্যাণ্ড রাখা হয়েছে, তার মধ্যে আমি কয়েকটির উপর আমি আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

এ্যাগ্রিকালচারের উপর দুই একটি কথা বলছি। জেনারেল ডিসকাশনের সময় আমি এর উপর স্যামান্য কিছু বক্তব্য রেখেছিলাম। তার মধ্যে আমাদের এই যে বাজেট, সেটা দেখলে, এ্যাজ ইট ইজ এটা সর্বাঙ্গ সুন্দর, তবে এই বাজেটে ত্রিপুরার য সমস্যা, যে সমস্ত প্রবলেম, ঠিক

সেই প্রবলেমগুলি স্টাডি করে তার উপযুক্ত পরিকল্পনা যে রচনা করা বা তাকে রূপায়িত করে ত্রিপুরাবাসীর মংগলের জন্য যে কাজ করে যাওয়া, সেটা হচ্ছে না, সেইজন্য ত্রিপুরার উন্নতি বা অগ্রগতি যেটুকু হওয়া উচিত তা হচ্ছে না এই আমার ধারণা। কারণ আমি সেদিন এ্যাগ্রিকালচারের উপর বলতে গিয়ে, তাদের অফিসারের যে বহর, আমার বোধ হয় পাঁচ মিনিট সময় লেগেছিল সেটা পড়তে, আমি সেদিন ইচ্ছা করেই পড়েছিলাম। অফিসার প্ল্যানের মধ্যে আছে, এবং ননপ্ল্যানে আছে, আমি আজকে আর সেটা রিপীট করব না, সেদিন আমি হাউসের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছি, কিন্তু কৃষির উন্নয়ন ক্ষেত্রে মোটেই অগ্রগতি হচ্ছে না, এটাই হল আমার বলার উদ্দেশ্য। আমরা প্ল্যান করি এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা আনি কিন্তু তার রূপায়নের সময় দেখা যায় সেটা রূপায়িত হয়েছিল, কিন্তু এখন যদি সেটা সার্ভে করা যায় একটা ইভেলুয়েশান করা যায়, তাহলে দেখব সেইগুলি ত্রিপুরার মাটির মধ্যে পড়ে আছে, মানে মাটির সংগে মিশে গেছে, তার চিহ্নও নাই, এবং থাকলেও অতি সামান্য। আমাদের রুলিং পার্টির কোন কোন মাননীয় সদস্য সেদিন আমার এই মন্তব্যকে নস্যাৎ করে দিলেন যে আমি কোন অগ্রগতি দেখছি না, এটা বলার আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি সেদিন প্ল্যানের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম ড্রিংকিং ওয়াটার সম্পর্কে,আমরা যদি রাস্তায় চলতে থাকি, তখন দেখব যে ত্রিপুরার পথে ঘাটে, ভাংগা টিউব ওয়েল পড়ে আছে, এই অবস্থা আমরা শিল্পক্ষেত্রে দেখব, এই অবস্থা আমরা কৃষিতে দেখব, ইণ্ডাষ্টিয়েল এষ্টেটগুলিতে দেখব, বিরাট বিরাট বিল্ডিং পড়ে আছে, ভাংগা মেশিন পড়ে আছে। কৃষির কথা বলতে গিয়ে আমি বলেছিলাম যে হয় প্ল্যানের ভিতর কোন ডিফেক্ট আছে, তা না হয়, ইমপ্লিমেন্টাসনএর ভিতর ডিফেক্ট আছে বলে আমি মনে করি। এর মধ্যে অবশ্য আলোচিত হয়ে গেছে বগাফা লিফ্ট ইরিগেশান সম্পর্কে। সেদিন এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করে, এষ্টিমেট কমিটির যিনি চেয়ারম্যান, তিনি নিজেও সেটা আমার কথাটাকে জোরালো করে তাঁর নিজের ভাষায় বলেছেন আজকে সেখানে বগাফা মাঠের মধ্যে ৯৪ হাজার টাকা, প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা কার্য্যে রূপায়িত হবে কিনা সন্দেহ। সেখানে যদি স্পান পাইপ বসাতে হয়, তাহলে ল্যাণ্ড একুইজিশান লাগবে, তা যদি হয় তাহলে আরও এক বছর লাগবে।

এ্যাগ্রিকালচারের বেলায় আমি বলেছি এইবার খাদ্যশস্যের অবস্থা একটু ভাল, সেটার মধ্যে আমাদের কতটুকু কৃতিত্ব বলা শক্ত সেটা সামনের বারে ধরা পড়বে। এই কৃষি ক্ষেত্রে প্রকৃতির দান হল মস্তবড়। বর্ষা যদি ঠিক ঠিক মত হয়, এবার যেমন হয়েছে, তাহলে আমাদের খাদ্যাভাব কমবে কিন্তু এই যে অনিশ্চয়তা, তার উপর নির্ভর করলে আমাদের চলবে না। আমরা সায়েন্টিফিক্যালী কতটুকু অগ্রসর হয়ে চলেছি, সেটা বিচার্য্য বিষয়। শুধু তাই নয়, আমাদের ওয়াষ্টেজ কত, একটা জিনিষ হচ্ছে, তার পিছনে কত টাকা অপচয় হয়েছে সেটার কথা বললে মনে নৈরাশ্য'এর উদয় হয়। কত সব রিসার্চ, এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, কতরকম সংস্থা আছে, অসংখ্য রকমের সংস্থা আছে কিন্তু মাঠের কি অবস্থা হয়? আমাদের বিলোনিয়ায়

প্রচুর পরিমাণ আলু হয়, আমাদের মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু এখানে উপস্থিত নাই। এখন ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের কৃষি প্রণালী দেখান, কিন্তু সেগুলি তারা খুব একটা ভাল হয়নি। নিজেদের মত করে তারা যেটা করে, সেটা অনেক বেশী প্রডাকশান হয়। এই পটেটো প্রডাকশান বিলোনীয়া ছাইয়েছ। তারপর

মিঃ স্পীকার :—অনারাব্যল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—আমি সেন্টেন্স্টা শেষ করে বসে পড়ছি। আমার ইণ্ডাষ্ট্রির উপর বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মনের দুঃখ মনে রেখেই আমি বসে পড়ছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রথমে আমি কাট মোশনগুলি মুভ করে নিচ্ছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৮এ আমার কাটমোশন হল— (১) বন্ধ ম্যাচ ফ্যাক্টরী চালু রাখা সম্পর্কে বরাদ্দের অভাব।

(২) ত্রিপুরার বন্ধ চা বাগানগুলি খোলা রাখার জন্য বরাদ্দের অভাব।

(৩) আসাম—আগরতলা রোডে ও আগরতলা—সাব্রুম রোডে সরকারী উদ্যোগে বাস সার্ভিস চালু করার জন্য বরাদ্দের অভাব।

(৪) ছাতার বাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য অর্থবরাদ্দের অভাব।

(৫) বিড়ি শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার বরাদ্দের অভাব।

আমাদের ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য বা ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রীর উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত ফ্যাক্টরী এখানে চালু করা হয়েছিল সেই ফ্যাক্টরীগুলিকে এখন পর্যন্ত, প্রায় এক বছর হয়ে গেল ম্যাচ ফ্যাক্টরীটা বন্ধ হয়ে গেল. কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে সেই ম্যাচ ফ্যাক্টরী চালু করার ব্যবস্থা এই বরাদ্দের মধ্যে রাখেন নি। যদি এই ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে কর্মচারীদের বাঁচার কথা যদি চিন্তা না করেন, ত্রিপুরার শিল্পের কথা যদি চিন্তা না করেন তাহলে তাদের অভাব অভিযোগ যাবে না এবং শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা কম। ৭। ৮টা চা বাগান এখন পর্যন্ত বন্ধ আছে। সেগুলি যদি খোলা না হয় সেখানে মজুরেরা কিভাবে দিনপাত করছে সেটা লক্ষ্য করলে দেখা যায় কোনদিন অনাহারে, কোনদিন অর্দ্ধাহারে থাকছেন। সুতরাং সেইদিকে লক্ষ্য করে আমাদের শিল্পের অগ্রগতির জন্য অতি সত্বর যাতে সেই চা বাগানগুলি খোলা হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় টাকা ধরা হয়নি। যতদিন পর্যন্ত সেই চা বাগান খোলা না হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের বাঁচার জন্য একটা বেকার ভাতার প্রয়োজন আছে।

আসাম—আগরতলা রাস্তার যে সমস্ত বাস চলে সেই সমস্ত বাসগুলিতে যে লোক চলাচল করে তাতে সেই বাসে লোক নেওয়ার অসুবিধা হয়। সমস্ত লোক কাভার করে না। সেজন্য গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে যাতে আরও বেশী পরিমাণে বাস চালু করা হয় সেজন্য ষ্টেট বাস চালু করার জন্য বাজেটের মধ্যে কোন টাকার বরাদ্দ দেখতে পাই না। তারপর সাব্রুম থেকে বা ধর্ম্মনগর থেকে যারা আগরতলায় আসছেন তাদের সাংঘাতিক কষ্ট পেতে হয়। কোন কাজে আসতে গেলে তারা সময়মত আসতে পারে না। ছাতার বাট শিল্পের জন্য অন্যান্য রাজ্য

থেকে কারখানা গড়ার জন্য বা তাকে চালু রাখার জন্য কোন কাচামাল আনার প্রয়োজন পড়ে না। এর জন্য সমস্ত কাঁচামাল ত্রিপুরায় পাওয়া যায়। তারজন্য যাতে বিভিন্ন জায়গায় বাজার চালু করা যায় এবং আমাদের শিল্প ও অর্থনীতি যাতে উন্নত হয় এবং কিছু বেকার সমস্যার যাতে সমাধান হয়ে যায় সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য করে আমাদের বাজেটের মধ্যে এই ছাতার বাট শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য টাকা রাখা হয় নি। এই রকম ছাতার বাট কারখানা ধর্মনগরে একটা আছে আর আগরতলায় ৫৬টা আছে। সেগুলি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। সেই শিল্পগুলিকে যদি পুনরুজ্জীবিত না করা হয় তা হলে যারা কাজ করছে তারা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাবে। আর এছাড়া দেখছি যে ডুম্বুর হাইডেল স্কীম রূপায়নের ফলে রাইমাশর্মা এলাকাতে যারা বাস করছেন বিশেষ করে তিন চার পুরুষ ধরে যারা বসবাস করছেন যে সমস্ত জমি তারা দখল করে আছে সেই সমস্ত জমি বেআইনী বলে সরকার দখল করছেন। তাদের জমি যাতে ঠিক ঠিকভাবে তাদের নামে রেকর্ড করা হয় এবং যতদিন পর্যন্ত তাদের পুনর্বাসন না হয় ততদিন পর্যন্ত তাদের সেখানে থাকার সুযোগ দেওয়া দরকার। ডুম্বুর হাইডেল প্রজেক্টের ক্ষতিগ্রস্থের ক্ষতিপুরণের জন্য—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটা গতকাল আলোচনা হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এগ্রিকালচার সম্বন্ধে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে ত্রিপুরা সরকার কিভাবে কৃষির দিক দিয়ে উন্নতি করছেন সেটা দেখা যাবে। যারা পুনর্বাসন পাওয়ার কথা তাদের পুনর্বাসন তো হয়ইনি বরং যারা জুমিয়া হিসাবে আছে তাদেরও কিছুই হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—যাহোক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যদি হয় যে কৃষির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কাঞ্চনপুরের অবস্থা, সেখানে বোয়ালিয়া ছাড়া তহরাম চৌধুরী পাড়া সেখানে ৩৭টি পরিবার আছে এবং তাদের বাড়ীর নিকটে যে জংগল আছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সেটা তারা ব্যবহার করতে পারছেন না। কাজেই কি রকমভাবে সরকার কৃষির উন্নতি করছেন সেটা বোঝা যায়। কতগুলি লুসাই পাড়া আর ধনঞ্জয়পাড়া, এরা সবাই মিলে কাঞ্চনপুরে পতুল বড়ুয়ার যে কংগ্রেস কর্মী আছে তাকে নিয়ে থানার ও, সি, কাছে যায়। তখন থানার ও, সি, তাদের বললেন তোমাদের ৫০০ টাকা দিতে হবে। এখন ১০০ টাকা দিলেই চলবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি কোন ডিমাণ্ডের উপর বলছেন। আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু রিজিউম ইওর সীট।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় যখন আপনি দিলেন না, সকাল বেলা রুলিং পার্টিকে এক ঘন্টার বেশী সময় দিয়েছেন। সেজন্য আমি বলব যে আপনি তাদের পক্ষ অবলম্বন করছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি আপনার কথার প্রতিবাদ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এটা ঠিক নয় স্যার। আপনি সরকার পক্ষকে বেশী সময় দিচ্ছেন।

শ্রীশিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি রেখেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি, আর বিরোধীপক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই কারণে যে তাদের এই সব কাট মোশানের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। স্যার, আমি বেশীক্ষণ সময় পাচ্ছি, কাজেই আমি আর বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। তবে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট যে কিছু করে নি তারা বলছে, সেটা আমি স্বীকার করি না। আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট অনেক কাজ করেছে, যেমন আজকে যদি সবুজ বিপ্লবের কথা ধরা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে আলুর চাষ থেকে সুরু করে নানাবিধ ফল ফলাদির চাষ করা হচ্ছে। তবে এর মধ্যে কতগুলি অসুবিধা যে আছে, যেটা নাকি মাননীয় সদস্য বিনয় বাবু একটু আগে বলে গেছেন, সেটা আমিও স্বীকার করি। এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আমাদের কৃষির উন্নতির জন্য একাই কাজ করছে না, সেখানে আরও অন্যান্য যেসব ডিপার্টমেন্ট আছে যেমন ব্লক এবং মাইনর ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট তারাও আমাদের কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করছে। আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট যেভাবে কাজ করছে তাতে আমরা দেখেছি যে আমাদের কৃষির উৎপাদন অনেক পরিমানে বেড়েছে। তবে দুইটি জিনিষ সম্পর্কে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেমন আজকে যদি আমরা আমাদের কৃষিতে স্বয়ম্ভর হতে চাই, তাহলে আমাদের তিন হাতে কাজ করলে চলবে না। আমরা এই তিন হাতের কাজকে যাতে এক হাতে করতে পারি, সেজন্য আমাদের ডিপার্টমেন্টগুলির মধ্যে কো-অর্ডিনেশারের ব্যবস্থা অবিলম্বে করতেই হবে। তারপরে যে কৃষিঋণ দেওয়া হচ্ছে সেটা আমারা দেখছি যে সাব-ডিভিশান-ওয়াইজ সেটা দেওয়া হচ্ছে। এটা সম্পর্কে আমি এই হাউসে অনেকবার বলেছি, এখনও আবার বলছি। আমরা দেখেছি যে কৃষকদের ঋণ হিসাবে মাত্র ২০০ থেকে ২৫০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে, তাতে এই টাকা নিয়ে তারা ভালভাবে কৃষিকাজ করতে পারেনা। কাজেই এটাকে যাতে অন্ততঃ পক্ষে ৫০০ টাকা করা হয়, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ রাখব। এই না করলে পরে আমরা যে কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের কথা বলছি, সেটা কোন মতেই সফল হবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ডগুলি এখানে রেখেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি, আর বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাট মোশান রাখা হয়েছে, সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি। স্যার আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের মোট আয়তন হচ্ছে মাত্র ৪ হাজার ১৬ বর্গ মাইল। এই রাজ্যে কৃষির উন্নতি করার জন্য আমরা

বছর বছর অনেক টাকা খরচ করছি। কিন্তু আমাদের কৃষিজ দ্রব্যে উৎপাদন যারা করছে, তারা অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ় হচ্ছে না। তার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে, যেমন আমি বলতে পারি আমাদের কৃষকদের এবং কৃষির উন্নতি করার জন্য অনেকগুলি ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে। এই ডিপার্টমেন্টগুলির মধ্যে কোন কো-অর্ডিনেশান আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা দায়িত্ব পালন করে থাকেন, কারো সংগে কারো যোগাযোগ নেই। কাজেই আমাদের কৃষির উৎপাদন এবং কৃষকদের উন্নতির পক্ষে এটা মোটেই সহায়ক হচ্ছে না। একটা উদাহরণ দিলে এটা পরিস্কার হয়ে যাবে। যেমন মাইনর ইরিগেশান একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, এটার কাজ হচ্ছে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের আওতায় যেসব জমি আছে, সেগুলির মধ্যে জলসেচের ব্যবস্থা করা, সেজন্য নানা জায়গায় বাঁধ দেওয়া, লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা বা পাম্পিং মেশিন দিয়ে কৃষকদের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে দেওয়া কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট সম্পূর্ণভাবে আমাদের পূর্ত বিভাগের আণ্ডারে থেকে কাজ করছে। আর এই পূর্ত বিভাগ এই ডিপার্টমেন্টের জন্য বাহির থেকে ডেপুটেশানিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার এনে কাজ চালাচ্ছে। কিন্তু যেসব ডেপুটেশানিষ্ট বাহির থেকে আসছে, তাদের আমাদের এই রাজ্যের সম্বন্ধে কোন আইডিয়া নেই। আজকে আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল ত্রিপুরাতে এই পর্য্যন্ত প্রায় ১০০০ এরমত ছোট বড় বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলির অধিকাংশই আমাদের লোকাল পিপুলেরা করছে। তারা তাদের জায়গার অবস্থা বুঝে সেই সব বাঁধ দিয়েছে এবং সেজন্য সেগুলি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সাক্সেসফুল হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহির থেকে ইঞ্জিনীয়ারদের এনে যেসব কাজ করানো হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই কৃষকদের কোন কাজেই লাগে নাই, কাজেই এইসব বাঁধ দিয়ে আমাদের কৃষকদের জমিতে জল দেওয়ার মত কোন উপকারে আসে নাই। তাই আমি বলব, সরকারের এদিকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। আর প্রাইস প্রটেকশানের কথা বলা হচ্ছে, এই প্রাইস প্রটেকশান আমাদের এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেন্টে দিচ্ছে না, প্রাইস প্রটেকশান দিচ্ছে ফুড ডিপার্টমেন্ট, মার্কেট যখন হাই হয়, তখন আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্ট থেকে কো-অপারেটিভ এটা করে থাকে। আর ইনডাষ্ট্রিতে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রি আমাদের সেভাবে গ্রো করছে না। এই যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছি, সেটা আমাদের কে দিচ্ছে? সেটা দিচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এবং সেজন্য উই আর গ্রেটফুল টু দেম। কিন্তু আমাদের এখন যে সব ইণ্ডাষ্ট্রি আছে, যেমন ধরুন তাঁত শিল্প, এই তাঁত শিল্পে অনেক মনিপুরী আর্টিষ্ট আছে। তাদের হাতের বুনা কাপড় বিদেশের বাজারে বিক্রি হচ্ছে এবং সেগুলি বিক্রী করে আমরা কিছু পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই সব আর্টিশানকে কোন ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করছি না। তারা যা কিছু এখন করতে পারছে, তাদের যদি আরও ভালভাবে ট্রেনিং দেওয়া যেত তাহলে তারা আরও অনেক ভাল কাজ করতে পারতো। কিন্তু সেদিকে সরকারের কোন নজর নেই। আজকে মনিপুরীদের মধ্যে এবং আমাদের অন্যান্য ট্রাইবেলদের মধ্যে অনেক ভাল ভাল আর্টিশান রয়ে গেছে। তারা যাতে আরও ভাল কাজ করতে পারে সেজন্য

তাদের ট্রেনিং নেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যাপারে কতগুলি রিপ্রেজেনটেশান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলির উত্তরে সরকার বলেছেন যে ফাণ্ডের অভাব, টাকা নেই। কাজেই তাদের ট্রেনিং দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা এখন সম্ভব নয়। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রির ডাইরেকটর যখন আসছে, তখন তাকে সরকার অনেক টাকা খরচ করে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বিদেশে পাঠাচ্ছে। এদিক দিয়ে সরকারের ফাণ্ডের বা টাকার কোন অভাব হচ্ছে না। কিন্তু আমরা পরবর্ত্তী সময়ে কি দেখছি? আমরা দেখছি যেই মাত্র সে বিদেশ থেকে ট্রেনিং দিয়ে আসল, অমনি তাকে এখান থেকে বদলী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি বলি এতে আমাদের ত্রিপুরার সরকারের কি উপকার হচ্ছে? আসলে ত্রিপুরা সরকারের বা ত্রিপুরার মানুষের কোন উপকার হচ্ছে না। তারপরে আছে বাফার ষ্টক। এই বাফার ষ্টকের জন্য আমরা ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করছি। কিন্তু এই বাফার ষ্টক নিয়েও একটা কেলেংকারী হয়ে গেছে। সেটা আমি এখানে বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না। তবে আমি বলব যে সেটাকে প্রপারলী ইমপ্লিমেণ্টেশান করা হচ্ছে না। কাজেই এটাকে যাতে ঠিকমত ইমপ্লিমেণ্টেশান করা হয়, সেজন্য সরকার চেষ্টা করবেন, এই আমি আশা করছি। তা না হলে এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে ডিম্যাণ্ডগুলি রেখেছেন তার উপর বক্তব্য রাখতে যেয়ে আমি প্রথমে বলব ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২০—কো-অপারেশান সম্বন্ধে। এখানে আমি দেখছি অনেক রকমের কো-অপারেটিভ আছে, তার মধ্যে আছে সার্ভিস কো-অপারেটিভ. গ্রামাঞ্চলে সার্ভিস কো-অপারেটিভই বেশী দেখা যায়। সার্ভিস কো-অপারেটিভ যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, সেগুলি যদি প্রপারলী রান করানো যেতো তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণের উপকার হত। কিন্তু আমরা দেখছি সেই কো-অপারেটিভগুলি ঘর আছে, কাগজ পত্রে আছে, কিন্তু রান করছে না। সার্ভিস কো-অপারেটিভ থেকে ছোট্ট ছোট্ট কৃষক ঋণ পেত, তারপর এসেনশ্যাল কমডিটিজ রেখে সেখানে গ্রামের লোকেরা সই সমস্ত লীন পিরিয়ডে পেত, সেই সমস্ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে, তাই সরকার পক্ষকে অনুরোধ করব যাতে এই কো-অপারেটিভগুলি চালু করা হয়. চালু যদি না করা যায়. তাহলে এই ডিপার্টমেন্ট রেখে, এখানে দুইটি হেডে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করার কোন মানে হয় না। কাজেই এইগুলি যাতে চালু করা হয়, তার জন্য এখানে অনুরোধ রাখছি। আমার সময় অল্প, তাই আমি এখানে সংক্ষেপ করছি।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৪৫, এখানে আছে লোণস এণ্ড এডভানসেস বাই দি স্টেট ইউনিয়ন টেরিটোরী গভর্ণমেন্ট, এখানে ত্রিপুরার ছোট ছোট কৃষককে লোন দেওয়ার জন্য অনেক টাকা দেখানো হয়েছে, কিন্তু সেই লোণ নেওয়ার যে রুলস আছে সেগুলি যদি সংশোধন করা না হয়, কারণ সেখানে ওয়ার্কিং রুলসে আছে যে একবার ঋণ নিলে পরে যদি সেটা পরিশোধ না করা হয়, তাহলে সে আর লোণ পাবে না যেসব কৃষক এইসব লোণ নিয়েছে, তারা ছোট ছোট

মিঃ স্পীকারঃ—অনারাবল মিনিষ্টার প্রফুল্ল কুমার দাশ। আপনি পনের মিনিট বলুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার হাউসে যে ডিমাণ্ডগুলি প্রেস করেছেন আমি এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি এবং এই ডিমাণ্ডগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাটমোশন এনেছেন আমি সেই কাটমোশনগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্যরা কৃষির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে ফার্টিলাইজার এবং সীডস্ সময়মত দেওয়া হয় না। এই বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে কেউ উল্লেখ করেন নাই যে কবে কোন জায়গায় কে সময়মত ফার্টিলাইজার এবং সীডস্ চেয়েছিল অথচ সরকার দিতে পারেন নাই। কোন ঘটনার উল্লেখ নাই। তাতেই বুঝা যায় যে এই ধরণের কোন ঘটনা তাদের জানা নাই। এইগুলি তৈরী করে কাল্পনিক কথা বলেছেন। (এ ভয়েস—সময় কম বলে ঘটনার কথা উল্লেখ করিনি)

তাঁদের জানা থাকলে এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক দুইটা ঘটনার উল্লেখ করতে পারতেন। সুতরাং সময়ের অভাবে তারা বলেন নাই এই কথা মানা যায় না। বি, ডি. ও, এর মারফতে কালটিভেটরদের কি প্রয়োজন আছে সেটা তারা ইনডেন্ট সাবমিট করেন এবং আমাদের সীডস ফার্টিলাইজার ডেভেলাপমেন্ট ষ্টোরে যে মজুত আছে ব্লক লেভেলে সেই স্টক থেকে সময়মত ফার্টিলাইজার সীডস্ দিচ্ছে এবং কালটিভেটররা এইগুলি পেয়ে তাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এবং আমরা ভবিষ্যতে যাতে আরও রেগুলেটেড ওয়েতে আরও বেশী পরিমাণে সীডস্ দিতে পারি সেই দিকেও আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

তারপর বলা হয়েছে গ্রো মোর ক্যাম্পেনে, মাইনর ইরিগেশনে আমরা ফেল্যুর হয়েছি। মাননীয় সদস্যরা শুধু যেখানে মাইনর ইরিগেশন হয় নি সেখানকার কথা বলেছেন। আর যেখানে হয়েছে সেখানকার কথা বলেন নি। কারণ তারা সব সময়েই ডিফেক্ট দেখতে অভ্যস্ত, মন্দটা দেখতে অভ্যস্ত সুতরাং ভাল যা কিছু তা তারা দেখবেন না, বলবেন না, এটা তাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমাদের সরকার কৃষির উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তার আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে থেকে তার যথাসাধ্য করছে এবং এই পর্যন্ত মাইনর ইরিগেশনের প্রকল্পের মাধ্যমে সাড়ে চৌদ্দ হাজার একর জমি আমরা ইরিগেশনের আওতায় এনেছি। তাছাড়া আমাদের ধর্মনগরে যে লিফট ইরিগেশন স্কীম সেই স্কীমে আমরা আরও প্রায় ১২,০০০ একর জমি সেচের আওতায় এনেছি। সুতরাং মাইনর ইরিগেশন কমপ্লিটলী ফেল্যুর হয়েছে সেটা তারা প্রমাণ করতে পারবেন না। কাজেই এটা মনগড়া কথা, সত্যি কথা তারা বলেন নি। সত্যের ধারে কাছে না যাওয়াটা তাদের ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বিরোধী পক্ষের চেয়ার একেবারে খালি। তাতে বুঝা যায় তাদের বক্তব্য একেবারে খালি, ফাঁকা। সুতরাং তাদের টেবিল চেয়ারের মত তাদের বক্তব্যও অসার, ফাঁকা, খালি।

আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি বছরেই মাইনর ইরিগেশন ছাড়াও সিজনেল বাঁধের মাধ্যমে হাজার হাজার একর জমিতে ফসল ফলাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাতে করে সিজনেল বাঁধ বাবতে সরকার আরও প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মত খরচ করেছেন। প্রায় তিনশটি সীজনেল বাঁধের মাধ্যমে হাজার হাজার জমি ইরিগেশনের আওতায় এসেছে। তাতেও হাজার হাজার মন ধানের উৎপাদন আমাদের কৃষকেরা বেশী পেয়েছে। এছাড়াও প্রায় ৩১০টি অভার ফ্লো টিউবওয়েল হয়েছে। সেখানেও আমাদের প্রায় ১,৮১,০০০ টাকার মত খরচ হয়েছে লাস্ট ইয়ারেও। কাজেই সেই অভার ফ্লো টিউবওয়েলের মাধ্যমে আমরা অনেক জমি সেচের আওতায় এনেছি এবং ফসল বাড়ানোর ব্যবস্থা আমরা করতে পেরেছি। সুতরাং মাইনর ইরিগেশন বা সেচ ব্যবস্থা সফল হয় নি, সেটা শুধু অসত্য কথা নয়, সেটা উদ্দেশ্যমূলক। সুতরাং মানুষকে অকারণে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। যদি সত্যিকারের কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান রাখতেন তাহলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। কাজেই আমি বলব সত্যের ধারে কাছেও তারা নেই। এছাডাও সরকার চলতি বৎসরে আরও ১০টা লিফট ইরিগেশন স্কীম টেক আপ করছেন। তার মাধ্যমে কয়েক হাজার একর জমি চাষের আওতায় আনতে পারব এবং আমরা এখনও খাদ্যে স্বয়ংভর হতে পারি নি, যদিও প্রতি বছরেই কৃষির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছি, তথাপি আমরা স্বয়ংভর হতে পারি নি। তবে অনেক দূর পর্যন্ত সফল হয়েছি এবং আগামী কয়েক বছরে বিভিন্ন রকমের সীজনেল বাঁধ, টিউবওয়েল দিয়ে আমরা কয়েক বছরের মধ্যেই খাদ্যে স্বয়ংভর হতে পারব এবং কৃষকদের উৎপাদনে সাহায্য করতে পারব। তাছাড়া আমাদের নূতন যে এগ্রি ব্যায়াস ইনডাষ্ট্রি সেটাও সেট আপ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

তারপর ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা বিশেষ করে প্রমোদবাবু বলেছেন য ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে আমরা কিছুই করি নি। তিনি এক জায়গায় কাটমোশন এনেছেন যে— inadequate provision for setting up of new industries. আবার তিনি আর এক জায়গায় বলেছেন যে সেই ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য যে পলিসি তাকে তিনি সমর্থন করেন না। অর্থাৎ আমরা যে নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি সেটা তিনি সমর্থন করেন না, আবার তিনি বলেছেন ইন-এডিকোয়েট প্রভিশন ফর ইণ্ডাষ্ট্রীজ। এই যে পরস্পর বিরোধী কথা, অর্থাৎ তারা এমনভাবে দিশেহারা হয়ে গেছেন যে তাদের বক্তব্যের মধ্যেও কোন যুক্তি নাই। যে টাকা প্রভিশন করা হয়েছে ফর সেটিং আপ অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ সেটা একটা লাম্প সাম প্রভিশন: প্রিলিমিনারী ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রথম করা হবে। অ্যাকচ্যুয়ালী ইণ্ডাষ্ট্রী যখন আসবে তখন প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে না। তখন বরাদ্দ করা যাবে। তিনি ভেবেছেন এই টাকাতেই বুঝি সব ইণ্ডাষ্ট্রী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু এটা তা নয়। তারপরে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই যে উনারা বলছেন ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারে কিছু করা হয়নি। কিন্তু কিছু যে হয়নি এবং কিছু যে আমরা করতে চাই, সেটা আমরা সৎ সাহসের সঙ্গে বলতে পারি। আজকে ত্রিপুরায় শিল্প করতে গেলে আমাদের কতগুলি অসুবিধা আছে.

সেগুলির কথা আমাদের প্রথমেই চিন্তা করতে হবে। যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা এবং পাওয়ারের অভাব; তাছাড়া আমাদের এখানে শিল্প করার মত উদ্যোগী লোকের অভাব। তা সত্বেও আমরা আমাদের এখানে ইণ্ডাস্ট্রি করার জন্য কতগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যেমন শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচা মাল সরবরাহ করার সুবিধা, ফিনিষ প্রডাক্টস বাজারে বিক্রি করার সুবিধা, সাবসিডাইজ্‌ড রেটে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার সুবিধা এবং এই রাজ্যে যে আর্থিক সংগঠন আছে, সেগুলির কাছ থেকে সহজ উপায়ে ঋণ গ্রহণ করার সুবিধা। এই সব সুবিধা শিল্প উদ্‌যোগীদের দেওয়া সত্বেও আমরা এখানে শিল্প করার জন্য কোন সন্তোষজনক সাড়া পাচ্ছি না। তবে এটা অত্যন্ত সুখের বিষয় যে এখানে কাঁচের ইণ্ডাস্ট্রি করার মতো কিছু মেটেরিয়েল্‌স পাওয়া গেছে এবং সেই ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার জন্য আমাদের এখানকারই একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিষ্ট উদ্দোগী হয়েছেন এবং আমরা তাকে দিয়ে সেটা করার জন্য তার ঋণের ব্যবস্থা, তাঁর জায়গা দেওয়ার ব্যবস্থা, সাবসিডাইজ্‌ড রেটে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি করছি। তাই আমরা আশা করছি অতি সত্বরই আমাদের এখানে একটা কাঁচ শিল্প গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হবে এবং সেটা হলে পরে আমাদের এখানকার অনেক বেকার যুবকেরা কাজ পাবেন। তারপরে আমাদের কুমারঘাটে যাতে একটা এলুমিনি-য়াম কারখানা হয়, সেজন্য আমরা আর একজন শিল্প উদ্দোগীকে সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং সেজন্য আলাপ আলোচনাও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। আশা করব এই শিল্প স্থাপনের জন্য আমাদের সরকারের যে উদযোগ সেটা সফল হবে। তাছাড়া সম্প্রতি ভারত সরকারের একটা বিশেষজ্ঞ দল আমাদের এই রাজ্যে একটা পাট শিল্প স্থাপনের জন্য আলাপ আলোচনার জন্য এসেছিল। তারা এই শিল্প নিয়ে অনেক আলোচনা করে গেছেন। এই সমীক্ষক দল ইতিমধ্যেই তাদের রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পেশ করেছেন। কাজেই এখানে যদি একটা পাট শিল্প স্থাপন করা হয়, তাহলে আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে ইণ্ডাষ্ট্রির দিক দিয়ে ফুটিং এ নিতে পারব, এই আশা আমাদের আছে। তাছাড়া আরও নানা ধরণের শিল্প যাতে ত্রিপুরাতে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্য আমরা ভারত সরকারের কাছে আরও অধিক পরি-মাণে সাহায্য দেওয়ার দাবী রেখেছি। সেগুলি হল বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহের যে হার আছে, সেটা যাতে সাবসিডাইজ্‌ড রেটে দেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা এবং নূতন নূতন যেসব শিল্প গড়ে উঠবে সেগুলিকে যে আবগারী শুল্ক দিতে হয়; সেটা থেকে যেন তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, পরিবহন খরচ এবং কাঁচা মালের উপর যে ভূর্তকী দেওয়া হয় এবং তাদের শিল্প গড়তে গেলে যে ব্যয় হয়, তার উপর একটা সাবসিডি দেওয়া প্রভৃতি। তাছাড়া শিল্পের জন্য তাদের যে মূলধনের প্রয়োজন হবে; সেটা সংগ্রহ করতে যাতে তাদের সুবিধা হয়, সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আমরা এই সব ব্যাপারে আমাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ভারত সর-কারের কাছে সুপারিশ করেছি। আমরা আশা করছি, এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আমরা ত্রিপুরাকে শিল্পের দিক দিয়ে উন্নত করে তুলতে পারব। আর সেই সঙ্গে আমাদের যোগা-যোগ ব্যবস্থার যাতে উন্নতি হয়, সেজন্য রেল লাইনের আরও সম্প্রসারণের ব্যাপারে ভারত

কাথার জন্য বলেছি। আমরা আসামের অমিয়াম থেকে বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা করেছি এবং আমাদের ডম্বুর বিদ্যুৎ পরিকল্পনা সফল করে তোলার জন্য সরকার থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলছি। কাজেই এই সমস্ত সহযোগীতার মাধ্যমে আমরা শিল্পের দিক দিয়ে একটা উপযুক্ত ফুটিং এ ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। আশা করব এই সব ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যে সব ডিমাণ্ড এখানে রেখেছি, সেগুলির প্রত্যেকটির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়, যেহেতু আমাদের হাতে সময় খুব কম, জেনারেল ডিস্কাসশানে এই সব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, কাজেই সেগুলি হাউস সমর্থন করবেন। এই বলে আমি বিরোধী পক্ষের যে সকল সদস্য এই সব ডিমাণ্ডের উপর কাট মোশান এনেছেন, সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker—Discussion on the cut motions and the demands is over. There is no cut motion on the demand for grant No. 20. Now, I am putting the motion to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 15,68,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Apppropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1972, in respect of Demand No. 20—Co-operation.

(The motion was put and passed by voice vote)

Mr. Speaker -The mover of the cut motion Shri Abhiram Deb Barma another Demand for grant No. 45 is absent. So his cut motion falls through. Now, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs 47,37,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1972, in respect of Demand No. 45—Loans & advances by the State/Union Territory Govts.

(The motion was put and passed by the voice vote).

Mr. Speaker—Now, I am putting the cut motion moved by Shri Monomohan Deb Barma on the demand for grant No. 18 to vote. The question before the House is the cut motion moved by Shri Monomohan Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on -"Failure in proper distribution of fertilizers, seeds etc. in time."

(he motion was put and lost by voice vote).

Mr. Speaker—Then, I am putting the main motion to vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 1,16,56,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Accouut) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1972 in respect of Demand No 18—Agriculture.

(The motion was put and passed by voice vote).

Mr, Speaker :— Now I am puting to vote the cut Motion moved by Shri Promode Ranjan Das Gupta to discuss on— "Failure to give proper incentive to the peasant."

(The Motion was put to vote and lost by voice vote)

Mr. Speaker :— Now I am putting to Vote the main demand,

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 26,10, 000/— (inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1971) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1972, in respect of demand No. 37 (Major Head '95 capital outlay on schemes of Agricultural improvement and Recharch).

The demand was put to Vote and passed by Voice Vote.

Mr. Speaker :— There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 30 So I am putting to vote the main Demand.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 13,80,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of demand No. 30 (Major Head'65' —pension and other Retirement benefits.

The Demand was put to Vote and passed by voice Vote.

Mr Speaker : - There is no Cut Motion for Grant No. 31. Now I am putting the main Demand to Vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 2,30,000/— [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 31 (Major Head '67' Privy Purses and Allowances of Indian Fulers).

The Demand was put to Vote and passed.

Mr. Speaker :— There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 43. Now I am putting the Demand to Vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 30,000/— [inclusive of the sums specified in coulum 3 of the schedule to the Appropriation (Vot on Account), Bill 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 43 (Major Head '120' -Payment of Commuted Value of pension.

The demand was put to Vote and passed by Voice Vote.

Mr. Speaker :— The mover of the Cut Motion on Demand for grant No. 44 is absent so his Cut Motion falls through. Now I am putting the Demand to Vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 4,21,07,000/—[inclusive of the sums Specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 44 (Major Head '124' —Capital Outlay on Schemes of Government Trading).

The Demand was put to Vote and passed.

Mr. Speaker :— Now I am puting to vote the Cut Motion moved by Shri P. R. Das Gupta on Demand for Grant No. 21 to discuss on 'Inadequate provision for setting up of new industries.'

The Cut Motion was put to vote and lost by voice vote.

Mr. Speaker :— Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Monomohan Deb Barma to discuss on—

"Failure to gear up rural industries."

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :— Now Shri Benode Behari Das, mover of the Cut Motion is absent, so his cut motion falls through.

I am putting the main Demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 47,05,000/- [inculsive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 21—Industries.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :— Now I am putting the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma on Demand for Grant No. 38 to discuss on "বন্ধ ম্যাচ ফ্যাক্টরী চালু রাখা সম্পর্কে বরাদ্দের অভাব"

The Motion was put to vote and lost.

I am putting the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to vote to discuss on—

'ত্রিপুরার বন্ধ চা বাগানগুলি খোলা রাখার জন্য বরাদ্দের অভাব'

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :— I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

"আসাম—আগরতলা রোডে ও আগরতলা—সাব্রুম রোডে সরকারী উদ্যোগে বাস সার্ভিস চালু করার জন্য বরাদ্দের অভাব।"

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'ছাতার বাট শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য অর্থ বরাদ্দের অভাব।'

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch Deb Barma to discuss on—

'বিড়ি শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার বরাদ্দের অভাব।'

The Motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :— Now I am putting the main demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 24,32,000/- [inclusive of the sums specified in culumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 38-Capital Outlay on Industrial and Economic Development.

The Demand was put to vote and passed.

Mr. Speaker :— The mover of the Cut Motion Shri Abhiram Deb Barma is absent, so his cut motion falls through.

Now I am putting the main Demand to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 5 00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending

on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 29—Famine Relief.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now the mover of the Cut Motion Shri Abhiram Deb Barma is absent, so his cut motion falls through.

Now I am putting the main Demand to vote.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 12,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 32-Stationery and Printing.

The Demand was put to vote and passed by voice vote.

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday the 12th April, 1971.

Papers land on the Table.

UNSTARRED QUESTION NO. 255.

By Bidya Chandra Deb Barma.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the transport Department be pleased to state :—

১। ১৯৭০-৭১ সালে মোট কতটা মোটর দুর্ঘটনা হয়েছে তার নাম ভিত্তিক হিসাব ;

২। এর মধ্যে মিলিটারী গাড়ীর সাথে দুর্ঘটনার সংখ্যা কত ;

৩। মোট কত জনের এই সকল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ;

৪। দুর্ঘটনা কমাবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

Answer

১। ১৯৭০—৭১ ইং সালে মোট ৯৩টি মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। মাস ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

মাস	সংখ্যা
এপ্রিল, ১৯৭০ইং	— ৫
মে	৯
জুন	১৩
জুলাই	— ৫
আগষ্ট	— ২
সেপ্টেম্বর	— ৯
অক্টোবর	— ৭
নভেম্বর	— ৭
ডিসেম্বর	—১১
জানুয়ারী, ১৯৭১ইং	— ৭
ফেব্রুয়ারী	—১৪
মার্চ	— ৪
মোট	৯৩টি

২। ঐ সময় মধ্যে মোট ৪টী মোটর দুর্ঘটনা মিলিটারী গাড়ীর সাথে ঘটিয়াছিল।

৩। ঐ সকল দুর্ঘটনায় মোট ১৯ জন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল।

৪। দুর্ঘটনা কমানোর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

ক) ড্রাভিং লাইসেন্স দেওয়ার পূর্বে প্রার্থীগণকে খুব কড়াকড়ি ভাবে পরীক্ষা করা হয়।

খ) ১৯৩০ইং এবং তাহার পূর্ব্বের সনের মডেলের সমস্ত গাড়ীর পারমিট দেওয়া বন্ধ করা হইয়াছে।

গ) গাড়ীগুলিকে রাস্তায় চলার অনুমতি দেওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের যান্ত্রিক যোগ্যতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হয়।

ঘ) আধুনিক মডেলের গাড়ী ভিন্ন কোন গাড়ীর জন্য নূতন পারমিট দেওয়া হয় না।

ঙ) মাল গাড়ীর অনুমোদনের অতিরিক্ত মাল বহন বন্ধ করিবার জন্য একটী Weighing Bridge স্থাপন করা হইয়াছে।

চ) জনগণ ও মোটর ড্রাইভারদের শিক্ষার জন্য রাস্তার নিরাপত্তা সপ্তাহকে বিশেষ যাতায়াতের শিক্ষা সপ্তাহ হিসাবে পালনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ছ) রাস্তার উন্নতি ও রাস্তার বাঁক ও সংযোগ স্থলগুলি পুনর্গঠনের জন্য ব্যবস্থা দেওয়া হইতেছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

The 12th April, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 12th April, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 3 Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 23 members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Short Notice Question No. 328.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Short Notice No. 328, Sir.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর Bir Bikram Institution-এর স্কুল গৃহ পোড়া যাওয়ায় শিক্ষা বিভাগ উক্ত স্কুলের ছাত্রদের ক্লাশ করার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন বা কোন পরিকল্পনা করিয়াছেন কি ?

উত্তর

১। স্কুল গৃহের অবশিষ্টাংশে বিগত ১০ই এপ্রিল হইতে দুই শিফ্‌টে ক্লাশ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রধান শিক্ষক জানাইয়াছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এত সব ছাত্রের দুই শিফ্‌টে ক্লাশ করা সম্ভব নয় বলে যে আমি এই প্রশ্নটা করেছি. তা আপনার জানা আছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ঃ—হ্যাঁ, সেটা আমার জানা আছে, তবে কিভাবে এটাকে মিনিমাইজ করা যায় সে জন্য আমরা পরীক্ষা করে দেখছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাতে ভাল করে ছাত্ররা ক্লাশ করতে পারে, সেজন্য একটা টেম্পরারী সেড করার কোন পরিকল্পনা সরকার করছেন কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এই সম্পর্কে আমরা সেখানকার এ্যাক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং স্কুল এর হেড মাষ্টারের সংগে যোগাযোগ করছি এবং তাদেরকে বলা হয়েছে, কি করে এটার একটা সুব্যবস্থা করা যায় সেজন্য তারা যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমাদের তাড়াতাড়ি জানান। তারপরে কি করা হবে না হবে, আমরা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাতে হেড মাষ্টার এবং এ্যাক্সজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এই ব্যাপারে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেই বিষয়ে কোন চেষ্টা করছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, সেই বিষয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Starred Question No. 156.

Shri S L. Singh :—Starred Question No. 156, Sir.

প্রশ্ন

১। ১৯৭০-৭১ সালে পাক-ত্রিপুরা সীমান্তে মিজো-ন্যাংক্রাক দল কোথায় কোথায় হানা দিয়াছে তার বিবরণ ; এবং

২। ঐ সকল হানায় ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ ?

উত্তর

১। মিজো আক্রমণ

ক) ২।৭।১৯৭০ ইং	গোমতী হাইডেল প্রজেক্ট-এ মিজো আক্রমণ হয়।
খ) ১৩।১৪।৯।৭০ ইং	ডাংমুনের নিকট থারমাবা নামক স্থানে আক্রমন।
গ) ২৮।১।৭১ ইং	অমরপুর মহকুমায় বীরমোহন পাড়া গ্রামে আক্রমন।
ঘ) ১৬।২।৭১ ইং	অমরপুর মহকুমায় গিরা চন্দ্র পাড়ায় আক্রমন।
ঙ) ১৯।২।৭১ ইং	খোয়াই মহকুমায় রতীকুমার রোয়াজা পাড়ায় আক্রমন।

ন্যাংক্রাক আক্রমন

১৮।১৯।১২।৭০ ইং	বিলোনীয়া মহকুমায় দেবদারু বাজার আক্রমণ।

ক্ষয় ক্ষতি মিজো আক্রমণ

ক) ২রা জুলাই, ১৯৭০ ইং	বেসরকারী ক্ষতির পরিমাণ নগদে ১৭,৯০৫ টাকা মালামালে ১,৩০,২২৫ টাকা। সরকারী ক্ষতির পরিমাণ NPCC এর সম্পত্তি সহ আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকা। তদুপরি ৪ জন খালাসী মারা গিয়াছেন, প্রতি মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য ১০০০ টাকা সাহায্য অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত টাকার অর্দ্ধেক সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয় (কেবল মাত্র একজন সম্পূর্ণ অর্দ্ধেক টাকা নেওয়ার জন্য আসেন নাই)। তিনজন মৃত ব্যক্তির পরিবারের প্রত্যেক পরিবারের একজন করিয়া সরকারী চাকুরীতে ভর্তি করা হইয়াছে। নগদ ৩ লক্ষ টাকা এবং বারুদের স্তূপ আমাদের জোয়ানরা রক্ষা করিয়াছেন।
খ) ১৭।১৪।৯।৭০ ইং	সরকারী সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু এই আক্রমণের এক গ্রাম্য পরিবারের ৪ জন ব্যক্তি নিহত হইয়াছেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সঙ্গে সঙ্গে ৫০০ টাকা নগদ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই ৪ জন গ্রামবাসী আমাদের বাহিনী ও মিজোদের মধ্যে গুলি বিনিময়ের সময় নিহত হয়। টমিগান, মেগাজিন, হাত বোমা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র মিজোদের নিকট হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। মিজোদের দুইজন আমাদের বাহিনী দ্বারা নিহত হয়।
গ) ২৮।১।৭১ ইং	আক্রমণকারীরা যাহাদিগকে মিজো বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল গত ২৮।১।৭১ ইং তারিখে বীরমোহন পাড়ায় প্রবেশ করে এবং ৮ মন চাউল লইয়া যায়। এই চাউলের মূল্য প্রায় ৪০০ টাকা।
ঘ) ১৯।২।৭১ ইং	আক্রমণকারীরা ২৪টি পরিবারের বাড়ী হইতে ২৫ মণ চাউল, কাপড় চোপর, সোনার জিনিষ এবং নগদ ১২৫ টাকা লুট করিয়া লইয়া যায়। নগদ সহ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০০০ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৭০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়; এবং চিড়া গুর (মূল্য ৩১২.৫০) দেওয়া হয়।

ঙ) ১৯।২।৭১ ইং — আক্রমণকারীরা ৪১টি পরিবারের নিকট হইতে নগদ টাকা, কাপড়চোপড় সোনার জিনিষ ইত্যাদি লুট করিয়া নিয়া গিয়াছে। লুণ্ঠিত মালের মোট মূল্য প্রায় ২০০০ টাকা। আক্রান্ত পরিবারব কে ৫০০ টাকা খয়রাতী সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

স্বাংক্রাক আক্রমণে ক্ষতি ১৮।১৯।১২।৭০ ইং — আক্রমণকারীরা বাজারে দোকানগুলি হইতে এবং একটি বাড়ী হইতে নগদ টাকা, কাপড়-চোপড় ও সোনার জিনিষ নিয়া গিয়াছে, আনু-মানিক মূল্য ৬০০০/৭০০০ টাকা। তাহারা বাড়ী/দোকানের মালিকগণকে অত্যাচার করিয়াছে এবং একজন আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আঠারজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মামলার তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।—মাননয়ীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হল বলে বলছেন, তাদের নাম কি এবং তারা কোথাকার লোক, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে আক্রমণ করল এবং যাদেরকে ধরা হল তারা কি কোন রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নাম কি কি এবং তারা কোথাকার ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে আক্রমণ করল, এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাব ছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—স্বাংক্রাক আক্রমণ হইতে to some extent linked up with anti social activities and linked up with the Mizo Hostiles.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা কি ভারতবাসী না অন্য কোন রাষ্ট্রবাসী?

শ্রী এস, এল. সিংহ :—ভারতবাসী।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—যে দুইজন মারা গেছে তারা কি ভারতীয় রাষ্ট্রের না অন্য কোন রাষ্ট্রের ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ১৮ জন ধরা হয়েছে, তারা কোন রাজনৈতিক দলের বলে পরিচিত কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি গ্রাংক্রাক to some extent linked with Mizo Hostiles অন্তর্ঘাতি কার্য্যকলাপ বলিয়া অনুমিত হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই যে ১৮ জনকে ধরা হল তাদের ভারতবাসী বলে বলছেন, তারা ভারতের কোন প্রভিন্সের লোক ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে আঠার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা পুলিশ ইনটারকেশানের সময় কি বক্তব্য রেখেছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের কি সকলেই জেলে আছে, না ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ? তাদের বিরুদ্ধে কি চার্জ আনাবেন কি এবং যদি ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে কাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আঠার জনকে ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে পাঞ্জাহাই চৌধুরী একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে এন্‌টি সোশ্যাল এলিমেণ্টস অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপে ধৃত হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কথাটা বললেন—একজনের নাম করে তিনি বলেছেন যে তিনি কংগ্রেস কর্মী কি না এবং তাকে ধরা হয়েছে কি না, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ভবিষ্যতে জেনে এই হাউসকে জানাবেন কি না এবং তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এবং সে মুক্তি পেয়েছে কি না, এই সমস্ত বিষয়টা জেনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসকে জানাবেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে আর অল এন্‌টি সোশ্যাল এলিমেণ্টস।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ১৮ জনকে ধরা হয়েছে তাদের সকলেরই অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং কোর্টে সাজা পেয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি এবং তাদের কি সাজা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমার কোয়েশ্চানটার ক্যাটাগরীক্যাল আনসার চাই। এই যে চৌধুরী তিনি কংগ্রেসের এ্যাকটিভ কর্মী কিনা ? তিনি হ্যাঁ বা না বলবেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—২৫৫ প্রাজ।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৫ স্যার।

QUESTIONS

1. Whether it is fact that the Govt. of Tripura has started cases against Shri Salam Shyamnanda Singh (2) Keisan Ibobi Meithi and other 6 Manipuries youths arrested at Dharmanagar & Kailasahar during the month of August, 1969 ;

2. If so, when these cases have been started ; and

3. What is the number of Manipuri youths involved in the cases and under which section the case have been started ?

ANSWERS

1.
2. } Reply cannot be given in public interest.
3.

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৬।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫৬ স্যার।

QUESTIONS

1. How the recommendations are made by the Tripura Govt. to U. P. S. C. or proper authority for nomination to I. A. S. from the T. C. S.;

2. Whether it is done on seniority basis ;

3. If so, how the seniority list of T. C. S. is maintained and from what date it has been given effect to ;

4. Is it a fact that the seniority of some of persons of T. C. S. has been settled ?

ANSWERS

1. No recommendations for nomination to I. A. S. from the T. C. S. are made by the Tripura Government to U. P. S. C. or proper authority. The Govt. of India collect certain information in respect of eligible T. C. S. officers for preparation of select list for promotion to the I. A. S.

2. Does not arise, since the Government was not required to make any recommendation for selection in the I. A. S.

ANSWERS

3. Does not arise. Seniority List of T. C. S. Officers has not yet been finalised.

4. Seniority of none of the T.C.S. Officers has yet been finally fixed

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—আই, এ, এস, এর জন্য নাম যে চাওয়া হয়, অন হোয়াট বেসীস এই নামগুলি চাওয়া হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের এখান থেকে রিকম্যাণ্ড করা হয় কি না, সেখানে বলা হয়েছে, হয় না। তারপর ২নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে— does not arise, since this Govt. was not required to make any recommendation for selection in the I. A. S. No. 3—does not arise, Seniority List of T. C. S. Officers has not yet been finalised. No. 4—Seniority of none of the T.C.S. Officers has yet been finally fixed.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চারজন যে আই, এ, এস তার নাম তারা বলে দেয় অন হোয়াট বেসীস দীজ নেমস আর সিলেকটেড অর নমিনেটেড ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই হ্যাভ অলরেডি ষ্টেটেড দিস স্যর। Proper authority of the Government of India collect some information about the T.C.S. of Tripura for promotion to I. A. S.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—এই কালেকশানটা কি বেসীসে হয় ? হাউ কালেক্ট দিস ইনফরমেশন ফ্রম দি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এণ্ড অন হোয়াট বেসীস ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ত্রিপুরার টি, সি, এস কয়জন এই পর্যন্ত আই, এ, এস, নমিনেটেড হয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবান রিয়ান।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬২ স্যার।

প্রশ্ন

কাঞ্চনপুরকে একটি মহকুমাতে পরিণত করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থার দিক থেকে কাঞ্চনপুর এরিয়াকে একটা মহকুমা করার প্রয়োজন আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি এমন কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভৌগলিক দিক থেকে কাঞ্চনপুর এরিযাতে একটা মহকুমার প্রয়োজন আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলেছি এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 320.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 320.

Question	Answer
ক) তেলিয়ামুড়া, অমরপুর ও ডম্বুরনগর টি, ডি ব্লকে ১৯৬৮ইং হইতে আজ পর্যন্ত কতটি রিং-ওয়েল এবং টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে ;	
খ) উক্ত অকেজো রিংওয়েল ও টিউবওয়েলগুলির মধ্যে কতটি ১৯৭০ ইং সনে মেরামত করা হইয়াছে এবং মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ; এবং	তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
গ) মেরামতের বাকী টিউবওয়েল ও রিংওয়েলগুলি মেরামত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—Question No. 138.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 138.

প্রশ্ন

ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মহকুমার মহকুমা শাসকের (১৯৬৯-৭০ ইং) সনে টেলিফোন বিল বাবদ খরচ কত হইয়াছে ?

উত্তর

যে মহকুমা শাসক ব্যয় করিয়াছেন	ব্যয়ের পরিমাণ
সদর	১৯৬১·৭০
সোনামুড়া	৬৩৬·০০
খোয়াই	১১৩৬·৮০
ধর্ম্মনগর	২৮৫১·০০
কৈলাসহর	৩৪৪৪·০০
কমলপুর	১৫০১·০০
উদয়পুর	৩৯১৫·০০
অমরপুর	৫৭৭·১০
বিলোনিয়া	১৬২৫·১০
সাবরুম	১৮০·২০

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এত বেশী টেলিফোন হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অমরপুরে হল ৫৭৭ টাকা আর উদয়পুরে হল ৩,৯১৫ টাকা। এইগুলি ফর ইমপোর্টেন্ট অফিসিয়াল ওয়ার্কস।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—অমরপুর, উদয়পুর এবং বিলোনিয়ার এত ডিফারেন্সের কারণ কি ? একটি ডিভিশনের গুরুত্ব কম আর একটি ডিভিশনের গুরুত্ব বেশী কিনা কাজের দিক দিয়ে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলাই হয়েছে অফিসিয়াল ওয়ার্ক অনুযায়ী কাজ হয়ে থাকে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এই কাজের মধ্যে পার্সোন্যাল বিল ইনক্লুডেড আছে কিনা ? এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, হোয়াট সর্ট অব রিপলাই ইজ দিস। এর জন্য তিনি আই ডিমাণ্ড নোটিশ বলবেন কেন ? তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে তিনি অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—স্যার, ফর ইম্পোর্টেন্ট অফিসিয়াল ওয়ার্ক আগেই বলেছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই যে টেলিফোন বিল হচ্ছে এর পরে এই সমস্ত অভিযোগের জন্য একটা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তারপর এইগুলি অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা ডিজিলেনসে দিবেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি ইম্পাটে'ন্ট অফিসিয়াল ওয়ার্ক অনুসারেই এটা করা হয়েছে। তারি পরিমাণ দেওয়া হয়েছে আর স্পেসিফিক নাম দিয়ে বললে আই শ্যাল গো থ্রু ইট।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এখানে সন্দেহের অবকাশ হয়েছে যে এত বিরাট অর্থাৎ হিউজ অ্যামাউন্টের বিলের মধ্যে কিছু কল আউটসাইড অফিস ওয়ার্ক হতে পারে। এর জন্য ভবিষ্যতে সরকার সাবধানতা অবলম্বন করবেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইট ইজ নট সাপলিমেন্টারী।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ইয়েস, স্যার, ইট ইজ সাপলিমেন্টারী। ইট ইজ দি ডিউটি অব মেম্বার টু এক্সপ্লেন হাউ টু মিনিমাইজ দি এক্সপেণ্ডিচার উই শুড ট্রাই টু এক্সপ্লেন হাউ টু মিনিমাইজ দি এক্সপেণ্ডিচার অ্যাণ্ড উই আর সাজেস্টিং দি মিনিষ্টার হাউ দি বিল শুড বি মিনিমাইজড। এবং তার জন্য সরকার থেকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে কিনা এবং সেইরকম কোন সার্কুলার সরকার দিবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ফর ইম্পোর্টেন্ট অফিসিয়াল ওয়ার্কস। অতএব এতেই সন্দেহ নিরসন হওয়া উচিত। তিনি কিছু স্পেসিফিক বলতে পারছেন না। স্পেসিফিক বললে পরে আই শ্যাল গো থ্রু ইট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই মহকুমা শাসকদের কোনটা ইমপোর্টেন্ট অফিসিয়াল ওয়ার্ক বা কোনটা ব্যক্তিগত সেটা দেখবার কোন সরকারী যন্ত্র আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোনটা ইমপোর্টেন্ট সেটা বলাই হয়েছে ফর ইমপোর্টেন্ট অফিসিয়াল ওয়ার্কস। কাজেই নিশ্চয় এই ব্যাপারে কোন কিছু আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—আমাদের গভর্ণমেন্টের পলিসি হচ্ছে যে ব্যয় আননেসেসারী না করে ইকনমিক পলিসি অ্যাডপ্ট করে করা উচিত। সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের কোন সার্কুলার আছে কি না যে ফোনের কল বা তার লিমিটেশন সম্পর্কে কোন সার্কুলার আছে কি না সরকারের তরফে।

শ্রী এস. এল. সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে ইমপোর্টেন্ট অফিসিয়াল ওয়ার্ক যখন থাকে তখন অ্যাকর্ডিং টু রুলস সেটা করা হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত—আমি বলছি ইকনমিক পলিসি ফলো করবার জন্য যেমন আমরা দেখেছি পার্লামেন্টে মিনিষ্টার টেলিফোন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠেছে পার্লামেন্টে এবং এরজন্য ইকনমিক পলিসি ফলো করবার জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়েছে। এই রকম কোন সার্কুলার রেসপেক্টিভ ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে কি না।

শ্রী এস, এল, সিংহ—টেলিফোন রুলস এবং প্রসিডিউরস অনুসারেই করা হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত—হী সেজ্ রুলস। হাউ ক্যান হী কোট দি রুলস ফ্রম হোয়্যার উই ক্যান কোট ইট? এটা কি টেবিলে লে করবার ব্যবস্থা করবেন স্যার?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলস অ্যাণ্ড প্রসিডিউর যেটা আছে সেই অনুসারে ইমপোর্টেন্ট ওয়ার্কস নির্দ্ধারিত হয়। তিনি সেটা জেনে নিতে পারেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত—সেটাই জানতে চাইছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রসিডিউর এবং রুলস আছে সেটা তারা জেনে নিতে পারেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছিলাম যে জরুরী বিধায় টেলিফোন করবে। প্রত্যেকটা অফিসের সংগে প্রত্যেকটা সাবডিভিশনের যোগাযোগ আছে, অফিসের মাধ্যমে এবং পিওনের মাধ্যমে। আমি বলেছিলাম একটা সাবডিভিশনে বেশী ফোন হবে কেন আর একটা সাবডিভিশনে বেশী ফোন হবে না কেন? সেখানে আলাদা কিছু জরুরী আছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হয়েছে ইমপোর্টেন্ট ওয়ার্কস অনুসারে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, কি রুলস এবং প্রসিডিউর ফলো করা হয়?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এই যে একটা মহকুমাতে সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করা হল আর একটা জায়গাতে দেড় হাজার টাকা খরচ করা হল সেই সম্পর্কে সরকার অনুসন্ধান করে দেখবেন কি না যে কেন এই বেশী খরচ হল এবং খরচের তারতম্য হওয়ার কারণ কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি ফ্যাক্টসকে কার্ব্ব করছেন। অন্যান্য ডিভিশনে হয় নাই তা নয়। সব ডিভিশনেই হয়েছে। অতএব সেটা ডিপেণ্ড করবে ইমপোর্টেন্ট ওয়ার্কের উপর। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি ফ্যাক্টসকে ডিক্রাই করে বলছেন যে কোন জায়গায় হয় নি। উনার এই কথা ঠিক নয়। অন্যান্য জায়গাও হয়েছে—যেমন কৈলাসহরে হয়েছে ৩,৪৪৪ টাকা, ধর্ম্মনগরে হয়েছে ২,৮৫১ টাকা। কেবলমাত্র এখানে হয়েছে তা নয়। সেটা ডিপেণ্ডস করে ইমপোর্টেন্ট ওয়ার্কের উপর, এবং সেই অনুসারেই এটা হয়।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত—স্যার, তাহলে কি আমরা বুঝে নেব যে হাউসের সদস্যরা যদি কোন বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে সেইসব বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রীরা কোন এ্যাসুরেন্স দিবেন না ?

মিঃ স্পীকার—ইট ইজ ইউর ওপিনিয়ন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, টেলিফোনের মাধ্যমে যে সব কথাবার্তা হয় সেগুলি রেকর্ড করা আছে কি না ?

শ্রী এস, এস, সিংহ—এটা করা সম্ভব কি না, আমার জানা নেই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, আমরা আজকে হাউসে দেখেছি যে ইলেকট্রীসিটির ভীষণ অবস্থা এই অবস্থায় আমাদের এই হাউসে প্রসিডিংস কি হবে আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার—কেন ? ষ্টেনোগ্রাফারস আর টেকিং ডাউন নোটস।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত—স্যার, তারা যদি প্রসিডিংস নিয়ে থাকে তাহলে আমাদের যে বক্তব্য প্রসিডিংসে আছে, সেগুলি আগামী কাল দুই তিন দিনের মধ্যে দেওয়া হবে কি না যাতে করে আমরা দেখতে পারি যে আমাদের বক্তব্যগুলি ঠিকমত উঠেছে ?

মিঃ স্পীকার—নির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। তবে যত সম্ভব শীঘ্রই দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Starred Question No. 159.

Shri Sachindra Lal Singh—Starred Question No. 159, Sir.

প্রশ্ন

১। গত ২২শে জানুয়ারী সোনামুড়া এস, ডি, ও, অফিসের সামনে পুলিশ একটি ভূমিহীন মিছিলের উপর আক্রমণ করে বহু ভূমিহীনকে গ্রেপ্তার করে কি ?

২। যদি গ্রেপ্তার করে থাকে, তার কারণ ;

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Starred Question No. 284.

Shri Sachindra Lal Singh –Starred Question No. 284, Sir.

QUESTION

1. Is it a fact that the Directorate of Settlement and Land Records has been re-organised ;

2. has the pay scale of any of the categories of employees in the new set up been revised ;

3. if the scale is revised, the name of the post for which revision has been made ;

4. in case of revision, the pay scale of which state conform to the new revised scale ?

ANSWER

1. The Directorate has been newly set up but not re-organised ;

2. Does not arise as the posts in the Directorate have been newly created ;

3 & 4. Docs not arise in view of reply to item 2 of the question.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রি-অর্গানিজেশান হওয়ার পর আমাদের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে যে সব ষ্টাফ এই ডিপার্টমেন্টে নেওয়া হয়েছিল তাদের অবস্থাটা এখন কি দাঁড়িয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীএস এল সিংহ :—The Directorate has been newly set-up but not re-organised. So, the question of re-organisation does not arise.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ডাইরেক্টরেটটা আমাদের ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অনুসারে হয়েছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— ডাইরেক্টার অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস হয়েছে একর্ডিং টু দি প্রসিডি রস।

Shri Rajkumar Kamaljit Singha :—Sir, as per Land Reforms Act., there is no provision for Directorate of Land Records.

Shri S. L. Singh :—Sir, I told that the Directorate of Land Records and Settlement has been newly set up.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডাইরেক্টরেট যদি হয়ে থাকে, তাহলে যারা ল্যাণ্ড রেভিনিউ এ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে, তারা এখন কার আণ্ডারে কাজ করছে জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—একটা সেকশান কাজ করছে ডি, এলের আণ্ডারে আর একটা সেকশান কাজ করছে রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন সেকশানের ষ্টাফ কোন জায়গাতে গিয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত ষ্টাফ আছে, তাদের অবস্থাটা এখন কি দাঁড়িয়েছে বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ডাইরেক্টরেট অব ল্যাণ্ড রেকর্ডটা নিউলি সেট আপ হয়েছে এবং তার সেটেলমেন্টের ষ্টাফের ট্রেন্সফার হয়ে ডি, এমের কাজ করছে। এখন কে কোথায় আছে, সেটা জানতে চাইলে—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেন্টের ষ্টাফ যারা ডি, এমের আণ্ডারে কাজ করছে, তাদের ঐ ডিপার্টমেন্টে লিয়েন আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—লিয়েন নিয়ে গেলে যে যেখানে থাকার, সে সেখানেই থাকবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার কথা হল তাদের সার্ভিস লিয়েন তাদের পেরেন্ট ডিপার্টমেন্টে আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ:—লিয়েন থাকবে, এটা তো আর ক্যান্সেল হয় না। অবশ্য সে ক্ষেত্রে তাকে পার্মানেন্ট হতে হবে পোষ্টের এগেইন্‌ষ্টে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি যে তাদের সার্ভিস সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে এই ডিপার্টমেন্ট ট্রেনসফার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, তিনি যে কি বলতে চাইছেন. আমি সেটা বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—আমি জানতে চাইছি ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এর পার্মানেন্ট সেট-আপ থেকে সার্ভে সেটেলমেন্টে অনেক ষ্টাফকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদেরকে তাদের পেরেন্ট ডিপার্টমেন্টে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তার পেরেন্ট সার্ভিসটা সেখানে লিয়েন থাকবে। আর এ যদি না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তাকে ডেপুটেশানে পাঠানো হয়েছে না হয় ট্রেনসফার করে দেওয়া হয়েছে, ফর দি টাইম বিং

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে যারা লিয়েনে সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেন্টে গিয়েছেন, তাদেরকে কি তাদের পেরেন্ট ডিপার্টমেন্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, না সেখানে রয়ে গেছেন। আর যদি না পাঠানো হয় তাহলে তাদের আর কতদিনের মধ্যে পাঠানো হবে ?—এটা আমরাও জানতে চাইছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ষ্টেনোগ্রাফারের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ করেছেন, তাদের বক্তব্য কি ছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা সরকারের মহাকরণের ষ্টেনোগ্রাফারগণ উক্ত পদের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়ন করার জন্য স্মারক-লিপি প্রভৃতি দাখিল করিয়াছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৯.

প্রশ্ন

ত্রিপুরা রাজ্যের কোন মহকুমার মহকুমা শাসকের অধীনে (১৯৬৯-৭০ইং) এ, টি, বাবত কত খরচ হইয়াছে ?

উত্তর

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার, আপনার আরেকটি কোয়েশ্চান আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪১ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ইং সনে জামজুরী বাজারের ইজারাদারের নাম কি ?

২) ঐ বাজারে কত টাকার ইজারা ছিল এবং কত আদায় হইয়াছে ?

উত্তর

১) শ্রীবলিন্দার সিং।

২) ১৩১০১ টাকায় ইজারা ছিল এবং ৬৫৫২ টাকা এ পর্যন্ত আদায় হইয়াছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাইছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে, এক বছরের ইজারা ডাক হয় কিন্তু ১৩১০০ টাকার মধ্যে ৬,০০০ দেওয়া হয়েছে, ইজারা শেষ হয়ে গেছে, বাকী টাকাটা আদায় কি করে হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ক্যালেণ্ডার ইয়ার যেটা সেটা হচ্ছে এ্যাকর্ডিং টু বেঙ্গলী ক্যালেণ্ডার ইয়ার—ফ্রম বৈশাখ টু জ্যৈষ্ঠ, নট এ্যাকর্ডিং টু ইংলিশ ইয়ার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই ইজারাদারের বাড়ী কোথায়, তার দেশ কোথায় তার ঠিকানা কোথায় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই যে টাকা বাকী রাখা হয়েছে তার জন্য সরকার থেকে সেই টাকা আদায়ের জন্য কোন মোকদ্দমা করা হয়েছে কিনা এবং তার ফলে কতটাকা আদায় হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে বৈশাখ টু জ্যৈষ্ঠ—এখনও সেই বৎসর শেষ হয় নাই, অতএব এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—ইজারাদার যখন টাকা দেয়, সে টাকাটা অর্থাৎ এই যে ১৩১০০ টাকা, সেটা কিভাবে দেওয়ার পদ্ধতি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইজারা নিয়মের পদ্ধতি অনুসারেই ইজারা দেওয়া হয় স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ডাকটা হয়, সেটার পেমেন্ট কিভাবে করবে ইজারাদার ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এ্যাকরডিং টু প্রসীডিউর।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— সেই প্রসিডিউরটাই কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় সদস্য মে গো থ্রু ইট।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নের উত্তরটা পরিষ্কার বুঝতে পারি নাই। এই যে ইজারাদার, যার নাম বললেন, সে লোকটার দেশ কোথায়, সে এখানে আছে কি না, আদৌ ছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বাংলা সনের কথা বলেছেন, বাংলা সনের আর মাত্র এক দিন বাকী আছে, এই সময়ের মধ্যে বাকী টাকাটা আদায় হবে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি প্রসীডিউর এর কথা বলেছিলাম, সেটা কি ইনষ্টলমেন্টে দেওয়া হয় না, কিভাবে সেই টাকাটা পেমেন্ট করা হয়, সেই প্রসীডিউরটা কি ?

শ্রী এস, এল সিংহ :— ইজারা সম্পর্কে নিয়মাবলী পাঠ করলেই জানা যাবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে পরে বিধানসভা ভেংগে দেওয়ার জন্য একটা রিজল্যুশান আনা যায় কি না—কারণ হাউসে যদি কোন উত্তর পাওয়া যায়না, আমাদের নোটিশ দিয়ে দেন যে তোমরা বই পড়ে নেবে, তাহলে আমি বলব যে লিডার অব দি হাউস একটা রিজল্যুশান আনুন যে বিধানসভা ভেংগে দেওয়া হউক, তাহলে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হবেনা, আর বার বার আমাদের আই ডিমাণ্ড নোটিশ ডিমাণ্ড নোটিশও শুনতে হবে না।

Mr. Speaker :— Hon'ble Member, this question is redundant.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৩১০০ টাকার মধ্যে ৬০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে আর বাকী টাকা দেওয়া হয়নি, সেইজন্যই আমি জানতে চাইছি যে প্রসীডিউর অব পেমেন্ট কি। প্রথমে ইজারা ডাকার পরে ওয়ান থার্ড অর ওয়ান ফোর্থ তাকে

দিতে হয়, তারপর তাকে কিভাবে টাকাটা দিতে হয় ? সেখানে বই পড়ার প্রশ্ন কি আছে ? সেটা উনার দায়িত্ব। এই যে ৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়নি, এই জায়গায় সে ডিফলটার হয়েছে কি না এবং সেই জায়গায় সে নিয়মটাকে ভায়লেট করেছে কিনা, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ইজারাদার নিয়মানুসারে সে টাকা দিয়েছে এবং দিচ্ছে এবং যদি না দিয়ে থাকে তাহলে ইজারার নিয়মাবলী অনুসারে তার এ্যাগেইনিষ্টে লিগ্যাল স্টেপ গ্রহণ করা হবে।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ইজারাদার, বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :— এই যে ১৩ হাজার টাকার মধ্যে ছয় হাজার টাকা দেওয়া হল, বাকী আরও সাত হাজার টাকার মত রইল, এর দ্বারা ইজারার নিয়মাবলী লংঘিত হয়েছে কি না এই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

Shri S. L. Singh :— According to procedure it has been done.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই যে সাত হাজার টাকার মত আদায় করা বাকী রইল, এর দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের ইজারা সংক্রান্ত নিয়মাবলী লংঘিত হয়েছে কি না, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আইনানুগভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানান হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে এই উত্তর থেকে আমরা কি এটাই ধরে নেব যে এই হাউসে কোন রকম এ্যাসুরেন্স না দেওয়া এবং বর্ত্তমানে হাউসের একমাত্র উদ্দেশ্য এখানে কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবেনা।

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister has informed that he would inform about the matter after taking legal opinion.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— যদি এই টাকা আদায় না হয়, এই যে সরকারী টাকাটা সেটা আদায়ের জন্য দায়ী কে থাকবে এবং আদায় না হলে পরে তার কোন শাস্তি হবে কি না ?

Shri S. L. Singh ;— According to procedure steps should be taken up.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি আবার একই প্রশ্ন করছি, এই টাকা যদি পার্টি থেকে আদায় না হয়, তাহলে এই টাকা আদায় করার জন্য যে সমস্ত অফিসার দায়ী, যাদের নেগলিজেন্সের জন্য এটা হয়েছে, তাদের উপর কোন রকম ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশান নেওয়া হবে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি লীগ্যাল স্টেপ নেওয়া হবে।

Shri T. M. Dasgupta :— Against whom sir ?

Shri S. L. Singh :— Whatever it may be.

Mr. Speaker :— Shri Ershad Ali Choudhury, Shri Abhiram Deb Barma.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— এরসাদ আলীর কোয়েশ্চানটা আমি করব স্যার। ২৯৮।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৮।

প্রশ্ন	উত্তর
বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে স্মল অ্যাণ্ড মার্জিন্যাল ফারমার্স স্কীমের অধীনে কোন কোন শ্রেণীব কত পরিবার পুনর্ব্বাসন পাইয়াছেন তাদের সংখ্যা কত ?	তথ্য সংগ্রহাধীনে আছে।

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker Sir, Question No. 148.

Question

১। গত ১৯৭১ এর ১লা জানুয়ারা হইতে আগরতলা শহরে কয়টি ছোরা মারা ঘটনা ঘটিয়াছে ;

২। ঐ সকল ছোরা মারার ব্যাপারে কয়জন ধৃত হইয়াছে ; এবং

৩। ধৃত ব্যক্তিদের নাম।

Answer

১। ১১টি।

২। ৪ জন।

৩। শ্রীকাজল গোস্বামী।

শ্রীমোহন দত্ত ওরফে দুলাল।

শ্রীরতন দেবনাথ।

শ্রীপ্রেমামিত্র দেবনাথ।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ছোরা মারার কারণটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এটা পুলিশের কাছে আছে আণ্ডার কেস নাম্বার ৩২-১৭১ আণ্ডার ১৪০, ১৪৯, ৪৪৮ এবং ৩২৬ আণ্ডার দি ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউরস্।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :— তাদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোতোয়ালীতে কেসগুলি রেজিষ্টার্ড করা হয়েছে।

Mr. Speaker :— There are five Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the replies of the Unstarred Questions.

(Replies were laid on the Table of the House)

Mr. Speaker :— There are Calling Attention Notices given notices by Shri Tarit Mohan Dasguptta and Shri Promode Rn. Dasguptta. Now the Hon'ble Minister-in-charge to make a statment on the Calling Attention of Shri Tarit Mohan Dasgupta of 31 3 71 on—Calling of Quotation for sale of foreign liquer to the public for consumption "Of" the premises and for the sale of foreign liquer "On" the premises on each sub-division for the period from 1.4.71 to 31.3,72 against the accepted policy of gradual prohibition in Tripura.

Shri S. L. Singh :— This Government has already taken steps towards prohibition in Tripura gradually. Total prohibition in Tripura is not feasible and possible., The steps taken are :—

1) Drinking in hotels, clubs and Restaurents is not allowed without any Licence ;
2) The strength of country liquor has been reduced from 30 U. P. to 40 U. P.
3) Thursday of every week is observed as 'Dry Day.'
4) Liquor shops are closed on the following occasions :—
   a) on the Republic Day,
   b) on the Budha Purnima Day,
   c) on the Independence Day,
   d) on the Gandhiji's Birth day, and
   e) on the day of the poll and two days immediately preceding by-election of the Perliamentary and Legislature Constituencies in Tripura.

Selling of country liquor has been reduced to 7 hours i. e. from 12 noon to 7 P. M.

Issue of licences for sale of foreign liquor in different places instead of at one place does not necessarily mean that it has gone against the policy of gradual prohibition. It has been done in conformity with the Tripura Excise Rules, 1962 following the general Principles laid down in rule 24 thereof. The principles outlined are that liquor shops should not be so sparsely distributed as to give to each a practical monopoly over a considerable areas. In other words liquor shops need not be so limited in

number as to make it practically impossible for a resident in a particular area to get his liquor except from one particular shop, but it should only be possible for him to obtain his requirements from two different shops at a cost of considerable in convenience, and he ought to have a little freedom of choice in the matter as possible.

Licences for sale of foreign liquor have been issued as a step against monopolisation which is against the principle laid down in the rules.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— অন পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার। দি মিনিষ্টার ইন হিজ স্টেটমেণ্ট ওয়াজ কাণ্ড এনাফ টু মেনশান দ্যাট গ্র্যাডুয়াল প্রহিবিশান ইজ বিয়িং ইনট্রোডিউজড। কিন্তু যেখানে একটা দোকান আছে তাকে ভেঙ্গে একটা দোকান করিন লিকারের 'অফ' দোকান আর দুইটা 'অন' দোকান আছে আগরতলায় এটা ভেঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যে যদি ২০টা দোকান করা হয় তাহলে তার দ্বারা প্রহিবিশান এর যে পলিসি তার সঙ্গে কনট্রাডিকশান হচ্ছে কিনা এই বিষয়টা আমরা জানতে চাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্বেই বলেছি যে, it has been done in confermity with the Tripura Excise Rules, 1962 following the general principles laid down in rule 24 thereof.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— যে রুলসটা আছে দিস ইজ জেনাবেল রুল টু ডিষ্ট্রিবিউট দি লিকার শপস। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের একটা পলিসি আছে যে গ্র্যাজুয়ালী আমরা সেটাকে রিডিউস করব এবং বলেছেন যে কানট্রি লিকারের বেলায় এটাকে কমানো হয়েছে। তিনটা দোকান থেকে ২০টা দোকান করা হয়েছে। তাহলে কি সেল কমছে না বাড়ছে? বাড়ারই সম্ভাবনা আছে এবং এটা দেখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সমস্ত জিনিষটা বিচার বিবেচনা করবেন কিনা?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— বিচার বিবেচনার প্রশ্ন আসে না। কারণ অ্যাকর্ডিং টু রুলস অ্যাণ্ড প্রসিডিউরস আমরা করছি। দোকান বৃদ্ধি করলেই মাতালের সংখ্যা বাড়বে বা দোকান কমালেই মাতালের সংখ্যা কমবে এটা বুঝতে পারি না। অতএব দোকান যদি না বাড়ানো হয় তাহলে মানুষ অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মরবে মাদ্রাজের মত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তিনি বলেছেন কানট্রি লিকারের সেল কিছু কমিয়েছেন। তাহলে এই সেল কমানোর উদ্দেশ্যটা কি গ্র্যাজুয়াল প্রহিবিশান?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— তার জন্য এর আগে ৯টা কানট্রি লিকার শপকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আজকে ৩টা থেকে ২০টা করা হয়েছে। সেটা পলিসির অ্যাগেন্‌সটে যাচ্ছে। রুলসের অ্যাগেনস্টে যায় না। কারণ যত বেশী দোকান করবে তত বেশী রেভিনিউ আসবে। প্রহিবিশন যদি পলিসি হয় প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে

যদি বিলাতি দোকান থাকে, দোকান বিক্রি করার জন্য এবং তার একটা থাকে বার এবং ১০টা বার নূতন হচ্ছে প্রত্যেকটা সাবডিভিশনে। তাহলে প্রকাশ্যে মদ খাওয়ার ইনটেনসিভ আনছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমরা জানি যে রাস্তায় কেউ মদ খায় না। আর যদি কেউ রাস্তায় খায় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কাজেই যারা মদ্যপায়ী তারা মদ খাবেই, আর যারা মদ্যপায়ী নয়, তারা মদ খাবে না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদ , যেখানে আমাদের এই আগরতলা শহরেই তিনটি দোকান আছে, এখন এই রকম যদি প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে দুইটি করে মদের দোকান হয়, তাহলে মদ খাওয়াটা কি কমবে না বাড়বে, সেটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মদ যাতে বেশী লোকে না খায়, সেজন্য তো আমরা কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি এবং সেইগুলির কথা আমি এই হাউসেই বলেছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, সরকারের যে প্রহিবিশান পলিসি আছে, তাতে করে যাতে আর নূতন করে দোকান খোলা না হয়, তার জন্য আমি বলছি এ্যাণ্ড মাই আইডিয়া ইজ দিস। কিন্তু দেখা যাচ্ছে আরও বেশী করে দোকান খোলা হচ্ছে। এখন প্রহিবিশান করার যদি আমাদের পলিসি হয়, তাহলে আগে যেখানে ৩টা দোকান ছিল, সেখানে কমিয়ে একটা করা উচিত এবং তা করলে পরে এটাকে কনট্রোল করা সম্ভব হয়ে উঠবে এবং সেখানে এই লিকারের দাম বেঁধে দিয়ে সরকার সেটা করতে পারেন। কিন্তু সরকার সেটা করছেন না, সেজন্য আমি বলছি যে সরকার কিভাবে এটাকে প্রহিবিশান করতে চান, এবং প্রহিবিশান করবার যে পদ্ধতি সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেণ্ট করতে চান সেটাই আমি জানতে চাইছি

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটাকে টোটেলি প্রহিবিশান করা সম্ভব নয়। এটাকে গ্রেড়ুয়েলী কমিয়ে আনতে হবে সেজন্য আমরা ষ্ট্রেংথ অব দি কানট্রি লিকার রিডিউসড করতে চেষ্টা করছি। এখন উনি যে বলছেন প্রত্যেক সাব-ডিভিসনে গেলে দেখা যাবে যে মদ্যপায়ীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলছে কিন্তু কিভাবে বাড়ছে বা কি পরিমাণে বাড়ছে সেটার কথা তিনি কিছুই বলেন নি। তবে আমরা মনে করি যে যারা মদ খাবেন, তারা খাবেনই, আর যারা খাবেন না, তারা কোন সময়ে খান না। কাজেই এসব দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এটা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আজকে যে ভাবে বৃষ্টি হচ্ছে এবং আবহাওয়া যে রকম দুর্যোগপূর্ণ, আর হাউসে ইলেকট্রিসিটির অভাবে লাইট এবং মাইক গুলি কাজ করছে না, সেজন্য আমি মনে করছি যদি কিছুক্ষণের জন্য হাউসকে মুলতুবী রাখা হয়, তাহলে ভাল হয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— হঁ্যা, স্যার। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হলেও হাউস এ্যাডজোর্ণ করা দরকার।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. to-day.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার আমার কয়টি ক্লারিফিকেশান আছে। তখন আপনি হাউস এডজোর্ণ করে দিলেন কাজেই আমি শেষ করতে পারি নাই। এই ষ্টেটমেন্টের মধ্যে মোট কয়টি দোকান হবে তার কোন উল্লেখ নাই। আমি যতটুকু জানি অলরেডি তিনটি একজিসটিং দোকান আগরতলা শহরে একটি 'অফ' এবং দুইটি 'অন' দোকান আছে, টেণ্ডারে দেখা যায় আরও ২০টি দোকান হবে। কাজেই ফরেন লিকারের মোট কয়টি দোকান হবে—২৩টি না ২০টি হবে সেই জিনিষটা এই স্টেটমেন্টে নাই, তাই আমি ক্লারিফিকেশান চাইছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— বর্ত্তমানে ২০টি দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যা পেয়েছি সেটা হাউসে ষ্টেটমেন্ট করেছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে কি এখন পর্য্যন্ত ২০টি-ই থাকবে না আরও বাড়ার সম্ভাবনা আছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এ্যাকরডিং টু ক্যাসাসিটি সেটা বাড়তেও পারে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— অন পয়েনট অব ক্লারিফিকেশান—গভর্ণমেনট যে পলিসি নিয়েছেন, সেটা এই ২০টি নূতন দোকান খোলার পর কি সার্ভ হবে, অর্থাৎ আস্তে আস্তে যে মদ খাওয়া কমানো সেটা কি বাড়বে না কমবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখানে ২০টি সপ খোলার জন্য টেণ্ডার দিয়েছি। অতএব সেটা পরে কি হবে তা আমরা এ নই বলতে পারি না, সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে, এখন পার্টিকুলারলি বলা অসম্ভব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—একটা কাজ করা, তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, অর্থাৎ কমানো একটা জিনিষ, বাড়ানো আরেকটা জিনিষ, যেটা গভর্ণমেন্ট চিন্তা করে বাড়ানোর প্রস্তাব এনেছেন, তিনটার জায়গায় ২০টি হবে। তার মধ্য দিয়ে এই যে কমানোর উদ্দেশ্য সেটা সার্ভড হবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—গ্র্যাজুয়েলী মদ খাওয়ার প্রবৃত্তি থেকে দূরে রাখার জন্য এটা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—যথেষ্ট পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কানাঘোষা যে সমস্ত কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে, কিছু মানুষকে সেটিসফাই করার জন্য এটা করা হচ্ছে এটা কি সত্য ?

মিঃ স্পীকার :— এটা কি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—টেণ্ডারের মেয়াদ হচ্ছে ১/৪/৭১ টু ৩১/৩/৭১, আজ পর্যন্ত কয়টি কোটেশান একসেপ্ট করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ক্ল্যারিফিকেশানে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনও টেণ্ডার একসেপ্ট হয় নাই, হলে পরে বলতে পারব, এখন বলা যাবেনা ।

Mr. Speaker :—Next I would call on the Hon'ble Minister in-charge to make a statement on—

'Bomb thrown at Ramthakur Pathsala Girls' Higher Secondary School on 6. 4. 71.

Shri S. L. Singh :— On 6. 4. 71 at 12-45 hrs. Kotwali P.S. received an information over phone that one bomb exploded in Ramthakur Girls' Higher Secondary School by unknown person and as a result of this explosion some teachers of the school sustained injuries on their persons.

On this information an S. I. of Kotwali P.S. reahed to the School and started investigation. The Head Mistress of the School reported to the S. I. that on 6. 4. 71 at about 12-00 hrs. a group of boys numbering about 10/12 desperately entered into the school and in a threatening tone asked the Head Mistress to close the school. In reply the Head Mistress asked them the reason for it and expressed her inability to close the school. On this, those boys caused mischief to school properties in the school Common room, Teachers' room and the Head Mistress's room and also exploded two crackers on the verandah in front of the Head Mistress's room and went away, The Head Mistress was asked to lodge ejahar to the S. I. and also to mention the name of miscreants if she had recognised any of them but the Head Mistress did not lodge any ejahar at the spot and stated that she would forward the complaint through proper channel later on. Subsequently, in the evening the school Inspector, Sadar 'A', forwarded a report on the incident that some boys of Ramthakur Boys' Higher Secondary School entered into the Ramthakur Girls' Higher Secondary School on 6. 4. 71 at about 1200 hrs and tried to dissolve the classes forcibly and threatened the girl students of the school. To compel the student to quit the classes they exploded 2 bombs as a result of which 3 teachers of the school namely (1) Smt. Rambha Agarwala (2) Smt. Manju Banik and (3) Shri Sachindra Bhattacharjee sustained injuries. On receipt of this report Kotwali P. S. Case No. 11 (4)71 U/S 448/326/440 IPC and Section 3 of Explosive Substances Act was registered.

Investigation is proceeding. Several attempts were made to effect arrest of the accused persons but they could not be traced as yet.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান। এই যে ছেলেগুলি স্কুল'এ যেয়ে ক্লাশ থেকে বেড়িয়ে আসবার জন্য ডিম্যাণ্ড করল. তার পেছনে কি দাবী ছিল,

ষ্টেটমেন্ট থেকে এই জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে আসেনি, কাজেই আমি জানতে চাইছি এর পেছনে তাদের কোন বক্তব্য ছিল কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে বলেছি যে ক্লাশ বন্ধ করার কথা বলেছে এবং হেডমিস্ট্রেস বন্ধ করেন নাই, তারপর তারা বোমা নিক্ষেপ করেছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—পুলিশ রিপোর্ট এবং ইন্সপেক্টার'স রিপোর্ট যে হয়েছে তাতে আছে যে তারা ক্লাশ বন্ধ করতে কমপেল করেছিল, কিন্তু হেডমিস্ট্রেস রিফিউজড টু ক্লোজ ডাউন দি স্কুল, কিন্তু বন্ধ করতে চেয়েছিল কি ডিম্যাণ্ডের উপর ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ডিম্যাণ্ড এখানে বলাই হল যে স্কুল বন্ধ করুন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে ক্ল্যারিফিকেশন চাচ্ছি যে তাদের কমপেল করতে চাইল স্কুল বন্ধ করতে। হেডমিস্ট্রেস রিফিউজড টু ক্লোজ দি স্কুল। তারা স্কুল বন্ধ করতে চাইল কি ডিমাণ্ডের উপর, স্কুল বন্ধ করার পেছনে তাদের কি দাবী ছিল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ:—যা রিপোর্ট পেয়েছি স্যার, স্কুল বন্ধ করাই হল তাদের দাবী। স্কুল বন্ধ করতে অস্বীকার করলে টিচার্স রুম এবং হেডমিস্ট্রেসএর রুমে তারা ক্র্যাকার্স এক্সপ্লডেড করে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে স্কুল বন্ধ করার জন্য তারা দাবী করেছে। প্রত্যেকটার পেছনে একটা কিছু দাবী থাকে। তারা যে স্কুলে গেল তার পেছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা কিংবা স্কুলটাতে যে বর্ত্তমান অবস্থায় ষ্ট্রাইক চলছে অনেক দিন যাবত, তারপর স্কুল চলছে এবং টিচাররা স্কুলটাকে সরকার নেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং স্কুলটাকে ম্যানেজিং কমিটির হাতে এড হক কমিটি করে নেওয়ার দাবী করেছেন। এই রকম কোন দাবী ছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. তারা বলেছে যে স্কুলটা বন্ধ কর। তারা বন্ধ করে নাই। তারপর কি জন্য তারা এল সেটা আফটার পুলিশ ইনভেসটিগেশন বলা যাবে। পুলিশে এজাহার দেওয়া হয়েছে কোতয়ালীতে এবং ইনভেসটিগেশন ইজ প্রসিডিং।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন।

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্য, আপনার কথাগুলি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন বলে মনে হচ্ছে না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই জিনিষটাই ক্ল্যারিফিকেশন করছি। স্কুলে শিক্ষক এবং ছাত্ররা কোন দরখাস্ত করেছিল কিনা যে এই স্কুলটাকে সরকার নিয়ে নেওয়ার জন্য এবং কিছু সংখ্যক লোক দরখাস্ত করেছিলেন কিনা প্রাই-ভেট ম্যানেজমেন্টে নেওয়ার জন্য। এইরকম সংঘাত হয়েছিল কিনা। দুই রকম দরখাস্ত সর-কারের কাছে ছিল কিনা ?

Mr. Speaker— মাননীয় সদস্য, আপনি ক্ল্যারিফিকেশন চাইতে পারেন যে ষ্টেটমেন্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করেছেন তার উপর।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি তো বলেছি পুলিশ তদন্ত চলছে। তদন্তের আগে সেটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই রিলেশনে বলা হয়েছে ৬ | ৪ | ৭১ ইং তারিখের ঘটনা। এই রিলেশনে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—বলাই হয়েছে যে পুলিশ ইনভেসটিগেশন চলছে। কাউকে এখন পাওয়া যায় নি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, এফেক্ট যখন হয় তখন তার একটা কজ থাকে। এই যে স্কুলে বোম্ব ফাটল এর পেছনে একটা কজ আছে। এই কজটার কোন মেনশান নাই ষ্টেটমেন্টে। কাজেই মাননীয় সদস্যের মনে হচ্ছে যে এই ঘটনার সঙ্গে কোনরকম কজ ছিল কিনা। এটাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন। ৮ দিন আগে একটা ঘটনা হল তারপর জানা যায় না, উই আর সেটিসফাইড যে পুলিশ অনুসন্ধান করছে। কিন্তু আমরা উত্তরটা পেলাম না যে এই যে ষ্ট্রাইক হচ্ছে কাউন্টার ষ্ট্রাইক হচ্ছে তার সঙ্গে এটা যুক্ত আছে কিনা। গভর্ণমেন্টের নেওয়ার কথা ছিল সেজন্য কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা। এর সংগে এটা যুক্ত আছে কিনা সেটাই তিনি বলুন।

Shri S. L. Singh ;— After the enquiry it will be found.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)
Introduction of the Appropriation (No. 3) Bill, 1971
(Bill No. 3 of 1971)

Mr. Speaker :—Next business of the House, the Appropriation (No 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for leave to introduce the Bill

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir. I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971).

Mr. Speaker :—Now the question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Appropriation (No 3) Bill 1971 (Bill No. 3 of 1971) be granted.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

I think 'AYES' have it.

'AYES' have it, 'AYES' have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

Then the Secretary read the long title of the Bill, i. e. A Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out the Consolidated Fund of the Union Territory of Tripura for the services of the financial year 1971-72)

Mr. Speaker :—I shall now call on Hon'ble Finance Minister to move his motion to introduce the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971).

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, sir. I beg to introduce the Appropriation (No. 3) Bill. 1971 (Bill No. 3 of 1971).

Mr. Speaker :—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971) be introduced.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No Voice)

I think AYES have it

AYES have it. AYES have it.

The Bill is introduced.

Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
(RESOLUTION)

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is Private Members' Resolution. I would call on Shri Aghore Beb Barma to move his Resolution that—'This Assembly urges upon the Govt. of Tripura to take positive step for proper implementation of Bombay Money Lenders' Act to stop exploitation of poor tribals by Mahajans.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি আমার রিজলিউশানটা হাউসের সামনে মুভ করছি—"This Assembly urges upon the Govt. of Tripura to take positive step for proper implementation of Bombay Money Lenders Act to stop exploitation of poor tribals by Mahajans" আজকে কেন আমি এই রিজলিউশানটা এখানে মুভ করলাম, তার কারণ হল আজকে ত্রিপুরার মধ্যে যে বিরাট একটা অংশ গরীব উপজাতি কৃষক আছে, তারা প্রত্যেক বছরই মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিচ্ছে। এটা নতুন কোন ঘটনা নয়, তারা সেই মহারাজের আমল থেকে এই সব মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিচ্ছে এবং এই দাদন দেওয়ার ফলে ঐ সব গরীব উপজাতী কৃষকেরা সেগুলি ঠিকমত ফেরৎ না দিতে পারায়, তাদের জায়গা জমিগুলি ঐসব মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার ঐসব গরীব উপজাতীয় কৃষকদের বাঁচানোর জন্য, তাদের হাত থেকে যাতে তাদের জায়গা জমি হস্তান্তর না হয় সেজন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার্স এ্যাক্টটা এ্যাকসটেণ্ড করেছিলেন। কিন্তু যে পারপাসে এই আইনটা এ্যাকসটেণ্ড করা হয়েছে, সেই পার্পাস কোন মতেই সার্ভ করছে না। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে আমাদের জোন্যাল এস, ডি, ও, শ্রী এস, আর, চক্রবর্তী যখন ছিলেন, তখন তিনি একবার গোলাঘাটি অঞ্চলে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর কাছে সেখানকার স্থানীয় নেতারা একটা ডেপুটেশান দিয়েছিলেন। তিনি তখন ঐ ডেপুটেশানিষ্টদের বলেছিলেন যে আপনারা আমার কাছে এই ব্যাপারে একটা দরখাস্ত করেন, তাহলে আমি জিনিষটা সরকারের কাছে জানাব। তখন তার কথা অনুসারে সেখানকার স্থানীয় নেতারা ঐ অঞ্চলের লোকজনদের কাছ থেকে সহি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে কে কত টাকা কার থকে লোন নিয়েছে জানিয়ে একটা দরখাস্ত করলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই দরখাস্তটার কি হয়েছে বা না হয়েছে, তার কিছুই জানা গেল না। অর্থাৎ এই দরখাস্তমূলে তাদের সমস্যার যে একটা সমাধান হওয়ার কথা, সেটার কোন কিছুই হল না। আজকে সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে মহাজনদের হাত থেকে এই গরীব উপজাতিদের রক্ষা করবার জন্য সরকার নানাবিধ কাজ করছেন বা পরিকল্পনা করছেন। সরকার যে চেষ্টা করছেন না এমন কথা আমি কিছু বলছি না। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ফেইলিউর হয়েছেন, তারা এই সব গরীব উপজাতীয় কৃষকদের ঐ শোষক মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করবার কোন ব্যবস্থাই বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন নাই। আমি ব্যক্তিগত ভাবেও মনে করি যে শুধুমাত্র দাদন ব্যবস্থার উপর কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়ে এর সুষ্ঠু কোন সমাধান করা সম্ভব নয়। আজকে মানুষ ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিয়ে থাকে। আর এজন্য যে সব ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক এবং কো-অপারেটিভ সরকার থেকে করা হয়েছিল, দাদন ব্যবস্থা রহিত করবার জন্য, সেগুলির দ্বারা ঐ গরীব কৃষকদের কোন উপকারই হয়নি। বরং আজকে যদি আমরা সেই সব কো-অপারেটিভ ও মর্টগেজ ব্যাঙ্কগুলির দিকে তাকাই তাহলে তাদের অবস্থাটা কি দেখব? দেখব যে সেগুলি ঠিকমত তাদের নিজেদের ফাংশানই করতে পারছে না, এই সব গরীব কৃষকদের উপকার করা তো দূরের কথা। কাজেই

আমি বলতে পারি যে এই সব গরীব উপজাতীয় কৃষকদের মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যে সব ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে, সেগুলি মোটেই ফলপ্রসূ হয়নি। যদিও সরকার আজকে নীতিগতভাবে স্বীকার করছেন যে মহাজনদের এই রকম শোষণ বন্ধ করা দরকার। আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে যে অংশটা বিদ্যায় বুদ্ধিতে এবং চিন্তায় চেতনায় দুর্বল তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য সরকার নীতিগতভাবে এখানে যে বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার এ্যাক্ট এ্যাক্সটেণ্ড করেছিলেন অর্থাৎ যে পার্পাসে এটাকে এখানে এ্যাক্সটেণ্ড করেছিলেন, সেই পার্পাস সার্ভ হয়নি। কাজেই আর কি কি উপায় অবলম্বন করলে পরে তাদের মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করা যায়, সেটা আমাদের এই সরকারের চিন্তা করে দেখা দরকার। কিন্তু সরকার এদিকে মোটেই এগুচ্ছেন না। আজকে যদি কোন কথার চলে জিজ্ঞাসা করা হয়—অর্থাৎ স্পেসিফিক কোন কেস দিয়ে বলা হয় তাহলে তখনই সরকার পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেবেন যে এই ধরণের কোন কেস তারা জানেন না। কিন্তু আমি বলি এই সব করে কি আর তাদের মৃত্যুর পথ থেকে বাঁচানো যাবেও, তা যাবে না। কাজেই আমি এখানে বলব এই বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার্স এ্যাক্টটা যে পার্পাসে এ্যাক্সটেণ্ড করা হয়েছে, সেই পার্পাস যাতে সার্ভ হয়, সেজন্য এটাকে ঠিকভাবে কার্যে রূপায়িত করা দরকার এবং যদি কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের দরকার হয়, তাহলে সেটা করে এই উপজাতীয় গরীব কৃষকদের দাদনের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য যেন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, আর সেজন্যই আমি এই প্রস্তাবটা এখানে রেখেছি। তারপরে আমি আর কিছু রেফারেন্স টানার চেষ্টা করব, সেটা হল ট্রাইবেলদের ইণ্ডেটেড নেস সম্পর্কে ডেবর কমিশন বলেছেন—"From the time immortal the tribal people are under the clutches of mahajans since our first plan"। এই কথা উল্লেখ করে কমিশন বলেছেন যে—দি বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার এ্যাক্ট মে বি এ্যাক্সটেণ্ডেড ইন দোজ টেরিটরীজ এবং ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি স্থাপন করবার কথাও কমিশন তার রিপোর্টে বলেছেন।

তারা উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের কো-অপারেটিভ বলুন, আর মর্টগেজ ব্যাঙ্কই বলুন যেটার মধ্যে দিয়ে আমরা তাদের সমস্যার সুরাহা করতে চাইছি, সেগুলির আজকে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? তারপরে বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার্স এ্যাক্ট আছে। কিন্তু এসব থাকা সত্বেও আমরা এই গরীব উপজাতিদের ঐ সব মহাজনদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারছি না। যদিও আজকে এই বই'এর মধ্যে অনেকগুলি ভাল ভাল কথা আছে এবং রেফারেন্স আছে। স্যার, হাউসে লাইটের অবস্থা যা তাতে করে আমি সেগুলি এখানে কোট করতে পারছি না। কাজেই সরকার আইনগত যে সমস্ত মেজার নিয়েছেন, তাতে করে কোন প্রকারেই ট্রাইবেলদের এই দাদন থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই এই যে বোম্বে মানি ল্যাণ্ডার্স এ্যাক্ট যেটা এখানে চালু আছে, সেটাকে যাতে পুরাপুরিভাবে ইমপ্লিমেন্টশান করা হয়, তারই জন্য আমি এই প্রস্তাবটা হাউসের মধ্যে এনেছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে রিজল্যুশানটা আনা হয়েছে ভেরী সেটা ইনোসেন্ট রিজল্যুশান to take positive step for proper implementation of Bombay Money Lender's Act as extended in Tripura এবং ট্রাইবেলদের যে অসুবিধা সেটাকে দূর করার জন্য বিশেষভাবে এটা করা হয়েছে, কাজেই এর মধ্যে আমার সর্বান্তকরণ সমর্থন রয়েছে। ট্রাইবেলসরা বিভিন্নভাবে যে এক্সপ্লয়টেড হতে থাকে, তার থেকে যাতে মুক্ত হতে পারে, সরকারের অনেকগুলি কর্তব্যের মধ্যে একটা কর্তব্য বলে এটাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু নানা কারণে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে, তারজন্য আদিবাসীরা সেটার সম্পূর্ণ সুযোগ পাচ্ছেন না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে সরকার যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রভিশান এতে রেখেছেন, সেগুলি যদি ঠিক সময় মত, ঠিক ঠিকভাবে ট্রাইবেলদের কাছে সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে পৌছানো যেত, তাহলে আজকের এই ২২/২৩ বছরের মধ্যে তাদের এই সমস্যার সমাধান হত পারত, কিন্তু নানাকারণের জন্য জিনিষগুলি কার্য্যকরী হয় না। যেখানে কৃষি লোন, কৃষি দাদনের ব্যবস্থা আছে, কো-অপারেটিভের প্রভিশনও ছিল, কিন্তু নানাকারণে সেগুলি হচ্ছে না। আদিবাসীদের মধ্যে, একদল নানাভাবে বিড়ম্বিত এবং অনেক বেশী অনগ্রসর, যারা সহরের পাশাপাশি অঞ্চলে আছে, তারা কিছুটা কনশাস, কাজেই তাদের কিছুটা অসুবিধা কম, কিন্তু যারা আরও ইনটেরিয়ারে আছে, হালাম, রিয়াং এই সমস্ত কমিউনিটীজ আছে, তারা অনেক বেশী অনগ্রসর, এইজন্যই তারা নানাভাবে মহাজনদেরদ্বারা বিড়ম্বিত হন, সেইজন্য এই সমস্যাটাকে সামনে না রেখে যদি মাণি লেণ্ডারস এ্যাক্ট ইম্পলীমেন্ট করা হয় তাহলে আমার ধারণা সেটার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হবে না। এটা যদি করতে হয়, সরকারের তরফ থেকে পরিকল্পনা, একটা আইডিয়া নিয়ে সেটা করতে হবে, এটা সেটটিউটরী বুকে আছে, যদি এটা ইম্পলীমেন্ট করা না যায়, তাহলে এটা খুবই দুঃখের। আজকে আমরা দেখি যে অনেক নালিশ ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আসে, কিন্তু সেই সমস্যাগুলি যেভাবে তারা স্টেরিওটাইপড ওয়েতে সমাধান করতে চাচ্ছেন, সেইভাবে সমস্যার সমাধান হবে না, অবস্থা অনুযায়ী সেটা করতে হবে। আজকে সরকারকে যদি সেটা করতে হয়, তাহলে এক একটা অঞ্চলে এক একটা পকেট করে সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তার অভিজ্ঞতা থেকে সারা ত্রিপুরার মধ্যে কাজগুলি চালান যেত। তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে ধরণের টাইম টু টাইম আমরা অনেক কাগজপত্রেও দেখেছি এবং শুনেছি যে কো-অপারেটিভ-এর মাধ্যমে তাদের টাকা পয়সা দেওয়া হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা নিডি, সেই সমস্ত ট্রাইবেলদের কাছে পৌছে না, যারা কিছু লেখাপড়া জানে তারা সেইগুলি পায়, কিন্তু যারা প্রকৃতই পাহাড়ী অঞ্চলে আছে তাদের অভাবের সময় মহাজনদের কাছে যাওয়া ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকে না। সেইদিক দিয়ে সরকারের তরফ থেকে যে কো-অপারেটিভের কথাটা বলা হয়েছে, সেটা পুরোপুরি সরকারের মাধ্যমে দিয়ে কয়েকটি অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কো-অপারেটিভগুলির যে চেহারা আমরা দেখছি, এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে সেই

অর্থ আদিবাসীর কাছে পৌঁছাবে না। কাজেই একসপিরিয়েন্সড অফিসার এবং সিনিয়র অফিসার—যাদের বিশ্বাস করা যায়, তাদের সুপারভিশনে এক একটা মহল্লাতে প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়ে, সেগুলি সমীক্ষা করে তাদের মাধ্যম দিয়ে সরকারী ঋণ দিয়ে এবং সময়মত ঋণ দিয়ে আবার এই ঋণকে দুই ভাগে ভাগ করা উচিত, সেখানে দেখতে হবে কারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে কারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না সেটা দেখে, যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না, তাদের গ্রেচুইটাস রিলিফ দিয়েই হউক আর দাদনের মাধ্যমেই হউক তাদের সেইভাবে তুলতে হবে, কিন্তু যাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তাদের থেকে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হউক। আজকে বোম্বে মাণি ল্যাণ্ডারস এ্যাক্টের উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য পাইলট প্রজেক্ট করা হউক, এটার ফিজিবিলিটী দেখে ত্রিপুরাতে সেটা চালু করা হউক। কিন্তু বিশেষ অঞ্চল নিয়ে পার্টিকুলারলি এই সমস্যার জন্য যে সমস্ত কৃষকদের দাদন লোন আছে, তার একটা স্ট্যাটিসিটক নিয়ে, মহাজনদের কাছ থেকে তারা কত লোন নিয়েছে, কত পরিশোধ করেছে, এবং কত বাকী আছে এবং দাদন কত টাকা দিতে হচ্ছে এই কাজটা দুই তিন মাসের মধ্যেই সরকার করতে পারেন যদি কর্মচারীরা সিরিয়াস হন এবং সেটা করার পর সেই অঞ্চলে যে বিশিষ্ট অফিসার (অলরেডি স্টাফ ইজ ছায়ার), সেই অফিসারের তত্বাবধানে ট্রাইবেল ডিপার্টমেন্টের তত্বাবধানে, সেই অঞ্চলের স্ট্যাটিসিটক দেখে টাইম টু টাইম টাকা দেওয়া এবং তাদের থেকে সময়মত টাকা ফেরত নেওয়া, যদি কেউ টাকা ফেরত না দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে সেটা যাতে পাটেই মাপ করে দেওয়া যায় সেই ডিসক্রিশনারী পাওয়ার সেই অফিসারদের উপর রেখে যদি পাইলট প্রজেক্ট করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। মাননীয় সদস্য এটা চাচ্ছেন যে আইনানুযায়ী গভর্ণমেন্ট যেটা পাবেন, সেটা আদায় করুক, কিন্তু বে-আইনিভাবে যদি কিছু করা হয়, তাহলে সেটা থেকে যাতে মাপ পায় সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে বলা হয় যে আইনানুযায়ী যদি না হয়, তাহলে তারা কোর্টে কেন যায় না কিন্তু যারা খেতে পায় না তারা কি করে কোর্টে নালিশ করবে। আমরা জানি এই বাবদ ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্টে টাকা ধরা হয় প্রতি বৎসর কিন্তু সেটা ব্যয় করা হচ্ছে না। দোষ কার, এটা ট্রাইবেলদের দোষ নয়, যারা এই সুযোগ সুবিধার জন্য আসছে তারাও আজকে পাচ্ছে না। সরকার এমন একটা ইনসেটন্সও দেখাতে পারবে না যে একটা মকদ্দমা করে তার ভিতর দিয়ে ট্রাইবেলদের জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে মাণি ল্যাণ্ডারস এ্যাক্টকে অগ্রাহ্য করে সরাসরি সাব-কাউলা করে জমি হস্তান্তর করা হচ্ছে এবং তার পরিবর্তে ট্রাইবেলরা অনেক কম টাকা পাচ্ছে, অনেক কম টাকায় তাদের মূল্যবান জমি ট্রাইবেলদের হাত থেকে চলে যায়। আজকে ভূমিহীন ট্রাইবেলদের পুনর্ব্বাসনের জন্য যেখানে প্রশ্ন এসেছে, যেখানে ২০ হাজার ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, আজকে যদি সেখানে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে তাদের অনেকের কাছেই জমি নাই। এই হাউসে যে আলোচনা হয়েছে, তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তারা অন্যের হাতে জমি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছে, সমস্ত ট্রাইবেল আজকে জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। কাজেই আজকে

মাণি লাণ্ডারস এ্যাক্টদ্বারা প্রকৃত সমস্যার সমাধান হবে না যদি না সরকার এই যে সমস্যা আছে—অর্থাৎ সরকারকে দুইটি জিনিষ আজকে দেখতে হবে—যে সমস্ত জমিগুলিকে আজকে জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, তারা যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ না হয়, কারণ তাহলে সরকারের দায়িত্ব আরও উল্টো বেড়ে যাবে। কাজেই আজকে একটা স্পেসিফিক ওয়েতে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া উচিত, এবং তার মধ্যে সেটাকে সীমিত রাখতে হবে। আজকে আমরা এই হাউসে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে দেখতে পাচ্ছি, মাননীয় সদস্য এই সম্পর্কে দুই একটি বক্তব্য রেখেছেন, যে একটা জমি যেটা ট্রাইবেলদের দেওয়া হয়েছে, সেটা আবার অন্য আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে, এতে করে আমাদের যে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য সেটা ফাস্টারটেড হচ্ছে। তাছাড়া আরও দেখা যায় তারা সে জমি অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, তার কারণ হচ্ছে তারা সময়মত তাদের ফসল করার মত সাহায্য সহায়তা পাচ্ছে না, কিছু হয়তো টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে, সেই টাকা খেয়ে, পাহাড়ি অঞ্চলে হয়তো ঝুম করার মত সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, সেখানে চলে গেছে। কাজেই এই যে সমস্যাটা—তাদের পুনর্বাসনের সমস্যা সেটা সরকারের কাছে বড় হয়ে ফিরে আসছে যার ফলে ঠিক ঠিক মত পুনর্বাসন হচ্ছে না। কাজেই পুনর্বাসন যেটা দেওয়া হয়, সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এই পরিকল্পনাটা। একটা অঞ্চলে কি পরিমাণ টাকা লাগবে, সেই টাকাটা তাদের ইচ্ছামত না দিয়ে সরকার যেটা প্রয়োজন মনে করবে সেইভাবে একটা কমিটির মাধ্যমে সেটা তাকে দেওয়া উচিত। এই কাজ করবার জন্য—এটা যদি সরকারের দ্বারা বিবেচিত হয়, তাহলে আদিবাসী অঞ্চলে এম, এল, এ যারা আছেন তাদের নিয়ে এবং ঐ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে একটা কমিটি করা উচিত যারা টাইম টু টাইম সরকারকে এ ব্যাপারে গাইড করবেন। তাহলেই আমি মনে করি যে স্পিরিট নিয়ে এই কাজটা করছেন, সেটা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে। কিন্তু নীতিগত কার্যক্রম করার জন্য এম, এল, এ দের বা কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক নিয়ে কমিটি করা উচিত যারা ক্রম টাইম টু টাইম সরকারকে গাইড করবে এবং যারা এই স্পিরিট নিয়ে এই কাজটা করছেন সেটা তখন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে। যা ডিসিশান হয় সেই ডিসিশান সঙ্গে সঙ্গে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। অন্ততঃ বছরের শেষে একটা ক্রিয়ার ডিসিশন থাকবে এবং তাহলে একটা সিসটেমের মধ্যে জিনিষটা আস্তে আস্তে আসতে পারবে। তাহলে জমি যেভাবে তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে তা থেকে বাঁচবে বলে তারা নিশ্চিত হতে পারবে। এই বক্তব্য রেখেই আমি শেষ করছি।

শ্রীবিমলাচন্দ্র দেববর্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি। কারণ গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে কৃষকদের বাঁচাবার জন্য এবং কৃষক যাতে সময়মত দাদন ইত্যাদি পায় তারজন্য এখানে অ্যাক্ট রাখা হয়েছে। অ্যাকটা শুধু নামকাওয়াস্তে রাখা হয়েছে। কৃষি ঋণ, দাদন পাওয়ার সময় অধিকাংশ টাকাই কৃষকদের হাতে গিয়ে পৌঁছে না। তাদের হাতে না পৌঁছার কারণ হল সরকারী অফিসে কাজের জন্য নানাভাবে খরচ হয়ে যায় এবং সেই

টাকাগুলি সব তাদের হাতে পৌঁছে না। কৃষককে যদি ঋণ দিয়ে, দাদন দিয়ে সাহায্য করার প্রয়োজন পড়ে, কৃষকদের যদি আমরা মহাজনের হাত থেকে বাঁচাতে না পারি তাহলে কৃষকের ফসল ফলানোর কাজে আমরা সাহায্য করতে পারব না। আর অ্যাক্ট করার ফলে আমরা আজ পর্যান্ত দেখছি যে শুধু মহাজনদের হাতে জমি চলে যাচ্ছে না কো-অপারেটিভের হাতেও জমি চলে যাচ্ছে। কারণ দেখলাম পুনর্বাসন করতে গিয়ে কলোনীর মধ্যে মণিপুরীদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়, তারপরে বাঙ্গালী ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু যারা পুনর্বাসন পাচ্ছে ট্রাইবেল হলেও তারা উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে টাকা না দিতে পারার দরুণ। কিন্তু তাদের টাকা দিয়ে গভর্ণমেন্ট সাহায্য করছেন না। কাজেই আর্থিক সংকটের দরুণ যাদের জমি মহাজনদের হাতে বা কো-অপারেটিভের হাতে চলে গেছে এই মির ক্ষতিপূরণ তাদের দিয়ে জমি বাঁচাবার দরকার। কাজেই কৃষক যাতে জমিটি ঠিকমত তাদের হাতে রাখতে পারে সেই দিকে গভর্ণমেন্টের লক্ষ্য রাখা উচিত। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে একটা রিজলিউশন এনেছেন মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বোম্বে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্ট সম্বন্ধে সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না। কারণ এই হাউসের সামনে কয়েকবারই এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কথা হচ্ছে, বলাই হয়েছে যে যদি কেউ মহাজনী করে তাহলে লাইসেন্স নিয়ে মহাজনী করতে হবে। উইদাউট লাইসেন্স মহাজনী করতে পারে না। এই রকম হল আইন। যদি কোন মহাজন থেকে টাকা নেয়, বেশী সুদ যদি সে গ্রহণ করে কোর্টে যদি মোকাদ্দমা দেওয়া যায় তখনি সেটা তার বিরুদ্ধে বা তার পক্ষে যেতে পারে। আমি নিজে এটা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি যে যারা সরল আদিবাসী তাদের বিভিন্ন ফাঁকে বিভিন্ন মহাজনরা ঠকিয়ে নেয়। কিন্তু আমি নিজে ওদের সামনে গিয়ে বলেছি যে না, তোমরা এইভাবে টাকা দিও না। তোমাদের জন্য মোকাদ্দমা আছে। আদিবাসীদের বলেছি যে যদি বিশ্বাসে টাকা ধার দেয় তাহলে সেই অনুসারে তোমরা টাকা আন। যদি কেউ মোকাদ্দমা না করে আইনের আশ্রয় না নিয়ে নিজেরা নিজেরা ঘটনা যেটা করবে সেটা সরকার কি করতে পারে আমি বুঝি না। আমি কয়েকবার এটা আলোচনা করেছি যে তাদের অন্যভাবে কি করা যায়। আর কো-অপারেটিভের দিক দিয়ে বলতে গেলে একমাত্র পন্থা ছিল সমবায় পদ্ধতিতে তাদের ধার দেওয়া ঋণ দেওয়া এবং যখন তারা ফসল তুলবে তখন টাকা সংগ্রহ করা যেত। কিন্তু সেই দিক দিয়ে তা করা হয় না। কেন হয় না? এক দিকে দুষ্কৃতকারী মহাজন আছে, আর আমাদের কো-অপারেটিভের একটা ফাঁক রয়ে গেছে,। আদিবাসীদের টাকার প্রয়োজন। যখন তাদের ফসল ঘরে আসবে তখন তারা টাকা চায় না। এই যে বর্ষার সময়টা, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ থেকে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত তাদের টাকার দরকার হয়। এই সময়টাতে যদি সমবায়ের কাছে টাকা চায় তাহলে সমবায় একটা ফ্যাকড়া আছে যে দরখাস্ত কর, টাকা মঞ্জুর হলে পাবে। একটা পরিবারকে, আমরা দেখেছি ২০০ থেকে ৩০০ এর বেশী টাকা তাদের দেওয়া হয় না।

কিন্তু ৩০০ টাকা নিতে গেলে যে ৬০০ টাকা দিতে হয় সেটা আমরা জানি। কিন্তু এই জন্য সরকার কি করেছেন, সরকার এটা চালু রেখেছেন। কিন্তু এইভাবে চালু রাখলে চলবে না। যদি সরকারের একটা নির্দেশ থাকে যে এই সময়ে দরকার কি প্রয়োজন, সেটা যদি সরকার দেখেন, প্রয়োজন তো আমি বললাম যে ৩০০।৪০০ টাকায় তাদের হয় না। আমি আশা করি সরকার এই দিকে একটু নজর দিবেন। আবার সরকার দাদন প্রথা করেছেন। মান্ধাতার আমলে নিয়ম ছিল ৫০ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন আমি দেখছি ৫০ টাকা নিতে গেলে ১০ টাকা তাদের থাকে। এটা সম্বন্ধেও আমি আলোচনা করেছি। সেটা কার মাধ্যমে দেওয়া হয়? এটা সম্পর্কেও ত্রুটি রয়ে গেছে। সেটা সংশোধন করতে হবে। যখন দাদন চায় তখন আমি বলতে পারি না যে কারা পাবে। এটা সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম যে পঞ্চায়েতের সংগে আলোচনা করে অন্ততঃ ৫০ টাকা, আমি অবশ্য হাউসে বলেছিলাম ১০০ টাকা করা হোক। ১০০ টাকা ফেরত দেওয়ার পর আবার তাদের দিতে হবে। কিন্তু ফসল হলে তাদের কাছ থেকে সে টাকা নিয়ে নিতে হবে। মহাজনেরা ফসল উঠবার সময়েই পাকা হোক কাঁচা হোক তারা সঙ্গে সঙ্গে টাকার বদলে ধান নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা কি করি? আমরা বলি সরকারের টাকা এনেছ, টাকা দাও। এই সম্পর্কে আমি বলেছি। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যরা সাজেশন দিচ্ছেন না, তাদের এলাকায় গিয়েও এই কথা প্রচার করছেন না। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা কোন প্রকার সাজেশন এখানে রাখতে পারেন নি। তারা শুধু একটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্যই এখানে এসেছেন এবং সেজন্য যা খুসী তাই বলে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি বলছি যে যদি সত্যি আমাদের কৃষকদের কোন প্রকার উপকার করতে হয়, তাহলে যে যে অঞ্চলে কৃষকদের সরকার থেকে কো-অপারেটিভ বা মর্টগেজ ব্যাংক থেকে লোন দেওয়া হবে, সেই সব অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধানদের সংগে আলাপ আলোচনা করে দেওয়া উচিত। কেন না, এই সব অঞ্চল প্রধানেরা জানে যে তার অঞ্চলের মধ্যে কোন কোন কৃষক অভাবী এবং কোন কোন কৃষকের লোনের দরকার। কজেই তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই লোন দিলে পরে যারা প্রকৃত কৃষক যারা এই লোন নিয়ে প্রকৃতই তাদের জমিতে ফসল করবে, তাদের দেওয়া সম্ভব হবে। আর এ যদি না হয় তাহলে সরকার যে লোন দিচ্ছে সেগুলি কোন কাজেই লাগবে না। তার কারণ হল আজকে যে হারে লোন দেওয়া হচ্ছে, এতে করে সেই সব কৃষকেরা তাদের ফসল ফলাইবার জন্য যে টাকা ব্যয় করেন, তারও সংকুলান হচ্ছে না। তারপরে তাদের পরিবার পোষণ করা তো দূরে থাকুক। ফলে এতে আমাদের কৃষকদের কোন উপকার হবে বলে আমি মনে করি না। আজকে কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে মফঃস্বল অঞ্চলে এখন কোথাও ধানের দাম ৪০।৪৫ টাকা উঠেনি, তাদের যে ধান তারা এত পরিশ্রম করে ফলায়, সেটা ৩০ থেকে ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রি করতে হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে হচ্ছে আমাদের আদিবাসী অঞ্চল। সেই অঞ্চলে টেষ্ট রিলিফ দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে এবং এই টেষ্ট রিলিফ দিয়ে সেখানে হয়তো বা কিছু কিছু

রাস্তাঘাট করানো হচ্ছে এটাকে অবশ্য রাস্তা তৈরীর কাজ বলা যায় না, সেটা হচ্ছে যে সব রাস্তার মাটি বৃষ্টি বা ফ্লাডে নষ্ট হয়ে গেছে সেই সব রাস্তার উপর কিছু কিছু মাটি দেওয়া হচ্ছে। সেই কথা যা হউক, আমি বলব আমাদের রাস্তার প্রয়োজন আছে এবং রাস্তাঘাট আমাদের মফঃস্বলে যত হবে, ততই ভাল হবে। কেন না সেখানে এই সব রাস্তা দিয়ে আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত অনেক জিনিষ বাজারে আসা যাওয়া করে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল সেগুলি এভাবে না করে একটা এলাকা ধরে যদি করা হয় তাহলে ভাল হয়। আজকে সমবায়ের কথা অনেকে বলছেন, কিন্তু বলে কি হবে সেগুলি আজকে মরে গেছে, সেজন্য আমি ঐগুলির জন্য আর বেশী বলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমি জানি আমার মহারাণীতে একটা কো-অপারেটিভ আছে, সেই কো-অপারেটিভটা অনেক বড়। সেখানে অনেকগুলি মৌজা নিয়ে এই কো-অপারেটিভটা হয়েছে। এই রকম যদি হয় তাহলে একটা জিনিষ ভাল হয়, সেটা কি জানেন? সেটা হল ঐ কো-অপারেটিভ থেকে যে টাকাটা লোন হিসাবে দেওয়া হল, সেটা আদায় করে নিতে সুবিধা হয়। কেন না, কো-অপারেটিভে তো একজন মাত্র লোক থাকেন, তার পক্ষে এলাকা ঘুরে সেই টাকা আদায় করা সম্ভব হয়। তাই আমার সাজেশান হল ৪।৫টা মৌজা নিয়ে যদি একটা করে সমবায় সমিতি গড়ে উঠে তাহলে আজকে যে টেষ্ট রিলিফ দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, যেটা নাকি সরকারের খুব উপকারে আসে না এবং সাধারণ লোকেদেরও কোন উপকারে আসে না, টাকাগুলি যেভাবে কিছু কাজ করিয়ে আর কিছু কাজ না করিয়ে নষ্ট হয়, তা আর নষ্ট হবে না এবং সেখানে যে সব সমবায় গড়ে উঠবে সেগুলি বেশ মজবুত হয়ে উঠবে। কাজেই এই সমবায়ের মাধ্যমে যদি আমাদের কৃষকেরা তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ পায়, তাহলে তাদের জমিতে যে ফসল হবে, সেই ফসল বিক্রী করে তাদের যেমন লাভ হবে, তেমনি আমাদের সরকারেরও লাভ হবে এবং এতে করে আমাদের কৃষক সমাজ, এবং সরকার সবারই উপকার হবে। আর সেজন্য আমি বলছি যে প্রত্যেকটি এলাকাতে এই সমবায়ের মাধ্যমে যাতে টেষ্ট রিলিফের কাজ হয়, এবং সরকার যেন দিকটা চিন্তা করে দেখেন। আর আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এখানে কি যুক্তি রেখেছেন স্যার? তারা বলছে যে তারা নাকি অনেক জায়গাতে ঘুরে ঘুরে মানুষের অভা- অভিযোগের কথা শুনেন এবং সেগুলি এখানে এসে বলেন। কিন্তু আমি বলব, আমি কি তাদের চাইতে কম জায়গাতে ঘুরি? আমিও অনেক জায়গা ঘুরেছি, এখন অবশ্য স্যার, আগের মত পারি না, কেননা বয়স হয়ে গেছে। স্যার, তারা কেন ঐ সব জায়গা ঘুরেন? তার কারণটা আমি জানি স্যার। কারণটা হল তারা ঐ সব জায়গা ঘুরে ঘুরে তারা আদি বাসীদের মধ্যে বলে বেড়ায় যে দেখ তোমাদের যে জায়গা সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে, সেই জায়গা সরকার আবার তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবে এবং তোমাদের এই সম্পত্তি বে-আইনী ঘোষণা করে সরকার তা নিয়ে নেবে। এই কথা বলার পর তারা বুঝতে পারল— হয়তো হতে পারে, আমাদের যে জায়গা দেওয়া হয়েছে সেটা আইনতঃ হস্তান্তর হয়নি, আর সেজন্য বুঝি সরকার আবার ফেরৎ নিয়ে যাবে। এতে করে স্যার, ঐ বিরোধী সদস্যরা তাদের মধ্যে একটা হাহাকার তুলে দেয় এবং সেই সব সরল আদিবাসীরা সেগুলি আবার অন্য লোকদের

কাছে] বিক্রি করে দিল মাত্র ৫০০ টাকায়, অথচ তাদের জমিগুলির দাম হয়তো অনেক বেশী। প্রয়োজন থাকলে তো তারা তাদের জমি বিক্রি করবেই। কিন্তু তাদের এই সব প্ররোচনার ফলে তারা মাত্র ৫০০ টাকায় বিক্রি করে দিচ্ছে। আর এখানে এসে তাদের অভাবের কথা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছে। কিন্তু আমি বলি এই যে তাদের অভাব হল, সেটা কাদের সৃষ্টি। এটা তো স্যার, তাদেরই সৃষ্টি। তাই তো স্যার, তারা এই সব ছল চাতুরী করে এই ধরণের প্রস্তাব এনে তাদের জন্য মায়া কান্না কাঁদছেন। কাজেই আমি তাদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাবটা উপস্থিত করেছেন, এই প্রস্তাবটার সমর্থনে আমি কিছু বলছি। মহাজনরা ত্রিপুরাতে যে দাদনের মাধ্যমে উপজাতি জনসাধারণকে শোষণ করে, এবং এই শোষণ অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। মহারাজা যখন ত্রিপুরা রাজ্য শাসন করতেন তখন থেকে এই যে মহাজনরা ট্রাইবেলদের দাদন দিয়ে এবং দাদনের মাধ্যমে বেশী সুদ আদায় করার রীতি, সেটা আজকেও চলে আসছে। এই যে সামন্ত শাসন, তারপর এই যে তথাকথিত কংগ্রেস শাসন যেখানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই জায়গায়ও একই ভাবে এই শোষণ চলে আসছে, তার কোন পরিবর্তন নাই। কারণ আমরা দেখছি এই যে মহাজনের শোষণ, তার দ্বারা ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধারণ কিভাবে শোষিত হচ্ছে, তাদের জমি জমা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আজকে মহাজনদের কাছে হস্তান্তর হয়ে গেছে, তাদের এই শোষণের কথা আমরা বারবার এই হাউসে এই প্রস্তাব ছাড়াও উপস্থিত করেছি, কিন্তু মাহাজনের যে শোষণ, এই শোষণকে বন্ধ করে উপজাতি জনসাধারণকে রক্ষা করা বা এই শোষণকে দমন করার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। আজকে এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২৩ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও, উপজাতি জনসাধারণ যেভাবে শোষিত হচ্ছে এবং যেভাবে জমি জমা থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, মহারাজার আমলে—সামন্ত তান্ত্রিক যুগে যেভাবে শোষিত হয়েছিল, তার থেকেও আজকে তীব্র আকার ধারণ করেছে, তার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অব্যাহত গতিতে চলেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই মাহাজনদের হাত থেকে যদি উপজাতি জনসাধারণকে রক্ষা করতে হয়, আজকে বোম্বে মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাক্ট যেভাবে বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু আছে, তার মধ্য দিয়ে মাহাজনদের শোষণ বন্ধ হবেনা, এই শোষণ বন্ধ করতে হলে পরে, প্রথমত: দরকার হবে ত্রিপুরার যে উপজাতি জনসাধারণ—যেহেতু তারা চিন্তা, চেতনায়, শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর, তাদের সেই শোষণ সম্পর্কে সচেতন করা এবং ওয়াকিবহাল করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে এই শোষণ বন্ধ হবেনা, অপর দিকে যে মাহাজন শোষণ করছে, তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যদি না করা হয়, তাহলে এই যে আইন—মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে সংশোধিত আকারে চালু রয়েছে, আজকে বেশ কয়েক বছর ধরে এই মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে সংশোধন হয়ে এখানে বহাল আছে কিন্তু এই আইন লাল সুতার বাধন খোলে একজন মাহাজনকেও অপরাধী হিসাবে শাস্তি দিতে পারেনি। এবং এই দিক থেকে ত্রিপুরা

সরকার, ত্রিপুরায় যে শাসক মহাশয়রা, সেইদিকে অগ্রসর হতে পারেন নি, এই যে অবস্থা তার ভিতর দিয়ে কেবল আইনকে সংশোধন করে আনলেই হবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— আইনকে সঠিকভাবে চালু করতে হবে। মাননীয় কলিং পার্টি'র একজন সদস্য বলছেন যে যে সমস্ত কো-অপারেটিভ রয়েছে, সেই কো-অপারেটিভগুলির মাধ্যমে জনসাধারণকে ঋণ দিয়ে মাহাজনের শোষণ থেকে রক্ষা করা যায় কিনা, সেকথা বলেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যে সাত শতের উপর রেজিষ্টার্ড কো-অপারেটিভ রয়েছে, এই কো-অপারেটিভের কয়টি সচল আছে এবং এই কো-অপারেটিভের মাধ্যমে, সমবায়ের মাধ্যমে কয়টি গরীব জনসাধারণ ঋণ পেয়েছে ? এটা অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা সভায় দাঁড়িয়ে সমবায় কীর্ত্তন করতে পারেন, কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে ত্রিপুরার উপজাতি জনসাধরণের কোন উপকার হবে না—উপকার হতে পাবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কলিং পার্টি'র মাননীয় সদস্য বলেছেন এই যে দাদন তাদের ৫০ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এই ৫০ টাকাও দেওয়া হয় না। ১০ টাকা থেকে আরম্ভ করে উর্দ্ধে ৩০ টাকা দেওয়া হয়, তাও কত মহাজনদের পেছনে পেছনে ঘুরাফেরা করার পর, বহু দক্ষিণা দেওয়ার পর, হয়রাণির পর, যারা ভাগ্যবান তারা ৩০ টাকা পেতে পারেন, এই যে অবস্থা তার ভিতর দিয়ে উপজাতি জনসাধারণকে রক্ষা করা যাবেনা। যদি তাদের রক্ষা করতে হয়, তাহলে যে আইন চালু আছে সেটাকে সক্রিয় করতে হবে এবং সুদখোর মাহাজনকে ভালভাবে আইনের আওতার মধ্যে এনে তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করতে হবে, তাহলেই মাহাজনের শোষণ বন্ধ হতে পারে।

Mr Speaker — Now I would request the Hon'ble Minister in-charge to give reply.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্মা যে প্রস্তাব এই হাউসে এনেছেন, বোম্বে মানি ল্যাণ্ডারস এ্যাক্ট সেটা প্রপার ইম্প্লীমেন্টেশান হচ্ছে না এবং সেটা যাতে প্রপার ইম্পলীমেন্টেড হয়, তার জন্য পজিটিভ ষ্টেপ নেওয়ার দাবী এখানে রেখেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুর এই প্রস্তাব-এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে এটা গ্রহণ করার সেটা আমি মনে করিনা এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে কোন কোন সদস্য বলেছেন মহারাজার আমল থেকে উপজাতিদের উপর যে মাহাজনদের শোষণ চলছে সেটা অব্যাহত গতিতে এখনও চলছে। কিন্তু আজকে উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য যে আমাদের মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাক্ট এখানে ইনট্রডিউস করা হয়েছে একমাত্র সেই এ্যাক্টের দ্বারা এই উপজাতি জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা যাবেনা এটা মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু তার বক্তৃতায় বলেছেন, এটাই একমাত্র পথ নয়, আমিও তার সংগে একমত, এই মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাক্ট দ্বারা উপজাতিদের কল্যাণ সম্ভব নয়। এছাড়া আরও যে সমস্ত মেজার আছে, উপজাতি কল্যাণের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ট্রাইবল স-ইকনমিক

ক্রাইসীস ইত্যাদি ফেস করতে হচ্ছে, তার থেকে মুক্ত করার জন্য যেসব মেজার নেওয়া আছে, সেগুলির সফল ইম্পলীমেণ্টেশানের দিকেও নজর রাখতে হবে। মাননীয় সদস্য'র নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আজকে তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা যেমন তাদের জমি যাতে অসংগত ভাবে হস্তান্তরিত হতে না পারে তার জন্য আইন আছে, সেই আইনকে সফল করার জন্য আজকে বিরোধী দলের সদস্যদের সহায়তার জন্য ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার এ্যাডভাইসরী বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ট্রাইবেলদের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে এবং সেগুলি ইম্পলীমেণ্ট করা হচ্ছে এবং সেই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইসরী বোর্ড যে বিভিন্ন সময়ে সুপারিশ করেন সেই সুপারিশ অনুযায়ী ট্রাইবেলদের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ইমপ্লিমেনট করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে। সেইভাবে উপজাতি কল্যান এগিয়ে চলেছে। কাজেই আজকে বোম্বে মানি লেণ্ডাস এ্যাক্ট সম্পর্কে উপজাতি কল্যাণ অ্যাডভাইসরি কমিটির যারা মেম্বার আছেন, তাদের মধ্যে মাননীয় সদস্য যারা বক্তব্য রেখেছেন তারাও আছেন। তারা এমন কোন স্পেসিফিক সাজেসান অ্যাডভাইসরি বোর্ডে রাখেন নি যাতে উপজাতি কল্যাণকে দ্রুত করা যেতে পারে। আজকে বোম্বে মানিলেণ্ডার্স এ্যাক্টকে কার্যকরী করা হচ্ছে এখানে আইনের বিধান অনুযায়ী। তদুপরি বর্তমান অবস্থাকে আরও জোরদার করার জন্য আরও কতগুলি ষ্টেপ নেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে। আমার মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন উত্তর দেবেন তখন এই বিষয়ে বলবেন। বোম্বে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্ট এর যে লুপহোলস আছে সেগুলি যাতে বন্ধ হয় এবং ট্রাইবেলদের কল্যাণে আমরা যাতে কাজ করতে পারি সে সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু বলেছেন যে উপজাতির পুনর্বাসনের কথা আমরা বলে থাকি। কিন্তু সরকার যে ২০,০০০ উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছেন তাদের কারো হাতে জমি নাই। এই কথা সত্যি নয়। হয়ত কোন জায়গায় জমি ছেড়ে দিয়ে এসেছে। সেটা অত্যন্ত অল্প সংখ্যক। আমার মনে হয় যে এটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বক্তব্য রেখে সরকারকে আক্রমণ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজকে বোম্বে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্টের আওতায় মহাজনেরা ঋণ দিচ্ছে এবং আইনের নির্দ্ধারিত রেট অনুসারে সুদ নিচ্ছে। যদি কউ জুলুম করে তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান আছে আইনে। আজ পর্য্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা হয় নি কোন ট্রাইবেল থেকে যার প্রতিকার সে পায় নি। হয়ত আজকে যদি কোন রকম শোষণ বে-আইনীভাবে চলে থাকে তাহলে আইনের দরজা খোলা। সুতরাং এই কথা ঠিক নয় যে শোষণ চলছে আর সরকার এই ব্যাপারে এফেটিভ ষ্টেপ নিচ্ছেন না। আইনের বিধান অনুসারে আমরা এফেক্টিভ ষ্টেপ নিতে তৈরী আছি। মাননীয় সদস্যরা বলতে পারেন নি কোন জায়গায় কোন ট্রাইবেল এইভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই বোঝা যায় বক্তৃতার জন্যই বক্তৃতা। তারা এমন কোন মহাজন বা ট্রাইবেলের নাম উল্লেখ করতে পারেন নি যে অমুক মহাজন দ্বারা অমুক ট্রাইবেল শোষিত হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত সত্যের অপলাপ। হাউসকে বিভ্রান্ত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য।

তারা বলেছেন যে কো-অপারটিভের দ্বারা ট্রাইবেলদের উন্নয়ন হতে পারে। উনারা মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন। ৭০০ এর উপর কো-অপারেটিভ আছে এবং এগ্রিকালচারেল কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিজ, সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, তারপর মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাটিজ। এর মাধ্যমে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ লোককে এগ্রিকালচারেল ইমপ্লিমেনটস কেনার জন্য এবং আমাদের গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনকে সাকসেসফুল করার জন্য আমাদের কো-অপারেটিভ কাজ করে যাচ্ছে এবং আমরা বিশ্বাস করি, লক্ষ্য রাখছি ট্রাইবেল উন্নয়নের দিকে। সুতরাং কো-অপারেটিভের এই ব্যাপারে প্রসংশনীয় অবদান আছে। একটা কো-অপারেটিভ করলেই তা যে সাকসেফুল হয়ে যাবে সেটা আশা করা উচিত নয়। যে দেশে পুজার বাতাসা নিয়ে ঝগড়া হয়, কালীপুজার পাঁঠা নিয়ে ঝগড়া হয় সেই দেশে কো অপারেটিভ অলৌকিকভাবে সাকসেসফুল হয়ে যাবে এটা আশা করা যায় না। কোথাও কোথাও কো অপারেটিভের ব্যর্থতা আছে। তা সত্বেও সারা ভারতবর্ষে তুলনামুলকভাবে আমাদের কো অপারেটিভ পিছিয়ে নাই যদিও কোথাও কোথাও তার ব্যর্থতা আছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নাই। তবুও আমরা আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপারে প্রেরনা যোগাবেন। তারা কোন প্রেরণা যোগাচ্ছেন না, বরং সরকার যখন কোন কিছু করতে যাবেন তখন তারা সেটাকে বাঞ্চাল করার জন্য চেষ্টা করেন। আমরা অনেক সময় দেখি যে ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য ফরেষ্টের মাধ্যমে যে প্রকল্প আছে সেই ফরেষ্ট থেকে তারা যাতে কোন সুযোগ সুবিধা না নিতে পারে সেজন্য তাদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়েছে ফরেষ্টের বিরুদ্ধে। কারণ তারা জানেন যে মানুষের যদি দুঃখ দুর্দ্দশা থাকে তাহলে তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। কাজেই জুমিয়া পুনর্বাসনের মাধ্যমে যে সমস্ত এফেকটিভ ষ্টেপ নেওয়া হচ্ছে সেইগুলি যাতে কার্যকরী করে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচন না হয় সে জন্য তারা ক্লাস স্ট্রাগলের নামে অগণতান্ত্রিকভাবে এবং মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। কো-অপারেটিভের সফলতা যদি চাইতেন তাহলে তাদের এলাকায় যে সমস্ত কো-অপারেটিভ আছে বা যেগুলি ব্যর্থ হয়েছে সেগুলিকে সফল করার জন্য চেষ্টা করতেন, আমাদের কো-অপারেটিভ যে সমস্ত উন্নয়নমুলক কাজে নিযুক্ত আছে তাদের সাথে সহযোগিতা করে তাদের সফল করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের কর্ম্মচারীরা সেই সহযোগিতা পান না। সেজন্য আমাদের কো-অপারেটিভ বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হতে পারছেনা। কাজেই আমি আশা করব যে 'বোম্বে মানিলেণ্ডার্স' অ্যাক্ট সম্বন্ধে আমরা এই কথাই শুধু বলছি না যে আমরা শুধু কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এটা করছি। আজকে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে, পৌলট্রি, পিগারীর মাধ্যমে, ফিসারীর মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করে এই সমস্ত পরিকল্পনাকে সফল করতে হবে। আজকে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্ট একটি মাত্র আইটেম ট্রাইবেলদের উন্নয়নের জন্য। কাজেই যদি কোন এক্সপ্লোয়টেশান থেকে থাকে সেই এক্সপ্লয়টেশান এর হাত থেকে তাদের রক্ষা করা সম্ভবপর হতে পারে। কাজেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তারা যেন বক্তব্য না রাখেন এবং চেষ্টা না করেন। ট্রাইবেলদের উন্নয়নে

যে প্রকার সেই প্রকারে সহযোগিতা করে তারাও যেন বক্তব্য রাখেন। এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়- আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু যে রিজিলিউশানটা এই হাউসের সামনে রেখেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এ কারণে আজকে ত্রিপুরার কৃষকদের স্বার্থের সংগে এটা জড়িত রয়েছে বলে আমি মনে করছি। কিন্তু এই রিজলিউশানটির বিরোধীতা করতে গিয়ে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা যে চিন্তা এবং ভাবনার কথা রেখেছেন সেই সম্পর্কে আমি এখানে কয়েকটি কথা বলব। বিশেষ করে মাননীয় সদস্য নিশি বাবু বলেছেন যে বিরোধী পক্ষ এখানে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করার জন্যই এই রিজলিউশানটা এনেছেন। কিন্তু আমি বলব যে উনার এই ধারণা আদৌ ঠিক নয়। তার কারণ হল, মাননীয় স স্যদের এই কথা মনে রাখা দরকার যে আমাদের কৃষক বলতে শুধুমাত্র ট্রাইবেল কৃষকদের বুঝায় না, ট্রাইবেল কৃষক ছাড়া অন্য যে সব কৃষক আছে, তাদের সবাইকে বুঝায়। আর মহাজন বলতে ট্রাইবেলদের মধ্যে যে সব মহাজন আছে, তাদেরই বুঝায় না, ট্রাইবেল ছাড়াও অন্য যে সব মহাজন আছে, তাদেরকেও বুঝায়। এখন প্রস্তাবকের প্রস্তাবের মধ্যে যে এ্যাক্টের কথা বলা হয়েছে, এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৫৯ ইং সন থেকে চালু আছে। সরকার এ যে এ্যাক্টটা এখানে চালু করছেন, সেটা কেন করেছেন, এটা কি মাননীয় সদস্যদের মোটেই জানা নেই? সরকার যদি একটা এ্যাক্টকে চালু করে সেটাকে কার্য্যে রূপায়িত করবার চেষ্টা না করেন এবং এই এ্যাক্ট চালু হলে পরে তার থেকে সাধারণ লোক যে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা সেটা যদি না পায় তাহলে এই ধরণের এ্যাক্ট চালু করে লাভ কোথায়? মাননীয় সদস্যদের কি এটা জানা উচিত নয়? অবশ্য তারা যে নিজেরা জানেন না এমন নয়, আসল কথা হল তারা এসব জেনে শুনেও নিজেদের দলীয় স্বার্থে চুপ করে বসে থাকবেন এবং এটা যে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যদের নীতি তা আমাদের বুঝবার আর কোন অপেক্ষা রাখে না। তাই আমি বলছি যে এই রকম একটা এ্যাক্ট চালু করে সেটাকে কেন আজ পর্য্যন্ত প্রপারলী ইউটিলাইজড করা হচ্ছে না এবং এর পিছনে কি কারণ থাকতে পারে, সেটা আমি অন্তত: বুঝে উঠতে পারছি না। সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব, তারা যেন এটাকে ঠিকভাবে চালু করে আমাদের গরীব কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করেন। আর তা না হলে আমাদের কৃষকদের কোন স্বার্থই রক্ষিত হবে না। তারপরে একজন বলেছেন আমরা কেন স্পেসিফিক কারো নাম এখানে দিচ্ছি না। কিন্তু আমি বলি, যদি আমরা কোন লাইসেন্স ধারী নয় অথচ সে মহাজনের মতই দাদন দিয়ে কিছু রোজগার করছেন, এমন নাম দেই, তাহলে কি তারা সেই লোকটিকে ধরে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন? আমরা জানি? তারা সেটা করবেন না। তাছাড়া আমরা বলতে যাবই বা কেন? তারা এই সব পুলিশ বাহিনী রেখেছেন কেন? তাদের এই ধরণের লোকের নাম বা তার পরিচয় জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু জেনে শুনেও তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন না

যদিও এই ধরণের অপরাধ পুলিশ ধর্ত্তব্য অপরাধ বলে গণ্য হয়। অথচ এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে যেসব শোষক মহাজন এই ধরণের ব্যবসা করে চলছেন, তাদের কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা না করে তারা আমাদের যে গরীব কৃষক তাদের তিলে তিলে শোষণ করবার সুযোগ করে দিচ্ছেন বলে আমার ধারণা। তবে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল অনেক মহাজন আছে, যাদের কোন লাইসেন্স বলতে কিছু নেই এবং তাদের অনেকের নাম আমার জানা আছে। কিন্তু উনাদের মধ্যে লাইসেন্স নেই এই ধরণের কোন মহাজন আছে কিনা, সেটা উনারা এখানে কেউ কিছু বলেন নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে আইনটা চালু আছে, সেটাকে যতটুকু সম্ভব ঠিকভাবে চালু করে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে দাদন প্রথা বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা যেন সরকার অবিলম্বে করেন এবং যারা এখনও লাইসেন্স নেন নি তারা যাতে বাধ্যতামূলকভাবে লাইসেন্স নেন তার ব্যবস্থা যেন সরকার অবিলম্বে গ্রহণ করেন সেজন্য এখানে আমার অনুরোধ রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে আমাদের ছোট ছোট কৃষক আছে, তারা কেন এসব মহাজনদের কাছ থেকে দাদন নিচ্ছে? তার একটা কারণ আছে, সেটা হল আজকে যদি সরকার তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ ব্যাংক বা সমবায় সমিতিগুলো থেকে দেওয়ার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে হয়তো তারা আর এইসব মহাজনদের কাছে যেতেন না। কিন্তু আমরা যা দেখছি, এদিকে সরকার সম্পূর্ণভাবে ফেলিওর হয়েছেন। বর্ত্তমানে সরকারের যে সব ব্যবস্থা আছে, তাতে ঐ সব কৃষকদের পক্ষে ঋণ নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ এ সবের থেকে ঋণ নিতে হলে প্রার্থনা করে তাকে অনেক দিন যাবত অপেক্ষা করতে হবে। এমন হয় যে তার যখন ঋণ পাওয়ার দরকার ছিল, তখন সে সেটা পেলনা। ফলে তার জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব নয়। কাজেই এসব জটিল অসুবিধাগুলি থাকার দরুন, এই সব ছোট ছোট কৃষকেরা সেই সব সমিতিতে না গিয়ে, ঐ সব মহাজনদের কাছ থেকে দাদন হিসাবে টাকা নেয় এবং তাদের জমিতে চাষাবাদ করে। আজকে এই জিনিষটা ত্রিপুরার প্রত্যেকটি অংশে দেখা যাচ্ছে। কাজেই আজকে যারা নিজেদের ট্রাইবেল দরদী বলে বলছেন এবং ট্রাইবেলদের জন্য অনেক কিছু করবেন বলে বলছেন, তারা যদি সরকারকে এই আইনটা ঠিকভাবে চালু করতে বলেন তাহলে আমাদের এই ছোট ছোট ট্রাইবেল বা অন্যান্য কৃষক যারা আছেন, তাদের অনেক উপকার হবে বলে আমার বিশ্বাস আছে। কারণ কো-অপারেটিভ হচ্ছে বোম্বে মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাকটের কাউন্টার এ্যাক্ট প্রভিশন, এই কো-অপারেটিভ ফেইলিউরের জন্য মহাজনরা দায়ী। তারা শেয়ার হোল্ডার হন এবং কৃষকরা যাতে সেকেণ্ড লোন না পায় তার চেষ্টা করেন, তাই সরকারকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত অনুরোধ করব যে সমস্ত কো-অপারেটিভ নূতনভাবে করা হবে, যাতে সেটা মহাজনদের শোষণ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। আর একটা কথা হল আমি দেখেছি ত্রিপুরার পাহাড়ী অঞ্চলে বাজার গুলিতে যেসব মহাজন ব্যবসা করেন, তারা লাইসেন্স ছাড়া ব্যবসা করেন এবং তাদের অধিকাংশই কংগ্রেস কর্মী, তারা শাসক কংগ্রেসকে ভোট দেয়, এই জন্যই তাদের লাইসেন্স ছাড়া সেখানে ব্যবসা করতে দেওয়া হচ্ছে......

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার—আমি জানতে চাই তাদের কোন সাইনবোর্ড আছে কি না যে তারা কংগ্রেস কর্মী ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং যে কথা বললেন, আমাকে কি তার উত্তর দিতে হবে স্যার, না আপনি দেবেন। যদি আমাকে উত্তর দিতে হয়, তাহলে আমাকে সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—No, your time is almost over. আপনি কি শেষ করেছেন ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কয়েকটি নাম দিতে চাই স্যার। যে কয়টি ইলেকশান হয়ে গেল এবং গত ইলেকশানেও আমি দেখেছি......

Mr. Speaker :—Hon'ble Member please take your seat.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—তাই আমি মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবটা সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু যে রিজলুশান এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করিনা, কারণ বোম্বে মানী লেণ্ডার্স এ্যাক্ট ত্রিপুরাতে কার্য্যকরী অবস্থায় চালু আছে এবং তা চলার দরুন মহারাজার আমলে যে মহাজনী ব্যবসা সেটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং যে ব্যবসাটা এখন চলছে সেই ব্যবসার মধ্যে অনেক ধরণের লোক জড়িত আছে, সেখানে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল আছে, পলিটিকাল পার্টির লোক—সি, পি, আই, সি, পি, এম'এর লোকও সেখানে জড়িত আছে আমি তার প্রমাণ দেখাতে পারি। মিঃ স্পীকার স্যার এখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে গরীব ট্রাইবেল যারা তারা শুধু ডিপ্রাইভড হচ্ছে, মহাজন এর দ্বারা কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল উভয়েই মহাজনদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, কিন্তু এখানে ট্রাইবেলদের কথা বলে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলের মধ্যে একটা গোলমাল সৃষ্টি করার জন্য একথা বলা হয়েছে। এখানে আজকে বড় কথা হচ্ছে যে ট্রাইবেলরা মহাজনদের দ্বারা প্রতাড়িত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে অভাবের সময় তারা সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত, ট্রাইবেলদের কোন জমি নন-ট্রাইবেলদের কাছে বিক্রী করতে পারেনা, তার জন্য তারা করে কি বিভিন্ন অসুবিধায় পড়ে কম দামে ট্রাইবেলদের কাছে বিক্রী করতে বাধ্য হয়। জমি বেচা কেনার রেষ্ট্রিকশান যদি না থাকত, অবাধ বিক্রীর সুবিধা যদি থাকত, তাহলে তারা তাদের জমি ন্যায্য মূল্যে বিক্রী করতে পারত। কিন্তু আজকে তারা হয়তো যে জমি দুই হাজার টাকায় বিক্রী করতে পারত, সেটা পাঁচশত টাকায় বিক্রী করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এই জমিই যদি ন্যায্য দলিল দিয়ে বিক্রী করতে পারত তাহলে সেই টাকা দিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যয় করতে পারত, ভাল দামে বিক্রী করতে পারত। কিন্তু কম দামে জমি বিক্রী করার ফলে তাদের আবার মহাজনদের কাছে অভাবের সময় যেতে হচ্ছে, যদি জমি বিক্রীর মধ্যে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেল রেষ্ট্রিকশান না থাকত তাহলে মহাজনের কাছে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেত।

আরেকটা কথা যারা নাকি এই রিজলুশান এনেছেন, বলেছেন যে মহারাজার আমল থেকে এটা চলে আসছে কিন্তু আমরা দেখি যে মহারাজার আমলে নন-ট্রাইবেল খুব কম সংখ্যক ছিল

এবং পাহাড়ের আনাচে কানাচে মন-ট্রাইবেল ছিল না বললেই হয়। এই মহাজনী ব্যবসা যারা করত, তাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে। আমার কথা হল, আজকে এই ট্রাইবেল দরদী সেজে যে সমস্ত লীডার হাউসের সামনে এই রিজল্যুশান এনেছেন, ব্যক্তিগত ভাবে তারা তাদের সমাজের জন্য কি প্রতিকার নিয়েছেন যে আমার সমাজকে এই মহাজনের শোষণ থেকে রক্ষা করব, সেই প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে আজ পর্যান্তও দেখতে পাই নাই। তাদের থেকে শুধু রাজনৈতিক দলগুলি জোর জুলুম করে টাকা আদায় করা, বিভিন্নভাবে তাদের উপর ফোর্স করা ছাড়া, তাদের ট্রাইবেল সম্প্রদায়কে সমাজগতভাবে রক্ষা করার জন্য একটা কোন এক্জাম্পল সেট করতে পারেন নাই যে আমরা সমাজের পক্ষ থেকে দুই চারটি মামলা দিয়েছি বা দুই চারটি কেসে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করার চেষ্টা করেছি বা গ্রামে কমিটি করে মহাজনের হাত থেকে, মহাজনের প্রতারণা থেকে জনসাধারণকে বুঝানোর চেষ্টা করা, সেরকম নজীর তারা স্থাপন করতে পারেন নাই।

মিঃ স্পীকার :—ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনরেশ রায় :—কাজেই একমাত্র ট্রাইবেল দরদী সাজার জন্যই এই রিজল্যুশান এখানে এনেছেন। যদি তারা প্রকৃতই ট্রাইবেল দরদী হতে চান তাহলে তাদের যাতে মহাজনদের কাছে না যেতে হয়, তার প্রচেষ্টা নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হন, তাহলেই ট্রাইবেলের প্রকৃত উপকার হবে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা এখানে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন যে শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। ক্লাশ ট্রাইবেলের কথা বলেছেন, আবার বলেছেন যে মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাকট যেটা আছে, সেটা শোষণকে কায়েম করেছে। ক্লাশ ট্রাইবেল যে কথাটা বলেছেন আমার মনে হয় বক্তা নিজেই ক্লাশ ট্রাইবেল বুঝেন নাই। একদিকে তারা বলেছেন যে মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাকট সংশোধিত আকারে প্রবর্তন করা হউক আরএক দিকে বাজুবন রিয়ান বাবু বলেছেন যে উপজাতিদের বিরাট প্রচেষ্টার ফলে তা তারা বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেটা আনন্দের কথা, আবার তার সাথে সাথে অনেকগুলি কথা বলেছেন যে মানী ল্যাণ্ডারস এ্যাকটে যারা বেআইনী ভাবে কাজ করছে তাদের শাস্তি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। উনি তাহলে যদি জেনে থাকেন কোথায় বে-আইনীভাবে কাজ করা হচ্ছে তাহলে তিনি মকদ্দমা করতে পারতেন, তা তিনি করেননি, তাহলে বুঝা যায় তারা টাকা খেয়ে নেন, খেয়ে সেটাকে ধামা চাপা দিয়ে সেইভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অতএব এই জায়গাতে যেটা রাখা হয়েছে সেটাকে সংশোধিত আকারে আনার জন্য এবং সক্রিয়ভাবে গঠন করার জন্য, আমরা তাদের অবগতির জন্য ইতিমধ্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সেটা এখানে বলছি সেটা হল—

The Orgnisation for administration of Money Lenders under the Bombay Money Lenders Act as extended to Tripura is as below :—

1. The District Registrar is the Regisrar General of Money Landers under the Act.

2. Sub-Registrars are the Registrars and Assistant Registrars for the purpose of the Money Lenders.

The Judicial Secretary will be the Registrar General of Money Lenders. The District Magistrate and Collectors will be the Registrar of Money Lenders. Each Sub-Divisional Officer will be the Assistant Registrar of Money Lenders in his Sub-Divison. The Revenue Inspector will function as Inspector of Money Lenders. Necessary Notifications accordingly are being issued.

এই করে অতি দ্রুত যাতে তারা রিলিফ পেতে পারে তারজন্য এই ব্যবস্থা করেছি এবং সেটা নোটিফাই করব উইদ ইন এ শর্ট পিরিয়ড। মানী লেণ্ডার্স আছে, যে কোন লোক তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করতে পারেন। তারা যদি নামগুলি জেনে থাকেন তাহলে মকদ্দমা করলেন না কেন, তার জন্য সংশয় উপস্থিত হয় হয়তো উনারা তাদের সংগে নিগশিয়েশান করেন এবং চুপ করে বসে থাকেন। এটা শোষণ বন্ধ করার উপায় নয় এবং চোরা বাজার বন্ধ করার উপায় নয়। অতএব আরও সক্রিয়ভাবে যাতে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে বে-আইনী কাজ বন্ধ করার জন্য যারা বক্তৃতা দিয়েছেন, এইরকম বে-আইনী কাজ চালালে তারাই মকদ্দমা করতে পারেন। তবে তারা করেন নি। তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। সেই কারণটা আমি আর বললাম না, সেটা তারাই বুঝেন। তারপর বলা হয়েছে যে মহাজনেরা তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। যাই হোক নিশ্চয়ই মহাজনদের কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তি ঘটেছে। তা না হলে শোষণকে বন্ধ করার নামে মহাজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন কেন। অতএব কণ্ট্রাডিকটরী কথা বলছেন। সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে সতর্ক থাকার জন্য অনুরোধ করছি। সুতরাং যদি শোষণ বন্ধ করতে হয় তাহলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য আমি তাদের কাছে আবেদন করব এবং যাতে আরও সক্রিয়ভাবে আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি সেটাকে যাতে কার্যকরী করে তুলতে পারি সেজন্য আবেদন রাখব এবং সেজন্য এখানে তিনি যে প্রস্তাবটা রেখেছেন সেটা উইথড্র করার জন্য অনুরোধ করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রেখেছি সেটা অত্যন্ত কনক্রিট এবং ক্রিয়ার এবং প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রুলিং পার্টিকে অহেতুক কোন গালিগালাজ করি নাই। এবং রুলিং পার্টি এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মেঝার নিয়েছেন তার কিছু কিছু উল্লেখ করে গেছি। আমি নিজেও বলেছি যে দাদন প্রথা ধ্বংস করতে হবে, এই শ্লোগান দিলেই দাদন প্রথা বন্ধ হবে না। তারা কিছু কিছু অলটারনেট মেঝার নিয়েছেন, সেগুলির কিছু কিছু আমি উল্লেখ করে গেছি। দাদন প্রথাকে বন্ধ করার জন্য এবং ট্রাইবেলদের পুওরার সেকশানকে রক্ষা

করার জন্য বোম্বে মানি লেণ্ডার্স অ্যাক্টের কথা বলেছি। কাজেই এর মধ্যে দিয়ে যেসমস্ত মেঝার নেওয়া হয়েছে, যারা গরীব, যারা উপজাতি তারা বরাবরই দাদনের উপর নির্ভরশীল। সেই অমানুষিক দাদন প্রথা বন্ধ হবেনা সেটাই আমার পরিষ্কার বক্তব্য। আজকে সরকারও জানেন যে যেসমস্ত অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করেছেন এবং আইন করে সেই সমস্ত ব্যবস্থার দ্বারা দাদন প্রথা বন্ধ হচ্ছে না, সেটা উনারাও স্বীকার করেছেন। কাজেই পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন কোন কোন ক্ষেত্রে করার জন্য আমি এই প্রস্তাবটা এনেছি। আমার এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্য কেউ কেউ উষ্মা প্রকাশ করেছেন যে ট্রাই-বেলের সম্পত্তি নন্-ট্রাইবেলের কাছে বেচতে না পারার যে একটা বিক্ষোভ সেটা কথা প্রসঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আজকে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট কেন এই রেষ্ট্রিকশন দিয়েছেন এবং ভারতীয় সং-বিধানের মধ্যে কেন অনেক ধারা উপধারা রাখা হয়েছে সেগুলি উপলব্ধি করার জন্য রুলিং পার্টির সদস্যগণকে আমি বলছি। সংবিধানে কেন এইগুলি রাখা হয়েছে? ভারতবর্ষে যখন জাতীয় আন্দোলন হয় তার পুরো ভাগে যারা ছিলেন তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যদি আমরা স্বাধীনতা পাই তাহলে অনুন্নত পশ্চাদপদ সমাজকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। তারজন্য এই রেষ্ট্রিকশন দিয়ে এই সংবিধান করা হয়েছে। তার জন্য ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টে ১৮৭নং একটা ধারা স্থান পেয়েছে। কাজেই কিছু আছে। সংবিধানের যে দৃষ্টিভংগী সেটা কিছু আছে। কিন্তু সেটা আমাদের এখানকার রুলিং পার্টির চিন্তা চেতনার সংগে বিরাট একটা পার্থক্য। শুধু কি করে তাদের ল্যাণ্ড থেকে ডিসপোজেস করা যায় এটাই তাদের চিন্তায় আছে। ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের দোহাই দিয়ে ১৮৭নং ধারাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। এই রকম একটা অবস্থা। কাজেই পেছনে পড়া যে সমস্ত সমাজ তাদের রক্ষা করার জন্য রুলিং পার্টির একটা দৃষ্টিভংগী থাকা উচিত।

সাধারণতঃ এটা জানা কথা যে এখানকার যারা উপজাতি তারা সকলেই সাংস্কৃতিক, অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত, পশ্চাদপদ। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। আগেই বলেছি যে শুধু ট্রাইবেল কেন গরীবেরাও শোষিত হয়। যাই হোক আমি ট্রাইবেলদের কথাই এনেছি কারণ এদের মধ্যেই গরীবের ভাগ বেশী। আর দাদন সাধারণতঃ তারাই নিয়ে থাকে। নন্-ট্রাইবেলরা খুব কম নেয়। পাটের দাদন মণপ্রতি বড়জোর ১০ টাকা এ্যাডভান্স করে। কাজেই ট্রাইবেলদের ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তারা দাদন নিয়ে থাকে। সারা বছর ট্রাইবেলরা মাঠে ঘাটে খাটে। কিন্তু যখন তাদের ফসল উঠে তখন আগেই কথা থাকে কি পাট, কি ধান সবকিছু মহাজনের ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। মাননীয় সদস্য নিশিবাবু ভালভাবেই জানেন, মহাজনেরা নিজেদের ইচ্ছামত মাপ দিয়ে সেগুলি তাদের ঘরে তুলে নেয়। তারা বলছেন যে নাম নাকি বলতে পারছি না। কেন নাম বলতে পারব না? আমাদের মফঃস্বল এলাকার মধ্যে যাদের টাকা পয়সা বেশী আছে তারাই কংগ্রেস সংগঠনের খুঁটি এবং তারাই দাদন দিচ্ছে। যেমন বিশ্রামগঞ্জ বাজারে যোগেশ সাহা, বিশালগড়ে বড় একজন কংগ্রেস কর্মী। তিনি বছরে কম হলেও ১০,০০০ টাকা দাদন দেন। এইগুলি না জানার কোন কারণ নাই।

যেমন নীলমোহন সাহা, অমরপুর বাজারে তিনি কংগ্রেসের একটা খুঁটি, খগেন্দ্র সাহা—(ভয়েস, কেস আনেন না কেন) আপনি বলছেন কেস কেন আনেন না। আজকে যাদের ঘরে খাওয়া নাই তারা কি করে কেস আনবে। মহাজনদের প্রতি তাদের দেবতার মত ভক্তি। আমরা কেস করতে বলি না যে এমন নয়। কিন্তু আগেই বলেছি যে তারা শিক্ষায় দীক্ষায়, চিন্তায়, অর্থনীতিতে দুর্বল। কাজেই তাদের পক্ষে মোকদ্দমা করা কি করে সম্ভব। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে রুলিং পার্টির মধ্য থেকে বলতে পারেন যে আইন যখন আছে কেস কর। কিন্তু কেস করতে গেলেও টাকা পয়সা লাগে। কেস করার মত যদি অবস্থা থাকত তাহলে তো তারা দাদনই নেয় না। কাজেই এতটুকু চেতনা যদি তাদের থাকতো, তাহলে আজকে তাদের এমন একটা অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়তে হত না। কাজেই এই যে এ্যাক্টটা, যেটা এখানে চালু রয়েছে, সেটা যাতে ঠিকঠিক ভাবে চালু করে এই গরীব কৃষকদের উপকার করা যায়, সেজন্য আমি এখানে আমার আবেদন রাখছি। তার পরে মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যরা আমার এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে যেসব কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেও এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার ট্রাইবেল কৃষকদের যে দুরবস্থা, সেটা স্বীকার করেছেন। কাজেই আমার এই প্রস্তাবের প্রয়োজন আছে আর সেজন্যই আমি এখনও আমার এই প্রস্তাবের পক্ষে ষ্টিক্ করছি। আশা করব হাউস আমার এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে ত্রিপুরার উপজাতীয় কৃষকদের যে দুরাবস্থা, এইসব মহাজনদের শোষণের ফলে হয়েছে, সেটা থেকে তাদের অব্যাহতি দেবেন।

Mr. Speaker :—Now discussion over Private Members' Resolution moved by Shri Aghore Deb Barma is over. I am putting the resolution to vote.

The question before the House is the motion moved by Shri Aghore Deb Barma that—"This Assembly urges upon the Govt. of Tripura to take positive step for proper implementation of Bombay Money Lenders' Act to stop exploitation of poor tribals by Mahajans."

The resolution was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Next, I would call on Shri Promode Rn. Dasgupta to move his resolution that—"This house requests the Govt. to provide allowances to the Unemployed person, who has no earning member in his family and no other source of income for sustenance, within 1971."

মাননীয় সদস্য, আমাদের হাতে এখনও দুইটি রিজলিউশান আছে। কাজেই আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি যাতে আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে রাখবার চেষ্টা করেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যদি এটা সরকার পক্ষ গ্রহণ করবে বলে বলেন, তাহলে এটা ৫ মিনিটেই হয়ে যায়, তার জন্য বেশী কিছু বলার দরকার করে না। কিন্তু সেটা তো সরকার পক্ষ করবেন না, সেজন্য আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে, স্যার।

(হাসির রোল)

স্যার, আমি এই হাউসের মধ্যে যে রিজলিউশানটা রাখছি, সেটা হল— This House requests the Government to provide allowances to the unemployed persons, who has no earning member in his family and no other source of income for sustenance, within 1971.

স্পীকার স্যার, আমি যেই বলতে শুরু করলাম, এমনিতেই হাউসের মধ্যে যে অন্ধকার ছিল, সেটা দূর হয়ে গেল। স্যার, আমি এই যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রাখলাম, এটার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এটাকে গ্রহণ করা উচিত এবং যদি এটাকে গ্রহণ না করে নাকচ করবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই নাকচ করবার আগে অন্তত: এটা সম্পর্কে দশবার ভাবা উচিত। তার কারণ হল, আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখতে পাচ্ছি যে রেজিষ্টার্ড আন-এমপ্লয়ডের সংখ্যা হচ্ছে ২৭ হাজার এবং এর সংখ্যা আরও বাড়ছে। তারপরে আছে গ্রেজুয়েট আন-এমপ্লয়েড এবং আণ্ডার গ্রেজুয়েট আন-এমপ্লয়েড। তার সংখ্যা হচ্ছে ৫ হাজার এর উপর। আর যাদের ডিগ্রি কোর্স টেকনিক্যাল এডুকেশান আছে স্যাট ইজ ইঞ্জিনীয়ার্স, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার্স এ্যাণ্ড মেকানিক্যাল তার সংখ্যা হচ্ছে ২ শত। এই হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার বেকারদের অবস্থা। এছাড়া গ্রামের অভ্যন্তরে আরও অনেক আন-রেজিষ্টার্ড আন-এমপ্লয়েড রয়ে গেছে, তাদের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই যে একটা সমস্যা, এর জন্য আমাদের আইন শৃঙ্খলার মধ্যে অনেক জটিলতা দেখা দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমাদের যে সমাজ, তার মধ্যে একটা উচ্ছৃঙ্খলা, একটা অনিশ্চয়তা, একটা শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দিয়েছে, আর সে জায়গাতে আমাদের অনেকে বলছে যে এটা নাকি নক্শালাইজড আবার কেউ বলছে এ্যান্টি সোসিয়েল। কাজেই এটাকে দমন করবার জন্য নানা এ্যাক্ট ইত্যাদি আনা হচ্ছে এবং এই এ্যাক্ট এ সেটাকে কার্যকর করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি, আমাদের সমাজের মধ্যে যদি কোন দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাহলে সেটাকে আগে থেকে চিকিৎসা না করে বা তার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে যদি আমরা আইন পাশ করিয়ে, সেই আইন দিয়ে দমন করতে যাই, তাহলে সেটাকে কোন দিনই দমন করা যাবে না। আমাদের সমাজের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা আমাদের যুবক এবং তরুণদের মধ্যে যে হতাশা, সেই হতাশার মূল থেকে আজকে যে জিনিষটা বেরিয়ে আসছে, সেটা হল নিলিনিজম, যার অর্থ হচ্ছে বাল্সনাম, সে কারো কাছে তার মাথা নত করবে না। এই যে ভালসনাম, যেটাকে বলে রিয়েলিষ্টিক আইডিয়া, সেটা আমাদের ছেলেদের আজকে পেয়ে বসেছে। তাদেরকে কেন এটা পেয়ে বসেছে? আজকে যখন তারা বাড়ীতে থাকে, তারা সেখানে কি দেখে? দেখে তাদের পেটে দেওয়ার জন্য ভাত নেই, তার ছোট ভাই পড়তে পারছেনা টাকার অভাবে, বা তার বই কেনার অভাব, সেই একই অবস্থা, তার মায়ের পরনে কাপড় নেই, তার বাবা রোগে শয্যাশায়ী, তাকে ঔষধ খাওয়াতে পারছে না, যদিও সে একজন গ্রেজুয়েট, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ার অথবা সিভিল ইঞ্জিনীয়ার গ্রেজুয়েট। আজকে সে যখন দেখে আমার নিজের এই অবস্থা এই সমাজের মধ্যে থেকে শিক্ষিত হয়েও, তার কোন স্থান নেই ঐ

সমাজের মধ্যে। আমি শিক্ষিত হয়েও মায়ের পরনের কাপড় দিতে পারছি না, আমি শিক্ষিত হয়েও বাবাকে ঔষধ খাওয়াতে পারছি না, আমি শিক্ষিত হয়েও আমার ছোট ভাইকে তার পড়ার বই কিনে দিতে পারছি না, তখন সে যদি বিদ্রোহী হয়, তার মনের মধ্যে যদি বিদ্রোহের ভাব এসে যায়, সেই সমাজকে ধ্বংস করবার জন্য বা সেই সমাজের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন আনার জন্য, তার মধ্যে যদি কোন ডেষ্ট্রাক্টিভ মনোভাব আসে, তাহলে সেটাকে ঐ প্রিভেন্টিভ ডিটেনশান এ্যাক্ট দিয়ে দমন করা যায় না। তাই তার মূলে যে ব্যধি আছে, সেটাকে আমাদের প্রথমে দূর করতে হবে, ইরাডিকেট করতে হবে। সেই থিসিস হল আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে যে অনিশ্চয়তা, তার জন্য আজকে আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা, আমি আমাদের ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক অবস্থার কথা নাই বললাম কিন্তু আমি ত্রিপুরার কথাই বলছি। এই ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক অবস্থার মধ্যে যে একটা ব্যবস্থা আছে, তাতে আন-এমপ্লয়মেন্টকে সল্ভ করবার জন্য কোন প্রভিশান রাখা হয়নি। তার প্রধানতঃ কারণ হল এই যে সরকারী অফিস, তার মধ্যে কর্ম্মচারী নিয়েই এত বড় একটা বিরাট সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তার বড় কথা হচ্ছে প্রডাকটিভ লেবার, অর্থাৎ শ্রম আমি দেব, আমার এই যে শ্রম সম্পদ উৎপাদন করবে, এই সম্পদ উৎপাদনের জন্য আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আজ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। কেন হয়নি ? আজকে ত্রিপুরাতে যদিও শিল্পের সম্ভাবনা আছে, তবুও এই যে ৪/৫টা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমাদের এই ত্রিপুরার বুকের উপর দিয়ে চলে গেল, তাতে এখানে কি কিছু করা হয়েছে ? আমরা দেখছি কিছুই করা হয়নি। শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের পূর্ব্বতন চীফ কমিশনার শর্ম্মার বক্তৃতার মধ্যে দেখেছি, ত্রিপুরাতে ৪।৫টা মিলের কথা আছে, তারপরে চীফ কমিশনার শ্রীভট্টাচার্যের বক্তৃতার মধ্যে আছে আরও ৪।৫টা মিলের কথা এবং সব শেষে আমাদের যে লেঃ গভর্ণার শ্রী ডায়াস, তার গতবারের বাজেট ভাষণে ঐ ৪।৫টা মিলের কথা শুনেছি এবং এবারও আবার সেই ৪।৫টা মিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা কিন্তু সেগুলি হবে, হচ্ছে এটাই শুনে যাচ্ছি, কিন্তু সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা হচ্ছে না। আজকে যদি এই রকম কিছু করা হত, তাহলে গত কয়েক বছরে আমাদের ৪।৫ হাজার বেকারের চাকুরীর একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। তারপরে আজকে আবার শুনছি যে ৩টি ডিষ্ট্রিক্টে ১ হাজার করে ৩ হাজার বেকারকে চাকুরী দেওয়া হবে। আমি জানি না সেই চাকুরী দেওয়ার পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে ? তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হবে বেকার সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে না অন্য কোন কারণে, সেটা আমি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে চাই না। চাই না এই কারণে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এটা নিয়ে আমাদের সবারই চিন্তা করার ব্যাপার আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি আজকে বলছি, এই যে যুবক তারা যে আমাদের সমাজের মধ্যে একটা গ্রাস, এই গ্রাসকে বাঁচাবার জন্য, তাদের যে মিনিমাম নেচেসিটি, সেটা যদি তারা পায়, তাহলে তারা কোন সময়ে বিপথগামী হবে না এবং তাহলে পরে সে চিন্তা করতে পারে, সে তার ভবিষ্যৎ পন্থাকে লাভ করবার সময় পাবে এবং সে সুযোগটা আজকে তাদের দিতে হবে। আজকে এই যে এডুকেটেড ম্যান, সে যদি বিপথগামী হয়, যদি এই এডুকেটেড ম্যানের সমাজের উপর একটা

নিগেটিভ এটিচুয়েড হয়, তাহলে এই যে আমাদের গঠনমূলক কাজ, সেটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এজন্য যে শিক্ষিত তরুণ যদি সেটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে যায়। সে আজকে একা নয়, সমাজের মধ্যে আরও আধা শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক আছে তাদের মনোভাবে যদি এই সমাজের শাসনকে অগ্রাহ্য করবার কোন কিছু গ্রো করে, তাহলে সেটা সমাজের পক্ষে সব চাইতে বিপদজনক হবে। আজকে আমরা কলকাতায় কি দেখছি? আমরা কলিকাতায় দেখছি সেখানে এক একটা গ্যাঙ্গ, একজন দুইজন নয় শত শত ছেলে, এডুকেটেড ছেলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার যারা ওয়াগণ বেকার আছে, তারাও তাদের সংগে মিশে গেছে এবং এই সব এডুকেটেড ছেলেরা আজকে এ্যান্টি সোসিয়েল এ্যাকৃটিভিটিজের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। স্পীকার স্যার, আমার এই যে প্রস্তাব, তার মধ্যে আমি পরিষ্কার ভাবে লিখে দিয়েছি আমি তেলের মাথায় তেল দেওয়ার জন্য বলছি না। যদি কোন একজন বেকার থাকে, তার বাবা যদি ১২ হাজার টাকা ইন্‌কাম করে তাহলে তাকে বেকার ভাতা দেওয়া হউক, সেটা আমি বলছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, যার নাকি ১২ শত টাকা ইন্‌কাম তাকে বেকার ভাতা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, তার ছেলেমেয়েরা এমনিতেই মানুষ হয়ে যায়। তাই আমি এই যে প্রস্তাব রেখেছি, যার পরিবারে কোন রকম আয় নেই বা আয়ের বন্দোবস্ত নেই এবং যার পরিবারে আয় করার মত কোন রকম লোক নেই বা আয়ের পথ নেই, এমন লোককে যেন বেকার ভাতা মিনিমাম যেটা দেওয়ার, সেটা যেন সে পেতে পারে, তার জন্যই আমি এই আবেদন রেখেছি। তারপরে এই বেকার ভাতার জন্য যতটাকা লাগবে, সেটা বিচার বিবেচনা করলে খুব বেশী টাকার প্রশ্ন নয়। না হয় ১২ কোটি টাকা লাগবে। এই রকম টাকা তো অনেক আমাদের ফেরৎ যায়। সেই টাকাটা ফেরং না দিয়ে যাতে বিচার বিবেচনা করে, তার মধ্যে যাতে আবার কোন করাপ্‌শান না ঢুকে তার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, আমি প্রত্যেকটি পরিবারের ১০০ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করব, সেই যে ইন্দিরা গান্ধীর নীতি, তিনি যেটা বলেছেন, সেটাই আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছে। কারণ আমি যে সেই নীতিটাকে স্বীকার করে এই প্রস্তাবটা এখানে রেখেছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রস্তাবে আছে আন-এমপ্লয়েড পার্সনসকে এ্যালাউন্স দেওয়ার কথা। তাদেরকে বেশী বেশী দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। উনি যদি তাদের কাজের বন্দোবস্ত করেন, তাহলে তো আর বেকারদের ভাতা দেওয়ার কোন দরকার করে না। অতএব যে জিনিষটা আমি এই হাউসের সামনে রাখছি যে বেকার হউক বেকার টু প্রভাইড এ্যালাউন্সেস টু দি আন-এমপ্‌লয়েড পার্সন্‌স। অতএব যেভাবে বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য আমি যে প্রস্তাব রেখেছি, আমি আশা করি হাউসে এটাকে ধীরস্থির ভাবে চিন্তা করে দেখবেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যে রিজলিউশানটা এই হাউসের সামনে রেখেছেন, তার যে পলিসি, সেটার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি না। তার কারণ হচ্ছে দীস ভেরী প্রপোজ্যাল ইজ পলিটিক্যালী মটিভাইয়েটেড। আন-এমপ্‌লয়েড পার্সন হো হ্যাজ নো আরনিং মেম্বার ইন দি ফেমিলী কন্টেও

ইটসেলফ উদাউট এ্যানি আরনিং মেম্বার হাউ এ ফেমিলী মেন্টেইও, স্যার। তার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত আরনিং মেম্বার নেই, অথচ একটা ফেমিলী কিভাবে মেন্টেইন করা হচ্ছে, এই রকম কিছু নাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে উনার এই প্রস্তাব ইজ নাথিং বাট এ পলিটিক্যাল মটিভাইটেড। স্যার, এখানে উনি আন-এমপ্লয়েডের কোন ডেফিনেশান দেন নাই; তবে এই কথা ঠিক যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে আন-এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম বাড়ছে, সেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াও স্বীকার করেছেন এবং ত্রিপুরা সরকারও চেষ্টা করছেন কি ভাবে এদের রিক্রুট করা যায়, বর্ত্তমান বাজেটে দেখা যায় যে ত্রিপুরাতে ৪০ হাজার আনএমপ্লয়েডকে এমপ্লয়েড করার জন্য এখানে ফাণ্ড রাখা হয়েছে। অতএব ঐ দিকে না গিয়ে উনারা এখানে একটা রিজলুশান এনেছেন, ইট ইজ নাথিং টু হেলপ দি আনএপ্লয়েড, পলিটিক্যালী মটিভে-টেড—পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য এটা আনা হয়েছে, এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবকে বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker—Any Member from the opposition side ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত রেখেছেন, তা আমি সমর্থন করছি, কারণ চারদিকে যে ঘটনাগুলি চলছে, অনেক সময় রুলিং পার্টিতে যারা আছেন বিশেষ করে মন্ত্রীরা আজকে সমাজদ্রোহী এবং এনটিসোশ্যাল এলি-মেন্টসের কর্যাবলী বলে নিজেদের দায় দায়িত্ব খালাস করার চেষ্টা করে, কিন্তু আসল জিনিষটা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন। আজকে খুব বেশী বক্তৃতার প্রয়োজন পড়ে না, আজকে সমাজের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। আমাদের হাউসের মধ্যে লেফটানেণ্ট গভর্ণর যে ভাষণ দিয়েছেন তার বক্তৃতার মধ্যেও আছে, এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়ে-ছেন, তার মধ্যেও আমরা দেখছি তিনি বলেছেন যে আজকে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হলে কঠোর শ্রমের প্রয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু কোথায় কঠোর প্ররিশ্রম করবে ? যে সমস্ত মানুষ দেশের উন্নতি অগ্রগতির জন্য শ্রমদান করবে, দেশ গঠনের কাজে শ্রম করবে, সেই দিকে তাদের শ্রমকে যে নিয়োগ করা, সরকার এই বিষয়ে ব্যর্থতার পরিচয় সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন। আজকে যারা বেকার, যাদের রোজী রোজগারের মানুষ নাই, এই অবস্থার মধ্যে সরকার পক্ষের উচিত তাদের বেকার ভাতা দেওয়া, যদি না দেওয়া হয়, তাহলে এই সমস্ত যুবকদের ভবিষ্যত কিছুই থাকে না। অর্থাৎ আজকে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, আজকে যত দোষ নন্দ ঘোষ, তাদের ঘাড়ে চাঁপিয়ে দিয়ে, নিজেরা খালাস। কিন্তু আজকে যে সমস্ত যুবক স্কুল কলেজ থেকে পড়ে বেরিয়েছে, ১৯৬৩।৬৪।৬৫ থেকে তারা অনেকে চাকুরী পাচ্ছে না, এই যে অবস্থা চলছে সেই দিক দিয়ে এক তরফা চিন্তা করলে চলে না, তাদের দিক থেকেও বিচার বিবেচনা করা দরকার। বর্ত্ত-মান যে ষ্ট্রাকচার আছে, যে পলিসী আছে বা যতটুকু ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তাতে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সমস্ত শিক্ষিত বেকারকে কাজে লাগান যাবে, সরকার এই ব্যাপারে

অনেক চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেটা সীমাবদ্ধ, যাদেরকে প্রভাইড করা যাচ্ছে না কোন না কোন কাজের মধ্যে, তাদের একটা বাঁচার ব্যবস্থা করা দরকার এবং এই সব শিক্ষিত বেকারদের একটা বেকার ভাতার ব্যবস্থা করা দরকার, তা না করা হলে আজকে সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। আজকে আমরা কি দেখি, আজকে এখানে দেখি বোমা ফাটান হচ্ছে, সরকারও ভাল করেই জানেন, কিন্তু সেটা এভয়েড করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার মূল গোড়া কোথায়, সেই জায়গায় হাত দেওয়া দরকার। এই সব ঘটনা যদি বন্ধ করতে হয়, যাদের পরিবার আজকে স্টারভিং কন্ডিশনে আছে, তাদের বাঁচানো বা তাদের রোজগারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যদি সেটা না করা যায়, তাহলে তাদের একটা অলটারনেট যাতে একটা কিছু করা যায়, সেটা দেখা দরকার। এক তবকা খালি তাদের ঘাড়ে দোষ চাঁপিয়ে দিলেই হয় না। আজকে মূল গলদ যেটা রয়েছে, সেটা দূর করা দরকার এবং তার জন্য একটা ব্যবস্থা রাখা দরকার বলে আমি মনে করি। এদিক থেকে আমি প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

Mr Speaker—Who will speak now? Only five minutes.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা দেশে আমরা দেখছি বিক্ষোভ আর বিক্ষোভ। বিশেষ করে এই বিক্ষোভ আমরা দেখছি যুব সমাজের মধ্যে। কোথাও আজকে দেখছি নকসাল, কোথাও উগ্রপন্থী, কোথাও দেখছি সমাজদ্রোহী এবং এইসব দমনের নামে নানারকম আইন করা হচ্ছে কিন্তু তথাপি এই অবস্থা সারা দেশ ব্যাপী আমরা দেখছি। কিন্তু আজকে শাসক গোষ্ঠির খোঁজ করে দেখা উচিত এই বিক্ষোভ, এই উগ্রপন্থা, এই সমাজ-দ্রোহীর উৎপত্তি কোথায়, কেন দেশের যুব সমাজ এই পথে যাচ্ছে, উচ্ছৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, তাদের মূলে কি, তাদের সমস্যা কি, এই সমস্ত বিষয় জানা দরকার, সেটা জেনে নিয়ে তার সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। এই যদি না হয়, যুব সমাজের মধ্যে আজকে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়েছে, এটা দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে, জাতির পক্ষে মঙ্গল নয়। কাজেই আমরা দেখি তার প্রধান কারণ হচ্ছে এই বেকার সমস্যা। আজ ত্রিপুরাতে কেন, সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী যে বেকার সমস্যা চলছে, তার মোকাবিলা করার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করার মত ভারত সরকারের মত ত্রিপুরা সরকারেরও নাই। যুব সমাজ, যারা লেখাপড়া শিখতে আসে তাদের নিজেদের ভবিষ্যত তৈরী করতে পারবে বলে, তাদের অভাবগ্রস্ত পিতামাতার সংসারে আশার আলো নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে এই আশা নিয়ে লেখাপড়া শিখছে, তার পিতা মাতা হয়তো দুঃখ দারিদ্রের ভিতর দিয়ে তাদের শিক্ষিত করছেন, তারা ভবিষ্যতে, তার সংসারে আশার আলো নিয়ে আসতে পারবে কর্ম্মক্ষম ছেলে, কিন্তু সেই আশা আকাঙ্খা আর তার রইল না। আজকে শিক্ষিত যুবক তার সবল দেহ দিয়ে, কর্মক্ষমতা দেহে থাকা সত্বেও ব্যর্থ হতে হচ্ছে, তার কাজ নেই, তার বাঁচার কোন পথ নেই। আজকে এই দোকানদারীর উপদেশ দিয়ে এবং কনট্রাকটারীর উপদেশ দিয়েই নয় তাদের জন্য এমন পরিকল্পনা নিতে হবে, যেটা গ্রহণ করলে ত্রিপুরায় শিক্ষিত যুবক-এর ভবিষ্যত তৈরী করতে পারবে, তার জীবনধারণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বাঁচার

ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা যেহেতু নাই, তারা আজকে ভ্রান্ত পথে চলে যাচ্ছে। সেই ভ্রান্ত পথ থেকে যুব সমাজকে সরিয়ে আনা দরকার, তাদের সামনে বাঁচার পথ তুলে ধরা দরকার। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি, এই সমস্ত শিক্ষিত যুবকদের ভবিষ্যতের নির্দেশ দেওয়ার মত এমন কোন ব্যবস্থা নাই। এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, এখানে শিল্প গড়ার মত ব্যবস্থা রয়েছে, রেল লাইনের ব্যবস্থা যদি করতে পারে, শিক্ষিত যুবকদের একটা বিরাট অংশকে, সেখানে তাদের কাজের ব্যবস্থা করতে পারবে।

Mr. Speaker—Hon'ble Member, your time is over.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে, এটা একটা ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করেছে, তার সমাধানের পথ দেখতে হবে এবং এই সমাধানের জন্য আজকে প্রমোদ বাবু যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, 'বেকার ভাতার কথা বলেছেন, সব বেকারদের নয়, যে সমস্ত বেকারের পরিবারে উপার্জ্জনশীল লোক নাই, পরিবার অনাহারে দিন কাটছে, এমন সব বেকারদের এই বেকার ভাতা দিয়ে, তাদের বাঁচার ন্যূনতম ব্যবস্থা করা দরকার। ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে দেখলে, এই যে প্রস্তাব এটা সময় উপযোগী এবং এই প্রস্তাব সমর্থনে সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। যুব সমাজের মধ্যে যে একটা হতাশা দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে একটা আশার আলো নিয়ে উপস্থিত হওয়া দরকার, তাদের পরিবার যেখানে অনাহার, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তাদের অন্ততঃ ন্যূনতম ভাতার ব্যবস্থা করা দরকার। যাদের মাতাপিতা রোগগ্রস্ত, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না, তাদের সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। আজকে রুলিং পার্টির কেউ কেউ হয়তো সমর্থন করতেন, কিন্তু আজকে তাদের বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না, তারা হয়তো অগ্রসর হতে সাহস পাবেন না। কাজেই আমি বলব বেকারদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা দরকার এবং কার্যকরী করা দরকার বলে মনে করি।

Mr. Speaker—Then who will speak from the right side ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছেন সেই প্রস্তাবটা বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পক্ষে সমর্থন করা সম্ভব নয়। প্রস্তাবটা খুবই সুন্দর। কিন্তু যা কিছু সুন্দর সবই আমরা করতে পারব এটা মনে করা সমীচীন নয়। কারণ আজকে তিনি যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেই জাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা আজকে ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সেটাও আজকে চিন্তা করে দেখতে হবে। বেকার সমস্যা ভারতবর্ষে একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। দিস ইজ দি বিগেষ্ট প্রবলেম ইন দি কান্‌ট্রি এবং এই সমস্যার সমাধান বেকার ভাতা দিয়ে সম্ভব নয়। বেকার ভাতাটা হবে এ কাইন্‌ড অব ডোল। কিন্তু এই ডোল দিয়ে এত যে বেকার তাদের ডোল্ দেওয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, কোন দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র যে সমস্ত কান্‌ট্রি খুব ডেভেলাপড, যাদের ফুল এমপ্লয়মেন্ট হয়ে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আনএমপ্লয়েড রয়ে গেছে

কোন কারণে সেখানে টেম্পোরারী ফেজ হিসাবে তারা এটা দিতে পারে। কিন্তু আজকে যে ডেভেলাপিং কান্ট্রি তার মধ্যে প্র্যাকটিকেলী কোন কান্ট্রি নাই যারা বেকার ভাতা দিতে পারে। কিন্তু ডেভেলাপিং কান্ট্রি গুলিতে বেকার ভাতা দিয়ে এই সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে পারেনি। এটা ... মাননীয় সদস্য বলেছেন ত্রিপুরার কত টাকা স্যারেণ্ডার হয়। আমরা এখন কত টাকা স্যারেণ্ডার করি সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা একটা পলিসি ম্যাটার, শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, সমগ্র ভারতের জন্য পলিসি ম্যাটার। সুতরাং শুধু ত্রিপুরার জন্য এই ভাতা দিয়ে ধামা চাপা দেওয়া হবে এই চিন্তা সামগ্রিকভাবে একটা দেশ করতে পারে না। কোন পার্টিকুলার প্লেনে এই টাকা দিয়ে এই বেকার ভাতা দিযে সমস্যার সমাধান করা যায় না। এটা বরং একটা রিমিউনেরাশনের পথ করে দেবে। কারণ ভারতবর্ষের এমন কোন ষ্টেট নাই যারা এটা সাফিসিয়েন্টলী দিতে পারে। সুতরাং এটা দেওয়ার থেকে না দেওয়াই ভাল। আর আমাদের যে যুবকেরা রয়েছে তাদেরও দাবী হল যে আমাদের কাজ দাও। তারা কাজ না করে পয়সা চায় না। সুতরাং আমাদের কাজের সন্ধান করতে হবে। তারা বলছে আমাদের কাজের সুযোগ সুবিধা দাও, আমরা কাজ করব এবং তার বিনিময়ে পয়সা নেব। কাজেই সেইদিকে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। কাজেই ডোল দিযে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। ইট ইজ ইমপ্রেকটিক্যাল ফর দি ডেভেলাপিং কান্ট্রি লাইক ইণ্ডিয়া। পশ্চিমবঙ্গের যখন ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট ছিল তখন বহু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হযেছিল। কিন্তু কযটা করেছে? গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে বলেছিল, তোমরা টাকা দাও আমরা বেকার ভাতা দিই। ভারী সুন্দর কথা। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া টাকা দেয় না আমরা কি করব? এটা একটা ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এ জাতীয় ভাওতা দিতে পারব না। আমরা বলতে পারব না যে দেখ, আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে টাকা চেয়েছিলাম তারা দেয়নি। কাজেই এ জাতীয় ভাওতা আমরা দিতে পারব না। এটা সম্ভব নয়। আজকে আমাদের যুবকরা কাজ করে পয়সা চায়। তারা ডোল চায় না। আমরাও সেই দৃষ্টিভংগী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। ত্রিপুরার সমস্যা খুব বেশী। ত্রিপুরার তিন দিক পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত আর একদিকে খোলা আছে। সেটাও কম্যুনিকেশনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ত্রিপুরার উপর দেশ বিভাগের পর যে চাপ এসেছে তার সেই পরিমাণ রিসোর্স নাই যাতে সেই চাপ সহ্য করতে পারে। ত্রিপুরা পড়ে গেছে এক কোণায় ভারতবর্ষের। একটা হেভী মেশিনারী আনা সম্ভবপর ছিল না। তাই ত্রিপুরাতে ততটা ডেভেলাপমেন্ট সম্ভব হতে পারে নি। শুধু ত্রিপুরার কথা নয়, আজকে মনিপুরেও বেকার সমস্যা আছে যথেষ্ট। তাদের মধ্যেও এডুকেটেট ইয়ংদের মধ্যে অনেক আন-এমপ্লয়েড। এই রাজ্যগুলির উন্নতি করা খুবই কষ্টকর। তাদের ডেভেলপমেন্টগুলিও খুবই ধীরে ধীরে হচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও আমরা বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতির কতগুলি পরিকল্পনা নিয়েছি এবং এই আন-এমপ্লয়মেন্টের চাপ কমাবার জন্য শর্ট টার্ম রিলিফ দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছি সেগুলি হল কনট্রাক্টরীতে আন-এমপ্লয়েড ইঞ্জিনীয়ার বা ডিপ্লোমা হোল্ডারদের কোন কমপিটিশন

করতে হয় না এবং ছোট ছোট ক্যাপিটেল তাদের কাজের জন্য দেওয়া হচ্ছে এবং এর মধ্যে পলিটেকনিক থেকে বহু যুবক কাজে নেমে পড়েছে। তারপর যারা নাকি শিক্ষিত বেকার রয়েছে তাদের জন্য ডেভেলাপিং মার্কেট সেন্টারগুলিতে দোকান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২৬টি দোকান হবে এবং যাতে তারা বিভিন্ন ষ্টেশনারী দোকান দিয়ে বাঁচতে পারে এই ব্যবস্থা করেছি এবং তাছাড়া ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের কেরোসিনের এজেন্সী নিচ্ছে। আর একটা হল ভারত সরকার পরিকল্পনা মঞ্জুর করেছেন। সেটা হল স্মল ফার্মাস। এর জন্য এক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং এটা আরম্ভ হবে ১৯৭১-৭২ সালে। এই পরিকল্পটা চালু হলে, অনেক ছোট ছোট কৃষক, যারা ফুল টাইম এমপ্লয়মেন্ট পান না, যাদের আয় খুব কম, ২।৩ মাস চলতে পারেন, এর বেশী চলতে পারেন না, তাদের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ ছাড়া গ্রামের মধ্যে আরও যারা রয়েছে, তাদেরও এমপ্লয়মেন্টের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর একটা স্কীম নেওয়া হয়েছে, সেটা হল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট স্কীম, যেটা আমাদের প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে আমরা দেখব আমাদের প্রত্যেকটি জেলাতে যেন ১ হাজার করে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া যায়, যে ফেমিলীতে কোন আর্নিং মেম্বার নেই, এমন ফেমিলিতে একজন করে মিনিমাম যাতে ১০০ টাকা পায়, তার ব্যবস্থা করার জন্য এই পরিকল্পনাটি করা হয়েছে। এবং এই পরিকল্পনাটি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের তিনটি জেলাতে চালু করা হবে। কাজেই আমাদের গ্রামের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরণের পরিকল্পনা রচনা করে এবং সেগুলিকে চালু করে গ্রামের লোকদের কাজ দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা হল আমাদের ফোর্থ প্লেনের আসল কথা, মানুষের যে দাবী, আমাদেরকে কাজ দাও, আমরা কাজ করতে চাই, তাকে রূপ দেওয়ার জন্য মিনিমাম যাতে প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হবে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে। আমরা ডোল দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করতে চাই না। আজকে সার ভারতবর্ষের মধ্যে যত বেকার আছে, তাদের সবাইকে ডোল দিয়ে, এই বেকার সমস্যার কোন সমাধান করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের এখানে যদি রেলওয়ে লাইন একসটেনশান করা হয়, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সার্ভে ইত্যাদি হয়ে গেছে তাহলে পরে আমরা এর মাধ্যমে আমাদের আরও কিছু যুবককে চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারব। আজকে তারা ডোল চায় না, তারা চায় কাজ। কাজেই এ কাজ দেওয়ার জন্য আমাদের ত্রিপুরা সরকার থেকে যা কিছু করার দরকার, তা আমরা করবার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তারপরে এখানে তেল পাওয়া যায় কিনা, তারও একটা অনুসন্ধান চলছে এবং যদি তেল পাওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে এখানেও বিভিন্ন ধরণের যেসব লোকের প্রয়োজন হবে, তাদের আমরা চাকুরী দিতে পারব। এটা সাকসেসফুল না হওয়ার আগেই আমরা ইতিমধ্যে কিছু লোককে প্রভাইড করতে পেরেছি এবং সাকসেসফুল হলে আরও কিছু লোককে প্রভাইড করা যাবে, এই আশা আমাদের আছে। তারপরে আমরা আর একটা স্কীম করেছি, সেটা হল আমাদের এখানকার অনেক ছেলে বাইরের চাকুরীতে যেতে পারছে না, তার কারণ হল আমাদের এখানকার যে

যোগাযোগ ব্যবস্থা তাতে যদি কোন ছেলে বাইরের চাকুরীতে যেতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে ইন্টারভিয়ু দিতে যেতে হবে কিন্তু এই ইন্টারভিয়ুতে যেতে হলেও অনেক টাকা খরচ করে যেতে হবে। আমাদের ছেলেদের এত খরচ করা সম্ভব নয়। তাই ত্রিপুরা সরকার একটা স্কীম করে গভঃ অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠিয়েছেন যাতে করে ত্রিপুরার ছেলেরা বাহিরে চাকুরী করার জন্য ইন্টারভিয়ু দিতে গেলে যে খরচ হবে, তার কিছু অংশ যেন তাদের সাহায্য হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। এখন গভঃ অব ইণ্ডিয়া সেটাকে মঞ্জুর করলে আমাদের ত্রিপুরার যেসব ছেলে বাইরে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরী করতে চায়, তাদের কিছুটা আর্থিক সাহায্য হবে।

স্যার, আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে প্রডাকটিভ এ্যাকটিভিটিজের মধ্য দিয়ে, ডোল দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজেই মাননীয় সদস্য, প্রমোদ বাবু যে প্রস্তাব এখানে দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের মত দেশের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়, সেজন্য আমি সব দিক বিচার বিবেচনা করে উনার এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার প্রস্তাবে এখনও ষ্টিক করছি। তার কারণ হল, আমি যে ২৪ হাজার আনএমপ্লয়েডের নাম্বার দিয়েছি এবং ৫ হাজারের উপর গ্রেজুয়েট এবং আণ্ডার-গ্রেজুয়েটের নাম্বার দিয়েছি, তিনি তার কতটা কভার করতে পারেন, সেই সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন নি। কারণ ডোল কেউ চায়না, সবাই চায় কাজ। কাজেই এই কাজ দিতে যখন ব্যর্থ হয়েছে এবং তার জন্য সরকারই দায়ী, তখনই এই ডোলের প্রশ্ন আসে, এর আগে নয়। আমি কিন্তু ডোল দেওয়ার কথা বলছি না, আমি বলেছি তাদের বাঁচবার জন্য মিনিমাম সাসটিনান্স দেওয়ার কথা। সেটা কেন দিতে হবে? দিতে হবে এই জন্য সরকার তাদের কাজ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, অথচ সরকার তাদেরকে কাজ দেওয়া কর্তব্য। তারপরে তিনি আর একটা কথা বলেছেন যে ডেভেলাপড্ কান্ট্রিতে কোন বেকার নেই, থাকলেও সেটা সাময়িক বেকার। আমার মনে হয় তিনি হয়তো পার্টিকুলার্স দিতে ভুলে গেছেন, আমি এখানে আমেরিকার কথাই বলছি, সেখানেও আজ বেকারের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তার সাথে সথে এমপ্লয়মেন্টের স্কীম রয়ে গেছে, অথবা সেখানে আন-এমপ্লয়েড এ্যালাউন্স স্কীম রয়েছে। সর্ব্বোপরি, সেখানে আন-এমপ্লয়েডদের এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তেমনি আজকে আমাদের ভারতবর্ষেও এই বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আমাদের ফার্ষ্ট প্লেনে যেখানে ছিল মাত্র ৯০ লক্ষ, আজকে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটিতে। কাজেই এই যে বাড়ছে, তার কারণ হচ্ছে আমরা বেকারদের চাকুরী দিতে বা কাজ দিতে ব্যর্থ হয়েছি এবং তাদের ডেভেলাপ করার যে কথা, সেটা করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আজকে আমরা বলছি যে আমরা ইণ্ডাষ্ট্রী করছি, কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। কাজেই আজকে সেই যে সাধু ভজন যেখানে নাকি আমাদের বেকারেরা ইণ্ডাষ্ট্রিতে কাজ চায়, সেই ইণ্ডাষ্ট্রী করার জন্য আমরা আদৌ কোন চেষ্টাই করছি না। আজকে আমাদের ৪/৪টা প্লেন চলে গেল, অথচ এখানে একটা ইণ্ডাষ্ট্রীও হল না, এই জন্য কি আমাদের বেকারেরা দায়ী?

তারা দায়ী হতে পারে না। আজকে আমরা একটা জুট মিল করতে পারিনি, আমরা ব্রুট কেনিং সেণ্টার করতে পারি নি, যদি আমাদের ৪টা প্লেনই এর জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল। তারপরে আমরা একটা স্পিনিং ফ্যাক্টরী করতে পারি নি, এরজন্য একটা বিল এসেছিল, কিন্তু সেই বিল আবার ফেরৎ গিয়েছে। কেন ফেরৎ গিয়েছে? আজকে আমাদের প্লাই উড ফ্যাক্টরী করার কথা, কিন্তু সেটাও করা হল না। কাজেই এই সব প্রশ্নগুলি আমাদের আজকে এই হাউসের সামনে তুলে ধরতে হবে যে আমরা ত্রিপুরার জন্য কি রকম দরদী, আমরা গত ২৩ বছরের মধ্যে এখানে এগুলি করার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও করতে পারি নি। তাই আমি বলছি আমাদের বেকারেরা কাজ চায়, কিন্তু আমরা তাদের কাজ দিতে পারছি না। সেজন্য বলা হচ্ছে যে তাদেরকে একটা এ্যালাউন্স দেওয়া হউক, অথচ সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে কেন তাদেরকে এ্যালাউন্স দেওয়া হবে? এ্যালাউন্স ডাজ নট মীন দ্যাট তারা কাজ করলেও তাদেরকে এ্যালা-উন্স দিতে হবে, তাদের কাজ দিলে বা তাদের কাজের সংস্থান করলে পরে তাদেরকে সেখানে এ্যাবজর্ভ করে নিতে হবে কাজেই সেই ক্ষেত্রে তো আর তাদের এ্যালাউন্স দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তারপরে আর একজন বলেছেন যে এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে আজকে বেকারদের নিয়েও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু বলা হচ্ছে। তাহলে আমি কি বলব যে বেকার রাখা উচিত? তাদের ৫০/৬০ টাকা দিয়ে রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য বা কোন প্রয়োজনে কোন এ্যাণ্টি সোসিয়েল এ্যাকৃটিভিটিজ করবার জন্য, তাদের বেকার করে রাখাই কি তাদের উদ্দেশ্য নয়? এটা কার পলিটিক্যাল মটিভিশান? আজকে এই বেকার সমস্যা সারা ভারতে এমন কি আমাদের পার্লামেণ্টে যত বক্তৃতা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী সময় নেয় এবং সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সমস্যা দিয়ে। এটা আমাদের সমাজের মধ্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধি যদি এখন থেকে দূর করা না যায়, তাহলে আমাদের সমাজের মধ্যে যে কোন সময়ে ফাষ্ট্রেশান আসতে পারে। এজন্য এই ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেও চিন্তা করছেন এবং অন্যান্য যেস ব নেতা আছেন, অল ইণ্ডিয়া বেসিসে তারাও চিন্তা করছেন যাতে এই সমস্যার সাময়িক একটা সমাধানের জন্য বেকার ভাতা দেওয়া সম্ভব হয় কিনা। এই কথা আমাদের পার্লামেণ্টে উঠেছে এবং মাদ্রাজেও উঠেছে এবং সেখানে এটাকে কন্‌সিডারেশনে নেওয়ার প্রশ্ন এসেছে। আর সেজন্যই সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি বলেছেন, যে উই আর থিঙ্কিং ওভার দীস মেটার। অথচ আমাদের অর্থ মন্ত্রী বলে গেলেন যে এটা দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই নিগেটিভ এটিচুয়েড, এটা তো আর তাদের বেলায় নয়, আমাদের সমাজের কথা চিন্তা করে, সমাজের যেটা কর্ত্তব্য এবং সরকারের যেটা কর্ত্তব্য সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বক্তব্য রেখেছেন এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, সেটা তাঁর ইন্‌সলভেন্সী প্রকাশ পেয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি আমার প্রস্তাবে এখনও ষ্টিক করে আছি। স্যার, আমার সময় খুব কম, আর তা না হলে আমি আরও উদাহরণ দিয়ে, আরও ডাটা দিয়ে দেখাতাম যে আমার কথা কতখানি সত্য আর উনার কথা কতখানি ভিত্তিহীন।

Mr. Speaker :— The discussion on the resolution is over. The question before the House is the Resolution moved by Shri Promode Ranjan Das Gupta that—"This House requests the Government to provide allowance to the unemployed person, who has no earning member in his family and no other source of income for sustenance. within 1971 "

(The Resolution was lost by voice vote)

Mr. Speaker :— There is another Resolution of Shri Baju Ban Riyan. I would call on Shri Riyan to move his Resolution that—

'এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভের সর্ত রক্ষা করা ও অবিলম্বে ১১৬০ বর্গ মাইল রিজার্ভ সীমানার ফিজিক্যাল ডিমারকেশান করা হউক।'

শ্রীবাজু বন রিয়ান :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই রিজল্যুশান মুভ করার সুযোগ যে আপনি দিয়েছেন, তার জন্য আমি প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার রিজল্যুশান হচ্ছে—

'এই বিধানসভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভের সর্ত রক্ষা করা ও অবিলম্বে ১১৬০ বর্গ মাইল রিজার্ভ সীমানার ফিজিক্যাল ডিমারকেশান করা হউক।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই যে রিজল্যুশান সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা দুর্বল অংশের যে মানুষ, তাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য... "

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীবাজু বান রিয়ান :—আমি চেষ্টা করব স্যার। এই ট্রাইবেলদের স্বার্থে ১৯৩৪ সনে তখনকার যে মহারাজা, বর্তমানে তিনি মারা গেছেন, উনি ত্রিপুরার যে আদিম জাতি, উনার যে প্রজা, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য, তাদের ভবিষ্যতেও যাতে এই সুযোগ সুবিধা পায়, সেটাকে লক্ষ্য করে উনি একটা সর্ত রেখেছিলেন। সেই সর্তের মূল কথা হচ্ছে ত্রিপুরার পাঁচটা উপজাতি, ত্রিপুরী, হালাম, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া,এই উপজাতিগুলিকে ঐ ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়ার মধ্যে থাকতে পারবে এবং ঐ ট্রাইবেল রিজার্ভের ভূমির মালিকানা যাদের আছে তারা সরকারের অনুমোদন ভিন্ন অন্য জাতির কাছে তাদের জমি হস্তান্তরিত করতে পারবেনা এবং ঐ জায়গাগুলিতে তারা কৃষি কাজ শিখার পর কৃষি কাজ করে খাওয়ার মত জমি আছে। তখন মহারাজা এই করেছিলেন, সেটার পরিমাণ ছিল ১১০ বঃ মাইল, সেটা হচ্ছে কল্যাণপুর এরিয়াতে। এটা পরবর্তী সময়ে—১৯৪৩ সালে উনি মনে করলেন ত্রিপুরার পাঁচটি উপজাতিকে রক্ষা করার পক্ষে এই সামান্য এরিয়া যথেষ্ট নয়, তাই তিনি দ্বিতীয়বার ডিক্লেয়ার করলেন ১৯৫০ বঃ মাইল, এইভাবে দুইটি সময়ে মোট হল—২০৬০ বঃ মাইল। মাননীয় অধ্য

মহোদয়, আমরা জানি ত্রিপুরার মোট আয়তন হচ্ছে ৪৬০০ বঃ মাইল। ত্রিপুরার অর্দ্ধেক জমি তিনি ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভ করলেন। ত্রিপুরার মহারাজা মরে যাওয়ার পর, রিফিউজী আগমনের ফলে, মহারাণী মনে করলেন এই যে রিজার্ভ এরিয়া সেটাকে মিনিমাইজ করে দেওয়া দরকার এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি ৩০০ বঃ মাইল এরিয়া ছেড়ে দিলেন। আজ পর্য্যন্ত ১১৬০ বঃ মাইল রিজার্ভ রয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা কাগজ পত্রে, ত্রিপুরার যে ম্যাপ সেখানে দেখান হয়েছে এবং রিজার্ভের যে এরিয়া, সেই এরিয়ার বাউণ্ডারী দেওয়া হয়েছে কোন্ সাবডিভিশনে কোন এরিয়া, কোন নদী নিয়ে সীমানা করা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বন রিজার্ভ, এবং অন্যান্য রিজার্ভ যে করা হয়, সেখানে খুঁটি দিয়ে সেটা চিহ্নিত করা হয়, তখন সেটা এই ট্রাইবেল রিজার্ভের ক্ষেত্রে করা হয়নি এবং আজ পর্য্যন্তও সেটা হয়নি, তাই সরকারকে আমি অনুরোধ করব, বর্তমানে যে এই ট্রাইবেল রিজার্ভ, যেখানে উনারা ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করার চিন্তা করছেন, তার প্রমাণ আমরা লেফটেনেন্ট গভর্ণর'এর এ্যাড্রেসে দেখেছি, এই প্রভিশনের কিছুটা সংশোধন করে—অর্থাৎ পাঁচটা উপজাতির জায়গায়. ত্রিপুরার সমস্ত উপজাতিকে এটাতে ইনক্লুড করে, ট্রাইবেলদের সর্তটাকে রক্ষা করার জন্য এই এরিয়াকে ডিমারকেট করা দরকার। বন রিজার্ভ যেমন খুঁটি দিয়ে চিহ্নিত করা আছে, সেই-ভাবে এটা করা উচিত, যদি তা না করা হয়, শুধু টাকারই অপব্যয় হবে আসল যে উদ্দেশ্য তা থেকে ট্রাইবেলরা বঞ্চিত হবে এবং হচ্ছে। কিরকমে হচ্ছে সেটা সময় পেলে আমি বিষদ ভাবে বলতে চেষ্টা করতাম। এই জায়গাতে কোন ট্রাইবেল যদি নন-ট্রাইবেলের কাছে জমি হস্তান্তরিত করতে হয়, যদি ঐ সংশ্লিষ্ট কেরাণী বা সরকারী কর্মচারীকে ঘুষ না দেন, তাহলে তারা বলবে এটা ট্রাইবেল রিজার্ভের ভিতর পড়েছে, পারমিশান দেওয়া যাবেনা। যদি কিছু দেওয়া হয়, তাহলে দিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই যে পারপাসে এটা করা হয়েছে, আসল যে উদ্দেশ্য তাদের রক্ষা করা সেটা সার্ভড হচ্ছে না, মূল উদ্দেশ্য থেকে বর্তমান সরকার সরে গেছেন, সেটা অতি দুঃখের কথা। যে মহারাজা ডিক্টেটার ছিলেন, ডিক্টেটর হয়েও ত্রিপুরার দুর্বল উপজাতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করে গেছেন, উনার যে দূরদর্শিতা, ভারতবর্ষের শিডুল ট্রাইব, ভারতের যে দুর্বল অংশ ত্রিপুরাতে আছে, তাদের রক্ষা করার জন্য তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member your time is over.

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমাকে কয়েক মিনিট সময় দিন স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আর এক মিনিট বলুন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—আমি আজকে সরকারী পক্ষকে অনুরোধ করব অবিলম্বে তাদের সর্ত রক্ষা করার চেষ্টা করুন, এই এরিয়া ডিমারকেশানের ব্যবস্থা করুন এবং সেটা হলে ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলের মধ্যে যে ক্ল্যাশ সবসময় লেগে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেষ্ট রিজার্ভের বাউণ্ডারীর সংগে যে ট্রাইবেল রিজার্ভের ক্ল্যাশ সেটা কমে যাবে। আজকে ১১৬০ বঃ

মাইল যে করেই রিজার্ভ হয়েছে, সেটা ঠিক নয়। আজকে এই ট্রাইবেল রিজার্ভের বাউণ্ডারী যদি আগের থেকে ডিমারকেট করা থাকত, তাহলে আজকে তাদের সুবিধা হত। তাদের সেখানে অনেক আবাদযোগ্য জমি ছিল, খাস জমি ছিল, নদী, নালা ইত্যাদি ছিল। আজকে যেমন স্কুল কলেজ করার পিছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে যে তারা শিক্ষিত হয়ে চাকুরী করবে, তেমনি এই রিজার্ভ করার মধ্যেও একটা উদ্দেশ্য ছিল যে তারা কৃষি কাজ শিখে সেখানে চাষাবাদ করবে, তাই মহারাজা তাদের জন্য রিজার্ভ করেছেন যাতে তারা এগ্রিকালচারের টেকনিক শিখে সেখানে বসবাস করতে পারে এবং চাষাবাদ করতে পারে এবং সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে যাতে সেটাকে ডিমারকেট করা হয় তার জন্য অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাজুবান রিয়াং যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, এটার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, তাই আমি এ প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সময় খুব কম, বিস্তারিত বলার সুযোগ নাই। আমি শুধু রুলিং পার্টির সদস্যদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তাদের যে—রুলিং পার্টির যে গুরু ঠাকুর ধেবর কমিশন তিনি কি বলেছেন। ধেবর কমিশনের রিপোর্টের ৪১০ পৃষ্ঠা, ১২নং এর মধ্যে এই কমিশন কি বলেছেন সেটা আমি এখানে পড়ে দিচ্ছি—"We are not along in our views and we will quote three fine statements of the kind of approach that should be made. The Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru, has said of the tribals that :

"They are our own people and our work does not end with the opening of so many schools and hospitals and dispensaries and roads and all that, but to stop there is rather a dead way of looking at things. What we ought to do is to develop a sense of oneness with these people, sense a of unity and understanding. That involves a pschycological approach."

"As I have said, we must approach the tribal people with affection and friendliness and come to them as a liberating corce. We must let them feel that we come to give and not to take something away from them. That is the kind of pschycological integration India needs. If, on the other hand, they feel you have come to impose yourselves upon them or that we go to them in order to try and change their methods of living, to take away their land and to encourage our businessment to exploit them, then the fault is ours, for it only means that our approach to the tribal people is wholly wrong."

এই হল নেহেরুর বক্তব্য। এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে people should develop along with life of their own genious. We shall try to encourage in every way their own tradition and culture. এইটা হচ্ছে কিনা একটু দয়া করে মিলিয়ে দেখবেন। কথা হচ্ছে এই যে উপজাতিরা অনুন্নত এবং পশ্চাদপদ। এইখানে পঞ্চশীলের এ ৎ

রাজেন্দ্র প্রসাদেরও আছে। অনেক ঘটনা দেওয়া যায়। আজকে তারা যে কথাগুলি বলে গেছেন তার সংগে ত্রিপুরার কোন মিল আছে কিনা? ট্রাইবেল রিজার্ভ আইনত হয়েছে; কিন্তু এটা হচ্ছে না। যদি ত্রিপুরার রুলিং পার্টি ট্রাইবেলদের রক্ষা করার সদিচ্ছা থাকত তাহলে এইটুকু তারা করতে পারত। ট্রাইবেল রিজার্ভ ডিমারকেট করে সাংস্কৃতি এবং ভাষার দিক দিয়ে তাদের উন্নত করার জন্য কোন চেষ্টা নাই। সবই হচ্ছে বলে সরকার বলেন এবং এই যে বড় বড় লোকের রিকমেন্ডশনগুলি সেগুলিও কার্যে রূপায়িত হচ্ছে বলে স্বীকার করেন। কিন্তু যে আইন আছে সেটাকে পর্যন্ত তারা রক্ষা করছে না। আইনকে অগ্রাহ্য করে, ট্রাইবেল রিজার্ভ আইনকে অগ্রাহ্য করে কনস্পাইরেসিওয়েতে সমস্ত ট্রাইবেল কম্প্যাক্ট এরিয়াতে নন্-ট্রাইবেল ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রাইবেলকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। যাই হোক, আজকে যে কথাটা বলছি, ত্রিপুরা সরকার, আমি এই জন্য বলছি যে রুলিং পার্টির সদস্যদের এই কথাই বলছি যে আজকে দায়িত্বটা কার? অনুন্নত পশ্চাদপদ সম্প্রদায়কে রক্ষা করার দায় দায়িত্ব সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে রুলিং পার্টির দায়িত্বটা বেশী। কাজেই যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া প্রস্তাবগুলি আনা হয় এবং বক্তব্য ঠিক কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আনা হয় সেখানে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বলে সেটাকে নস্যাত করার চেষ্টা করেন। দায় দায়িত্বটা রুলিং পার্টির আগে আসা উচিত। কাজেই এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী পরিহার করে এবং ত্রিপুরার অনুন্নত পশ্চাদপদ সম্প্রদায়কে উন্নত করার দায়িত্বকে অস্বীকার করার উপায় নাই রুলিং পার্টির। কাজেই এই যে প্রস্তাব আছে সেটা গ্রহণ করে এটাকে ডিমারকেট করে তাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি যা আছে তার মাধ্যমে তাদের উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। মুখে বললেই চলবে না। কার্যত আজ পর্যন্ত কি করা হচ্ছে? সমস্ত ট্রাইবেল এরিয়াতে নন-ট্রাইবেলকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Scheduled time is over. I may extend the House for 20 minutes if the House so desires. This is the last resolution. Let us finish it, within 10 minutes.

শ্রী অঘোর দেব বর্মা :—আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ট্রাইবেলদের রক্ষা করবেন। কিন্তু কিভাবে যে উনি ট্রাইবেলদের রক্ষা করছেন এই সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। কি কি পদ্ধতি সরকার পক্ষ থেকে ট্রাইবেলদের রক্ষার জন্য করা হয়েছে এই সম্পর্কে তিনি কিছু বলুন। কিন্তু কি যে একটা প্রহসন এটা যেমন একটা কলঙ্কজনক অধ্যায়. যেমন আর রাজ্যে লোক নাই।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইট ইজ এস্পারসান। কলঙ্কজনক অধ্যায় আপনি বলছেন।

Shri Aghore Deb Barma :— This is not aspersion. It is related. তিনি ইনচার্জ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের। তার মুখ থেকে আমরা শুনতে চাই।

Mr. Speaker :—You should not make such statement.

Shri Aghore Deb Barma :—It is related ট্রাইবেল এরিয়াটা ফিজিক্যালী ডিমারকেট করা হোক। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব হাউসের সামনে এসেছে, প্রস্তাবটা যে আকারে এসেছে সেই আকারে এটাকে সমর্থন করা যায় না। কারণ রিজার্ভ এক্ত এলাকায় ট্রাইবেলদের উন্নতিমূলক পরিকল্পনার যদি কোন প্রস্তাব থাকত তাহলে আমি এটাকে সমর্থন করতে পারতাম। কিন্তু এটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না এই জন্য যে এটাতে সম্পূর্ণ একটা সাম্প্রদায়িক ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যারা প্রস্তাব এনেছেন তাদের কাছ থেকে, বিশেষ করে অঘোর বাবুর কাছ থেকে আমরা শুনতে পাই যে, যে তিমিরে সেই তিমিরে। অর্থাৎ গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অনুন্নত জেনেই সিডিউলড কাস্ট, সিডিউলড ট্রাইব ভুক্ত করেছেন এবং করে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য যেখানে যেখানে সিডিউলড ট্রাইব আছে তাদের উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যে বলেন "যে তিমিরে সেই তিমিরে" আমার মনে হয় তাদের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্য সরল প্রাণ পশ্চাদপদ ট্রাইবেল সম্প্রদায়কে কনফাইন করে তাদের রুল করবার জন্য, তাদের আরও পশ্চাতে নিয়ে যাবার জন্য এই প্রস্তাব আজকে এসেছে হাউসে। তা না হলে যেখানে যে কোন জায়গায় পৃথিবীতে মানুষ বাস করতে পারে এবং ভারতীয় সংবিধানেও এই অধিকার দেওয়া আছে প্রত্যেকটা সম্প্রদায়কে যেখানে খুশী বাস করার জন্য, সেখানে তারা এই কথা বলেছেন কেন। বলাই হচ্ছে যে নন্-ট্রাইবেল ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের অধিকার আছে, তারা ভারতের নাগরিক। সেই ট্রাইবেল হোক নন্-ট্রাইবেল হোক, যে কোন সম্প্রদায়ের হোক, খ্রীষ্টান হোক, মুসলমান হোক, বৌদ্ধ হোক, হিন্দু হোক সকলেরই যেখানে খুশী বাস করবার অধিকার আছে। ভারতীয় সংবিধান তাদের এই বিধিবদ্ধ অধিকার দিয়েছে। তিনি যদি ভারতবর্ষের নাগরিক হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ভারত বর্ষের যে কোন জায়গায় বসবাস করবার অধিকারী, ভারতবর্ষের সংবিধান তাকে এই অধিকার দিয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে প্রস্তাবটা এসেছে, আমি এই জন্য সমর্থন করতে পারি না। তার কারণ হল এই প্রস্তাব যদি গ্রহণ করে কার্য্যকরী করা হয়, তাহলে আদিবাসদের যে স্বার্থ, তাদের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক সেটার কোন উপকারেই আসবে না, আর সেজন্য আমি এটার বিরোধিতা করছি। তবে আমি কয়েকটা সাজেশান এখানে রাখতে চাই, সেটা হল যদি ট্রাইবেলদের সত্যিকারের উন্নতি করতে হয়, তাদের শিক্ষার দিক দিয়ে, তাদের কালচারের দিক দিয়ে, এবং তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থার দিক দিয়ে, তাহলে আজকে আমরা যে অন্যান্য সম্প্রদায় আছি, তাদের সবার সংগে মিলে মিশে এবং ভাবের আদানপ্রদান করে, তাদের যেটা ভাল সেটা আমাদের গ্রহণ করার সুযোগ দিয়ে আর আমাদের যেটা ভাল সেটা তারা নিজেরা গ্রহণ করার সুযোগ নিয়ে এবং আমাদের যেগুলি খারাপ সেগুলিকে বাদ দিয়ে এবং তাদের যেগুলি খারাপ সেগুলিকেও বাদ দিয়ে যদি করা সম্ভব হয়, তাহলে তারা যেমন উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়ে যাবে, তেমনি আমরাও আরও উন্নতির দিকে অগ্রসর হব। আজকে এই রকম যে হচ্ছেনা,

এমন নয়। আমরাতো হামেশাই দেখতে পাচ্ছি যে ট্রাইবেল মেয়ে বাঙ্গালী ছেলেকে বিয়ে করছে, আবার বাঙ্গালী মেয়ে ট্রাইবেল ছেলেকে বিয়ে করছে। কাজেই আমাদের মধ্যে এই যে ভাবের আদান প্রদান, সেটা বৈবাহিক বন্ধনেই হউক আর অন্য যে কোন ভাবেই হউক, এটা যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে এক ট্রাইবেল আর বাঙ্গালী এই সঙ্কীর্ণ একটা মনোভাব আর আমাদের মধ্যে থাকবে না। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যের যে আদিবাসী, তারা এটাকে মনে প্রাণে চায় না এবং চাইতে পারে না। তাই আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ জানাব, তারা যেন কে ট্রাইবেল আর কে বাঙ্গালী এই যে সাম্প্রদায়িক মধ্যে সংকীর্ণ মনোভাব, এটা যেন তাদের মন থেকে দূর করে ফেলেন। এই বলে আমি এই প্রস্তাবটির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু এই যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে এনেছেন—মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভের সর্ত্ত রক্ষা করা ও অবিলম্বে ১৯৬০ বর্গ মাইল রিজার্ভ সীমানার ফিজিক্যাল ডিমার্কেশান করা হউক, আমার মতে এটা একটা বিপজ্জনক প্রস্তাব। তাই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি। আমি বলি ত্রিপুরা রাজ্যে যেমন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গরীব আছে, তেমনি আবার ধনীও আছে। এই রকম ত্রিপুরা রাজ্যে যে আদিবাসী আছেন, তাদের মধ্যে ধনী এবং গরীব দুইই আছে। কিন্তু তা সত্বেও ত্রিপুরার আদিবাসীদের জন্য কিছু কিছু সংরক্ষিত অঞ্চল রাখা হয়েছে, এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা হল মহারাজ যখন এই ট্রাইবেল রিজার্ভের ঘোষণা করেছিলে, তখন এমন কতগুলি অঞ্চলকে ট্রাইবেল রিজার্ভ বলে ঘোষণা করেছিলেন যেখানে নাকি ট্রাইবেল বলতে কিছু ছিল না, শুধু বাঙ্গালীই ছিল। আমি দুই একটা এলাকার নাম দিয়ে বলতে পারি—যেমন মোহনপুর রিজার্ভ অঞ্চল, এখানে কোন দিনই কোন আদিবাসী ছিলেন না। তার পরে আছে পশ্চিম চড়ামারা রিজার্ভ অঞ্চল এখানেও কোন আদিবাসী ছিলেন না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আপনি কি করে জানবেন। আপনি যে রিফুইজি হয়ে এসেছেন।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—না আমি রিফুইজি হয়ে আসিনি। আমি যেটা বলছি সেটা সম্পর্কে যদি কোন সদস্য প্রমাণ দিতে পারেন যে আমি ভুল বলছি, তাহলে আমি যে কোন শাস্তি নিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি আশা করি, এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবেন না। আমি যেগুলির কথা বললাম, সেখানে আগে কোন দিনই কোন আদিবাসী ছিলেন না। কিন্তু আজকে যেটা দেখছি, সেটা হল আমাদের সমগ্র অমরপুর সাব ডিভিশান রিজার্ভ অঞ্চল, তারপরে সমগ্র খোয়াই সাব ডিভিশান রিজার্ভ অঞ্চল, তারপরে সাব্রুমের ২/৩ অংশ হচ্ছে রিজার্ভ অঞ্চল,। তাই আমি মনে করি এই রিজার্ভ অঞ্চল যদি রাখতে হয়, তাহলে সেটা কোথায় রাখা হবে, এটা আগে নির্দ্ধারণ করা দরকার। তবে আমি এমন কথা বলছিনা যে আদিবাসী-দের জমি বিক্রী করার ব্যাপারে কোন রেষ্ট্রিকশান থাকবে না, এখানে রিজনবাল একটা রেষ্ট্রিকসান থাকবে। তবে একটা কথা কি? আগে যে সময় ছিল, আর এখন যে সময়, তার

মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। মহারাজা সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ আদিবাসীদের জন্য রিজার্ভ অঞ্চল বলে ঘোষণা করে গেছেন সেই সময়ে ত্রিপুরা লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৬/৭ লক্ষ এবং তার মধ্যে আদিবাসী ছিলেন ৩ লক্ষ। কাজেই এই ৩ লক্ষের জন্য তিনি ত্রিপুরার অর্দ্ধেক অংশ রিজার্ভ অঞ্চল বলে ঘোষণা করে গেছেন। কিন্তু এখন ত্রিপুরা লোক সংখ্যা কত? এখন প্রায় ১৭/১৮ লক্ষ হবে আর এই ১৭/১৮ লক্ষের মধ্যে আদিবাসী হবে খুব জোর ৪ লক্ষ। কিন্তু এখনও কি তাদের জন্য ত্রিপুরার অর্দ্ধেক অংশ রিজার্ভ করে রাখতে হবে? তবে তাদের জন্য যে কিছু সংরক্ষিত করার দরকার নেই, সেটা আমি বলছিনা। আমি যেটা বলছি সেটা হল ত্রিপুরার লোক সংখ্যা অনুপাতে তাদের জন্য, তাদের প্রয়োজনে কিছু অংশ রিজার্ভ এলাকা করে রাখতে হবে। কাজেই মহারাজার আমলে যে রিজার্ভ ছিল, সেটাকে আমি স্বীকার করতে পারিনা। আমি এখানে সাজেশান রাখব, বর্ত্তমানে যে হারে লোক সংখ্যা বাড়ছে এবং তাদের বসতি ইত্যাদি করতে যে একটা অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে, সেটার কথা বিবেচনা করে এই রিজার্ভ অঞ্চলকে যেন আবার নূতন করে নির্দ্ধারণ করা হয়। কেন আমি এই কথা বলছি? বলছি এই কারণে যে তাদের ৪ লক্ষ লোকের জন্য যদি ত্রিপুরার অর্দ্ধেক অংশ রাখা হয়, তাহলে বাকী যে ১৩/১৪ লক্ষ লোক রইল, তাদের কোথায় জায়গা হবে? তারা এই রাজ্যে থাকতে পারবে না। তাই আমার বক্তব্য হল এই বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হবে এবং সেইভাবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে হবে।

তাছাড়া আজকে আমরা আর মহারাজার আমলে বাস করছি না, আমরা বাস করছি সমাজতন্ত্রের যোগে এবং আমাদের সমাজতন্ত্রে এমন কোন ধারা নেই যেখানে এমন কথা লেখা আছে যে অমুক জায়গা ট্রাইবেলদের জন্য আর অমুক জায়গা নন-ট্রাইবেলের জন্য। ট্রাইবেল-দের মধ্যে যেমন গরীব আছে, তেমতি আবার ধনীও আছে, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন আছে। কাজেই ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সবাই সমাজতন্ত্রের যোগে সমান। তবে একটা কথা হল যেহেতু তারা আমাদের বিশাল ভারতবর্ষের সমাজের মধ্যে গরীব, সেহেতু তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার এবং তারা যে সেটা পাচ্ছে না এমন নয়। সরকার তাদের বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন। তবে আজকালকার দিনে আলাদাভাবে সংরক্ষিত অঞ্চল বলে কোন কথা নেই। সেটা মহারাজার আমলে থাকতে পারে, কিন্তু এখন নেই। আজকের দিনে যে গরীব আদিবাসী হউক, অ-আদিবাসী হউক, যেই হউক না কেন, তাকেও গরীব বলে আমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এবং প্রয়োজনমত তার জন্য জায়গা সংরক্ষিত রাখতে হবে। কাজেই আদি-বাসীদের জন্য সংরক্ষিত অঞ্চলে একেবারে খুঁটি দিয়ে, ফেনসি দিয়ে করার যে কথা মাননীয় সদস্য বলছেন, সেটা আমি বিরোধীতা করি।......

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন, এই প্রস্তাবকে বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি সমর্থন করতে পারি না

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে মহারাজার আমলে ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া যে করা হয়েছে, সেই এরিয়া ১৭৬০ বর্গ মাইল যেন ডিমারকেট করা হয়। আমি নিজে বুঝতে পারি না, মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তব্যে একথা পরিষ্কার বুঝাতে পারেন নি যে এই প্রস্তাবিত ১৭৬০ বর্গ মাইল এরিয়াতে খুঁটি যদি দেওয়া হয়, তাহলে ট্রাইবেলরা উন্নতির সর্বশিখরে উঠে যাবেন, এটার কার্য্যকরণ সম্পর্কে উনারা কোন যুক্তি দেখাতে পারেন নাই। অথচ উনাদের ভাব এরকম যে যদি ট্রাইবেল রিজার্ভ ডিমারকেট করা হয়, তাহলে ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা হবে, কিন্তু বাস্তব ঘটনা যেটা, সেটা হচ্ছে এই, ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া যেখানে ১৭৬০ বর্গ মাইল বলা হয়েছে, সেখানে আমরা জানি, মহারাজার কোন উদ্দেশ্য ছিল এই রিজার্ভ এরিয়া যখন করেন, উনাদের বক্তব্য এর মধ্যে অবশ্য বলেছেন উনি শান্তি রক্ষা করার জন্য এটা করেছেন, এবং উনার দূরদর্শী তার প্রশংসা করেছেন, কিন্তু আমরা সেই দূরদর্শীতার মধ্যে কি দেখতে পাই, মানুষের যখন সর্বনাশ হয়, তখন তাঁদের খুশি হয় এবং উনারা সেটা করে খুশি হন. এটাই হয়তো উনাদের নীতি। এই ট্রাইবেল এরিয়া যখন করা হয়, ত্রিপুরাতে তখন এমন কতকগুলি ট্রাইবেল ছিল, যারা কৃষ্টিতে, সংস্কৃতিতে, চিন্তায়, চেতনায়, তাদের অবস্থা, এই যে পাঁচটি উপজাতি— ত্রিপুরী, হালাম, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, এদের চেয়ে অনেক পেছনে ছিল, কিন্তু এই রিজার্ভ এরিয়াতে কেবলমাত্র পাঁচটি উপজাতিরই অধিকার ছিল, সেখানে লুসাই, মগ, চাকমা, ইত্যাদি যারা চিন্তায়, চেতনায় ব্যাকওয়ার্ড অন্যান্য কমিউনিটির মতই, তাদেরকে কোন মহান উদ্দেশ্যে তিনি বাদ দিলেন ট্রাইবেল রিজার্ভের সুযোগ সুবিধা থেকে, সেকথা উনারা বলেন নাই। তাছাড়া অনেক ট্রাইবেল তথাকথিত ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়াতে পুরুষানুক্রমে, আদার দ্যান দিজ ফাইভ মেনশণ্ড ইন দি ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়া যেমন মগ, চাকমা, লুসাই, অনুন্নত যে সমস্ত পরিবার সেখানে ছিল, পুরুষানুক্রমে বসবাস করছিল, তাদেরকে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই মহৎ হতে পারে না এবং ট্রাইবেল এরিয়া যেভাবে আছে, সেইভাবে ডিমারকেট করতে যাওয়া মানে হচ্ছে বংশানুক্রমে সেখানে যারা বসতি করছে, তাদেরকে উচ্ছেদ করা। এছাড়া আমাদের মাননীয় সদস্য চৌধুরী মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে মুহুরীপুর এলাকাতে কোন ট্রাইবেল রিজার্ভ নাই, আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি যে খোয়াই, অমরপুর অঞ্চলে যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ এরীয়া আছে, সেখানে অনেক নন-ট্রাইব, বাঙ্গালী এবং আদার দ্যান দিজ ফাইভ ট্রাইবস সেখানে অন্যান্য ট্রাইবকে সেখানে মহারাজা নিজে সেটেলমেন্ট দিয়েছেন। সুতরাং নিজেই তিনি সেই রিজার্ভ এরিয়াতে নূতনভাবে সেটেলমেন্ট দিয়েছেন। তাছাড়া পার্টিশানের পরে, ত্রিপুরাতে রিফিউজী—ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এসে গেছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য অনেক কেলো ল্যাণ্ড যেগুলি ট্রাইবেল রিজার্ভে পরে বলে দাবী করছেন, তাদের সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সমস্ত ট্রাইব যারা ঐ উল্লেখিত পাঁচটি ছাড়া আছেন, লুসাই, মগ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, তারাও অনুন্নত, অশিক্ষিত, ব্যাকওয়ার্ড, তাদের উন্নয়নের কথাও বলা উচিত, অথচ তাদের কিভাবে রক্ষা করা যায়, সেটা উনারা বলছেন না। কাজেই আজকে পুনর্বাসন প্রাপ্ত উদ্বাস্তু এবং অন্যান্য যে সমস্ত ট্রাইবস আছে, এই উল্লেখিত পাঁচটি

ট্রাইব ছাড়া, তাদেরকেও ট্রাইবেল রিজার্ভ এরিয়াতে, তাদের যে দখলিকৃত জমি আছে, সেই জমিতে তাদেরকে রেগুলার করে তাদেরকে সেটেলমেন্ট না দিয়ে, সেই রিজার্ভ এরিয়া ডিমারকেট করার প্রশ্ন এখানে উঠে না। আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু ট্রাইবেলের নয়, ট্রাইবেল, উদ্বাস্তু ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল মিলিয়ে, সকলের উন্নয়নের পরিকল্পনাই সরকারকে করতে হবে, তারই নাম সমাজবাদ, গণতন্ত্র। জাতি, ধর্মের উর্দ্ধে থেকে আমাদের ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে। ট্রাইবেল রিজার্ভ মধ্যে উদ্বাস্তু আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ক্রমে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, যারা লুসাই, মগ, কুকি, পুরুষানুক্রমে সেখানে বসবাস করছে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। নুতনভাবে জুমিয়া পুনর্বাসনের পরিকল্পনা আছে, তাদেরকে রেগুলার করতে হবে, তাদেরকে জমিতে অধিকার দিতে হবে, তা না করে ট্রাইবেল রিজার্ভকে ডিমারকেট কর, সেটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিকবাদ, এবং এটা একটা ডিসক্রিমিনেটারী ব্যবস্থা, মানুষে মানুষে, ট্রাইবেল এ ট্রাইবেলে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা, বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেলের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করা।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Minister to sum up the discussion.

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মহারাজা যে চিন্তা ধারা নিয়ে সেটা করেছিলেন, আজকে আমাদের নুতনভাবে সেই চিন্তা ধারাকে চেঞ্জ করতে হবে। আজকে ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের ১৮৭ ধারায়, যে ট্রাইবেল স্বার্থ রক্ষার যে বিধান আছে, সেই বিধানকে অক্ষত রেখে, ট্রাইবেল রিজার্ভের কথা পুনর্বিবেচনা করতে হচ্ছে, এবং কিভাবে পুনর্বিবেচনা করব, ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলের স্বার্থে, পরবর্তী সময়ে আবার সেটার স্পেসিফিক ষ্টেপ নেব, সেটা পরে জানা যাবে। শুধু ডিমারকেট করা হচ্ছে না, এই কারণে ট্রাইবেলরা তাদের স্বাপ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেটা ঠিক নয়, বরং সেটা করা হলে, ট্রাইবেল এবং নন-ট্রাইবেলদের মধ্যে বিভেদ বাড়বে ট্রাইবেলের স্বার্থই এতে ক্ষুন্ন হবে বেশী, সেই জন্যই এই অবস্থায় আমরা ডিমারকেট করতে পারি না। এ কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পাঁচ জাতির জন্য যে ট্রাইবেল রিজার্ভ সেটাকে বজায় রাখার জন্য একটা প্রস্তাব মাননীয় সদস্যরা উত্থাপন করেছেন। তাদের উত্থাপনের ভিত্তি হল এই যে, মহারাজার আমলে ঐ ৫টি জাতি স্বর্গের লোক। অতএব আমরা দেখেছি স্বর্গের নমুনা। স্বর্গের নমুনা হল এই যে জুমিয়ারা রয়ে গেল এবং সে সমস্ত অঞ্চলে, অমরপুর অঞ্চল, বিলোনীয়া অঞ্চল, সাবরুম অঞ্চল, খোয়াই অঞ্চল, মহারাজার আমলে সেখানে জমি দেওয়া হয়েছে। কারণ মহারাজা ঐ যে আইনটা করেছিলেন, সেটা কোন আইন নয়।

সেটা একটা নোটিশ ছিল। অতএব এই নোটিশের বলেই আমরা সেটাকে আইন ধরে নিয়েছি। তাই যদি হত যে ট্রাইবেল রিজার্ভ মহারাজার আমলে করেছিল ৫ জাতির জন্য, তাহলে তারা চাষে গেল না কেন, জমিতে নামল না কেন? হাজার হাজার বছর ধরে সেই লোকেরা তার একপাশে চলছে, কৃষি আর এক পাশে চলছে সেই ৫ জাতির রিজার্ভ যে করেছিল তারা জানলে যে যেখানে থাকত সেখানে চলে যেত। তার মধ্যে ছিল গারো, ছিল মগ, ছিল চাকমা, ছিল লুসাই, ছিল মুণ্ডা। কিন্তু তা করেছিল কেন? ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল ছিল তখনকার নীতি। ফিউডাল ষ্টেটে ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল ছিল তাদের উদ্দেশ্য। অতএব এই উদ্দেশ্যকে তারা আজকে বজায় রাখতে চায়। তারজন্য ট্রাইবেলে ট্রাইবেলে সংঘাতের সৃষ্টি করে। কারণ আমরা জানি তারা ইণ্ডিয়ান লিষ্টে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত যারা ট্রাইবেল আছে সেই ট্রাইবেলকে দিতে হবে জমির অধিকার, দিতে হবে তাদিগকে জমির উপর স্বত্ব। তাই জমির উপর স্বত্ব দিতে গেলে আমরা জানি যে ডিভাইড অ্যাণ্ড রুলস করে তাদের শাসন করব শোষন করব সেই ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য আজ তারা চীৎকার করছে। আবার বলছেন যে তারা এই আইনকে বজায় রেখে কি করে ঐ সমস্ত সম্প্রদায় যারা সেখানে আছে তাদের রাখা যাবে। তাই ইণ্ডিয়ান সিডিউল্ড লিষ্টে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে তাদিগকে জমির অধিকার দিতে গেলেই এই আইনকে রূপায়িত করতে হবে। রূপায়িত না করে কি করে তাদিগকে সেই অধিকার দেওয়া যাবে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে তারা আইনকে রূপায়িত করার চিন্তা করছেন না। তারা সেই রাজার আইনকে বজায় রেখে তাদের শোষণকে শাসনকে বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে চান এবং ট্রাইবেলের নাম দিয়ে করছেন, ভূমিহীনের নাম দিয়ে করছেন, উদ্বাস্তুদের নাম দিয়ে করেছেন। অতএব আজকে সেই দিকে চিন্তা করে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষকে চিন্তা করতে হবে এই আইন বে-আইনী প্রয়োগ করা হয়েছিল ট্রাইবেলদের মধ্যে, ট্রাইবেলদের মধ্যে বিভেদের জন্য তা করা হয়েছিল এবং তার উদ্দেশ্য ছিল অপর জাতিকে বোধ হয় বাদ দেওয়া। যারা খৃষ্টান, তাদের বাদ দেওয়া হবে, সমর, মুণ্ডা, সাঁওতাল যারা হিন্দু ছিল তাদিগকে বাদ দেওয়া হবে। বাদ দেওয়া হয়েছিল এইজন্য যে তারা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় বলে পরিগণিত হবে ভারতবর্ষের দরবারে। এই চিন্তা নিয়েই ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম এই আইন করেছিলেন। অতএব তারা আজকে সেই অনুসারেই সেই চিন্তা করেই তখনকার সময়ে এই আইন প্রচলন করেছিলেন যে এই যে ট্রাইবেলরা, এই পঞ্চ জাতির মধ্যে যারা আছে তারা শূয়র পালতে পারবে না. মোরগ পালতে পারবে না। তাহলে সেই আইন কেন করা হয়েছিল? করা হয়েছিল ত্রিপুর ক্ষত্রিয় হিসাবে ভারতবর্ষের দরবারে পরিচিতি লাভ করবার জন্য। এই আইন ছিল কম্যুনাল এবং সেই কম্যুনাল আইনকে আমরা আজকে বর্তমান পরিবেশে রাখতে পারি না। তাই আমরা রিপীল চাই, যার ফলে প্রতিটি ভূমিহীন মানুষেরা, জুমিয়ারা জমির অধিকার পাবে। সেজন্যই পুনর্বাসন কার্য সুরু হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান সিডিউলড লিষ্টে যে সমস্ত ট্রাইবেল আছে এবং যে সমস্ত উদ্বাস্তরা এখানে এসেছে এবং সেখানে

ভারত সরকারের মত অনুসারে এবং তাদেরও মত অনুসারে তারাও বলেছিল যে আমরা এখানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন চাই এবং সেই অনুসারে তাদিগকে সেখানে বসানো হয়েছে। আজ এই আইন বজায় রাখলে পরে সেই সমস্ত লোককে উচ্ছেদ করতে হবে কিনা তাই আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি। তারা এমন একটা কম্যুনাল আইনকে জিইয়ে রাখতে চান তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে বজায় রেখে শাসনকে শোষণকে বজায় রেখে এবং ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল্‌স করে সমাজে সমাজে এবং সেক্‌টে সেক্‌টে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদের সৃষ্টি করে তারা ডিস-ইনটিগ্রেশন ক্রিয়েট করার জন্য প্রস্তাবটা এনেছেন। সেজন্যই আমি তার বিরোধিতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— নাউ প্লীজ গিভ ইওর রিপ্লাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে সরকার পক্ষ যা বলেছেন সেটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা কথা বলেছেন যে পঞ্চ জাতি, এরা নাকি শোষণ করছে এবং এই শোষণকে অব্যাহত রাখার জন্যই নাকি আমরা এই প্রস্তাব এনেছি। মহারাজা কন এই অর্ডার চালু করেছিলেন সেটা ঐ অর্ডারের মধ্যেই আছে এবং সেই অর্ডারটা পড়লেই পরিষ্কার বুঝা যাবে। মহারাজা ডিক্লেয়ার করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে টু আপলিফ্‌ট দি লাইফ অব দি ট্রাইবেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর এই স্টেটমেন্ট উইথড্র করা না হলে আমি এই প্রস্তাবে ঠিক করবই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর বিপক্ষে বলতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন যে এটা সাম্প্রদায়িক, আরও অনেক কিছু বলেছেন এবং বলেছেন যে এটা এমন জায়গায় ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল যেখানে আদৌ ট্রাইবেল ছিল না। কিন্তু যখন এই অর্ডারটা ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে তখন তিনি এইখানে ছিলেন না। সেই ইতিহাস যদি তারা খুঁজে দেখতেন তাহলে নিশ্চয়ই পেতেন। তাদের কথায়, সরকার পক্ষের কথায় এটাই প্রমাণ হয়েছে যে ট্রাইবেলকে রক্ষা করতে গিয়ে তারা ইনটেন্‌শনেলী বলেছেন যে চোরকে বলছেন চুরি কর আর গৃহস্থকে বলছেন সজাগ থাক। অন্ততঃ মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল বাবুর কথা থেকে এটাই মনে হয়। রিমার্কের কোন দরকার নেই। অর্থাৎ তাদের যে ঘর বাড়ী তাদের যে সম্পত্তি বা জমিজমা আছে, সেগুলির কোন বাউণ্ডারী থাকবে না। আমার মনে হয় আজকে সরকার পক্ষের যেসব সদস্য আমার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, তারা নিজেরা যার যার বাড়ীতে ফিরে গিয়ে তাদের ঘর দরজা ভেঙ্গে দিবেন। কারণ তাদের তো বাউণ্ডারীর কোন দরকার নেই। আজকে যদিও আমরা ত্রিপুরার ম্যেপে দেখছি যেসব অঞ্চলকে রিজার্ভ করে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলির একটা চিত্র রয়েছে, কিন্তু ফিজিক্যালী সেগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। তাই আমি সরকার পক্ষকে আমার এই প্রস্তাবটা হাউসের সামনে এনে এটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে উদ্দেশ্যে সরকার এই সব রিজার্ভ ঘোষণা করেছিলেন, ফিজিক্যালী তার বাউণ্ডারীগুলি ঠিক করে দিয়ে, তাদের সেই উদ্দেশ্যকে যেন কার্যকর করেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছু দিন আগেও আমরা উপরাজ্যপালের ভাষণে দেখেছি এই ট্রাইবেল রিজার্ভ সম্পর্কে, ত্রিপুরা যে ৫টা জাতির

জন্য এই রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটাকে সংশোধন করে নূতন করে আবার ঘোষণা করা হবে। তারা কিন্তু উপরাজ্যপালের ভাষণকে তখন সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এখন যা দেখছি উপরাজ্যপালের ভাষণে যা ছিল, তাকে কার্যে রূপায়িত করবার জন্য, আমি এই যে প্রস্তাব এনেছি, এটাকে তারা বিরোধীতা করছেন। তাতে আমার মনে হয়, তারা যে উপরাজ্যপালের ভাষণকে সমর্থন করেছিলেন সেটা শুধু তাদের মুখেরই সমর্থন ছিল, অন্তরের কোন সমর্থন ছিল না। তাই উনারা মহারাজার আমলের যে অর্ডার, সেই অর্ডারটা যে কি, সেটা সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা যেন এখানে এসে দিক বেদিক হারিয়ে ফেলেছেন। তাই ভবিষ্যতে যেন তাদের আর এই রকম কোন ভুল না হয়, এটা কামনা করে, আমি এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছি, সেটা যেন হাউস একসেপ্ট করেন এবং মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভের যে সর্ত্ত, সেটা রক্ষা করে অবিলম্বে ১৯৬০ বর্গ মাইল রিজার্ভ সীমানার ফিজিক্যাল ডিমার্কেশান করা হয়। এই বলে আমি আমার প্রস্তাবে ষ্টিক করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now, discussion on the resolution is over. The question before the House is the Resolution moved by Shri Bajuban Riyan that—

এই বিধান সভা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে যে মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভের সর্ত্ত রক্ষা করা ও অবিলম্বে ১৯১০ বর্গ মাইল রিজার্ভ সীমানার ফিজিক্যাল ডিমার্কেশান করা হউক।

(The Resolution was put and lost by vioce vote)

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday, the 13th April, 1971.

Papers laid on the table.

Appendix—A

STARRED QUESTION NO. 202

by **Shri Abhiram Deb Barma.**

প্রশ্ন

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be Pleased to state—

১। ত্রিপুরা T. D. Block গুলির মধ্যে কোন কোন Block এ সরকারী কর্ম্মচারীদের (ক) quarter (খ) বিশেষ ভাতা দেওয়া হয় তার বিবরণ :

২। যদি কোয়ার্টার ও বিশেষ ভাতা না দেওয়া হয়ে থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

(ক) কাঞ্চনপুর, সাতচাঁদ এবং অমরপুর T. D. Block এ staff quarter আছে। ডুম্বুরনগর ও ছামনু T. D. Block এর staff quarter এখনও নির্মিত হয় নাই।

(খ) কোন T. D. Blockই কর্মচারীদের জন্য বিশেষ ভাতা মঞ্জুর হয় নাই।

২। ডুম্বুরনগর ও ছামনু T. D. Blockএর staff quarter এর স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে, estimate তৈয়ার করা হইতেছে। T. D. Block এর কর্মচারীদের জন্য কোন বিশেষ ভাতা প্রযোজ্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 277.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা সরকার পশ্চিম বাংলা সরকারের নিকট লিখে জানতে পেরেছেন যে মন্ত্রীদের P. A. এর Post এ stenographer দের মধ্য থেকেই নেওয়া উচিত,

২। যদি সত্য হয় তবে ত্রিপুরার মন্ত্রীদের P A. কি Stenographer দের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হইয়াছে ;

৩। যদি তা না হয়ে থাকে, তবে এই নিয়োগ সম্পর্কে সরকার কি করবেন ?

৪। ত্রিপুরা সরকারের Stenographer দের পক্ষ থেকে কি এই ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ জানানো হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রীদের P. A. পদে নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রনয়ন করার জন্য ১৯৬৮ সালে ত্রিপুরা সরকার পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যের নিকট চিঠি লিখিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন সেই সকল রাজ্যে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রাপ্ত উত্তর হইতে দেখা যায় যে বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত।

২। ১৯৬৩ইং সনে ত্রিপুরার প্রথম মন্ত্রীসভা গঠিত হইলে মন্ত্রীদের P. A. নিয়োগের প্রশ্ন উঠে। তৎকালে পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারীদের পক্ষে প্রচলন করার বাধ্য-বাধকতা ছিল না। মন্ত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী কয়েকজন Stenographer ও other staff P. A. এর পদে নিয়োগ করা হয়।

৩। ত্রিপুরা মহাকরণের Stenographer দের Service Rules প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রীদের P. A. এর Post এ নিয়োগ পদ্ধতি উক্ত Service Rules মত করা হইবে।

৪। ত্রিপুরা সরকারের মহাকরণের Stenographer গণ উক্ত পদের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়ন করার জন্য স্মারক-লিপি প্রভৃতি দাখিল করিয়াছেন।

STARRED QUESTION NO. 305
By Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১। গত ২২-৩-৭১এ একদল গুণ্ডা সাবরুম টাউনে দুইজন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীকে মারপিট করেছে এবং প্রাক্তন এম, এল, এ, সুনীল চৌধুরীর দোকানে হামলা করেছে এই মর্মে পুলিশ কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি ?

২। যদি পেয়ে থাকেন, এ সম্পর্কে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম ?

৩। যদি কাকেও গ্রেপ্তার না করা হয়ে থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। গত ২২-৩-৭১ইং সাবরুম বিধান সভার প্রাক্তন সদস্যের দোকানের সামনে সি, পি, এম ও সি, পি, আই এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে মারামারির অভিযোগ পুলিশ উভয় পক্ষ হইতেই পায়। দুই দলের মধ্যে ঢিল নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, ফলে দোকানটির কিছু কাচের জানালা ও কাচের পাত্র ভাঙ্গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫০ টাকা। ছাত্র ফেডারেশনের কোন ছাত্রকে গুণ্ডা মারধর করিয়াছে এমন কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

২। উপরে উল্লিখিত বিষয়ে দুইটি পাল্টা কেইস্ রেজিষ্ট্রীভুক্ত করা হইয়াছে। সি, পি, এম এর অভিযোগে কেইস্ নং ৬(৩)৭১ ইউ/১৪৮/১৪৯/৩২৬/৪২৭ আই, পি, সি, এবং সি, পি, আই এর অভিযোগে কেইস্ নং ৭(৩)৭১ ইউ/এস ১৪৮/১৪৯/৩২৩ আই, পি, সি, রেজিষ্ট্রীভুক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কেইসের জন্য ৪ জন সি, পি, আই এর সমর্থক যথা : সর্বশ্রী ঝান্টু দে, পিন্টু সরকার, মন্টু সরকার ও অমর সরকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় কেইসে সি, পি, এম সমর্থক দুইজন সর্ব্বশ্রী দীপক বসাক ও তুষার দত্তকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 317

By Shri Abhiram Deb Barma.

QUESTION

১) Sabroom Satchand Block Project Executive Officer Shri Behari De'র বিরুদ্ধে Central Intelligence Bureau কি কোন দুর্নীতির মামলা দায়ের করেছেন ?

২) যদি দায়ের করে থাকেন, দুর্নীতির বিবরণ।

৩) শ্রী দে কি বর্ত্তমানে সাসপেণ্ড আছেন ?

ANSWER

১) জনস্বার্থের খাতিরে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ব্যক্ত করা সমিচীন হইবে না।

২) ও ৩) The required information cannot be disclosed in the interest of Public.

Papers laid on the Table Appendix 'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 265.

By Shri Baju Ban Riyan.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে যতন বাড়ী তীর্থমুখ রাস্তা তৈযার করিতে যাহাদের জমি পড়িয়াছে তাহারা সবাই আজ পর্য্যন্তও ক্ষতিপূরণ পায় নাই ;

২। ক্ষতিপূরণ পায় নাই এমন জমির মালিকের সংখ্যা কত ? তাহাদের নাম কি কি ?

উত্তর

১ ও ২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীনে আছে।

UNSTARRD QUESTION NO. 276.

Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Publicity Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭০—৭১ সনে ত্রিপুরা ও বাহিরের কোন দৈনিক এবং সাময়িক সংবাদ পত্র সরকার থেকে কত টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছেন ;

২। এই বিজ্ঞাপন বিলির ব্যাপারে সরকার কি নীতি অনুসরণ করেন।

উত্তর

১। ১৯৭০—৭১ সনে ত্রিপুরা ও বাহিরের কোন দৈনিক ও সাময়িক সংবাদ পত্র সরকার থেকে কত টাকার বিজ্ঞাপন পেয়েছেন তাহার বিবরণ দিয়ে দেওয়া হইল। ক্ল্যাসিফাইড বিজ্ঞাপনের হিসাব ডিসেম্বর, ১৯৭০ এবং ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের হিসাব মার্চ, ১৯৭১ ইং পর্য্যন্ত দেখান হইয়াছে। এখনও কোন কোন বিল পাওয়া যায় নাই।

পত্রিকার নাম		ক্ল্যাসিফাইড	ডিসপ্লে	মোট টাকা
১		২	৩	৪
ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত				
জাগরণ	(দৈনিক)	১৪,১১৩·০০	৭০৩১·৭০	১৭১৪৪·৭০
গণরাজ	,,	১৪,৬৩২·০০	৬১৩·২০	১৫২৪৫·২০
রুদ্রবীণা	,,	৩,৯০৪·০০	৬৬৩২·৯০	১০৫৩৬·৯০
ভাবী ভারত	,,	১৬৭৬·০০	৩৬৬·৭০	২০৪২·৭০
দৈনিক সংবাদ	,,	—	৬৪০·০০	৬৪০·০০
মানুষ	(অর্দ্ধ সাপ্তাহিক)	৪,২৩৮·০০	৯৭৬·৬০	৫২১৪·৬০
ত্রিপুরা	(সাপ্তাহিক)	৩১৬৩·০০	৩৪৯২·৪৪	৬,৬৫৫·৪৪
গণ সংহতি	,,	৩০৭২·০০	২১২১·৫৫	৫১৯৩·৫৪
ন্যায়দণ্ড	,,	৩,২৩৩·০০	৯১০·১০	৪১৪৩·১০
সমাচার	,,	৩,৭৮২·০০	৯৭৬·৬০	৪৩৫৮·৬০
সীমান্ত	,,	৩,০০১·০০	৪৬৪৪·০৯	৭,৬৪৫·০৯
ইয়াপ্রি	,,	২৯৫৮·০০	১৯৯৬·৯০	৪৯৫৪·৯০
ত্রিপুরা টাইমস	,,	৩২৮৫·০০	২৮১৩·৬০	৬০৯৮·৬০
বিবেক	(সাপ্তাহিক)	৩৭৯৯·০০	২৭৮১·৬০	৬৫৮০·৬০
অগ্রগতি	,,	৩৩২১·০০	৩১২৯·৫৪	৬৪৫০·৫৪
আর্য্যশক্তি	,,	২৭১৯·০০	১৮৪৬·৯০	৪৫৬৫·৯০
মারুপ	,,	২৯৩৫·০০	১৭৫২·৭৫	৪৬৮৭·৭৫
ত্রিপুরার কথা	,,	২৩৮৬·০০	৮৯০·১৫	৩২৭৬·১৫
সমবায় বার্তা	,,	২৬১৯·০০	৬৬১·২০	৩২৮০·২০
সন্ধানী	,,	২৩৫১·০০	৯৮০·৪০	৩৩৩১·৪০
নতুন বার্তা	,,	২১১৭·০০	৬৬০·৯০	২৭৭৭·৯০
গণ অভিযান	,,	১২৪৪·০০	১০৬·৪০	১৩৫০·৪০
অগ্রদূত	,,	১৩৯১·০০	৮৬১·৬০	২২৫২·৬০
নাগরিক	,,	৫৪৮·০০	১৩০২·৩০	১৮৫০·৩০

১	২	৩	৪
ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত			
ফরিয়াদ (সাপ্তাহিক)	১১২·০০	১২৭৭·৩০	১৩৮৯·৩০
নবজ্যোতি ,,	—	২০৫১·২৫	২৫৫১·২৫
ত্রিপুরা প্রদেশ ,,	—	২৭১·৭০	২৭১·৭০
কাজের শেষে ,,	—	৩১৮·০০	৩১৮·০০
সুকুমার ,,	--	১০২৭·৯০	১০২৭·৯০
বিদ্রোহী ,,	—	৯৭৬·৬০	৯৭৬·৬০
কাণ্ডারী ,,	—	১৩৪৫·৭৬	১৩৪৫·৭৬
ভারত কল্যাণ ,,	—	৭২৮·৬৫	৭২৮·৬৫
প্রমোদ বার্তা ,,	—	৩৭১·৮০	৩৭১·৮০
স্বাধিকার ,,	—	৩৮৯·৫০	৩৮৯·৫০
আমাদের কথা (পাক্ষিক)	—	৬৯৪·১৫	৬৯৪·১৫
জনপথ (সাপ্তাহিক)	—	২২৪·২০	২২৪·২০
দর্শন ,,	—	৬০২·৭০	৬০২·৪০
মহাব্রত ,,	—	১০৬·৪০	১০৬·৪০
নাদছন্দা (ত্রৈমাসিক)	—	৬২০·০০	৬২০·০০
উদিতি (ত্রৈমাসিক)	—	৩১১০·০০	৩১১০·০০
নন্দিনী (মাসিক)	—	২৩৯৩·৯৪	২৩৯৩·৯৪
স্বাগতম (ত্রৈমাসিক)	—	১৩৪১·৮৭	১২৪১·৮৭
পৌনমী (মাসিক)	—	২০৫·০০	২০৫·০০
কাকলী (ত্রৈমাসিক)	—	১৪৩২·৬৯	১৪৩২·৬৯
খেয়াল (মাসিক)	—	১৩৫·০০	১৩৫·০০
জ্যোতি (ত্রৈমাসিক)	—	৮৪১·২২	৮৪১·২২
নবাগতা ,,	—	৬৫·০০	৬৫·০০
জোনাকী ,,	—	২০০·০০	২০০·০০
স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন (ত্রৈমাসিক)	—	৩০০·০০	৩০০·০০
অনির্বান ,,	—	৬৫০·০০	৬৫০·০০
অরূপ ,,	—	১২০·০০	১২০·০০
ব্রততী ,,	—	৪০·০০	৪০·০০

১	২	৩	৪
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত			
আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক)	১৭৯২২·৫৯	৫৩৪৬·০০	২৩,২৬৮·৫৯
যুগান্তর ,,	১২১১৭·৮৩	৩৬৫৯·০৬	১৫৭৭৬·৮৯
বসুমতী ,,	৮,২৪৯·৬০	—	৮,২৪৯·৬০
অমৃত বাজার পত্রিকা ,,	১৪০৬৫·৭৩	৩৭৭৫·২০	১৭৮৪০·৯৩
ষ্টেটসম্যান ,,	৮৭০৬·২০	৭৯২·০০	৯৪৯৮·২০
ইঞ্জিনিয়ারিং টাইমস			
পাবলিকেশন (পাক্ষিক)	৭২৬·৩০	—	৭২৬·৩০
হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড (দৈনিক)	৩১৪৬·০০	৯১৫·২০	৪০৬১·২০
কারেন্ট ডায়নামিক	-	৫০০·০০	৫০০·০০
ফ্রন্টিয়ার (মাসিক)	—	৪৫০·০০	৪৫০·০০
প্রভৃদ্ধ ভারতী ,,	—	৪৫০·০০	৪৫০·০০
কলাতীর্থ	—	১৫০·০০	১৫০·০০
কেশরা	—	৩৫০·০০	৩৫০·০০
নালন্দা (ত্রৈমাসিক)	—	১৮০·০০	১৮০·০০
শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির (বার্ষিক)	—	২৫০·০০	২৫০·০০
ঠাকুর রিচার্স ইন্‌ষ্টীটিউট (ত্রৈমাসিক)	—	১৫০·০০	১৫০·০০
প্রভাত (মাসিক)	—	২১৬০·০০	২১৬০·০০
একক (ত্রৈমাসিক)	—	৫৫০·০০	৫৫০·০০
বিচার (সাপ্তাহিক)	—	৪০০·০০	৪০০·০০
সমকালীন (মাসিক)	—	৪২৫·০০	৪২৫·০০
এক্ষণ (ত্রৈমাসিক)	—	৪৫০·০০	৪৫০·০০
অন্যমনে	—	৪৫০·০০	৪৫০·০০
দর্শক	-	১২৫০·০০	১২৫০·০০
আমাদের ত্রিপুরা (ত্রৈমাসিক)	—	১৪৫০·০০	১৪৫০·০০
সাংবাদিক (সাপ্তাহিক)	—	২১৭৫·০০	২১৭৫·০০
জনবাণী ,,	—	৬০০·০০	৬০০·০০
নিউ দিল্লী হইতে প্রকাশিত			
টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া (দৈনিক)	৪০২·০০	—	৪০২·০০
হিন্দুস্থান টাইমস্ ,,	৭৭৪·১৮	—	৭৭৪·১৮

১	২	৩	৪
ইণ্ডিয়া—১৯৭১			
পাবলিকেশন ডিভিশন (বার্ষিক)	—	২০৭০·০০	২০৭০·০০
টুরিষ্ট ট্রেড অব ইণ্ডিয়া ,,	—	২০০·০০	২০০·০০
শঙ্কর্স উইকলি	—	৪১৬৩·৯০	৪১৬৩·৯০
অর্গানাইজার (সাপ্তাহিক)	—	১,৩২০·০০	১,৩২০·০০
লিঙ্ক (সাপ্তাহিক)	—	৮৪১·৫০	৮৪১·৫০
বিজিনেস এক্সাজিকিউটিভ (ত্রৈমাসিক)	—	৫০০·০০	৫০০·০০
পার্লামেন্টারী টাইমস্	—	৫২০·০০	৫২০·০০
কন্টেমপরারী	—	৬০০·০০	৬০০·০০
কওমি একতা (সাপ্তাহিক)	—	৭৭০·০০	৭৭০·০০
হিন্দুস্থান সমাচার (বার্ষিক)	—	৫০০·০০	৫০০·০০
মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত			
হিন্দু (দৈনিক)	—	৪৮১·২৫	৪৮১·২৫
আসাম হইতে প্রকাশিত			
আসাম ট্রিবিউন (দৈনিক)	২০৫৭·০০	—	২০৫৭·০০
শিলং টাইমস ,,	—	৪০০·০০	৪০০·০০
বোম্বে হইতে প্রকাশিত			
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস (দৈনিক)	—	৮৫৮·০০	৮৫৮·০০
ইকনমিক টাইমস ,,	১৬৭·২০	—	১৬৭·২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন বিলির ব্যাপারে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা পত্রিকার মর্য্যাদা, বয়স, জনমতে আস্থা, সাংবাদিকতার মান, পাঠক শ্রেণী, পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশ হয় কিনা ইত্যাদি বিচার করিয়া দেখা হয়। যে যে পত্রিকা সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার করে অথবা শ্রেণীগত বৈষম্যমূলক তথ্য পরিবেশন করিয়া বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে অথবা অযথা কুৎসা প্রচার করে অথবা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিকৃত তথ্য প্রচার করে এবং চরিত্র হননের চেষ্টা করে তাহাদের কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।

UNSTARRED QUESTION No. 278.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Local Self Govt. Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার মোট গাঁও সভার সংখ্যা কত তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

২। কোন গাঁওসভা ১৯৭০—৭১ সালে ত্রিপুরা সরকার থেকে কত আর্থিক সাহায্য পেয়েছে তার হিসাব।

উত্তর

১। মোট ৪৪৮টি গাঁওসভা তন্মধ্যে—

সদর—	৯২
সোনামুড়া—	৩৫
উদয়পুর—	৩৩
সাব্রুম —	২৯
অমরপুর—	৩২
বিলোনীয়া —	৩৩
খোয়াই—	৫৫
কমলপুর—	২৯
কৈলাসহর—	৪৮
ধর্ম্মনগর—	৬২

২। ১০টি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ৪৪৮টি গাঁওসভার প্রতিটিকে ৯০ (নব্বুই) টাকা করিয়া মোট ৪০,৩২০ টাকা ত্রিপুরা সরকার হইতে ১৯৭০—৭১ সালে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে গাঁও সভার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পঞ্চায়েত সেক্রেটারীর বেতন ভাতা ইত্যাদি সরকার হইতে দেওয়া হয়।

UNSTARRED QUFSTION NO. 299

By :—Shri Earshad Ali Choudhury.

প্রশ্ন

১৯৭০-৭১ইং সনে সরকার কোন কোন বিভাগের কতজন চাষীকে কত টাকা স্বল্পম্যাদী ঋণ প্রদান করিয়াছেন ; ঐ সনে কোন বিভাগে কতজন চাষীকে কি পরিমাণ টাকা কৃষি ঋণ বাবত প্রদান করিয়াছেন ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীনে আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 301

By :—Shri Earshad Ali Choudhry.

প্রশ্ন

১৯৭০-৭১ সালে সমগ্র ত্রিপুরায় কোন ডিভিশনে কতটি নতুন তহশীল অফিস স্থাপিত হইয়াছে ; এই তহশীল অফিসগুলিতে কি প্রকারের কতজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে ?

উত্তর

মহকুমার নাম	নতুন তহশীলের সংখ্যা	বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সংখ্যা	
		তহশীলদার/এডিঃ তহশীলদার	পিয়ন
ধর্ম্মনগর	১৯	৫০	৪১
কৈলাসহর	১১	৩০	২৬
কমলপুর	৮	২৬	২২
খোয়াই	১০	২০	২০
সদর	৪০	৮০	৮০
সোনামুড়া	১০	২০	২০
উদয়পুর	১০	১৭	৬
অমরপুর	৭	১৩	১০
বিলোনীয়া	১৫	২৮	১৯
সাবরুম	২	৪	১৪

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

The 13th April, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 13th April, 1971

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 25 Members

QUESTION

Mr. Speaker—To-day, in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.
Short Notice Question – Shri Frshad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury—Question No. 327.

Shri S. L. Singh—Question No. 327 Sir.

প্রশ্ন

১) ১৯৭০ ইং সনের জানুয়ারী মাস হইতে ১৯৭১ ইং সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্যন্ত কতজন শিক্ষিত বেকারকে খুচরা ব্যবসা শুরু করার জন্য সরকার হইতে দোকান তৈয়ারী করিয়া ভাড়া দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১) সরকার হইতে এখনও কোন দোকান ঘর তৈয়ার করা হয় নাই। সরকার থেকে একটা স্কীম করা হচ্ছে যাতে সরকার ঘর তৈরী করবে এবং মাশুলী রেণ্টে তাদেরকে দেবে, তার জন্য প্লান এবং এষ্টিমেটস স্যাংশান হয়েছে, তিনটি ব্লক করা হবে—দুইটি আগরতলায় এবং অন্যটি উদয়পুরে করা হবে। সেটা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—এই যে আগরতলা এবং উদযপুরে যে ঘরগুলি করা হবে তাতে আগরতলা এবং উদয়পুরের বাইরের বেকাররা সুযোগ সুবিধা পাবে কি না ?

শ্রী এস, এল. সিংহ—সেখানে ২৬টি রুম করা হবে সেই অনুসারে সেইগুলি দেওয়া হবে। সমস্ত লোককে এক সংগে দেওয়া সম্ভব হয় না।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—অন্যান্য সাবডিভিশনের লোকেরা সেই অনুপাতে এইরকম সুযোগ সুবিধা পাবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আনুপাতিক হিসাবে না দেওয়ার কোন কারণ নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী—আমার সাবডিভিশনের জন্য এইরকম কোন পরিকল্পনা নেওয়ার ইচ্ছা সরকারের আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—এটা যদি সাকসেসফুল হয় ; তাহলে সার্টেনলী আমরা অন্যান্য সাব-ডিভিশনেও সেটা করতে পারব।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এই যে বেকাররা যাদের জন্য ঘর নেওয়া হচ্ছে তাদের মূলধন দেওয়ার কি ব্যবস্থা হচ্ছে ?

শ্রী এস, এল. সিংহ—মূলধন ব্যাংক থেকে নেবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—কোন ব্যাংক থেকে—ষ্টেট ব্যাংক থেকে না কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—কো-অপারেটিভ যদি হয়, তাহলে কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে নেবে আর কমার্শ্যাল হলে কমার্শ্যাল ব্যাংক থেকে নেবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—যেসব বেকারের পক্ষে সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয়, তাদের কিভাবে লোন দেওয়া হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—জয়েন্ট বণ্ডে তারা লোন নেবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই সম্বন্ধে ন্যাশানালাইজড ব্যাংকগুলি যে আছে, সেগুলি থেকে কি পরিমাণ লোন এবং কয়জন যুবককে দেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এই যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, শিক্ষিত বেকারদের জন্য, তার মধ্যে দরিদ্রতম বেকার যারা তাদেরকে এই সুযোগ সুবিধা দিয়ে, অর্থের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে কিনা, যাদের পিতার মূলধন নেই, আত্মীয় স্বজন থেকে মূলধন এনে দোকান খোলতে পারবে না, তাদেরকে এই বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডুকেটেড আনএমপ্লয়েড যারা তাদের জন্য ২৬টি রুম করা হচ্ছে। তার মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য-এর সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হবে এবং সেটা ডেল্ট হবে একরডিং টু সিচুয়েশান।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এই শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে যারা গরীব অংশ, প্রায়রিটি হিসাবে তাদের দেওয়া হবে কিনা, এইরকম কোন প্রস্তাব একসেপ্ট করা হয়েছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বায়াস্ অনুসারে করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এর মধ্যে শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যারা গরীব তাদের প্রায়রিটি হিসাবে দেওয়া হবে এইরকম কোন প্রিন্সিপল অ্যাক্সেপ্ট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল সিংহ—এটা বায়াস অনুসারে করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—স্যার, তিনি বায়াস বলতে কি মীন করতে চাইছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—যাদের ব্যবসাবাণিজ্য আছে, তারাই যাবেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—তাহলে কি যাদের পিতার ব্যবসা আছে তারাই বেশী সুযোগ সুবিধা পাবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—ব্যবসাবাণিজ্য যারা করবে তাদের ছেলেরাই পাবে সেটা কোন কথা নয়। গরীবের ছেলেরাও পাবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—ব্যবসায়ীর ছেলেও বায়াসড, গরীবের ছেলেও বায়াসড সেখানে কি করে প্রায়রিটি দেওয়া হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—অ্যাকর্ডিং টু সিচুয়েশন সেটা বিচার করতে হবে।

Mr. Speaker—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar—Question No. 268.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, Question No. 268.

প্রশ্ন

উদয়পুর এলাকার ফুলকুমারী মাতা বাড়ী এবং গোকুলপুর ভূমিহীন কলোনীতে প্রত্যেকটিতে ভূমিহীন কত পরিবারকে স্থান দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

দুইশত চল্লিশটি ভূমিহীন পরিবারকে ফুলকুমারী মৌজায় ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—ফুলকুমারীর কত পরিবারকে আজ পর্যন্ত ভূমি দেওয়া হইয়াছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি দেওয়া হয়েছে, আর কত পরিমাণ ভূমি সেটা ডিপেণ্ড অন অ্যাভেলিবিলিটি অব ল্যাণ্ড।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—যাদের ভূমি দেওয়া হয়েছে তাদের ১৯০০ টাকা করে ঋণ দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিনা; যদি নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এখন অর্থের সঙ্গতি দেখে তার ব্যবস্থা করা হবে এবং অ্যাভেলেবিলিটি অব ল্যাণ্ড দেখে দেওয়া হবে। তার মধ্যে যারা ল্যাণ্ডলেস অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট আছে, সিডিউলড কাষ্ট আছে, সিডিউলড ট্রাইব আছে এবং রিফিউজী আছে তাদের আগে দেওয়া হবে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—২৪০টি পরিবারকে যে দেওয়া হয়েছে সেখানে সার্ভে করা হয়েছে কিনা খাস জমি কত আছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—এই ভূমিহীনদের জন্য বিগত বৎসরে কোন টাকা বাজেটে ধরা হযেছে কিনা বা এই বৎসরে কোন প্রভিশন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। টাকার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—তাহলে আমরা ধরে নেব যে তাদের টাকা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই, শুধু জমি দেওয়ার প্রভিশন হয়েছে এই ২৪০টি পরিবারের জন্য।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলেছি যে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। এখন আমরা দেখব কাকে কাকে কতটুকু ভূমি দেব। তারপর অর্থের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—যাদের ভূমি দেওয়া হবে তাদের দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি না দেওয়া পর্যন্ত তাদের ১৯০০ করে টাকা দেওয়া হবে না এই বিষয়ে সরকার কমিটমেন্ট করতে পারেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আগেই বলা হযেছে স্যার, ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। দুই ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর নির্ভর করবে অন অ্যাভেলেবিলিটি অব ল্যাণ্ড।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যাদের জমি দেওয়া হবে তাদের দুই স্ট্যাণ্ডার্ড একর জমি দেওয়া হবে। তারপর যে ১৯০০ টাকা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে সেটা পরে দেওয়া হবে। সেই বিষয়ে সরকারের পলিসি কি জানতে চাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলেছি ভূমির অ্যাভেলেবিলিটির উপর নির্ভর করে। এখনও সেটা অ্যাসেস হয়নি। অতএব তার আগে সেটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত:—তাহলে কি বুঝব যে দুই স্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত দেওয়া না হওয়া পর্যন্ত তাদের টাকা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কোন বিচার বিবেচনা করবেন না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি অ্যাভেলেবিলিটি অব ল্যাণ্ডের উপর ২ স্ট্যাণ্ডার্ড একর হতে পারে, কমও হতে পারে। তারপর টিলা হতে পারে প্ল্যান হতে পারে। এখনও এই সমস্ত কিছু করা হয় নাই।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—ইজ ইট এ ফ্যাক্ট দ্যাট অল দিজ ল্যাণ্ডলেস পিপল আর টু ফরম এ কো-অপারেটিভ ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এটা কম্পালচারী নয় তবে তারা নিজেরা যদি করে ভাল।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 273.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 273.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট টিচার্স এসোসিশে-শন'এর কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১৯৭০ইং জানুয়ারী হইতে ১৯৭১ইং সনের জানুয়ারী পর্যন্ত সরকার কি কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২। যদি গ্রহণ করে থাকেন তবে তাদের নাম ও শাস্তির বিবরণ।

উত্তর

১। }
২। } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker :—Shri Jatindra Kr. Majumder.

Shri Jatindra Kumer Majumder :—Question No. 281.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 281.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৭ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৯৭১ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত জিরানিয়া ব্লক এলাকায় মোট কতটি আর, সি, সি, ওয়েলস ও নলকূপ ড্রিংকিং ওয়াটার পারপাজ'এ করা হইয়াছে।

২। ঐ সমস্ত আর, সি, সি, ওয়েলস ও টিউব-ওয়েলস এর মধ্যে কতটি ব্যবহার অযোগ্য অবস্থায় উল্লেখিত তারিখ পর্যন্ত আছে ?

উত্তর

১। ক) রিং ওয়েল—৩টি

খ) নলকূপ— ৪৯টি

২। ক) রিং ওয়েল সবগুলিই চালু আছে

খ) ১২টি (বারটি) নলকূপ অচল অবস্থায় আছে।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Question No. 288.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, question No. 288.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতি নিয়োগ ব্যবস্থার উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য একজন লিয়াসন অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে কি ?

২। যদি নিয়োগ করা হইয়া থাকে সেই অফিসারের নাম কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Ray :—Starred Question No. 293.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 293, Sir.

প্রশ্ন

১৯৭১ইং মার্চ্চ মাসে ত্রিপুরা থেকে কাছাড়ে (আসাম) ষ্টাডি টোরে কতক গাঁওপ্রধানকে পাঠানো হইয়াছে, একজন ষ্টাডি টোরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধানগণকে কিভাবে সিলেকশন করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। মোট ১৫ জন। তন্মধ্যে ১০ জন প্রধান, ১ জন উপ-প্রধান, ২ জন সরপঞ্চ, ২ জন মেম্বার।

জনসার্থের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের কর্মসূচী রূপায়িত ও ফলপ্রসূ করার জন্য ত্রিপুরার প্রগতিশীল কৃষকসমাজ এবং অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে নির্বাচিত কতিপয় ব্যক্তিকে (যাহারা পঞ্চায়েৎ সংস্থার সহিত কোন না কোন কর্ম্মে যুক্ত আছেন) মনোনয়ন করার নীতি অনুষ্ঠান করা হইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১০ জন, ৩ জন, ২ জন মোট ১৫ জনকে ষ্টাডি টিমে পাঠানো হয়েছে, তাদের কি সাড়া ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পাঠানো হয়েছে, না কোন পার্টিকুলার ব্লক থেকে পাঠানো হয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— স্যার, আমি বলেছি যে দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে প্রশিক্ষনের কর্ম্মসূচীকে রূপায়িত ও ফলপ্রসূ করার জন্য ত্রিপুরার প্রগতিশীল কৃষক সমাজ এবং অনুন্নত সম্প্রদায় হইতে নির্বাচিত করে কতিপয় ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে তাদের কোন কোন ব্লক থেকে কিভাবে সিলেক্ট করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ১৫ জনের মধ্যে কতজন অনুন্নত সম্প্রদায়ের আছেন জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৫ জনকে পাঠানো হয়েছে, তাদের নাম ও ঠিকানা কি, জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ১৫ জনকে স্টাডি টিমে পাঠানো হয়েছিল, তার আগে কতজনকে সিলেকশান করা হয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছিল যে আপনারা প্রস্তুত থাকুন, আপনাদের পাঠানো হবে, এর মধ্যে কত জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— বাদ পড়া তো অস্বাভাবিক নয়, নানা কারণে বাদ পড়তে পারে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, প্রশ্নটা ছিল কেউ বাদ পড়েছে কি না ? সেখানে উত্তরটা হবে—হ্যাঁ, অথবা না। কাজেই উনি যে ইতিহাস বলে যাচ্ছেন এটা ঠিক নয়।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— তাহলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এমন ২/১ জন গাঁও প্রধান আছেন, যাদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা প্রস্তুত থাকেন আপনাদের ষ্টাডি টিমে পাঠানো হবে, কিন্তু শেষ পর্যান্ত দেখা গেল যে তাদের পাঠানো হয় নি। কাজেই এই যে তাদের প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দ্দেশ দিয়ে, তাদেরকে পাঠানো হল, সে জন্য দায়ী কে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— এই রকম যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে উই সুড ইন্কোয়ার ইনটু এ্যাণ্ড সি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইন্দ্রনগর গাঁও প্রধান লালমোহন আশ্চর্য্য মহাশয়কে মোহনপুর ব্লকের বি, ডি, ও একটা চিঠি দিয়ে বলেছেন যে আপনি প্রস্তুত থাকুন, আপনাকে ষ্টাডি টিমে পাঠানো হবে। কিন্তু ফাইনালী যখন পাঠানো হল, তখন দেখা গেল যে নাম সিলেকশানের মধ্যে নেই। কাজেই এই যে ঘটনা ঘটেছে, এটা সত্যি কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— I should enquire about this.

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Starred Question No. 307.

Shri S. L. Singh :— Starred Question No. 307, Sir,

প্রশ্ন

১) Survey and Settlement Organasation এর কানুনগোদের Revenue Inspector এর পদে নিয়োগ করা হয়েছে কি ?

২) যদি করা হয়ে থাকে, তবে তা Govt. Memo. No. F. 37 (167) Rev/61 dt. 12. 12. 69) অনুসারে seniority basis এ হয়েছে কি না ?

৩) যদি seniority list অগ্রাহ্য করা হয়ে থাকে তবে কোন কোন কানুনগোর ক্ষেত্রে তাহা হয়েছে এবং কেন হয়েছে ?

উত্তর

১) কিছু সংখ্যক কানুনগোদের রেভিনিউ ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

২ ও ৩) না, Recruitment Rules মতে নিয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রেভিনিউ ইনসপেকটার পদে কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

Shri S. L. Singh :— Initial constitution :

i) A number of Revenue Inspectors' posts equal to the number of existing Circle Officers will be kept in abeyance till they vacate the posts of Circle Officers ;

ii) The remaining posts will be filled by selection from the following categories of Officers :

a) Asst. Settlement Officers (Non-Gazetted).

b) Kanungoe of Settlement Organisation ;

c) Surveyors of the District Administration & Settlement Organisation.

The selection of the Kanungoe for appointment to the posts of Revenue Inspectors have been made by the Departmental Promotion Committee consisting of 3 District Magistrates & Collectors and their appointments have been made by the respective District Magistrate & Collectors as per the Recruitment Rules.

কাজেই কতজন নিয়োগ করা হয়েছে, সেটা জানতে হলে, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কয়জন সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ কানুনগো রেভিনিউ ইন্সপেক্টার পদে নিয়োগ পায় নি, এটা কি সত্য ?

Shri S. L. Singh :—The selection of the Kanungoe for appointment to the posts of Revenue Inspectors have been made by the D. P. O. consisting of 3 District Magistrates & Collectors and their appointments have been made by the respective District Magistrate & Collectors as per Recruitment Rules.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কয়েকজন কাননগো ইতিপূর্বে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের অধীনে রেভিনিউ ওয়ার্ক করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তারাও সিলেকশানে বাদ পড়েছে, ইহার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— অল দিজ আর সিলেকশান পোষ্টস্ এণ্ড দি সিলেক্শান ইজ বিং মেড বাই দি ডি, পি, সি। কাজেই তারা তাদেরকে সুইটেবল মনে করেন নি সেজন্য হয়তো বাদ পড়তে পারেন।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১ থেকে ২৬ নং সিরিয়েল, এই যে প্রথম থেকে বাদ পড়লো, তার কারণটা কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— আমি তো বলেছি যে অল দিজ আর সিলেকশান পোষ্টস্, সেখানে সিলেক্শান বোর্ড বা ডি, পি, সি, তাদের সিলেক্শান করে থাকেন। এখন এই কমিটি যদি কাউকে সুইটেবল মনে না করে থাকেন, তাহলে তাদের কি ভাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে ? সে জন্যই তারা বাদ পড়েছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি বলছেন যে এটা সিলেক্শান কমিটি করে থাকে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি সেটা হল তারা যদি সুইটেবল না হয়ে থাকে, তাহলে তারা এতদিন থেকে কিভাবে কাজ করে আসছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— বললাম তো যে সিলেকশান কমিটি যদি কাউকে সুইটেবল মনে করেন, তাহলে তারা তাদেরকে নিতে পারেন, আর যারা সুইটেবল নয়, তাদের কিভাবে নিবেন ? এটা তো একর্ডিং টু প্রসিডিউর করা হচ্ছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সুইটেবিলিটির কথা বলছেন, সেটা কিসের ভিত্তিতে ঠিক করা হয়, জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—একর্ডিং টু রিক্রুয়েটমেন্ট রুলস।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই যে সিলেকশান কমিটি বা ডি, পি, সি, হল সেটা কবে হয়েছিল এবং এর মধ্যে কাকে কাকে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—থ্রি ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট এ্যাণ্ড কালেক্টারস।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে তিনজন ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট এ্যাণ্ড কালেক্টরকে নেওয়া হয়েছে বলে বলছেন তাদের কে ঐ বোর্ডে বা কমিটিতে নিয়েছে, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি সাপ্লিমেণ্টারীর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে রেভিনিউ ইন্সপেকটার পদে এ্যাসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার কানুনগো এবং সার্ভেয়ার্স ইলিজিব্যাল হবেন। কিন্তু এ, এস, ওদের মধ্যে যারা নন-গেজেটেড আছেন, তাদেরও রেভিনিউ ইন্সপেক্টার পদে নিয়োগ করা যাবে কিনা, সেটা আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা তো আমি আগেই বলেছি যে দে আর অলসো কামিং।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এই যে সিলেকশান করা হয়েছে এটা ঠিক নিরপেক্ষ হয়নি, আমার ধারণা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

Mr. Speaker :—This is a matter of opinion.

শ্রী এস, এল, সিংহ :—সিলেকশান কমিটি যখন হয় ফর দি প্রমোশান, তখন তারা তাদের যোগ্যতা অনুসারে একর্ডিং টু রুলস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর অনুসারে সেটা করে থাকেন এবং তাদের হাতে ক্ষমতা এবং যোগ্যতা নির্ণিত হয়।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—যারা বাদ পড়েছেন তাদের তরফ থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন এ্যাপীল এসেছে কি না ?

শ্রী এস, এল সিংহ :—আমার কাছে কতগুলি এসেছে—সাম রিপোর্টেড টু মি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু তদন্ত করে দেখবেন কি ?

Shri S. L. Singh :—I have taken up their cases.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 310

Shri S. L. Singh :—Question No. 310 Sir,

Question

Will the Hon'ble Minister-in-chare of the Revenew Deptt. be pleased to refer to Question No. 76 replied on 26. 3. 71 and to state the number of fire victims applied for loan ;

How many of them were found eligible for fire victim loan and how many cases have been recommended ?

Answer

120 persons applied for loan out of which 50 persons have been found eligible and recommended by the District Magistrate and Collector, West Tripura.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, যাদের রিকম্যাণ্ড করা হয়েছিল, তাদের নামগুলি কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, জনপ্রতি কত করে রিকম্যাণ্ড করা হয়েছে দেওয়ার জন্যে।

শ্রী এস, এল, সিংহ—ফায়ার ভিকটিম লোন পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া চলে এবং এ্যাবাভ হলে পরে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার স্যাংশান লাগে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোনটা রিকম্যাণ্ড করেছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমাদের যে পাওয়ার আছে সেই অনুসারে আমরা দেই, তারপর যদি বেশী হয়, তাহলে সেটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে উত্তরে বলা হয়েছে যে ৫০ জনকে রিকম্যাণ্ড করা হয়েছে, এখন অটমেটিক্যালী করলারী টু দিস কোয়েশ্চান স্যার যে কত টাকা করে রিকম্যাণ্ড করা হয়েছে, এই কোয়েশ্চানের উপর যদি পেয়ে যাই তাহলে সাপ্লিমেন্টারী করার প্রশ্ন আসছে না। আমরা কিন্তু তার উত্তর পাচ্ছিনা।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি—50 persons have been found eligible and recommended by the District Magistrate and Collector, West Tripura.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে ৫০ জনের জন্য রিকম্যাণ্ড করা হল, তাদের নাম জানার জন্য দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার পরও আমরা তা জানতে পারি নাই। অথচ এটা ষ্টার্ড কোয়েশ্চান, সাপ্লিমেন্টারী হবে এবং মিনিষ্টারদের প্রস্তুত হয়ে আসার কথা। কিন্তু দু'বার প্রশ্ন করার পরও সেটা আমরা জানতে পেলাম না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি ভবিষ্যতে প্রটেকশান না দেন……

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মিনিষ্টার এর জন্য নোটিশ চেয়েছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এর দ্বারা আমরা কি এই বুঝব যে মিনিষ্টারদের কাছ থেকে কোয়েশ্চান করে কিছু জানতে পারব না ? ইট ইজ রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান। যেটা বাইরের কোয়েশ্চান সেটার জন্য লেজিমেট্‌লী ডিম্যাণ্ড নোটিশ চাইতে পারেন। আমরা শুধু এইটুকু চাই যে মাননীয় সদস্যকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দেওয়া হউক—কারণ ছয় মাস পরে এই যে কোয়েশ্চান তার উদ্দেশ্যে শেষ হয়ে যাবে, কাজেই এই ৫০ জনের নাম এবং কি পরিমাণ এ্যামাউন্ট রিকম্যাণ্ড করা হয়েছে সেটা জানিয়ে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—ইট ডিপেণ্ডস আপন দি অনারাবল মিনিষ্টার কনসার্ণ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত তারিখে ডিক্‌ম্যাণ্ড করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত তারিখে ফায়ার ভিকটিম লোন চেয়ে দরখাস্ত করেছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :- শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাংখল :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১১।

প্রশ্ন

১। তারাবনছড়া হইতে সন্তরজা পাড়া হইয়া নবদ্বীপরজা পাড়া দিয়া যত্নমুনিরজা পাড়া পর্য্যন্ত রাস্তার কাজে ডম্বুর টি, ডি ব্লকের মাধ্যমে রাস্তা বাবত এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে ;

২। ধনপতিপাড়া হইতে করকমিনরজাপাড়া দিয়া গৌরাচন্দ্র পাড়া হইয়া ভগীরথ পাড়া পর্য্যন্ত ডম্বুর টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে রাস্তার জন্য কত টাকা এ পর্য্যন্ত খরচ হইয়াছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২১০।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর ত্রিপুরাসুন্দরী হায়ারসেকেণ্ডারী স্কুলের স্থান কবে একুইজিশান করা হয়েছে ?

২। ঐ জায়গা এডুকেশান ডাইরেকটরকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা ? না হইলে কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৯ স্যার।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৯ স্যার।

প্রশ্ন

১। সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অর্গানাইজেশন এর কাজ কি ডাইরেকটরেট অব সেটেলমেন্ট এণ্ড ল্যাণ্ড রেকর্ডস এর আওতা ভুক্ত করা হইয়াছে ?

২। যদি হয়ে থাকে তবে তারজন্য সার্ভে এণ্ড সেটেলমেন্ট অর্গানাইজেশন এর টেক-নিক্যাল স্টাফদের ডি, এস, এণ্ড এল আর সেট আপ এ তা বিনিয়োগ করার ব্যবস্থা আছে কি ?

৩। যদি আওতাভুক্ত না করা হয়ে থাকে তবে সার্ভে সেটেলমেন্ট অর্গানাইজেশন এর শতকরা ৮০ জন কর্ম্মচারীকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অনুসারে স্থায়ী ঘোষণা করে তা করা হয় না কেন ?

১। না। কিন্তু সার্ভে সেটেলমেন্টের কিছু সংখ্যক কর্ম্মচারী সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজের জন্য ডাইরেকটরেট অব সেটলমেন্ট এণ্ড ল্যাণ্ড রেকরডস এ যুক্ত থাকিবে।

২। সার্ভে সেটেলমেন্টের টেকনিক্যাল ষ্টাফ ডাইরেটরেট অব সেটেলমেন্ট এণ্ড ল্যাণ্ড রেকর্ডস এর সহিত যুক্ত আছে।

৩। যখন ডাইরেকটরেট এর শতকরা ৮০ জন কর্ম্মচারীকে স্থায়ী ঘোষণা করা হয় তখন ডাইরেকটরেট অব সেটলমেন্ট এ যুক্ত কর্ম্মচারীকে ক্রমশঃ স্থায়ী বিভাগে এবজরভড্ করা হইবে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—১নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে আমি জানতে চাই কোন্ কোন্ পোষ্টের জন্য করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যান্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—১নং প্রশ্নের মধ্যে টোটাল নাম্বার অব ষ্টাফ কত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৮।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৮ স্যার।

প্রশ্ন

১) Directorate of Settlement and Land Records এর set up কি সরকার অনুমোদন করেছেন ;

২) যদি অনুমোদন করে থাকেন set up এ কোন category তে কত লোক আছে ;

৩) Settlement and Land Records এর আমীন কানুনগো সার্ভেয়ারের কাজ করার জন্য post create করা হয়েছে কি ;

৪) যদি না করা হয়ে থাকে, ঐ কাজ কি ভাবে করানো হবে :

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Mr. Speaker :—Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 312.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 312.

QUESTION

১। National Highway to Kalajuri পর্যন্ত রাস্তার কাজে ডব্লুর টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে ;

২। বুলংবাসা নেপালী কিল্লা রাস্তার বাবত্ ডব্লুব টি, ডি, ব্লক মারফত কতটাকা এ পর্যন্ত খরচ হইয়াছে ;

৩। নেপালী কিল্লা হইতে কালাজারী রাস্তার জন্য ডব্লুর টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে কতটাকা এ পর্যন্ত খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে
৩।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা তথ্য সংগ্রহাধীন আছে তিনি বলেছেন সেই প্রশ্নটা কত তারিখে দেওয়া হয়েছিল তিনি বলবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—এই বিষয়ে রুলসে সাইট করা আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—রুলসের মধ্যে আছে এতদিনের মধ্যে দিতে হয়। এটা বছরের মধ্যে লম্বা সেসন। সেজন্য কত তারিখে দেওয়া হয়েছিল এবং ডাটা কালেক্ট করতে কতদিন সময় লাগে ?

Mr. Speaker :—I do not think that the minister will be able to say when the question was given notice of.

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarker :—Question No. 323.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 323.

Question	Answer
1. Whether it is a fact that there was originally a scheme to construct a road from Lakshimi Bati to Kewaimura and Dewanchera	1. No.
2. Whether the provision made for the construction of the roads mentioned in item—I has been utilised for construction of a road from Bairagicherra to Pitra.	Do not arise.
3. If so, reasons therefor ?	

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—আমার প্রশ্নটা ছিল অরিজিন্যাল যে রাস্তাটা ছিল সেই রাস্তাটার কাজ হয়েছে না অন্য একটা রাস্তার কাজ হয়েছে এটা মিনিষ্টার এনকোয়ারী করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নে আছে অরিজিন্যাল। এই রকম একটা রাস্তা করার স্কীম ছিল কিনা। আমি বলেছি কোন স্কীম হয় নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—যে স্যাংশানটা হয়েছে, সেটা কোন্ রাস্তার মধ্যে হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—আই ডিমান্ড নোটিশ

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 324.

Sri S. L. Singh : — Mr. Speaker, Sir, Question No. 324.

Question	Answer
১) গত ১৮শে মাচ হইতে পর পর তিনদিন আগরতলা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিভ্রাট ঘটেছে ?	১) হাঁ।
২) সরকার কি জানেন যে ইহার ফলে জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের চরম দুর্ভোগ ঘটছে ?	২) হাঁ।
৩) যদি অবগত থাকেন এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	৩) বিদ্যুত সরবরাহ নিয়মিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কি কারণে বিভ্রাট ঘটেছে এবং কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মোষ্ট অব দেম আর অব টেকনিক্যাল নেচার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, টেকনিক্যাল নেচারটা যদি ভাল করে বলেন তাহলে আমরা লেমেনদের একটু জ্ঞানোদয় হয়।

শ্রীএস, এল. সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে কি বুঝব স্যার, যে জিনিষপত্রের অভাব ছিল, তারজন্যই এটা হয়েছে বা কোন জিনিষ ভেঙ্গে পড়েছে সেজন্য হয়েছে অথবা ঝড়ে লাইটপোষ্ট পড়ে গেছে সেজন্য হয়েছে অথবা একটা যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে গেছে সেটা বাইরে থেকে আনতে হবে সেজন্য হয়েছে?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—ওয়ার্ক ফর দি রিপেয়ার অব ট্রান্সফরমার হ্যাজ অলরেডি বীন টেকেন আপ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উত্তর দিয়েছেন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলবেন কি? গতকাল আমরা হাউসে মোমবাতি জ্বালিয়ে কাজ করছি। তার কারণ বলতে পারেন কি, কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—দুর্যোগের জন্য সেটা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তাহলে ট্রান্সফরমার রিপেয়ার করার পর আমরা আর কোন অসুবিধায় পড়ব না সেই বিষয়ে আমরা অ্যাসুরেন্স পেতে পারি কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—টেকনিক্যাল ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের অ্যাসুরেন্স দেওয়ার ক্ষমতা নাই। সেটা নানারকম কজ আছে, তার উপর নির্ভর করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে আগরতলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপার হামেশাই বিঘ্ন ঘটে থাকে যার ফলে রেডিও ষ্টেশন ইত্যাদি বন্ধ থাকে।

শ্রীএস, এল. সিংহ :—এটা আমি আগেই বলেছি। এটা হচ্ছে এবং ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করবার জন্য আগরতলা রেডিও ষ্টেশন কোন কোন সময়ে বন্ধ থাকে। অন্ততঃ এই ব্যবস্থা সরকার থেকে নিবেন কি যাতে অন্যদিকে কার্টেল করে রেডিও ষ্টেশনটা ঠিকভাবে চলতে পারে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এই জিনিষটা বলা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। মেডিক্যাল এর চাইতে বেশী প্রয়োজনীয়।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, তিনি বলেছেন মেডিক্যাল এর চাইতে বেশী প্রয়োজনীয়। কিন্তু মেডিক্যালের মন্ত্রী বলেছিলেন যে ব্লাড ব্যাঙ্ক চলতে পারছে না বিদ্যুতের জন্য। কাজেই মেডিক্যালটা পেছনে পড়ে গেছে সেটা বুঝা যায়।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— স্যার, হোয়েদার হী ইজ আসকিং দি কোয়েশ্চান অব ডেভিলাপিং দি স্পীচ ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আই অ্যাম আসকিং কোয়েশ্চান বিকজ হী হ্যাজ সেড দ্যাট মিডিক্যালের একটা প্রিপণ্ডারেন্স আছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফাষ্ট অব অল তিনি বলেছেন যে রেডিওকে সরবরাহ করা হবে সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে। তার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি যে এই সমস্ত মেডিক্যাল সাইড দেখে তারপর আমরা করব। এটাকে বাদ দিয়ে করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— স্যার, আমি কাউকে বাদ দিতে বলি নাই।

Mr. Speaker :— Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Question No. 314.

Shri P. K. Das :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 314.

প্রশ্ন

১) গান্ধীগ্রাম সমবায় শিবন শিল্প নিকেতন লি: কে সরকার কত টাকা ঋণ দিয়াছেন ;

২) ইহা কি সত্য যে ঐ সমবায় সমিতির সেলাইকারী কর্মীগণ বর্ত্তমানে কাজের অভাবে বেকার হইয়া পড়িয়াছেন ;

৩) যদি সত্য হয়, ইহার কারণ ;

৪) সমিতির কাজ চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :— Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—Question No. 313.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 313.

প্রশ্ন

১) গণ্ডাছড়া জগবন্ধুপাড়া ডিসপেনসারীটির নির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে কি ?

২) যদি হইয়া থাকে, তবে উক্ত ডিসপেনসারীটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র হিসাবে কার্য্য কবে নাগাদ শুরু করিবে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :— There is one Unstarred Question to-day. The minister may lay on the Table of the House the reply of the Unstarred Question.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— স্পীকার মহোদয়, আমি একটা দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে ৭ তারিখে আমার ১৮৭ নং প্রশ্নের উত্তরে এবং সাপ্লিমেন্টারী প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে হরিপদ রায়কে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। সেই কাগজেই আবার এই খবর বেরিয়েছে, তার তারিখ হল ৮ তারিখ, যে হরিপদ রায়কে এখন পর্য্যন্ত সিনিয়ার ইন্‌ষ্ট্রাক্টর হিসাবে কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় নি। তার প্রেয়ার মাত্র ফরোয়ার্ড করেছেন। অতএব সেই রিপ্লাইটা মিনিষ্টারকে বলব কারেকশন করতে।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— I shall look into the matter.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

Mr. Deputy Speaker .— Hon'ble Members, I have decided to take item No. III in the List of Business now and thereafter item No. II will be taken up

Mr. Speaker (Dy. Speaker) :— The next item before the House is the motion for removal of the Speaker Shri M. L. Bhowmik. I may inform the members that there are two such motions before the House—the first one standing in the names of Sharbasree U K. Roy, Aghore Deb Barma and Bidya Ch. Deb Barma and the other in the name of Shri Promode n. Dasgupta which is exactly the same as the previous one and the two motions have been consolidated.

I would first call on the Hon'ble Member Shri U. K Roy to ask for the leave of the House to move his motion. I would like to remind the Hon'ble member that at this stage he may briefly state the reasons for bringing the motion before the House. No speech will be allowed.

Shri Upendra Kr. Roy :— Mr Dy Speaker Sir, I have submitted a written resolution stating the reasons therefor with some specific charges. I may request you kindly to ascertain my prayer for leave of the House to move my motion. As regards the reasons, I have elaborately stated there. Further I shall take part in the discussion.

Mr Speaker (Dy. Speaker) :—Now, I would request those hon'ble members who are in favour of the leave being granted to rise in their places.

(11 members raised their hands in favour of the motion)

Mr. Speaker (Dy. Speaker)— As leave of the House has been granted to move the Resolution. I have decided to allow 2 hours time for discussion of the Resolution to-day, after recess one hour for the Ruling Party and one hour for the Opposition. If Speaker desires, he may take 15 minutes for reply.

Now, I would request the members that they may collect their copies of the motion from the Notice Office.

Shri Upendra Kr. Roy ;—Hon'ble Dy. Speaker Sir, I beg to submit to you that the members who were tabled the motion are called movers. 1, 2 and 3 by saying one. Now, in our rules the minimum time is allowed 15 minutes and for the movers, the Speaker may please allow more time according to his discreation. So, the two hours time is very short. There are 11 members in our side ··

Shri Tarit Mohan Dasgupta —What we wanted is more time, Sir,

Shri S. L. Singh :—Speaker Sir, according to our rule, speeches on the resolution shall not exceed 15 minutes in duration

Shri Promode Rn. Dasgupta .—But provided that the mover of the resolution may speak for such longer time as the member presiding may permit.

Shri S L Singh :—First of all, the speeches on the resolution shall not exceed 15 minutes in duration only Though it depends on the Chair.

Shri Tarit Mohan Dusgupta :—স্যার, আইনের যে রকম ইন্টারপ্রেটেশান করা হউক না কেন, আসল কথা হল, আমরা আরও সময় চাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে দি স্পীচ শ্যাল নট এক্সিড ফিফ্‌টিন মিনিটস। এই যদি হয়, তাহলে আমাদের ৪ জনের তো নোটিশ দেওয়া আছে, আর বাকী ৭ জন যারা আছেন, তারাও তো কিছু সময় পেতে পারেন, তারা অন্ততঃ এক ঘণ্টা পেতে পারেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্পীকার স্যার, যেখানে বলা হয়েছে, স্পীচের ডিউরেশান হবে ফিফ্‌টিন মিনিটস, সেখানে এটা কি করে হবে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার, আমরা আপনার কাছে বেগ করব যে আইনের যা কিছু ইন্টারপ্রেটেশান করা হউক না কেন, আমরা যাতে আরও বেশী সময় পেতে পারি, সেই ব্যবস্থা যেন আপনি করেন। তাছাড়া এই রকম জিনিষ এর আগে কখনও হাউসে আসে নাই। কাজেই আমরা এই জিনিষটাকে ভাল করে ব্যাখ্যা করতে চাই, এমনিতেই তো আমরা খুব একটা ভাল ডিবেট করতে পারি না, তাই আমাদের একটু সময় বেশী লাগবেই। কাজেই আপনি আমাদের জন্য ২ ঘণ্টা, আর কলিং পার্টির জন্য ১ ঘণ্টা সময় যদি দেন তাহলে জিনিষটা ভাল হবে বলে আমার ধারণা।

(গণ্ডগোল)

Shri S. L. Singh:—Rules 300 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly provides that the speeches on the resolution shall not exceed 15 minutes in duration. It also provided

that mover of the resolution may speak for such longer time as the member presiding may permit.

Mr. Speaker :—একটা রুলিং আছে—On December 18, 1954, when leave to move the resolution for removal of the Speaker of Lok Sabha was granted by the House, more than 50 members having risen in their places, the Deputy Speaker who was in the Chair fixed the time for discussion on the same day at 15·30 hours and two hours were allotted for the discussion of the resolution. লোকসভাতেও দুই ঘন্টা সময় দেওয়া হয়েছে, যেটা এ্যাসেমব্লীতে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লোকসভায় যারা আছেন, তাঁরা পণ্ডিত লোক, তাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে বলতে পারেন, আমরা গ্রামের মানুষ, আমাদের একটু বেশী সময় লাগে, কাজেই সময় দিতে হবে। হাউসের টাইম যদি আপনার ডিসক্রীশানে বাড়িয়ে দেন স্যার, এটা আপনার ডিসক্রীশানের মধ্যে আছে, কাজেই আমি অনুরোধ রাখছি আরও এক ঘন্টা টাইম বাড়িয়ে দেন, অপজিশন দুই ঘন্টা এবং রুলিং পার্টি'র থাকবে এক ঘন্টা।

(গণ্ডগোল)

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)
CONSIDERATION AND PASSING OF THE APPROPRIATION (No.3) BILL, 1971 (Bill No. 3 of 1971).

Mr. Speaker :—Next Business of the House, the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971) is to be taken into consideration. I call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971) be taken into consideration at once.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এর উপর বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—আপনি পাঁচ মিনিট বলুন এবং প্রিন্সিপালের উপর বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত কিছুই ডিমাণ্ডওয়ারী পাশ হয়ে গেছে, এখন রাজ্য সরকার বাজেটের ব্যয় বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করবার অধিকারের প্রস্তাব এখানে রেখেছেন।

এখানে প্রিন্সিপালের কথা বলতে গেলে, কয়েকটা কথা বলতে হয়, তাই আমি এখানে একটা ঘটনার উল্লেখ করছি—সেটা হচ্ছে যেমন রেগুলারাইজেশান এবং পার্ম্মানেন্ট করার ব্যাপারে আমরা দেখছি কেউ কেউ অল্প সময়ের মধ্যে—দুই তিন বছরের মধ্যে পার্ম্মানেন্ট হয়ে

যায়, কেউ ১৪ বৎসর কাজ করার পরও পার্মানেন্ট হন না। যেমন অমূল্য স্যান্যাল নামে একজন কম্পাউণ্ডার বাগমা ডিসপেন্সারীতে আছেন, ১৪ বৎসর ধরে চাকুরী করছেন, তাকে পার্মানেন্ট করা হয় নি।

আরেকটা ঘটনা হচ্ছে এ্যানমলীজ সম্পর্কে—এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে ২৮।৩।৬৬ তারিখে ক্র্যাফ্ট ট্রেনিং কলেজে ক্র্যাফ্ট ইনস্ট্রাক্টার হিসাবে কয়েকজনকে এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়া হয়েছে—এখানে তিনজন আছেন। ১) শ্রীঅমূল্যচন্দ্র দাশ, ২) শ্রীসাধনচন্দ্র আচার্য্য, ৩) শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য। তারপর কি করা হল, ১২।৯।৬৯ তারিখে তাদের বলা হল the following personnel engaged as field contingent worker under the Social Education Office—তাদের কন্টিনজেন্ট ওয়ার্কার হিসাবে করা হল, এই যে এ্যানমলী এই যদি অবস্থা হয়, তারাও মানুষ, তাদেরও মন আছে, উনারা একটার পর একটা দরখাস্ত দিচ্ছেন, তার উত্তর পর্য্যন্ত নাই, এই সম্পর্কে যারা মিনিষ্টার ইনচার্জ আছেন, তাদেরকে এই সম্পর্কে একটা তদন্ত করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আবেদন রাখছি।

আর একটা কথা হচ্ছে এই হাউসের মধ্যে আমি একটা শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান করেছিলাম, মিনিষ্টার বেমালুম অস্বীকার করলেন যে সেখানে ষ্ট্রাইক হচ্ছে না, কিন্তু সেখানে তারা দরখাস্ত করেছেন, তাদের নিয়মিত করার জন্য, আজকে তারা নিয়মিতভাবে ১২ বৎসর ধরে চাকুরী করে আসছে সি, টি, আই'এ। আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, তারা সেখানে সম্মিলিতভাবে দাবী করেছে, তাদের চাকুরী নিয়মিত করা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড চালু করা, চিকিৎসা ভাতা, অন্তবর্তীকালীন সাহায্য দেওয়া ইত্যাদি দিয়ে ২৩।৩।৭১ইং তারিখে তারা দরখাস্ত করেন, তার মধ্যে যাদের স্বাক্ষর আছে, তারা হলেন শ্রীপুলিনমোহন সূত্রধর, গীতা রায়, প্রিয়বালা সূত্রধর, রেনুকা রায়, অনুরাধা দেব, মায়া ভট্টাচার্য্য, সরস্বতী সূত্রধর। এইভাবে ৩৬ জন শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করেছেন তাদের আজকে ১২ বৎসর কাজ করার পর, নো ওয়ার্ক নো পে বেসীসে কাজ করতে হচ্ছে, এই যে দরখাস্ত তার কোন হদিসই নাই। কাজেই এই সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার।

আরেকটা কথা যেটা বলা দরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের একজন মাননীয় সদস্য শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে লস্কর জাতি নাকি ত্রিপুরী জাতীর প্রতিশব্দ, কিন্তু এটা তিনি কোথায় পেলেন, ত্রিপুরী কোন জাতি নয়, তারা এখনও জাতির পর্য্যায়ে উঠেনি বলেই উপজাতি, কাজেই জাতি হলে আর সিডিউল কাষ্টের ক্যাটাগরীতে পড়ে না, কাজেই তিনি যে কথাটা বললেন লস্কর ত্রিপুরী জাতির প্রতিশব্দ এই কথাটা তিনি কোন ডিকশনারী থেকে পেলেন? যদি তিনি বলতেন যে লস্কর সম্প্রদায় ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের একটা শাখা বা উপসম্প্রদায় তাহলেও বুঝা যেত, অর্থ হত। কিন্তু লস্কর তো একটা জাতি হতে পারে না। যেমন সাগর উপসাগর আছে, নদী

উপনদী আছে। উপনদী কেন নাম হল? কারণ তার নদীর পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কোন ক্ষমতা নাই, সেজন্যই তাকে উপনদী বলা হয়। সিডিউল্ড ট্রাইব কেন বলা হয়? কারণ তারা চিন্তায় চেতনায় অর্থনীতিতে দুর্বল। অর্থাৎ জাতির স্তরে উন্নীত হওয়ার গুণ তার নাই, সেজন্য তাকে বলা হয় সিডিউল্ড ট্রাইব বা উপজাতি। ঠিক সেইভাবে আজকে যদি এই কনসিডারেশন থাকে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে কারো প্রতি কটাক্ষ করছি না, কেউ যদি এই ধারণা নিয়ে থাকেন তাহলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যারা অনুন্নত, পশ্চাদপদ তাদের এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার। বেবর কমিশনের বইয়ে আছে সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউল্ড ট্রাইব হতে গেলে কি কি গুণ থাকা দরকার। তারপর তাদের আলাদা কোন ডায়ালেক্ট আছে কিনা, তাদের আলাদা কোন সংস্কৃতি আছে কিনা, আর্টস আছে কিনা? প্রত্যেকটি ট্রাইবের নিজস্ব আর্টস আছে, পোষাক পরিচ্ছদ আছে, সব দিকেই আলাদা কিছু আছে। কিন্তু তাদের কি আছে? আজ যদি মুখ্যমন্ত্রী বলতেন যুক্তি দিয়ে যে এই কারণে তারা উপজাতি হয়েছে তাহলে সন্তুষ্ট হতাম। কাজেই তাদের সিডিউল্ড ট্রাইবের মধ্যে ইনক্লুড করার কোন যুক্তি নাই। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কোথায়ও নাই। এটা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের একটা গেজেট নোটিফিকেশনে ইনক্লুডিং লস্কর কমিউনিটি বলেছেন। শ্রীকৃপারঞ্জন দেববর্মা, জনৈক ছাত্র। কিন্তু এরা আগে ছিল প্যাকিস্তান। এখানে এসে তারা রাতারাতি ট্রাইবেল হয়ে গেছে টাইটেল বদলিয়ে। সে এখন স্টাইপেণ্ড পায়। সে বোরডিং বোর্ডিং এ থাকে, সরকারী সুযোগ সুবিধা পায়। কিন্তু তার পিতার টাইটেল এখনও দেববর্মা নয়। আর একটা হল শ্রীদিলীপ কুমার চৌধুরী। আমি তাকে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছি। কি করব। সে বলল যে আমরা পাকিস্তান থাকতে কাষ্ট হিন্দুই ছিলাম। তার বাড়ী ছিল কালিকাপুর। সে বলল আমার বাবার জমিজমা কিছুই নাই। সে এখন লস্কর কমিউনিটি হয়ে গেছে। এই যে মহারাণী তুলসাবতী গার্লস স্কুল আছে সেখানে রিয়াং যদি থাকে বা আদার ট্রাইবস বা ত্রিপুরী সম্প্রদায় থাকে সেখানে আমি কাকে ফাষ্ট প্রেফারেন্স দেব. ট্রাইবেলদের মধ্যেই তারতম্য আছে। কাউকে বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কলই সম্প্রদায় পায় না। সুতরাং তাদের পাওয়া উচিত। মগ হোক, চাকমা হোক, তারা পাক। কিন্তু তাদের না দিয়ে ফাষ্ট প্রেফারেন্স কাউকে দেওয়া উচিত নয়। লস্কর অরিজিন্যালী ট্রাইবেল নয়। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সিডিউল্ড ট্রাইব বা কাষ্টের যে নাম আছে সেখানে এটা নাই। শুধু ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের গেজেট নোটিফিকেশনে এটা করে রাখছে। সেটাই আমার বক্তব্য। লক্ষ্মীনারায়ণ পুরের মানিক দেববর্মা নামে এক ব্যক্তি ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল সম্পর্কে একটা দরখাস্ত করে এবং ত্রিপুরা সরকার লক্ষীনারায়ণপুরের ঘটনার উপর একটা এনকোয়ারী কমিটি গঠন করেন। একাধিকবার তদন্তও হয়েছে। তারপর কমিটি একটা সুপারিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে দিয়েছে প্রায় চার মাস হল। আজ পর্য্যন্ত কোন খবর নাই। কাজেই গভর্ণমেণ্ট যদি একটা কমিটি করে তাহলে তাদের সুপারিশ সম্পূর্ণ না গ্রহণ করুক, অন্ততঃ কিছু একটা করা রাজ্য সরকারের দরকার। না হলে এই কমিটি করার কোন অর্থ হয় না। কাজেই তাদের রিকমেনডেশান এর মুল্য পুরাপুরি দেওয়া দরকার। তবে

অনেক কিছু বলার ছিল। দফাওয়ারী বাজেট ডিসকাশনের সময়ে ভালভাবে আলোচনা করতে পারি নাই। যাই হোক যে টাকাটা ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে, ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতে যে একটা আলোড়ন প্রতিফলিত হচ্ছে ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সেটা হোক। অর্থাৎ যে টাকা বায় বরাদ্দ করা হয়েছে এটা যেন ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করা হয়। এটা যেন লুঠের বাজার না হয়। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন বিলের উপর আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমত এডুকেশন সম্বন্ধে আমি দুয়েকটা কথা বলব। মাননীয় অঘোর বাবু বলেছেন। তবুও একটা প্রিন্সিপলের ব্যাপার। প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকে। সেটা হচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। সেই পার্ট টাইম ক্র্যাফটস ইনস্ট্রাক্টরের কথা বলছি। এই পার্ট টাইম ক্র্যাফট ইনস্ট্রাক্টরকে ক্লাশ থ্রি এম্‌পলয়ী হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের মাত্র বেতন দেওয়া হচ্ছে ফিক্সড ৮০ টাকা। আজকালকার দিনে যেখানে ডিসপ্যারিটি কমবে সেখানে একটা লোককে ৮ ঘন্টা কাজ করিয়ে ৮০ টাকা মাত্র দেওয়া হচ্ছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে ক্লাশ থ্রি এম্‌পলয়ী হিসাবে। তারপর তাকে বলা হচ্ছে এখন তোমাকে কন্টিজেন্ট হিসাবে রিজার্ভ করা হল। কন্টিজেন্ট ওয়ার্কারের বেতন হচ্ছে ৬০ টাকা। প্রত্যেক এমপ্লয়িকে যে স্কেল দেওয়া হচ্ছে সেটা মাত্র একটা ক্যাটেগরী এমপ্লয়িকে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু যারা পার্ট টাইম এমপ্লয়ী তাদের বেলায় হচ্ছে না। আমরা দেখছি ১০০—১৪০ হল নন-মেট্রিক আর ১২৫—২০০ মেট্রিকুলেটদের স্কেল রিভাইজড করা হয়েছে। তারপরে আর একটা কথা হচ্ছে লাইব্রেরী সর্টারদের বেলায়, তাদের স্কেলটাকে রিভাইজড করে তাদেরকে এমন একটা পজিশানে এনে ফেলা হয়েছে, যে তাদের স্কেলটাকে অন্য রকম করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ নন-মেট্রিকুলেট যে ১০০—১৪০ টাকা পাওয়ার উপযুক্ত তাকে রিভাইজড করে এখন দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৬৫ টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, যাদের পে-স্কেল রিভাইজড করা হয়েছে, সেটা একটা প্রিন্সিপালের উপর নির্ভর করা হয়েছে। এবং সেই প্রিন্সিপাল হিসাবে করতে গিয়ে ১২৫—২০০ টাকা হয়েছে মেট্রিকুলেটদের জন্য আর ১০০—১৪০ টাকা করা হয়েছে নন-মেট্রিকুলেটদের জন্য, কিন্তু আমাদের এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট এটা করতে গিয়ে সেখানে যে প্রিন্সিপাল ফলো করার কথা, সেটা না করে তারা প্রিন্সিপালটাকে ভাওলেট করেছে। তারা সেটা কেমন করেছে, তার দুইটি উদাহরণ দিয়ে আমি বুঝাবার চেষ্টা করছি, সেটার একটা হচ্ছে পার্ট টাইম ক্রাফট ইনষ্ট্রাক্টার তারা হচ্ছে ক্লাশ থি এমপ্লয়ী, একটি হচ্ছে সর্টার, তাদের পে-স্কেল রিভাইজড করতে গিয়ে, তাদেরকে একটা এ্যাডভান্স পজিশানে ফেলা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে আমি আর একটা প্রশ্ন এখানে রাখছি, সেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক এডুকেশান সম্বন্ধে। যেখানে বলা হয়েছে এটার যে উদ্দেশ্য ছিল, সেটা ফেলুউর হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে বেসিক এডুকেশানে আদার সাবজেক্ট পড়ানো হয়, তার সমস্ত কিছুই জুনিয়ার হাইতে পড়ানো হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে আলাদা জিনিষ। কিন্তু স্যার, এটা বাস্তব সত্য

নয়। জুনিয়ার হাই স্কুলে জেনারেল সাবজেক্টের যে বই যে সিলেবাস সেটা সিনিয়ার বেসিক স্কুলে, যেমন বাংলা, ইংরেজী, সেটা একই, তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সেখানে ক্রাফট যেটা নাকি বেসিক এডুকেশানের প্রথম ভিত্তি এবং বেসিক এডুকেশানের সৃষ্টি যেটা নাকি ডাঃ জাকির হোসেন করেছিলেন, সেটা আমাদের এই ত্রিপুরাতে সম্পূর্ণভাবে ফেলুউর হয়েছে। কাজেই সেটা যে বেসিক এডুকেশানের প্রিন্সিপাল, আজকে সেটাকে আমাদের প্রিন্সিপাল হিসাবে রাখা দরকার কিনা, সেটা আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে। তারপরে হচ্ছে পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী, দে আর এ্যাজ ওয়েল এ্যাজ গভঃ এমপ্লয়ী, হুট ইজ ক্লাশ থ্রি এমপ্লয়ী। এবং গভর্ণমেন্ট যদি তাদেরকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে থাকেন, তাহলে গভর্ণমেন্ট লিগ্যালী এ্যাণ্ড মরালী বাউণ্ড টু রিভাইজ পে-স্কেল, যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট সেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গল হয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার কোন কোন জায়গাতে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের মত দেওয়া হচ্ছে না। এই যে তাদেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তার কোন প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে এই পে-স্কেল রিভাইজড করেছিল? তাদেরকে কেন সরকার ডি, এ, কম্পেন্সেটারী এলাউন্স ইত্যাদি দিচ্ছে? সেটা তো প্রাইজ ইনডেক্সের উপর নির্ভর করে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে যেমন তাদের পে-স্কেল রিভাইজড করা হয়েছে তেমনি আমার তাদের নতুন হারে ডি, এ, ইত্যাদিও দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এই যে ক্লাশ থ্রি এমপ্লয়ী, গভঃ পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী তাদের জন্য প্রাইজ ইনডেক্স বেড়েছে এবং এই প্রাইজ ইনডেক্স বাড়ার দরুণ তাদের আজকে অনেক সাফারিংস হচ্ছে আর সেই কারণেই তাদেরকে ডি, এ, এবং পে-স্কেল রিভাইজড করে তাদের যা কিছু পাওনা, সেটার সুযোগ কেন দেওয়া হচ্ছে না? হোয়াই দি গভঃ পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী উইল বি ডিপ্রাইভড ফ্রম দেযার লিজিটিমেট ক্লেইম এ্যাণ্ড দেযার লিজিটিমেট ডিমাণ্ড? এটা হচ্ছে প্রিন্সিপালের প্রশ্ন স্যার। তারপরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গভঃ পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীরা কোয়াসী পার্মানেন্ট হচ্ছে সত্য, কিন্তু তাদের পার্মানেন্ট করার সুবিধা নাই। হাউ ইজ ইট? একজনকে গভঃ এমপ্লয়ী হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, কাজেই গভঃ এমপলয়া হিসাবে তার কতটুকু এ্যামিনিটিস, ফেসিলিটিজ এ্যাণ্ড প্রিভিলেজ পাওয়ার কথা, সেগুলি তাকে দিতে হবে। হোয়াই হি ইজ নট এনটাইটেল্ড টু হ্যাভ ইট? কিন্তু সেখানে তার সম্পর্কে বলা আছে এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টর ডাইরেক্টিভস আছে যে যদি কেউ ৩ বছর সরকারী কাজ করে তাহলে তাকে কোয়াসী পার্মেনেন্ট করতে হবে আর ৫ বছর কাজ করলে তাকে পার্মেনেন্ট করতে হবে। এই ধরণের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের ডাইরেক্টিভ থাকা সত্বেও কেন আমাদের পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের পার্মেনেন্ট করা হচ্ছে না, তাদের বেলায় কেন আদার-ওয়াইজ ট্রিট করা হচ্ছে। আজকে যেখানে তাদের গভঃ এমপ্লয়ী ট্রিট করা হচ্ছে। এটা তো প্রিন্সিপালের প্রশ্ন, স্যার, এটা হতে পারে না। একজনকে ত্রিপুরা সরকার ক্লাশ থ্রি হিসাবে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে, তার প্রতি একরকম ট্রিট করছে, আর একজনকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে আর এক রকম ট্রিট করছে, এটা তো সরকার ডিসক্রিমিনেট ট্রিটমেন্ট করছে। কাজেই দীস ডিসক্রিমিনেট ট্রিটমেন্ট সুড নট রিমেইন ইন দি গভঃ অব ত্রিপুরা। ইফ দি গভঃ ফাংকশানিং ইন এ ডেমোক্রেটিক ওয়ে। কাজেই আমি এদিকে

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে সরকার গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীদের জন্য যে সব ডাইরেক্‌টিভ আছে, সেগুলি যেন ইন টু-টু ফলো করেন।

স্যার, তারপরে আমি কো-অপারেটিভ সম্পর্কে কিছু বলব। অধিক কিছু বলার আমার কোন ইচ্ছা নেই। এই কো-অপারেটিভ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এর জন্য আমাদের একটা প্রিন্‌সিপাল আছে। কিন্তু যে ভিত্তিতে এই কো-অপারেটিভ আমাদের ত্রিপুরা রা[illegible]জ্যের মধ্যে চলছে. তা দেখে এটাই আমাদের মনে হচ্ছে, যে কো-অপারেটিভ ত্রিপুরাতে সম্পূর্ণভাবে ফেলিউর হয়েছে। তার যে একটা ষ্টেটমেন্ট আছে, সেটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখছি একটা সাংঘাতিক জিনিষ, আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা সরকার একটা কো-অপারেটীভকে ৫০ হাজার টাকা লোন দিয়েছে, সরকার তার রিপোর্টে বলছে, যে সেই কো-অপারেটীভটার কোন এ্যাড্রেস পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থাৎ যে কো-অপারেটীভকে ৫০ হাজার টাকার লোন দেওয়া হয়েছে, সেটার এড্রেস নট নোন, আর নট ফাউণ্ড। সরকারের টাকা আছে, কো-অপারেটীভ আছে, তাই সেই কোঅপারেটীভকে লোন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার কোন এড্রেস নেই। এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে সরকার কোঅপারেটীভ সম্বন্ধে কোন রকম চেক করেন না বা কোন রকমের ইনস্পেকশান করেন না। তাই আজকে আমি এই প্রশ্ন এখানে রাখছি যে এন্টায়ার কো-অপারেটিভ সম্পর্কে যাতে একটা হোল ইনকোয়েরী হতে পারে, সেজন্য সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এ্যাণ্ড হো ইজ রেসপোনসেবাল ফর দীস, রেনপোনসিবিলিটী সুড বি ফিক্‌সড এ্যাণ্ড দি পার্সন রেসপোনসেব্যল ফর ফেলিউর অব দি কো-অপারেটীভ সুড বি পানিষ্‌ড। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য, কারণ আজকে একটা কো-অপারেটীভকে টাকা দেওয়া হল, অথচ তার এড্রেস পাওয়া যাচ্ছে না, তার কোন ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না। আরেকটা হচ্ছে যেটা হাউসের সামনে রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে কো-অপারেটিভ, যে সমস্ত কোঅপারেটিভগুলিতে গভর্ণমেন্ট মানী ইনভেষ্ট রয়েছে, তার সম্পর্কে আমি এখানে বক্তব্য রাখছি। আমি বেশী বলব না। মিঃ স্পীকার মহোদয়, আমাদের যে ৬৭টি কো-অপারেটিভ লিকুইডিশানে গিয়েছে, এর মধ্যে ২৬টি কো-অপারেটিভের মধ্যে ১২টি ডিফাংকট এবং ১৬টি উণ্ড আপ করেছে, যার মধ্যে গভর্ণমেন্ট মানী ইনভল্‌ভড। তাহলে দেখা যায় যে এই কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট যে ভাবে চালান হচ্ছে সেটা হচ্ছে মোষ্ট করাপটেড ওয়েতে চালান হচ্ছে একথা যদি বলি সেটা বোধ হয় ভাল হবে। তার জন্য কয়েকটি রিকম্যাণ্ডেশান কমিটি থেকে করা হয়েছিল। আমার মনে হয় অনেক দিন আগে ফিনান্স মিনিষ্টার যখন কমিটিতে ছিলেন, তখন এই কো-অপারেটিভের অডিটকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট করার জন্য রিকম্যাণ্ড করা হয়েছিল। আবার আমি সেই বক্তব্য রাখছি, কো-অপারেটিভের অডিট রেজিষ্ট্রারের আণ্ডারে না রেখে সেটাকে সরিয়ে নেওয়া উচিত। আরও হচ্ছে যে আজকে পাঁচ সাত বৎসর ধরে ৭৬টি কো-অপারেটিভ অডিটই হচ্ছে না, কিন্তু সেখানে গভর্ণমেন্ট মানী ইন্‌ভল্‌ভড।

মিঃ স্পীকার :—অনারাবল মেম্বার ইউর টাউম ইজ অভার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এক মিনিট স্যার।

তারপর আমি খাদি ইণ্ডাষ্ট্রিজ বোর্ডের কথা বলব, সেখানে ৬৬ হাজার টাকা গভর্ণমেন্ট দিয়েছে, সেই ডিপার্টমেন্ট আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত অডিট হয় নাই। ১৯৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১ সালের যে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্ট পাচ্ছি, তাতে দেখা যাচ্ছে খাদি বোর্ড আজ পর্যন্ত অডিট হয় নাই এবং শুধু তাই নয়, তাকে এষ্টাব্লিশমেন্টের জন্য ৬৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু খাদি ইণ্ডাষ্ট্রি বোর্ড তার ডেভলাপমেন্টের জন্য ১৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তার ডেভেলাপমেন্ট কিভাবে হবে। তাই আজকে এই পয়েন্টের প্রতি দৃষ্টি রেখে বলছি যে গভর্ণমেন্ট তার বাজেট গ্রহণ করেছেন, বাজেট হচ্ছে ফিনানশ্যাল ম্যাটার, বাজেট প্রভিশান করা হবে রিয়েলিস্টিক বেসীসে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ওরিজিন্যাল গ্র্যাণ্ট খরচ করতে পারে না, অথচ সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যাণ্ড নেওয়া হচ্ছে, এইগুলি যদি বন্ধ না করা হয়, এই যে পাবলিক একসচেকার তার যদি ওয়েষ্টেজ হয়, তার যে লস, তার যে টাকা, সেটাকে মিসইউজড করা হয়, তাহলে বাজেটের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল লাভ করবে না এবং বাজেটের টাকা, যে ব্যয় বরাদ্দ পাশ করে দিচ্ছি, সেই ব্যয় বরাদ্দ জনসাধারণের মঙ্গলার্থে আসবে না অর্থাৎ এই যে সমাজ কল্যাণ, তার কাজ দ্রুত হবে না, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত। মাননীয় সদস্য, আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে এ্যাপ্রপ্রিয়েশান বিল এসেছে. তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি, কিন্তু তাহলেও আমি আমার কয়েকটি অবজার্ভেশান এখানে রাখব। সময় অত্যন্ত অল্প। একটা হচ্ছে শিক্ষা বিভাগের বিষয়ে, আজকে যেভাবে বেকার-এর সংখ্যা বাড়ছে এবং পাশ করে বেরিয়ে আসার পর চাকুরীর দিকে তাদের যেভাবে মন যাচ্ছে তার কারণ শিক্ষা যেভাবে দেওয়া হচ্ছে, এই চাকুরী ছাড়া এদের চিন্তার মধ্যে, স্কুল কলেজের কয়েক বছরের মধ্যে আর কোন চিন্তা ঢুকানো হয় নাই। নিজে থেকে যে একটা কোন কিছু করবে, তার দিকে তাদের কোন ঝোঁক নেই। সেই জন্য যে সমস্ত ছেলেরা হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল ফেল করেছে, তাদের পক্ষে আজকে কৃষি ক্ষেত্রে যাওয়াও হচ্ছে না, কারণ তারা যে বই পড়েছে, তাদের জমি জমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। কাজেই সে চাকুরী ছাড়া নিজেকে অসহায় মনে করছে এবং তার রিফ্লেকশান ত্রিপুরা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ত্রিপুরায় চাকুরীর সংখ্যা সামিত। তাই শিক্ষা পদ্ধতি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কি হবে, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে বলব। যদিও আমরা কলিকাতা ইউনিভারসিটির আণ্ডার-এ, তবুও এই ব্যাপারে আমরা কিছুটা অটনমি ঢুকাতে পারি কি না এবং পারিপার্শ্বিক শিক্ষা পদ্ধতি ঢুকাতে পারি কি না সেটা চিন্তা করা দরকার। আজকে প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই একথা চিন্তা করছেন। কৃষকের ছেলেকে যদি কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিতে পারি, কারপেন্টার এর ছেলে হলে, তাকে সেই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিতে পারি, তাহলে সেটার উপর নিশ্চয়তার শ্রদ্ধা থাকবে এবং এ থেকে তারা উপার্জ্জন করতে পারবে। তাছাড়া তারা যদি পোলট্রি করে, ডেয়ারী ফার্ম করে, তাহলে

তাদের আয়ের পথ হতে পারে। সরকার থেকে যে করা হচ্ছে তার দ্বারা তাদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করা উচিত এবং তারা যাতে সেলফ সাফিশেন্ট হতে পারে তার চেষ্টা করা উচিত। কাজেই এই দিকটা শিক্ষার মধ্যে কিভাবে ঢুকানো যায়, যে অর্থে বেসিক বলছি, সেই অর্থে বলছি না,আজকে শিক্ষার ভিতর এই জিনিষটা ঢুকিয়ে যাতে চাকুরীর দিকে তাদের দৃষ্টি কমাতে পারি, তার দিকে দৃষ্টি দিতে আমি বলব। চাকুরী ছাড়াও যে আরও প্রফেশান আছে, এবং সেগুলি যে লাভজনক, সেটা অল্প অল্প করে শিক্ষার কারিকুলামের মধ্যে—কিছুটা কো-অপারেটিভ সম্পর্কে নলেজ. কিছুটা পঞ্চায়েত সম্পর্কে নলেজ, ইত্যাদি ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকানো উচিত। ছোট ছোট ট্রেড স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি, মিডিয়াম স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি, তার সম্পর্কেও ছাত্রদের জ্ঞান দেওয়া যায় কিনা, শিক্ষা মন্ত্রীকে ভেবে দেখতে আমি বলব।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে পঞ্চায়েত সম্পর্কে, আজকে ১০ বছর হয়ে গেল ইলেকশান হয়েছে, তাদের হাতে কলমে কোন ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না, গেজেট নোটিফিকেশান করা হয়েছে বলছেন, কিন্তু তাদের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে না,তাই আমি বলব যে তাদের ছোট খাট রাস্তা, বা টিউবওয়েল, রিং ওয়েল রিপেয়ার ইত্যাদির যে খরচের টাকা সেটা ব্লকের হাত থেকে এনে সরাসরি পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে, তারা ভাল কাজ করতে পারে কিনা, পরীক্ষা-মূলকভাবে অন্ততঃ এক বছরের জন্যও তাদের হাতে দেওয়া হউক, এদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাছ। পিউরলী গ্র্যান্ট হিসাবে পঞ্চায়েতের হাতে দিতে পারি স্বাস্থ্য বিভাগের ছোট খাট কাজ, বসন্তের টীকা, কলেরার ইনকুলেশান, ইত্যাদির কাজ যদি দেওয়া হয়, তাহলে গ্রামের বেশী এরীয়া কভার করবে এবং গ্রামের লোকেরা এই বিষয়ে চিন্তা করবে। কিছু কিছু কাজ পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে আমরা দেখি তারা কাজ চালাতে পারে কিনা এবং সেটা এই বছর থেকেই যাতে ব্যবস্থা করা হয়। তা না হলে আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলছি, সেটা ফ্রুস্টারেটেড হয়ে যাবে, তার কোন মূল্য থাকবে না। আমরা মুখে শুধু গণতন্ত্রের কথা বলি, আমরা স্টেটহুড চাই, আমরা ষ্টেটহুড পাচ্ছি। কিন্তু তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া উচিত এবং যাতে বাস্তবিক সেটা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব এবং আজকে একটা প্রশ্ন হল যে উদয়পুর এলাকা—আমি এইজন্য বলছি যে আমরা প্রশ্নগুলি করছি কিন্তু তার কোন উত্তর পাচ্ছি না। অথচ এই প্রশ্নগুলি ডেমোক্রেসীর একটা মূল অঙ্গ এবং এই বাজেটের আমরা কতটুকু আলোচনা করতে পারি। প্রত্যেক মেম্বারদের তাদের কনসটিটিউয়েনসীর যে প্রবলেম তার জন্য টাকা যাতে সদ্ব্যবহার হয় বা ঠিক ঠিকভাবে ব্যয় হয় তারজন্য মেম্বাররা প্রশ্ন আনেন এবং সেটাকে তারা তাড়াতাড়ি রূপদান করতে চান। আজকে একটা কোয়েশ্চান দেখলে দেখা যাবে যে আজকে যেটা হয়েছে, উদয়পুর এলাকায়, ফুলকুমারী, মাতার বাড়ী, গোকুলপুর ভূমিহীন কলোনীতে প্রত্যেকটাতে কত পরিবার ভূমিহীনকে স্থান দেওয়া হয়। ভূমি-হীনকে স্থান দিলে অটোমেটিকেলী তার ঋণের কথাটা আসে। তারা কবে টাকা পাবে কি

পাবে না এটা যদি মাননীয় মন্ত্রী উত্তর যদি দিতে পারতেন তাহলে তাদের পক্ষে সুবিধা হত, সরকারের পক্ষেও সুবিধা হত। মেম্বারের পক্ষেও সুবিধা হত। তিনি বলতে পারতেন যে উদয়পুরের জন্য এত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। মিনিষ্টাররাও বলতে পারেন যে আমরা এই কাজ করেছি। কিন্তু এমনভাবে মিনিষ্টাররা প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসেন যে এই ইনফরমেশনগুলি দেওয়া হয়নি। তার মূল সুরটা সেখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করি যে উত্তর পাব কিন্তু তার মধ্যে যদি এই জিনিষ হয় তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে গণতন্ত্রের যে মূল কাঠামো সেটাকে আমরা রূপদান করতে পারব না। সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে এপ্রোপ্রিয়েশন বিল হচ্ছে, তার সংগে আমি বক্তব্য রাখব যে অন্তত মাননীয় সভ্যরা যে সমস্ত কলিং এটেনশান দিচ্ছেন বা প্রশ্ন করছেন তার দায়িত্ব শুধু মেম্বারদের নয়, শুধু অপোজিশনের নয়, এটা হাউসের। কাজেই মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কলিং এটেনশান বা প্রশ্ন আনেন তার যেন যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা প্রশ্ন উঠেছে যে আজকে আমরা এই এপ্রোপ্রিয়েশন বিল পাশ করে আমরা ত্রিপুরার এক বছরে ব্যয় বরাদ্দ বিল পাশ করছি। এটাকে আমি সমর্থন করছি। তবে এই টাকা খরচ করতে গিয়ে সরকার ঠিকভাবে খরচ করবেন কিনা তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ আছে। টাকার সদ্ব্যবহার করবেন না, সেটা আমরা অতীতের ইতিহাস থেকে বলতে পারি। গত আর্থিক বছরে এ্যাপেকস কো-অপারেটিভের কিছু টাকা লোপাট হয়েছিল এটা পত্রিকায় উঠেছে। এইরকমভাবে যদি টাকা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যে উদ্দেশ্যে আমরা বাজেট পাশ করিয়ে দিচ্ছি তার সার্থকতা থাকে না। আর একটা কথা হচ্ছে গভর্ণমেন্ট প্রেসের একটা ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই। সেখানে গত পাঁচ বছর ধরে একটা ইউ, ডি, সি, এর পোষ্ট ভেকেন্ট রয়েছে। এখনও ফিল আপ করা হয় নি। তবে রিসেণ্টলি সেটা ফিল আপ করা হচ্ছে। তবে যাকে দিয়ে ফিল আপ করা হবে বলে জল্পনা কল্পনা করা হচ্ছে তার নাম নাকি কালিপদ আচার্য্য এবং তাকে দিয়ে যে ফিল আপ করা হচ্ছে তার কারণ হল উনি নাকি কর্তৃপক্ষকে ৫০০ টাকার ঘুষ দেওয়ার পরিবর্ত্তে এই প্রমোশন পাচ্ছেন। শ্রীইউ, এন, শর্মা যখন নাকি চীফ কমিশনার ছিলেন তখন উনি নাকি রিভার্টেড হয়েছিলেন। এখন তাকে নাকি ৫০০ টাকার পরিবর্তে রিওয়ার্ড করা হচ্ছে। আর এই কালিপদ বাবু নাকি পেনসন কেস ডিল করেন। একজন অমরজিত দেববর্ম্মা ফেমেলী পেনসন পান না। তার কারণ ঐ কালিপদ বাবুকে কিছু দিয়ে সন্তোষ্ট করতে পারেননি। তাই আমাদের এই গণতান্ত্রিক বাজেট এর বেশীর ভাগ টাকা যদিও সরকারী কর্মচারীর পেছনে খরচ হচ্ছে তবু আমি অনুরোধ করব যে সরকারী কর্মচারীরাও যাতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে। তারা যাতে ঠিক ঠিকভাবে প্রমোশন পান এবং একটা সামান্যতম অংশেও যাতে ঠিক ঠিক ভাবে দৃষ্টিপাত করেন সেজন্য আমি বলব।

আর একটা কথা, আমাদের এখানে শিক্ষা খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা করতে গিয়ে ত্রিপুরাতে আশ্রম স্কুল খুলতে গিয়ে যা করা হয়েছে সেই আশ্রম স্কুল সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা উচিত। এইগুলি ভারতবর্ষের অন্যান্য আশ্রম স্কুলের মত হচ্ছে না। এই স্কুলগুলি ক্লাশ এইট পর্যন্ত এবং রেসিডেনসিয়াল হয়ে থাকে। আমি এখানে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে বলতে চাই যে বগাফাতে যে আশ্রম স্কুলটা সেটা ক্লাশ এইট পর্যন্ত। এটাকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল থেকে আলাদা করে দিয়ে সেটাকে রেসিডেন্সিয়াল করা হোক। তাহলে ত্রিপুরার যারা ট্রাইবেল আছে তারা সরকারের তত্ত্বাবধানে থেকে পড়াশুনা করতে পারবে। এই রকম আশ্রম স্কুলের জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য ষ্টেটে অনেক টাকা খরচ করে। তারা হয়ত আমাদের এখানকার চেয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে এপ্রোপ্রিয়েশন বিল আনা হয়েছে এটা আমাদের এখানে পাশ হয়েছে। কাজেই সেই দিক থেকে এটাকে অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠে না। তখন আমার কতগুলি বক্তব্য রেখেছিলাম। কারণ এই ত্রিপুরার কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে এটা কৃষি প্রধান দেশ। প্রথম কৃষিকে যদি উন্নত করতে হয়, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে কৃষির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং কৃষির সংগে যদি ইণ্ডাষ্ট্রী জড়িত না থাকে তাহলে সেই দেশ কৃষির দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাজেই এই কৃষিতে আমাদের উন্নতি করতে হলে, আরও বেশী করে অর্থ বরাদ্দ করা উচিৎ ছিল বলে আমি মনে করি। তারপরে আমাদের এখানে যে সব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হবে সেগুলি দিয়ে যাতে ছোট খাটো ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তোলা যায়, সেজন্য আমাদের আরও বেশী করে সচেষ্ট হতে হবে। আজকে কৃষির দিকে মন দিতে গিয়ে, আমাদের প্রথমে যেটা ভাবা দরকার সেটা হল, আমাদের যে একটা বৃহৎ অংশ ভূমিহীন কৃষক আছে, তারা যাতে ভূমিতে পুনর্ব্বাসন পায়, সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের যদি ভূমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে আমরা যে বলছি কৃষির উৎপাদন বাড়াবো, এবং কৃষিতে সবুজ বিপ্লব আনা হবে, সেটা কোন দিনই সম্ভব হবে না, সেটা শুধু আমাদের ঐ মুখের কথা হয়ে মুখেই থাকবে। কাজেই সবুজ বিপ্লব আনতে হলে আমাদের এখন থেকে কাজে নেমে পড়তে হবে। ভূমিহীনদের ভূমি দিয়ে, তারা যাতে ভূমিতে কৃষিজাত ফসল উৎপাদন করতে পারে সেজন্য তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সার, বীজ ধান এবং জমিতে সেচের জল পেতে পারে, সেজন্য সরকারের অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ করা দরকার। কিন্তু সেই রকম কোন কিছু সরকার থেকে করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে লোক সংখ্যা, তার শতকরা ৯০ ভাগ হল আমাদের কৃষকেরা, আর মুষ্টিমেয় কিছু আছে, তারা হল সরকারী কর্মচারী বা অন্যান্য। কাজেই আমাদের ত্রিপুরার উন্নতি মানে কৃষকদের উন্নতি এবং কৃষকদের উন্নতি যদি করা সম্ভব না হয়, তাহলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা এখন যা আছে, তার চেয়ে অনেক পিছনে যেতে বাধ্য। আর ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে যা

বল্লাম, সেটা হল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, তারপরে হল ইলেক্ট্রিসিটি। এই দুইটি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রীর উন্নতি করতে পারে। যদিও সরকার বলছেন যে ত্রিপুরাতে আমরা ইলেক্ট্রিসিটি আনছি, কিন্তু সেটা তো অনেক পুরানো হয়ে গেছে, ইলেক্ট্রিসিটি আসছে আর আনছে, এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে, কিন্তু কবে যে এই ইলেক্ট্রিসিটি আসবে তার কোন লক্ষণই আমরা এখন পর্য্যন্ত দেখতে পারছি না। তারপরে আজকে যারা লেখাপড়া শিখছে, তারা কারা? ত্রিপুরার মধ্যে যারা লেখা পড়া শিখছে, তাদের অধিকাংশই হল আমাদের কৃষকদের, আমাদের মজদুরদের ছেলে মেয়েরা। কাজেই বর্তমানে আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে সব প্রাইমারী স্কুল আছে, সেগুলির সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। কাজেই সরকার অনেক পরিকল্পনার কথা আমাদের কাছে শুনাচ্ছেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজবাদে পৌছার কথা, কিন্তু সেগুলির কোনটাই বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

Mr. Dy, Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971) be taken into consideration at once.

(The motion was put and passed by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :— Cl_2 do stand part of the Bill.

(The motion was put and passed by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :— Cl_3 do stand part of the Bill.

(The motion was put and passed by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :— Schedule do stand part of the Bill.

(The motion was put and passed by voice vote).

Mr. Dy. Speaker .— Cl_1 do stand part of the Bill.

(The motion was put and passed by voice vote),

Mr. Dy. Speaker :— The Title do stand part of the Bill.

(The motion was put and passed by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :— Next business before the House is the Passing of the Apprоriation (No. 3) Bill. 1971 (Bill No. 3 of 1971). I shall now request the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971) as settled in the Assembly be Passed.

Mr. Dy. Speaker :— Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation (No. 3) Bill, 1971 (Bill No. 3 of 1971) as settled in the Assembly be passed.

(The motion was put aud passed by voice vote).

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjourned till 2 p. m. of to-day.

Mr. Speaker :— (Dy. Speaker was in the Chair)

Now the discussion on the motion for removal of the Speaker will start. I would request Shri Upendra Kr. Roy to move his Motion. Before that I like to inform the House that I have received an amendment in the form of substitute motion that—

"This House expresses its full confidence in the Speaker, Shri M. L. Bhowmik."—from Shri Ghanasyam Dewan. I have admitted the same. Copies of the amendment have already been placed on the table of the Members. Now Shri U. K. Roy will move his motion. After it is moved Shri Ghanasyam Dewan will move his amendment and then Shri U. K. Roy will start discussion."

Shri Upendra Kr. Roy :— Mr Speaker Sir, I beg to move that the House having taken into consideration the conduct of the···Speaker of the House feels that he has ceased to maintain an impartial attitude, the fundamental quality of a Speaker to command the confidence of all Sections of the House ;

That in his partisan attitude he disregards the rights of members of the House and makes pronouncements and give Rulings calculated to effect and undermine such rights.

That while on 15.9.70 he admitted a motion on the Mizo attacks on Dumbur Project tabled by the Chief Minister, he refused an amendment to the motion tabled by a Private Member, Shri P. R. Das Gupta on the ground that as per rule 5 (1) of the Administrator's Rules it effects the discharge of the function of the Administrator and cannot therefore, be discussed in the Assembly."

That he takes action simply at the dictates of the Chief Minister which is in consistant with the Rules of Procedure, as for example when on 16. 9. 70 attention of the Speaker was drawn to the differential treatment of allowing the Motion of the Chief Minister while disallowing an amendment by Shri P.R. Das Gupta on the same motion Shri Dasgupta asked for clarification on this differential treatment At this the Chief Minister asked the Speaker to name the member and the Speaker at once asked Shri Das Gupta to leave the House

That his conception of the meaning of the Rules and Procudure is hazy and sometimes wrong which leads him to take action in violation of the Rules of Procedure and Conduct of Business. As for example on 15. 9. 70 he included in the List of Business two Motion (1) One dealing with the Mizo attack on Dumbur Hydel Project and the other with the Police firing at Melagarh killing student by passing the Business Advisory Committee on the plea that it was Govt. Motion and so needed no reference to the Business Advisory Committee.

The appropriation of Excess demand was also not placed before the Business Advisory Committee.

That he has not given consent to a single adjournment motion given notice of by the members of the House during his regime however urgent and important it may be—the last being one tabled by Shri P R. Das Gupta on soaring price of the Essential Commodities.

On an occasion he permitted Shri Aghore Deb Barma to read out the adjournment resolution but latter on at the dictate of the Chief Minister he revoked his own ruling.

That both in admitting and refusing the question and resolution he has acted in violation of the rules of Procedure and Conduct of Business of the House.

In a meeting of the Assembly in connection with the answering of a question the Speaker did not allow further supplementary question and told that an Half an hour discussion would be allowed after the recess. But on his return to the House he revised his decision at the instance of the Chief Minister.

That he is practically undhr the thumb of the Chief Minister and loses his nerev at every intervention from him and the ruling of the Speaker comes out to be an echo of the suggestion or hint given by the Chief Minister.

I would refer to Tripura Legislative Assembly of 15. 9. 70 as the related portion quoted below (pp 70-71)

"Mr. Speaker :— Hon'ble Member ... ... His speech should be expunged from the proceedings."

He cannot even stick to a dicision pronounced in the floor of the House as for example on 16. 9. 70. He announced in the House that in compliance with the peititon from the leader of the Cogress Legislature Party (Socialist) that the members of the legislature Party belong to the group would be allotted seats in a new block next day i. e. 17. 9. 70. The next day he withdrew his announcement and read out a statement to the effect that the matter had been referred to the Lok Sabha Secretariat for clarification.

This further betrays that he is lacking in clarity of conception and power of discreation When he was faced with a bit critical situation viz. a group of Congress M. L. As owing the allegiance to the Congress (J) but disowning the allegiance to the leader of the Tripura Congress Legislature Party was demanding a separate block of seats he was completely non-plussed and failed to give a ruling which he being a Speaker in the Chair ought to have done instead of keeping the matter in hanging

That he openly espouses the version of the Govt. side on all controversial metters as against other members of the Assembly.

That all these constitute a serious danger to the proper functioning of the house and ventiliating the felt grievances of the people and therefore. resolves that he be removed from his Office.

Yours faithfully,
Sd/- Upendra Kumar Roy, 29. 3. 71
Sd/- Aghore Deb Barma, 29. 3. 71
Sd/- Bidya Ch. Deb Barma, 29. 3.71

Mr. Dy. Speaker :— Now I would call on Shri Ghanashyam Dewan to move his amendment.

Shri Ghanashyam Dewan :— Mr. Speaker, Sir I beg to move that "this House expresses its full confidence in the Speaker, Shri M. L. Bhowmik."

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি রিজুলেশান মুভ করেছেন, তিনি তার পক্ষে বক্তব্য শেষ করবেন এবং তারপর আরেকটা জিনিষ আসবে This is the practice of the House Sir.

Mr. Speaker :— From Kaul, p, 521 No further question is put there on conclusion of the debate, However, before the discussion commences, a member can move a substitute motion which, while conforming to the subject matter of the original motion .. ডিসকাশন কমেনস করবার আগে সেটা মুভ করা যায়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। সাবষ্টিটিউট মোশান যেটা, সেটা কোন অবস্থায়ই ওরিজিন্যাল যে মোশান তাকে (Kaul, p, 511—'nor should it be negative in character). নিগেটিভ করতে পারে না। (Kaul p, 521) Motion moved 'that the present international situation and the policy of the Government of India in relation there to be taken into consideration. Amendment moved : "That at the end of the motion the following be added—andhaving considered the same, this House approves of this policy. কাজেই এখানে যে ফরমে সাবষ্টিটিউট মোশান দেওয়া হয়েছে, সেটা আসতে পারে কি না, এটাই আমার জিজ্ঞাস্য স্যার। সাবষ্টিটিউট মোশন সেটা কোন অবস্থাতেই অরিজিন্যাল মোশনকে নেগেটিভ করতে পারে না। সাবষ্টিটিউট মোশনের ফর্ম্ম দেওয়া হয়েছে। কাউল ৫২১ পৃষ্ঠায় আছে—That the present international situation and the policy of Government of India in relation there to be taken into consideration and having considered the same this House approves of this policy. স্যার, এখানে যে মোশনটা এসেছে এটা মোষ্ট ইরিলিভেন্ট এবং এই যে সাবষ্টিটিউট মোশনের যে ফরম তা ছাড ডিফাইণ্ড দি ফর্ম্ম অব দি সাবষ্টিটিউট মোশন। Because this motion be substituted by the following—This House expresses its full confidence in the Speaker, Shri M L. Bhowmik. This is a negative motion. It cannot be done. It is ultra vires, illegal and it cannot be moved in the House, because the form has been violated.

Mr. Dy. Speaker :— I would draw the attention of the Hon'bie Members to the Parliamentary procedure in India of Mukherjee. Page 140.

"An amendment to the fact "that this House expresses its full confidence in the Speaker of the House of Assembly etc." was allowed to be moved to the main motion "that this House disapproved of the manner in which Mr. Speaker discharges his funĉtion as Presiding Officer etc.' in the House of Assemly (Union of South Africa). A similar amendment was allowed in the West Bengal Legisla ive Assembly, namely, 'that the House expresses its full confidence in the Speaker of the Assembly. etc. to the main motion of no-confidence in the Speaker.'

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— স্যার কাউন্সটাও তো অথেন্টিক। আমি যদি একটু মুখার্জিটা দেখতে পারতাম তাহলে আমিও দেখিয়ে দিতে পারতাম যে মুখার্জীতে আলাদা প্রভিশন আছে কি না। কোন অবস্থায়ই অরিজিন্যাল মোশনটাকে নিগেটিভ করতে পারে না। ইভেন রুলস টু বি অবজার্ভড বাই দি মেম্বার্স। কাউল আর মুখার্জি তো আছেন।

Shri S. L. Singh :— Sir. I would like to draw your attention whether he can speak after the ruling from the Chair.

Shri P. R. Dasgupta :— You have not told sir, that you are giving. ruling. He has no authority to speak. I am on the floor of the House. He is not on the floor.

Mr. Deputy Speaker :— Hon'ble Member, I have already given my ruling.

Shri Ghanasyam Dewan :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move the motion be substituted by the following:

"This House expresses its full confidence in the Speaker, Shri M. L. Bhowmik."

Shri U. K. Roy :— Mr. Speaker, Sir,

Mr. Dy. Speaker : — ডিসকাশন হবে অ্যামেণ্ডমেন্ট এবং রিজলিউশানের উপর।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় : — একসংগে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— হাঁ।

Shri U. K. Roy :— Our Speaker, Shri M. L. Bhowmik as a man good and he is generally of amiable manner. I have respect for him as a man. But I am sorry to say that as a Speaker, he is a bad Speaker. He hopelessly lacking in certain essential personal qualities and attributes of mind which is required for a proper person to occupy the Chair. আমি যুরের কথা বলছি। তিনি নাম্বার ওয়ান কোয়ালিটি মেনশান করেছেন স্পীকার মাস্ট বি ইম্পার্শিয়াল। এই জিনিষটার তার মধ্যে আমরা অভাব দেখতে পাই। আর একটা হল স্পীকার পলিটিক্যাল পার্টি ইনক্লিনিশান ত্যাগ করবেন।

Quality No. 2 is independence. Impartiality presupposes that the Speaker will have the courage to be independent, of party allegiance. A member who is chosen to be the Speaker inevitably, properly and absolutely, must cast aside all party allegiance. Speaker Clifton Brown assured the House of Commons "Free speach and fair play for all must be my study and absolute impartiality. I am not the Govt's man nor the Opposition's man and I am the House of Commons' man." Almost all the Indian Speakers, on their elevation give an assurance to be impartial and try to fulfil it.

Then is Firmness. Firmness is also a necessary virtue standing next to impartiality. It is the duty of the Speaker to reserve order in the House, but lack of firmness makes the Speaker vacilating in decision and week in preserving order in the Houso. এটার প্রয়োজন আছে, আর এটা না থাকলে, তাহলে হাউসের মধ্যে কোন শৃঙ্খলাই থাকে না এবং হাউসের কাজ ঠিকমত চলতে পারে না।

Then is personality. In order to excercise firmness a Speaker must possess a personality by dint of which the Speaker commands the respect and confidence of the House as a whole. স্পীকারের মধ্যে এই পার্সোনালিটি এবং ফার্মনেস থাকা দরকার।

Then 5th is—Accurate knowledge of Procedure. He has to see that the deliverations are conducted according to various rules and precedents and to watch that no rule is violated and he cannot do so unless he possesses precise and accurate knowledge of procedure and practice. We are to find that these virtue and qualities are absolutely essential to be a successful Speaker. Otherwise, we cannot make any assessment for the success of a Speaker. আমাদের এইদিক দিয়ে বিচার করতে হবে যে আমাদের হাউস যেভাবে চলছে তাতে এই ষ্টেট্টা কতটুকু আমাদের স্পীকারের মধ্যে রেখে করছে। এই এবসলিউট পার্সোনালিটির, আমি এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, সেটা হল গত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের যে দুই দিনের প্রসিডিংস আছে, ১৫ এবং ১৬ তারিখের, সেটাই আমি এই হাউসের সামনে প্লেস করছি। আমার উদ্দেশ্যটা যে কি, সেটা ব্যাখ্যা করবার জন্য যদি মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমাকে সময় দেন, তাহলে আমি বলতে পারি। উই আর টু সি দ্যাট আওয়ার ইনফেন্ট ইনষ্টিটিউশান, দ্যাট ইজ আওয়ার লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী অব ত্রিপুরা ইজ গোয়িং অন ইন পারফেক্ট্লী অর ইন ভায়লেন্ট ওয়ে।

Here is one example. On 15.9.70 he included in the List of Business two motions (1) one dealing with the Mizo attack on Dumbur Hydel Project and the other with the Police firing at Melagarh killing student by—passing the Business Advisory Committee, on the plea that it was Govt. Motion and so needed no reference to the Business Advisory Committee. It is taken from the Proceedings. এখন আসল কথা হল, মাননীয় স্পীকারের এটা জানা উচিত যে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিটা হল ফর টাইম এ্যালোকেশান অব দি গভঃ বিলেজিশান এ্যাণ্ড আদার গভঃ বিজনেস। আর লোকসভাতে যে একটা কমিটি আছে, সেটার কাজ হল হাউসের আদার বিজনেসগুলি নিয়ে ডিল করা বা সেগুলির আলোচনার জন্য টাইম এ্যালট করা ইত্যাদি বিষয়ে। আর আমাদের এখানে যেটা আছে, তাতে তো গভঃ বিজনেস নিশ্চয় আসবে। কিন্তু টাইম এ্যালট করবে হাউস। বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি রিকমেণ্ড করবে কোন আইটেমটা কোন দিনে আসবে এবং কোনটাতে কতক্ষণ সময় দেওয়া হবে, পরে সেটাকে হাউসে প্লেস করা

হবে এবং প্রেস করলে পরে তখন হাউস সেই বিষয়ে এগ্রি করলে এডপ্ট করা হবে। তারপরে সেটা অনুসারে হাউসের কাজ চলবে। তারপরেও যদি কিছু বাদ থাকে, তাহলে পরে আবার বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মিটিং ডেকে আলাপ আলোচনা করে সেগুলি ঠিক করা হবে। তবে এ, আর মুখার্জির বইতে কি আছে, না আছে, সেটা আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু এছাড়াও স্পীকার তার নিজের ইনিসিয়েটিভে অনেক কিছু করতে পারেন বাই ভায়লেশান অব দি রুলস, ইট ইজ ইন মাই হাম্বল ওপিনিয়ন। তারপরে আমাদের এই এ্যাসেম্বলীতে কোয়েশ্চ'ন আওয়ারে অনেকগুলি সাপ্লিমেন্টারী হয়ে গেলে পর স্পীকার অবজেকশান করলে আর নতুন করে সাপ্লিমেন্টারী করা যাবে না। এর উপর মেম্বারদের কাছ থেকে একটা সাজেশান এসেছিল, সেটা হাফ এন আওয়ার ডিস্‌কাশানের জন্য। তিনি এই রকম ডিস্‌কাশান প্রথমে এ্যালাউ করে ফেলেছেন, কিন্তু কোথায় থেকে, বাহির থেকে কেউ বলছে কিনা, আমার জানা নেই। সেখানে যে কেউ বললো দেওয়া যাবে না, অমনি উনিও বলে ফেললেন যে তিনি আর ডিস্‌কাশান করতে দিবেন না। কাজেই আর সেই ডিস্‌কাশানটা হল না। কাজেই তিনি যখন প্রথমে এই ডিসকাশানটা এ্যালাউ করলেন, তখন, তাঁকে এটা এ্যালাউ করার আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি সেটা না করে বলে ফেললেন যে ডিসকাশানটা হবে, পরে যখন এই ডিসকাশানটা রেইজ করতে গেল তখন বললেন যে এটা হবে না। এতে আমার মনে হয় it is at least a clarity of conception and it is in consistantly to the dignity of the Assembly & the House. যেটা নিয়ম আছে, সেটা হল একবার তিনি যেটা এ্যানাউন্স করে ফেললেন তখন he must stick to it.

আরেকটা হল, তিনি তার যে পারটি এ্যাফিলিশান সেটা ছাড়তে পারেন নাই। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হি ইজ ফলোয়িং দি ডিরেকশান অব দি লীডার অব দি হাউস। যেমন একবার প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত (প্রসীডিংস ১৫-৯-৭০, ৭০ পৃষ্ঠায় আছে) উনার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল টু দি মোশান ডম্বুর প্রজেক্ট, সেটা এ্যালাউ করা হলনা, তিনি তাকে বলে দিলেন আই শ্যাল রিকোয়েস্ট দি অনারেবল মেম্বার টু ডিসকাস দি ম্যাটার ইন মাই চেম্বার। তারপর শ্রীএস, এল, সিংহ আফটার রুলিং অব দি স্পীকার বললেন Whether any Member after ruling of the Speaker can speak or not. এরপর অঘোর দেববর্মা বললেন আমার একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট ছিল, এরপর চীফ মিনিস্টার তিনি বললেন I would draw the attention of the Chair whether the Member should be named. মিঃ স্পীকার সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন—I would name the Member. একবার বললেন আমার চেম্বারে যাবেন, আমি ডিসকাস করব. লীডার অব দি হাউস যখন ইনটারভেন করলেন নেম্‌ করা যায় কিনা. সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটা করলেন।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member your time is over.

Shri U. K. Roy :—Mr. Speaker Sir, will you be kind enough to allow me time. I have only started. I have not touched all the points,

Mr. Dy. Speaker :—Speak for five minutes.

Shri U. K. Roy : – Thank you. আরেকটা কথা আমি বলব এই যে ডিসক্রিমিনেটরী ট্রিটমেন্ট—এবারকার এ্যাসেম্বলী কমিটিগুলি হয়েছে, সেগুলির ফরমেশানে কি রকম যে পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়, সেই সম্পর্কে আমি বলব। হোয়াট ইজ দি প্রিন্সিপ্যাল অব দি ফরমেশান অব দি কমিটি, সেই সম্পর্কে আমি কাউল থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। Page—577 Members to specified parliamentary Committiees may be nominated by the Speaker after consultation with the Leader of the House and the leaders of the Opposition parties and groups in the House.

At the Commencement of a new Lok Sabha the Leader of the House is asked by the Secretariat to suggest, in order of priority, a panel of names of members of the Government party to be placed before the Speaker for nomination to the committees. Similarly, the leaders of the Opposition parties or groups in the House are addressed to suggest, in order of priority, a panel of two or three names from amongst the members of their groups or parties. The Speaker in his discretion, selects the members out of those panels, for nomination to the committees. As far as possible, the defferent parties and groups are represented on a committee in proportion to their respective strength in the House. The members selected for nomination to a committee are asked to furnish their written consent to serve on the committee, if nominated.

Mr. Speaker Sir—when I was here in this capacity, it was followed during my time. Party Leaders, party Wheeps were requested to supply the names of their nominees. Committees were constituted in this way. That healthy rules and convention have been thrown away and Committees are from mostly to favour the favourate of the party leader. It is now done completely as desired by the party leader and as a result the opposition members are deprived. You see in the opposition rank and group—each member has got only one membership and in the ruling party there are three and four. This naturally creates no—confidence on the Speaker. Mr. Speaker Sir, I humbly submit that I have brought this resolution not with malaise. My greatest grievance against the Speaker is that he allow himself to be guided by the Leader of the Congress party just as a member of the party does. He can not do it I think. It is not role of the Speaker in the House. He conducts the business of the House keeping his one eye at the treasury bench, or more correctly at the Chief Minister and other eye to the Secretariat block in the House or more correctly to the present Administrative

Officer. Erstwhile the attention was drawn on this point by member Shri Aghore Deb Barma whether an Office Superintendent can be allowed to go upto the Speaker to assist him. The Speaker gave ruling that he can. But I ask what is the convention in the Parliament and other Assemblies ? No one below the rank of Dy. Secretary can go upto the Speaker to assist him

Mr. Dy. Speaker :— Hon'ble Member, your time is over.

Shri Upendra Kr. Roy :—I would conclude by saying that **I brought this resolution with no malice but simply to draw the attention of all connected with the House to see that our infant** institution gradually grows from strength to strength and proceed. There is a sacred trust that is devolved upon us which have come towards the beginging of this Assembly, There was no Assembly here, there was no convention, no tradition, nothing to help us. In the last term we were in the dark and somehow it was started. Now from day to day it would grow from strength to strength and the Assembly is a feat of the Parliamentary democracy. I would speak about the amendment. I would conclude with this. With that object in view I brought this with the hope that the things run well. So all of us should try and my greatest appeal, my most earnest appeal to the Leader of the House I would request him, he would see that he is not the leader of the Congress party only, he is also the leader of the House, he should see that the Assembly is going on from strength to strength. In politics he may take whatever he likes. He is a shrewed politician he is a man of strong personality I know and he can do whatever he likes for the political party. But as regards the sacred seat of Parliamentary democracy he should see that he does not influence the Speaker. Let him work consciously with a free mind and free conscience.

Mr. Deputy Speaker :—Now I would call on Hon'ble member, Shri Promode Ranjan Dasgupta.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, অ্যামেণ্ডমেণ্ট যখন মুভ হয় অ্যামেণ্ডমেণ্টের উপর বক্তব্য রাখে প্রথম। কিন্তু সেটা যখন হল না, it is also violation of the rules. However, I am called upon that is why I am going on.

Shri Rajkumr Kamaljit Singh :—Point of order sir, the mover of the resolution will move first, So it is not violation of the rules as the Hon'ble Member says.

Mr. Dy. Speaker :—Yes.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Hon'ble Speaker sir, আজকে এই হাউসে যে মোশানটা এসেছে এবং আমারও নামে যে মোশানটা আছে সেটা খুব সিরিয়াস এবং একটা হাউসে এক জন স্পীকারের বিরুদ্ধে বিকজ অব হিজ ইনজাষ্টিস, বিকজ অবহিজ পার্সিয়ালিটি, বিকজ অবহিজ পার্টিজান স্পিরিট আজকে বাধ্য হচ্ছি আমরা অপোজিশন, এই হাউসে নোকনফিডেন্স মোশন আনতে। ইট ইজ এ সেছ থিং, উই হ্যাভ বীন কমপেলড টু ব্রিং ইট বিকজ উই আর আনডান এট দি বিহেভিয়ার অব দি স্পীকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, ফাষ্ট অব অল আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে উনি বলে গেছেন যে স্পীকারের একটা কোয়ালিটি, সেখানে আমি দুজনের কথা বলব— মবলংকর এবং সঞ্জীব রেড্ডী। দুজনেই ছিলেন পার্লামেন্টের স্পীকার। ওঁরা বলে গেছেন যে, he keeps aloof from party deliberation and controvercy.. Sanjeeb Reddy said—I can assure with all the force of my comments that I would try to maintain the high tradition as a necessary corollary to this resolve, I resign my membership of the party to which I belong. এই হচ্ছে স্পীকারের নন্-পার্টি-জান স্পিরিট। আমি বলব যে তিনি পাটি কনট্রোভার্সী এবং ইলেকশান কনট্রোভার্সীতে পারটিসিপেট করেছেন, সেটা আমি পরে বলব। পাটি সিপেট করেছেন, সেটা আমি পরে বলব। মাননীয় সদস্য যে মন্তব্য রেখেছেন সেখানে দুইটি জিনিষ আছে, একটা হচ্ছে গ্রেভ ডিস-অর্ডার-লীতে টু টেক্যাল দি হাউস—হি ডাজ নট নো। আর সেকেণ্ড হচ্ছে, ইট ইজ অব হিজ ইগনোরেনস, হি কুড নট টেক্যাল দি হাউস। কেন আমি এই কথা বলছি? মাননীয় স্পীকার স্যার, বলছি এই কারণে যে আমাদের প্রসিডিংস এর পেজ নাম্বার সেভেন্টি ওয়ানে (১৯৭০) আছে। এখানে হচ্ছে কি? এখানে গোলমালের পর অঘোর দেবশর্মা বলছেন... আমাকে সুযোগ দেওয়া হল না, এভাবে হাউস চলতে পারে না। তারপরে হচ্ছে—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত...(নট অডিবল)। তারপরে হচ্ছে শ্রী এস, এল, সিংহ—

I would draw the attention of the Speaker, whether the member should be named?

Mr. Speaker ":—Yes I would name the members.

माननीय स्पीकार स्যার, এরপর আমাদের এই হাউসে কোনদিন কোন চীফ মিনিষ্টার নেম করতে পারেন না। নেম করেন কারা। নেম করবেন স্পীকার বা চেয়ারম্যান। এ্যাণ্ড স্যাট ইজ দি রুলস। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে আছে কাউলের বইর পেজ নাম্বার নাইনটি টু তে।

—Maintenance of order in the House is a fundamental duty of the Speaker. The Speaker may check irrelevance or repetition in the speech of a member and intervene when a member makes an unwarranted or defamatory remarks by asking him to withdraw that remark or to make amends. The Speaker may also, in his discreation, order the expunction of any defamatory or indecent words used in the debate or of any thing said by a member who has not been called upon to speak. He may direct any member guilty of disorderly conduct to withdraw from the house, and name a member for suspenpsion if the member disregards the authority of the chair and persists in obstructing the proceedings of the House. He may also adjourn or suspend the business of the House in case of grave disorder."

শ্রী বি. আর. দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে চীফ মিনিষ্টার নেম করলেন, তার সাথে সাথে জাষ্ট লাইকে অ্যা-কো, জাষ্ট লাইকে হিজ মাষ্টার ভয়েস আমাদের স্পীকার বললেন আই নেমড। দীস ইজ ভায়লেশান অব দি ডেকোরাম অব দি হাউস, এ্যাণ্ড দীস ইজ দি কম্প্লিট ভায়লেশান অব অল দি নর্মস অব দি পার্লিয়ামেন্টারী প্রেকটিস। স্পীকার স্যার, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে সে দিন কি ছিল? ১৯৬৯—৭০ সালের প্রসিডিংসের পেজ নং ৪তে আছে, ১৭ তারিখের প্রসিডিংস, সেখানে স্পীকার আমাদের ৭ জন মেম্বারকে নেমড় করেছেন, তার কারণ হল উই ওয়ানটেড সেপারেট সীটস ইন দি হাউস। কিন্তু হোয়াট ইজ দি প্রসিডিউরস? গ্রেভ ডিস-অর্ডারলীর সময়ে সাসপেনশান ইজ নট দি অনলী বিজনেস অব দি হাউস, কিন্তু তা সত্বেও তিনি আমাদের ৭ জনের উপর কোট মার্শাল প্রয়োগ করলেন। আজকের এই যে নো কন্‌ফিডেন্স মোশান আসছে, তা কেন? বিকজ দি এটিচুড অব দি স্পীকার ইজ ভিন-ডিকটিভ। আদওয়াইজ হি কুড নট টেক সাচ একশান হুইচ ইজ সো ইনজাষ্টিস টু এ মেম্বার। তাই আজকে আমি এই হাউসের সামনে আমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছি যে হি ইজ আণ্ডার দি থাম্ব অব দি লীডার অব দি হাউস। তারপরে ১৬ই সেপটেম্বরের প্রসিডিংস পেজ ২৪ এ আছে, সেখানে শ্রী এস, এল, সিংহ বলেছেন—

"I draw the attention of the Chair that Shri Promode Rn. Das Gupta only for his remarks that Chair is pertial should be named."

আর অমনিতেই স্পীকার বললেন—"I would request the Hon'ble member to withdraw himself from the House for the rest of the day."

এটা কেন হল ? তাই বলছি যে এটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার। স্পীকার স্যার, শ্রী এস. সিংহ এই কথা বলার আগে, আমার যে বক্তব্য ছিল, তার উপর মাননীয় স্পীকার বললেন, "ইউ আর মেকিং রং ইন্টারপ্রেটাশান অব দি এ্যাক্ট"। কাজেই স্পীকারের এই বক্তব্যের পরে এই চাপটারটা এখানে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্বেও যেই মাত্র লীডার অব দি হাউস বললেন "হি সুড বি নেমড" অমনি স্পীকারও বলে উঠলেন, "ইয়েস, হি ইজ টু উইথড্র ফ্রম দি হাউস"। স্পীকার স্যার, তারপরে এ্যাকসপাঞ্জটা আরও চমৎকার। যেমন ১৯৭০ ইং সনের প্রসিডিংসের পেজ নং ৩,তে আছে—এখানে অঘোর বাবু বললেন, "মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে হাউস চলতে পারে না, আমাদের এই হাউস পরিচালনা করার জন্য একটা রুলস এ্যাণ্ড রেগুলেশান রয়েছে এবং তারজন্য অনেকগুলি কনভেনশানও রয়েছে, ইউ আর টু মেনটেইন দোজ কনভেনশান।

Mr. Speaker —Hon'ble member, you have made a misstatement. This is not at all true.

Shri S. L. Singh :—স্যার, যদি কেউ মিসষ্টেটমেণ্ট করেন, তাহলে সেটা প্রসিডিংস থেকে এ্যাকপাঞ্জড করে দেওয়া উচিত।

Mr. Speaker :—Yes, this portion should be expunged from the procedings of the House "

হাউ ইজ দীস ? মিসষ্টেটমেণ্ট ইজ আন-পার্লামেণ্টারী। আমরা আমাদের ডেলিভারেশান দিচ্ছি, আমাদের ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে ভুল থাকতে পারে। But it is expunged from the proceedings as desired and directed by the Leader of the House. তাই আমি বলছি যে আমাদের স্পীকার মহোদয়, লীডার অব দি হাউসের ডিকটেশানে চলছেন। কিন্তু এটা কি আমাদের ডেমোক্রেসী ? এটা কি আমাদের পার্লামেণ্টারী প্রেকটিস এবং এটা ইমপার্সিয়েলিটি রক্ষা করা হচ্ছে ? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিসক্রেমিনেটিং ট্রিটমেণ্ট সম্পর্কে কাউলের ৫৭৭/৬৭৮ পাতা থেকে কিছু উল্লেখ করছি। সেটা হল—"Members of the Committee may be nominated by the Speaker The object of holding by elections according to the principle of proportional representation by means of single transferable vote is that every party or group may, as per as possible, get representation on the Committee in proportion to their nuumerical strength in the House." ষ্ট্রেংথ যদি হাউসে দেখি এগারজন হচ্ছেন ওপজিশান মেম্বার-হোয়াট হি হ্যাজ ডান ? আমি গোড়া থেকে বলব, আমাদের ওপজিশান মেম্বার প্রত্যেকে একটি কমিটিতে আছেন, আর ওরা ? শ্রীঅজু মগ—পাঁচটি কমিটি, ঘনশ্যাম দেওয়ান—যিনি এখানে এ্যামেণ্ডমেণ্ট মুভ করেছেন, পাঁচটি কমিটিতে, উমেশ লাল সিংহ—তিনটি, শ্রীনরেশ রায়—৫টি কমিটিতে, শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব বাংথল—৪টি, শ্রীবিনয়ভূষণ বানার্জী—৩টি, শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—এষ্টিমেট এণ্ড আদার কমিটিজ—২টি। তারপর সুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—২টি,

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত, উনি অবশ্য নূতন এসেছেন, তিনি আছেন দুইটি কমিটিতে। এই হচ্ছে কমিটি-গুলির অবস্থা, এতেই বুঝতে পারেন ডিসক্রিমিনেটিং ট্রীটমেন্ট কি না এবং ইন ভায়লেশান অব পার্লামেন্টারী প্রাকটিস এণ্ড প্রসীডিউর কি না? যেখানে প্রোপারশানেটলী বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আরেকটা আমি উদাহরণ দেব, ৭৪ পৃষ্ঠায়, ২৭ মার্চ, ১৯৬৯, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা তিনি ঐ দিন বললেন চীফ মিনিষ্টার আবোল তাবোল উত্তর দিয়ে যান, লীডার অব দি পার্টি জানালেন যে "মিঃ স্পীকার স্যার, দি ওয়ার্ড আবল তাবল ইজ আন পার্লা-মেন্টারী—at once he has dithoed. Speaker "Hon'ble Member, the word 'ABOL TABOL' used by you is unparliamentry, you please withdraw the word." এখন চিন্তা করে দেখুন। আরও চমৎকার হচ্ছে এখানে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেদিনই আবার মিঃ এস, এল, সিংহ উনি বক্তৃতা দিলেন, দুর্ভাগ্য মিঃ স্পীকার মহোদয়, যিনি অঘোরবাবুকে উইদড্র করতে বললেন, তিনিই বলছেন তবে কি মনে করতে হবে বাল ভাষিত শিশু আবোল তাবোল অনেক কিছু বলে থাকেন? সেখানে কোন প্রশ্ন নাই। যেহেতু বিরোধী দল বলেছেন, অতএব সেটা গ্রহণযোগ্য নয়, আর যেহেতু আমার লীডার অব দি হাউস বলেছেন, তখন এই আবোল তাবোল হচ্ছে পার্লামেন্টারী। মিঃ স্পীকার স্যার, এর চেয়ে সাংঘাতিক কথা হচ্ছে, আমি সেটা দেখাচ্ছি, ১৬১৯ তারিখে, পেজ—১, এখানে আমরা সীট চেয়েছিলাম, ১৬ 'তারিখে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কথাগুলি সুনীল বাবু, লীডার অব দি পার্টি বলেছিলেন, 'আপনাকে আমাদের সীট এ্যালটমেন্টের জন্য চিঠি দিয়েছিলাম, সেটা কি আজকে সম্ভবপর হবে?' সেখানে তিনি বলেছেন কালকে দেব। সেই জায়গায় লেখা হয়েছে কালকে দেখব এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কি করে হাউসের প্রসীডিংসে আমাদের টেম্পার করা হচ্ছে, যার জন্য আমরা বলেছি যে দিনের প্রসীডিংস পরের দিনে দেবার জন্য, এই কারণে যে কি ভাবে সেটা টেম্পারড হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যদি সুনীল বাবুর পরের ষ্টেটমেন্ট দেখেন, ১৭ তারিখে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের বক্তব্য সত্য কি মিথ্যা।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member your time is over.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন, আমার কিছুই বলা হল না।

তিনি বলেছেন মিঃ স্পীকার স্যার, গতকাল এই হাউসে আপনি বলেছিলেন "ডিক্লেরেশান দিলে সীট দেব" যে যে ফরমে ডিক্লারেশান দিলে সীট পাওয়া যাবে, সেইভাবে আমরা দিয়েছি এবং সমস্ত কণ্ডিশন আমরা ফুলফিল করেছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা, কিভাবে প্রসীডিংসের ব্যাপারে টেম্পার্ড হচ্ছে। এ্যাজ আওয়ার লীডার ডিক্ল্যায়ারড, এই যদি হাউসের অবস্থা থাকে, কোথায় পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসী, এখানে একটা পার্টি ডিক্টেটরশিপ চলছে। **Expunged as ordered by the chair on 13. 4. 71.**

Overwhelming majority বলব, ওভারহোয়েলমিং মেজরিটি থাকা সত্বেও পার্লামেন্টে মভালংকার, সন্থিবায়া রেড্ডি এবং আদার স্পীকারস এবং ব্রিটিশ আমলে পর্যন্ত বিটল ভাই প্যাটেল সে পর্যন্ত পারশ্যালিটি কোন অবস্থায় করতে পারেন নাই, ইম্পারশ্যাল হয়ে জাজমেন্ট দিয়ে গেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমাদের এই হাউসে এমন কি বিজনেস এ্যাডভাসরী কমিটিতে—যেখানে রুল আছে হাউসের প্রত্যেকটি বিজনেস, বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে নিয়ে যেতে হবে, এবং সেখান থেকে পাশ করাতে হবে—recommendation of the Committee shall be presented before the House in the form of Report. ৬ তারিখে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির মিটিং হয়েছিল, তার কোন রিপোর্ট আমাদের হাউসে প্লেস করা হয় নাই এবং ইট ইজ ভায়লেশান অব রুলস।

মিঃ স্পীকার স্থার, এডজোর্ণমেন্ট মোশান গত ২৩।৩।৭০ ইং তারিখে, দি রাইজ অব প্রাইস অব দি এ্যাসেনশ্যাল কমডিটিজ তার উপর একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল, মোষ্ট ইম্পরটেন্ট মোশান, যেসব পয়েন্টস দিয়ে সেটা স্থাটিস্ফাই করতে হয়, সেটা করা হয়েছে কিন্তু সেটা ডিস-এ্যালাউ করে দিলেন, এবং উইদ আউট এ্যাট্রিবিউটিং এনি গ্রাউণ্ড, হ্বাট ইজ দি ট্র্যাজেডি, যে আজকে এইরকম হাউসে করা হচ্ছে, উইদ আউট এ্যাট্রিবিউটিং গ্রাউণ্ড এইসব পাবলিক ইম্পরটেন্স মোশানগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্থার, তাই আমি রিমুভেল অব দি স্পীকার, এই দাবী হাউসে রাখছি সেটার প্রধান কারণ হচ্ছে স্পীকার পারশ্যালী ফাংশান করছেন, তিনি নিউট্রেলিটি এবং ইম্পারশ্যালিটি বজায় রাখেননি। শুধু তাই নয়, আমাদের যে মিজো আক্রমণের উপর একটা মোশান এসেছিল, তার উপর একটা সাবষ্টিটিউট মোশান ছিল, ঠিক একই টাইপের সেটা ছিল, কিন্তু সেটা তিনি বলেছিলেন যে ইট ইজ নট ইন অর্ডার। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি স্থার, এই যে মোশানটা এখানে এসেছে, আমরাও ১৫ তারিখে একই জিনিষ এনেছিলাম সেটা হচ্ছে—'an incidence at the Dumbur area on 2nd July, 1970 regarding the Mizo attack will be taken into consideration.' এইখানে আমি এনেছিলাম অ্যামেণ্ডমেন্ট—"and having considered the same the House requests the Govt. of Tripura for judicial enquiry." এইখানে তিনি আমারটা ডিস-এলাও করলেন ফাইভ (ওয়ান) রুলে। মাননীয় স্পীকার স্থার, এইরকম ভায়লেশন অব দি রুলস বোধ হয় কোন অ্যাসেম্বলীতে হয় নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমাকে একটু সময় দিন, আমি এখুনি শেষ করছি। যে রুল ফাইভ (ওয়ানের) তিনি মেনশান করেছেন তাতে আছে—No resolution shall be moved which relates to any matter which affects the discharge of the func-

tions of the Administrator in so far as he is required by the Act to act in his discretion. এই রুলে তিনি এটাকে বাতিল করে দিলেন। রিজলিউশনে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ফাংশানকে ডিসচার্জ করতে অ্যাফেক্ট করলে সেখানে যদি রিজলিউশন মুভ না করা যায় তাহলে চীফ মিনিষ্টার ক্যান নট মুভ এ মোশন অন দিস সাবজেক্ট। But he has allowed to move a motion of the Chief Minister, but he has not allowed the amendment on that motion. How is this ? Subject matter is same. I have not changed the subject matter. I have given a substitute resolution and developed in accordance with the parliamentary practice and procedures. But it is disgraceful for the House that this motion has been rejected by the Speaker. If it is the role of the Speaker, then what will be the Speaker in the eyes of other Assembly members, other Speakers ? It is disgraceful that our Speaker connot stand above the party affiliation এবং তিনি এবারও ইলেকশনে ছিলেন কৈলাসহরে অ্যাণ্ড হী হ্যাজ ক্যানভাস্‌ড ফর রমেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা ফর পার্লামেণ্টারী সীট। এ স্পীকার ক্যান নট অ্যাণ্ড এ স্পীকার শুড নট ডু দিস। আই টেক মাই সীট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে কারণে এই হাউসের মধ্যে মিঃ ভৌমিকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের অস্বীকার করবার কারণ নেই। সাধারণতঃ রুলিং পার্টির বিরুদ্ধে আমাদের আনাটা সংগত ছিল। কিন্তু সেটা না করে আমাদের স্পীকারের বিরুদ্ধে আনতে হয়েছে এই প্রস্তাব। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য। কারণ অ্যাজ এ মেম্বার এই বিধানসভায় এমন একটা অসহায় অবস্থার মধ্যে আছি, মিনিষ্টাররা এখানে অসত্য কথা বলেন। তার সম্পর্কে কোন কিছু করতে গেলে আমরা কিছু করতে পারি না। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে আই ডিমানড নোটিশ, আই ডিমাণ্ড নোটিশ সারা বইটাতে লেখা আছে। অর্থাৎ কোন সত্য ঘটনা সম্পর্কে জানবার যে অধিকার আমাদের আছে সেই অধিকারগুলি পর্যন্ত আজকে কার্টেল করা হচ্ছে এবং আজকে এই কথায় এই অ্যাসেম্বলীর সমস্ত নিয়ম নীতির প্রহসন চলছে। কাজেই অ্যাজ এ মেম্বার এই প্রস্তাব যদি না আনি স্পীকারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের রুলসের মধ্যেও এটা আছে। আমরা জানি যে এই প্রস্তাব আনলেও আমরা তাকে সরাতে পারছি না। তবে পার্লামেন্টের ইতিহাসে এটা লেখা থাকবে। সেজন্য আমরা এই প্রস্তাবটা এনেছি এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তিনি অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তি এবং শান্তশিষ্ট একজন ভদ্রলোক। লীডার অব দি হাউসকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকবার অনুরোধ করেছিলাম যে উনি ভালমানুষ ; কিন্তু ভাল মানুষ দিয়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালানো যায় না। কাজেই আপনি তাঁকে বদলান। (নয়েজ) তাঁর একটা গুণাগুণ থাকতে হয়। আজকে স্পীকার যদি হতে হয় তাহলে তার ইম্পার্শিয়ালিটি থাকতে হবে তার ব্যক্তিত্ব থাকতে হবে। তার আত্ম

বিশ্বাস থাকতে হবে। তার সেটার বড় অভাব। তিনি একান্তভাবে অসহায়। তিনি কোন একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। এটা আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য। অন্ততঃ এটা আমি লক্ষ্য করি, আর কেউ করুক আর না করুক। এইজন্য আমি বলেছিলাম এই অবস্থায় অ্যাসেম্বলী চলতে পারে না। আমি বলেছিলাম তাকে একটা হেল্‌থের বা অন্য কোন ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টার করে দিন, তাহলে সব দিক রক্ষা হবে। আমাদের অ্যাসেম্বলীটা চলুক। অন্ততঃ মনোরঞ্জন বাবুকে না হয় স্পীকার করে দিন। তার পার্সোনেলিটির অভাব। যদি এই কথাটাই বলা হয় তাহলে পূর্ণাঙ্গ হল না। আমি একটা ছোট ইনস্‌টেন্‌স্‌ দিচ্ছি। গত বৎসর ভিয়েত্‌নাম থেকে একটা ডেলিগেশম এসেছিল। এক সময় আমি মিঃ ভৌমিকের সাথে আলাপ আলোচনা হয়েছিল এবং এম, এল, এ, হোষ্টেলে থাকার জন্য একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য বলেছিলাম। খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেণ্ট আমিই করলাম। যাই হোক ইলিভেন্‌থ আওয়ারে তিনি আমাকে ফোন করে বললেন যে অঘোর বাবু ব্যাপার তো হয়েছে। কি ব্যাপার? এখানো তো লেপ নাই, তোষক নাই। তখন আমি বললাম এটা তো আপনার ব্যাপার। অর্থাৎ এম, এল, এ, হোষ্টেলের সব দায় দায়িত্ব তো স্পীকারের। এটা আপনি ব্যবস্থা করবেন। আমার কাছে বলে কি হবে। তিনি বল্লেন যে আপনি একটা কাজ করুন, চীফ মিনিষ্টারের কাছে ফোন করুন। আমি বল্লাম এটা আপনি করলেও পারেন। আপনাদের কুলির পার্টির মেম্বাররা অনেক সময় বিক্ষুব্ধ হন, গালি গালাজ করেন চাফ মিনিস্টারকে ডিক্টেটর বলে। আজকে সাধারণ একটা মশারী, লেপ নাই, তোষক নাই এম, এল, এ, হোষ্টেলে। এর জন্য চিফ মিনিস্টারের কাছে যেতে হয়। তারপর আমি চিফ মিনিষ্টারকে বল্লাম। তিনি ডি, এম, কে ফোন করে দিলেন। অমনি তার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সেজন্য বলি ব্যক্তিত্বের অভাব। নিজের উপর একটা বিশ্বাস নাই। এটা হল একটা দিক। তারপর মুলতবী প্রস্তাব সম্পর্কে এই হাউসের মধ্যে ক্রম দি ভেরী বিগিনিং আপনারা নিজেরাও জানেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মি: ভৌমিকের হীটিং যদি হয়ে থাকে তাহলে আমার সংগেই বেশী হয়। বহু ঘটনা এর মধ্যে আছে। আমি বিস্তৃত ঘটনার মধ্যে যেতে চাই না। অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন মেম্বারদের মুভ করার অধিকার আছে আরজেন্ট পাবলিক ইম-পার্টেনস হলে। একটা দুইটা না হয় ডিস-এলাও করল।

তারপরে একটা জায়গার মধ্যে অসত্য উক্তি করবার ব্যাপারে আমি একটা ব্রিচ অব প্রিভিলেজ মোশান মুভ করেছিলাম, মুখ্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সেটা হল ১৯৬৯ ইং সনের ২২ থেকে ৩০শা সেপেটেম্বর মাসে যে সেসনে হয়ে গেল তার প্রসিডিংস এর মধ্যে আছে। আমি যে কারণে চীফ মিনিষ্টারের বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ মোশান মুভ করেছিলাম সেটা হল আমার মোহনপুর সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ছিল। চীফ মিনিষ্টার সেই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে মিডিয়াম মোটর গাড়ী সেই রাস্তা দিয়ে চলতে পারে। কিন্তু আমার কথা হল সেখানে মোটর গাড়ী চলার মত কোন রাস্তা আজ পর্যন্ত সেখানে হয়নি। অথচ তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বল্লেন যে সেই রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ী চলাচল করতে

পারে। কিন্তু আমি যেটা জানি সেখানে এটা পুল তৈরী করবার জন্য ঐ রাস্তার উপরে ২টি শাল গাছের খুঁটি বসানো হয়েছে, এছাড়া আর কোন কাজ সেখানে হয়নি। অথচ তিনি এই হাউসের মধ্যে একটা ভুল তথ্য দিয়ে দিলেন, এই রকমের কোন ভুল তথ্য তিনি এই হাউসে দিতে পারেন না। তারপরে আছে, মাননীয় সদস্য রাজ কুমার কমলজিত সিং এর প্রশ্ন নাম্বার ৩৬১। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে কাঞ্চনমালাতে ৫০ একর জমিতে মাইনর ইরিগেশান থেকে জল সেচের ব্যবস্থা করে, সেগুলি চাষ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি, যেখানে মাইনর ইরিগেশান থেকে জল সেচের জন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তাতে জমিতে কোন জল দেওয়ার মত ব্যবস্থা করা হয়নি এবং জলের অভাবে সেখানকার কৃষকেরা তাদের সেই সব জমিগুলি চাষ করতে পারছে না। অথচ মুখ্য মন্ত্রী সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েও বলে দিলেন যে মাইনর ইরিগেশন থেকে সেই সব জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ধরণের অসত্য উক্তি তিনি এই হাউসের মধ্যে দিয়ে গেছেন। এর বিরুদ্ধে আমার একটা প্রিভিলেজ মোশান ছিল। কিন্তু স্পীকার মহোদয়, সেটার রুলিং দিতে গিয়ে বলেছেন As regards the Breach of Privilege raised by Shri Aghore Deb Barma M. L. A., I am informing the Hon'ble member that this is not a breach of privilege against the minister. But the minister has every right to give any information. The member concerned may point out or may contact with the Secretary by giving a statement afterwards. তিনি কিন্তু একটা রুলিং দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেলেন। আমার কথা সেখানে নয়। আমি বলতে চাইছি যে, এটা একটা হাউস এবং এটা এই হাউসের ব্যাপার। কাজেই আমরা যে সব ইনফরমেশান মিনিষ্টারদের কাছ থেকে চাই, সেটা ঠিক ঠিকভাবে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আজকে যদি স্পীকার মিনিষ্টারের কাছে এমন একটা অনুরোধ রাখতেন যে এখানে ঠিকভাবে ইনফরমেশান দেওয়া দরকার তাহলেও আমি কিছুটা সন্তুষ্ট হতে পারতাম। অর্থাৎ মিনিষ্টারের বেলায় ৭ খুণ মাপ, তারা যা খুশী তাই এখানে বলে যাবেন, আর আমাদের কিছুই করবার নাই। এই অবস্থা, আজকে এই হাউসের মধ্যে চলছে। তারপরে আর একটা ঘটনা আছে। সেটা হল আমরা ইতিপূর্বেও আর একজন স্পীকার পেয়েছিলাম তখনও আমি এই হাউসের মেম্বার ছিলাম। বিশেষ করে শ্রী ইউ, কে, রায় যখন আমাদের স্পীকার হিসাবে ছিলেন, তখন এই হাউসের মধ্যে যে সব প্রস্তাব আসতো, সেগুলি আলাপ আলোচনা করবার জন্য শুক্রবার দিন ছাড়াও অন্য দিনেও তিনি সেগুলি আলোচনা করতে দিতেন, এই সম্পর্কে তিনি আমরা যারা অপজিশান মেম্বার আছি এবং হাউস অব লীডার যিনি আছেন, তার সংগে আলাপ আলোচনা করে, সেগুলি আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ দিতেন। কিন্তু আজকাল আর কোন আলাপ আলোচনাই হচ্ছে না, ওনার যেমন খুসী, তেমনি চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সম্পর্কে রুলিং পার্টির একজন সদস্য, শ্রীএসাদ আলী চৌধুরী মহাশয় এক সময়ে বলেছিলেন স্যার, আমাদের হাউসে আলাপ আলোচনা করবার জন্য ১২টা রিজলিউশান এ্যালাউ করেছেন......

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, তাদেরকে ১ ঘন্টা সময় দেওয়া হল, অথচ এরপরেও তারা প্রায় আরও দেড় ঘণ্টা সময় বলে ফেললেন, এটা কেমন করে হল, স্যার তা আমি জানতে চাই ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার আমাকে আর একটু সময় দিন। আজকেই তো বলার দিন। এস'াদ আলী সাহেব বলেছেন ১২টা রিজলিউশান আলোচনার জন্য এসেছে, কিন্তু যা মনে হচ্ছে, আমরা সেগুলি আলোচনা করতে পারব না। যদিও সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই ইমপটেন্ট। এদিক দিয়ে আমাদের যে অধিকার, সেটা খর্ব্ব করা হল। এটা কিন্তু আমার মন্তব্য নয় স্যার এটা হচ্ছে রুলিং পার্টিরই একজন সদস্য এর মন্তব্য। আমি শুধু কিভাবে আমাদের অধিকারকে কার্টেলমেন্ট করা হচ্ছে, সেটাই এখানে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। তারপরে এ্যাক্সপাঞ্জ করাটা তো আর বলার মতো অপেক্ষা রাখে না। যেই মাত্র মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা বলেন যে এটা এ্যাক্সপাঞ্জড করা দরকার, অমনিতেই উনি তাঁর চেয়ারে বসে অর্ডার দিয়ে দিলেন, দীস পোর্শান অব দ্যাট পোর্শান সুড বি এ্যাক্সপাঞ্জড ক্রম দি প্রসিডিংস। তারপরে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বছেলন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সম্পর্কে, এটার সম্পর্কে একটা মোশান ছিল, কিন্তু সেটাকে ডিস-এ্যালাউ করে দিয়ে, তিনি চীফ মিনিষ্টারকে এ্যালাউ করলেন। তারপরে এখানে আর একটা লক্ষণীয় বিষয় আছে, সেটা হল বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরার বাহিরে পাঠাবার জন্য কতগুলি পার্লামেন্টারী ষ্টাডিটিম ইত্যাদি করা হয়েছিল এবং অনেককে পাঠানোও হয়েছে। আমরা যারা অপোজিশান মেম্বার আছি, তাদের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু রুলিং পার্টির মধ্যে যারা নাকি ইলেকটেড মেম্বার আছেন, বা সিনিয়ার মেম্বার আছেন, তাদেরকে বাদ দিয়ে কাদেরকে পাঠানো হচ্ছে? সেখানে পাঠানো হচ্ছে যারা নাকি নমিনেটেড মেম্বার আছেন, তাদেরকে যেমন পাঠানো হচ্ছে শ্রীমতি রেণু চক্রবর্ত্তীকে, শ্রীরাজ কুমার কমলজিত সিংকে। এই অবস্থা চলছে আজকে। আমার কথা হল যারা নাকি ইলেকটেড মেম্বার আছেন, কোন ডিলিগেশান বাহিরে পাঠানোর সময়ে তাদেরকে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু স্পীকার মহোদয়ের, এই সব বিষয়ে এগুলি চিন্তা করা উচিত।

শ্রীরাজ কুমার কমলজিত সিং :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। আমার কথা হল তিনি আমাকে ডাইরেক্টলী চার্জ্জ করছেন। কাজেই আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইছি, আমি কোন কোন ডেলিগেশানের মেম্বার হয়ে বাহিরে গেছি এবং সেটা কবে ?

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা :—মশাই আমি আপনাকে কিছু বলছি না। আমি বলছি যে স্পীকার মহোদয়, নমিনেটেড মেম্বার যারা আছেন, তাদেরকে বেশী সুযোগ সুবিধা দেন, আর যারা ইলেকটেড মেম্বার আছেন, তাদেরকে তেমন সুযোগ সুবিধা দেন না। তারপরে আমরা যখন আইনের দিক দিয়ে কথাবার্ত্তা বলি, তখন এমনভাবে তিনি সেগুলি ইন্টারপ্রেটে-শান করেন, সেগুলি সম্পর্কে এখানে আর বেশী কিছু বলতে চাই না। তবে আমাদের বলার

সময়ে মাননীয় সদস্য নিশি বাবু প্রায় একটা কথা বলে থাকেন—'চুপ কর'। আমি বলি মাননীয় স্পীকার হাউসে রয়েছেন, তিনি দেখছেন হাউসের মধ্যে কে কি বলছে না বলছে। অথচ তিনি এমন একটা শব্দ ব্যবহার করেন, সেটা সদস্য হিসাবে কারো করা উচিত নয়। আমরা তো মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে শ্রদ্ধা করে থাকি, কিন্তু একজন যে আর একজনকে একটু শ্রদ্ধা করবেন, সেই গুণটা তো উনার মধ্যে নেই। তিনি এভাবে অনেক সময়ে অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা বলেন।

তারপরে আমাদের এই এসেম্ব্লী গেলারীতে সীটের ব্যাপারে জুনিয়ার অফিসারদের যে কমিটি আছে, তার তরফ থেকে আমাদের এ, ডি, এম, শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাননীয় স্পীকারকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সেটার কপি আমার কাছেও আছে...গ্যালারীতে যে সীট এ্যালট করা হয়, সে ব্যাপারে দেখা যায় যে যারা জুনিয়র অফিসার, তাঁদেরকে ডিষ্টিংগুইশড গ্যালারীতে বসানো হয়, কিন্তু তার চেয়ে যে উচ্চ অফিসার তাঁদের সেখানে সীট দেওয়া হয় না, এই ব্যাপারে শ্রীঅজিৎ ভট্টাচার্য্য যিনি জুনিয়র অফিসার্স কমিটির প্রেসিডেন্ট, তিনি একটা কমপ্লেন দিয়েছিলেন আমি সেটা এই হাউসে পড়ে দিচ্ছিলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ঐ কমিটির মেম্বার? উনি এই রকম একটা অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা বলতে পারেন, আমি অবাক হয়ে গেছি। এইরকম অনেক ইতিহাস আছে, চার বছরের ঘটনা, একটা একটা করে বলতে গেলে অনেক সময় নেবে, কাজেই আজকে মোটামুটি একথা বলে, এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের হাউসের মধ্যে অনারাবল স্পীকার—শ্রীএম, এল, ভৌমিক সম্বন্ধে যে নো-কনফিডেন্স মোশান এনেছেন, এবং তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য পেশ করছি এবং সেই বিষয়ে আমি অনারাবল স্পীকার এম, এল, ভৌমিক'এর পক্ষে আমার ফুল কনফিডেন্স মোশান এনেছি। এই কারণে এনেছি যে আমাদের পূর্ব্বতন স্পীকার অনারাবল উপেন্দ্র কুমার রায় যিনি মুভার অব দি নো কনফিডেন্স মোশান, উনি মোশানের উপর বলতে গিয়ে কতকগুলি বই থেকে শব্দ উচ্চারণ করেছেন—ইমপারশ্যাল, পারসন্যালিটি, তাঁর ফিটনেস থাকা দরকার, নলেজ থাকা দরকার, রুলস অব প্রসিডিউর এণ্ড কনডাকট অব বিজনেস শিক্ষা করা দরকার, এইগুলি বইতে লিখা আছে, আমরা জানি এবং এগুলি আছে বলেই উনি আমাদের এখানে গত চার বছর পর্যন্ত স্পীকারের কাজে বহাল আছেন এবং ফুল কনফিডেন্সে আমাদের হাউস চালাচ্ছেন, আমরা ঠিক ঠিক ভাবে হাউসের মধ্যে নিত্য নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। তবে কিনা আমাদের বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে বর্ত্তমানে কয়েকদিন মাত্র হয় কেউ কেউ বিরোধী দল অবলম্বন করেছেন, আর তিনজন যারা বরাবর বিরোধী দলের সদস্য আছেন, তাদের মধ্যে আমরা দেখি যে এখানে আমাদের মিঃ স্পীকার, এম, এল, ভৌমিক, যিনি সম্পুর্ণ ইমপারশ্যাল, তিনি তাদের কিভাবে কথাবলার সুযোগ দিয়ে থাকেন এই হাউসের মধ্যে সেটা সর্বজন বিদিত এবং উনারা নিজেরাও এটা জানেন।

বিরোধী দলের যখন তিনজন সদস্য ছিলেন, তখনও প্রায় হাউসের ফিফটি পারসেন্ট সময় তিনি তাঁদের এলাউ করতেন টু ভেনটিলেট দেয়ার গ্রীভেন্‌সেস, এলাবরেট দি কোয়েশ্চান এবং রিজল্যুশান, এ্যামেণ্ডমেন্ট। গত চার বছর ধরে এই বিজনেস এ্যাডভাইসরী আছে, সেখানে টাইমফিক্স করে থাকে, কোয়েশ্চান আওয়ার, রিজল্যুশান, সরকারী কাজ, বেসরকারী প্রস্তাব ইত্যাদি, টাইম এ্যালট করে থাকে, কিন্তু হাউসের মধ্যে দেখা যায় যে বিশেষভাবে বিরোধী দলের সদস্যরা কোয়েশ্চান আওয়ারের মধ্যে একটা কোয়েশ্চানের উপর এত বেশী সাপলিমেণ্টারী করেন, যে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে আসল কোয়েশ্চান কোনটা, সেটা খোঁজে পাওয়া মুসকিল, তাছাড়া আমরা আরও দেখি যে দশটা প্রশ্ন যদি থাকে, তার মধ্যে পাঁচটা হয়তো উত্তর দেওয়া হয়, আর বাকীগুলি বাদ পড়ে যায়। টু মেনি সাপলিমেন্টারী কোয়েশ্চান আর এলাউড বাই দি স্পীকার—উনারা তথাপি সন্তুষ্ট হন না। বিশেষভাবে যে সমস্ত বিষয়গুলি এই নো-কনফিডেন্স মোশানে এনেছেন, সেগুলি অতি সামান্য ব্যাপার, তার মধ্যে একটা হচ্ছে, মিজো এটাক অন ডম্বুর হাইড্রইলেকট্রিক প্রজেক্ট, এটা বর্ডার সিকিউরিটির ব্যাপার, অলরেডি এটা আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কাছে পাঠান হয়েছে, এই বিষয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর নিজেই কাজ করবেন এবং আমাদের চীফ মিনিষ্টার একটা সরকারী প্রস্তাব এনেছেন এখানে। যেহেতু এটা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের রুলের এক্তিয়ারে এবং সেই অনুযায়ী সেটা করা হয়েছে, তাই আজকে মাননীয় সদস্যদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছে বলে আমি মনে করি এবং যেটার রুল নাই, সেটা তাঁরা এখানে প্রয়োগ করতে চান। তারপর স্পীকার'স রুলিং ইজ ফাইন্যাল ইন দি হাউস, উনারা জানেন এবং পার্লামেন্টারী ওয়ার্ক তাঁদের কতটুকু করা দরকার তা তাঁদের জানা আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁরা তাঁদের সীমা পেরিয়ে যান, তার জন্য স্পীকারকে রুলিং দিতে হয় এবং রুলিং অমান্য করে কেয়সের সৃষ্টি করা; সেই বিষয়ে হাউসের প্রসিডিংসগুলি পড়লেই আপনারা দেখতে পারবেন। আপরোরিং, ষ্ট্যাণ্ডিং অন দি চেয়ার, ইত্যাদি ঘটনা হাউসে বিরল নয়। সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্পীকার যদি হাউসের মধ্যে ডেকরাম'এর জন্য হাউসের কাজ চলার মত রুলিং যদি দিতে চান, তার প্রতিবাদে ওয়াক আউট উনারা করেন, আমাদের সকলেরই আইন মেনে চলা উচিত, যারা পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসীতে বিশ্বাসী নন, তাদের পক্ষেই যেটা আইনে নেই, সেটাকে প্রয়োগ করা সম্ভব কিন্তু আমরা যারা পার্লামেন্টারী ডেমক্রেসীতে বিশ্বাসী আমরা তা করতে পারিনা। এখানে প্রমোদ বাবু মবালংকার, সঞ্জিবায়া রেড্ডী তাঁদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে আমাদের স্পীকার জানেন না যে হাউসে ডিস-অর্ডার হলে পরে কি করে ট্যাকল করতে হয়, আমি মাননীয় সদস্যদিগকে বলব যে আমাদের মাননীয় স্পীকার বার বার অনুরোধ করা সত্বেও উনারা তাঁর অনুরোধ শোনবেন না এবং রুলিং মানবেন না, আমরা জানিনা তিনি কি করে সেটা ট্যাকল করবেন এবং ল' এণ্ড অর্ডার মানবার জন্য কি উপায় তিনি অবলম্বন করবেন। উনারা নিজেরা জানেন যে হাউসের মধ্যে চীৎকার করা যায় না, এখানে স্পীকারের আদেশ দেবেন মাননীয় সদস্য আপনার টাইম শেষ হয়ে গেছে, আপনি বসে পড়ুন, উনারা বসবেন না, তাহলে আমি জানিনা কি করে তিনি হাউসের ডেকরাম রক্ষা করবেন, এবং

কি করে সেটা ট্যাকল করবেন। উনারা এমন কোন সাজেশন রাখতে পারেন নাই যে কি করে এই অবস্থায় হাউসের ডেকরাম রক্ষা করা যায়। আরেকটা আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ডের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে 'আবল তাবল', এই হাউস আবল তাবল করার জায়গা নয়· ··

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এখন শেষ করুন।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—আমরা যারা এই হাউসে এসেছি, সকলেই জনগণের হিতার্থে এসেছি, আমরা ত্রিপুরাবাসীর মঙ্গলের জন্য এসেছি এবং দেশের মঙ্গল হয়, সেই কথাই এখানে আলাপ আলোচনা করব, প্রস্তাব গ্রহণ করব এবং সেকথা এখানে বলা প্রয়োজন। আমরা এখানে আবল তাবল বলার জন্য আসি নাই। আমরা ত্রিপুরার মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়ে এখানে এসেছি যাতে দেশের মংগল হয়, ভাল হয়, এখানে প্রস্তাব গ্রহণ করব, আলোচনা করব। আমরা এখানে আবোল তাবোল কথা বলার জন্য আসি নি। সে গুলি যদি প্রসিডিংস থেকে স্পীকার বাদ দেবার জন্য বলে থাকেন তাহলে ঠিকই বলে থাকেন। আর একটা কথা দেখা যায়, আমাদের চীফ মিনিষ্টার নাকি অনেক সময় স্পীকারকে ডিকটেট করে থাকেন এবং সেই ডিকটেশনে নাকি আমাদের স্পীকার হুবহু পালন করেন। সত্যি কথা, এত বড় দুঃখের কথা। আমাদের লীডার অব দি হাউস অ্যাজ মেম্বার যদি তিনি দেখতে পান হাউসের মধ্যে ডেকোরাম নষ্ট হচ্ছে অথবা যদি কোন সদস্য দেখেন যে একটা কিছু কেউ আন পার্লামেণ্টারী বলছে বা করছে তখন তিনি যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান তাহলে কি যে অন্যায় অশুদ্ধ হল তা আমি বুঝতে পারি না। কারণ যে কোন সদস্যের স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার আছে। যদি আমরা দেখতে পাই যে কোন সদস্য আন-পার্লামেণ্টারী কথা বলছেন অথবা রুলস অব প্রসিডিউরের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, সেই কাজের প্রতি, সেই বাক্যের প্রতি সেই ব্যবহারের প্রতি আমরা স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি যেমন পারেন আমাদের লীডার অব দি হাউস, তেমনি আমরাও পারি। আমরা স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যাতে যথাযথভাবে ইমপার্শিয়াল দৃষ্টিভংগী নিয়ে তিনি আমাদের কথা বলবার সুযোগ দেন। এই বিশ্বাস রেখেই আমরা স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সুতরাং তারা যে নো কনফিডেন্স মোশন এনেছেন তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য পেশ করলাম এবং আমি যে সাবষ্টিটিউট মোশন এনেছি কনফিডেন্স রাখার জন্য স্পীকারের উপর তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে ঘনশ্যাম বাবু যে স্পীকারের উপর কনফিডেন্স মোশন এনেছেন আমি সেটা সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্য যে নো কনফিডেন্স মোশন এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি। বলতে গিয়ে আমি বলব যে বিরোধী সদস্যগণ যে কথা বলেছেন যে অ্যাসেম্বলীর কাজ পরিচালনায় মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয় ইমপার্শিয়াল হতে পারেন নি, আমি বলব এটা ঠিক নয়। কারণ তিনি সব সময়েই ইমপার্শিয়াল তো বটেই যদি পার্শিয়ালিটি কিছু করে থাকেন আমাদের জন্যই করেছেন বিরোধী পক্ষকে যতদূর সুযোগ দেওয়ার, পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন। কারণ একজন পাঁচ মিনিটের জন্য বক্তৃতা দিতে উঠলে ১৫ মিনিট বললেও ক্ষান্ত হন না, বারবার বলতে থাকেন। এইভাবেও তিনি অ্যাসেম্বলী চালিয়ে গেছেন। যেখানে আমরা দেখেছি তিন ঘণ্টা ডিস্কাশন হবে সেখানে দুই ঘণ্টা বিরোধী সদস্যগণ নিয়েছেন, আর আমরা ২।৩ মিনিটের বেশী এক একজন সময় পাই নি বলতে। সেখানেও বলা হয়েছে, তিনি পার্শিয়ালিটি করেছেন। আমি সেজন্যই বলব সেটা ঠিক নয়। তিনি সব সময়েই বিরোধীগণ যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী সেই সমস্ত পূর্ণ সুযোগ তারা পেয়েছেন। মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন তারা অ্যাসেম্বলীতে আলাদা সীট চেয়েছিলেন কিন্তু তারা সীট পান নি বা সীট দেওয়ার কথা স্বীকার করে তিনি সেটা দেন নি। মাননীয় সদস্য বলেছেন তাদের লীডার মাননীন সদস্য সুনীলবাবু চিঠী দিয়েছিলেন আলাদা সীট দেওয়ার জন্য। তারা সেপারেট পার্টি করেছেন, সেই পার্টির নাম হচ্ছে কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টি (সোসালিষ্ট)। কিন্তু তারপরেও বলেছেন জগজীবন রাম পরিচালনাধীন যে কংগ্রেস সেই কংগ্রেস দলে তারা আছেন। আমি জানি না, তিনি অভিজ্ঞ এবং দীর্ঘদিন যাবত সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন, একটা দলের সংগঠনের ভিতর থেকে দুইটা দল কি করে থাকে, পক্ষে এবং বিপক্ষে কি করে বসেন আমি বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় এই জন্য স্পীকার মহোদয় ঠিক করতে পারেন নি কি করে তাদের আলাদা সীট দিবেন। সেজন্যই বোধ হয় তার পরদিন তিনি সব দেখেশুনে একটা রুলিং দিয়েছেন এবং এটা কি হতে পারে সেটা জানিয়ে দিয়েছেন। উনি বলেছেন আগামীকল্য দেখব। তারপর বলেছেন সুনীলবাবুর কথা। সুনীলবাবু নূতন দলে গিয়েছেন। আমি বুঝলাম না সুনীলবাবু কোন দলে নূতন গিয়েছেন। সুনীলবাবু ঠিক যে দলে ছিলেন সেই দলেই আছেন। আপনাদের সংগে যখন তিনি ছিলেন তখন বলেছেন জগজীবনরাম পরিচালিত পার্টিতে আমি আছি, যে মুহূর্তে আপনারা বলেছেন আমরা জগজীবনরাম পরিচালিত নেতৃত্বাধীন নয় সেই মুহূর্তে উনি যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন। উনি তো কংগ্রেস ছাড়েন নি। তারপর উনি দেখলেন আপনারা সোস্যালিজমের ধ্বজা ধরে মহারাজার পেছনে পেছনে ছুটলেন, সেই মহাজোটের সংগে চললেন, আপনারা নির্বাচনে তাই করেছেন দেখে (নয়ে)। কাজেই আমি বলব সুনীলবাবু যে দলে ছিলেন সেই দলেই আছেন। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন আগের স্পীকার মহোদয় এর সময়ে শুক্রবার ছাড়াও বেসরকারী প্রস্তাবগুলির আলোচনার সুযোগ সুবিধা আমরা পেয়েছি। আমি বলব; মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু এখানে বলেছেন যে আগের স্পীকার মহোদয়ের সময়ে শুক্রবার ছাড়াও অন্য দিনে বে-সরকারী প্রস্তাবগুলি আলাপ আলোচনা করবার সুযোগ আমরা পেয়েছি। গতকল্য অঘোর বাবু একটা প্রস্তাব মুভ করেছেন, বাজুবন বাবু একটা প্রস্তাব মুভ করেছেন এবং প্রমোদ বাবুও একটা মুভ করেছেন। কিন্তু গতকাল কি শুক্রবার ছিল, না সোমবার ছিল, সেটা আমি মাননীয় সদস্যদের

কাছ থেকে জানতে চাই। মনে হয় তারা সেটা ভুলে গেছেন এবং ভুলে গিয়ে আজকে বলছেন যে আমাদের বর্তমান স্পীকারের সময়ে কোন কিছু বলার সুযোগ তারা পাচ্ছেন না। কাজেই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব, তারা যেন নিজেদের কথা চিন্তা করে এবং নিরপেক্ষ ভাবে সব জিনিষটাকে চিন্তা করে দেখেন, তাহলে তারা বুঝতে পারবেন যে আমাদের বর্তমান স্পীকার মহোদয় কতটা নিরপেক্ষভাবে তাদের বক্তব্য এখানে পেশ করতে দিয়েছেন। তাছাড়া যেখানে স্পীকার মহোদয়, তাদেরকে ১০ মিনিট বলার জন্য সময় দিয়েছেন, সেখানে তারা ঐ ১০ মিনিটের জায়গাতে ২০ মিনিট বা তারও বেশী অনেক সময় বলে গেছেন, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তখন লাল বাতি জ্বালিয়েও তাদের সেই সব বক্তৃতা থেকে ক্ষান্ত করতে পারেন নি। সেজন্য আমি বলব, তারা নিজেরা কোন সময়ে এই এ্যাসেম্বলীর ডিসিপ্লিন রক্ষা করবার চেষ্টা করেন নি বরং এ্যাসিম্বলীতে কিভাবে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করা হয়, সেদিকে তাদের বেশী করে ঝোঁক ছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান স্পীকার যে ভাবে নিরপেক্ষভাবে, এই এ্যাসেম্বলীর কাজ চালিয়ে গেছেন, সেজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। আর তারা যে সব অভিযোগ এখানে উত্থাপন করেছেন, সেগুলি কোন অভিযোগের মধ্যে পড়ে কিনা, তাতে আমার বিশেষ ভাবে সন্দেহ হচ্ছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা যে অনাস্থা প্রস্তাব স্পীকারের বিরুদ্ধে এনেছি, তার সম্পর্কে এখানে অনেক সদস্য অনেক রকম ভাবে বলেছেন। কিন্তু আমাদের কেন এই অনাস্থা প্রস্তাব উনার বিরুদ্ধে আনতে হল, সেই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। আমি আগেই বলে রাখছি যে আমাদের বর্তমান স্পীকার মানুষ হিসাবে খুবই ভাল এবং সেটা আমাদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু গত চার বছর যাবত আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি যে তিনি আমাদের এমনভাবে সুযোগ দিয়েছেন, যাতে করে আমরা আমাদের জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে যে সব বক্তব্য এখানে রাখার কথা, সেগুলি ঠিক মত না রাখতে পেরে, এই হাউসে আমাদের যে অধিকার আছে, সেগুলি থেকে আমাদের তিনি ক্রমাগত বঞ্চিত করে আসছেন। সেই সব কারণে, আজকে আমরা বাধ্য হয়ে উনার বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছি। অবশ্য রুলিং পার্টির অনেক সদস্য বলেছেন যে তিনি নিরপেক্ষভাবে এই হাউসের সমস্ত কাজ কর্ম্ম চালিয়ে গেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ থাকার মানে কি এই রকম যে অন্য আর একজনের কথা শুনে তিনি কাজ করবেন? আমি বলব এভাবে নিরপেক্ষ থাকা চলে না। কাজেই উনার মধ্যে নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব আছে কিনা, সেই সম্পর্কেও আমাদের সন্দেহ হয়। এখানে রুলিং পার্টির সদস্য শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান বলেছেন, বর্ত্তমান স্পীকার মহোদয় তাঁর নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন আর সুরেশ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন তিনি নাকি বিরোধী দলের সদস্যদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। কিন্তু আমি বলব, গত ৪বছর যাবত এই এ্যাসেম্বলীর মধ্যে যেসব আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং তার যেসব প্রসিডিংস আছে সেগুলি দেখলে

কি এটা প্রমাণ করবে। আমার নিশ্চিত ধারণা যে উনি গত ৪বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যও তাঁর নিজস্ব যে ব্যক্তিত্ব বা স্পীকার হিসাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার যে কথা, সেগুলি বজায় রাখতে তিনি সমর্থ হননি। আমরা এই হাউসে আলাপ আলোচনা করবার জন্য যে এ্যাডজোর্ণ মোশান, কলিং এটেনশান নোটিশ এবং রিজলিউশান দেই, সেগুলির সবই কি জনসাধারণের স্বার্থের জন্য নয়, না এগুলির দ্বারা জনসাধারণের কোন স্বার্থ-ই রক্ষিত হয়না। আমরা তো জনসাধারণের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয়, সেজন্য এগুলি হাউসের সামনে উত্থাপন করি আর সেজন্যই তো জনসাধারণ আমাদের ভোট দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে, তাদের যে সব অভাব অভিযোগ আছে, সেগুলি যাতে এই হাউসে তুলে ধরতে পারি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা যেগুলির নোটিশ দিয়েছি, তার কতগুলি এ্যালাউ করা হয়েছে আর কতগুলি ডিস্‌এ্যালাউ করা হয়েছে, সেগুলি ঐ প্রসিডিংস বই দেখলে দেখা যাবে। আমার ধারণা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সেগুলি ডিস্‌-এ্যালাউ করে দেওয়া হয়েছে। এই যদি করা হয়, তাহলে জনসাধারণ আমাদের এখানে পাঠিয়েছে কেন? তারা তো তাদের দাবী দাওয়া এবং তাদের সুখ সুবিধাগুলি এই হাউসের মাধ্যমে সরকারের কাছে জানানোর জন্যই আমাদের এখানে নির্ব্বাচিত করে পাঠিয়েছে। কাজেই এইসব কারণে দেখা যাচ্ছে, আমাদের বর্ত্তমান স্পীকার, কোন সময়ের জন্য তাঁর নিরপেক্ষতা এই হাউসে বজায় রাখতে পারেন নি। যেমন একটা উদারহণ দিলে পরিস্কার হবে। মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু গত সেসানে তাদের সেপারেট সীট দেওয়ার জন্য একটা চিঠি স্পীকার মহোদয়কে দিয়াছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যখন হাউস বসে, তখন সুনীল বাবু স্পীকারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে স্যার, আমরা যে সীটের কথা বলেছিলাম, সেটা আমাদের কবে দেওয়া হবে। স্পীকার তাঁর উত্তরে বলেছেন যে আগামী কাল দেব। কিন্তু পরের দিন ১৭ই সেপ্টেম্বর যখন আবার হাউস বসলো, স্পীকার একটা রুলিং দিয়ে বললেন যে এখন সীট দেওয়া যাবে না, এই সীট দেওয়ার ব্যাপারে এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারিয়েট থেকে লোকসভা সেক্রেটারিয়েটে ক্লারিফিকেশান চাওয়া হয়েছে। কাজেই এর জবাব আসলে, সীট দেওয়া হবে কি না পরে সেটা বিচার বিবেচনা করা হবে। অথচ ঐ ১৬ তারিখে স্পীকার মহোদয় বিকালের দিকে আমাদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে তাদের সীট কিভাবে দেওয়া হবে এবং কে কোথায় সীট পাবে, এসব ঠিক করেছেন। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল, তিনি আমাদের কাছে যে সব কথা বলেছিলেন, ঠিক তার বিপরীত কাজ করে বসেছেন। কাজেই একটা এ্যাসেম্বলীর স্পীকার যদি এই ধরণের হয়, তাহলে সেই হাউস একটা প্রহসনে পরিণত হয়। আজকে আমাদের এই হাউসের ঐ একই অবস্থা। এখন এরপরেও আমাদের কি বুঝতে হবে যে আমাদের বর্ত্তমান স্পীকার মহোদয় নিরপেক্ষভাবে হাউসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা জানি এদিক দিয়ে উনারা কেউ কিছু বলতে রাজি নন, কেননা ব্যাপারটা তাদের সবারই জানা আছে। তারপরে ১৫ | ৯ | ৭০ইং তারিখে আমরা মেলাঘর ইন্সিডেন্টের ব্যাপারে একটা এ্যাডজোর্ণমেন্ট এনেছিলাম এবং মিজো এটাক্‌ এট ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট এই সম্পর্কেও আর একটা এ্যাডজর্ণমেন্ট মোশান এনেছিলাম। আমাদের সেগুলি স্পীকার মহোদয় ডিস-এ্যালাউ করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি

যে ডিস-এ্যালাউ করে দিলেন, কি কারণে করলেন সেটা আমাদের এক টুকরো কাগজ দিয়ে আগে থেকে জানানো উচিত ছিল। এই রকম জানানোর যে রীতি আছে, এই সম্পর্কেও তাঁদের কাছে বালাই নেই। কাজেই আমি যেটা বলতে চাইছি, সেটা হল এই যে দুইটি ইম্পোর্টেন্ট মোশান এগুলি পর্যান্ত তিনি আমাদের হাউসে উত্থাপন করতে দিলেন না, আলাপ আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। আমরা যেটা এই হাউসে লক্ষ্য করছি, সেটা হল উনি সব সময়ে শাসক গোষ্ঠির বা লীডার অব দি গভর্ণমেন্টের কথা অনুসারে চলেন। এটা উনার পক্ষে করা উচিত নয় বলে আমাদের মনে হয়। তার কারণ হল স্পীকার যদি এই রকম করেন, তাহলে সেখানে গণতন্ত্র বলতে আর কিছুই থাকেনা। তাই সেজন্য আজকে স্পীকার এর বিরুদ্ধে এই অনাস্থা প্রস্তাব আনতে বাধ্য হচ্ছি বলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তারপরে আমাদের যখন সময় দেওয়া হয় তখন দেওয়া হবে মাত্র ৩/৫ মিনিট। কিন্তু আমি বলি এই ৩/৫ মিনিটের মধ্যে কি কোন বক্তব্য রাখা সম্ভব। গতকালও আমাকে মাত্র ৩ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমি বলতে চাই জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে, তাদের যে প্রিভেলজ আছে সেগুলি এই অল্প সময়ের মধ্যে রাখতে পারা যায় কিনা, সেটা বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি উনাকে অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে নো-কনফিডেন্স মোশান স্পীকারের বিরুদ্ধে এসেছে, আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং যে এ্যামেণ্ডমেন্ট বা সাবষ্টিটিউট রিজল্যুশান এনেছেন তা আমি বিরোধিতা করছি। আজকে ভারতবর্ষের সব জায়গায় আমরা দেখছি যে অপজিশান, তাঁদের প্রোভেন্স যদি থাকে তাহলে সেটা ভেন-টিলেট করতে পারে, নরমেলী হাউসে সেটা পাশ হয় ন, কিন্তু হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং কেন স্পীকার এবং ডিপুটি স্পীকার তাদের ক্ষমতাকে সম্পুর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছেন—দিল্লী যদি আমাদের আদর্শ হয়, সেখানেও আমরা দেখতে পারছি যে সেই মোশানকে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনে নিগেটিভ করতে পারেনা, সেইরকম কোন আইন নাই। যদি তাঁদের কনফিডেন্স থাকে তাহলে সেটা সেখানে এবং আলাদাভাবে এনে সেটাকে এখানে পাশ করতে পারেন, তা যদি করতেন তাহলে আমাদের বলার কিছু ছিল না। এই হোল জিনিষটা থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে স্পীকারের একটা ঝোঁক লীডার অব দি হাউসের উপর রয়ে গেছে এবং সেটা হচ্ছে—বে-আইনি করার ঝোক, ভাল কাজে ঝোক থাকলে আমাদের আপত্তি ছিলনা। আমার অনেক আগে, যিনি এই এ্যামেণ্ডমেন্ট মুভ করেছেন ... ...

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য আমি এই সম্বন্ধে রুলিং দিয়ে দিয়েছি, তার উপর আর আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি রুলিং'এর ব্যাপারে আলোচনা করি নাই। আমি ঘটনার কথা বলছি। আমরা জানি কেন এই জিনিষটা আনা হয়েছে। আমাদের যে

গ্রীভেন্স এখানে দেওয়া হয়েছে, সেই সম্পর্কে যদি আইন সঙ্গত কোন উত্তর দিতে পারেন, তাহলে আমরা সেটা বিবেচনা করতে পারি, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার মধ্যে কোন গ্রহণ যোগ্য রিপ্লাই আমরা পাই নাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা মিসমেনেজমেন্টের জন্য স্পীকার তাঁর রুলিং দিলেন (৩২ পৃষ্ঠা) স্পীকার বলছেন, ইট ইজ নট ট্রু 'হিয়ার এণ্ড দি ম্যাটার। কারণ আমরা পাবলিক ডিম্যাণ্ড শোনে এসেছি, মন্ত্রীরা তার ফ্যাক্টস এণ্ড ফিগারস দেন। আমরা যেটা বলেছি সেটা কাগজে পত্রে এসেছে, মেম্বাররা যখনই যে ঘটনা এখানে নিয়ে আসছেন, পাবলিক যে অভিযোগ থাকে মেম্বার সেটা এই হাউসে এসে ভেনটিলেট করেন। কিন্তু পার্লামেন্টের কোন জায়গায় এটার প্রভিশন আছে যে মিস-ষ্টেটমেন্ট যদি হয়, সেটা হাউসের প্রসিডিংস থেকে একসপাঞ্জ করা হয়? আমি সেইরকম কোন প্রভিশনের কথা জানি না, যদি সেটা করতে হয়, তাহলে সমস্ত বইকে একসপাঞ্জ করতে হবে। আমরা যেটা বলেছি, সেই ঘটনা রং হতে পারে, মিনিষ্টাররা সেটার ষ্টেটমেন্ট দিয়ে কারেক্ট করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু মিঃ এস, এল, সিংহ বলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন এই পোরশানটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হবে। যদি কোন আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড হয় বা স্পীকারের অর্ডারকে ডিনাই করা হয়, তাহলে সেটা স্পীকার তাঁর ডিসক্রীয়েশানে বাদ দিতে পারেন, কিন্তু এখানে একটা ফ্যাক্টস নেরেট করা হল, সেটাকে একসপাঞ্জড করা হল, এইভাবে হাউস চালান হচ্ছে তার প্রতিবাদে আজকে এই মোশান এখানে আনা হয়েছে। আজকে এই হাউস হচ্ছে গণতন্ত্রের স্বর্গ, সেখানে পজিশন, ওপজিশান নেই, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের অধিকার, এটা হচ্ছে জনতার অধিকার, এক একজন মেম্বার তাঁর বুদ্ধি, বিবেচনা অনুযায়ী এই হাউসের ভিতর দিয়ে কাজ করতে চায়, তার এই যে অধিকার সেটাকে রক্ষা করা—তার বিচার আজকে হাই কোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারের মত ন্যায় বিচার করাই হচ্ছে এই হাউসের কাজ। কিন্তু আজকে এই হাউস-এ যে সমস্ত রং ডিসিশান নেওয়া হচ্ছে, এটা হাউসকে করাপ্ট করছে, মিসগাইড করছে, তারপর বলব যে গণতন্ত্রের প্রতি ইনজাষ্টিজ করছে। তারপর প্রমোদ বাবু যে কথাটা রেখেছেন সেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডুম্বুরের ঘটনা সম্পর্কে একটা রিজুল্যশান এনেছেন যে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হউক, তার উপর মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু একটা এ্যামেণ্ডমেন্ট দিলেন যে 'হ্যাভিং কনসিডার্ড দি সেম্, দিস হাউস রিকোয়েষ্ট ফর জুডিশিয়ারী এনকোয়ারী' সংগে সংগে বলা হল যে এটা এখানে আলোচনা করা যেতে পারে না। ইন্টারপ্রিটেশান কত রং হচ্ছে—to sub-serve the wish of the party in power. তিনি বললেন, no resolution shall be moved which relates to any matter which effects the discharge of function of the Administrator etc. etc. যেখানে ডুম্বুরের ঘটনা আমরা আলোচনা করতে পারব, সেখানে ভায়লেশান অব এ্যাক্টের কোন প্রশ্ন নেই, কিন্তু এখানে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কোন কথা নেই, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারকে ডাইরেক্টলী ইনভলভ করার রিজল্যুশানের মধ্যে কোন বক্তব্য নেই, যদি সেখানে কোন বক্তব্য—

আলোচনার মধ্যে রাখা হত, তখন স্পীকার সেটা বন্ধ করে দিতে পারতেন। কাজেই এই যে ইনটারপ্রিটেশান সেটা রং ইনটারপ্রিটেশান করা হচ্ছে। কাজেই আমাদের যে নো-কনফিডেন্স মোশান এখানে রাখা হয়েছে, সেটা অতি সত্য এবং যে কনফিডেন্স মোশান এসেছে, সেটা যদিও তাঁরা আজকে গাঁয়ের জোরে পাশ করিয়ে নেবেন, তথাপি আমাদের এই যে বক্তব্য, সেটা আজকে গণতন্ত্রের রাজত্বে থাকবে। আজকে যদি সেটা রাইট ইনটারপ্রিটেশান হত তাহলে সেখানে দুইটি রিজল্যুশানকে বন্ধ করতে হত, কিন্তু মেইন মোশানকে মুভ করতে দেওয়া হল, আর সেই যে, প্রমোদ বাবুর রিজল্যুশান সেটাকে মুভ করতে দেওয়া হল না। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার।

(রেড লাইট)

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে যদি টাইম দেন, তাহলে আমি জিনিষটাকে পরিষ্কার করে বলতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—আপনাকে দুই মিনিট সময় দিচ্ছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—স্পীকারের রুলিং—পেজ—৬৯, মাননীয় সদস্য সুরেশ চৌধুরী বলতে আরম্ভ করলেন এই ডুম্বুরের ঘটনার সাথে ভারতীয় পঞ্চম বাহিনীর যোগাযোগ রয়েছে কি না সেটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার এবং পাকিস্তান সরকারের কাছে এই নিয়ে প্রতিবাদ করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে স্পীকার মহোদয় বললেন, this matter can not be discussed in the House, it is a matter relating to border. সঙ্গে সঙ্গে শ্রী এস, এল, সিংহ দাঁড়িয়ে বললেন মিঃ স্পীকার স্যার, I have given a statement and I have narrated the fact of this matter. The Member may be permitted to narrate the incident, তখুনি এসে গেল ন্যারেট দি ইনসিডেন্ট। অথচ আশ্চর্যের কথা হল মাননীয় মন্ত্রী বহুবার ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন, তার মধ্যে তিনি এই কথা বলেছেন। পূর্বোক্ত কথা থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী সরাসরি মিজো বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে। এই লুঠতরাজের সময়ে তারা সঙ্গে ছিল। এটা হচ্ছে ৬৫ এ, এই সেম ডেটে। এমন কি পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী সরাসরি মিজো বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে বলে নিম্নলিখিত প্রতি-বাদ পত্র পাঠিয়েছেন। কিন্তু যেই মাননীয় সদস্য বললেন, স্পীকার মাননীয় সদস্যকে বাধা দিতে উদ্যত হলেন। আবার যেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন সঙ্গে সঙ্গে সেটা পারমিশন হয়ে গেল। তাহলে কিসের উপর এটা হচ্ছে? কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বাইরের কোন একটা ডিকটেট হচ্ছে। আজকে স্পীকার যাতে ইণ্ডিপেডেন্টলী কাজ করতে পারেন তার জন্য এই নো কনফিডেন্স যাতে ভবিষ্যতে যারা স্পীকার থাকবেন তারা অন্ততঃ এটা বোঝেন। এটা ডিভিশনের কথা নয়। স্পীকার কমাণ্ডস্ দি রেস্পেক্ট অব দি হোল হাউস। স্পীকার কোন পার্টির নয়। দি ভেরী মোমেন্ট হী ইজ এ স্পীকার, হী ইজ দি স্পীকার অব দি হোল হাউস এবং তার যে রেস্পেক্ট সেই রেস্পেক্ট দল নির্বিশেষে তিনি নেবেন। আজ ভোট দিয়ে তারা বলতে

পারেন যে আমরা কনফিডেন্স দিয়েছি। কিন্তু দিস ইজ নট দি কনফিডেন্স অব দি হোল হাউস। ইট ইজ দি কনফিডেন্স অব এ পার্টিজান গ্রুপ। আজকে যদি স্পীকার অপোজিশানের কাছ থেকে পান তাহলে তিনি শ্রদ্ধার শিখরে উঠবেন। সেই শ্রদ্ধা নেওয়া হচ্ছে না স্যার। এটা শ্রদ্ধা নয়। এটা পার্টিজন কনফিডেন্স। হাউসের যে ডিগনিটি তাকে কমাবার প্রচেষ্টা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আর একটা উদারণ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—একটু সময় আমাকে দিতে হবে স্যার, এখুনি আমি শেষ করছি। স্যার, এর আগেও প্রিসিডেন্স আছে যখন ডিস্টার্ব হয়েছে, হাউসকে অ্যাডজোর্ণ করে শেষ হয়েছে। দুই দিন আগেও এটা ঘটল। কিন্তু ঐ দিন যখন ৭ জন মেম্বারকে নেম করা হয়েছিল তার জন্য হাউস অ্যাডজোর্ণ করা হল না। এত বড় একটা সেকশানকে নেম করা হল অথচ হাউসকে অ্যাডজোর্ণ করা হল না। আমি দিল্লীতেও দেখেছি এই ব্যাপারে যথেষ্ট সময় বিরোধী দলকে স্পীকার দেন। (নয়েজ) এই ব্যঙগ আপনি যখন ক্ষমতায় আছেন সেজন্য ব্যঙগ করতে পারছেন। কিন্তু এখান থেকে যখন নামবেন তখন আপনি বুঝবেন আপনি কোথায়, সেই ব্যঙগ তখন ভেসে যাবে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, এই যে মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে সেটাও পারে না। স্পীকারের সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল শুধু তাই নয় ক্লাস ফোর গার্ডদের পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছে। এটা পার্লামেন্টারী ইতিহাসে নাই। যদি এটা এসেন্সিয়াল হয় তবে অফিসার দিয়ে এটা করা হয়। তখন অফিসারদের সেই ক্যাটাগরীর লোক আনা হয় বিকজ দে আর অনারেবল মেম্বার্স। তারা যদি অপরাধ করেও থাকেন, আপনার দৃষ্টি ভঙ্গীতে সেটা হতে পারে কিন্তু ইউ শুড এপ্রিসিয়েট দ্যাট দৃষ্টি ভঙ্গী এবং তার জন্য হচ্ছে স্পীকার। সেই দৃষ্টি ভঙ্গী বুঝার যে ক্ষমতা সেটাই হাউস থেকে উঠে গেছে এবং তার জন্য হাউসের সামনে বক্তব্য যে অতঃপর এই হাউসে একটা ইম্পার্শিয়াল কনভেনশন গ্রো করে হাউসকে চালু করতে হবে এবং সদস্যদের অধিকারকে রক্ষা করতে হবে এবং তারি জন্য আমরা এই নো কনফিডেন্স এনেছি এবং এই নো কনফিডেন্সের উপর ষ্টিক করছি। আরও কারণ আছে স্যার, প্রসিডিংস আমরা পাচ্ছি না। দৈনিক যাতে আমাদের প্রসিডিংস পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত, একদিন পর পর বা দুইদিনে দেওয়া হউক (নয়েজ)। আপনি যদি আমাকে বলেন আমি বসে যাব স্যার, অন্যরা কেন ডিস্টার্ব করবে। যাই হোক প্রসিডিংস আমরা চাই, এটাও একটা পার্ট। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং এই নো কনফিডেন্স মোশানকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble Member Shri Kshitish Ch. Das.

Shri Kshitish Ch. Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে তার আমি বিরোধিতা করছি এবং এই যে সাবষ্টিটিউট মোশান এনেছেন ঘনশ্যাম বাবু তার পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি। দিল্লী ফেরত

মাননীয় টি, এম, দাশগুপ্ত, প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই মুহূর্তে যে বক্তব্য রাখলেন তার মধ্যে কোন স্পেসিফিক পয়েন্টস দিতে পারেন নাই। যেগুলি এনেছেন বস্তা বন্দী করে সেগুলি ঝেড়েছেন।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এই যে দিল্লী ফেরত। ইজ ইট নট ডিফামেটরী ?

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—তিনি দিল্লীর কথা বলেছিলেন, সে জন্যই আমি দিল্লীর পার্লামেন্ট ফেরত বলছি।

শ্রীউপেন্দ্রার কুমার রায় :—আমি তো স্পীকার মহোদয়কে বলেছি। তিনি ডিসএ্যালাউ করতে পারেন, যা কিছু করতে পারেন। এই যে একটা চলেছে এও তো মন্দ নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—পয়েন্ট অব অর্ডার কাকে বলে স্যার ?

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—পয়েন্ট অব অর্ডার হল এই যে এটা আনপার্লামেন্টারী কিনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—দিল্লীফেরৎ ইজ নট আনপার্লামেন্টারী। মাননীয় সদস্য পার্সনেল এটাক করবেন না।

শ্রীক্ষিতিশ চন্দ্র দাস :—উনি প্রাক্তন ছিলেন বলেই আমি প্রাক্তন বলেছি। তারা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই সম্বন্ধে আমি বলব যে আজকে স্পীকারের যে রুলিং সেটাই ডিসিশন এবং এটাই নিয়ম, এইভাবে পার্লামেন্ট চলছে। ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে সকলেই আমরা স্পীকারের রুলিংকে শ্রদ্ধা করি। কোন বিষয়ে যদি স্পীকারের কাছ থেকে কোন পয়েন্টের উপর জানতে হয় তাহলে দিল্লীর লোকসভা থেকে উনি ক্ল্যারিফিকেশান আনতে পারেন। কাজেই এই ক্ল্যারিফিকেশন এনে তিনি রুলিং দিয়েছেন। কাজেই আজকে সেখানে কংগ্রেস লেজিসলেচার পার্টি সোস্যালিষ্ট বলতে যে মুহূর্তে তারা দাবী করলেন এর পূর্বে স্পীকারকে তারা জানাননি এবং ঐ দিন হাউসে সুষ্ঠ অবস্থা ছিল কিনা এটা একজন মাননীয় সদস্যও বলেন নাই। ঐ দিন স্পীকার বাধ্য হয়েছিলেন অ্যাডজোর্ণড করতে। সেদিন পরস্পরের মধ্যে এমন একটা চেঁচামেচি হয়েছিল যে স্পীকার বাধ্য হয়েছিলেন এডজোর্ণড করতে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলেছেন যে এমন কিছু হয় নাই। তিনি হাউসের লীডারের ইংগিতে চলেন। শুধু লীডার অব দি হাউস নয়, যারা সদস্য তারা প্রত্যেকেই স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং নিয়ম অনুযায়ী স্পীকার রুলিং দেন। তাহলে লীডার যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহলে এটা ইংগিত হয় আর মাননীয় সদস্যরা যদি করেন, যেমন এই মুহূর্তে উপেন্দ্র বাবু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাহলে আমরা কি বলব যে তিনি ডিকটেড করছেন ? সেইরকম দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ প্রত্যেকেরই আছে। সেইভাবেই স্পীকার মহোদয় রুলিং দেন। কাজেই তারা যে পার্শিয়ালিটির কথা বলছেন সেটা আমরা আদৌ স্বীকার করতে পারিনা। বিরোধী সদস্যরা নেহাত নগণ্য হলেও আমাদের চেয়ে বেশী সময় নেন বলার জন্য এবং সেজন্য আমাদের মনে একটু লাগে দস্তুর মত।

কাজেই উনারা স্পীকার মহোদয়ের যে পার্শিয়ালিটির কথা বলছেন, এটা আমরা আদৌ স্বীকার করতে পারিনা। তিনি বরাবর বিরোধী দলের সদস্যদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছেন, এটা যেমন আমরা বলছি, তেমনি তাদের অনেকেও স্বীকার করছেন। তাদের যখন স্পীকার মহোদয় এইসব অতিরিক্ত সুযোগ দিতেন, তখন আমাদের কাছে বা আমাদের মনে বেশ লাগতো। কাজেই দেখা যাচ্ছে তারা যে সব অভিযোগের কথা এখানে বলছেন, সেগুলির মধ্যে কোন রকমের যুক্তি থাকতে পারে না। তবে তাদের বিরোধী দল হিসাবে এবং বিরোধী সদস্য হিসাবে কিছু না কিছু বিরোধীতা করতে হবে, তাই সেই স্বভাব বশতঃ আজকে তারা আমাদের এই স্পীকারের বিরুদ্ধে এই অনাস্থাসূচক প্রস্তাবটা এনেছেন। আমরা তো এমন অনেক কিছু দেখেছি যে তারা কখন কখনও স্পীকারের রুলিং এর প্রতিবাদে ওয়াক-আউট করে হাউস থেকে বেড়িয়ে যান, আবার কখনও তাদের এ্যাডজোর্ণ মোশান ডিস-এ্যালাউ করলে, তারা প্রতিবাদে হাউস থেকে ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যান! এগুলি তারা কেন করেন? তার পেছনে অবশ্য একটা কারণ আছে, যেমন আমি বলতে পারি, তারা এভাবে যদি হাউস থেকে বেরিয়ে যান, তাহলে তাদের নাম পত্রপত্রিকাতে উঠবে। এবারও তারা সেইরকম একটা সুযোগ নিতে চাইছেন, যদি কোন স্পীকারের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনা যায়, তাহলে তাদের নাম পত্র পত্রিকাতে উঠবে এবং তারা বিনা পরিশ্রমে অর্থাৎ সস্তায় নাম কিনতে পারবেন। আমার যা মনে হয়, তারা এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে উত্থাপন করছেন। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন, যে আমাদের স্পীকার মহোদয় খুব ভাল লোক, এই কথাটাও আমরা বলি। কিন্তু আসল কথা কি? সেটা হল যদি তারা বলেন যে তিনি একজন ভাল লোক, তাহলে তিনি যে কার্য্যকলাপে খারাপ হতে পারেন, সেটা আমরা কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারি না। এটা উনারা যেবক্তব্য এখানে তার থেকেও এই রেখেছেন, কথাটা পরিস্কারভাবে বুঝা যায়। কাজেই আমাদের স্পীকার মহোদয়, অত্যন্ত অমায়িক, নিরপেক্ষ এবং সৎ লোক, এই কথাটা যেমন তারা বলছেন, আমরাও এখানে বলছি। অতএব তারা যে প্রস্তাব এনেছেন, উনার বিরুদ্ধে, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে তারা এমন কোন যুক্তি রাখতে পারেন নি, কাজেই তাদের এই প্রস্তাবকে কোন সমর্থন করা যায় না। অন্য দিকে মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম বাবু যে সাবষ্টিটিউট প্রস্তাব এনেছেন, তার মধ্যে যথেষ্ট সত্য রয়েছে, কাজেই আমি ঘনশ্যাম বাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আজকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আমাদের স্পীকারের বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব এই হাউসের সামনে উত্থাপন করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম বাবু এবং ক্ষিতিশ বাবু যেভাবে যুক্তি সহকারে তাদের বক্তব্য রেখেছেন, এর উপরে আমার বলার মত এমন কিছু নেই। তবে কয়েকটা বিষয়ের উপর আমি কিছু বলার চেষ্টা করছি। আমি প্রথমে বলব, আমাদের এই হাউসকে পরিচালনা করার জন্য যে একটা রুলস আছে এবং প্রসিডিউরস আছে, আমরা এই হাউসের সদস্য হিসাবে সেগুলি সম্পর্কে কতটুকু সচেতন আছি, সেটা আমাদের একবার চিন্তা করে দেখা দরকার। আমাদের জন্য যে রুলস আছে, সেটা হচ্ছে মেম্বারস গাইডিং রুলস, উই স্টুড

বি অবজার্ভড অল দোজ রুলস। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা, সেগুলি মানতে আদৌ রাজী নন। এখানে মাননীয় সদস্য বিশ্বা বাবু বলেছেন যে আমাদের স্পীকার নাকি খুব ভাল লোক। তাহলে আমরা কি এটাই বুঝব যে উনি ভাল লোক হওয়ার দরুন যত কিছু সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি উনার কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে, আজকে তারা তাঁর বিরুদ্ধে ই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। এটা তারাই স্বীকার করেছেন। এখন সদস্যরা যে সব রুলসে গাইড হবে, সেগুলি হচ্ছে—

Rule 256 - whilst the House is sitting, a member—

i) Should be present in the House a few minutes before the time schedule for the commencement of the sitting ;

ii) shall rise to his place when the Speaker enters the Chember proceeded by the Marshal bearing the Mace and shall respond to the three bows made by Speaker and take his seat ;

iii) shall bow to the Chair while entering or leaving the House, and also when taking and leaving his seat ;

iv) shall maintain silence when not speaking in the House ;

v) shall not read any book, newspaper or letter, nor shall do so except in connection with the business of the House ;

vi) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner ;

vii) shall not pass between the Chair and any member who is speaking ;

viii) shall not leave the House or cross the floor of the House when the Speaker is addressing the House.

ix) shall not obstruct proceedings, hiss or interrupt and shall avoid making running commentaries when speeches are being made in the House ;

x) shall invariably resume his seat as soon as the Speaker stands or calls out 'Order'.

xi) shall ordinarily keep to his usual seat while addressing the House ;

xii) shall always address the Chair and not any individual member ;

xiii) shall not while speaking make any reference to the strangers in any of the gallaries ;

xiv) shall withdraw unparliamentary word or expression as ruled by the Speaker ;

xv) shall withdraw forthwith if ordered by the Speaker for any disorderly conduct and absent himself from the sitting as per order of the Speaker.

এসবগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকলেও আমরা এগুলির কোনটাই মানছি না।

Then power of the Speaker :—

i) The Speaker may direct any member whose conduct is, in his opinion, grossly disorderly to withdraw immediately from the House, and any member so ordered to withdraw shall do so forthwith and shall absent himself during the remainder of the days' sitting,

ii) The Speaker, may, if he deems necessary name a member who disregards the authority of the Chair or abuses the rules of the House by persistently and wilfully obstructing the business thereof.

iii) The Speaker, may, in the case of grave disorder arising in the House, adjourn the House or suspend a sitting for a time to be determined by him.

iv) No debate shall be allowed on a point of order, but the Speaker may, if he thinks fit, hear members before giving his decision.

v) The Speaker may also expunged any portion of the proceedings.

vi) The Speaker may, at any stage, disallow an amendment or refuse to put on amendment which in his opinion is frivolous.

তারা অবশ্য এখানে বলছেন যে যদি কোন এ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়, তাহলে সেগুলি নাকি আমাদের স্পীকার মহোদয় নাকচ করে দেন। কিন্তু তিনি কি আইন না দেখে করেন? তিনি যা কিছু করেন, সেগুলি আইন মতই করেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। তারপরে তারা কমিটির গঠন সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু আমরা জানি যে বিজনেস এ্যাড-ভাইসরী কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন স্পীকার। স্পীকারের সুপ্রিম কনট্রোল আছে কমিটি গঠন করার ব্যাপারে। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে কমিটিতে সদস্য হিসাবে নমিনেট করতে পারেন। তাঁর ডিসক্রিয়েশান এর উপর চেলেঞ্জ করার মত কিছু নেই। কাজেই আমাদের স্পীকার যা করেছেন, সেগুলি একর্ডিং টু রুলস করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে সেই সব রুলস অনুসারে এই হাউসের বিরোধী দলের সদস্যদের যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি নাও দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ভাল মানুষ বলে, সেই সব করেন নি। কাজেই তারা নো কনফিডেন্স মোশান তাঁর বিরুদ্ধে এনেছেন, তার মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমি তাদের এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে, মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম বাবু যে সাবষ্টিটিউট প্রস্তাব এনেছেন, তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—জ্ঞান বৃদ্ধ মহাশয় এবং বাচনিক সর্ব্বস্ব এনেছেন নো-কনফিডেন্স মোশান এবং সাবষ্টিটিউট মোশান এনেছেন ঘনশ্যাম দেওয়ান মহাশয়। এই সাবষ্টিটিউট মোশানকে সমর্থন করে আমি ওরজিন্যাল মোশানের বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :--অনারেবল মিনিষ্টার, আপনি দশ মিনিট বলুন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি এখানে জ্ঞানবৃদ্ধ মহাশয় কেন বলছি, তার কারণ তিনি এখানে কমিটি ফরম করার বিষয় বলেছেন। এখানে ২২ এবং ১১ মেম্বার আছে, তিনি ১৭ এবং ১১ যখন ছিল তখন তিনি কি করেছিলেন, যখন তিনি স্পীকার ছিলেন সেটা দেখলে পরেই আমরা বুঝতে পারব। কমিটি অব রুলস—এটা হল, ১৯৬৮'এ। শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়, স্পীকার—চেয়ারম্যান, শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী, মেম্বার শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য, শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, শ্রীসুনীল চৌধুরী, শ্রীঅঘোর দেববর্মা, ১৭ আর ১৩, এর মধ্যে দুইজন আছে, লোকসংখ্যা অনুপাতে তিনি তা করেছেন, জ্ঞানবৃদ্ধ মহাশয় সেটা ভুলে গিয়েছেন। তারপর বলব, বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি, শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়, শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস, শ্রীনিশিকান্ত সরকার, শ্রীআতিকুল ইসলাম। তাই আমি জ্ঞানবৃদ্ধ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করব উনি যখন এইগুলি করেছিলেন, তখন তাঁদের ইনভাইট করেছিলেন কিনা এবং তাদের সাথে কনসল্ট করেছিলেন কিনা? উনি তা ভুলে গিয়েছেন, কারণ বৃদ্ধ হলে পরে ভুল হয় সেটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নয়। তারপর পিটিশন কমিটি—শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী, শ্রীনিশিকান্ত সরকার, শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ, শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং, শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, লুড়া আও মগ, মাত্র একজন, ১৭ আর ১৩—কি পবিত্রতা রক্ষা করেছেন, সেইদিকে চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব। তারপর উনি এখানে আরও কতগুলি কথা বলেছেন, উনার আমলে ১৭ আর ১৩'র মধ্যে এই করেছেন, আর আমরা ২২ আর ১১'র মধ্যে করছি। একটা কথা প্রচলিত আছে যে, 'কিসের নাকি বড় গলা', তাঁরা তাই করছেন। এ্যাসেম্বলী হাউসে যখন গণ্ডগোল হয়, তখন উনি হাউস এডজোর্ণ করে তা নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন কোথায় ছিল উনার ফারমনেস? আজকে ফারমনেসের কথা বলছেন, সেই দিকে তাকে চিন্তা করতে বলব,—জ্ঞানবৃদ্ধ মহাশয়কে। আজকে তিনি দলের স্বার্থে তিনি বলছেন যে সাতজন মেম্বারকে বের করে দিল, হাউস এডজোর্ণ করেন নি। কিন্তু হাউস এডজোর্ণ করা হয়েছিল, উনি তা জানেন, কিন্তু দলীয় সার্থে তিনি বলছেন, কাজেই তাঁকে আমি এইদিকে চিন্তা করতে, ভাবতে বলব। ৫১(৪)'এ যে ম্যাটার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের কাছে রেফার করতে হয়, সেইভাবে তাঁরা করেছিলেন কিনা? কাজেই আমি তাদের সেই রুল পড়তে বলব, জানতে বলব। আরেকটা কথা বলেছেন আমাদের চীফ মিনিষ্টার এখানে ডিরেকশান দিচ্ছেন, আমি যখন হাউসে আসি, আপনারা যেমন মেম্বার, আমিও মেম্বার। আপনাদের যেমন মেম্বারের অধিকার আছে, আমারও আছে, আপনাদের যেমন পয়েন্ট অন অর্ডার তোলার অধিকার আছে, আমারও সেই অধিকার আছে এবং সেই অনুসারে আমি তা করি। আজকে এই যে মোশান আনা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে—যুথভ্রষ্ট কখন হয়, যখন তার হাটু ভাঙ্গে, তখনই তার পতন হয়। চিন্তা ভাবনায় বিব্রত হয়ে এই যে মোশান এনেছেন, সেটা হিংসা এবং বিদ্বেষ থেকেই আনা হয়েছে. কারণ তিনি ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, তাঁকে ক্ষমতায় রাখা হয়নি। আরেকজনকে স্পীকার করা হয়েছে, কাজেই তার বিরুদ্ধে নো-কনফিডেন্স মোশান আনা হয়েছে। কেবল ১৯৬৪, ১৯৬৫ই নয়,

তিনি আপ টু ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কি করেছিলেন, সেই বিষয়ে অনুধাবন করুন, সেটা নিয়ে দেখুন পড়ুন তখন পক্ষপাতিত্বহীনতা কোথায় ছিল সেটা দেখতে পাবেন। সেইদিকে চিন্তা করতে বলব, আলোচনা করতে বলব নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে বলব। আরেকটা কথা চিন্তা করতে বলব, প্রেষ্টিজ অবদি স্পীকার, ইট ডিপেণ্ডস অন দি মেম্বার। মেম্বারদের শৃঙ্খলা বোধ, দায়িত্ব বোধ, সেগুলির উপর স্পীকারের প্রেষ্টিজ নির্ভর করে। আমি সেইদিক দিয়ে মেম্বারদের আবেদন করব, চিন্তা করতে বলব আমরা কতটুকু সেটা রক্ষা করছি, জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে। সেইদিকে চিন্তা করে যদি মোশান আনতেন তাহলে ভাল হত। তারপর আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে শুক্রবার ছাড়া কোন সময়ে প্রাইভেট মেম্বারস রিজল্যুশান আনা, তা করা হয় হয়না। তাঁদেরকে আমি দেখিয়ে দেব শুক্রবার ছাড়াও তা করেছেন কি না? তিন চারদিন আরও করা হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিদ্বেষ থেকে এবং স্পীকারের ক্ষমতা থেকে চ্যুত হয়ে এবং বিদ্বেষ'এর বশবর্তী হয়ে উনি তা করেছেন। কারণ যুথভ্রষ্ট যখন হয়, হাটু ভাঙ্গে, তখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলে সেইজন্যই এই মোশান এখানে উত্থাপন করেছেন। যারা এই মোশান এখানে উত্থাপন করেছেন, তাঁদেরকে আমি চিন্তা করতে বলব ভাবতে বলব, নিজেকে বিশ্লেষণ করে এটা এখানে দিয়েছিলেন কিনা, উনি ইম্পারশ্যালিটি রক্ষা করেছিলেন কিনা? কিন্তু আমাদের স্পীকার তা রক্ষা করে চলেছেন, প্রত্যেকটি মেম্বার তাঁকে শ্রদ্ধা এবং সম্মান করেন এবং সেই শ্রদ্ধা এবং সম্মান নিয়ে তিনি হাউস চালান, সেই দিকে তাঁর ফারমনেস আছে, শৃঙ্খলা বোধ আছে, আমরা ইম্পারশ্যালিটি পূর্ণ মাত্রায় পেয়েছি এবং তাঁরাও ভোগ করছিলেন। কিন্তু ভোগ করেও দলভ্রষ্ট হওয়ায় তাদের মুখে অন্যরকম সুর ধ্বনিত হচ্ছে, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, এই তিনটিকে অবলম্বন করে এই জ্ঞানবৃদ্ধ মহাশয় এই মোশান এনেছেন, সেইজন্যই আমি তার বিরোধিতা করছি। আমরা যারা এখানে আছি, আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের সৌজন্য বোধ আমাদের ব্যবহার, এর উপর এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে। সেজন্যই বলছি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, এই তিনটাকে অবলম্বণ করে তারা এইদিকে দৃষ্টি দিয়ে এই রিমুভেলের মোশন এনেছেন এবং সেজন্যই তার বিরোধিতা করছি। কারণ নেগেশানের মধ্য থেকে কোন অ্যাফারমেশান আসতে পারে না। নেগেশান থেকে নেগেশান আসে। অতএব আমরা যারা এখানে আছি আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সৌজন্যের মধ্য দিয়ে আমাদের এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে। তাই আমরা আশা করব যে আমরা প্রত্যেকে সেই বোধ, সেই জ্ঞান নিয়ে যদি আমরা ব্যবহার করি, করতে আমরা বদ্ধপরিকর, সেজন্যই আমরা ত্রিপুরাতে ডেমোক্রেসীকে সুষ্ঠ এবং সুন্দরভাবে পরিচালিত করব। করে আমরা এই হাউসের সম্মান রক্ষা করব। এইজন্যই হাউসে যে সাবষ্টিটিউট মোশন এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :—Now I would call on Mr. Speaker.

Mr. Speaker (Shri M. L. Bhomik) :—Hon'ble Presiding Officer and the Members, I am to-day faced with two politically motivated motions—one has

been moved by some members headed by Shri Upendra Kumar Roy who was formerly the Speaker of this House and another one by Shri Promode Ranjan Dasgupta. May I ask Hon'ble Member Shri Upendra Kumar Roy that did he give up his party affiliation when he was elected Speaker of the House? That the Speaker will resign from the party is not mandatory. Is Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Dasgupta aware that Mr. Dhilon, Speaker of Lok Sabha has not yet resigned from the party ? I have been given complement by the Hon'ble Member Shri Upendra Kumar Roy that I am a good man and amiable manner, but not a good Speaker and he has quoted certain characteristics from Moor. I am also aware of those characteristics. In Parliamentary democracy a motion for removal of the Speaker can be moved. Our Lok Sabha Speaker, late Shri G. R. Mobalenkar was also not spared. Certain charges for his removal were brought against him although those charges could not be proved and the motion was lost in the House. In my case also certain charges have been leveled aginst me and I must take this opportunity to refute those charges brought against me in my reply.

Shri M. L. Bhowmik ;—The first charge that I have disregarded rights of members of the House make pronouncement and give rulings is calculated to effect and undermine such rights.

No specific instance has been cited by any of the members, how, when and to what extent I disregarded the rights of the members and made pronouncement and gave rulings calculated to effect and undermine such rights. Of course, I did not debar the members from raising points of order or other points which they were not entitled to do under the rules of procedures. I have always given opportunity to the members to play their role in the Legislature for which they are entrusted with, as I thought that they should be given rights and opportunities to ventilate their grievences. I was not strict to rules and procedures. According to rules, members are not allowed to raise point of order in the House when a question or any motion is put to the House or to explain his position ; but the members of the House including those moving the motions for my removal raised point of order during the question hounr and explained their position etc, If this liberal role taken by me is taken to have calculated to effect and undermine the rights of the members, then I am helpless. I am sure, if I would have been strict and followed rules of procedure of this Assembly, members could not made 50 percent of the proceedings as they have done so far.

I did not hesitate to criticise the activities of the ministers on the Floor of the House during the question hour in order to protect the rights and privileges of the members. To explain my position, let me quote an

extract of my rulings : "It is no denying the fact that the ministers are responsible to the Legislature and asking of questions by the members are their parliamentary privileges."

"It is the basic responsibility of the ministers to be fully prepared with the question and well equiped with the replies to the possible supplementary questions."

I did not hesitate to admit the motion of privileges against the ministers on the postponed questions. Though prima facie could not be established in such cases, I considered that the ministers should have replied to the question as asked for and he should have been posted with necessary replies by the Secretary, which the departmental secretaries failed to do. Therefore, I gave sticture to the departmental secretaries ; "If any lapse has taken place in any reply to the question by the Ministers, the responsibility should primarily lie on the departmental secretaries as collection of materials for reply to the question is the duty of the department and it cannot be believed that within the 6 months the information could not be collected, if necessa y attempt was made."

' However, I request the Hon'ble Ministers to instruct their departmental secretaries in this respect and also to make endeavour so that he is not ordinarily to ask for Postponment of the question for the second time, when it is shown in the order paper after the first postponment".

I think, departmental secretaries sharply re-acted to my rulings and since my ruling asking of postponment for the second time has reduced to the barest minimum. This would indicated that I had triedto protect the rights of the members. I also did not fail in my duty to admit a motion of privilege against the Education Minister, on the alleged charge of giving false reply to the question. Of course, the member concerned could not substantiate the charge.

The next point I like to deal with is that in matter of admitting supplementaries, the rules which are followed in admitting questions are also required to be followed. But if I make reference to the proceedings of this Session, I would be able to show that many of the supplementaries have been put having no link within tha reply of the original question and which is so broader in scope that it gives no scope to put any supplementary question within the perview of the original question. The supplementaries were put with arguement which could be legitimately stopped by me, but I did not do so and that was only for giving the members opportunity to speak and put question for getting their points clarified. If I analyse the

proceedings, from the date of my taking over charge of the office of the Speaker, I shall be able to show that opposition had taken the major portion of time at the disposal of the House. This remark of mine is in relation to the opposition members of the House when there were only 3 members i. e., 3 members took 50 percent time. Besides, the table shown below will indicate that in matters of admitting questions, motions and resolutions I have been so lenient.

	1963-66.	1967-70
Question given notices of—	1,838	3,620
Question admitted—	1,534	3,267
Motion given notices of—	11	20
Motion admitted—	10	17
Resolution given notices of—	62	231
Resolution admitted	55	171

(Included those which did not find place in ballot).

	1963-66	1967-70
Question given notices of	1,838	3,620
Question admitted	1,534	3,267
Motion given notices of	11	20
Motion admitted	10	17
Resolution given notices of	62	231
Resolution admitted	55	171

(Included those which did not find place in ballot).

The table given above relating to the period for 1963-66 will indicate the actual position. If minutely compared the two sets of statistics given above, I can boldy say that I have made no in-justice to the rights and privileges of the members rather I have not been lesser impartial then my predecessor in admitting questions, motions and resolutions etc.

Second point is that on 15-9-70, I admited the motion on the Mizo Attack at Dumboor Project tabled by the Chief Minister but I refused to admit amendment to the motion tabled by the Hon'ble member Promode Rn. Dasgupta on ground that : "As per rule 5(1) of the Administrator's Rules. if effects the discharge of the function of the Administrator and therefore, it cannot be discussed in the Assembly. I thought the issue under discussion attracted the section 44 (iv) of the Union Territories Act, 1963 read with the rules 5 (iv) of the Administrator's Rules of the Tripura Legislative Assembly and as I had doubt, I referred the case to the Administrator, if the subject under reference was within the special responsibility of the

Administrator as envasiged under section 44 (ii) of the Union Territories Act, 1963. But the Administrator did not permit me to allow the amendment on the resolution, though he allowed the Chief Minister's motion that—"Incident at Dumboor Project Area on the 2nd July, 1970 regarding Mizo Attack be taken into consideration."
I had no part to play on this as the Administrator was acting in his discretion. Besides, on such question the decision of the Administrator shall be final. Therefore, the alegation made in the notice can not stand.

Regarding Melaghar incident, I got a notice of resolution and subsequently a notice of motion was given by the Government. The subject matter of the both resolution and motion are of allied nature and as the Government motion gets preference, I allowed discussion on the motion of the Government. On the motion of the Govt. an amendment was brought by one of the members, which was admitted and it was lost by voice vote. As the Government business gets preference over the Private Members' business is an admitted Parliamentary practice, Therefore, I do not find any legal flow in this respect as has been contended by the Hon'ble members giving notice of my removal.

Thirdly, it has been contended that my conception of the meaning of the rules and procedure is hazzy and sometimes wrong which leads me to take action in violation of the rules of procedure and conduct of business in the House. My only observation in this respect is that I have given members opportunity to raise question which should have been stopped by me under the shelter of the rules, But, I considered that if I would have always taken shelter of the rules without using any discretion, I could have stopped the member from putting question and taking part in the proceedings of the House. I did not do so and if the fact that I overlooked the rules by using my discretion for giving the members of the House more opportunity is an act of my violation of the rules and procedures then I have nothing to say.

Regarding routing the business of the House through the Business Advisory Committee, I must say that the members giving notice of this removal motion are not aware of function of the Business Advisory Committee.

Let me first state the functions of the Business Advisory committee.

"It shall be function of the Business Advisory Committee to recommend the time table that should be allotted for discussion of the stage or stages of such Government bills or other business as the Speaker in consultation with

the Leader of the House may direct for being referred to the Commttee. Such other functions relating to the business of the House may be assigne to the Committee by the Speaker from time to time as he may decide."

I think that I have followed the rule in toto in this respect and my action in consulting Business Advisory Committee in matter of allocation of time schedule for the business of the House are not in any way undemocratic and it has not infringed any of the rules of the House.

Members are at liberty to compare the time table recommended by the Business Advisory Committee under the Chairmanship of my predecessor with that of mine. If these two sets of recommendations are read together, then it will be seen that there is no virtual difference in these two sets of recommendations, to indicate that in both the recommendations provisions were made for Govt. business if any. Besides, it was open to the members to send back the recommendations to the Committee but they did not do so. Therefore, the House will consider if there has been any infringement of rules in this respect. Here I have recalled the time table of the next session of the House dated 14th March, 1966 when the Hon'ble member U. K. Roy was the Speaker. Here you will see that item No. 7 for 15th March '66—if any and item No. 4 for 12th April '66—if any.

Regarding disallowing of adjournment motion. I must read a few lines from the pen of the Parliamentary experts "In the Pre-Independence days, the restrictions were not strictly enforced and the adjournment motion was almost a normal device for raising a discussion on any important matter. Since independence, the change has taken place and the Presiding Officers are now reluctant to admit adjournment motion unless they strictly conform to the rules of the House of Commons. In fact, in England, the use of an adjournment motion of this nature is now-a-days, rare, and during the period from 1921 to 1939, the annual average of such adjournment motions in the House of Commons was only 1·25. The Speaker always interprets the rule strictly, requring that the matter be unquestionably urgent and of public importance.

The changed attitude in India found expression in a ruling of Mr. Speaker Mavalankar in the Indian Parliament in course of which he said :

"Successive Presidents of the Central Legislative Assembly including myself had considerably relaxed the rule of admission as it prevailed in the House of Commons, for the obvious reason that the private members, who were in opposition, had few opportunities of discussing matters of public importance.

They were in perpetual political opposition to the Govt. of India and the general political set-up of those days always induced the Presidents to relax the rule to give more scope for discussion and expression of the popular views. They had, in this matter, the general support of the Legislature. The Government then was not responsible to the Legislature nor were they amenable to its control, There was, therefore, good ground for the presiding officers to relax the strict House of Commons practice and allow opportunities of discussion of all important questions on adjournment motions, Since 15 August, 1947 the entire constitutional and political set-up has changed. The Ministry is fully responsible to this House and members have now ample opportunities of discussing various matters. They can discuss matters on demands for grants again during discussions on the Appropriation Bill and the Finance Bill. The Government being responsive, time can be had by a pressing request made to the Government. I may cite as an illustration the desire of the Government to allot time for discussion on the question of security to East Bengal refugees. They can put short notice questions and get information. They have now got a new rule for half-an-hour discussion. They can give notice of a motion raising discussion on a matter of general public interest etc.

It appears we have not yet got out of the old moorings., and continue to labour under a wrong impression that an adjournment motion continues to be a normal device for raising discussion on any important matter, as in the past.

Shri S. L. Singh :—We ask for time, Sir.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Presiding Officer, will you please allow me more time ? I require at least 15 minutes for my speech.

Mr. Speaker : —Yes,

Shri M. L. Bhowmik :—Thank you Sir.

It appears we have not yet got out of the old moorings., and continue to labour under a wrong impression that an adjournment motion continues to be a normal device for raising discussion on any important matter, as in the past. I have already stated how the conditions have entirely changed and therefore in the new set-up, with the various opportunities and the responsive and responsible charactor of the Government we cannot look upon an adjournment motion as a normal device for raising discussion on any important matter.

It may be mentioned that there is also scope for discussion in the debate on the address in reply to the speech of the Executive Head of the State.

It appears that in the Lok Sabha the consent of the Speaker was given to an adjournment motion on only twelve occasions uptil now since 15 August, 1947.

Besides, the concept of the Calling Attention Notice is of Indian origin and it is the view of the Parliamentary experts that system of calling attention notice has been introduced in the Indian Legislature as substitute of adjournment motion. If the statistics of my admitting calling attention notices are taken into account, I must say that during my regime, I have admitted 95 percent of the calling attention notices given by the members.

Regarding the allegation that I did not allow the members to read out the Adjournment motion in the House, I must say that I have followed the procedure ef Lok Labha, On our reference on this subject, the Lok Sabha stated as below :—

"VIDHANSABHA AGARTALA YOURTEL TWENTYFOURTH (.) OUR PRACTICE WHEN ADJOURNMENT MOTION DISALLOWED OUTSIDE THE HOUSE MEMBERS ARE NOT ALLOWED TO READ THAT IN THE HOUSE (.) .

The same questions were raised in this House on 29. 9. 67 by some of the Members on this subject and I gave my rulings as above. As the Hon'ble Members have managed to forget my contention about the above mentioned procedure of the Lok Sabha they have again intentionally and with motive brought this as a part of their motion under discussion.

If the procedure followed in the Lok Sabha is taken as dictate by the Chief Minister, then my reply to the allegation would be nil.

Regarding admitting and refusing of the resolutions, I do not like to deal more as enough has been said above.

Regarding half an hour discussion in relation to a supplementary question, I can not understand, how a member wants to raise the matter without giving any notice. I must advise them to read the rules in this respect thoroughly and raise the point as has been done here.

The allegation that I am practically under the thumb of the Chief Minister and lose my nurve at every intervence from him and my rulling comes out to be an echo of the suggestion or hint given by the chief Minister is meaningless, motivated and objectionable,

As a Leader of the House, the Chief Minister has every right to intervene in the proceeding of the House and if on 15. 9. 70 the Chief Minister had

suggested to consider if portions of the speeches of some of the members should be expunged, he had every right in doing so and in a democratic fashion he suggested it. When the House is in pendamonium, it also becomes responsibility of the leader of the House to bring the House to normalcy and for that purpose, if the Chief Minister had suggested anything to me for my consideration, it was not that I worked under his influence.

The memhers are not allowed to use abusive and offensive language, but if they do that and if the Chief Minister has suggested to expunge these from the proceedings, it is upto me to accept and consider the suggestion of the Chief Minister. On the contrary, if I had expunged any portion of the proceedings of the House as suggested by the Chief Minister, there can be no objection from any corner and that cannot be said that I had acted under the iufluence and echo of the Chief Minister

Regarding the allegation that I can not stick to any decision pronounced on the floor of the Hause, I must refute the contention of the members giving notices of the motion of removal of the Speaker. It is the fact that some members of the Congress Legislative Party requested me to allot separate seats on the plea that they had no confidence in the Leader of the House Shri Sachindra Lal Singh. Though intimated that they left the Congress Legislature Party under the leadership of Shri Sachindra Lal Singh, they failed to intimate that they had left the Congress Party led by Jagjivan Ram. I could not understand, how a member being in the same organisation can claim separate seats or bloc of seats. I must observe that the members are lacking in the idea, how the seats in the House are allotted. Seats or bock of seats are allotted not to an individual members but to the bloc or group of members and it is their leader who will determine the places of seats of the members. This is interpretation of the Rule 5 of the Rules of Procedures and Conduct of Business and Parliamentary practice elsewhere. All those members who wanted separate seats were allotted seats in the Congress Legislature Party and in next day they intimated to me that have lost their faith in the Leader of the House though they did not intimate their change of party affiliatson. My stand was correct which has been corroborated by the Lok Sabha Secretariate. Therefore, the allegation can not stand.

The Speaker is the coustodian of the Legislature to him the members of the ruling party as well as of the opposition party are equal.

Now let me deal with therole of the opposition in the Patliament and examine to what extent the members of the opposition have played their rules, in this House.

Shri M. L. Bhowmik :— Now let me deal with the role of the opposition in the Parliament and examine to what extent the members of the Opposition have played their roles.

Amongst the notice givers Shri Upendra Kr. Roy has posed to be the Opposition member very recently and in this context, I must say that if I had been partial to the ruling party members its fruits had also been shared by Shri U. K. Roy who was on the other day a member of the Congress Party. I would have been better on his part to point out alleged ommission as pointed out by him now at that time.

This remark is also applicable in case of Shri Promode Rn. Dasgupta, one of the notice givers as he was on the other day a member of the Congress Party.

Regarding Shri Aghore Deb Barma and Shri Bidya Ch. Deb Barma, and their roles in the opposition I must say that they have failed to play their role as a member of the opposition party. The opposition had to play a vital role in parliamentary democracy. They criticise the Government and put forward the constructive suggestions which in many of the cases the Government considered and implemented. But what the proceedings of the Legislature would speak ? Have they ever been able to put forward any constructive suggestion ? Most regretable is that they criticised the Government party members of the ruling party but when the term of reply of the Government party members came they were not found in the House. In this context, I shall refer to one of my rulings of this House dated 30. 1.69, where it was obseved that "When any member offers criticism in his speech in the House, he should remain present in the House to hear the reply. To remain absent in the House at the time of reply in the House is a breach of Parliamentary etiquette."

It is regretable on my part to remind the member of their duties, still I must, for the shake of democracy and as a custodion of House, mention that Hon'ble members should bear in mind the duties and responsibilities. More regretable is that during the conduction of the business of the House, I have found that the cut motions which have been given notices of by the Opposition Members could' not be moved due to their absence. This indicated the lack of responsibilities on the parts of the responsible members and country does not expect that their representatives should behave in such an irresponsible manner.

In this session at least dozen of cut motions had fallen through due to absence of the movers.

I would, there fore, request that the Hon'ble members should not be guided by the false sense of propriety, impulse and influence of others. Now the House will consider the facts stated by me and give its verdict.

Mr. Deputy Speaker :— I would call on Hon'ble Member Shri U. K. Roy. মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, আমি যে প্রস্তাব এনেছিলাম, অনাস্থা প্রস্তাব, তার উত্তর—

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— অনারেবল স্পীকার, স্যার, অনারেবল মেম্বার অ্যাড্রেসেস দি স্পীকার অ্যান্ড ডেপুটি স্পীকার।

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় :— দিস, ইজ দি কারেক্ট ফরম স্যার। এর মধ্যে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী অল্প কিছু বলেছেন এবং মাননীয় স্পীকারও বলেছেন। বলার মধ্যে একটা জিনিষ হল যে আমরা যে সমস্ত দোষ বা ত্রুটীর কথা উল্লেখ করেছি তার উত্তর নাই। সেগুলি রিফিউজ করা নয়, উলটে চীফ মিনিষ্টার আমার সময়ে আমার কি কি দোষ ছিল সেই কথা বলেছেন। আমি খুব দোষী হলাম, আমি খুব খারাপ। আমার সময়ে খুব খারাপ চলেছে আমি স্বীকার করেছি। তখন কোন কিছুই ছিল না। রুলস ইত্যাদি আমরা করে উঠতে পারিনি ৩ বছরের মধ্যে। কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন প্রথম বছরে ৬৪ নাকি অপোজিশনের একজন করে মেম্বার ছিল। আমি বলছি এটা যদি করে থাকি আমার তদানীন্তন লীডার অব দি হাউসের (নয়েজ)। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব টেরিটরিয়াল কাউনসিলের আমলে এদের ৫৭ থেকে ৬৩ পর্য্যন্ত একজন ছিল অপোজিশন (নয়েজ)। শেষের দিকে আমি কি করেছিলাম? এটা প্রথম ষ্টার্টিং। যিনি চীফ হুইফ অব দি পার্টি ছিলেন তখন সেই শ্রীসুনীল বাবুকে আমি পরে জিজ্ঞাসা করব যে তাকে ডেকে নিয়ে আমি কনসালট করেছিলাম কিনা। বাট আই ষ্টার্টেড ফ্রম নাথিং। ফ্রম জিরো আই ষ্টার্টেড। তথাপি আমি ট্রেডিশান ফরম করে গিয়েছি। আই গট থ্রি ইয়ার্স টাইম অনলী। তারপর আমার কথা হল আমার সময়ে কাজ কম হয়েছে বলে তুলনা করা হয়েছে। বর্ত্তমান স্পীকারও তুলনা করেছেন যে আমার সময়ে কয়টা কোয়েশ্চান, কয়টা রিজলিউশন এসেছিল। বাট ইজ দিস ওয়ে টু অ্যাবজলভ ওয়ান ফ্রম দি চার্জেস? চার্জেস শুড বি ডাইরেক্টলী রিফিউটেড। আমি খুসী হলাম আমার সময়ে কম হয়েছে। হবেই তো। আস্ত অপোজিশন পার্টি ছিল জেলে। কে করবে কোয়েশ্চান, কে দেবে রিজলিউশন। তারা মাত্র একটা বাজেট মিটিং করতে পেরেছিল। ৩০ দিন ছিল সেই সিটিংটা। প্রথম দিক দিয়ে আইন কানুনও ছিলনা মোটে এইগুলি ফ্রেম করতে হয়েছে। তারপর মেম্বার্সরা ট্রেনড হন নি। এই মেম্বারদের বলেও দিতে হয়েছে সাপলিমেন্টারী কি করে করতে হয়।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় সদস্য, আমি কমের কথা বলিনি, রিজেকশানের কথা বলেছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এখন আপনি ডিসটার্ব করছেন কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— অনারেবল স্পীকার স্যার, আই এম জাষ্ট ক্ল্যারিফায়িং মাই পজিশন টু হিম।

শ্রীইউ, কে, রায় :— আমি স্বীকার করি, আমার সময়ে এচিভমেন্ট তেমন কিছু হয়নি। তাছাড়া আমারটা আমি কি করে জাজ করব, এটাতো জাজ করবে অন্যরা। কাজেই নূতন অবস্থায়, এটার ভলিউম অব ওয়ার্ক কম হবেই। ফাষ্ট থ্রি ইয়ার্স তো কোন আইন কানুনই আমরা করতে পারি নি। তারপরে আমার যে আরও অনেকগুলি চার্জ্জ আছে, সেগুলির কি হল ? উনি বলেছেন আমাদের খুব টাইম দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আরও যে অন্যান্য চার্জ্জগুলি আছে, সেগুলির উত্তর তিনি দিতে চাইছেন না, এখনও অনেকগুলি চার্জ্জের উত্তর দেওয়ার বাকী রয়ে গেছে। আমি তো বলেছি যে লীডার অব দি হাউসের ইন্টারফেয়ার করবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি যখন বলবেন—হি সুড বি নেমড, তখন তো আমাদের স্পীকার মহোদয়, তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললেন, ইয়েস, হি সুড বি নেমড। এই রকম জায়গায় হয়নি, অনেক জায়গায় হয়েছে। তারপরে এ্যাকসপাঞ্জড, সেটা তো আরও চমৎকার। অনেক জায়গায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যেইমাত্র লীডার অব দি হাউস, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, অমনিতেই তিনি বলে দিলেন দীস অর দ্যাট পোর্শান অব দি প্রসিডিংস সুড বি এ্যাকসপাঞ্জড। এই তো একটু আগে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বললেন, ডেপুটি স্পীকারকে, ডেপুটি স্পীকার বলে, সম্বোধন করা যায় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— স্যার আমি একথা বলি নি। উনি বৃদ্ধ হয়েছেন কিনা, তাই কে কি বললো, সেগুলি মনে রাখতে পারেন না। আমি বলেছি, আই ড্র দি এটেশান অব দি……

শ্রীইউ, কে, রায় :— আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি, একথা ঠিক। কিন্তু আমার এখনও কনসাস আছে, কনসাস আমি এখনও হারিয়ে ফেলিনি। আমি তো আর অনুগত অনুচরের মত কাজ করছি না। তবে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বললেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, তা ঠিক। কেন না কিছু বলতে গেলেই কাঁশি এসে যায়। যাহউক আমি যে চার্জ্জগুলি হাউসের সামনে রেখেছি, সেগুলির যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, তাতে আই রিমেইন আন-কনভিনসড। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমিও তো একটা মোশান মুভ করেছিলাম, আমাকে অন্ততঃ দুটি মিনিট বলতে দেওয়া হউক। আমার সেটার থেকে সেপারেট, কাজেই আমাকে রাইট অব রিপ্লাই দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মুভ করেছেন শ্রী ইউ, কে, রায়

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার আমাকে অন্ততঃ ২ মিনিট বলতে দিন।

Mr. Dy. Speaker :—No, time in our disposal is very short. Discussion on motion is over. Now, I am putting the motion to vote. The question before the House is the motion moved by Shri Upendra Kr. Roy that we do hereby give notice under Rule 297 for the Removal of the Speaker, Shri M. L. Bhowmick to be taken up in the Assembly on 13.4.71.

That the House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House feels that he has ceased to maintain an impartial attitude, the fundamental quality of a Speaker to command the confidence of all sections of the House ;

That in his partisan attitude, he disregards the rights of members of the House and makes pronouncements and give rulings calculated to effect and undermine such rights ;

That while on 15.9.70 he admitted a motion on the Mizo Attack on Dumbur Project tabled by the Chief Minister, he refused an amendment to the motion tabled by a Private Member, Shri Promode Rn. Dasgupta on the ground that "as per rule 5(1) of the Administrator's Rules it effects the discharge of the function of the Administrator and cannot therefor, be discussed in the Assembly" ;

That he takes action simply at the dictates of the Chief Minister which is in consistent with the Rules of Procedure when on 16.9.70 attention of the Speaker was drawn to the differential treatment of allowing the motion of the Chief Minister while disallowing an amendment by Shri Promode Rn. Dasgupta on the same motion Shri Dasgupta asked for clarification on differential treatment. At this the Chief Minister asked the Speaker to name the member and the Speaker at once asked Shri Dasgupta to leave the House ;

That his conception of the meaning of the rules and procedure is hazy and sometimes wrong which leads him to take action in violation of the Rules of Procedure and Conduct of Bussiness. On 15.9.70 he included in the List of Business two motions (1) one dealing with the Mizo attack on Dumbur Hydle Project and the other with the Police firing at Melagharh killing a student by passing the business Advisory Committee on plea that it was Govt. motion and so needed no reference to the Business Advisory Committee.

The appropriation of Excess demand was also not placed before the Business Advisory Committee.

That he has not given consent to a single adjournment motion given notice by the members of the House during his regime however urgent and important it may be—the last being one tabled by Shri Promode Rn. Dasgupta on soaring price of the Essentail Commodities ;

On an occasion he permitted Shri Aghore Deb Barma to read out the adjournment resolution but later on at the dictate of the Chief Minister he revoked his own ruling.

That both in admitting and refusing the question and resolution he has acted in violation of the rules of procedure and conduct of business of the House.

In a meeting of the Assembly in connection with the answering of a question the Speaker did not allow further supplementary question and told that an half-an-hour discussion would be allowed after the recess. But he revised his decision at the instance of the Chief Minister.

That he is practically under the thumb of the Chief Minister and loses his nerve at every intervention from him and the ruling of the Speaker comes out to be an echo of the suggestion or hint given by the Chief Minister.

I whould, refer to Tripura Legislative Assembly of 15.9.70 the related portion quoted below (pp70 = 71) Mr. Speaker—Hon'ble member............... His speech should be expunged from the proceedings.

He cannot even stick to a decision pronounced in the floor of the House on 16.9.70. He announced in the House that in compliance with the petition from the Leader of the Congress Leaislature Party (Socialist) that the members of the Legislature Party belong to the group would be allotted seats in a new block next day i. e. 17.9.70. The next day he withdrew his annoucement and read out a statement to the effect that the matter had been referred to the Lok Sabha Secretariat for clarification.

This further betrays that he is lacking in clarity of conception and power of discreation. When he was faced with a bit critical situation viz. a group of Congress M. L. As owing the allegiance to Congress (J) but disowing the allegiance the Leader of the Tripura Congress Legislature Party was demanding a separate block of seats he was completely non-plused and failed to give a ruling which he being a speaker in the Chair ought to have done instead of keeping the matter in hanging.

That he openly espouses the version of the Govt. side on all controvercial matters, as against other members of the Assembly.

That all these constitute a serious danger to the proper functioning of the house and ventiliating the felt grievances of the people and therefore, resolves that he be removed from his office."

As many as are of that opinion will please say—AYES.

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say—NOES.

(Voices—NOES)

I think NOES have it, NOES ....

Shri Taritmohan Das Gupta :—We want division Sir. Division is our fundamental right.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— I also demand division Sir.

(The vote was taken by raising hands and the motion was lost by 10-20 votes).

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Presiding Officer I have also exercised my vote. I have raised my right hand.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the amendment moved by Shri Ghanashyam Dewan.

The Question before the House is that—"this House expresses its full confidence in the Speaker Shri M. L. Bhowmik".

The amendment was put to voice vote and passed unanimously.

Mr. Speaker :— I have it in command from the Lt. Governor (Administrator) that the Assembly do now stand prorogued".

Papers laid on the Table.

UN-STARRED QUESTION NO. 26.

By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। গত এক বছরে সীমান্তে কোথায় কোথায় পাক হামলা হয়েছে তাহার বিবরণ ;

২। এই সকল হামলায় ক্ষতির বিবরণ ;

৩। হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের কোন ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইয়াছে কি ?

উত্তর

১। গত ১ বৎসরে (১—১—৭০ইং হইতে ৩১—১২—৭০ইং পর্যন্ত) পাকিস্তানীরা ত্রিপুরার সীমান্তে ৯৫টা স্থানে হামলা করে। ঘটনাগুলি কোথায় ঘটিয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্টে দেওয়া হইল।

২। পাকিস্তানীদের হামলার ফলে আনুমানিক ৫,৯২,৯৮৩ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

৩। ২—৭—৭০ইং তারিখে গোমতী হাইডেল প্রজেক্টের উপর ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এর সহায়তায় মিজো আক্রমণের ফলে ৭১ জন ক্ষতিগ্রস্থকে ৩,৮৫০ টাকা ক্ষয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং একজনকে ২,০০০টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে, পূর্ত বিভাগের চারিজন খালাসি নিহত হয়। তাহাদের পরিবারের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং তিনটি পরিবারের তিনজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে।

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF PLACES WHERE PAKISTANIS COMMITTED RAIDS DURING 1970.

Sl. No.	Name of Place & P. S.	Date & time of incident.	Nature of incident.	Brief details	Loss of life etc to India nationals			Loss of property of Indian nationals		Assessment of damage		Remark
					Kidnapped	Injured	Killed	Cattle	Other Property	Life	Property	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Jogeswarnagar P. S. Sidhai.	4.1.70 Night.	Lifting of cattle.	Some Pakistani nationals criminally trespassed into Indian village Jogeswarnagar, P. S. Sidhai on 4.1.70 at night and stole away 3 heads of cattle from the cow-shed of Promode Das.	—	—	—	3	—	—	200/-	
2.	Pathariadwar P. S. Bishalgarh.	6.1.70 0200 hrs.	Lifting of cattle.	On 6.1.70 at about 0200 hours some Pakistani nationals trespassed into Indian village Pathariadwar under Bishalgarh Police Station and lifted one head of cattle belonging to Indian national Dinabandhu Sharma.	—	—	—	1	—	—	100/-	
3.	Khamarbari P. S. Bishalgarh.	7.1.70 0400 hours.	Lifting of cattle.	On 7.1.70 at about 0400 hours a gang of Pakistani miscreants trespassed into Indian village Khamarbari under Bishalgarh P. S. and lifted two head of cattle belonging to Indian national Banamali Sarkar.	—	—	—	2	—	—	175/-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Nagar, P. S. Kalam-choura.	10.1.70 at night	Lifting of cattle.	On 10.1.70 at night some Pak nationals trespassed into Indian viilage Nagar under Kalamchoura Police Station and took awa y two head of cattle belonging to Indian natinoal Altab Ali.	—	—	—	2	—	—	200/-	
5.	Belonia charland. P. S. Belonia.	11.1.70 1130 hrs.	Setting fire to dry grass	On 11.1.70 at about 1130 hrs, some Pak. miscreants trespassed into the charland of the Muhuri river in Belonia and set fire to dry grass for the purpose of cleaping the charland.	—	—	—	—	Dry grass	—	—	—
6.	Gourangala P. S. Kalam-choura.	16.1.70 0900 hrs.	Kidnapping of Indian national.	On 16.1.70 at about 0900 hours. EPR patrol party of Bagra camp intruded into Indian territory at village Gourangala under Kalamcheura P. S. and kidnapped four Indian nationals namely Alimuddin, Rahimuddin, Abdul Barek and Abdul Rejak while they were working outside , their house.	4	—	—	—	—	—	—	The kidnapped Indian nationals returned to India.
7.	Nirbhoypur P. S. Jatrapur	18.1.70 0300 hrs.	Lifting of cattle.	On 18.1.70 at about 0300 hours some Pak. miscreants armed with deadly weapons intruded into Indian territory at village Nirbhoypur under Jatrapur P. S. and lifted away 2 head of cattle. On being challenged by our patrol party the	—	—	—	1	Rs. 100/-	—	—	One cattle recovered.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				miscreants attacked them desperately. In exercise of the right of private defence, the Indian patrol party opened fire resulting in the death of one Pak cattle lifter. The remaining Pak, miscreants fled away to Pakistan living behind one cattle.								
8.	Samarendranagar, P. S. P. R. Bari.	18.1.70 0730 hrs.	Holding out threats to Indian national.	On 18.1.70 at about 0730 hrs. an EPR patrol party of Suarbazar BOP armed with automatic weapons criminally trespassed into Indian territory at village Samarendranagar under Puran Rajbari P. S. and threatened the Indian villagers with dire consequences if they failed to supply fire wood and bamboos to the Pak BOP. The Havildar assaulted Indian villager Tunu Mia as the villagers refused to comply with the illegal demand of the EPR Personnel.	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Jaipur P, S. Kotwali.	18.1.70 0300 hrs.	Lifting of cattle.	On 18.1.70 at about 0300 hours. some Pak miscreants trespassed into Indian village Jaipur, P. S. Kotwali and took away 2 head of cattle belonging to Indian national Sayed Ali.	—	—	—	2	Rs. 200/-	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	3	13	11	12	13
10.	Bhabanipur P. S. Jatrapur.	14.1.70 0400 hrs.	Lifting of cattle.	On 14.1.70 at about 0400 hours some Pak nationals trespassed into Indian territory at village Bhabanipur under Jatrapur P. S. and lifted away one head of cattle belonging to Indian national Har Kumar Majumder.	—	—	—	1	Rs. 100/-	—	—	—
11.	Bijoynagar P. S. Sidhai.	20.1.70 1130 hrs-	Commit crimes.	On 20.1.70 at about 1130 hours a gang of Pak misceants numbering about 30/40 armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at village Bijoynagar under Sidhai P. S. with intention to commit crime. On being challenged by our patrol party, the miscreants fled away to Pakistan.	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	Bhairabnagar, P. S. P. R. Bari.	26.1.70 midnight.	Litting of catlle.	On 26.1.70 at midnight Pak nationals trespassed into Indian territory at village Bhairabnagar under Puran Rajbari P. S. and lifted away 10 buffaloes belonging to Indian nationals Budhi Mani Tripura and Satyasen Tripura. On being resisted by the owners of the buffaloes, the miscreants assaulted them.	—	—	—	10	Rs. 2,500/-	—	—	—

1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Mahismara P. S. Khowai.	28.1.70 1100 hrs.	Assault and causing injury to Indian national.	On 28.1.70 at about 1100 hours Pakistani nationals Badsa Mia and Altab Ali of village Gajipur under Chunarughat P. S. in Sylhet District trespassed into Indian territory at village Mahissmara under Khowai P. S. and caused grievous hurt on the Person of Indian national Ramesh Kapali.	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Anandapur P. S. Kalamchoura.	31.1.70 0100 hrs.	Lifting of cattle.	On 31.1.70 at about 0100 hrs. some Pak nationals trespassed into Indian territory at village Anandapur under Kalamchoura P. S. and lifted 3 head of cattle belonging to Indian national Gafur Munshi,	—	—	—	3	Rs 300/-	—	—	—
15.	Taranagar P. S. Sidhai.	3.2.70 1400 hrs.	Kidnapping of Indian national.	On 3.2.70 at about 1400 hrs. Pak nationals Sidu Mia and Somsu Mia accompanied by some others of village Mohanpur under Madhabpur P. S. intruded into Indian village Taranagar under Sidhai P. S. and kidnapped Indian national Priyalal Modak.	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	Kathaltali, P. S. Kalamchoura.	3.2.70 0700 hrs.	Lifting of cattle.	On 3.2.70 at about 0700 hours, some Pak miscreants trespassed into Indian territory at village Kathaltali under Kalam-	—	—	—	2	Rs, 200/-	—	—	The cattle have been recovered through a flag meeting.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	12	13
				choura P. S. and lifted 2 head of cattle worth Rs. 200/- approx. belonging to Indian national Sudhan Sarkar, while he was plughing his land within Indian territory.								
17.	Sonapur. P. S. Sonamura.	21.1.70 1500 hrs.	Kidnapping of Indian national.	On 21.1.70 at about 1500 hrs. Pak nationals Abid Ali and Suraj Mia intruded into Indian village Sonapur under Sonamura P. S. and forcibly kidnapped Indian national Ali Ahmed. The miscreants also injured another Indian national Charu Mia with dao. The kidnapped Indian national returned to India on the same day.	—	—	—	—	—	—	—	The kidnapped Indian natio-nal returned to India on the same day.
18.	Nirbhoypur P. S. Jetra-pur.	8. 1. 70 1500 hrs,	Cutting down of trees	On 8. 1. 70 at about 1500 hours, Pak national Ali Mia of Pak village Joynagar, P. S. Kotwali in Comilla District along with 7 others intruded inte Indian territory at Nirbhoypur under Jatrapur Police Statioo and engaged themselves in illicit cutting down of sal trees, Our patrol party managed to apprehend Pak national Ali Mia while others fled away to Pakistan.	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	Safrikandi & Kalarkandi in Kailasahar Sub-division.	22nd/23rd June, 1970	Cutting down af Irrigation bund.	On the night of 22nd/23rd June, 1970, Pak nationals Kunju Nath and Durju Nath of village Lalarchak under Kulaura P. S. having trespassed into Indian territory cut down our Kharabil irrigation bund situated in the vicinity of village Safrikandi and Kalarkandi in Kailasahar Sub-division, making a breach on it measuring approximately 8′ in length 2′ in breadth and 4 2/1 inch in depth. As a result of cutting of the bund, water started flowing into the aforesaid two Indian villages causing inundation and damage of crops.	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Purnamati, P. S. Kalamchoura.	4. 2. 70 0200 hrs.	Lifting of cattle.	On 4. 2. 70 at abont 0200 hrs. some Pak miscreants intruded into Indian vill. Purnamati, P. S. Kalamchoura and took away 4 head of cattle worth Rs. 400/- approx. belogaing to Indian national Suruj Ali.	—	—	—	4	Rs. 400/-	—	—	—
21.	Guchamura P. S. Sidhai.	5. 2. 70 0330 hrs.	Lifting of cattle.	On 5. 2. 70 at about 0330 hrs. some Pak miscreants trespassed into Indian territory at village Guchamura under Sidhai P. S. and took away four head of cattle worth Rs. 400/- approx. belonging to Indian national Tilak Dutta.	—	—	—	4	Rs. 400/.	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	North Taranagar P. S. Sidhai.	11. 2. 70 0300 hours.	Lifting of cattle.	On 11. 2. 70 at about 0300 hours some Pak miscreants trespassed into Indian territory at village North Taranagar under Sidhai P. S. and took away six head of cattle from the house of Indian national Manindra Ch. Debnath.	—	—	—	6	Rs. 600/-	—	—	—
23.	Kalamchoura Colony under Kalamchoura P. S.	12. 2. 70 0130 hrs.	Lifting of cattle.	On 12. 2. 70 at about 0130 hrs. some Pak. miscreants trespassed into Indian territory at vill. Kalamchoura Colony under Kalamchoura P. S. and took away three head of cattle worth Rs. 300/- approx. belonging to Indian national Har Dhan Roy.	—	—	—	3	Rs. 300/-	—	—	—
24.	Joynagar P. S. Kotwali.	13. 2. 70 0300 hrs.	Lifting of cattle.	On 13. 2, 70 at about 0300 hours some Pak miscreants trespassed into Indian territory at vill. Joynagar under Kotwali P. S. and took away one head of cattle belonging to Indian national Ashutosh Deb.	—	—	—	1	Rs. 100/-	—	—	—
25.	Bijoynagar. P. S. Sidhai.	14. 2. 70 1200 hrs.	Attempt to Commit crime. & attack on Indian patrol party.	On 14. 2. 70 at about 1200 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 30/35 armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at village Bijoynagar under Sidhai Police	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Station with intention to commit crime. On being challenged by our patrol party, the miscreants attacked them desperately. Our patrol party fired in self-defence resulting in the death of one Pakistani miscreant.								
26.	Narayanpur P. S. Kotwali.	26. 2. 70 1200 hrs.	Kidnapping of Indian nationals.	On 26. 2. 70 at about 1200 hrs. 5/6 Pakistani nationals backed by E. P. R. patrol party intruded into Indian territory at village Narayanpur under Kotwali Police Station and kidnapped three Army personnel.	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	Nalua. P. S. Belonia.	2. 3. 70 2000 hrs.	Kidnapping and murder of Indian national.	On 2. 3. 70 at about 2000 hours, some Pakistani miscaeants trespassed into Indian territoiy at village Nalua under Belonia P. S. and kidnapped Indian national Krishna Kumar Nama of the said village. The Pak miscreants subsequently murdered him on the same night and threw his headless body in Naluacherra.	—	—	—		—	—	—	—
28.	Magruli, P. S. Kailashahar.	11th/12th March, 1970	Commision of dacoity.	On the night of 11th/12th March, 1970 some Pak miscreants intruded into Indian territory at village Magruli under Kailashahar P. S. and looted away paddy, rice and cash of Rs. 150/- from the house of Indian national Anil Chandra Das after assaulting the inmates of the house.							Rs. 500/- approx.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29,	Srirampur Kailashahar P. S.	14.3.70 2100 hrs.	Attempt to lift cattle.	On 14.3.70 some Pak miscreants intruded into Indian territory at vill. Srirampur under Kailashahar Police Station and took away one head of cattle from the house of Indian national Har Kumar Das of the said Vill. But the miscreants could not take away the cattle as the villagers getting of the commission of crime chased the miscreants.	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	Sonamura Sub-divn.	19.3.70 1800 hrs.	Cutting down forest produce.	On 19. 3. 70 at about 1800 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 4/5 backed by EPR personnel trespassed into Indian territory at GR 449834 Map Sheet 79 M./7 under jatrapur P. S in Sonamura Sub-division & started unauthorised carrying of forest produce. On being challenged by Indian petrol party the miscreants fled away to Pakistan leaving behind the forest produce, At that time, the EPR personnel suddenly fired one round from a nalla at GR 4498 towards Indian petrol party without any provocation.	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	Sonachari P.S. Kamalpur.	20.3.70 0330 hrs.	Lifting of cattle.	On. 20.3 70 at about 0330 hrs. Pak nationals Firoz Mia & Bidhu Mia along with two others trespassed int ɔ Indian territory at village Sonachari under Kamalpur P. S & took away six head of cattle & an amount of Rs. 107/- in cash belonging to Indian national Suzan Kumar Khanda after assaulting the inmates of the house.	—	—	6	Rs. 707/-	—	—	—	—
32.	Srinagar P. S. Sabroom.	3.4,70 0400 hrs.	Lifting of cattle.	On 3.4.70 at about 0400 hrs, some Pak miscreants trespassed into Indian territory at village Srinagar under Sabroom P. S. and took away two head of cattle belonging to Indian national Dhananjoy Kamar Biswas of the said village.	—	—	2	Rs. 200/-	—	—	—	-
33.	Bijoynagar, P. S. Sabroom.	4.4.70 0200 hrs.	Lifting of cattle.	On 4.4.70 at abaut 0200 hrs. some Pak miscreants intruded into Indian territory at village Bijoynagar under Sabroom P. S. and took away one head of cattle belonging to Indian national Jogendra Kr. Chakraborty.	—	—	—	—	—	— 1 (one)	Rs. 100/-	—
34.	South Krishnanagar, P.S. Belonia.	6.4.70 0300 hrs.	Lifting of cattle,	On 6.4.70 at ab..ut 0300 hrs, some Pak miscreants intruded into Indian territ ry at village South Krishnanagar under Belonia P. S. and lifted two head of ca tle from the house of Indian National Sadhan Chandra Das.	—	—	—	—	—	— 2	Rs. 200/-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35.	Shibpur, P. S. Bel.nia.	8.4.70 0300 hrs.	Lifting of cattle,	On 8 4.70 at about 0300 hrs. some Pak miscreants trespassed into Indian territory at village Shibpur under Bel.nia Police Station and lifted five head of cattle belonging to Indian national Rajmohan Deb Nath.	—	—	—	—	—	—	5	Rs. 500/- —
36.	Haripur. P. S. Belonia.	12.4.70 0100 hrs.	Lifting of cattle.	On 12.4.70 at about 0100 hours, some Pak miscreants trespassed into Indian territory at village Haripur under Belonia Police Station and lifted one head of cattle belong ng to Indian national Monoranjan Banik,	—	—	—	—	—	—	1 (one)	Rs. 100/- —
37.	Brajendranagar P.S. Sabroom.	12.4.70 0200 hrs,	Lifting of cattle.	On 12.4.70 at abnut 0200 hrs, some Pak miscreants intruded into Indian territory at village Brajendranagar under Subroom Police Station and lifted one head of cattle belonging to Indian national Raj Kumar Nath.	—	—	—	—	—	—	1 (one)	Rs. 100/-
38,	Tarapur, P. S, Sidhai,	15.4,70 0400 hrs.	Attempt to commit dacoity.	On 15.4.70 at about 0400 hrs, a gang of Pak miscreants (dacoits) armed with deadly weapons intruded into Indian territory at village Tarapur under Sidhai Police Station in Sadar Sub-Division with intention to commit dacoity. On	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				being challenged by our patrol party, Pakistani dacoits attacked them violently. Our petrol party fired two rounds in self-defence resulting in injury to one Pak miscreant (dacoit) namely Latya of village Kalikapur under Madhabpur P.S. who is reported to have succumbed to his injuries in Pakistan.								
39.	Himmatpur P.S. Jatrapur.	13.4.70 1130 hrs,	Attempt to kidnapping of Indian national,	On 13.4.70 at about 1130 hours Pak nationals Makbul Mia and Sheru Mia of village Jammura under Chouddagram Police Station trespassed into Indian territory at village Himmatpur under Jatrapur P. S. and attempted to kidnap Indian National Rebati Kumar Naha while he was proceeding towards Himmatpur village.	—	—	—	—	—	—	—	—
40.	Batadola Reserve Forest, P.S. Sonamura.	14.4.70 1330 hrs.	Cutting down sal trees and attack on Indian petrol party.	On 14.4.70 at about 1330 hours, a gang of Pak. miscreants numbering about 12/13 intruded into Indian territory at Batadola Reserve forest under Sonamura Police Station and started cutting down sal trees On being challenged by our patrol party, the miscreants attacked them desperately. Our patrol party fired one round in self-defence resulting in the death	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	Bhairab-naga , P.S. Puran Rajbari.	18.4.70 1230 hrs.	Assault on Indian nationals.	On 18 4.70 at about 1230 hrs, Pakistani nationals Kala Mia, Sayed Ali, Attar Ali, Ali Mia of South Betiara, Salam Mia of North Betiara accompanied by 20/25 others armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at village Bhairabnagar under Puran Rajbari Police Station in Belonia Sub-Division and attempted to assault Indian villagers Chandra Bazi Tripura, Smti. Halpain Mog and Budhimani Tripura. On being challenged by Indian patrol party, the miscreants attacked them desperately. In self-defence, Indian patrol party had to use force resulting in the death one of the Pak miscreants.	—	—	—	—	—	—	—	—
42.	Bhati Kalam-choura Reserve Forest in Sonamura Sub-Division.	26.4.70 0830 hrs.	Cutting down sal trees.	On 26.4.70 at about 0830 hrs, a gang of Pak miscrents numbering about 5/6 intruded into Indian territory at Bhati Kalamchoura Reserve Forest in Sonamura Sub-Division and started illicit cutting down of sal trees. Our patrol party managed to apprehend one of the Pak misereants while others fled away to Pakistan.	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43.	Banbazar, P.S. Kho-wai.	25. 4. 70 0900 hrs,	Kidnapping of Indian National.	On 25. 4. 70 at about 0900 hrs. five E. P. R. personnel of Sindurkhal B O.P equipped with arms intruded into Indian territory at village Banbazar under Khowai P. S. and kidnapped Indian national Jatindra Chandra Nama Sudra while he was cultivating land inside Indian territory.	—	—	—	—	—	—	—	—
44.	Jaipur, P.S. Belonia	1. 5. 70 1030 hrs.	Lifting of cattle.	On 1. 5. 70 at about 1030 hours, some Pak nationals of village Uttar Joshpur backed by E. P R. personnel intruded into Indian territory at village Jaipur under Belonia Police Station and lifted away five head of cattle belonging to Indian national Manindra Kumar Baidya while the cattle were grazing inside Indian territorry.	—	—	—	—	—	—5	Rs. 500/-	
45.	Bagadi, P.S Kotwali.	10. 5. 70 0915 hrs.	Kidnapping of Indian national.	On 10. 5. 70 at about 0915 hrs, a gang of smugglers while proceeding towards Pakistan with smuggled goods was chased by Indian patrol party at Bagadi border under Kotwali Police Station of Sadar Sub-Division. The smugglers fled away to Pakistan leaving behind smuggled goods fifty yards inside Indian terri ory	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				While our patrol Commander L/Naik Ram Chandra was collecting smuggled goods a gang of Pakistani miscreants numbering about fifty backed by E. P. R. personnel suddenly intruded into Indian territory and kidnapped him to Pakistan with his arms and ammunition.								
46.	Maheshpur, P.S. Jatrapur.	3. 5. 70 0300 hrs.	Lifting of cattle.	On 3. 5. 70 at about 0300 hrs, Pakistani nationals Khaleque Mia, Ranjan Ali, Fazul Haque and Matin Mia being accompanied by some others of village Kathalia under Chouddagram Police Station of Comilla District trespassed into Indian territory at village Maheshpur under Jatrapur Police Station and took away five head of cattle belonging to Indian nationals Chitta Ranjan Ghosh and Krishna Ghosh.	—	—	—	—	—	—	Rs. 700/-	—
47.	Baligaon border, P.S. Kamalpur.	28. 5. 70 1030 hrs.	Illicit cutting down Forest produce.	On 28. 5.70 at about 1030 hours, three Pak nationals namely Nanu Mia, Mohammed Hussain and Arif Ulla of village Janshi under Srimangal Police station in Sylhet District intruded into Indian territory at GR 951874 MS 78 P/16 and Started illicit cutting down forest produce. Our patrol party managed to apprehend the above mentioned Pak nationals.	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48.	Birmohan-bari, P.S. Ganda-cherra.	3. 5. 70 1145 hrs.	Commission of dacoity.	On 3. 5. 70 at abou: 1145 hrs, a gang of Pay miscreants numbering about forty armed with deadly weapons intruded into Indian territorry at village Birmohanbari under Gondacherra Police Station and looted away five monds of Rice, clothes and Rs. 76/- in cash.	—	—	—	—	—	—	Rs. 356/-	—
49.	Murticherra, P. S. Kailash-ahar.	1. 6. 70.	Lifting of cattle.	On 1.6. 70 some Pak nationals armed with deadly weap ns intruded into Indian territo'y at village Murticherra under Kailashahar Police Station and took away two head of cattle from the house of Indian national Kartik Shantal.	—	—	—	—	—	—	2	Rs. 200/-
50.	Fulkumari Sal Forest, P. S. Sonamura.	4. 6. 70 1400hrs.	Cutting down sal trees.	On 4. 6. 70 at about 1400 hours a gang of Pak miscreants numbering about 50/60 intruded into Indian territory at Fulkumari sal forest under Sonamara P. S. and engaged themselves in illicit cutting dowan sal trees. On being challenged by ou patrol party, the miscreants attacked them desperately. Our patrol party fired one round in self-defence resulting in the death of one Pak miscreant.	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.	Debipur, P. S. Kailash-ahar.	3rd/4th Jnne, 1970.	Lifting of Cattle.	On 3rd/4th June, some Pak mis5reants trespassed into Indian territory at village Debipur under Kailasahar Police Station and took away two head of cattle from the house of Indian national Madarmo of said village.	—	—	—	—	—	—	2	Rs. 225/-
52.	Ganganagar, P.S. Kamalpur.	4th/5th June, 1970. at night.	Lifting of cattle.	On the night of 4th/5th June, 1970 before 0330hrs. some E. P. R. personnel trespassed into Indian territory at village Ganganagar under Kamalpur P. S. and took away 4 head of cattle from the cowshed of Indian national Sri Manindra Ch. Dhar of the said village.	—	—	—	—	—	—	4	Rs. 600/-
53.	Ganganagar, P.S. Kamalpur.	15. 6. 70 0200 hrs.	Lifting of cattle.	On 15. 6. 70 at about 0200 hrs. some Pak nationals trespassed into Indian village Ganganagar, P. S. Kamalpur and stole away two head of cattle belonging to Indian national Rosanulla.	—	—	—	—	—		2	Rs. 300/–
54.	South Krishnapur, P. S. Puran Rajbari,	18. 6. 70 1730 hrs.	Kidnapping of Indian nationals.	On 18. 6. 70 at about 1730 hrs, a gang of Pak miscreants numbering abaut 20/25 of village Attagram under Chouddagram P. S. armed with daos, lathis, etc., intruded into Indian territory at village South Krishnapur under Puran Rajbari Police Station and kidnapped two Indian nationals namely	—	—	—	—	—	—		The kidnapped Indian nationals returned to India.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dharani Chandra Das and Nitai Chandra Paul of Radhanagar Colony under the same Police Station.								
55.	Kaiyatilla Forest, P. S. Jatrapur.	23. 6. 70 0700 hrs.	Cutting down sal trees & attack on Indian patrol party.	On 23. 6. 70 at about 0700hrs, a gang of Pak miscreants numbering about 14/15 trespassed into Indian territory at Kaiyatilla forest under Jatrapur Police Station and started cutting down sal trees. On being challenged by our patrol party, the miscreants attacked them desperately. Our patrol party fired one round in self-defence resulting in the death of one Pakistani miscreant.	—	—	—	—	—	—		—
56.	Jagannathdighi Reserve Forest in Belonia Sub-Divn.	9. 6. 70 1600 hrs.	Arrest of Pakistani nationals.	On 9. 6. 70 at about 1600hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 40/50 intruded into Indian territory at Jagannathdighi reserve forest under Puran Rajbari P. S. and started catting down trees. On being challenged by forest patrol party, the miscreants attacked them desperately. In self-defence, patrol party opened fire resulting in the injury to one of the Pak miscreants. Indian patrol party also managed to apprehen three Pak nationals namely Junu Mia, Abdnl Hussain and Ali Mia.	—	—	—	—	—	—		—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	Mohanpur, P.S. Kamalpur.	24. 6. 70 1930hrs.	Lifting of cattle-	On 24. 6. 70 at about 1930hrs. some Pak miscreants trespassed into Indian territory at village Mohanpur under Kamalpur P. S. raided the house of Indian national Joy Chandra Namasudra & forcibly lifted three head of cattle valued Rs. 500/- approx. and Rs. 700/- in cash after threatening his wife.	—	—	—	3	Rs. 1200/-	—	—	—
58.	Jorkhamba, P.S. Sabroom.	9. 7. 70 0200hrs.	Lifting of cattle.	On 9. 7. 70 at about 0200hrs. some Pak nationals trespassed into Indian vill. Jorkhamba under Sabroom P. S. after crossing the Feni river and lifted 2 head of cattle belonging to Indian national Athoi Mog. At about 0700 hrs., one head of cattle was returned by Pak villagers of Lochanpara.	—	—	—	2	Rs. 200/-	—	—	1 head of cattle returned by the Pak villagers
59.	Debipur, P.S. Kailashahar.	22. 7. 70 2100hrs.	Commission of dacoity.	On 22. 7. 70 at about 2100hrs. some Pak miscreants intruded into Indian territory at village Debipur under Kailashahar P.S. and robbed away Rs. 100/- in cash and rice & paddy from the house of Indian national Kurban Ali of the said village.	—	—	—	—	Rs. 200/-approx,		—	—
60.	Madhabnagar Sabroom Sub-Division.	22. 7. 70 1045hrs.	Assault on Indian National	On 22. 7. 70 at about 1045 hours while Indian national Jaharlal Sutaradhar was harvesting paddy from his land at Madhabnagar in Sabroom Sub-Division	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10
				three Pak miscreants armed with deadly weapons suddenly trespassed into Indian territory, assaulted him causing serious injury on his person & attempted to take away the harvested Paddy. Being attracted by the shouts for help raised by the injurned Indian national, other Indian nationals who were working in the adjacent fields rushed to the spot for help when the Pak miscreante retreated to 'Pakistan.								
61.	Balabar P. S. Kotwali	27. 7. 70 night.	Taking away Jute plants.	On 27. 7. 70 Pak nationals Ali Mia & Idu Mia of viilage Kharkot under Kasba P. S. accompanied by some others intruded into Indian territory at village Balabar under Kotwali P. S. & took away jute plants from the field of Indian national Bharat Chandra Sarkar.	—	—	—	—	—	—	—	—
62.	Gopalnagar (Harnakhola) P. S. Sidhai.	2. 8. 70 0300 hrs.	Lifting of cattle.	On 2. 8. 70 at about 0300 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 12 armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at vill. Gopalnagar (Harnakhola) under Sidhai P. S. in Sadar Sub-Divn. & lifted six head of cattle. On being chellenged	—	—	6	Rs. 600/-	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				the miscreants attacked the Indian BSF Patrol party violently. In self defence, the Patrol party opened fire resulting in the death of two unknown miscreants and the rest fled away to Pakistan.								
63.	West Bel- chara P. S. Khowai.	29. 7. 70 0100 hrs.	Lifting of cattle.	On. 29. 7. 70 at about 0100 hrs. Pak nationals Ranjia Mia & Gafar Mia of vill. Karaya Tilla under Chunarughat P. S. trespassed into Indian territory at vill. West Belchera under Khowai P. S. & lifted one head of cattle worth Rs. 150/- approx. from the cow shed of Indian national Debendra Deb Varma of the said village.	—	—	1	Rs. 150/-	—	—	—	—
64.	Jatrapur P. S. Jatrapur.	9. 8. 70 1230 hrs.	Lifting of cattle.	On 9. 8. 70 at about 1230 hrs. Pak nationals Mukbur Mia, Kala Mia & Kamal Mia of vill. Kathalia, Ashat Ali of village Andikhola under Chouddagram P. S. along with 10/15 others trespassed into Indian territory at vill. Jatrapur under Jatrapur P. S. & took away one head of cattle belonging to Indian national Kshetra Mohan Dey of the said village.	—	—	1	Rs. 100/-	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65.	Sidhai P. S. of Sadar Sub-division	8. 8. 70 2055 hrs.	Attempt to lift cattle.	On 8. 8. 70 at about 2055 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 6/7 trespassed into Indian territory at SQ 5661 Map sheet 78 P/8 under Sidhai P. S. with intention to lift cattle. The Pak miscreants fled away to Pakistan when one round was fired by Indian patrol party.	—	—	—	—	—	—	—	—
66.	Baruakandi Dharmanagar P. S.	29/30.8.70 0230 hrs.	Lifting of cattle.	On 29th/30th. 8.70 at about 0230 hours some Pak miscreants trespassed into Indian territory at vill. Baruakandi under Dharmanagar P. S. & took away two head of cattle from the house of Indian national Basanta Kr. Paul of the said viilage. The Miscreants caused grievous hurt on the person of Gouranga Paul, S/o. Basanta Kr. Paul while he resisted them.	—	—	—	2	Rs. 200/-	—	—	—
67.	Rangamura Forest P. S. Belonia.	31. 8. 70 1800 hrs.	Cutting down forest produce.	On 31. 8. 70 at about 1800 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 30/35 trespassed into Indian territory at Rangamura forest plantation area under Puran Rajbari P. S. in Belonia Sub-Divn. & engaged themselv•s in illicit cutting down and stealing of forest produce. On being challenged by Indian forest Petrol party	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13
				the miscreants attacked them violently with daos, axes, etc. In self defence, the patrol opened fire resulting in the death of two unknown Pakistani miscreants. The remaining miscreants fled away to Pakistan.								
68.	Maheshpur P. S. Jatrapur.	8. 9. 70. 0200 hrs.	Commission of burglary.	On 8. 9. 70 at about 0200 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 8 armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at Vill. Maheshpur under Jatrapur P. S. & committed burglary in the house of Indian national Maindra Ch. Debnath. On being challenged by the village Resistance Party, the miscreants attacked them violently. In self defence, our village Resistance Party fired one round resulting in the death of one Pak miscreant namely Abdul Gafur of vill. Jagpur under Kotwali P. S. in Comilla Dist. while the remaining Pak miscreants fled away to Pakistan.	—	—	—	—	—	—	—	—
69.	Taranagar P. S. Sidhai	28. 7. 70 0300 hrs.	Lifting of cattle.	On 28. 7. 70 at about 0300 hrs. Pak national Md. Kasham Ali son of Md. Jagat Ali along with four others of Vill. Mohanpur	—	—	—	2	Rs. 200/-	—	—	—

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				under Dharmagarh P. S. of Sylhet Dist. trespassed into Indian territory at vill. Taranagar under Sidhai P. S. & lifted two head of cattle belonging to Indian national Nabadwip Deb Nath of the said village.								
70.	Pubra Ram-Chandraghat P.S. Kalyanpur.	8. 9. 70 0400hrs.	Lifting of cattle.	On 8. 9. 70 at about 0400 hrs. while a gang of Pak miscreants numbering about four was returning to Pakistan after lifting 5 head of cattle from the house of Indian national Umesh Chandra Debnath of vill. Purba Ramchandraghat under Kalyanpur P. S. they were challenged by some villagers who raised a hue and cry, At this, the miscreants started running away to Pakistan leaving behind the cattle. On hearing the hue end cry; Indian nationals Chandra Kr, Debnath & Dinesh Cb. Debnath of vill Paharmura rushed to the spot when 4/5 miscreants armed with deadly weapons came out from a nearly jungle and attacked them causing serious injugy on the person of Dinesh Ch. Debnath.	—	—	—	5	—	—	—	The Pak miscreants fled away to Pakistan leaving behind the cattle.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				nationals Magni Bashi Devi, wife of late Adhir Ch. Deb of vill. Rachanagar under Bishalgarh P. S. & assaulted her severely. Thereafter, the miscreants entered the house of Monoranjan Chakraborty & looted away cash & other valuable worth Rs. 1,700/- approx. after assaulting the inmates of the house.								
79.	Rajnagar, P. S. Belonia.	1.11.70 0500 hrs.	Lifting of cattle.	On 1.11.70 at about 0500 hrs. four Pak nationals armed with daos, etc. intruded into Indian territory at village Rajnagar under Belonia Police Station and lifted four head of cattle belonging to Indian national Kali Mohan Das.	—	—	—	—	—	—	4	Rs.500/-
80.	Fulkumari sal forest, P. S. Sonamura	17.11.70 1330 hrs.	Cutting down sal trees and attack on Indian patrol party.	On 17.11.70 at about 1330 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 25/30 armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at Fulkumari Sal Forest under Sonamura Police Station and started cutting down of sal trees. On being challenged by Indian forest patrol party, the miscre nts attacked desperately. In self-defence, the patrol party	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76.	Maheshpur P. S. Jatrapur.	12 10.70 1600 hrs.	Lifting of cattle.	On 12.10.70 at about 1600 hrs. 6 Pak misereants of village Chaklakshipur & Kathalia under Chouddagram P. S. criminally trespassed into Indian territory at village Maheshpur Under Jatrapur P. S. and took away 7 head of cattle belonging to Indian national Bagala Paul of the said village. It has been reported that the cattle in question are now under the custody of Meah Bazar BOP in Pakistan.	—	—	—	7	Rs.1,000/- apprx.	—	—	—
77.	Putia P. S. Kalamchoura.	14.10.70 1930 hrs.	Kidnapping Indian national.	On 14.10.70 at about 1930 hrs. Pak nationals Sahib Ali, Ayet Ali, Baru Mia & Alfa Mia, all of village Shyampur under Kasba P. S. of Comilla Dist. armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at vill. Putia under Kalamchoura P. S. & kidnapped Indian national Chalea Khatoon, D/o. Rajab Ali of the said village.	—	—	—	—	—	—	—	—
	Radhangar P. S. Bishalgarh.	29.10.70 0230 hrs.	Commission of dacoity.	On 29.10.70. at about 0230 hrs. a gang of Pak miscreants numbering 10/15 armed with deadly weapons criminally trespassed into the house of Indian	—	—	—	—	Rs. 1,700/-	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73.	Paharamura P. S. Khowai.	1.10.70 0330 hrs.	Commission of burglary & lifting of cattle.	On 1.10.70 at about 0330 hrs. Pak nationals Abdul Rahaman, Khusid Mia, Chattar Ali all of vill. Fekarghat under Chunarughat P. S. in Sylhet Dist. trespassed into Indian territory at vill. Paharmura under Khowai P. S. & committed burglary in the house of Indian national Mangal Ram Parshi & lifted one buffalo and some utencils.	—	—	—	1	Rs.300/-	—	—	—
74.	Chitaldhar P. S. Dharmanagar.	6.10.70 0400 hrs.	Lifting of cattle.	On 6.10.70 at about 0400 hrs. some Pak miscreants intruded into Indian territory at vill. Chitaldahar under Dharmanagar P. S. and lifted two head of cattle from the house of Indian national Abdul Majid of the said village.	—	—	—	2	Rs.260/-	—	—	—
75.	Gachchara P. S. Puran Rajbari.	12.10.70 1115 hrs	Cutting down trees.	On 12.10.70 at about 1115 hrs. a gang of Pakistani miscreants trespassed into Indian territory at Gachachara under Puran Rajbari P, S. in Belonia Sub-Divn. & started cutting down trees. On being challanged by Indian patrol party the miscreants attacked violently. In self-defence, our patrol party fired resulting in the death of one unknown Pak miscreants while the remaining miscreants fled away to Pakistan.	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	0	10	11	12	16
71.	Kamalpur P. S. Puran Rajbari	20. 11. 70 1100 hrs.	Cutting down Forest.	On. 25. 11. 70 at about 1100 hrs. while some Pak miscreants numbering about 20/25 armed with deadly weapons were going to Pakistan after extracting valuable forest produce from Kamalpur Forest area under Puran Rajbari Police Station in Belonia Sub-Divn they were challenged by an Indian Forest patrol party. At this the Pak miscreants became desperate and attacked the Indian patrol party. In self-defence, the Indian pertrol party opened fire resulting in the death of one unknown Pak miscreant while the remaining miscreants fled away to Pakistan.	—	—	—	—	—	—	—	—
72.	Ishanchandra-nagar P. S. Belonia.	22/23.9 70 0900 hrs.	Lifting of cattle.	On the night of 22/23rd September, 1970 two Pak miscreants namely Rajjak Mia & Hafoj Mia of vill. Melaghar under Parshuram P. S. trespassed into Indian territory at vill. Ishanchandranagar under Belonia P. S. and lifted away 5 head of cattle belonging to Indian national Hirendra Kr. Biswas. Subsequently, one of the stolen cattle was returned by a Pak national of village Mahesh Pushkurini under Parshuram Police Station.	—	—	—	5	Rs.500/-	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
				had to fire two rounds resulting in the death of an unknown Pak miscreant.								
81.	North Srirampur, P. S. Puran Rajbari.	10.11.70 0330 hrs.	Harvesting of paddy.	On 10.11.70 at about 0330 hrs. Pakistani nationals Rasul Ahmed. Abdul Rahim, Mugbul Ahmed and Safrat Ali, all of village Badarpur under Parashuram P. S. in Noakhali District intruded into Indian territory at village North Srirampur under Puran Rajbari P. S. in Belonia Sub-Division, harvested paddy from the land belonging to Indian national Dina Bandu Sil and took away the same to Pak.	—	—	—	—	—	—	—	—
82.	Cherma, P. S Khowai.	7.11.70 1400 hrs.	Lifting of cattle.	On 7.11.70 at about 1400 hrs. 2/3 Pakistani miscreants trespassed into Indi n territory at village Cherma under Khowai P. S. and took away three head of cattle belonging to Indian national while the cattle were grazing inside Indian territory. But subsequently one head of catt'e came back and it was returned to the owner.	—	—	—	—	—	3	Rs.300/-	One head of cattle came back.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.	Ishanpur, P.S.Sidhai.		26 11. 70. 033.0 hrs.	Lifting of cattle.	On 26. 11. 70 at about 0330 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 8/9 armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at village Ishanpur under Sidhai Polioe Station and lifted away four head of cattle from the house of Indian national Kumud Bandhu Deb Nath. On their way back to Pakistan, they were challenged by some Indian viliagsrs when-the miscreants attacked them violently causing injury to three Indian nationals and ultimately they managed to escape to Pakistan with the lifted cattle.	—	—	—	4		Rs. 990/-
84.	Kalikapur, P.S. Kotwali		22, 12, 70 0130 hrs.	Lifting of cattle.	On 22. 12. 70 at about 0130 hrs. three Pak nationals armed with deadly weapons trespassed into Indian territory at village Kalikapur under Kotwali P. S. raided the house of Kshetra Mohan Das and forcibly took away one head of cattle with a calf, and wooden furniture. They theratened the house inmates at the point of daggers and daos.	—	—	—	1		Rs. 300/-
85.	Kalikapur, P.S. Kaila-shahar.		25. 12. 70 Night.	Commission of dacoity.	On 25. 12. 70 night some Pak nationals intruded into Indian territory at village Kalikapur under Kaiias-hahar Police Station committed	—	—	—			Rs. 1500/- (in all)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dacoity and looted away one head of cattle, one Radio set and Rs. 150/- in cash from the house of Indian national Mahendra Malakar of the said village.						
86.	Jagatrampur, P.S. Kathalia.		27.12.70 0100 hrs.	Commission of dacoity.	On 27. 12. 70 at about 0100 hrs. a gang of Pak miscreants number-ring about 18/20 of villages Nal-bagh and Kathalia under Sadar Police Station of Comilla District armed with fire arms intruded into Indian territory at village Jagat-rampur under Kathalia P. S. and committed dacoity in the house of Indian national Rabindra Kumar Bhowmik. The Pak dacoits looted away Rs 3,000/- in cash and other properties worth Rs. 3,000/- approx. after causing injury on the person of the owner of the house.	—	—	—	—		Rs. 6,000/-
87.	Bijoynagar, P.S. Sidhai.		17. 7. 70 1630 hrs.	Lifting of cattle.	On 17. 7. 70. at about 1630 hrs, a gang of Pak miscreants numbe-ring about 35/40 backed by E.P.R. personnel intruded into Indian territory at village Bijoynagor undor Sidhai P. S. and lifted 11 head of cattle belonging to Indian nationals Tarani Chandra Sutra-dhar and Amar Chandra Sutradhar Jogendra Chandra Sutradhar after severely assaulting the Indian national Tarani Sutradhar.	—	—	—	11		Rs. 1.300/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88.	Fulkumari Sal Forest, P. S. Sona-mura.	5. 9. 70 0500 hrs.	Cutting down sal trees and attack on Indian petrol party.	On 5. 9. 70 at about 0500 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about 40/50 trespassen into Indian territory at Fulkumari sal forest under Sonamura P. S. and started cutting down sal trees. On being challenged, the miscreants attacked them desperately. In self-defence, our patrol party fired one round resulting in the death of one unknown miscreant.								
89.	Kubjar P. S. Kailashahar.	6.10.70. 0345 hrs.	Lifting of cattle.	On 6.10.70 at about 0345 hrs. a gang of Pak miscreants numbering about five armed with deadly weapons intruded into Indian territory at village Kubjar under Kailashahar P. S. and lifted five head of cattle. While the miscreants were proceeding towards Pakistan with the lifted cattle they were challanged by the Indian villagers. Having been challenged the miscreants attacked them desperataly causing grievous injuries to one of the Indian national namely Matins. During scuffle two Pak miscreants were killeq and another Pak miscreant as apprehended.	—	—	—	—	—	—	5	Rs. 700/-

1	9	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90.	Tarapushkarini, P. S. Sonamura.	11.10.70 0230 hrs.	Commission of dacoity.	On 11.10.70 at about 0230 hrs a gang of Pak miscreants numbering about 30/40 armed with deadly weapons intruded into Indian territory at village Tarapushkarini under Sonamura P. S. and committed dacoity tn the house of Indian nationals and looted away Rs. 13.250/- in cash, five head of cattle, etc. The dacoits fired three rounds from twelve bore gun causing injury to Indiun national Abdul Azid.	—	—	—	—	—	—	5 cattle.	Rs. 14,000/- (in all)
91.	Manamura (Kulabari) P.S. Sonamura	4.11,70 2350 hrs.	Commission of dacoity.	On 4.11.70 at about 2350 hrs, a gang af Pak mistreants numbering about 15 armed with deadly weapons intruded Indian territory at village Manamura (Kulubari) under Sonamura P. S. and committed dacoity in the houses of Indian nationals. The dacoits looted away five head of cattle, Rs. 950/- in cash and other valuables after assaulting the inmates of the houses.	—	—	—	—	—	—	5	Rs. 2000/- (in all)
92.	Fatikcherra, P.S. Sidhai.	7.11.70 0100 hrs.	Lifting of cattle.	On 7.11,70 at about 0100 hrs, some Pak miscreants intruded into Indian territory at vill. Fatikcherra under Sidhai P. S. and took away four heads of cattle belonging to	—	—	—	—	—	—	4	Rs. 500/-

1	2	3	4	5	6	7	1	9	10	11	10	13
93		18.9.70 0400 hrs.	Opening of fire by EPR	On 18.9.70 at about 0400 hrs. 3/4 EPR personnel with arms trespassed into Indian territory sq 3837 Map sheet No. 79 M/1 with some ulterior motive. On seeing the Indian petrol party, the EPR personal fled away to Pakistan village Joynagar where from they again came out being reinforced by 20/25 EPR personnel & took their position. At about 1045 hrs, EPR personnel fired one round on our BSF personnel without any provocation. Immediately after this incident EPR personnel were mobilised in Pak villages Joynagar, Kholapara, Itna and Chhagariapara creating tension in the boarder areas.	—	—	—	—	—	—	—	—
94.	Karangicherra P.S. Khowai.	5.6.70 1100 hrs.	Commission of crime.	On 5.6.70 at about 1100 hrs. five Pak personnel dressed in green uniform armed with rifles and wireless set intruded into Indian territory at Karangicherra area under Khowai Police Station, On being challenged they fled away to Pakjstan.	—	—	—	—	—	—	—	Rs. 44,853/-

1	.	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12	13
95.		2.7,70 hrs. 0300 hrs.	Commission. of raid.	On 2.7̄.70 at about 0300 hrs, a large number of Mizo hostiles trained in Pakistan. entered at the site of the Gumti Hydel Project through Pakistan. These Hostiles were led and guided by some EPR personnel. They intruded in extensive looting and arson. Even a public health centre where there were indoor patients was heavily attacked by bullets.	—	—	—	—	—	—	—	Rs. 5,48,130/-
												Rs. 5,92,983/-

———